বাল্মীকিরামায়ণ।

যুদ্ধকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

হনুমান যথাবৎ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, পবননন্দন যে অলৌকিক ও অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, মনে মনেও কেহ সেরূপ করিতে পারে না। গরুড়, বায়ু ও হনুমান এই তিনজন ব্যতিরেকে, এরূপ কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি মহাসাগর পার হইতে পারে। লঙ্কা যেরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের অপ্রধৃষ্য এবং রাবণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, তাহাতে বল পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া, জীবিত শরীরে নিষ্ক্রান্ত হওয়াও কাহার সাধ্য নহে। হনুমানের সমান বলবীর্য্যসম্পন্ন না হইলেও, কোন্ ব্যক্তি রাক্ষসগণে সুরক্ষিত দুরাধর্ষ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিতে পারে? পবননন্দন এইরূপে স্বীয় বিক্রমের অনুরূপে বল প্রদর্শন করিয়া, সুগ্রীবের মহৎ ভৃত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। যে ভৃত্য স্বামিকর্ত্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগবশতঃ ঐ কার্য্য সমাধা করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। যে ভৃত্য নিযুক্ত হইয়া, শক্তিসত্ত্বেও অনুরাগ পূর্ব্বক প্রভুর প্রিয় কার্য্য না করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ বলে। আর, যে ভৃত্য

নিযুক্ত হইয়া, শক্তিসত্ত্বেও সমাহিতচিত্তে একবারেই প্রভুর কার্য্য না করে; তাহাকে পুরুষাধম বলে। হনুমানকে সীতার অন্বেষণ-মাত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অন্যান্য কার্য্য সকলও সম্পাদন করিয়াছেন। অথচ রাক্ষসগণের নিকট কোনরূপে পরাস্ত হইয়া, আত্মার অগৌরব সাধন করেন নাই এবং সুগ্রীব-কেও সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অধিক কি, ইনি জান-কীকে দর্শন করিয়া আমাকে, রঘুবংশকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও ধর্ম্মকেও অদ্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু ইহাই আমার এক্ষণে মনোদুঃখের কারণ হইতেছে যে, আমি দৈন্যদশায় পতিত হই-য়াছি। সুতরাং হনুমান্ প্রিয় বাক্য প্রদান করিলেও, তাহার সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলাম না। সর্ব্বস্ব দানই ঐরূপ সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার সর্ব্বস্ব। এই উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা হনুমানকে উহাই প্রদান করা যাউক। এই বলিয়া রাম প্রীতিভরে পুলকিতাঙ্গ হইয়া, সেই কৃতকার্য্য ও কৃতাত্মা হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং পুনরায় সবিশেষ চিন্তা করত কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, যে রূপে সীতার সন্ধান করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু সাগর পার হইতে হইবে ভাবিয়া, আমার মন বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বানরগণ সমাগত হইয়া, কিরূপে সুবিপুলসলিলশালী দুষ্পার মহাসাগরের দক্ষিণ পারে গমন করিবে? অতএব আমার নিকট জানকীর বৃত্তান্ত যেমন বর্ণন করিলে, সেইরূপ, কি উপায়ে সাগরের পারপ্রাপ্তি হইতে পারে, অতঃপর তাহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শত্রুনিসূদন রাম মহাত্মা হনুমানকে এই প্রকার কহিয়া, শোকে বিহ্বলচিত্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

শ্রীমান্ সুগ্রীব দশরথনন্দন রামকে শোকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, শোকনাশন বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বীর! আপনি ইতর জনের ন্যায়, কি জন্য সন্তপ্ত হইতেছেন? আপনার এরূপ করা উচিত হয় না। অতএব কৃতঘ্ন যেমন সৌহার্দ্দ ত্যাগ করে, আপনি তেমনি শোক ত্যাগ করুন। হে রঘুনন্দন! সীতার সংবাদ প্রাপ্ত ও শত্রুর গৃহও পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সুতরাং আপনার শোক করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রবিৎ, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত। অতএব কৃতাত্মা যোগী যেরূপ অপবর্গদূষণী বুদ্ধি ত্যাগ করেন, আপনি তেমনি এই প্রয়োজনহানিকর পাপবুদ্ধি পরিহার করুন। আমরা মহাসাগর পার হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ ও আপনার শত্রু সংহার করিব। উৎসাহহীন, দীন ও শোকে পর্য্যাকুলচিত্ত পুরুষের সকল বিষয়ই অবসন্ন ও পরম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বানরযূথপতিগণ সকলেই যুদ্ধবীর এবং সকলেই আপনার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে কৃতোৎসাহ। আমি ইহাদের হর্ষ দেখিয়া, এবিষয় জানিতে পারিয়াছি। এবং যাহা জানিয়াছি, কোনরূপেই তাহার ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাপকর্ম্মা শত্রু রাবণকে হত্যা করিয়া, যাহাতে সীতাকে আনয়ন করিতে পারি, আপনার সেইরূপ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে রঘুনন্দন! যে উপায়ে সাগরে সেতুবন্ধন ও রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী দর্শন হইতে পারে, আপনি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ত্রিকূট পর্ব্বতের শিখরস্থ লঙ্কানগরীর দর্শনমাত্রই রাজা রাবণ নিহত হইয়াছে। এই বরুণালয় দুষ্পার সাগরে সেতু বন্ধন না করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরাসুরগণেরও সাধ্য নাই যে লঙ্কাকে অধিকার করে। লঙ্কার সমীপে সাগরোপরি সেতুবন্ধন হইলেই, সৈন্য

গণের জয় হইয়াছে নিশ্চয় জানিবেন। এই বানরগণ সকলেই কামরূপী ও যুদ্ধদুর্ম্মদ। অতএব আপনি এই সর্ব্ববিনাশিনী বিরুদ্ধবুদ্ধি পরিহার করুন। শোকাকুল হইলে লোকমাত্রেরই শৌর্য্যহানি হইয়া থাকে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! মানুষ শৌর্য্য আশ্রয় করিয়া, যে কার্য্য করিতে পারে, আপনি তেজঃসহায়ে এ সময়ে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। হে রঘুনন্দন! যাঁহারা আপনার ন্যায় মহাত্মা ও শৌর্য্যসম্পন্ন, বিনষ্ট বা প্রনষ্ট কোন বিষয়ে শোকপরায়ণ হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। আপনি বুদ্ধিমানগণের অগ্রগণ্য এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বিশেষজ্ঞ। আমার ন্যায় সচিবগণের সাহায্যে শত্রু জয় করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রঘুনন্দন! ত্রিভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি ধনুর্দ্ধর আপনার সম্মুখে সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। আপনি বানরগণে যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন, তাহা কখনই পণ্ড হইবে না। আমি অক্ষয় মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া, সীতাকে আনয়ন করিব। অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ আশ্রয় করুন। উদ্যমহীন মন্দভাগ্য ক্ষত্রিয় পুরুষমাত্রেই অতীব কোপনস্বভাব ব্যক্তি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে যে উপায়ে সরিৎপতি সুভীষণ সাগর আমাদের সহিত লঙ্ঘন করিতে পারেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়োগ পূর্ব্বক তাহার যথাযথ পর্য্যালোচনা করুন। আমার সৈন্য সমুদায় সাগর পার হইলেই, জয় করিয়াছে, জানিবেন। বানরগণ সকলেই শূর ও কামরূপী, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিয়া, অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবে, সন্দেহ নাই। হে যুদ্ধনন্দন! আমরা যে কোন উপায়ে সাগর পার হইলেই, রাবণ নিহত হইয়াছে, মনে করিব। অথবা, অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। আপনি সর্ব্বতোভাবে বিজয়ী হইবেন। শুভনিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, আমার অন্তরে আহ্লাদ সঞ্চারিত হইতেছে।

তৃতীয় সর্গ।

পরমার্থবিৎ রাম সুগ্রীবের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পরিগ্রহ করত হনুমানকে কহিতে লাগিলেন, তপস্যা, সেতুবন্ধ ও সলিলশোষণ ইত্যাদি উপায়ে আমি সর্ব্বথা সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হইব। এক্ষণে, দুর্গম লঙ্কানগরে কতপ্রকার দুর্গ আছে, আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এইরূপে তুমি সে সকল বর্ণন কর। শুনিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে। পুনশ্চ, তোমরা সৈন্যের পরিমাণ, দ্বার দুর্গক্রিয়া, গুপ্তিকর্ম্ম ও রাক্ষস-গণের ভবনসমূহ ইত্যাদি যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমস্তও যথা-যথ বর্ণন কর। ঐ সকল বর্ণন করিতে তোমার সবিশেষ পার-দর্শিতা আছে।

বাক্যবিদ্‌বরিষ্ঠ বায়ুসুত হনুমান রামের এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রবণ করুন, লঙ্কা-নগরী দুর্গকর্ম্ম বিধানানুসারে যেরূপে গুপ্ত ও সৈন্যগণে রক্ষিত, সমস্তই আমি বর্ণন করিব। রাবণের প্রতি রাক্ষসগণের অনু-রাগ, দশানন কর্ত্তৃক স্বকীয় তেজে সম্পাদিত নাগরিক সমৃদ্ধি, সাগরের ভয়ঙ্করতা, চতুরঙ্গবলবিভাগ ও বাহনগণের সংখ্যা এই সকলও বর্ণন করিব।

হনুমান কহিলেন, লঙ্কা স্বভাবতঃ সাতিশয় হৃষ্ট ও আমোদিত, অতিশয় বিশাল, ভূরি ভূরি মত্ত মাতঙ্গ, রথ, অশ্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং নিতান্ত দুর্গম। উহার চারি দ্বারই বিপুল ও বৃহৎ এবং দৃঢ়বদ্ধ কপাট ও সুবিশাল অর্গল সম্পন্ন। তত্তৎ দ্বারে যে সকল বাণ ও শিলামোচন যন্ত্র আছে, সে সমস্তই বলসম্পন্ন ও বৃহৎ। শত্রুসৈন্য সমাগত হইবামাত্র, তত্তৎ যন্ত্রযোগে প্রতিবারিত হইয়া থাকে। রাক্ষসবীরগণ লৌহসারময় অতীব ভীষণ ও সুশা-ণিত শত শত শতঘ্নী রচনা পূর্ব্বক ঐ সকল দ্বারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কার প্রাকার অতি বৃহৎ, স্বর্ণময়, দুর্লঙ্ঘ্য এবং

উহার অন্তরদেশ মণি, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও মুক্তাময়। তত্রস্থ্য পরিখা সকল স্বভাবতঃ সাতিশয় ভয়ংকর, সুশীতলসলিলসম্পন্ন, দেখিতে পরম সুন্দর ও অগাধ, এবং মকরাদি হিংস্র জলজন্তু ও নানাজাতীয় মৎস্যগণে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পরিখা পার হইয়া, উল্লিখিত দ্বারে যাইবার জন্য যে সকল সংক্রম প্রস্তুত আছে, তৎসমস্ত অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহুতর সুবিশাল গৃহ ও যন্ত্রপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত। দ্বারদেশে শত্রুসৈন্য সমাগত হইলে, তত্তৎ যন্ত্র দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করা হইয়া থাকে। এবং পরিখার চতুর্দ্দিকেও শিলা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ সকল সংক্রমের মধ্যে একটি অত্যন্ত বৃহৎ, দৃঢ় ও বলসম্পন্ন। এবং কাঞ্চনময় বিবিধ স্তম্ভ ও বেদিকায় সুশোভিত। স্বয়ং রাবণ যুদ্ধোৎসুক হইলে, জাগরূক ও প্রমাদরহিত হইয়া, উল্লিখিত সংক্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সেনা পরিদর্শন করিয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! লঙ্কানগরী দুষ্পার সাগরের পারে প্রতিষ্ঠিত, আলম্বনশূন্য এবং দেবগণেরও দুর্গম ও ভয়াবহ। তথায় নাদেয়, পার্ব্বত্য, বন্য ও কৃত্রিম চারিপ্রকার দুর্গ আছে। এবং তথায় নৌকা সঞ্চারের পথ নাই। সুতরাং কোন্ দিকে কি আছে, তাহার সংবাদ পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। লঙ্কানগরী দেখিতে অমরাবতীর ন্যায়, অতিশয় দুর্গম ও শৈলশেখরে নির্ম্মিত এবং অশ্ব, গজ, পরিখা, শতঘ্নী ও যন্ত্র সকলে পূর্ণ ও শোভমান এবং নিরতিশয় দুর্জ্জয়। দশ সহস্র রাক্ষস পূর্ব্ব দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা সকলেই শূলপাণি, দুরাধর্ষ ও খড়্গাগ্রযোধী। দশ লক্ষ রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইহারা সকলেই অনুত্তম যোদ্ধা। দশ কোটি রাক্ষস পশ্চিম দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা সকলেই অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই খড়্গচর্ম্ম ধর। এক অর্ব্বুদ রাক্ষস উত্তর দ্বার রক্ষা করিয়া আছে। ইহারা সকলেই রথী, অশ্বারোহী, সৎকুলপ্রসূত ও সবিশেষ সম্মানিত। এতদ্ভিন্ন শত সহস্র দুদ্ধর্ষ রাক্ষস মধ্যম

গুল্ম আশ্রয় করিয়া আছে। আমি মহাত্মা রাক্ষসগণের বলের একদেশ ক্ষয়, সংক্রম সমস্ত ভগ্ন, পরিখা সকল পরিপূরিত, সমুদায় লঙ্কা দগ্ধ ও প্রাকার সকল অবসাদিত করিয়াছি। এক্ষণে যে কোন উপায়ে বরুণালয় সাগর পার হইতে হইবে। সাগর পার হইলেই, বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কা বিনষ্ট হইয়াছে, স্থির জানিবেন। অঙ্গদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, জাম্ববান, পনস, নল ও নীল এই কয় জন সাগর পার হইয়া, গমন করত পর্ব্বত, বন, পরিখা, প্রতোরণ, প্রাকার ও ভবন সমেত মহানগরী লঙ্কাকে উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিবে। সমুদায় বানর সৈন্যের তথায় যাইবার প্রয়োজন কি? আপনি এইরূপে সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান দিগকে সত্বর আজ্ঞা করুন এবং যাহাতে শুভ মুহূর্ত্তে প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সুগ্রীবকে প্ররোচনা প্রদান করুন।

—:০:—

চতুর্থ সর্গ।

পরম-তেজস্বী সত্যপরাক্রম রাম হনুমানের এই যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। তুমি বলিতেছ, আমি রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী লঙ্কা বিনষ্ট করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি, আমার নিজের মত ব্যক্ত করিতেছি। হে সুগ্রীব! যাহাতে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান কর। দেখ, অধুনা বিজয়নামক মুহূর্ত্ত উপস্থিত। দিবাকর মধ্যদেশ আশ্রয় করিয়াছেন, এই শুভ সময়ে প্রস্থান করাই প্রশস্ত। এই মুহূর্ত্তে আমার প্রণয়িনী সীতাকে হরণ করিয়া, রাক্ষস কোথায় গমন করিবে? বিষপান করিয়া আতুর ব্যক্তি জীবনান্ত সময়ে অমৃত স্পর্শ করিলে, যেরূপ আশাম্বিত হয়, আমি যাত্রা করিয়াছি,শ্রবণ করিলে সীতা তেমনি জীবিতাশা অবলম্বন করিবেন। অদ্য উত্তরফাল্গুনী, আগামী কল্য হস্তাযোগ উপস্থিত হইবে। হে সুগ্রীব! অদ্যই আমরা

সমস্ত সৈন্যের সহিত প্রস্থান করিব। এতদ্ব্যতীত, শুভনিমিত্ত সকলও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব আমি রাবণকে সংহার করিয়া জানকীকে আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। আমার নয়নের উপরিভাগও স্পন্দিত হইয়া, যেন ইহাই সূচনা করিতেছে যে, আমার অভীষ্ট বিজয় উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে সবিশেষ পূজা করিলে, অর্থকোবিদ, ধর্ম্মাত্মা রাম পুনরায় কহিতে লাগিলেন, শত সহস্র বলবান বানরে পরিবৃত হইয়া নীল পথপরিদর্শনার্থ সৈন্যগণের অগ্রেই প্রস্থান করুক। হে সেনাপতে! যাহাতে ফল, মূল, সুশীতল কাননবারি, এবং প্রচুর মধু আছে, তাদৃশ পথে তুমি আশু সৈন্যদিগকে লইয়া যাও। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথিমধ্যে ফল, মূল ও জল দূষিত করিতে পারে। তুমি নিত্য উদ্যত হইয়া, সেই সকল হইতে রক্ষা করিও। নিম্ন বনদুর্গ ও বন এই সকলে বানরগণ অবতরণ করিয়া, শত্রুর গুপ্ত স্থাপিত সৈন্য সকল যেন পরিদর্শন করে। সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা বালক ও বৃদ্ধ, এবং তজ্জন্য যুদ্ধের অনুপযুক্ত, তাহাদিগকে এই কিষ্কিন্ধ্যায় রাখিয়া যাও। কেননা ভয়ংকর কৃত্য উপস্থিত হইয়াছে, বিক্রমসহায়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শত সহস্র মহাবল কপিসিংহ সাগরৌঘসন্নিভ ভয়ংকর মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করুক। পর্ব্বতাকৃতি গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ ইহারা, গোগণের মধ্যে দর্পিত বৃষভের ন্যায়, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। বানরর্ষভ ঋষভ বানরবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তরস্বী গন্ধমাদন উহার বাম পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হউক। আমি ঐরাবতে ইন্দ্রের ন্যায়, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত তাহাদের মধ্যে গমন করিব। ভূতগণেশ ধনপতি কুবের যেমন আপনার বাহন সার্ব্বভৌমনামক দিগ্‌গজে আরোহণ করেন, অন্তকোপম লক্ষ্মণ তেমনি অঙ্গদের স্কন্ধে অধিষ্ঠান

পূর্ব্বক প্রস্থান করুন। জাম্ববান, সুষেণ ও মহাবাহু ঋক্ষরাজ ইহারা তিন জনে সেনার পুচ্ছভাগরক্ষায় প্রবৃত্ত হউক। আর, তেজঃপুঞ্জপরিবৃত প্রচেতা যেমন লোকের পশ্চার্দ্ধ, কপিরাজ সুগ্রীব তেমনি বানরবাহিনীর জঘনদেশ রক্ষা করুন।

বাহিনীপতি মহাবীর্য্য বানরর্ষভ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া, বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। পরমতেজস্বী বানরগণ সকলে সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র গুহা ও শিখরসমূহ হইতে সমুৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পূজা করিলেন। হস্তীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শত শত, শতসহস্র, কোটি কোটি, অযুত অযুত বানর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চলিল, এই রূপে সুবিপুল বানরবাহিনী রামের অনুগামী হইল। তাহারা সকলে সুগ্রীব কর্ত্তৃক পরিপালিত এবং হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া, আপ্লবন, প্লবন, গর্জ্জন, ক্ষ্বেড়ন ও শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন কারল এবং কখন সুস্বাদ সুগন্ধি ফল ভক্ষণ, কখন মঞ্জরীপুঞ্জলাঞ্ছিত প্রকাণ্ড পাদপ সকল উদ্বহন, কখন সহসা দর্পিত হইয়া পরস্পরকে বহন ও ক্ষেপণ,কখন পতন, ও উৎপতন, কখন পরস্পরকে নিপাতন এবং কখন বা রাবণকে সমুদায় রাক্ষসের সহিত বধ করিব বলিয়া রামের নিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল। বীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ ইহারা বহুসংখ্য বানরের সহিত পথ শোধন করিতে করিতে অগ্রগামী হইল। মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব,ইহাঁরা ভয়ঙ্কর বলশালী বানরগণে পরিবৃত হইয়া,গমন করিতে লাগিলেন। শতবলি বানর দশকোটি বানরে পরিরত হইয়া একাকী সমস্তাৎ অগ্র গমন করত সমুদায় কপিবাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল। অর্ক, কেশরী, পনস ও গজ ইহারা শতকোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, এক পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। সুষেণ ও জাম্ববান ইহারা বহুসংখ্য ঋক্ষে পরিবৃত হইয়া সুগ্রীবকে অগ্রসর করত পশ্চাদভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের

সেনাপতি বীর বানরশ্রেষ্ঠ নীল যাহাতে নগরাদির পীড়া না হয়, এরূপে তাহাদিগকে পরিবারিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। দরীমুখ, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ ও সরভ ইহারা সকল বানরকে ত্বরান্বিত করিয়া, বেগাতিশয় সহকারে গমন করিতে লাগিল।

এইরূপে ঐ বানরশ্রেষ্ঠগণ বলদর্পিত হইয়া, গমন করিতে করিতে পাদপশতসমাকুল গিরিশ্রেষ্ঠ সহ্য পর্ব্বত এবং প্রফুল্ল সরোবর ও অত্যুৎকৃষ্ট তড়াগ সকল সন্দর্শন করিল। সাগরৌঘ-সন্নিভ ভয়ংকর সুবিপুল বানরবল ভীমকোপ রামের শাসন জানিয়া, নগরসান্নিধ্য ও জনপদ সকল পরিহার করত অতীব প্রচণ্ড গর্জ্জনবিশিষ্ট মহাঘোর অর্ণবের ন্যায়, সহ্য পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইল। উল্লিখিত শূর কপিশ্রেষ্ঠসকল, কশাহত সদশ্বের ন্যায়,ত্বরিত গমনে দশরথনন্দন রামের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে দুই জন বানর বহন করাতে, নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, সুবিশাল গ্রহদ্বয়ের সংসর্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। অনন্তর রাম বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে সভাজিত হইয়া, সসৈন্যে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন। তিনি যেমন সকল কার্য্যেই সুসিদ্ধ, অঙ্গদের স্কন্ধারূঢ় লক্ষ্মণ তেমনি তাৎকালিক শুভসূচক লক্ষণপরম্পরা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি অবগত হইয়া, শুভ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি শীঘ্রই রাবণকে বধ ও অপহৃতা জানকীর উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া, সিদ্ধকাম অযোধ্যায় প্রতিপ্রস্থান করিবেন, সন্দেহ নাই। হে রঘুনন্দন! আপনার কার্য্যসিদ্ধি সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে শুভসূচক সুপ্রশস্ত নিমিত্ত সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। এই দেখুন, সুশীতল সুখসেব্য শুভসমীরণ বানরবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে মৃদুমন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। মৃগ ও পক্ষিগণ শ্রুতিসুখ সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক পূর্ণ স্বরে শব্দ করিতেছে। দিক্ সকল প্রসন্ন ও দিবাকর বিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভৃগুনন্দন শুক্র প্রসন্নার্চ্চি হইয়া, আপনার আনু-

পন্ত্য করিতেছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল অভ্রাদিমালিন্যবিরহিত ও সবিশেষ প্রভাশালী হইয়া, ধ্রুব প্রদক্ষিণ করত প্রকাশমান হইতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশংকু আপনার পুরোহিতের সহিত সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের পুরোভাগে বিরাজমান হইতেছেন। আমাদের বংশীয়গণের প্রধান নক্ষত্র বিশাখাদ্বয়ও অঙ্গারক প্রভৃতি দুষ্ট গ্রহগণের আক্রমণ ও উপদ্রব বিরহিত হইয়া, প্রকাশ পাইতেছে। নৈর্ঋতগণের মূল নক্ষত্র নৈর্ঋত অগ্রে সমুত্থিত ধূমকেতু কর্ত্তৃক নিপীড়িত এবং তদীয় সংস্পর্শে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে। রাক্ষসগণের বিনাশার্থই এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু,কাল পূর্ণ হইলে, মৃত্যুকবলে নিপতিত ব্যক্তিগণের নক্ষত্র সকল গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। হে বিভো! ঐ দেখুন, পুষ্করিণী সকল প্রসন্ন ও সুরসসলিলসম্পন্ন, অরণ্য সকল ফলপূর্ণ ও বৃক্ষ সকল স্ব স্ব ঋতুসুলভ কুসুমভূষিত হইয়াছে, এবং বিবিধ মনোহর গন্ধ বায়ুসহকারে প্রবাহিত হইতেছে। কপিসৈন্য সকল ব্যূহবদ্ধ হইয়া, তারকাময় সংগ্রামে সুসন্নিবিষ্ট দেবসৈন্যের ন্যায়, শোভা পাইতেছে। আর্য্য! এইপ্রকার অভিমত দর্শন করিয়া, প্রীত হওয়া আপনার উচিত হইতেছে। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ স্বয়ং শুভনিমিত্ত সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হইয়া, ভ্রাতা রামকে ঐপ্রকার বলিতে লাগিলেন।

এ দিকে বানরবাহিনী সমুদায় পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া, গমন করিতে আরম্ভ করিল। নখদংষ্ট্রায়ুধ ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুলগণের করাগ্র ও চরণাগ্র দ্বারা ভয়ংকর ধূলি উত্থিত হইয়া, সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত করাতে, লোক সকল অদৃশ্য হইয়া উঠিল। জলদপটল যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ সুভীষণ বানরসৈন্য পর্ব্বত, কানন ও আকাশ সহিত সমুদায় দক্ষিণ দিক্ আবরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরসৈন্য অবিচ্ছেদে বহু যোজন পার হওয়াতে, নদী

সকলের প্রবাহ প্রতিকূলবেগে ধাবমান হইল। নির্ম্মল জলপূর্ণ সরোবর, বৃক্ষসমাকীর্ণ পর্ব্বত, সমতল ভূভাগ এবং ফলসম্পন্ন অরণ্য সকলের অধ, ঊর্দ্ধ, সমন্তাৎ, তির্য্যক্ ও মধ্যস্থল সর্ব্বত্র অবস্থিতি এবং সমস্ত পৃথিবী আবৃত করিয়া, তাহারা সকলেই রামের জন্য বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর হৃষ্টবদনে পবনগমনে প্রস্থান করিল এবং পথিমধ্যে পরস্পর হর্ষ, বীর্য্য ও বলোদ্রেক প্রদর্শন সহকারে যৌবনোৎসেকজনিত বিবিধ দর্প প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল। কেহ দ্রুতগমন, কেহ উৎপতন, কেহ কিলকিলা শব্দ, কেহ লাঙ্গূলাস্ফোটন, কেহ পদসম্ভাড়ন, কেহ ভুজবিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্ব্বত ও পাদপ সকল ভগ্ন, কেহ গিরিশৃঙ্গসমূহে আরোহণ, কেহ মহানাদ মোচন, কেহ ক্ষ্বেড়ন, কেহ ঊরুবেগে রাশি রাশি লতাজাল মর্দ্দন, এবং কেহবা প্রফুল্ল হইয়া, বিক্রমসহকারে শিলা ও বৃক্ষ লইয়া নানা প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। অনন্তর তৃতীয় দিবস অবস্থান সময়ে কোটিকোটি সহস্র সহস্র ভয়ংকর বানরযূথে সমস্ত মেদিনী পরিবৃত হইল। তাহারা যামমাত্র বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় গমন করিতে লাগিল। বানরগণ সকলেই আমোদিত ও হর্ষিত এবং সকলেই যুদ্ধের পক্ষপাতী ও সীতার উদ্ধার বিষয়ে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া, ত্বরাপূর্ব্বক প্রয়াণ করিল। মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিল না। অনন্তর তাহারা নিরবচ্ছিন্ন পাদপপূর্ণ বিবিধকাননসম্পন্ন সহ্য পর্ব্বতে সমারূঢ় হইল।

দশরথনন্দন রাম সহ্য ও মলয় পর্ব্বতের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিচিত্র কানন ও নদীপ্রস্রবণ সকল দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। বানরগণ চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্দুবার, তিনিশ, করবীর, অঙ্কোল, করঞ্জ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, তিন্দুক, জম্বূ, আমলক ও পুন্নাগ ইত্যাদি বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। তত্রত্য রমণীয় প্রস্তরসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিবিধ কাননক্রম বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া, রাশি রাশি কুসুমে পৃথিবী প্রকীর্ণ করিয়া আছে। চন্দনের ন্যায় শীতল সুখস্পর্শ সমীরণ তথায় সর্ব্বদাই প্রবা-

হিত হইয়া থাকে। মধুগন্ধি অরণ্য সকলে ষট্পদসমূহ মধুর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। শৈলরাজ সত্য ধাতুপরম্পরার সান্নিধ্যযোগে সাতিশয় ভূষিত। ঐ সকল ধাতু হইতে বায়ুবেগে রেণুরাশি সমুত্থিত ও ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইয়া থাকে। সুবিপুল বানরসৈন্য ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তথায় রমণীয় প্রস্থসমূহে কেতকী সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাধবী, কুন্দ, চিরবিল্ব, মধূক, বঞ্জুল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলী, কোবিদার, মুচুলিন্দ, অর্জ্জুন, শিংশপ, কূটজ, হিন্তাল, তিমিশ, চূর্ণক, নীপ, নীলাশোক, সরল, অঙ্কোল, পদ্মক ইত্যাদি যে সমস্ত বৃক্ষ সর্ব্বতোভাবে কুসুমিত হইয়াছে, বানরগণ তৎসমস্ত দর্শন করিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল। ঐ পর্ব্বতে বিবিধ বিচিত্র বাপী ও পল্বল সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ সকল বাপী চক্রবাক, কারণ্ডব, প্লব ও ক্রৌঞ্চসমূহে বিচরিত ও পরিব্যাপ্ত এবং বরাহ, মৃগ ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দ্দূল ও বহুসংখ্য ভয়াবহ ব্যালে সমন্তাৎ নিষেবিত। তত্রস্থ জলাশয় সকল পদ্ম,সৌগন্ধিক, কুমুদ ও উৎপল প্রভৃতি বিবিধ প্রফুল্ল জলকুসুমে সাতিশয় মনোহর। ঐ পর্ব্বতের সানু সকলে নানাজাতীয় বিহঙ্গম মনোরম শব্দ করিয়া থাকে। বানরগণ তথায় স্নান ও পান করিয়া জলক্রীড়া, পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পরস্পরকে প্লাবিত, এবং মদোদ্ধত হইয়া পাদপগণের অমৃতোপম ফল, মূল ও কুসুম সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা দ্রোণমাত্রপ্রমাণ লম্বমান মধু পান করত হৃষ্ট হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় পাদপ সকল ভগ্ন, লতা সকল আকর্ষণ ও গিরি সকল বিধমন করিতে লাগিল। কেহ মধুপানে তৃপ্ত হইয়া, বৃক্ষ হইতে গর্জ্জন,কেহ বৃক্ষে আরোহণ ও কেহ বা বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে লাগিল। পক্কফলবিশিষ্ট ব্রীহিক্ষেত্রসমূহে পৃথিবী যেমন আচ্ছন্ন ও শোভমান হয়, বানরপুঙ্গবগণেও তদ্রূপ ব্যাপ্ত ও বিরাজমান হইল। রাজীবলোচন

মহাবাহু রাম সহ্য ও মহাগিরি মলয় অতিক্রম করিয়া, মহেন্দ্র-পর্ব্বতে উপনীত ও তদীয় পাদপরাজিত শেখরদেশে অধিরূঢ় হই-লেন। দশরথাত্মজ রাম তথায় আরোহণ করিয়া, কূর্ম্মমীনসমা-কীর্ণ সলিলাশয় সাগর সন্দর্শন করিলেন। বানরগণ আনুপূর্ব্ব-ক্রমে সেই ভীমনিস্বন সাগরের আসন্ন হইল। অনন্তর সমুদায় মনোরম পদার্থের অগ্রগণ্য রাম সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অত্যুৎকৃষ্ট বেলা-প্রদেশে গমন করিলেন। এই বেলাভূমি অতিশয় বিস্তৃত এবং উহার উপলময় তলভাগ সহসা-সমাগত সলিলপ্রবাহে প্রক্ষা-লিত।

রাম তথায় সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব! আমরা এখন বরুণালয় সাগরে সমুপস্থিত হইয়াছি। কি রূপে এই সাগর পার হওয়া যাইবে, পূর্ব্বে সে বিষয়ে আমাদের যে চিন্তা জন্মিয়াছিল, অধুনা এখানে আসিয়া সেই চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। অনুপায় ব্যক্তির ঈদৃশ অকূল সাগর পার হওয়া দুঃসাধ্য। অতএব যে উপায়ে বানরসৈন্য পর পার প্রাপ্ত হইতে পারে, এইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, সে বিষয় বিচার করা যাউক। সীতাহরণকর্ষিত মহাবাহু রাম এইরূপে সাগর-তীরে সমাগত হইয়া, শিবিরসন্নিবেশে আদেশ করিলেন, হে বানররাজ সুগ্রীব! সমুদায় সেনা সন্নিবিষ্ট কর। সংপ্রতি যে উপায়ে সাগরলঙ্ঘন করা যাইবে, তাহার বিচারকাল উপস্থিত হইয়াছে। আপন আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া, কেহ যেন কোন কারণে কোথাও না যায়। রাক্ষসগণ মায়াবী। অতএব, তাহারা গোপনে আমাদের ভয় সমুদ্ভাবন করিতে পারে, এই প্রকার জ্ঞাত থাকা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কারণে শূর বানরগণ চতুর্দ্দিকে সাবধানে সেনা রক্ষা করুক।

রামের কথা শুনিয়া,কপিরাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত পাদপ-পরীত পয়োধিকূলে সেনা সন্নিবিষ্ট করিলেন। তৎকালে সাগর-

সমীপস্থ সেই বানরবল, বানররূপ জলময় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় শোভমান হইল। বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে বেলাবনে উপনীত হইয়া, মহোদধির পরপার-প্রাপ্তি-কামনায় তথায় সন্নিবিষ্ট হইল। তাহারা সন্নিবেশে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের সঞ্চারশব্দ সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন তিরোহিত করিয়া, কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। রামকার্য্যে অতিশয় তৎপর সুগ্রীবের পরিপালিত সেই সুবিপুল বানরবাহিনী ঋক্ষ, বানর ও গোপুচ্ছ এই তিনভাগে সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে ঐ কপিসৈন্য বায়ুবেগসমাধূত মহার্ণব প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দর্শন করত অতিশয় প্রীতিলাভ করিল। বানরযূথপতিগণ তথায় অবস্থান করত অবলোকন করিল, সরিৎপতির পরপার অতিশয় দূরবর্ত্তী। উহা অবিশ্রান্ত ও অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাক্ষসগণ ও বরুণদেব উহাতে বাস করিতেছেন। প্রচণ্ডপ্রকৃতি কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণের সান্নিধ্যবশতঃ উহা অতিমাত্র ভয়ানক। প্রদোষ সময়ে চন্দ্রোদয়ে ফেনরাশি বর্দ্ধিত ও উর্ম্মি মালা সমুত্থিত হওয়াতে, সমুদ্র যেন হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিয়া থাকে। চন্দ্রের উদয় হইলেই উহার বৃদ্ধি হয়। তৎকালে ভূরি ভূরি প্রতিচন্দ্রে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে। প্রচণ্ড পবনতুল্য বেগবান্ জলচর মহাগ্রাহ তিমি ও তিমিঙ্গিলসমূহে উহা আচ্ছন্ন। এই মহার্ণব তরঙ্গাগ্র দ্বারা যেন ফেনরূপ চন্দন পেষণ ও চন্দ্র যেন উহা কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া দিগঙ্গনাগণের দেহে লেপন করেন। অচলদেহ ভুজঙ্গগণ যেমন পাতালকে, সেইরূপ বিবিধ শৈল ও প্রকাণ্ডাকৃতি প্রাণিগণ উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লঙ্কাপ্রভৃতি সুন্দর দুর্গ সকল উহার অন্তর্বর্ত্তী। উহার পরপার প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। অসুরগণ উহাতে বসতি করিতেছে। মকর ও নাগগণে পরিব্যাপ্ত বায়ুপ্রচলিত প্রবৃদ্ধ জলরাশি এই অগাধ সমুদ্রে উৎপতিত ও নিপতিত হইতেছে। ফণস্থমণিপরম্পরায় সমুদ্ভাসিত জলসর্পগণের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত উহা যেন বিস্ফুলিঙ্গের

ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সর্ব্বদা পাতালগোচর এই সাগর আকাশের ন্যায়, এবং আকাশও সাগরের ন্যায়। ফলতঃ, সাগর ও আকাশ উভয়ে কোনরূপ বিশেষ লক্ষিত হয় না। সাগরের জল যেমন আকাশে, আকাশ তেমনি সাগরসলিলে সংপৃক্ত। সাগর যেমন মুক্তাশ্রেষ্ঠে, অম্বর তেমনি নক্ষত্রশ্রেষ্ঠে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং, সাগর ও আকাশ উভয়ে একরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। আকাশ যেমন মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত, সাগর তেমনি বীচিমালায় সমাকুল। সুতরাং উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই। এই সিন্ধুরাজ সমুদ্রের ঊর্ম্মিপরম্পরা পরস্পর আহত ও সংসক্ত হইয়া, যুদ্ধে মহাভেরীর ন্যায়, ভীমনাদে শব্দ করিয়া থাকে। পবনবশে প্রচলিত এবং তজ্জন্য রত্নরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া জলরাশি শব্দিত হওয়াতে, বোধ হয়, যেন যাদোগণসমাকুল সরিৎপতি ক্রুদ্ধ হইয়া উৎপতিত হইতেছে। রাম প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় দর্শন করিলেন, সরিৎপতি আকাশে ঊর্ম্মিপরম্পরা বিস্তার করিয়া, যেন প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছে। বানরগণ সবিস্ময়ে অবস্থান পূর্ব্বক অবলোকন করিল, ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিজলের সম্পাদবশতঃ মহোদধি নিরতিশয় চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

পঞ্চম সর্গ।

সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক যথাবিধানে সুরক্ষিত ও সম্যক্‌রূপে সুসজ্জিত উল্লিখিত বানরবাহিনী সাগরের উত্তরতীরে সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইলে, মৈন্দ ও দ্বিবিদ এই দুই বানরশ্রেষ্ঠ তাহার রক্ষার্থ সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। নদনদীপতি সাগরের তটদেশে এইরূপে সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, রাম পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই! লোকে বলিয়া থাকে, কালসহকারে শোক লয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জানকীকে না দেখিয়া, আমার শোক দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রিয়া

জানকী দূরে আছেন, কিংবা অপহৃতা হইয়াছেন, বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে না। আমার কেবল ইহাই ভাবিয়া শোক হইতেছে, যে, তাঁহার প্রাণস্থিতিকাল অতিবর্ত্তিত হইতেছে। অয়ি পবন! প্রিয়া জানকী যে দিকে আছেন, তুমি সেই দিকে প্রবাহিত হও এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আসিয়া, আমাকেও স্পর্শ কর। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে, চক্ষু যেমন শীতল হয়, সেইরূপ, প্রিয়ার গাত্রস্পর্শী তোমাকে স্পর্শ করিলে, আমার সমস্ত তাপ উপশমিত হইবে। রাবণ হরণ করিয়া লইলে, প্রিয়া হা নাথ, বলিয়া আমার উদ্দেশে যাহা কহিয়াছিলেন, সে সকল আমার মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে। বিষপান করিলে, শরীর যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ, ঐ সমস্ত কথাও আমার দেহ দাহ করিতেছে। তাঁহার বিয়োগরূপ ইন্ধন ও চিন্তারূপ সমুজ্জ্বল শিখাশালী মদনরূপ অনলে দিবানিশ আমার শরীর দহ্যমান হইতেছে। ভাই! তুমি এই খানে থাক। আমি তোমাকে ছাড়িয়া, একাকী অর্ণব মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক শয়ন করিব। জলে শয়ন করিলে, প্রজ্বলিত কামানল কথঞ্চিৎ আমারে দগ্ধ করিতে পারিবে না। ভাই! বামোরু সীতা ও আমি উভয়ে এখনো এক পৃথিবীতে আছি। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, বহুকাল আমার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা। জলশালী ক্ষেত্রের সংসর্গে নির্জ্জল ক্ষেত্র যেমন শুষ্ক হয় না, তদ্বৎ, জানকী বাঁচিয়া আছেন, শুনিলেও, আমি প্রাণ ধারণ করি। না জানি, কত দিনে বিপক্ষ জয় করিয়া, সেই শতপত্রায়তেক্ষণা সুশ্রোণী সীতাকে, সুসমৃদ্ধ রাজ্যলক্ষ্মীর ন্যায়, দর্শন করিব। না জানি কতদিনে পদ্মবৎ সুকুমার চারুবিম্বোষ্ঠ তদীয় বদন সমুন্নমিত করিয়া, আতুর যেমন রসায়ন, তেমনি পান করিব। না জানি, কতদিনে হাস্য করিতে করিতে প্রিয়া আমায় তালফল সদৃশ পীন, সংহত, কম্পমান পয়োধরে আলিঙ্গন করিবেন। আমিই তাঁহার নাথ। কিন্তু সেই অসিতাপাঙ্গী রাক্ষসগণের মধ্যগামিনী হইয়া,

নিশ্চয়ই অনাথার ন্যায়, রক্ষাকর্ত্তা প্রাপ্ত হইতেছেন না। তিনি রাজা জনকের দুহিতা, আমার প্রিয়া ও সাক্ষাৎ দশরথের পুত্রবধূ হইয়া, কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে শয়ন করিতেছেন? শরৎকালীন শশিলেখা যেমন নীলবর্ণ জলদপটল বিধূত করিয়া, সমুদিত হয়, তিনিও আমার সাহায্যে দুরাধর্ষ রাক্ষসদিগকে নিরাকৃত করিয়া উৎপাতিতা হইবেন। তিনি স্বভাবতঃ কৃশাঙ্গী, বিপরীত দেশকালে পতিতা হইয়া শোকে ও অনশনে আরও কৃশা হইতেছেন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষস্থলে সায়ক সকল নিহিত করিয়া, তাঁহাকে প্রত্যাহরণ ও আন্তরিক শোকভার নিরাকরণ করিব। কবে সেই সুরসুতাসদৃশী পতিব্রতা সীতা উৎসুক্য সহকারে আমার কণ্ঠদেশবিলম্বিনী হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। কতদিনে আমি জানকীবিরহজনিত এই ঘোর শোকরাশি, মলিন বস্ত্রের ন্যায়, সহসা পরিত্যাগ করিব। ধীমান্ রাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে, দিবাবসান হওয়াতে, ভাস্কর দেব অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। রাম কমলপত্রাক্ষী জানকীকে স্মরণ করত শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া, সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন।

——

ষষ্ঠ সর্গ।

হনুমান্ মহাত্মা ইন্দ্রের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে যে ভয়াবহ ঘোর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ তাহা দর্শন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অবাঙ্মুখ হইয়া, রাক্ষসদিগের সকলকে কহিলেন, সেই বানর একাকী বিনা অস্ত্রেই লঙ্কাপুরে প্রবেশ ও নানাপ্রকারে ইহার অবমাননা, জানকীকে দর্শন, চৈত্যপ্রাসাদ ধ্বংস, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে সংহার এবং সমস্ত নগর আকুল করিয়া গেল। তোমাদের মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি

কি করিব। তোমাদের মতে অতঃপর কি করা যুক্তিসঙ্গত। এবং কি করিলেই বা আমাদের ইষ্টাপত্তি ও কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, বল। মনস্বী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, মন্ত্রণাই বিজয়ের মূল। হে মহাবলবর্গ! উল্লিখিত কারণে রামের প্রতিকূলে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। সংসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে পুরুষ তিন প্রকার। আমি তাহাদের গুণদোষ যথাক্রমে বলিতেছি। যে ব্যক্তি মন্ত্রনির্ণয়-সমর্থ ও হিতসংযুক্ত মন্ত্রিগণ, মিত্রবর্গ, সমানার্থসম্পন্ন ব্যক্তিসমূহ এবং এই তিন অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং দৈব সহায়ে যত্ন করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। যে ব্যক্তি একাকী অর্থ বিমর্শন, একাকী ধর্ম্মে মন এবং একাকীই কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলে। আর, যে ব্যক্তি গুণদোষ নিশ্চয় না করিয়া ও দৈব সহায়ে উপেক্ষাপর হইয়া, কার্য্য করিব বলিয়া, কার্য্য না করে, সে নরাধম বা অধমপুরুষ। এইরূপে উল্লিখিত পুরুষের ন্যায়, মন্ত্রণাও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিনপ্রকার, জানিবে। তন্মধ্যে মন্ত্রিগণ শাস্ত্রদৃষ্ট চক্ষু দ্বারা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে নিরত হয়, তাহার নাম উত্তম মন্ত্রণা। তাহারা যে মন্ত্রনির্ণয় সময়ে প্রথমে ভিন্নমত হইয়া, পরে ঐকমত্য অবলম্বন করে, তাহাকে মধ্যম মন্ত্র বলে। আর, মন্ত্রিগণ পরস্পরবিরুদ্ধ-মতিক হইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে যাহার উদ্দেশে বাগ্‌বিন্যাস করে, এবং অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ একমত হইলেও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাকে অধম মন্ত্রণা বলে। তোমরা সকলেই মন্ত্রিসত্তম। অতএব সবিশেষ মন্ত্রণা করিয়া, সমীচীন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ঐরূপ কার্য্যই আমার অভিমত। রাম সহস্র সহস্র বীর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কায় আগমন ও ইহা রোধ করিবেন। এবং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তিনি অনুজ, অনুগামীবর্গ ও বানরবল সমভিব্যাহারে যুক্তরূপ তেজঃসহায়ে অনা-

যানে মহাসাগর পার হইবেন। হয় তিনি সাগরশোষণ, না হয়, সেতু বন্ধন করিয়া, ঐ কার্য্য সাধন করিবেন। এইপ্রকার ব্যাপার সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি বানরগণের সহিত আমাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, যেরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা লঙ্কা ও সৈন্য-গণের উপকার হইতে পারে, অধুনা তোমরা সে সকল বিষয়ে সবিশেষ মন্ত্রণা কর।

সপ্তম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইপ্রকার কহিলে, ঐ সকল নীতিবহির্ম্ম খ নির্ব্বুদ্ধি মহাবল রাক্ষস অজ্ঞানপ্রযুক্ত শত্রুপক্ষের বলবীর্য্য গণনা না করিয়াই, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, রাজন্! আমা-দের সৈন্য যেমন সুবিপুল, তেমনি পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, শূল, পট্টিশ ইত্যাদি বিবিধ আয়ুধে পরিপূর্ণ। তবে আপনি কিজন্য বিষণ্ণ হইতেছেন। দেখুন, আপনি ভোগবতীতে গমন করিয়া, যুদ্ধে পন্নগদিগকে জয় এবং ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কৈলাসশেখর-বাসী বহুযক্ষপরিবৃত কুবেরকে বশ করিয়াছেন। হে বিভো! কুবের স্বয়ং মহাবল লোকপাল এবং মহাদেবের সহিত সখ্যবশতঃ সর্ব্বথা শ্লাঘাপরায়ণ। কিন্তু আপনি রোষবশে তাঁহাকেও জয় করিয়াছেন। অধিক কি, আপনি যক্ষদিগকে বিনিপাতিত, বিক্ষোভিত ও বিনিগৃহীত করিয়া, কৈলাসশিখর হইতে এই বিমান আহরণ করিয়াছেন। হে রাক্ষসপুঙ্গব! দানবরাজ ময় আপনার ভয়ে ভীত হইয়া, সখ্য কামনায় আপনাকে ভার্য্যার্থ কন্যা দান করিয়াছে। আপনি কুম্ভীনসীর স্বামী বীর্য্যোৎসিক্ত দুরাসদ দানবেন্দ্র মধুকে বলপূর্ব্বক বশে আনিয়াছেন। হে মহা-বাহু! আপনি রসাতলে গমন করিয়া, নাগদিগকে জয় এবং বাসুকি, তক্ষক, শঙ্খ ও জটীকে বশ করিয়াছেন। হে অরিন্দম! অক্ষয়, বলশালী, শূর ও পিতামহের নিকট বর প্রাপ্ত কালকেয়-

গণ সংবৎসর যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে আপনার প্রভাবে বশ্যতা স্বীকার করে। হে রাক্ষসাধিপ! আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে বিস্তর মায়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। হে মহাভাগ! আপনি বরুণের শূর, বলবান্ ও চতুর্ব্বিধ বলানুগ পুত্রদিগকে জয় করিয়াছেন। রাজন্! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাগ্রাহ, কালপাশ-রূপ মহাতরঙ্গ ও যমকিংকররূপ মহাভুজঙ্গ এই সকলে পরিব্যাপ্ত, যাতনা বৃক্ষে অলঙ্কৃত ও মহাজ্বরে দুর্দ্ধর্ষ যমলোক রূপ মহার্ণবে অবগাহন করিয়া, তুমুল যুদ্ধ করত বিপুল জয় লাভ, মৃত্যুকে পরা-ঙ্মুখ এবং রাক্ষসদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। বসুমতী প্রকাণ্ড পাদপপরম্পরার ন্যায়, ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় বীরে পূর্ণ ছিল। রাম যুদ্ধে বীর্য্য, গুণ ও উৎসাহে তাহাদের সমকক্ষ নহেন। কিন্তু আপনি সেই সকল সমরদুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়কেও বল পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! আপনি বসিয়া থাকুন, বৃথাশ্রমে আপনার প্রয়োজন নাই। এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই সমুদায় বানরবল ধ্বংস করিবেন। ইনি অনুত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া, পরম দুর্ল্ভ বর লাভ করিয়াছেন। এবং দেবগণের বল-রূপ সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। শক্তি ও তোমর পরম্পরা ঐ বলরূপ সাগরের মৎস্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ উহার শৈবাল, গজ সকল কচ্ছপ, অশ্ব সকল মণ্ডূক, রুদ্র ও আদিত্যগণ মহাগ্রাহ, মরুৎ ও বসুগণ মহোরগ, রথ অশ্ব ও গজসমূহ জলপ্রবাহ। এবং পদাতি সমস্ত সুবিশাল পুলিন। রাজন্! এই ইন্দ্রজিৎ পিতামহের আদেশে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি স্বর্গে গমন করেন। মহারাজ! আপনার এই পুত্র ইন্দ্রজিৎ-কেই যুদ্ধে প্রেরণ করুন। ইনি রামের সহিত সমস্ত বানরসেনাই বধ করিবেন। রাজন্! সামান্য নরবানর হইতে এই আপদ উপস্থিত হইয়াছে; মনোমধ্যে কোন চিন্তাই করিবেন না, আপনি রামকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই।

অষ্টম সর্গ

অনন্তর শ্যামলজলদসন্নিভ শৌর্য্যশালী সেনাপতি নিশাচর প্রহস্ত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, যুদ্ধে বানরগণের কথা কি, সমুদায় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতগ ও উরগদিগকেও জয় করিতে পারি। রাক্ষসগণ সকলে ভোগাদিপরবশ ও নিঃশঙ্ক হইয়াছিল। সেইজন্য হনুমান কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছে। নতুবা, আমি জীবিত থাকিতে, সেই বানর কখনো প্রাণ লইয়া যাইতে পারিত না। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন, আমি সশৈলবন-কাননা সাগরমেখলা সমগ্র পৃথিবী বানরশূন্য এবং তাহাদের হস্তে রাক্ষসগণের রক্ষা বিধান করিব। আপনার সীতাহরণাপরাধ জন্য দুঃখের লেশমাত্রও ঘটিবে না।

অনন্তর দুর্ম্মুখ নামে রাক্ষস নিরতিশয় রোষভরে কহিতে লাগিল, হনুমান আমাদের সকলের যে পরাভব করিয়াছে, তাহা কোনমতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আমি সমস্ত পুর ও অন্তঃপুরের ঐরূপ পরিভবের কথা বলিতেছি না; ইহাতে শ্রীমান্ রাক্ষসরাজের যে অবমাননা হইয়াছে, আমি এই মুহূর্ত্তে একাকীই গমন করিয়া, বানরগণ সাগরে বা পাতালে বা আকাশে যেখানেই প্রবেশ করুক, সেইখানেই তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া, রাক্ষসপতির এই পরপরিভবদুঃখের নিরাকরণ করিব।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া, মাংস-শোণিতদূষিত ভয়ংকর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দুর্দ্ধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বাঁচিয়া থাকিতে, ক্ষীণপ্রাণ দীন-ভাবাপন্ন হনুমানকে বধ করিয়া আমাদের কি হইবে। অতএব অদ্য আমি একাকীই এই পরিঘসহায়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে সংহার ও সমুদায় বানরবাহিনী বিক্ষোভিত করিয়া, প্রত্যাগমন করিব। রাজন্! যদি ইচ্ছা করেন, পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ

করুন। উপায়কুশল অতন্দ্রিত ব্যক্তিই শত্রুজয়ে সমর্থ হয়। রাক্ষসনাথ! নিশ্চয় জানিবেন, আপনার অধীনে শূর, সুভীম, ভীমদর্শন ও কামরূপধর সহস্র সহস্র রাক্ষস আছে। তাহারা সকলে মানুষের রূপ ধারণ করিয়া, রঘুসত্তম রামের নিকট গমন পূর্ব্বক নির্ভয়ে বলুক, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই কথায় রাম অবশ্যই সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট আসিবে। এই অবসরে আমরা এখান হইতে শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ ও অসিহস্তে সত্বর তথায় গমন এবং দলে দলে আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক রাশি রাশি পাষাণ ও শস্ত্রবৃষ্টি করিয়া, সমুদায় বানরবাহিনী সংহার ও যমালয়ে প্রেরণ করিব। এই রূপে রাম লক্ষ্মণ আমাদের ছলনায় পতিত হইলে, পুনরায় অবশ্য ছলনা পূর্ব্বক প্রহার করিয়া, তাহাদের উভয়েরই প্রাণনাশ করিব।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভনামে বীর্য্যবান্ বীর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া, লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, মহারাজের সহিত মিলিত হইয়া, সকলে তোমরা এইখানেই থাক। আমি একাকী রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব ও অন্যান্য সমস্ত বানরকেই সংহার করিব।

অনন্তর বজ্রহনু নামে পর্ব্বতাকৃতি রাক্ষস রোষভরে জিহ্বা দ্বারা সৃক্ক লেহন করিয়া কহিল, তোমরা সকলে সন্তাপ ত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমি একাকী সমুদায় বানরী সেনা ভক্ষণ করিব। তোমরা স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া, বারুণ মধু পান ও ক্রীড়া কর; আমি একাকীই সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনুমান ও অন্যান্য বানরদিগকে সংহার করিব।

—•:•—

নবম সর্গ।

অনন্তর নিকুম্ভ, রভস, মহাবল সূর্য্যশক্র, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, রাবণের আত্মজ পরমতেজস্বী ইন্দ্রশক্র, বলবান্ প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, মহাবল ধূম্রাক্ষ, নিকুম্ভ ও দুর্ম্মুখ এই সকল রাক্ষস একত্রে মিলিত হইয়া, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, পরিঘ, পট্টিশ, শূল, প্রাস, শক্তি, পরশ্বধ, ধনু, সুশাণিত বাণ, এবং সুবিপুল সুন্দর খড়্গসমূহ ধারণ ও সবেগে উৎপতন পূর্ব্বক রাবণকে কহিতে লাগিল, অদ্য আমরা রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং লঙ্কার পরিভবকারী ক্ষুদ্রপ্রাণ সেই হনুমানকে সংহার করিব।

বিভীষণ সেই উদ্যতায়ুধ রাক্ষসদিগের সকলকে প্রতিষেধ ও প্রত্যুপবিষ্ট করিয়া, পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন, তাত! সাম, দান, ভেদ এই তিন প্রকার উপায়ে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ সে বিষয়ের শাস্ত্রোক্ত যুক্তিযুক্ত বিক্রমকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাত! তদনুসারে যথাবিধি পরীক্ষা পূর্ব্বক অসাবধান, অভিযুক্ত ও দৈবোপহত এই তিন স্থলে বিক্রম প্রকাশ করিলে, সিদ্ধিলাভ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু রাম সর্ব্বথা সাবধান, জিগীষাপরায়ণ, দৈববলে অনুপ্রাণিত, জিতরোষ ও দুরাধর্ষ। তোমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রধর্ষিত করিতে উৎসুক হইয়াছ। কোন্ ব্যক্তি মনে মনেও এরূপ জানিতে বা তর্ক করিতে পারে যে, হনুমান নদনদীপতি ভয়ংকর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আগমন করিবে। রাক্ষসগণ! হনুমানের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা বা সীমা নাই। অতএব তোমরা কোনরূপে তাদৃশ শত্রুপক্ষের কিছুমাত্র অবজ্ঞা করিও না। দেখ, পূর্ব্বে রাম রাক্ষসরাজের কি অপকার করিয়াছিলেন, যে, তিনি জনস্থান হইতে সেই যশস্বী রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিলেন। আর, সাধ্যানুসারে প্রাণিগণের প্রাণ

রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব রাম যদি দুরন্ত খরকে বধ করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে। যাহা হউক, খরাদির বধ প্রযুক্ত জানকীকে হরণ করা হইয়াছে। ইহাতে পরিণামে নিরতিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এই বেলা জানকীকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। যাহাতে কলহ ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ অনুষ্ঠানে ফল কি? রাম বীর্য্যশালী ও ধর্ম্মানুবর্ত্তী। তাঁহার সহিত অনর্থক শত্রুতা করাও আমাদের উচিত হয় না। অতএব তাঁহারে মৈথিলী প্রদান করুন। রাম যাবৎ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, গজ, অশ্ব ও রত্নসমাকুল লঙ্কা বিদারিত না করেন, তাবৎ তাঁহার জানকী তাঁহাকে দেওয়া হউক। নিরতিশয় ভয়ংকর দুর্দ্ধর্ষ সুবিপুল বানরসৈন্যও যাবৎ এই পুরী অবস্কন্দিত না করে, তাবৎ জানকীকে প্রত্যর্পণ করুন। রামের দয়িতা পত্নী জানকীকে স্বয়ং যদি না দেন, তাহা হইলে, লঙ্কাপুরী বিনষ্ট এবং সমুদায় শূর নিশাচরও নিহত হইবে। আমি ভ্রাতা বলিয়াই আপনারে প্রসন্ন করিতেছি। এবং হিত ও তথ্য কথাই বলিতেছি। অতএব আমার কথা রাখুন, রামকে জানকী প্রদান করুন। নৃপাত্মজ রাম আপনার নিধন জন্য সূর্য্যকিরণসন্নিভ, নবাগ্রপুঙ্খবিশিষ্ট, সুদৃঢ়, অমোঘ শরসমূহ বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই আপনি জানকীকে প্রদান করুন। আশু প্রসন্ন হইয়া, সুখধর্ম্মবিনাশন ক্রোধ ত্যাগ ও রতিকীর্ত্তিবর্দ্ধন ধর্ম্ম অবলম্বন করুন; আমরা সপুত্র ও সবান্ধবে জীবন ধারণ করি। সীতাকে অবিলম্বেই রামের হস্তে সংপ্রদান করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ বিভীষণের কথা শুনিয়া, সকলকে বিদায় দিয়া, স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

—০*০—

দশম সর্গ।

অনন্তর প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহাদ্যুতি ভীমকর্ম্মা বিভীষণ রাক্ষসাধিপতি অগ্রজের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; যেন দিবাকর রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া মহামেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অন্তঃপুর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, দর্শন করাতে বোধ হয় যেন কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ একত্রে অবস্থাপিত রহিয়াছে। উহার কক্ষা সকল পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত। উৎকৃষ্ট জাতি ও ব্যক্তিদিগের কামিনী সকল তন্মধ্যে বাস করিতেছে। অনুরক্ত বুদ্ধিমান্ অমাত্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন। হিতকারী কার্য্যসাধনসমর্থ রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। মত্ত মাতঙ্গদলের নিশ্বাসে উহার বায়ু আকুলিত হইতেছে। শঙ্খধ্বনির মহাশব্দ উত্থিত হইয়াছে। তূর্য্যশব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে। প্রমদা জন সংঘটিত ভাবে বসতি করিতেছে। এবং মহাপথ সকলে কোলাহল হইতেছে। অন্তঃপুরের দ্বার সকল তপ্তকাঞ্চনে নির্ম্মিত। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল অন্তঃপুরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অন্তঃপুর যেন গন্ধর্ব্বগণের বসতি স্থান; যেন মরুদ্গণের আলয়; যেন রত্নরাশিপূরিত নাগভবন।

মহাবল মহাতেজা বিভীষণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রবণ করিলেন, অগ্রজের বিজয়সম্বলিত পুণ্যাহধ্বনি বেদবিদ্গণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে; এবং দর্শন করিলেন, দধিপাত্র, ঘৃত, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল দ্বারা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের পূজা করা হইতেছে। রাক্ষসগণ সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল; তিনি তাহাদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে করিতে যাইয়া আসনোপবিষ্ট নিজতেজে দেদীপ্যমান মহাবাহু কুবেরানুজকে প্রণাম করিলেন। রাজা দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণ ভূষিত আসন দেখাইয়া দিলেন। তখন আচারপণ্ডিত বিভীষণ ধর্ম্মা-

চার প্রদর্শন পূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া মহাত্মা রাবণকে মন্ত্রিভিন্ন অপর ব্যক্তি বিরহিত স্থানে যুক্তিসিদ্ধ হিতবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লোকের প্রাধান্য অপ্রাধান্য অবগত ছিলেন; সান্ত্বনাবাক্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তুষ্ট করিয়া, বন্দনাদি পূর্ব্বক, বলিতে লাগিলেন, পরন্তপ! যে অবধি সীতা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই অবধি বিবিধ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। উৎপত্তি কালে অগ্নি ধূমে কলুষিত হইয়া থাকে; তদনন্তর স্থাপন সময়ে উহার শিখা ধূমে আবৃত হয় এবং উহা হইতে স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকে, উপর্য্যুপরি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিলেও অগ্নি সম্যক্ প্রজ্বলিত হয় না। মহাবল! অগ্নিহোত্রগৃহ ও বেদাধ্যয়ন স্থান সকলে সর্প এবং হবনীয় দ্রব্যে পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। গাভী সকলের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়াছে; গজবরের আর মদজল নাই, অশ্ব সকল নূতন তৃণ ভক্ষণ করিয়াও ক্ষুধার্ত্তস্বরে চীৎকার করে। রাজন্! গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে রোদন করিয়া থাকে। এবং বিশেষ চিকিৎসিত হইয়াও স্ব স্ব ভাব রক্ষা করে না। চতুর্দ্দিকে অশুভশংসী বায়সগণ দলে দলে শব্দ করে এবং প্রাসাদ সকলের অগ্রভাগে দলে দলে একত্রিত হয়। গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া ভবনের উপরিভাগে লুক্কায়িত হয়; এবং উভয় সন্ধ্যায় সমীপবর্ত্তী হইয়া শিবা সকল অমঙ্গল শব্দ করে। শুনা যায়, মাংসাশী পশু সকল দলে দলে পুরীদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিস্ফূর্জ্জিতসদৃশস্বরে বিপুল শব্দ করিতে থাকে।

অতএব বীর! যখন এতাদৃশ দুর্নিমিত্ত শান্তিবিধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত এই যে, রাঘবকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। অজ্ঞান হেতুই হউক, আর জীবন রক্ষার লোভেই হউক, আমি এই কথা কহিলাম। মহারাজ! এ কথায় আমার অপরাধ লইবেন না। দুর্নিমিত্ত দোষ কি রাক্ষস, কি রাক্ষসী, কি পুর, কি অন্তঃপুর সকলেই লক্ষ্য করিতেছে;

আপনার ভয়ে সকল মন্ত্রীই এবিষয় আপনার কর্ণগোচর করাইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি যাহা দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছি; আমাকে সমস্ত অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা ন্যায্য স্থির হয়, আপনার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণকে তাঁহার মন্ত্রিগণের মধ্যে এই উৎকৃষ্টার্থযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, অতীত ভাবি ও বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত, হিত বাক্য কহিলেন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণের জ্বর আসিল। তিনি সীতাপ্রতিপ্রণয়ী হইয়া উত্তর করিলেন, আমি কিছুতেই ভয় দেখিতেছি না। রাঘব জানকীকে কখনই প্রাপ্ত হইবে না। লক্ষ্মণাগ্রজ ইন্দ্রসহিত দেবগণের সমভিব্যাহারেও যুদ্ধস্থলে আমার সম্মুখে কি করিয়া অবস্থিতি করিবে।

তখন সুরসৈন্যনাশক যুদ্ধে প্রতিবিক্রমশালী মহাবল দশানন এই কথা বলিয়া হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায় করিলেন।

একাদশ সর্গ।

পাপাত্মা রাজা রাবণ সীতাজন্য কামমোহ, এবং আত্মীয়জনের ঘৃণা ও পাপকর্ম্মনিবন্ধন ক্রমশঃ কৃশ হইতে লাগিলেন। জানকীকে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে অমাত্য ও বন্ধুজনের অহিত পরামর্শ করিয়া, তাদৃশ অশুভ সময়েও, যুদ্ধ করাই তৎকালোচিত স্থির করিলেন।

তদনন্তর তিনি স্বর্ণজালসমাচ্ছন্ন, মণি ও বিদ্রুমে বিভূষিত, শিক্ষিত অশ্বযুক্ত মহারথের নিকট গমন করিয়া উহাতে আরোহণ

করিলেন। মহামেঘের ন্যায় শব্দকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া,রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন সভয়ে যাত্রা করিলেন। অসিচর্ম্মধারী ও সর্ব্বশস্ত্রবিদ্ রাক্ষসযোধগণ রাক্ষসরাজের অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের বেশ নানারূপ ও বিকৃত; এবং তাহারা নানা ভূষণে ভূষিত। পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বেষ্টন করিয়াও অনেক অতিরথ, কেহ মত্ত গজবরে, কেহ বা ক্রীড়াশীল অশ্বে, আরোহণ করিয়া দশগ্রীবের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কাহারও হস্তে গদা, কাহারও পরিঘ, কাহারও শক্তি কাহারও তোমর, কাহারও বা হস্তে পরশু। এবং অপরের হস্তে শূল।

এইরূপে রাবণ সভয়ে যাত্রা করিলে,সহস্র সহস্র তূর্য্যের মহাশব্দ এবং তুমুল শঙ্খস্বন হইতে লাগিল। রাবণ নেমি শব্দে সহসা চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া সুশ্রীক রাজপথে বহির্গত হইলেন। শুভ্র বিমল আতপত্র রাক্ষসরাজের মস্তকে ধৃত হইয়া পূর্ণমণ্ডল তারাধিপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মধ্যস্থলে সুবর্ণমঞ্জরিমণ্ডিত বিশুদ্ধ স্ফটিকময় দুই চামর ব্যজন তাঁহার দুই পার্শ্বে বিরাজিত হইল। রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক রথপ্রস্থিত রাক্ষসরাজকে প্রণাম করিতে লাগিল। শত্রুদমন মহাতেজা রাবণ এইরূপে রাক্ষসগণের জয়াশীর্ব্বাদে স্তূয়মান হইয়া সুসজ্জিত সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভামধ্যে সুবর্ণ ও রজতময় কুট্টিম সকল বিনির্ম্মিত এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক স্থানে স্থানে স্থাপিত। সুবর্ণমণ্ডিত চন্দ্রাতপ সভামণ্ডপ আচ্ছাদন করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ছয় শত পিশাচ সভা রক্ষা করিতেছে। মহাতেজা রাবণ দেহকান্তিতে বিরাজিত হইয়া, সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়ক মৃগের চর্ম্মে আচ্ছাদিত উপধানসম্পন্ন বৈদূর্য্যময় শুভ পরমাসনে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর ক্ষিপ্রপরাক্রমশালী দূতদিগকে রাজবৎ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার অধীনস্থ

রাক্ষসদিগকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন কর। শত্রুসম্বন্ধে গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহ, বিহারস্থান, শয়নস্থান, এবং উদ্যানে গমন করিয়া নির্ভীক রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ কেহ মনোহর রথে, কেহ গর্ব্বিত অশ্বে, কেহ বা হস্তীতে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বা পাদচারে যাত্রা করিল। মহানগরী লঙ্কা ধাবমান রথ, কুঞ্জর ও বাজিগণে সমাকীর্ণ হইয়া সহস্র সহস্র গরুড়ে পরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ, বিবিধ বাহন ও যান সকল বহির্দ্দেশে রক্ষা করিয়া, গুহামধ্যে সিংহগণের ন্যায়, পাদচারে সভামধ্যে প্রবেশ করিল। এবং রাজার পাদযুগল বন্দনা করিয়া, তদীয় প্রতি-সমাদর প্রাপ্ত হইয়া, কেহ পীঠে, কেহ বৃষাসনে কেহ বা ভূমিতেই উপবিষ্ট হইল।

এই প্রকারে রাক্ষসগণ রাজা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সভায় উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্যভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। অনন্তর কার্য্যনিশ্চয়ে নিপুণ প্রধান অপ্রধান মন্ত্রি এবং জ্ঞানচক্ষু সর্ব্বজ্ঞ গুণবান্ উপমন্ত্রিগণ সর্ব্বকার্য্য স্থির করিবার জন্য মুখাপেক্ষায় রাক্ষসরাজের সেই সুবর্ণকান্তি মনোরম সভাস্থলে যথাক্রমে আগমন করিল। শত শত বীরগণও দলে দলে তথায় সমবেত হইল।

অনন্তর মহাত্মা যশস্বী বিভীষণ সু অশ্বযুক্ত, সুবর্ণচিত্রিত সুন্দর রথবরে আরোহণ করিয়া অগ্রজের সভায় উপনীত হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠ বিভীষণ, নিজনাম উল্লেখ করিয়া, জ্যেষ্ঠের চরণযুগল বন্দনা করিলেন। শুক্র ও প্রহস্ত সভ্যদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আসন দান করিলেন। সভাস্থলে সুবর্ণ ও বিবিধ মণিনির্ম্মিত ভূষণে ভূষিত, সুবসনধারী রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট অগরু-চন্দন ও মাল্যের গন্ধ চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইল। কোন সভাসদ

চীৎকার, কি রণাকথা, কি পরস্পর আলাপ কিছুই করিল না। উগ্রবীর্য্য রাক্ষসগণ পূর্ণকাম হইয়া সকলেই স্বামীর বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যশস্বী রাবণ সভাস্থলে শস্ত্রধারী মনস্বী রাক্ষসগণের মধ্যে, বসুগণের মধ্যে বাসবের ন্যায়, দেহপ্রভায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ সর্গ।

যুদ্ধজেতা দশানন সভার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎকালে সেনাপতি প্রহস্তকে আজ্ঞা করিলেন, সেনাপতে! যে নিশিতাস্ত্র চতুর্ব্বিধ সেনা নগররক্ষায় নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে আজ্ঞা কর, যেন তাহারা সাবধানে থাকে।

তখন প্রহস্ত রাজাজ্ঞা-প্রতিপালনজন্য সাবধান হইয়া নগরীর মধ্যে ও বহির্ভাগে সর্ব্বপ্রকার সৈন্য স্থাপন করিলেন। নগররক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রহস্ত রাজার সম্মুখে উপবেশন করিল এবং কহিল, রাজন্! বলবান্ আপনার সৈন্য মধ্যে ও বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায়, নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পাদন করুন।

রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুখলিপ্সু রাবণ বন্ধুজনসমক্ষে কহিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, হিত, অহিত এবং ধর্ম্মার্থ কামের সংকট, তোমাদিগের সমস্ত বুঝিবার ক্ষমতা আছে। তোমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহার কোনটী কখনই নিষ্ফল হয় নাই। চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যেমন বাসব, তোমাদিগের সহায়তায় তেমনি আমি বিমল লক্ষ্মী লাভ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বেই আমি উপস্থিত বিষয় তোমাদিগের গোচর করাইবার জন্য উদ্যুক্ত

হইয়াছিলাম; কেবল কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া তাহা করিতে পারি নাই। সর্ব্বশস্ত্রধারীপ্রধান মহাবল এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষণে তিনি এই জাগরিত হইয়াছেন। তোমরা জ্ঞাত আছ, আমি রাক্ষসনিষেবিত দণ্ডকারণ্য প্রদেশ হইতে রামের প্রিয়া মহিষী জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া আনয়ন করিয়াছি। সেই মন্দগামিনী আমার শয্যায় আরোহণ করিতে সম্মত হয় না। আমার জ্ঞানে সীতার ন্যায় কামিনী ত্রিভুবনে আর নাই। সীতার কটি ক্ষীণ; নিতম্ব স্থূল, মুখমণ্ডল চন্দ্র সদৃশ; ওষ্ঠ সুবর্ণকান্তি। সুন্দরী যেন সাক্ষাৎ ময়নির্ম্মিতা মায়া। তাহার চরণযুগল সুন্দর রক্তবর্ণ; চিক্কণ এবং সুগঠিত। রক্তনখশোভিত সেই চরণযুগল দর্শন করিয়া আমার কাম প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠে। হুতপাবকের শিখা ও মার্ত্তণ্ডের প্রভার ন্যায় সীতার রূপ এবং উন্নত নাসিকা ও সুন্দর নয়নে শোভিত তাহার সেই মনোরম মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া আমি কামের বশীভূত হইয়াছি। কাম ক্রোধ এবং হর্ষকেও নিবারণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়ত শোক সন্তাপ উত্তেজন ও বিবর্ণতা সাধন করিয়া আমারে শ্রীহীন করিয়াছে। দীর্ঘনয়না সেই ভামিনী কিন্তু স্বামী রামের অপেক্ষা করিয়া আমার নিকট এক বৎসর সময় প্রার্থনা করিয়াছে। আমিও সেই চারুলোচনার যুক্তিসঙ্গত বাক্যে সম্মত হইয়াছি। পথ অতিক্রম করিয়া ঘোটকের ন্যায়, আমি নিয়ত কামে শ্রান্ত হইতেছি।

বনবাসী বানরগণ কি করিয়া বহুপ্রাণিসমাকুল দুর্দ্ধর্ষ সাগর পার হইবে; সেই দুই দশরথনন্দনই বা কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে। অথবা তাহার সম্ভাবনাও আছে; একমাত্র বানরেই আমাদিগকে বিলক্ষণ লণ্ড ভণ্ড করিয়া গিয়াছে। কার্য্যের গতি নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য; অতএব যাহার যেরূপ বুদ্ধিতে হয় ব্যক্ত কর। মানুষ হইতে আমাদিগের ভয় নাই সত্য, তথাপি চিন্তা কর। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে আমি তোমাদিগের সহায়তাতেই জয়

লাভ করিয়াছিলাম; তোমরাও সেই বহিয়াছ সত্য; তথাপি চিন্তা কর।

চর সাগর পার হইয়া সীতার অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছে; তাহার নিকট সন্ধান পাইয়া দুই বীর রাজপুত্র সুগ্রীবাদি বানরদিগকে সহায় করিয়া সাগরের পর পারে উপস্থিত হইয়াছে। সীতাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে না; দশরথের পুত্র দুই জনকেও বিনাশ করিতে হইবে; এই বিষয়ে তোমরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা সুনীতি হয়, ব্যক্ত কর। আমাকে জয় করে, জগতে ইন্দ্রাদিরও এরূপ শক্তি দেখি না; তখন যে একজন মানুষ বানরগণের সহিত সাগর পার হইয়া আমাকে জয় করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; অতএব আমার জয় নিশ্চিত।

কামাভিভূত রাবণের সেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইল, এবং কহিল, আপনি যখন আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, দর্শনমাত্রেই রাম লক্ষ্মণের নিকট হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছেন, তখন আপনার মন আপনার মতেই অবস্থিতি করিবে, যেমন যমুনার জল যমুনার গহ্বরই পূরণ করে। মহারাজ! আপনি এ সমস্তই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, আদৌ আমাদিগের সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত ছিল। হে দশানন! যে রাজা প্রথমতঃ মন্ত্রিগণের সহিত কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজকার্য্য করেন, তাঁহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয় না। আর সামাদি উপায় পর্য্যালোচনা না করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক যে সকল কার্য্য করা যায়, অভিচারাদি অপযাগে হুত সামগ্রীর ন্যায়, সে সমস্ত উত্তর কালে বিপদ উপস্থাপন করে। যে পূর্ব্বের কার্য্য পরে, এবং পরের কার্য্য পূর্ব্বে পর্য্যালোচনা করে, সে নীতি অনীতি জ্ঞাত নহে। হংসগণ ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যেমন উহার ছিদ্র পথ অবলম্বন করে, শত্রুগণ তেমনি কার্য্যে চঞ্চলমতি বলবান্ শত্রুর ছিদ্র আশ্রয় করে। আপনি বিবেচনা না করিয়া অতি ভয়ানক

কার্য্য করিয়াছেন; ভাগ্যে, বিষমিশ্রিত আমিষের ন্যায় রাজ্য আপনাকে বিনাশ করে নাই। আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা প্রবল শত্রুর অকর্ত্তব্য। যাহাই হউক, হে অনঘ! আমি আপনার শত্রু নাশ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব। হে নিশাচর! আমি আপনার শত্রু নির্ম্মূল করিব। তাহারা ইন্দ্র আর সূর্য্য; অগ্নি আর বায়ু, কি কুবের আর বরুণই হউক, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ দান করিব। পর্ব্বতাকার শরীরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া পরিঘহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আমি হুঙ্কার করিতে থাকিব, তখন ইন্দ্রও ভীত হইবে। রাম আমায় এক বাণ মারিয়া, দ্বিতীয় বাণ না মারিতে মারিতেই আমি তাহার রুধির পান করিব; আপনি স্বচ্ছন্দে আশ্বস্ত হউন। দাশরথিকে বিনাশ করিয়া আমি আপনার সুখকর বিজয় আহরণ করিতে যত্নবান্ হইব। লক্ষ্মণের সহিত রামকে সংহার করিয়া পরে সমস্ত বানরবীর ভক্ষণ করিব। আপনি যথেষ্ট বিহার এবং অগ্রবারুণী পান করুন। নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ কার্য্য করুন। আমি রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিলে পর সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে।

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল। যে ব্যক্তি হিংস্র জন্তুনিষেবিত বনে গমন করিয়া মধু প্রাপ্ত হইয়াও ভক্ষণ না করে, তাহাকে মূর্খ বলা যায়। হে শত্রুনিবারণ! আপনিই ঈশ্বর; আপনার আবার ঈশ্বর কে আছে? অতএব আপনি শত্রুদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া জানকীর সহিত বিহার করুন। হে মহাবল! কুক্কুটস্বভাব অবলম্বন করুন; বলে বার বার আক্রমণ করিয়া সীতাকে ভোগ ও বিহার করুন।

আপনার বাসনা চরিতার্থ হইলে পর আর কি ভয়ই বা উপস্থিত হইবে? অথবা সাবধানতার সহিতই হউক, আর অসাবধানতার সহিতই হউক, যে কোন অকার্য্য করিয়া ফেলিবেন, তাহারই প্রতিবিধান করিতে পারিবেন। আমাদিগকে সহায় করিয়া কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ইন্দ্রজিৎ বজ্রহস্ত বাসবকেও নিবারণ করিতে পারেন। দান, সাম, আর ভেদ, অবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই কয় উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমার মত, এই কয় উপায় ত্যাগ করিয়া কেবল এক দণ্ড দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি করি। হে মহাবল! আপনার শত্রুগণ এস্থানে উপস্থিত হইলে আমরা অস্ত্রপ্রতাপে সকলকেই বশে আনয়ন করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহাপার্শ্ব এই কথা বলিলে পর, রাজা রাবণ তাহার বাক্যের যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন; মহাপার্শ্ব! আমি নিজের বিষয়ে কোন এক গোপনীয় কথা বলিতেছি; বহুকাল পূর্ব্বে আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়; এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিব। পুঞ্জিকস্থলী পিতামহের ভবনে গমন করিতে ছিল; ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম, সে আমার ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিশিখার ন্যায় গমন করিতেছে। দর্শনমাত্র আমি তাহাকে বিবসনা ও সম্ভোগ করিলাম। সে লোলিতা নলিনীর ন্যায়, স্বয়ম্ভুর ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল। বোধ করি ঐ বৃত্তান্ত সেই মহাত্মা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহাই হউক, দেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কহিলেন, আজি হইতে তুমি যদি আর কখনও কোন পরস্ত্রীকে বলাৎকার কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া বিশীর্ণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সেই শাপের ভয়েই ভীত হইয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে বলপূর্ব্বক রমণীয় শয্যায় আরোহণ করাই না। সাগরের ন্যায় আমার বেগ, বায়ুর ন্যায় আমার গতি; দাশরথি ইহা জ্ঞাত নহে। এই জন্যই আমায় আক্রমণ করিতেছে। আমি গুহামধ্যে সুপ্ত সিংহের ন্যায়, ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি;

আমায় জাগরিত করিতে কাহার সাহস হইবে। রাম যুদ্ধস্থলে আমার বাহুনির্ম্মুক্ত দ্বিজিহ্ব সর্পগণ সদৃশ বাণ সকল দর্শন করে নাই; সেই জন্যই আমায় আক্রমণ করিতেছে। উল্কা সকলের দ্বারা হস্তীর ন্যায়, আমি শত দিক্ হইয়া ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্রসম বাণগণ দ্বারা রামকে প্রদীপিত করিব। সূর্য্য যথাকালে উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণের প্রভা অপহরণ করেন, আমিও তেমনি মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সৈন্য লোপ করিব। সহস্রচক্ষু বাসব কি বরুণও যুদ্ধে আমার সমান হইতে পারে না। পূর্ব্বে কুবের এই নগরী পালন করিতেন, আমি বলে তাঁহার নিকট কাড়িয়া লইয়াছি।

— ৪৩ —

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাক্ষসরাজের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া বিভীষণ প্রভাবশালী রাক্ষসরাজকে প্রয়োজনসিদ্ধ হিত বাক্যে কহিলেন,রাজন্! সীতা প্রকাণ্ডকায় মহাসর্প। হৃদয়ভাগ তাহার দেহ; চিন্তা উহার বিষ; সুন্দর হাস্য উহার তীক্ষ্ণ দন্ত; এবং পঞ্চ অঙ্গুলি উহার পঞ্চ মস্তক, আপনি উহাকে বরণ করিলেন কেন? পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রমাণ দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ বানরগণ লঙ্কা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আপনি দাশরথিকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। রামনিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য বায়ুসমান-বেগসম্পন্ন বাণ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগের মস্তক হরণ না করিতে করিতে আপনি দাশরথিকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। রাজন্! কি ইন্দ্রজিৎ, কি কুম্ভকর্ণ, কি মহাপার্শ্ব, কি মহোদর, কি নিকুম্ভ, কি কুম্ভ, কেহই যুদ্ধস্থলে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। সূর্য্য বা মরুদ্গণ আপনাকে রক্ষা করুন, অথবা আপনি ইন্দ্রের কি যমের ক্রোড়েই বসিয়া থাকুন, কিংবা আকাশে কি

পাতালতলেই অবস্থিতি করুন, রামের হস্ত হইতে জীবন লইয়া পরিত্রাণ পাইবেন না।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহস্ত কহিল; দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, বা পতগ, আমরা কখন জানি নাই যে কাহা হইতেও ভয় আছে; তবে এখন একজন মনুষ্যরাজার পুত্র রাম হইতে যুদ্ধে আমাদিগের কি ভয় হইতে পারে?

ধর্ম্মার্থকামে বিভীষণের বুদ্ধি নিশ্চিত; এবং রাজার হিত-সাধন করা তাঁহার কামনা, তিনি প্রহস্তের অহিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহার্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, প্রহস্ত! পাপবুদ্ধি ব্যক্তির যেমন স্বার্থ লাভ হয় না, রাজা, মহোদর, কুম্ভকর্ণ এবং তুমি তেমনি, রামের প্রতি যে সকল কথা কহিলে, তাহা করিতে পারিবে না। প্রহস্ত! রাম কার্য্যবিশারদ; তুমি কি আমি তাঁহাকে কি করিয়া বধ করিতে সমর্থ হইব? নৌকা ভিন্ন কি কেহ মহাসাগর পার হইতে পারে? ধর্ম্মই রামের প্রধান; রাম মহারথ; ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি ক্ষত্রিয়; এবং স্বকার্য্যসাধনে অতীব সমর্থ; হে প্রহস্ত! যুদ্ধে দেব-গণও তাঁহার নিকট পরাভূত হন। রামপ্রক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র দুঃসহ বাণ সকল এখনও তোমার শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই; প্রহস্ত! সেই জন্যই আত্মশ্লাঘা করিতেছ। রাঘবনির্ম্মুক্ত প্রাণনাশক, বজ্রসমবেগ শাণিত শিলীমুখ সকল এখনও তোমার দেহ বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হয় নাই; প্রহস্ত! সেই জন্যই অহ-ঙ্কার করিতেছ। কি রাবণ, কি অতিবলশালী ত্রিশীর্ষ, কি কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ, কি ইন্দ্রজিৎ, তোমরা কেহই যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য রামকে সহ্য করিতে পারিবে না। সমান বলবান্ দেবান্তক, নরান্তক, অতিরথ, অতিকায় বা মহাত্মা অকম্পনও সমরে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে না। স্বভা-বতঃ এই রাজা তীক্ষ্ণ, অবিমৃশ্যকারী এবং ব্যসনে অভিরত; তোমরা মিত্র হইয়াও রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্য নিরন্তর

শত্রুর ন্যায় ইহাকে পরামর্শ দান করিতেছ। অনন্তশরীর সহস্র মস্তক মহাবল ভীষণ সর্প এই রাজাকে বেষ্টন করিয়াছে, তোমরা ইঁহাকে তন্মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া মুক্ত কর। প্রচণ্ডপরাক্রম ভূতগণ কোন ব্যক্তিতে আবিষ্ট হইলে যেমন তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা করে, যথেষ্ট ভাগে প্রতিপালিত বন্ধুজন তেমনি সকলে একমত হইয়া কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াও দমন করিয়া রাজাকে রক্ষা করিবে। রাম সাগর; সুচরিত্র তাহার জল; সেই রামসাগর বেগে প্লাবিত করিয়া এই রাজাকে পাতালতলে লইয়া যাইতেছে; তোমরা সেই কাকুৎস্থরূপ পাতালমুখ হইতে ইহাকে উদ্ধার কর। রাক্ষসকুলের সহিত এই নগরীর, এই রাজার এবং ইহাঁর আত্মীয় স্বজনের হিতের নিমিত্ত আমি নিজের মত বলিতেছি যে, রাজা রামকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। শত্রুর বীর্য্য ও নিজের বল, স্থান, এবং স্বপক্ষের ক্ষয় ও বৃদ্ধি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে হিতোপদেশ দান করে, সেই মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ।

বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসগণের দলপতি মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, খুল্লতাত! আপনি এরূপ ভীত হইয়া কথা কহিতেছেন কেন? যে আমাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেও এরূপ বলিতে বা করিতে পারে না। এই বংশে এক বলবান্ বীর্য্যশীল বীর তেজস্বী পুরুষ কেবল আমার এই খুল্লতাতই উৎপন্ন হইয়াছেন! আমাদিগের সমান একজন রাক্ষসের পক্ষে সেই দুই জন মানুষপুত্র কে? সামান্য একজন রাক্ষসেই তাহাদিগের দুইজনকেই বিনাশ করিতে পারে। হে ভীরো! আপনি কেন আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছেন। দেখুন, আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ পুর-

ন্দ্রকেও পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ আমার পীড়নে সকলেই নানাদিকে আশ্রয় লইয়াছিল। ঐরাবত ঘোরতর চীৎকার করিয়া আমার হস্তে ভূমি-তলে পাতিত হইয়াছিল, আমি বলপূর্ব্বক তাহার দন্তদ্বয় উৎপা-টন করিয়া তদ্দ্বারা সকল দেবতাকেই ভীত করিয়াছিলাম। আমি সেই দেবগণেরও দর্পহারী; সেই দানবশ্রেষ্ঠদিগেরও খেদ-জনক; এতাদৃশ মহাবীর্য্য হইয়াও আমি কি সামান্য দুই মানুষ রাজপুত্রকে পারিব না!

ইন্দ্রকল্প দুর্জ্জয় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বিভীষণ মহার্থসম্পন্ন বাক্যে কহিলেন, বৎস! মন্ত্র-ণায় তোমার স্থির বুদ্ধি নাই; তুমি বালক; তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ক হয় নাই; সেই জন্যই তুমি আত্মবিনাশের নিমিত্ত বিবিধ অনর্থক প্রলাপ করিলে। ইন্দ্রজিৎ! তুমি যখন রাঘবের হস্তে পিতা রাবণের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াও অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিতেছ, তখন তুমি পুত্র এই নাম মাত্রে কেবল ইঁহার মিত্র; নতুবা বাস্তবিক শত্রু। তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত দুষ্ট; তোমাকে ত বধ করাই উচিত। যে এতাদৃশ দুঃসাহসিক বালক তোমাকে মন্ত্রণাকারীদিগের সমক্ষে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে, সেও বধ্য। ইন্দ্রজিৎ! তুমি অজ্ঞান; বাচাল, অশিক্ষিত, উগ্রস্বভাব, অল্পবুদ্ধি, দুরাত্মা ও মূর্খ; বালক বলিয়াই তুমি কথা কহিতেছ। রাঘবনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিম প্রজ্বলিত কালসঙ্কাশ যমদণ্ড সদৃশ বাণ সকল দর্শন করিয়া কে যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে পারে?

রাজন্! আসুন, আমরা রাঘবকে বিবিধ ধন, রত্ন, উৎকৃষ্ট ভূষণ, বিচিত্র মণি, বসন ও জানকী প্রদান করিয়া এই লঙ্কা-নগরীতে সুখে বাস করি।

ষোড়শ সর্গ।

বিভীষণ বিলক্ষণরূপে কর্ত্তব্যনিশ্চয় করিয়া হিত কথা কহিলেন ; কিন্তু রাবণ কালপ্রেরিত হইয়া তাঁহাকে রূঢ়বাক্য বলিলেন। কহিলেন, বরং শত্রু, কি ক্রুদ্ধ বিষধরের সহিতও বাস করিবে, তথাপি শত্রুর উপাসনাকারী আত্মীয়ের সহিত বাস করিবে না। রাক্ষস! আমি জানি সকল লোকেই জ্ঞাতিদিগের এই প্রকার স্বভাব। জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির বিপদে সর্ব্বদাই আহ্লাদিত হয়। রাক্ষস! জ্ঞাতি বিদ্বান্ ধর্ম্মশীল অভীষ্টসাধক প্রধান ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা এবং বীরকেও পরাভব করে। জ্ঞাতিগণের হৃদয় প্রচ্ছন্ন, বাহ্যে তাহারা সর্ব্বদা পরস্পর আমোদ আহ্লাদ করে, কিন্তু বিপৎপাইলেই প্রচার করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতি অতি ভয়ানক। শুনিয়াছি পূর্ব্বে পদ্মবনে মহাগজ সকল পাশহস্ত মনুষ্যদিগকে দর্শন করিয়া কয়েকটী শ্লোক গান করিয়াছিল, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"অগ্নি, কি কোন প্রকার অস্ত্র বা পাশকে আমরা ভয় করি না ; স্বার্থপরায়ণ ঘোর জ্ঞাতিদিগকেই আমার ভয়। আমাদিগকে ধরিবার উপায় ইহারাই বলিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা জানি, সকল ভয় হইতেই জ্ঞাতির ভয় আমাদিগের নিতান্ত কষ্টকর। গাভিগণে হোমসাধন দ্রব্য সামগ্রী, জ্ঞাতিগণে ভয়, স্ত্রীজনে চপলতা, আর ব্রাহ্মণে তপস্যা নিত্য বর্ত্তমান।" সর্ব্বলোক যে আমায় মান্য করে ; আমি যে ঐশ্বর্য্য ও আভিজাত্য লাভ করিয়াছি এবং শত্রুগণের মস্তকে অবস্থিতি করিতেছি, জ্ঞাতি বলিয়াই তোমার তাহা ভাল লাগে না। যেমন বারিবিন্দু পদ্মপত্রে পতিত হইলে তাহার সহিত লিপ্ত হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন শরৎকালে মেঘ সকল গর্জ্জন এবং বর্ষণও করে, কিন্তু কর্দ্দম হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন মধুকর আসক্তি সহকারে মধুপান

সমাপন করিয়াই আর তথায় অবস্থিতি করে না; তুমিও সেই-রূপ; ক্রূর জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন মধুকর অভিলাষ সহকারে কাশপুষ্প পান করিয়াও মধুপ্রাপ্ত হয় না, ক্রূর জনে মিত্রতাও সেইরূপ। যেমন হস্তী স্নান করিয়া, শুণ্ড দ্বারা ধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক আবার নিজদেহ কলুষিত করে, ক্রূরজনের মিত্রতাও সেইরূপ। হে নিশাচর! যদি আর কেহ এ কথা কহিত, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই সে আর থাকিত না। রে কুলপাংশন! কেবল ধিক্কার দিয়াই তোর দণ্ড করিলাম।

ন্যায়বাদী বিভীষণ এই প্রকার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি জন মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে গদা হস্তে আকাশে উত্থিত হইলেন। শ্রীমান্ বিভীষণ জাতক্রোধ হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভ্রাতা রাক্ষসরাজকে কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার ভ্রাতা, যাহা ইচ্ছা হয় বলুন। জ্যেষ্ঠ পিতার সমান, অতএব ধর্ম্মপথে না থাকিলেও তাঁহাকে মান্য করা উচিত। কিন্তু হে অগ্রজ! আপনার এইপ্রকার বাক্য আর সহ্য করিতে পারিলাম না। হে দশানন! হিত কামনা করিয়া লোকে সুনীতি উপদেশ করে, কিন্তু মৃত্যুর বশবর্ত্তী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা গ্রাহ্য করে না। রাজন্! নিরন্তর মনের মত কথা বলে, এরূপ ব্যক্তি অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রিয়, অথচ হিত কথা কহে এরূপ বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ। সে ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়া সর্ব্ব-ভূতের অপকার করিয়া নষ্ট হইতেছে, প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায়, তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। রাম আপনাকে প্রজ্বলিত পাবক সদৃশ কাঞ্চনভূষিত শাণিত শরনিকর দ্বারা বিনাশ করি-বেন, আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি না। রণে শিক্ষিতাস্ত্র বলবান্ বীরগণও কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, বালুকা-সেতুর ন্যায় অবসন্ন হয়। যাহা হউক, গুরু বলিয়া হিত কামনা করিয়া আপনাকে যে হিত কহিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। রাক্ষসগণের সহিত এই নগরীকে এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে

রক্ষা করুন; আপনার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম; আমা ব্যতীত আপনি সুখী হউন।

হে নিশাচর! আমি আপনাকে নিবারণ করিলাম, কিন্তু আপনার রুচি হইল না। বুঝিলাম অন্তিমকালে অল্পায়ু ব্যক্তিগণ বন্ধুজনকথিত হিতবাক্য গ্রহণ করে না।

সপ্তদশ সর্গ।

রাবণানুজ রাবণকে এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। বানরযূথপতিগণ সুমেরুশিখরাকার তেজোদ্বারা যেন প্রদীপিত গগনস্থিত বিভীষণকে দেখিতে পাইল। তাঁহার যে চারিজন ভীষণপরাক্রমশালী অনুচর ছিল, তাহারা সকলে উত্তম ভূষণে ভূষিত এবং বর্ম্ম ও আয়ুধধারী। ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মেঘসমবর্ণ বিভীষণও দিব্য আভরণে ভূষিত এবং উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী।

অনুচরচতুষ্টয় সহিত দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণকে দর্শন করিয়া বানররাজ সুগ্রীব বানরগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া হনুমান্ প্রভৃতি সমস্ত বানরদিগকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, দেখ এই সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন রাক্ষস আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে সাল বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, রাজন্! এই কয় দুরাত্মাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সত্বর আদেশ প্রদান করুন, এখনি ইহারা ক্ষীণচেতন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইবে।

উহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল; বিভীষণ

সাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়াই তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা প্রাজ্ঞ বিভীষণ আকাশে থাকিয়াই সুগ্রীব ও ঐ বানরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রাবণ নামে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস রাক্ষসগণের রাজা; আমি তাঁহার অনুজ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ। সেই রাক্ষস জটায়ুকে বিনাশ করিয়া জনস্থান হইতে সীতাকে হরণ করিয়াছে; কাতরা পরাধীনা সীতা রাক্ষসীগণেরক্ষিত হইয়া বদ্ধ রহিয়াছেন। আমি তাঁহাকে নানা যুক্তিযুক্ত বাক্যে প্রদর্শন করিলাম, রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই উচিত। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন ঔষধ গ্রহণ করে না, রাবণ তেমনি কালপ্রেরিত হইয়া আমার সেই কথিত হিত বাক্য গ্রাহ্য করিল না। প্রত্যুত আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং আমাকে দাসের ন্যায় অপমান করিল। সেই হেতু আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইলাম। তোমরা শীঘ্র যাইয়া সর্ব্বলোকের শরণ্য মহাত্মা রামকে সংবাদ দেও, বিভীষণ আগমন করিয়াছে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘুবিক্রম সুগ্রীব লক্ষ্মণের সম্মুখে যাইয়া রামকে ত্রস্তে ব্যস্তে নিবেদন করিলেন, একজন শত্রু পূর্ব্বে শত্রুসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে অতর্কিত রূপে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে আগমন করিয়াছে; পেচক যেমন বায়সদিগকে, সে তেমনি অবসর পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহ ও বানরগণের মঙ্গল সাধনের জন্য মন্ত্রণা, ব্যূহরচনা, নীতি ও চার প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন। রাক্ষসগণ কামরূপী, অদৃশ্য ভাবে সঞ্চরণ করিয়া থাকে; এবং ইহারা বীর ও ছল দ্বারা গোপনে অনিষ্ট সাধন করিতে বিলক্ষণ পটু। অতএব ইহাদিগকে কখনই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের চর হইবে। অতএব আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রণা ভেদ করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা এই বুদ্ধিমান্ মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত হইয়া

ছিদ্র পাইলে স্বয়ংই প্রহার করিবে। মিত্রবল, নিজ নির্দ্দিষ্ট বল ও ভৃত্যবলই গ্রহণ করিবে; শত্রুবল কখনই গ্রহণ করিবে না। প্রভো! এই ব্যক্তি জাতিতে রাক্ষস, তাহাতে আবার শত্রুর ভ্রাতা; শত্রুদল হইতেই আগমনও করিয়াছে; অতএব ইহাকে কি করিয়া বিশ্বাস করিব। বিভীষণ নামে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারি জন রাক্ষসের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছে। আপনি জানিবেন, রাবণই বিভীষণকে প্রেরণ করিয়াছে। হে ক্ষমাশীলশ্রেষ্ঠ! আমার বিবেচনায় তাহার দণ্ড করাই বিধেয়। রাক্ষস আজ্ঞা পাইয়া, আপনার বিশ্বাস উৎপাদন জন্য কুটিলবুদ্ধি ক্রমে মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া মারিবার জন্য আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছে। নিষ্ঠুর রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে ইহার অনুচরদিগের সহিত কঠোর দণ্ড দ্বারা বিনাশ করুন।

সেনাপতি বাক্যবিৎ সুগ্রীব ব্যস্তে ব্যস্তে রামকে এই প্রকার কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহাবল রাম সুগ্রীবের বাক্যশ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত হনুমান প্রভৃতি বানরকে কহিলেন, বানররাজ রাবণের কনিষ্ঠসম্বন্ধে যে যুক্তিযুক্ত মহার্থসম্পন্ন বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ করিলে। যে সমর্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মীয়ের চিরস্থায়িহিতকামনা করেন, কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলে, তাহাকে সদুপদেশ দান করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

অনলসপ্রকৃতি বানরগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সম্মাননা পূর্ব্বক কহিল, রাঘব! ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। রাম! আপনি নিজেরই মান বৃদ্ধি করিয়া, আত্মপক্ষ বলিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, শূর ও দৃঢ় বিক্রমশালী; পরীক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন; পূর্ব্বাপর আপনার স্মরণ থাকে; এবং স্বপক্ষজনে আপনার বিশ্বাস আছে। অতএব আপনার বুদ্ধিমান সমর্থ সচিব সকল এক এক করিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্ব স্ব মত ব্যক্ত করুন।

মন্ত্রিগণ রাঘবকে এই প্রকার কহিলে পর বুদ্ধিমান অঙ্গদ বানর বিভীষণের পরীক্ষা বিষয়ে কহিলেন, বিভীষণ শত্রুর পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছে; অতএব ইহাকে সন্দেহ করাই কর্ত্তব্য; সহসা বিশ্বাস করা উচিত নহে। ক্রূরবুদ্ধি শত্রুগণ স্বজাত ভাব গোপন করিয়া ব্যবহার এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহা অনর্থ হইবে। অতএব এবিষয়ে অর্থ ও অনর্থ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। গুণ দেখিলে স্বপক্ষে গ্রহণ, আর দোষ দেখিলে দূর করা কর্ত্তব্য। রাজন্! যদি বিভীষণে মহৎ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কোন উপরোধ না করিয়াই, ইহাকে দূর, আর যদি বহুগুণ জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে গ্রহণ করুন।

অনন্তর শরভ, বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিল, হে নরব্যাঘ্র! সত্বর ইহার প্রতি চার নিযুক্ত করুন। সূক্ষ্মবুদ্ধি চার দ্বারা যথার্থরূপে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার হয়, করিবেন।

অনন্তর শাস্ত্রবুদ্ধিনিপুণ জাম্ববান বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দোষহীন গুণসম্পন্ন বাক্যে বিজ্ঞাপন করিলেন, বিভীষণ কৃতবৈর পাপাত্মা রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অস্থানে ও অকালে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ইহাকে সংপূর্ণ সন্দেহ করাই কর্ত্তব্য।

পরে নয়ানয় বিষয়ে সুপণ্ডিত সুবক্তা মৈন্দ অধিকতর যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে রাজরাজেশ্বর! সেই রাবণের অনুজ এই বিভীষণকে অল্পে অল্পে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করুন; ইহার মনের ভাব অবগত হইয়া শেষে যাহা উচিত হয় করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ব্যক্তি শঠ কি অকপট, বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহা জ্ঞাত হউন।

অবশেষে সকলশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান অল্পে অল্পে সুকোমল যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনি বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ; সমর্থ ও বাগ্মিপ্রধান; বাক্যে বৃহস্পতিও আপ-

নাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। রাজন্! তর্কনৈপুণ্য প্রকাশ, স্পর্দ্ধা, অধিক বুদ্ধিমত্তা, কি বলিবার ইচ্ছায় আমি বলিতেছি না; রাম! যথার্থ অতি গুরু কার্য্য উপস্থিত বলিয়াই বলিতেছি। অর্থ আর অনর্থ বিষয়ে আপনার সচিবগণ যে সকল কথা কহিলেন, তাহাতে দোষ দৃষ্ট হইতেছে। সেরূপ কার্য্য করাও সাধ্য বোধ হইতেছে না। ইহার গুণ আছে কি না, কোন কার্য্যে ইহাকে নিয়োগ করা ভিন্ন তাহা জানিতে পারা যাইবে না। সহসা কোন কার্য্যে নিয়োগ করাও আমার মতে দোষ জ্ঞান হইতেছে। আপনার সচিবগণ যে বলিলেন, চার প্রয়োগ করা উচিত, তৎপক্ষে আমি কোন কারণই দেখিতেছি না; যেহেতু অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই চার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিভীষণ অস্থানে অকালে আগমন করিয়াছে, এই যে কথা, তৎপক্ষে আমার এই বক্তব্য আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাবণে দুরাত্মতা, আর আপনাতে পরাক্রম দর্শন করিয়া, বুদ্ধি পূর্ব্বক সহজেই আগমন করিতে পারে। রাজন্! চার দ্বারা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করা হউক, এই যে কথা হইয়াছে, এবিষয়ে আমি বিবেচনা করিয়া এক মত উদ্ভাবন করিয়াছি। বিভীষণ বুদ্ধিমান্, সহসা কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি যাইয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে, যদি মিত্রভাবেই আগমন করিয়া থাকে ত মিথ্যা প্রশ্ননিবন্ধন এক জন মিত্র নষ্ট হইবে। রাজন্! শত্রুর ভাব সহসা জ্ঞাত হওয়া কঠিন। অতএব আপনি ব্যবহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বর দ্বারা উহার সদসৎ ভাব অবগত হউন। সে যখন কথা কহিয়াছে, তখন আমি তাহার কোন দুষ্ট ভাব দেখিতে পাই নাই, প্রত্যুত তাহার প্রসন্ন বদন লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব তাহার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। শঠ ব্যক্তি কখনও নিঃশঙ্কভাবে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করিতে পারে না। ইহার বাক্যও দুষ্ট নহে; সুতরাং আমার সন্দেহ নাই। মনুষ্য,

আকার গোপন করিলেও, মনোগত ভাব কখনই গোপন করিতে পারে না, অগত্যা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

রাজন্! ইহার এই স্থানে আগমনরূপ কার্য্য দেশ এবং কালোচিতই হইয়াছে, এতাদৃশ কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সত্বর কার্য্যকর্ত্তার ইষ্টসাধন করে।

আপনাকে উদ্যোগশীল ও রাবণের বৃথা গর্ব্ব দর্শন এবং আপনি বালীকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজ্য প্রার্থনায় বিভীষণ বুদ্ধি পূর্ব্বকই উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত হেতু বিবেচনা করিয়া ইহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

রাক্ষসের সরলতা সম্বন্ধে আমি যথাশক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম। হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই সকলের গ্রাহ্য।

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন দুর্দ্ধর্ষ রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া, নিজের মনোগত মত ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, বিভীষণসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; আমার ইচ্ছা, হিতৈষী তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর। বিভীষণ যখন মিত্র ভাবে আগমন করিয়াছে, তখন তাহার অভিপ্রায় দুষ্ট হইলেও, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না। ত্যাগ না করা পণ্ডিতদিগের নিন্দনীয় নহে।

এই বাক্য শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তদপেক্ষাও প্রশংসনীয় বাক্যে কহিলেন, বিভীষণ দুষ্টই হউক, আর সরলই হউক, সে যখন এতাদৃশ বিপদগ্রস্ত ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন, সে কাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে?

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র বানরাধিপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যমুখে সুলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, বানররাজ যে বাক্য বলিলেন, শাস্ত্রপাঠ এবং বিজ্ঞজনের উপসর্পণ না করিয়া এরূপ বলা অসম্ভব। কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর দর্শন করিতেছি; উহা সর্ব্ব রাজগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সর্ব্বলোকের অন্তঃকরণপ্রসিদ্ধ। শত্রু দুই প্রকার, জ্ঞাতি ও প্রত্যন্ত রাজ্যবাসী। বিপৎকালে এই দুই শত্রু প্রহার করিয়া থাকে। অতএব জ্ঞাতির ভয়েই বিভীষণ এই স্থানে আগমন করিয়াছে। সরলচিত্ত জ্ঞাতিগণ স্বজ্ঞাতির হিতকামনা করে; কিন্তু রাজার পক্ষে হিতৈষী জ্ঞাতিও অবিশ্বসনীয়। শত্রুবল গ্রহণ সম্বন্ধে যে দোষ কথিত হইল, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের মত বলিতেছি শ্রবণ কর। আমরা বিভীষণের জ্ঞাতিও নহি, তাহাদিগের রাজ্যাকাঙ্ক্ষী রাক্ষসও নহি; অতএব নিজের হিতকামনা করিয়াই বিভীষণ এস্থানে আগমন করিয়াছে। পণ্ডিত সকল জাতিতেই আছে; অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। দেখ, উহার জ্ঞাতি সকল অনাকুল ভাবে একত্র আমোদ আহ্লাদ করিতেছে; আর ঐ শূর বিভীষণ চীৎকার করিতেছে; অতএব জ্ঞাতি হইতে বিভীষণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং পাছে শত্রুতা করে বলিয়াই বিভীষণ এস্থানে আগমন করিয়াছে। বৎস! সকল ভ্রাতা ভরতের ন্যায় হয় না; সকল পুত্রও আমার ন্যায় হয় না এবং সকল আত্মীয়ও তোমার ন্যায় হয় না।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্রীব লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনি জানিবেন, রাক্ষসকে রাবণ চর প্রেরণ করিয়াছে। হে ক্ষমাশালিশ্রেষ্ঠ! আমার মতে তাহার দণ্ড করাই বিধেয়। রাক্ষস আজ্ঞা পাইয়া দুষ্ট অভিপ্রায়ে এই স্থানে আগমন করিয়াছে। প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আপনাকে এবং আমা-

কেও নাশ করিবে। লক্ষ্মণকেই বা নষ্ট করিবে। অতএব হে মহাবাহো! অনুচরগণের সহিত ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এই বিভীষণ ক্রূর রাবণের ভ্রাতা। সেনাপতি সুগ্রীব বাক্য-নিপুণ রঘুশ্রেষ্ঠকে এই কথা কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম সুগ্রীবের সেই বাক্য শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শুভতর বাক্যে উত্তর করিলেন, অতি-খলই হউক, আর সরলই হউক, এই রাক্ষস আমার কি করিবে। এ কি কখনও আমার অণুমাত্রও অহিত করিতে পারে। হে বানরগণেশ্বর! পিশাচগণ, দানবগণ এবং পৃথিবীতে যত রাক্ষস-গণ আছে,আমি অঙ্গুলির অগ্রে সকলকে সংহার করিতে পারি। শুনা যায়,শত্রু শরণাগত হইলে পর এক কপোত তাহার অভ্যর্থনা এবং নিজ মাংস আহার করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিল। ভার্য্যাপহারী সেই শত্রু আগমন করিলেও কপোত তাহার আতিথ্য করিয়াছিল; তখন আমার ন্যায় ব্যক্তির আর কথা কি। কণ্ব ঋষির পুত্র সত্যবাদী পরমর্ষি কণ্ডু পূর্ব্বে যে গাথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। "পরন্তপ! শত্রুও যদি কৃতাঞ্জলিপুটে দীন ভাবে আসিয়া শরণ প্রার্থনা করে, দয়ালুতার অনুরোধে তাহাকে বধ করিবে না। কাতরই হউক, আর দর্পিতই হউক, শত্রু যদি শত্রুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, শরণাগত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি নিজ প্রাণ দান করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিবেন। যদি তিনি ভয়, কি অজ্ঞান, কি লোভ বশতঃ তাহাকে স্বশক্তি অনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সে পাপ; সর্ব্বলোক এই পাপের নিন্দা করিয়া থাকে। শরণাগত ব্যক্তি যদি রক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া রক্ষাকর্ত্তার সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে তাঁহার সমুদায় পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, এইরূপ মহাদোষ ঘটে, তাহাতে স্বর্গ, যশ এবং বল ও বীর্য্য নাশ পায়।"

আমি কণ্ডুর এই উৎকৃষ্ট উপদেশের অনুরূপ কার্য্য করিব; ইহাতে ধর্ম্ম, যশ ও স্বর্গ ফল লাভ হইবে। যদি কেহ বিপদ্‌-গ্রস্ত হইয়া আমি আপনার, এই নাম বলিয়া একবার মাত্র অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে, সে যে কোন প্রাণীই হউক, আমি তাহাকে অভয় দান করিব, এই আমার ব্রত। অতএব হে হরিশ্রেষ্ঠ! উপস্থিত ব্যক্তিকে আনয়ন কর। সুগ্রীব! এই ব্যক্তি বিভীষণই হউক, বা স্বয়ং রাবণই হউক, আমি ইহাকে অভয় দান করিলাম।

ককুৎস্থনন্দন রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব প্রণয়ে পরিপূরিত হইয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে পার্থিবচূড়ামণে! সত্ত্বগুণনিষ্ঠ সৎপথস্থিত আপনি যে সৎ কথা কহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমারও অন্তঃকরণ জানিতেছে যে, বিভীষণের মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই। অনুমান এবং ভাব ভঙ্গি দ্বারা আমি সর্ব্বপ্রকারে বিলক্ষণ পরীক্ষাও করিয়াছি। অতএব রাঘব! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ সত্বর আমাদিগের সমান হউক; এবং আমাদিগের বন্ধুত্ব লাভ করুক।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণানন্তর রাম সত্বর বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন। পক্ষিরাজ যেমন উপেন্দ্রকে আনয়ন করিয়া দেবেন্দ্রের সহিত মিলন করাইয়া দেন, বানররাজ তেমনি বিভীষণকে আনিয়া, এই বলিয়া, রামের সহিত মিলন করাইয়া দিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

রাঘব অভয় দান করিলে পর, রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিনম্র হইয়া পৃথিবীতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা নিতান্ত আনন্দিত হইয়া অনুরক্ত অনুচরগণ

সমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া, বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে রামের পাদযুগলে পতিত হইলেন। এবং রামকে ধর্ম্মসঙ্গত কালোচিত তুষ্টিজনক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আমি রাবণের অনুজ; তিনি আমার অপমান করিয়াছেন; সেই জন্য আমি লঙ্কা বন্ধু বান্ধব ও ধনসম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর শরণ্য আপনার শরণাগত হইলাম! এক্ষণে, আমার রাজ্য, প্রাণ ও সুখ সমস্ত আপনার আয়ত্ত।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বিবিধবচনে তাঁহার সান্ত্বনা এবং লোচনযুগল দ্বারা তাঁহাকে যেন পান করিতে করিতে কহিলেন, তুমি আমাকে রাক্ষসদিগের প্রকৃত বলাবলের কথা বল।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে পর, রাক্ষস রাবণের সমস্ত বলাবল বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজপুত্র! দশগ্রীব ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবেরই অবধ্য। রাবণের অব্যবহিত অনুজ ভ্রাতা আমার জ্যেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ বীর্য্যশালী ও মহা তেজস্বী এবং যুদ্ধে বাসবের প্রতিদ্বন্দ্বী। হে রাম! শুনিয়াছেন কি না জানি না, প্রহস্ত নামে রাবণের যে সেনাপতি আছে, সে কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ গাত্রে কবচ বন্ধন না করিয়া হস্তে গোধাঙ্গুলিত্রাণ পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অলক্ষিতভাবে শরাসনহস্তে অবস্থিতি করে। রাঘব! সমুচিত সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিল; তাঁহারই অনুগ্রহে অন্তর্দ্ধান হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে। যুদ্ধে লোকপাল সদৃশ মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং অকম্পন রাক্ষস রাবণের অনীকপতি।

দশকোটি সহস্র কামরূপী, মাংসশোণিতাহারী, রাক্ষস লঙ্কানগরীর অধিবাসী। রাজা রাবণ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে লোকপালদিগকে যুদ্ধ দান করিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই দুরাত্মা

রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া, দেববৃন্দসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিলেন।

বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রঘুশ্রেষ্ঠ মনোমধ্যে সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া উত্তর করিলেন, বিভীষণ! তুমি রাবণের যে সকল অদ্ভুত কার্য্য উল্লেখ করিলে, আমি মনোমধ্যে সমস্ত অবধারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর; আমি প্রহস্ত ও পুত্রের সহিত দশগ্রীবকে বিনাশ করিয়া, তোমায় রাজা করিব। রাবণ রসাতল বা পাতালে প্রবেশ কিংবা পিতামহের সন্নিধানেই অবস্থিতি করুক, আমার হস্ত হইতে জীবন লইয়া মুক্তি পাইবে না। আমি আমার তিন ভ্রাতার দিব্য করিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত রাবণকে সংহার না করিয়া, আমি অযোধ্যায় পুনঃপ্রবেশ করিব না।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন; রাক্ষসদিগের বিনাশ ও লঙ্কার ধ্বংসকরণ বিষয়ে আমি আপনার যথাশক্তি সাহায্য করিব, আপনার সেনামধ্যেও প্রবিষ্ট হইব।

এই কথা বলিলে পর রাম তুষ্ট হইয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন, সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর। হে মানদ! সেই জল দ্বারা এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে সত্বর রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর; আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাক্রমে বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে অভিষেক করিলেন। রামের তাদৃশ অনুগ্রহ দর্শন করিবামাত্র বানরগণ কিলকিলা শব্দ এবং সাধু সাধু বলিয়া মহাত্মার প্রশংসা করিতে লাগিল। হনুমান ও সুগ্রীব বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কিপ্রকারে বরুণালয় অক্ষোভ্য সাগর উত্তীর্ণ হইব। কি কি উপায়ে আমরা পথপ্রাপ্তির জন্য সাগরে গমন করিব, যাহাতে আমরা সসৈন্যে বরুণালয় সাগর পার হইতে পারিব।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ উত্তর করিলেন, রাজা রামের যাইয়া সমুদ্রের শরণাগত হওয়া উচিত। সগর এই অপ্রমেয় মহোদধি খনন করিয়াছিলেন। অতএব মহামতি সাগর জ্ঞাতি রামের কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন।

পণ্ডিত বিভীষণ এই কথা কহিলে পর, সুগ্রীব, রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বিপুলগ্রীব সুগ্রীব সাগরের অর্চ্চনা বিষয়ে বিভীষণের সুন্দর উপদেশ নিবেদন করিলেন। স্বভাবত ধর্ম্মশীল রামের সে কথা মনে লাগিল। মহাতেজা ক্রিয়ানিপুণ লক্ষ্মণ ও বানররাজ সুগ্রীবকে সহাস্য বদনে অর্চ্চনার্থ কহিলেন, লক্ষ্মণ! বিভীষণের মন্ত্রণায় আমার অভিরুচি হইতেছে। সুগ্রীব পণ্ডিত; তুমিও সতত মন্ত্রণাবিষয়ে বিচক্ষণ; উভয়ে যুক্তি করিয়া যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় বল।

বীর সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ কথিত হইয়া, সম্মাননা পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র রাঘব! বিভীষণ যে কথা বলিলেন, ইহা উপস্থিত সময়ের ইষ্টসাধক অতএব ইহাতে আমাদিগের কেন না অভিরুচি হইবে। এই ঘোর মকরালয় সাগরে সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্র সহিত সুরাসুরগণও লঙ্কায় গমন করিতে পারে না। বীর বিভীষণের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন; কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। সাগরের নিকট প্রার্থনা করুন; যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণপালিতা নগরীতে গমন করিতে পারি।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র বেদীতে হুতাশনের ন্যায়, নদনদীপতি সাগরের কুশাবিস্তৃত তীরে উপবেশন করিলেন।

—০*০—

বিংশ সর্গ।

দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দ্দূল নামে রাক্ষস সাগর-তীরে সমাগত হইয়া, তথায় সন্নিবিষ্ট সুগ্রীবের পরিপালিত বানরবাহিনী সন্দর্শন করিল। সে সর্ব্বতোভাবে সেই বানরসৈন্য দর্শন করিয়া, ব্যগ্রচিত্তে প্রত্যাগমন ও সবেগে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাবণকে নিবেদন করিল, এই ঋক্ষ ও বানরসৈন্য অগাধ ও অপ্রমেয় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠগুণ-বিশিষ্ট, সাতিশয় রূপবান্ ও নিরতিশয় দ্যুতিসম্পন্ন, এবং সীতার উদ্ধার জন্য আগমন পূর্ব্বক সাগরতীরে বসতি করিয়াছেন। মহারাজ! বানরসৈন্য যথার্থই দশ যোজন আকাশ আবৃত করিয়াছে। সত্বর আপনার এ বিষয় যথাযথ পরিদর্শন করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনার দূতগণেরও উচিত, ঝটিতি এ বিষয় অবগত হয়। হয় সীতাকে প্রদান, না হয়, সুগ্রীবের প্রতি সাম বা ভেদ প্রয়োগ করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দ্দূলের কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ আপনার তৎকালোচিত কর্ত্তব্য পরিকলন পূর্ব্বক ব্যগ্রচিত্তে অর্থবিদ্-বরিষ্ঠ শুকনামক নিশাচরকে কহিলেন, আমি যাহা বলিতেছি, তুমি আমার আদেশে আশু সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া, নিরতিশয় মধুর বাক্যে অকাতর ভাবে বল, মহারাজ! তুমি মহৎ বংশে জন্মিয়াছ; তোমার বলের সীমা নাই। স্বয়ং ঋক্ষ-রজা তোমার জনক। রামের সাহায্য করিয়া, তোমার অর্থ বা অনর্থ কিছুরই সম্ভাবনা নাই। আর যদিও কিছু ইষ্টাপত্তি থাকে, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতার সমান। সুগ্রীব! আমি যদি ধীমান্ রাজপুত্র রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া থাকি, তাহাতে তোমার কি? অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। বানর-

গণ কখনো লঙ্কা অধিকার করিতে পারিবে না। সামান্য নর-বানরের কথা কি, দেবগন্ধর্ব্বেরাও তদ্বিষয়ে সমর্থ নহেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই প্রকার আদেশ করিলে, নিশাচর শুক তৎক্ষণাৎ পক্ষিরূপে আকাশপথে বহুদূর গমন করিয়া, সাগর-সমীপস্থ ঊর্দ্ধদেশে অবস্থান পূর্ব্বক দুরাত্মা রাবণ যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তৎসমস্তই সুগ্রীবের গোচর করিল। সে সুগ্রীবকে রাবণের কথা বলিতে লাগিলে, বানরেরা তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থান করিয়া, তাহার পক্ষ ছেদন ও মুষ্ট্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতারিত করিলে, সে তাহাদের কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া, কহিতে লাগিল, কাকুৎস্থ! দূতকে কেহ বধ করে না; আপনি বানরদিগকে নিবারণ করুন। যে ব্যক্তি স্বামিমত পরিত্যাগ করিয়া, স্বমত প্রকাশ করে, তাদৃশ অনুক্ত-বাদী দূতই বধার্হ হইয়া থাকে।

রাম শুকের পরিদেবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে সকল শাখা-মৃগপ্রধান তাহাকে বধ করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিলেন। তখন কপিগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক পূর্ব্বে যে আকাশে লঘুপক্ষ সহায়ে সত্বরগতি হইয়া, রাবণের সন্দেশবার্ত্তা সুগ্রীবকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, এক্ষণে সেই অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, মহাবল পরাক্রান্ত সত্বশালী সুগ্রীব! আমি লোকরাবণ রাবণকে গিয়া কি বলিব?

প্লবগপতি প্লবগশ্রেষ্ঠ মহাবল অদীনসত্ব সুগ্রীব এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, রাবণের চর দীনভাবাপন্ন শুককে কহিলেন, রাবণকে এই কথা বলিবে, যে, তুমি আমার মিত্র নও, দয়ার পাত্র নও, উপকারী নও, প্রিয়ও নও। তুমি রামের শত্রু। অতএব বালীর সমান তোমাকে অবশ্য বধ করিতে হইবে। আমি তোমাকে জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুর সহিত নিহত এবং সত্বর সুবিপুল সৈন্যসহ লঙ্কায় গমন করিয়া, উহা ভস্ম করিব। রে মূঢ় রাবণ! ইন্দ্র সহিত

সমুদায় লোক সমাগত হইয়া তোমাকে লুকাইয়া রাখুক; আর তুমি অন্তর্ধান, বা সূর্য্যপথে গমন কিংবা পাতালে প্রবেশ, অথবা মহাদেবের চরণেই শরণ গ্রহণ কর, কিছুতেই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না। বলিতে কি, তুমি অনুজগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছ। এই তিন লোকে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বা অসুর কাহাকেই তোমার রক্ষাকর্ত্তা দেখিতেছি না। তুমি জরাজীর্ণ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বধ করিয়াছ। যদি তোমার বল থাকিবে, তাহা হইলে, তুমি রাম লক্ষ্মণের সান্নিধ্যে সীতাকে হরণ করিলে না কেন? এক্ষণেও স্বকীয় বীর্য্যবত্তা বুঝিতে পারিতেছ না। রঘুশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাত্মা রাম দেবগণেরও দুরাধর্ষ। তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন, ইহা তুমি বুঝিতেছ না।

অনন্তর বালিনন্দন বানরসত্তম অঙ্গদ কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! এই ব্যক্তি দূত নহে; গুপ্তচর বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। দেখুন, এই নিশাচর এখানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার সমস্ত সৈন্যই যথাযথ পরিদর্শন করিয়াছে। অতএব ইহাকে লঙ্কায় যাইতে না দিয়া, ধরিয়া রাখা হউক। ইহাই আমার অভিপ্রায়।

শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছিল। রাজার আজ্ঞা পাইয়া, বানরগণ তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া, তাহাকে গ্রহণ ও বন্ধন করিল। সে প্রচণ্ডস্বভাব বানরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইয়া, চীৎকার করত মহাত্মা রামকে কহিতে লাগিল, বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষ ছিন্ন ও চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে। আমি যদি জীবন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে অশুভ করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি প্রাপ্ত হইবেন। রাম এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, বানরদিগকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, এ ব্যক্তি দূতরূপে আগমন করিয়াছে; অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম বেলাভূমিতে দর্ভাস্তরণ বিস্তারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বমুখে শয়ন করিলেন। ভুজগভোগসদৃশ সুবিশাল বাহু সেই অরাতিসূদনের উপাধান হইল। ঐ বাহু পূর্ব্বে মণি, কাঞ্চন, কেয়ূর ও মুক্তাপ্রবর ভূষিত, স্বর্ণময় বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, বরাঙ্গনাগণের ভুজপরম্পরায় নানাপ্রকারে অভিমৃষ্ট, চন্দন ও অগুরুরাশিতে-চর্চ্চিত, তরুণারুণদ্যুতি কুঙ্কুমে সুশোভিত, এবং শয়ন সময়ে সীতার মস্তকসংস্পর্শে বিরাজমান ছিল। অধিকন্তু ঐ বাহু তক্ষকদেহের ন্যায়, বিশাল, গঙ্গাসলিলে পবিত্রিত, যুগবৎ দীর্ঘ, যুদ্ধে শত্রুগণের শোকবর্দ্ধন, সুহৃদ্‌গণের সুখসম্পাদক, সাগর পর্য্যন্ত ভূচক্রের আশ্রয় এবং পুনঃ পুনঃ শরবিসর্জ্জনপুরঃসর জ্যার আঘাত প্রযুক্ত উহার ত্বক কিণত হইয়াছে। দাক্ষিণ্যগুণভূষিত মহাবাহু রাম ঐ পরিঘসন্নিভ দক্ষিণ বাহুতে সহস্র সহস্র গোদান করিয়াছেন। তিনি একণে যথাবিধি প্রয়ত ও মৌনব্রত হইয়া, সেই ভুজোত্তম উপাধান পূর্ব্বক, হয় আজি মরিব, না হয়, সাগর পার হইব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, সাগরবেলায় শয়ন করিলেন। তিনি নিয়ম পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া, এইরূপ কুশাস্তীর্ণ মহীতলে শয়ন করত তিন রাত্রি যাপন করিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মবৎসল নয়জ্ঞ রাম তিন রাত্রি বাস করত সরিৎপতি সাগরের উপাসনা করিলেন। তিনি প্রয়ত হইয়া, যথাবিধি পূজা করিলেও, মন্দমতি সাগর তাঁহাকে দর্শন দিলেন না।

তদ্দর্শনে রাম সাগরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কষায়িত লোচনে সমীপস্থ শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই! সাগরের গর্ব্ব হইয়াছে। সেই জন্য স্বয়ং দেখা দিতেছে না। যাহার গুণ নাই, তাহার নিকট শান্তি, ক্ষমা, ঋজুতা ও প্রিয়বাদিতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ সমস্ত অশক্তির চিহ্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে, অধর্মপ্রবৃত্তিতে সাহসিকতা প্রদর্শন করে, নিজগুণ প্রখ্যাপনার্থ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করে এবং প্রাণিমাত্রেই দণ্ড প্রয়োগ করে, তাদৃশ দুষ্টপ্রকৃতি লোকই সর্ব্বত্র সৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ! সামপ্রয়োগ দ্বারা কীর্ত্তি, যশ বা সংগ্রামশিরে জয়লাভ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব অদ্য তুমি অবলোকন করিবে, আমার বাণে মকর সকল নির্ভিন্ন হইয়া, সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করাতে, জলনিধির জল নিরুদ্ধ, ভোগী ও মৎস্য সকলের প্রকাণ্ড দেহ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং জলহস্তী সকলের করসমূহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অদ্য আমি ঘোরতর প্রহার দ্বারা শংখ, শুক্তি, মীন ও মকর সহিত জলনিধি শুষ্ক করিতেছি; দেখ। আমি নিতান্ত ক্ষমাশীল। সেই জন্য এই মকরালয় সমুদ্র আমাকে সামর্থহীন জ্ঞান করিতেছে। ঈদৃশ জনে ক্ষমা করায় ধিক্। আমি সামপর হওয়াতে, সমুদ্র দেখা দিতেছে না। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আমার ধনু ও আশীবিষসদৃশ শর সকল আনয়ন কর। আমি সাগর শোষণ করিব। বানরগণ পদব্রজে গমন করুক। সাগর কখনও ক্ষুব্ধ হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন করে না। কিন্তু অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, সায়কপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক এই মহাদানবসংকুল বরুণালয় সাগরকে ক্ষুব্ধ, নির্ম্মর্য্যাদ ও সহস্র সহস্র ঊর্ম্মিতে পরিপূর্ণ করিব।

এই বলিয়া তিনি ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে ধনুর্গ্রহণ করিয়া, যুগান্তাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ঘোর শরাসন শনৈঃ সম্পীড়ন ও সমস্ত সংসার কম্পিত করিয়া, ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, শর সকল মোচন করিলেন। সেই সকল বাণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, নিরতিশয় বেগভরে সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য পন্নগ সকল বিত্রস্ত, এবং তৎক্ষণাৎ সাগর মধ্যে পবনশব্দ সহিত অতীব ভয়ঙ্কর তুমুল জলবেগ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই জলবেগ সহকারে মীন ও মকর সকল সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সরিৎপতি সহসা ঘূর্ণমান ঊর্ম্মিপর-

ম্পরা, ধূম ও শংখসমূহে পরিবৃত এবং উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হইয়া উঠিল। দীপ্তাস্য দীপ্তলোচন পন্নগ ও পাতালতলবাসী মহাবীর্য্য দানব সকল ব্যথিত হইল। বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়, অত্যুন্নত সহস্র সহস্র ঊর্ম্মি নক্র ও মকর-চক্রের সহিত সমুৎপতিত হইল। তরঙ্গ সকল ঘূর্ণিত, উরগ ও রাক্ষস-সকল সংভ্রান্ত, মহাগ্রাহ সকল উদ্বর্ত্তিত ও ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর রাম নিশ্বাসভার পরিহার করত সবেগে সেই উগ্র-বেগ অপ্রমেয় শরাসন আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সৌমিত্রি তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক বারংবার প্রতিষেধ করিয়া ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, আপনি বীরগণের শ্রেষ্ঠ। সাগরকে এইরূপে ক্ষুভিত না করিয়াও, অন্য প্রকারে কার্য্য সাধন করিতে পারেন। এক্ষণে, তাহার সমীচীন উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হউন। আপনার ন্যায় মহাত্মারা ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। ঐ সময়ে ব্রহ্মর্ষি ও সুরর্ষিগণও আকাশে অন্তর্হিত হইয়া, তার স্বরে প্রতিষেধ করিয়া, হায়, কি কষ্ট, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করত হাহাকার করিতে লাগিলেন।

—:*:—

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম দারুণ বাক্যে সাগরকে কহিলেন, অদ্য আমি পাতাল সহিত মহার্ণব শোষণ করিব। সাগর! আমার শরে জলরাশি দগ্ধ ও জলজন্তু সকল বিনষ্ট এবং তুমি শুষ্ক হইলে, বিপুল ধূলি সমুৎপন্ন হইবে। বানরগণ আমার কার্ম্মুকনিসৃষ্ট শরবৃষ্টি সহায়ে পদব্রজেই তোমার পরপারে গমন করিবে। হে দানবালয় সরিৎপতে! তুমি নিরতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছ। এই জন্যই আমার পুরুষকার বা বিক্রম অবগত নহ; এবং এই জন্যই মত্ত হইয়া প্রাণনাশনিবন্ধন শোকে

পতিত হইবে। এই বলিয়া মহাবল রাম উল্লিখিত ব্রহ্মদণ্ড অস্ত্র ব্রাহ্মমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া, আকর্ষণ করিলেন। তিনি সহসা শরাসন আকর্ষণ করিলে, রোদোরন্ধ্র যেন বিদীর্ণ, পর্ব্বত সকল কম্পিত, লোক সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, দিক্ সকল অপ্রকাশিত, সরিৎ ও সরোবর সকল সংক্ষোভিত, এবং চন্দ্র ও দিবাকর নক্ষত্র সকলের সহিত তির্য্যক্ভাবে মিলিত হইলেন। ভাস্করকিরণে প্রদীপ্ত হইলেও,আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পুনরায় শত শত উল্কায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশমান হইল। অন্তরীক্ষ হইতে অতুল নিস্বনে বজ্র সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। পরিবহাদি মারুতগণ পুনরায় আকাশে আবির্ভূত হইল। সমীরণ বারংবার জলদজাল উদ্বহন এবং শৈলাগ্র ও শিখর সকল বিশীর্ণ করিয়া, পাদপ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর বজ্র সকল মহাবেগে ও মহাস্বনে পরস্পর মিলিত হইয়া বৈদ্যুত অনলবিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। দৃশ্যমান ভূতসকল অশনি সমশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। অদৃশ্য প্রাণিগণ নিতান্ত ভীত, উদ্বিগ্ন ও অভিভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর ধ্বনি করত শয়ন করিল। এবং ভয়ে স্পন্দনশক্তিশূন্য ও একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। ভয়ঙ্কর বেগ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, প্রলয় না হইলেও, মহোদধি নাগ, রাক্ষস, জল, ঊর্ম্মি ও ভুজগগণের সহিত সহসা এক যোজন বেলা অতিক্রম করিল। অমিত্রনিসূদন রাম নদনদীপতি সমুদ্রকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, বাণমোচনে নিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দিবাকর যেমন উদয়াচল মহাশৈল হইতে, স্বয়ং সাগর তেমনি সমুদ্রমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া, দীপ্তাস্য পন্নগগণের সহিত প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেখিতে স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যের ন্যায়। এবং জাম্বুনদময় ভূষণ, রক্তমাল্য ও অম্বর পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রসদৃশ, মস্তকে সর্ব্বপুষ্পময় দিব্যমালা; অলঙ্কার সকল সুবর্ণময় ও তপ্তকাঞ্চন

ময়; এবং আপনার উদরজাত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল পরিধান করাতে, বিবিধ ধাতুমণ্ডিত হিমালয়ের ন্যায়, তাঁহার শোভা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তিনি ঘূর্ণমান তরঙ্গ, মেঘমালা, বায়ু, এবং গঙ্গা সিন্ধুপ্রধান নদী সকলে সমাবৃত হইয়া, নিকটে আগমন ও প্রথমেই আমন্ত্রণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে শরপাণি রামকে কহিতে লাগিলেন, রাঘব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সকল পদার্থ বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করে। সুতরাং, আমিও যে অগাধ ও অপার হইয়াছি, ইহা আমার স্বভাব। আর, ঐরূপ না হওয়াই আমার বিকার বা স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এই জন্য আপনাকে উপায় বলিতেছি। হে পার্থিবাত্মজ! কাম, লোভ, ভয় বা রাগবশতঃ কখনো আমি এই নক্রসংকুল সলিল স্তম্ভিত করিতে পারি না। যাহা হউক, আপনি যে উপায়ে লঙ্কায় গমন করিতে পারেন, আমি তাহা বিধান ও সমুদায় সহ্য করিব। বানরগণ যাবৎ সমুদ্র পার হইবে, তাবৎ মকরাদি হিংস্র জলজন্তুরা তাহাদিগের অনিষ্ট করিবে না। আমি বানরগণের পার হইবার জন্য স্থলও বিধান করিব।

রাম কহিলেন, বরুণালয়! আমার এই মহাবাণ ব্যর্থ হইবার নহে; অতএব কোন্ স্থানে ইহা মোচন করি, বল।

রামের বাক্য শ্রবণ ও উল্লিখিত শর সন্দর্শন করিয়া, পরমতেজস্বী মহাসাগর তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যেমন লোকমধ্যে পরমপ্রসিদ্ধ, আমার উত্তরে দ্রুমকুল্য নামে সেইরূপ বিখ্যাত পরম পবিত্র কোন স্থান আছে। আভীরপ্রমুখ উগ্রকর্ম্মা উগ্রদর্শন পাপাচার বহুসংখ্য দস্যু মদীয় সলিল পান করত ঐ প্রদেশে অবস্থিতি করে। সেই পাপকর্ম্মাদিগের পাপসংস্পর্শ আমার সহ্য হয় না। অতএব রাম! আপনি এই অমোঘ শররত্ন তথায় মোচন করুন।

রঘুনন্দন সাগরের এই কথা শুনিয়া, তদীয় উপদেশানুসারে

সেই প্রদীপ্ত সায়ক ঐ স্থানে মোচন করিলেন। বজ্রাশনি-সমপ্রভ উল্লিখিত বাণ যেস্থানে নিপতিত হইল, সেই স্থান তন্নিবন্ধন পৃথিবীতে মরুকান্তার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তত্রত্য বসুমতী শরপীড়িত হইয়া, শব্দ করিয়া উঠিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ শরমুখ দ্বারা রসাতল হইতে সলিল সমুৎপতিত হইল। তৎকালে এক কূপও সমুদ্ভূত হইল। উহা ব্রণকূপ নামে বিখ্যাত। ঐ কূপে সর্ব্বদাই সমুদ্রের ন্যায়, প্রভূত সলিল সমুত্থিত হইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে যে দারুণ ভূ-বিদারণশব্দ উত্থিত হইল, তাহাতে এবং বাণপাত করিয়া, রাম ঐ প্রদেশের কুক্ষিস্থ তাবৎ সলিল শোষণ করিলেন। তদবধি ঐ স্থান মরুকান্তার বলিয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। অমরবিক্রম দশরথাত্মজ রাম কুক্ষিশোষণানন্তর ঐ মরুকে বর দিলেন, তুমি পশুগণের হিতকর, রোগশূন্য, ফলমূলরসসম্পন্ন, এবং বহু স্নেহ, বহু ক্ষীর, বিবিধ ঔষধি ও সুগন্ধ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত হইবে। এইরূপে রামের বরদানপ্রযুক্ত ঐ মরু ঐ সকলে সংযুক্ত এবং সুশোভন দেশ রূপে পরিণত হইয়াছে।

সরিৎপতি সমুদ্র উল্লিখিত প্রদেশে কুক্ষিমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রামকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন, সৌম্য! এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ ও তাঁহার নিকট বর লাভ করিয়াছে। এবং তোমার প্রতি প্রীতিমান্। এই মহোৎসাহ কপি আমার উপরে সেতু বন্ধন করুক। আমি ঐ সেতু ধারণ করিব। পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায়, এই নলও সেতু-বন্ধনবিষয়ে সর্ব্বথা শক্তিসম্পন্ন। এই বলিয়া সমুদ্র অন্তর্দ্ধান করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ নল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, মহাবল রামকে কহিল, মহোদধি যথার্থই বলিয়াছেন, আমি পিতৃদত্ত বর প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সাগর মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করিব। যাহারা অকৃতজ্ঞ, তাহাদের প্রতি ক্ষমা, সান্ত্ববাদ বা দান, এ সকলে ধিক্! এরূপ স্থলে একমাত্র দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা লোকে বিশিষ্টরূপ

কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। আমার এইপ্রকার প্রতীতি আছে। দেখুন, প্রচণ্ডস্বভাব এই সাগর দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, সেতুকার্য্য দর্শনবাসনায়, সুপ্রীতর হইবেন বলিয়া আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন।

যাহা হউক, বানরগণ! মহোদধি যথার্থই বলিয়াছেন; আমারও এই ঘটনায় মনে পড়িল, বিশ্বকর্ম্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার জননীকে বর দিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র আমার সদৃশ হইবে। আমি বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র, সর্ব্বাংশেই তাঁহার সমান। তোমরা কেহ এতদিন কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই, আমিও আত্মগুণ বর্ণন করি নাই। আমি বরুণালয় সাগরে সেতুনির্ম্মাণ করিতে সমর্থ। অতএব বানরপুঙ্গবগণ! অদ্যই তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

অনন্তর রাম আজ্ঞা করিলে, শত সহস্র বানরপুঙ্গব হৃষ্টচিত্তে মহারণ্য লক্ষ্য করিয়া উৎপতিত হইল। সেই সকল পর্ব্বতপ্রতিম কপিসত্তম পর্ব্বত হইতে পাদপপুঞ্জ ভগ্ন করিয়া, সমুদ্রতীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের আনীত ভূরি ভূরি শাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জ্জুন, তাল, তিলক, তিনিশ, বিল্ব, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, চূত ও অশোকবৃক্ষে জলনিধি পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা সমূল ও নির্ম্মূল বৃক্ষ সকল উন্মূলন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, উত্তোলন করিয়া, চারিদিক্ হইতে আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাল, দাড়িম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল, নিম্ব ইত্যাদি পাদপ সকল তথায় আহৃত হইল। তাহারা যেমন মহাকায় ও মহাবল, সেইরূপ, হস্তির ন্যায় প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্র সহায়ে বহন করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল অনবরত প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, সাগরের জল উদ্ধৃত হইয়া, আকাশে উত্থিত ও পুনরায় তথা হইতে অধঃপতিত হইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে পর্ব্বতপাতনে সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কোন কোন বানর পঞ্চ-

ভাদি আকর্ষণ করিবার জন্য সূত্র সকল গ্রহণ করিল। নল নদনদীপতি সাগর মধ্যে শত যোজন ব্যায়ত মহাসেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরকর্ম্মা বানরগণ এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দণ্ড গ্রহণ, কেহ বা বৃক্ষাদি আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘ ও পর্ব্বতপ্রতিম শত শত বানর রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত তৃণ, কাষ্ঠ ও পুষ্পিতাগ্র পাদপপুঞ্জ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। সেই সকল বারণসন্নিভ বানর পর্ব্বতসন্নিভ পাষাণ ও ভূধরশেখর সকল গ্রহণ করিয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল; দেখিতে পাওয়া গেল। শৈল ও শিলা সকল নিক্ষিপ্ত ও নিপাতিত হওয়াতে, মহাসাগরে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। হনুমান হেলায় যে যে মহাশৈল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; নলও হেলায় বামহস্তে সেই সেই পর্ব্বত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহাকায়, মহাবল, হস্তিসঙ্কাশ, ভীমাকৃতি, ক্ষিপ্রকারী ও মহাবেগ কপিগণ হৃষ্টচিত্তে এই রূপে প্রথম দিনে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিল। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বলবান্ শ্রীমান্ নল পিতার ন্যায় সাগরগর্ভে সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। নল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উল্লিখিত সুভগ ও শ্রীমান্ সেতু, আকাশে ছায়াপথের ন্যায়, মকরালয় সমুদ্রমধ্যে শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইয়া, আকাশে অবস্থান করত, সেই দশ যোজন বিস্তীর্ণ শত যোজন ব্যায়ত সুদুষ্কর অদ্ভুত সেতু দেখিতে লাগিলেন। বানরগণও প্লবন, আপ্লবন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা অবলোকন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সেতুর গঠনপ্রণালী চিন্তা করিয়া, স্থির করা যায় না। উহা নির্ম্মাণ করাও কাহার সাধ্য নহে। এবং উহা দর্শন করিলে, শরীর লোমাঞ্চিত হয়। সমুদায় প্রাণী

সাগরমধ্যস্থ সেই সেতু দর্শনে প্রবৃত্ত হইল। সহস্র সহস্র কোটি কোটি পরমতেজস্বী বানর সাগরে সেতুবন্ধন করত তাহা পার হইতে লাগিল। তৎকালে সেই সুকৃত, সুভূমি, সুসমাহিত, বিশাল, শ্রীমান্ মহাসেতু সাগরে সীমন্তবৎ বিরাজমান হইল। এ দিকে, বিভীষণ রাক্ষসগণের নামাদি নির্দ্দেশ জন্য গদা হস্তে মন্ত্রিগণের সহিত সাগর পারে অধিষ্ঠান করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সত্য-পরাক্রম রামকে কহিলেন, আপনি হনুমানের ও লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। হে বীর! এই মকরালয় সমুদ্র অতি বিস্তৃত। হনুমান ও অঙ্গদ ইহারা দুই জনেই আকাশে গমন করিতে সমর্থ। ইহারা আপনাদের দুই জনকে বহন করিবে।

ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম শরাসন হস্তে সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত সৈন্যগণের অগ্রসর হইলেন। অন্যান্যেরা কেহ মধ্যে, কেহ পার্শ্বে ও কেহ বা সলিলমধ্যে গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথ না পাইয়া, সুপর্ণের ন্যায়, আকাশ পথে সাগর পার হইতে লাগিল। ভয়ঙ্কর বানরসৈন্য সমুদ্র তরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের তুমুল কোলাহলে সরিৎপতির অত্যুচ্চ ভীষণ নির্ঘোষ অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনন্তর বানরসৈন্য সাগরোপরে নলনির্ম্মিত সেতু পার হইলে, রাজা সুগ্রীব তাহাদিগকে সমুদ্রের ফল, মূল ও সলিভূয়িষ্ঠ পরতীরে সন্নিবিষ্ট করিলেন। দেবগণ রামের এই অত্যাশ্চর্য্য দুষ্করকার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া, পরম পবিত্র সলিলে সেই নরদেবসৎকৃত রামের অভিষেক ক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং হে নরদেব! তুমি শত্রু জয় করিয়া, চিরকাল সসাগরা বসুন্ধরার পালন কর, ইত্যাদি বিবিধ শুভ বাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন।

———

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অনন্তর নিমিত্তজ্ঞ রাম নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! সুশীতল জল ও ফলভূয়িষ্ঠ অরণ্য আশ্রয় এবং সৈন্যদিগকে বিভাগানুসারে ব্যূহিত করিয়া আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইবে। ঐ দেখ, লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর ভয়নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে। ঋক্ষ, বানর, ও রাক্ষসবীরগণের বিনাশ হইবে। ঐ দেখ, সমীরণ রজোভারে মলিন হইয়া প্রবাহিত, পৃথিবী কম্পিত, পর্ব্বতশেখর সকল বিচলিত ও পাদপপুঞ্জ পতিত হইতেছে। গৃধ্র ও গোমায়ু প্রভৃতির ন্যায় ধূসর বর্ণ ক্রূর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রতিহত করিয়া, শ্রুতিকটু নিনাদে শোণিত বিন্দু মিশ্রিত ক্রূর বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনবৎ প্রতিভা বিস্তার করত অতীব দারুণ ভাবে আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত পাবকমণ্ডলে প্রপতিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ক্রূর মৃগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুলভাবে ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্র যেন প্রলয় কালে সমুদিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইহাঁর পর্য্যন্তপ্রদেশ কৃষ্ণলোহিত বর্ণ অংশুমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বিমল আদিত্যমণ্ডলেও হ্রস্ব, রুক্ষ, সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ও লোহিত বর্ণ পরিবেশ এবং নীল চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিতান্ত মলিন হওয়াতে, রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ হইতেছে যেন, প্রলয় উপস্থিত হইবে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সর্ব্বদাই অধঃপতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্কশস্বরে নিরতিশয় ভয়াবহ শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরাৎ কপি ও রাক্ষসগণের বিমুক্ত শৈল, শূল ও খড়্গপরম্পরায় পরিবৃত ও মাংসশোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইবেন। আমরা অদ্যই কালবিলম্ব পরি-

হার পূর্ব্বক সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাবণরক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় সবেগে অভিনির্যাণ করিব। সংগ্রামধর্ষণ ধন্বী রাম এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সকলের অগ্রণী হইয়া, লঙ্কার অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তখন সুগ্রীবপ্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ গভীর গর্জ্জন পুরঃসর তাঁহার অনুগামী হইল। নিরতিশয় বীর্য্য-বিশিষ্ট বানরগণ রামের প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য তৎকালে যে কার্য্য ও চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্দর্শনে রঘুনন্দন সন্তুষ্ট হইলেন।

—•:•—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

শরৎ সময়ে শশাঙ্কযোগসহকারে সুনির্ম্মল নক্ষত্রশালিনী পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর যেমন শোভা হয়, রাম কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হওয়াতে, বানরবাহিনীও তদ্রূপ বিরাজমান হইল। সাগরসদৃশ সুবিপুল সৈন্যে পীড্যমান হইয়া বসুমতী ভীত ও সবেগে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বানরবল লঙ্কায় পদার্পণ পূর্ব্বক ভেরী ও মৃদঙ্গনিনাদসংকৃত, তুমুল লোমহর্ষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ করিল। বানরযূথপতিগণ ঐ শব্দ শ্রবণে অতিমাত্র আহ্লাদিত ও অসহমান হইয়া, নিরতিশয় উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল। আকাশে শব্দায়মান উদ্দাম জলদমণ্ডলীর ন্যায়, বানর-গণের উল্লিখিত গর্জ্জনশব্দ রাক্ষসদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

দশরথনন্দন রাম বিচিত্রধ্বজপতাকামালিনী লঙ্কানগরী দর্শন করিয়া, দূয়মানহৃদয়ে জানকীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, রাবণ এই স্থানেই সেই মৃগশাবলোচনা জানকীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অঙ্গারক গ্রহ কর্ত্তৃক অভিভূতা রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর বীর্য্যশালী রাম দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনার তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে

লাগিলেন, লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, লঙ্কা সমুন্নত শিরে যেন আকাশ আলিঙ্গন করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা যেন মনের দ্বারাই এই নগশেখরে ইহার রচনা করিয়াছেন। সপ্ততল প্রাসাদপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, পাণ্ডুরবর্ণ ঘনমণ্ডলী সমাচ্ছাদিত বিষ্ণুপদ আকাশের ন্যায়, ইহার সুষমা সমুদ্‌ভূত হইয়াছে। ঐ দেখ, নানাজাতীয় বিহঙ্গমসংঘুষ্ট ফলপুষ্পবিশিষ্ট চৈত্ররথোপম সুন্দর কাননসমূহে লঙ্কানগরী বিরাজমান হইতেছে। সুশীতল সমীরণ মত্ত বিহঙ্গম, ভ্রমর ও কোকিলকুলসমাকুল পাদপপুঞ্জ প্রকম্পিত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে।

দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এই প্রকার কহিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে বল বিভাগ ও তাহা হইতে স্ববল গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কপিসেনাকে আদেশ করিলেন, দুর্জ্জয় অঙ্গদ নীলের সহিত এই বানরবাহিনীর হৃদয়ে, ঋষভ বানরসমূহে পরিবৃত হইয়া, ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে, এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ তরস্বী গন্ধমাদন ইহার সব্যপক্ষে, অবস্থান করুক। আমি লক্ষ্মণের সহিত সাবধানে ইহার শীর্ষ আশ্রয় করিয়া রহিব। জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী এই তিন মহাত্মা ঋক্ষশ্রেষ্ঠ ইহার কুক্ষি, এবং তেজঃপুঞ্জশরীরী প্রচেতা যেমন পশ্চিম দিক্, সেইরূপ, কপিরাজ সুগ্রীব এই বানরসৈন্যের জঘনদেশ রক্ষা করুন। এইরূপে সুবিশাল ব্যূহবিভাগপুরঃসর প্রধান প্রধান বানরগণ রক্ষা করিতে লাগিলে সেই অনীকিনী, জলদপটলপুটকিত গগনপদবীর ন্যায়, বিরাজমান হইল। বানরগণ প্রকাণ্ড পাদপ ও পর্ব্বতশেখর সমস্ত গ্রহণ করিয়া, লঙ্কা বিনাশ করিবার বাসনায় তথায় সমাগত হইল। এবং কপিশ্রেষ্ঠগণ শিখরসমূহে বা মুষ্টি প্রহারে লঙ্কা নিপাতিত করিব, এইপ্রকার সংকল্প করিল।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৈন্য সকল সুবিভক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই রাবণের চর শুককে ছাড়িয়া দাও। মহাবল সুগ্রীব রামের কথা শুনিয়া, তদীয় আদেশে

শুককে ছাড়িয়া দিলেন। বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত শুক রামের আজ্ঞায় মুক্তিলাভ করিয়া, নিরতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাবণের গোচরে গমন করিল। রাবণ হাসিতে হাসিতে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্য তোমার পক্ষদ্বয় বদ্ধ ও ছিন্ন দেখিতেছি। তুমি ত সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশীভূত হও নাই?

রাবণ এই প্রকার কহিলে, ভয়সংবিগ্ন শুক প্রত্যুত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! আমি সাগরের উত্তর তীরে অবস্থান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে সুগ্রীবকে সান্ত্বনা করিয়া, আপনার আজ্ঞামত সমস্ত কথা বলিলে, বানরগণ আমার দর্শনমাত্র ক্রোধভরে উৎপ্লবন পূর্ব্বক আমারে গ্রহণ করিয়া, মুষ্টিপ্রহার ও পক্ষচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা স্বভাবতঃ কোপন ও তীক্ষ্ণ; সুতরাং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, সেইরূপ কোনরূপ বিচার না করিয়াই, তাহারা আমার পরিভবে প্রবৃত্ত হইল। যাহা হউক, খর, বিরাধ ও কবন্ধ এই সকলের হন্তা রাম সুগ্রীবের সহিত সীতার অবস্থিতি স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সাগরে সেতুবন্ধন, লবণার্ণব উত্তরণ ও রাক্ষসদিগকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। মেঘ ও পর্ব্বতপ্রতিম সহস্র সহস্র ঋক্ষবানরসৈন্যে বসুমতী আচ্ছন্ন হইয়াছে। দেব ও দানবের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরদলের সন্ধি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাহারা পুরপ্রাচীরে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তুমি সত্বর হইয়া, হয়, সীতাকে প্রত্যর্পণ, না হয় যুদ্ধ, একতর অনুষ্ঠান কর।

শুকের কথা শুনিয়া রাবণ রোষারুণচিত্তে যেন দগ্ধ করত কহিতে লাগিলেন, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বেরা প্রতিযোদ্ধা হয় এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডও ভয় প্রদর্শন করে, তথাপি, সীতাকে দিব না। বসন্তকালে ভ্রমরগণ মত্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষে যেমন ধাবমান হয়, কতদিনে আমার শর সকল তেমনি রামে ধাবমান হইবে। উল্কা দ্বারা হস্তীকে যেমন, তেমনি আমি কতদিনে প্রদীপ্ত কার্ম্মুকবিমুক্ত শরপরম্পরায় রক্তাক্তকলেবর রামকে আদীপিত করিব।

উদীয়মান দিবাকর যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জের প্রভা হরণ করে, তেমনি আমি করে বিপুল বলে পরিবৃত্ত হইয়া, রামের বল হরণ করিব। সাগরের ন্যায়, আমার বেগ এবং পবনের ন্যায়, আমার বল। রাম ইহা জানে না বলিয়াই, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাসী হইয়াছে। রাম যুদ্ধে আমার তূণীর মধ্যস্থ সবিষ আশীবিষ সদৃশ শর সকল দর্শন করে নাই, সেই জন্য আমার সহিত যুদ্ধোদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ, সে পূর্ব্বে কখনও আমার বীর্য্য অবগত হয় নাই। আমি নদীর ন্যায় বিপুলায়ত শত্রুসেনারূপ মহারঙ্গে প্রবেশ করিয়া, শররূপ বাদন-দণ্ডে বাদিত চাপময়ী বীণা বাদন করিব। জ্যাশব্দ এই বীণার তুমুল শব্দ, আর্ত্তনাদ উহার গীতরূপ মহাধ্বনি, এবং নারাচতল উহার সন্নাদ। সহস্র লোচন ইন্দ্র, বরুণ, যম বা কুবের, কেহই আমায় জয় বা শরানলে ধর্ষিত করিতে সমর্থ নহেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

দশরথাত্মজ রাম সাগর পার হইলে, শ্রীমান্ দশানন শুক ও সারণ নামক দুই মন্ত্রিকে কহিলেন, রাম সাগরে সেতু বন্ধন ও সমগ্র বানরবল দুস্তর বারিধি উত্তরণ করিয়াছে, পূর্ব্বে কখনো এরূপ হয় নাই। ফলতঃ, সাগরে সেতু বন্ধন কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না। অধুনা বানরসৈন্যের সংখ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব তোমরা দুই জনে অলক্ষিতে বানর-সৈন্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরিমাণ, বীর্য্য, তাহাদের মধ্যে কাহারা মুখ্য, কাহারা রাম ও সুগ্রীবের মন্ত্রী, কাহারা সবিশেষ শৌর্য্যশালী ও সকল কার্য্যেই অগ্রসর, সাগরে সেতু কি রূপে বদ্ধ হইয়াছে, মহাত্মা বানরগণ কি রূপে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, রামের ব্যবসায়, বীর্য্য ও আয়ুধ সমস্ত, বীর লক্ষ্মণেরও তত্তৎ-বিষয় এবং পরমতেজস্বী বানরগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেনানী

হইয়াছে. এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া, সত্বর আগমন কর।

দশানন এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বীর শুক ও সারণ উভয়ে বানররূপ ধারণ করিয়া, বানরসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু সেই অচিন্ত্য ও লোমহর্ষণ কপিসেনার সংখ্যা করিতে পারিল না। এই কপিসৈন্য পর্ব্বতাগ্র, নির্ঝর, গুহা, সাগরতীর, বন ও উপবন ইত্যাদি বিবিধ প্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিল। কেহ সাগর পার হইতেছিল, কেহ পার হইয়াছে এবং কেহ বা পারের উপক্রম করিতেছে। কিয়দংশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। এবং কেহ বা তাহার আয়োজন করিতেছে। শুক ও সারণ এবংবিধ ভীমবল ভীমনাদ ও অক্ষোভ্য বানরার্ণব সন্দর্শন করিল।

পরমতেজস্বী বিভীষণ সেই ছদ্মবেশী শুক সারণকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট নিবেদন করিলেন, হে পরপুরবিজয়িন্! ইহারা রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ, লঙ্কাপুর হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। ইহারা রাবণের চর।

শুক সারণ রামকে দর্শনগোচর করিয়া, ব্যথিত ও প্রাণে হতাশ হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে কহিতে লাগিল, সৌম্য! আমরা রাবণের প্রেরণায় এখানে আসিয়াছি। হে রঘুনন্দন! আপনার সৈন্যের সংখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বভূতহিতেরত দশরথনন্দন তাহাদের কথা শুনিয়া, সহাস্য আস্যে কহিলেন, যদি সমুদায় সৈন্য পরিদর্শন এবং আমাদেরও বলবীর্য্যাদি যথাযথ পরিজ্ঞাত হইয়া থাক; ফলতঃ, রাবণ যাহা বলিয়া দিয়াছে, যদি তোমাদের তদনুরূপ কার্য্যসাধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রতিগমন কর। আর, যদি কিছু দেখিতে বাকী থাকে, তাহা হইলে, পুনরায় নিজে তাহা দেখিতে পার, না হয়, বিভীষণ তৎসমস্ত দর্শন করাইবেন।

তোমাদিগকে ধরিয়াছে বলিয়া, তোমরা প্রাণের প্রতি কোন ভয় করিও না। তোমরা দূত, সুতরাং তোমাদিগকে কোনরূপে বধ করা উচিত নহে। তোমরা যদি দূত না হইয়া অন্য কেহ হইতে, তাহা হইলে. তোমাদের যখন নিরায়ুধ অবস্থায় গ্রহণ করা হইয়াছে. তখন কোন ক্রমেই বধ করা হইতে পারে না। অতএব বিভীষণ! ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। ইহারা রাবণের ছদ্মবেশী চর এবং সুগ্রীবের সহিত আমার ভেদাদিসাধনে সতত তৎপর। হে শুক সারণ! তোমরাও লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক ধনদানুজ রাবণকে আমার কথামতে বলিবে, তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার জানকীকে হরণ করিয়াছ, সসৈন্যে ও সবান্ধবে ইচ্ছানুসারে সেই বল প্রদর্শন কর। তুমি প্রাতঃকালেই অবলোকন করিবে, তোমার রাজধানী লঙ্কাপুরী সমুদায় প্রাকার, তোরণ ও রাক্ষসবলের সহিত মদীয় শরে বিধ্বংসিত হইয়াছে। রাবণ! বজ্রধর ইন্দ্র দানবগণে যেমন বজ্র প্রয়োগ করেন, আগামী কল্য প্রাতেই আমিও তেমনি সৈন্য সহিত তোমার উপর ভয়ংকর ক্রোধ মোচন করিব।

ধর্ম্মবৎসল রাম এই প্রকার প্রতিসন্দেশ প্রদান করিলে, শুক ও সারণ উভয়ে জয় হউক বলিয়া তাঁহার প্রতিনন্দন করত লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া, রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! বিভীষণ যথার্থ আমাদের গ্রহণ করিলে, অপরিসীমতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা রাম দর্শনমাত্র আমাদের পরিত্রাণ করিলেন। দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মহেন্দ্র তুল্য পরাক্রান্ত পরমতেজীয়ান্ সুগ্রীব এই চারিজন পুরুষশ্রেষ্ঠ একত্র মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারা লোকপাল সদৃশ, শূর, কৃতাস্ত্র ও দৃঢ়বিক্রম। ইহাঁরা প্রাকার ও তোরণ সহিত সমুদায় লঙ্কা উৎপাটন করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম; বানরগণ সকলে অবস্থান করুক। ফলতঃ, রামের যে প্রকার প্রহরণ ও সাদৃশ রূপ, তাহাতে, তিনি একাকী লঙ্কানগরী ধ্বংস করিবেন; অন্য তিন

জনের আবশ্যক নাই। রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক রক্ষিত হও-য়াতে, বানরবাহিনী সমস্ত সুরাসুরগণেরও নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হই-য়াছে। মহাত্মা বানরগণ সকলেই সংপ্রতি সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক। তাহাদের অনীকিনীস্থ যোদ্ধামাত্রেই নিরতিশয় হর্ষ-বিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনি বিরোধ না করিয়া, শান্তি-বিধান ও রামকে জানকী সংপ্রদান করুন।

ষড়্বিংশ সর্গ।

সারণের অভিহিত সত্য ও অক্লীব বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা রাবণ কহিতে লাগিলেন, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণও যদি আমার বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হয়, এবং যদি সমস্ত লোকও আমায় বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও, আমি সীতাকে দিব না। সৌম্য! তুমি বানরগণ কর্তৃক পীড়িত ও নিতান্ত ত্রস্তভাবাপন্ন হইয়াছ, সেই জন্য এই মুহূর্ত্তেই সীতার প্রতিপ্রদান তোমার প্রশস্ত কল্প বোধ হইতেছে। দেখ, কোন্ শত্রু যুদ্ধে আমায় পরাজয় করিতে পারে?

রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, বানরসৈন্য পরিদর্শন মানসে বহুতালসমুন্নত হিমগৌর প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। তিনি ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, শুক সারণের সহিত তথায় আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র, পর্ব্বত ও অরণ্য সর্ব্বত্র দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, অপার, অসহ্য ও সুবিপুল বানরবল সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া শয়ন করিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি সারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে কাহারা প্রধান, কাহারা শূর, কাহারা মহাবল, কাহারা অগ্রণী, কাহারা মহোৎসাহসম্পন্ন, সুগ্রীব কাহাদের কথা শুনে, এবং কাহারাই বা যূথপগণের যূথপতি, হে সারণ! উহাদের প্রভাবই বা কিরূপ, আমার নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন কর।

বানরগণের মধ্যে কাহারা প্রধান, সারণ তাহা অবগত হইয়াছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, বানরগণের মধ্যে প্রধানগণের পরিচয় দিয়া সে কহিতে লাগিল, এই যে বানর লঙ্কার অভিমুখে আসিয়া গর্জ্জন করিতেছে, শত সহস্র যূথপতি বানর যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহার অত্যুচ্চ নিনাদে প্রাকার, তোরণ, শৈল, কানন ও বন সহিত সমগ্র লঙ্কা প্রতিহত হইতেছে এবং সমুদায় বানরগণের রাজা মহাত্মা সুগ্রীব যাহাকে সেনানী করিয়াছেন, ইহার নাম যূথপতি বীর নীল। এই যে বীর্য্যবান বানর মানুষের ন্যায় বাহু উদ্যত করিয়া, পদভরে পৃথিবীতে গমন, লঙ্কার অভিমুখে কোপভরে সর্ব্বদা জৃম্ভা বিসর্জ্জন, অতিমাত্র রোষে বারংবার লাঙ্গূলাস্ফোটন পূর্ব্বক তাহার শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, ইহার নাম অঙ্গদ। বানর-রাজ সুগ্রীব এই গিরিশৃঙ্গ প্রতীকাশ ও কমলকিঞ্জল্কসবর্ণ বানরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এই অঙ্গদ বালীর সদৃশ পুত্র, সুগ্রীবের নিত্য প্রীতিভাজন এবং ইন্দ্রার্থে বরুণের ন্যায়, রামের অর্থে পরাক্রান্ত। রামের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান, যে জনকাত্মজাকে দেখিয়া গিয়াছে, সে সকলই এই অঙ্গদের বুদ্ধি। বীর্য্যবান্ অঙ্গদ রাজা সুগ্রীবের অধীন বহুসংখ্য যূথ ও স্বকীয় অনীকিনী সমভিব্যাহারে লইয়া, আপনারে বিনাশ করিবার জন্য অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে সকল বানরযূথ-পতি গাত্র বিষ্টব্ধ করিয়া, ক্ষ্বেড়ন ও নর্দ্দন এবং আস্ফোটন পূর্ব্বক জৃম্ভা ত্যাগ করিয়া থাকে, শত্রুগণ যাহাদের বলবীর্য্যাদি সহ্য করিতে পারে না, যাহাদের স্বভাব ও পরাক্রম উভয়ই প্রচণ্ড, সেই এই চন্দনবাসী অষ্টশত সহস্র দশকোটি বীর বানর এই নলের অনুগামী হইয়াছে। এই নলও স্বীয় বাহিনী সহায়ে লঙ্কানগরী বিনাশ করিতে কৃতোৎসাহ হইয়াছে। রজতসঙ্কাশ ভীমবিক্রম এই বানর শ্বেত শূর বলিয়া তিন লোকেই বিখ্যাত।

এই দেখুন, শ্বেত বানরবাহিনী বিভক্ত ও প্রদর্শিত করিয়া, কার্য্য-বশতঃ সুগ্রীবের সকাশে আসিয়া পুনরায় গমন করিতেছে। যে বানর পূর্ব্বে গোমতীতীরে রম্যনামক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিত, সেই এই যূথপতি কুমুদ বিবিধ পাদপপূর্ণ সংযোজন পর্ব্বতে রাজ্যশাসন করিয়া থাকে। সহস্র শত সহস্র বানর ইহার অধীন। যাহার দীর্ঘলাঙ্গুলসমাশ্রিত কেশর সকল বহুব্যাম আয়ত, তাম্র পীত শ্বেত ও সিত বর্ণে লাঞ্ছিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ঘোর-দর্শন, সেই এই অদীনস্বভাব চণ্ড সংগ্রাম আকাঙ্ক্ষায় অবস্থান করিতেছে এবং স্বকীয় অনীকিনীসহায়ে লঙ্কা বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই যে সিংহসংকাশ, কপিলবর্ণ, দীর্ঘকেশর কপি দৃষ্টিপাতে যেন লঙ্কা দগ্ধ করত একাগ্রচিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, এবং বিন্ধ্য, কৃষ্ণগিরি, সহ্য ও সুদর্শন এই সকল পর্ব্বতে সতত অধিষ্ঠান করে, ইহার নাম যূথপতি সরভ। ঐ দেখ ত্রিংশৎ শতসহস্র প্রচণ্ডস্বভাব প্রচণ্ড প্রকৃতি ঘোরদর্শন বানর-পুঙ্গব বল পূর্ব্বক লঙ্কা বিনাশ করিবার জন্য সরভকে পরিবেষ্টিত করিয়া, ইহার অনুগমন করিতেছে। এই যে বানর বারংবার জৃম্ভাত্যাগসহকারে কর্ণযুগল বিরত করিতেছে, মৃত্যু হইতেও যাহার ভয় নাই, যে একাকীই যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক যে, রোষভরে প্রকম্পিত হইয়া পুনরায় তির্য্যগ্‌দৃষ্টি নিক্ষেপ ও লাঙ্গুলবিক্ষেপ অবলোকন করত গভীর গর্জ্জন করিতেছে, ইহার নাম রম্ভ। এই রম্ভ রম্ভজাতীয় বানরযূথের নিয়ন্তা। এবং নিরতিশয় তেজ-প্রকাশ পুরঃসর নির্ভয়ে সর্ব্বদা সাল্বেয় ও রম্যপর্ব্বতে অবস্থিতি করে। রাজন্! চল্লিশলক্ষ বিহার নামক বলবান যূথপতি বানর এই রামের অনুগত। ঐ যে বানর মেঘের ন্যায়, আকাশ আবরণ পূর্ব্বক সুরগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, বানরবীরগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যাহার ভেরীসদৃশ উপনিনাদ সংবাসী যুদ্ধাভিলাষী কপিশ্রেষ্ঠগণের শব্দ সহিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, ইহার নাম যূথপতি পনস। এই পনস যুদ্ধে নিত্য

দুষ্প্রসহ এবং অনুপম পারিযাত্র পর্ব্বতে বাস করে। যাহাদের প্রত্যেকের অধীনে এক এক দল বানর আছে, তাদৃশ যূথপতি পঞ্চাশ লক্ষ বানর এই পনসের উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ যে বানর সাগর তীরে প্রতিষ্ঠিত ভয়ংকর প্রবলগিত চমূর শোভা সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, এবং যাহার কলেবর দর্দ্দুরগিরির ন্যায় প্রকাণ্ড, ইহার নাম যূথপতি বিনত। এই বিনত ষষ্টি লক্ষ বানরের নেতা এবং সরিদ্বরা বেণা নদীর সলিল পান করত বিচরণ করে। ঐ দেখুন, ক্রথন-নামক বানর যুদ্ধের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছে। বল-বিক্রমবিশিষ্ট বহুসংখ্য যূথপতি বানর ইহার অধীন। যাহার কলেবর গৈরিক বর্ণসন্নিভ এবং যে সর্ব্বদা বলদর্পিত হইয়া বানর-গণের কাহাকেও গ্রাহ্য করে না; ঐ সেই তেজস্বী গবয় ক্রোধ ভরে আপনার অপেক্ষা করিতেছে। সপ্ততি লক্ষ বানর ইহার পরিচর্য্যা করে। এই গবয়ও স্বীয় অনীক সহায়ে লঙ্কা বিনাশে উৎসুক হইয়াছে। ফলতঃ, এই সকল যূথপতিশ্রেষ্ঠ যূথ-পতিগণ সকলেই বীর ও দুষ্প্রসহ। ইহাদের সংখ্যা নাই।

—:০:—

সপ্তবিংশ সর্গ।

রাজন্! আপনি যূথপতিগণের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। আমি আপনার নিকট তাহাদের বিষয় বর্ণন করিব। তাহারা সকলেই রামের জন্য পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত হইয়াছে; লঙ্কাপুরে কাহাকেও জীবিত রাখিবে না। যাহার দীর্ঘলাঙ্গুল-সমাশ্রিত কেশরসমূহ বহু ব্যাম বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাম্র পীত সিত ও কৃষ্ণবর্ণে অলঙ্কৃত, উৎক্ষিপ্ত সূর্য্যমরীচির ন্যায় প্রকাশমান এবং পৃথিবীতে অনুকৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ সেই তার নামক বানর। শত সহস্র কপি সহসা লঙ্কারোহণে তৎপর হইয়া, বৃক্ষ উদ্যত করত ইহার অনুগমন করিতেছে। ঐ দেখুন,

বানররাজ সুগ্রীবের যূথপতি কিংকর সকল সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহারা নীল মহামেঘের ন্যায়, আপনার দর্শনবিষয়ে বিরাজমান হইতেছে। ইহারা সকলেই অসিতাঞ্জনসন্নিভ ও যুদ্ধে সত্যপরাক্রম। সাগরের পরপারসংস্থিত রেণুরাশির ন্যায়, ইহাদের সংখ্যা বা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বত, নদী ও জনপদবাসী এই সেই সুদারুণ ঋক্ষগণ সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছে। রাক্ষস্! ইহাদের মধ্যে ঐ ভীমাক্ষি ভীমদর্শন কপি সমন্তাৎ জীমূত পরিবেষ্টিত পর্জ্জন্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, ইহার নাম ধূম্র। এই ধূম্র সমুদায় ঋক্ষের রাজা এবং নর্ম্মদাসলিল পান করত গিরিবর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে বাস করে। অবলোকন করুন, ঐ পর্ব্বতাকৃতি জাম্ববান ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জাম্ববান অতি শান্তস্বভাব, গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে অমর্ষী এবং ভ্রাতার সমান সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইলেও, পরাক্রমে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনেক মহাযূথপতি ইহার অধীন। দেবাসুর যুদ্ধে ধীমান্ জাম্ববান দেবরাজ ইন্দ্রের বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিয়া অনেক বর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার অধীনে অনেক সৈন্য আছে। তাহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, শেখর হইতে মহাভ্রবিপুল শিলা সকল নিক্ষেপ ও গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে; মৃত্যু হইতেও উদ্বিগ্ন হয় না, রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় ক্রূর স্বভাব এবং অপরিসীম তেজঃপ্রকাশ পুরঃসর বিচরণ করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর রোমে আচ্ছাদিত। ঐ যে বানর লীলাবশে কখনও লম্ফ প্রদান, কখনও বা অবস্থান করিতেছে, এবং বানরগণ একদৃষ্টে যাহাকে দেখিতেছে, ইহার নাম দম্ভ। এই যূথপযূথপতি দম্ভ অতি বলবান্ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে সহস্রলোচন ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে। গমন সময়ে একযোজন ব্যবহিত পর্ব্বত যাহার শরীরপার্শ্বে প্রতিহত হয়, এবং যাহার কলেবর ঊর্দ্ধেও এক যোজন ব্যাপ্ত করিয়া, তত্রস্থ বস্তুজাত স্পর্শ করিয়া থাকে, যাহা অপেক্ষা ভয়ংকর রূপ চতুষ্পদ প্রাণীতে নাই, সন্না-

দন নামে বিখ্যাত এই সেই বানরগণের পিতামহ, অবলো-
কন করুন। পূর্ব্বে এই যূথপযূথগ ধীমান্ সন্নাদন ইন্দ্রের
সহিত যুদ্ধ করিয়াও, পরাজয় প্রাপ্ত হয় নাই। শক্রের সদৃশ
পরাক্রান্ত ঐ বানর বিক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অগ্নি দেবা-
সুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিবার জন্য গন্ধর্ব্বীর গর্ভে ইহাকে
উৎপাদন করিয়াছেন। রাক্ষসনাথ! আপনার ভ্রাতা কুবের
যে পর্ব্বতে জম্বু সেবা করেন, যে পর্ব্বত বহুকিন্নরসেবী পর্ব্বতেন্দ্র
গণের রাজা এবং আপনার ভ্রাতার নিত্য বিহারসুখ সংবিধান
করে, সেই কৈলাস পর্ব্বতে এই শ্রীমান্ বলবান বানরোত্তম বাস
করে। ইহার নাম ক্রথন। যুদ্ধে ইহার আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র
নাই। ঐ দেখুন, ক্রথন কোটি সহস্র বানরবীরে পরিবৃত ও
যথাবিধানে আসীন হইয়া স্বীয় অনীক সহায়ে আপনার লঙ্কা
পুরী বিনাশ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে! রাজন্ ঐ
প্রমাথীনামক বানর বানরের নেতা ও যূথপতি, অবলোকন
করুন। এই প্রমাথী হস্তী ও বানরগণের পূর্ব্ববৈর স্মরণ
পূর্ব্বক গজযূথদিগকে বিত্রাসিত করিয়া, ভাগীরথীর সমীপে
পরিক্রমণ করে, গিরিগুহায় শয়ন পূর্ব্বক গর্জ্জন ও আরণ্য পাদপ
সকল ভগ্ন করিয়া হস্তীদিগকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, এবং গঙ্গার
সমীপস্থ উশীর বীজ নামক পর্ব্বত ও মন্দরগিরি আশ্রয় করিয়া,
স্বর্গে স্বয়ং ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করে। বানরবাহিনীর মধ্যে
ইহার বিশেষ প্রাধান্য আছে। ইহাকে ধারণ করা দুর্ঘট। দশ
কোটি বানর ইহার পরিচর্য্যা করে। তাহারা সকলেই বীর্য্য-
বিক্রমদর্পিত, সকলেই বিশিষ্টরূপ বাহুবলবিশিষ্ট এবং সকলেই
গর্জ্জনশীল। ঐ দেখুন, প্রমাথী, বায়ুবেগসমুদ্ধত মেঘের ন্যায়,
বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখুন, পরমতেজস্বী বানরবাহিনী
সংরব্ধ হইয়া, ধূম্রবর্ণ ধূলিপটল সমুত্থিত করিতেছে। ঐ ধূলিরাশি
বায়ুবেগে সমন্তাৎ সঞ্চালিত হইয়া, প্রমাথীর সমীপে বারংবার
বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

মহারাজ! এই শ্বেতমুখ ভয়ংকর মহাবল শতলক্ষ গোলাঙ্গুল সেতুবন্ধ দর্শন পূর্ব্বক গবাক্ষ নামক যূথপতি গোলাঙ্গুলকে বেষ্টন করিয়া লঙ্কা বিনাশ করিবার জন্য সতেজে গর্জ্জন করিতেছে। যেখানে ভ্রমর সকল সর্ব্বদা বিচরণ ও বৃক্ষ সকল সকল কালেই ফল প্রসব করে, যাহার বর্ণ দিবাকর সদৃশ, ও দিবাকর যাহাকে প্রদক্ষিণ করে, মৃগপক্ষিগণ যাহার প্রভায় তৎসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়, মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহার প্রস্থদেশ পরিত্যাগ করেন না, যত্রত্য পাদপগণ সকলেই কামফল ও ফলপুষ্পসমন্বিত, এবং যাহাতে রাশি রাশি মহামূল্য মধু সমুৎপন্ন হয়, সেই রমণীয় মহামেরুতে এই কপিমুখ্য মুখ্য যূথপতি কেশরী সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকে। হে অনঘ! তুমি যেমন রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ষষ্টিসহস্র গিরিগণের মধ্যে প্রধান সাবর্ণি মেরু নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতস্থ অন্তিমগিরিতে কপিল, শ্বেত, তাম্রাস্য, মধুপিঙ্গল, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও নখায়ুধ বানরগণ বাস করে। তাহারা সকলেই সিংহ, ব্যাঘ্র বৈশ্বানর, আশীবিষ, মত্ত মাতঙ্গ, মহাগিরি ও মহামেঘ এই সকলের সদৃশ; সকলেই দীর্ঘাঞ্চিত লাঙ্গুলসম্পন্ন, রক্তপিঙ্গললোচনবিশিষ্ট এবং অতীব ভয়ংকর গতি ও শব্দসমান্বিত। তাহারা সকলেই লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, উহাকে যেন মর্দ্দন করত অবস্থিতি করিতেছে। ঐ দেখ, তাহাদের এই অধিপতি তাহাদের মধ্যে বিরাজমান হইতেছে। রাজন্! ইহার নাম পৃথিবী বিখ্যাত শতবলি। বীর্য্যবান্ শতবলি সর্ব্বদা রাজ্যার্থী হইয়া আদিত্যের উপাসনা করে। এবং স্বীয় অনীকসহায়ে ত্বদীয় রাজধানী ধ্বংস করিতে সমুৎসুক হইয়াছে। মহারাজ! এই শতবলি বলবিক্রমশৌর্য্যসম্পন্ন, স্বীয় পৌরুষে ব্যবস্থিত এবং রামের প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য প্রাণের মায়া পরিহার করিয়াছে। রাজন্! গয়, গবাক্ষ, নল, নীল, গজ ইহারা প্রত্যেকেই দশ দশ কোটি যোদ্ধার নায়ক। তদ্ভিন্ন, বিন্ধ্যপর্ব্বতনিবাসী অন্যান্য অনেক প্রধান বানরসম-

বেত হইয়াছে। বহুত্বপ্রযুক্ত তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মহারাজ! তাহারা সকলেই রঘুবিক্রম, সকলেই মহাপ্রভাব, সকলেই মহাশৈলসদৃশ কলেবর এবং সকলেই ক্ষণমধ্যে পৃথিবীর পর্ব্বত সকল বিধ্বস্ত ও বিকীর্ণ করিতে পারে।

অষ্টাবিংশতি সর্গ।

সারণ এইরূপে সৈন্যনির্দ্দেশ পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, শুক তাহার কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! এই যে সকল বানর মত্ত মহাগজ, গঙ্গাতটোৎপন্ন বট বৃক্ষ অথবা হিমালয়জাত সাল তরুর ন্যায়, বসিয়া আছে, দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই দুষ্প্রসহ, মহাবল ও কামরূপী এবং দৈত্যদানবসঙ্কাশ ও যুদ্ধে দেবপরাক্রম। ইহাদের সংখ্যা শত-বৃন্দ, সহস্রশঙ্কু ও একবিংশতি সংস্রকোটি। ইহারা সকলে সুগ্রীবের সচিব, সর্ব্বদা কিষ্কিন্ধ্যায় বাস ও ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে এবং দেব ও গন্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ঐ যে সমানাকৃতি ও দেবরূপী দুই জনকে দেখিতেছেন, ইহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। যুদ্ধে ইহাদের প্রতিযোগী নাই। ইহারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অমৃত পান করিয়াছেন। এক্ষণে নিরতিশয় তেজঃপ্রকাশ পূর্ব্বক লঙ্কা বিনাশ করিতে আশংসা করিতেছে।

ঐ যে বানর, মদমত্ত মহাগজের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে, দেখিতেছেন, ক্রুদ্ধ হইলে, বল পূর্ব্বক মহাসাগরও ক্ষুব্ধ করিতে পারে। এই বানর আপনার ও জানকীর অন্বেষণ প্রসঙ্গে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাকে দেখিয়াছেন, এক্ষণে আবার আসিয়াছে; দেখুন, এই কপি কেশরির জ্যেষ্ঠ পুত্র, পবননন্দন ও হনুমান্ নামে বিখ্যাত। এবং সাগর লঙ্ঘন

করিয়া, লঙ্কায় আসিয়াছে। পিতা পবনের ন্যায়, ইহার গতি অনিবার্য্য। এইরূপ বিখ্যাত আছে, বলবান্, রূপবান্, কামরূপ, হরিশ্রেষ্ঠ এই পবনাত্মজ বাল্যকালে বুভুক্ষিত হইয়া, উদীয়মান ভাস্করদর্শনে ত্রিযোজন সহস্র পথ অবতরণ পূর্ব্বক, আমি এ[illegible] আদিত্যকে ভক্ষণ করিব, নতুবা আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে [illegible], মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলদর্পিত হইয়া, লম্ফ প্রদা[illegible] করিয়াছিল। কিন্তু দেব, ঋষি ও রাক্ষসগণেরও [illegible]ত্র অন[illegible] ধর্ষা ভাস্করদেবকে প্রাপ্ত না হইয়া, উদয়গিরিতে পতিত হ[illegible] শিলাতলে পতিত হওয়াতে, আঘাত লাগিয়া ইহার এক [illegible] হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়া গেল। তদবধি এই দৃঢ়হনু [illegible]নর হ[illegible] নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাজন্! আমি এই ইতিবৃত্ত [illegible] হনুমানকে বিশেষ বিদিত আছি। ইহার বল, রূপ, প্রভাব বর্ণন করা সাধ্য নহে। হনুমান একাকীই সতেজে সমস্ত লঙ্কা বিনাশে উৎসাহী হইয়া থাকে। এই হনুমান সেদিন আপনার লঙ্কায় অগ্নি প্রজ্বালিত ও নিহিত করিয়াছিল, আপনি কিরূপে ইহাকে বিস্মৃত হইবেন?

হনুমানের অব্যবহিত পরেই ঐ যে শৌর্য্যশালী, শ্যামলদেহ, পদ্মপলাশলোচন পুরুষ আসীন রহিয়াছেন, যিনি ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে অতিরথ ও লোকবিখ্যাত-পৌরুষ, যাঁহাতে ধর্ম্ম কখনো বিচলিত ও অতিবর্ত্তিত হয় না, যিনি সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, এবং সমুদায় বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য, যাঁহার বাণে গগনমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল উভয়ই বিদীর্ণ হইয়া থাকে, মৃত্যুর ন্যায় যাঁহার ক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম, আপনি জনস্থান হইতে যাঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, এই সেই রাম; রাজন্! আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিমুখীন রহিয়াছেন।

রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে বিশুদ্ধ জাম্বূনদপ্রভ, বিশাল-বক্ষা, তাম্রলোচন, নীলকুঞ্চিত-কেশকলাপবিশিষ্ট মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, ইহার নাম লক্ষ্মণ। ইনি ভ্রাতার প্রিয়হিতনিরত,

যুদ্ধে ও নীতিতেনিপুণ, সমুদায় শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, অমর্ষী, দুর্জ্জয়, জেতা, বিক্রান্ত ও বলদর্পিত, এবং ইনি রামের দক্ষিণ বাহু ও নিত্য বহিশ্চরপ্রাণ স্বরূপ। রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইনিও সমুদায় রাক্ষসংহারে আশংসা করিতেছেন।

ঐ যে পুরুষ রামের সব্য পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি রাক্ষসগণপরিক্ষিপ্ত রাজা বিভীষণ। রাজরাজ শ্রীমান্ রাম ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। ইনিও সংরব্ধ হইয়া, আপনার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ঐ যাহাকে অচলভূধরের ন্যায়, অবস্থিত দেখিতেছেন, এই বানর সমুদায় শাখামৃগেন্দ্রের অধিপতি অসীমতেজস্বী সুগ্রীব। তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল,অভিজন; সকল বিষয়েই কপিদিগকে অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায়,ইহার শোভা হইয়াছে। এই সুগ্রীব প্রধান প্রধান যূথপতির সহিত গহনদ্রুমবিশিষ্ট পর্ব্বতদুর্গস্থ দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা গুহাতে বাস করে। শতপুষ্করশালিনী কাঞ্চনময়ী মালা ইহার গলদেশে লম্বমান। এই মালা দেবমনুষ্য সকলেরই মনোহর ও স্বয়ং লক্ষ্মী উহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাম বালিকে বধ করিয়া এই মালা, তারা ও শাশ্বত কপিরাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, শত শত সহস্রে এককোটি, শতকোটিসহস্রে শঙ্কু, শতশঙ্কুসহস্রে মহাশঙ্কু, মহাশঙ্কুসহস্রে শতবৃন্দ, শতবৃন্দসহস্রে মহাবৃন্দ, মহাবৃন্দ সহস্রে শত পদ্ম, শতপদ্মসহস্রে মহাপদ্ম, মহাপদ্মসহস্রে শত খর্ব্ব, শতখর্ব্ব সহস্রে মহাখর্ব্ব, মহাখর্ব্ব সহস্রে সমুদ্র এবং শত সমুদ্র সহস্রে এক মহৌঘ হয়। বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ কোটি সহস্র, শংকুশত, মহাশংকুসহস্র, বৃন্দশত, মহাবৃন্দ সহস্র, পদ্মশত, মহাপদ্মসহস্র, খর্ব্বশত, এক সমুদ্র ও এক মহৌঘ সৈন্য লইয়া বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবারিত হইয়া, আপনার সহিত

যুদ্ধার্থ অভিমুখীন হইয়াছে। এই সুগ্রীব মহাবলযুক্ত ও মহাবল পরাক্রম। মহারাজ! প্রজ্বলিত গ্রহোপম এই উপস্থিত বানরবাহিনী সন্দর্শন করিয়া, যাহাতে জয় হয় ও শত্রুগণ পরাভব করিতে না পারে, তদনুরূপ পরম প্রযত্ন বিধান করুন।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

শুক এই প্রকার নির্দ্দেশ করিলে, দশানন সমুদায় বানরযূথপতিদিগকে দর্শন এবং রামের দক্ষিণ বাহুস্বরূপ নিকটে উপবিষ্ট মহাবল লক্ষ্মণ, ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরের রাজা ভীমবিক্রম সুগ্রীব, বালীর পুত্র বলবান্ অঙ্গদ, বিক্রমশালী হনুমান, দুর্জ্জয় জাম্ববান, প্লবগর্ষভ সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্ত ও জাতক্রোধ হইয়া, বীর শুক সারণ উভয়কেই ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রণতি পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া রহিল। অনন্তর রাবণ রোষগদ্গদ সক্রোধ পরুষবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, নিগ্রহ অনুগ্রহে সমর্থ রাজার সম্মুখে ঈদৃশ বিপ্রিয়বাদ প্রয়োগ করা অনুজীবী মন্ত্রিগণের কখনই উচিত হয় না। আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি তোমরা দুই জনেই যুদ্ধার্থ অভিমুখীন প্রতিকূল শত্রুগণের স্তব করিলে, ইহা কি তোমাদের অনুরূপ হইয়াছে? বুঝিলাম, তোমরা আচার্য্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের বৃথা পরিচর্য্যা করিয়াছ। রাজশাস্ত্রের যাহা সার এবং যাহা গ্রহণ করিতে হয়, তোমরা তাহা গ্রহণ কর নাই; অথবা, গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ। সেই জন্য তোমাদের অজ্ঞানবাহুল্য সংঘটিত হইয়াছে। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, সেই জন্যই তোমাদের ন্যায় ঈদৃশ মুর্খ মন্ত্রিগণের যোগেও আজিও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। দেখ,

আমি সকলের শাসনকর্ত্তা এবং আমার বাক্যমাত্রে লোকসকলের অনুগ্রহ নিগ্রহ হইয়া থাকে। অতএব আমাকে পরুষ কথা বলিতে তোমাদের কি মৃত্যুভয় হয় না? অরণ্যমধ্যে পাদপগণ অগ্নিস্পর্শ করিয়াও একদিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কখনই বাঁচিতে পারে না। তোমরা পূর্ব্বে অনেক উপকার করিয়াছ; সেই জন্য আমার ক্রোধ যদি মৃদুভাব অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে, শত্রুপক্ষের প্রশংসাপরায়ণ পাপাত্মা তোমাদের দুই জনকেই সংহার করিতাম। তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, আর আমার প্রত্যক্ষে আসিও না। তোমাদের কৃত উপকার সকল আমার মনে পড়িতেছে। সেই জন্য তোমাদের সংহারে আমার অভিলাষ হইতেছে না। অথবা তোমরা যখন কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহ হীন, তখন আপনা হইতেই হত হইয়াছ।

শুক সারণ উভয়ে এই কথা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, রাবণকে জয় হউক বলিয়া, প্রতিনন্দন করত তথা হইতে বিনিঃসৃত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে, দশানন সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, শীঘ্র চারদিগকে উপস্থিত কর। মহোদর যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ চারদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা করিলে, তাহারা অবিলম্বেই রাজার আজ্ঞানুসারে তথায় সমাগত এবং তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপস্থ হইল। তাহারা চারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত, নির্ভীক ও শৌর্য্যসম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রামের অভিপ্রায় পরীক্ষার জন্য তোমাদিগকে গমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রণাবিষয়ে রামের পরম অন্তরঙ্গ ও প্রীতিভরে তাঁহার সহিত সমাগত হইয়াছে এবং রাম কিরূপে শয়ন ও জাগরণ করেন এবং অদ্য তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় নিপুণতাসহকারে সবিশেষ জানিয়া আইস। চারকর্ত্তৃক শত্রু পরী-

ক্ষিত হইলে, বুদ্ধিমান নরপতিগণ যুদ্ধে স্বল্পায়াসেই তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়া থাকেন।

চারগণ যে আজ্ঞা বলিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া, শার্দ্দূলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, মহাত্মা রাক্ষসসত্তম রাবণকে প্রদক্ষিণ করত রাম লক্ষ্মণ যেখানে তথায় প্রস্থান করিল। তাহারা প্রচ্ছন্নবেশে সুবেল শৈলের সমীপদেশে সমাগত হইয়া, বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও বানরবাহিনী দর্শন করিল। দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, নিগৃহীত করিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে শার্দ্দূলকে অতিদুষ্ট ভাবিয়া,বানরগণ সহায়ে গ্রহণ করিলে সেই কপিগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। পরম দয়ালু রাম তাহাকে ও তাহার সহচর অন্যান্য রাক্ষসদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা লঘুবিক্রম ও বিক্রমশালী বানরগণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও হতচেতন হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় লঙ্কায় সমাগত হইল। তাহারা পররৃত্তান্ত পরিজ্ঞানবাসনায় সর্ব্বদা পররাষ্ট্র বিভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। সুবেল শৈলের সমীপদেশে অবস্থিত দশাননের নিকটস্থ হইয়া, ঐ সকল মহাবল নিশাচর চর রামের সৈন্যবৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

—•:•—

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর চারগণ লঙ্কাধিপতিকে সংবাদ দিল, রাম দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুবেল শৈলে সেনানিবেশ করিয়াছেন। মহাবল রাম উপস্থিত হইয়াছেন, চারমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শার্দ্দূলকে কহিলেন, নিশাচর! তোমার বাক্য স্পষ্ট নহে; তুমি কাতরও হইয়াছ; ক্রুদ্ধ শত্রুদিগের হস্তে ত পতিত হও নাই?

ভয়বিধুর শার্দ্দূল এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষীণবচনে রাক্ষস-শার্দ্দূলকে নিবেদন করিল, রাজন্! চার দ্বারা আপনি বানর-শ্রেষ্ঠদিগকে অবগত হইতে পারিবেন না; তাহারা বিক্রমশালী ও বলবান্; এবং রাম তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহা-দিগের সহিত আলাপ করিবারই যোগ্যতা নাই; সুতরাং কোন প্রশ্ন করা দুঃসাধ্য। পর্ব্বতপ্রমাণ বানরগণ সতত পথ রক্ষা করিতেছে। বলনির্দ্ধারণার্থ আমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া নানা পথে বিচরণ করাইল; এবং অসহিষ্ণুস্বভাব বলবান্ বানরগণ জানু, মুষ্টি, দন্ত ও করতল দ্বারা অতিশয় প্রহার করিতে করিতে আমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র পরিচয় প্রদান করিয়া অবশেষে রামের সভায় লইয়া উপস্থিত করাইল। তখন আমার অবশ অঙ্গ হইতে রুধির স্রাব হইতেছিল; আমি বিহ্বল হইয়াছিলাম, আমার ইন্দ্রিয় বিচলিত হইয়াছিল। বানর-গণ আমায় বধ করিত; কেবল আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করাতেই ভাগ্যবলে রাম, না, না, বলিয়া আমায় মুক্তি দান করিলেন। রাম এই শৈল ও শিলা দ্বারা মহার্ণব পূরণ করিয়া লঙ্কার দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সশস্ত্র অবস্থিতি করিতেছেন। গরুড়-ব্যূহ রচনা করিয়াছেন; বানরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। আমাকে পরিত্যাগ করিবার পরেই মহাত্মা লঙ্কার দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। অগ্রে প্রাকারদেশে আগমন করি-বেন। ইতিমধ্যে আপনি সত্বর দুইয়ের এক কাজ করুন; হয় সীতাকে প্রত্যর্পণ না হয় যুদ্ধ দান করুন।

রাবণ সেই কথা শ্রবণ ও মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া শার্দ্দূলকে অতি মহাবাক্য বলিলেন, দেবতা, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ একত্রিত হইয়া যদি আমায় আক্রমণ করে, আমি তথাপি সীতা প্রত্যর্পণ করিব না; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভয়েও প্রদান করিব না।

মহাতেজা রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, তুমি চার ভাবে সমস্ত সেনার পরিচয় পাইয়াছ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তন্মধ্যে কোন্ কোন্ বানর শূর। হে সৌম্য! বানরগণের মধ্যে যাহারা দুর্দ্ধর্ষ, তাহাদিগের প্রভা কিরূপ; আকৃতিই বা কিরূপ; তাহারা কাহার পুত্র; কাহারই বা পৌত্র; হে সুব্রত! যথার্থ করিয়া বল। তাহাদিগের বলাবল জ্ঞাত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, শত্রুর বলাবল নির্ণয় করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

উত্তম চর শার্দ্দূল রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তৎসন্নিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, জাম্ববান নামে যুদ্ধে অজেয় বীর ঋক্ষরজার ঔরসপুত্র এবং গদ্গদের ক্ষেত্রজ পুত্র। ধূম্র ও গদগদের পুত্র। কেশরী বৃহস্পতির পুত্র; তাহারই পুত্র একাকী শত শত রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিল। ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ সুষেণ ধর্ম্মের পুত্র। রাজন্! সৌম্যদর্শন বানর দধিমুখ চন্দ্রের নন্দন। নিশ্চয়ই বিধাতা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নীল অগ্নির পুত্র; সেই সেনাপতি। বিখ্যাত হনুমান বায়ুর তনয়। বলবান্ যুবা অঙ্গদ ইন্দ্রের পৌত্র। বলশালী মৈন্দ আর দ্বিবিদ দুই অশ্বিনীকুমারের অপত্য। কালান্তকোপম গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গন্ধমাদন, এই পঞ্চবানর যমের পুত্র। দশকোটি বীর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শ্রীমান বানর দেবগণের পুত্র। অপরের পরিচয় বলিতে পারি না।

দূষণ, খর এবং ত্রিশিরাকে যিনি নিপাত করিয়াছেন, তিনি দশরথের পুত্র, নাম রাম; রামের গঠন সিংহের ন্যায় এবং বয়স যৌবন। ভূমণ্ডল মধ্যে বিক্রমে তাঁহার সমান কেহই নাই। তিনি যমসম বিরাধ ও কবন্ধকে সংহার করিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন মানব রামের গুণ বর্ণন করিতে পারে না। তিনি জনস্থানবাসী সমুদায় রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা

লক্ষ্মণ যেন গজরাজ, তাঁহার বাণপথে পতিত হইলে ইন্দ্রও বাঁচিতে পারেন না।

সেনামধ্যে শ্বেত আর জ্যোতির্ম্মুখ নামে দুই বানর সবিতার আত্মজ। বানর হেমকূট বরুণের পুত্র। বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল বিশ্ব-কর্ম্মার পুত্র। বিক্রমশালী বেগবান দুর্দ্ধর বসুর নন্দন। আপনার ভ্রাতা রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ বিভীষণ লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবেল পর্ব্বতে সন্নিবিষ্ট নিখিল বানর সৈন্যের পরিচয় আপনাকে এই নিবেদন করিলাম। শেষ কর্ত্তব্য এখন আপনার অধীন।

একত্রিংশ সর্গ।

চারগণ আসিয়া সংবাদ দিল, রাম দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কামধ্যে সুবেল পর্ব্বতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। মহাবল রাম আগমন করিয়াছেন, চারমুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রিদিগকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! অবহিত-চিত্তে শীঘ্র আগমন কর; আমাদিগের মন্ত্রণার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তাঁহার সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ সত্বর নিকটে আগমন করিল। তখন রাবণ মন্ত্রী রাক্ষসগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন; এবং কর্ত্তব্য কার্য্য স্থির করিয়া মন্ত্রিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর মহামায়ী দশগ্রীব মহাবল মায়াবী বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া সীতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। এবং মায়াবিৎ বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন, আমরা মায়া দ্বারা জনক-নন্দিনী সীতাকে মোহিত করিব। হে নিশাচর! রাঘবের মায়াময়

মুণ্ড এবং এক মায়াময় সশরধনু লইয়া আমার নিকট আগমন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব বলিল, যে আজ্ঞা। এবং অবিলম্বেই রাবণকে সেই পরিপাটী মায়া প্রদর্শন করিল। রাজা তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া অলঙ্কার পুরস্কার করিলেন। পরে মহাবল রাক্ষসাধিপতি সীতাদর্শনলালস হইয়া অশোক বনে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কুবেরানুজ দর্শন করিলেন, অশোকবনমধ্যে দুঃখের অযোগ্যা সীতা দুঃখিতা ও শোকপরায়ণা হইয়া অধোমুখে স্বামীকে ভাবনা করিতেছেন। সন্নিকটে ঘোরা রাক্ষসী সকল উপবেশন করিয়া আছে। দুষ্ট দশানন নিকটবর্ত্তী হইয়া আনন্দ ধ্বনি করিয়া কহিতে লাগিল, ভদ্রে! এ পর্য্যন্ত আমি তোমায় নানা অনুনয় বিনয় করিলেও তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া, কোন কথাই গ্রাহ্য কর নাই, খরের বিনাশকর্ত্তা তোমার সেই স্বামী সমরে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার আশার মূলচ্ছেদ এবং তোমার দর্প নাশ করিয়াছি। সীতে! এখন তুমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া অগত্যা আমার ভার্য্যা হইবে। মূঢ়ে! যে অভিপ্রায় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর; মৃত লইয়া আর কি করিবে। ভদ্রে! তুমি আমার সকল ভার্য্যার অধীশ্বরী হও। হে অল্পবুদ্ধে! হে নষ্টসংকল্পে! হে পণ্ডিতমানিনি সীতে! বৃত্রবধের ন্যায় স্বামিবধ সম্বাদ শ্রবণ কর। রাঘব আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বানররাজসংগৃহীত মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপস্থিত হয়। শেষে দিবাকর অস্তগমন করিলে মহাসৈন্যের সহিত সাগরের উত্তরতীরে সন্নিবেশ করে। প্রথমতঃ অর্দ্ধরাত্রি সময়ে আমার চারগণ দেখিয়া আইসে, সমস্ত সৈন্য পথশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছে। পরে প্রহস্ত আমার মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া, যথায় রাম লক্ষ্মণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় গমন করিয়া, রামের সৈন্য নাশ করিয়াছে। রাক্ষসগণ বানরগণের উপর উপর্য্যুপরি পট্টিশ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, বাণজাল, ভাস্বর শূল, কূট, মুদ্-

সার, যষ্টি, তোমর, পাশ, চক্র ও মুষল প্রভৃতি মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়াছিল। অবশেষে সে মত প্রহস্ত সহ খড়্গ দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তক ছেদন করে। বিভীষণ পলায়ন করিতে যাইয়া, গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্মণ অবশিষ্ট বানরসৈন্যের সহিত কোথায় পলায়ন করিয়াছে। বানররাজ সুগ্রীব ভগ্নগ্রীব হইয়া শয়ন করিয়া আছে। সাত। রাক্ষসগণ হনুমানকে বিনাশ করিয়াছে, তাহার হনু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। জাম্ববান দুই জানুতে উত্থিত হইতেছিল; এই সময়ে যুদ্ধ ভূমিতে নিহত এবং বহু পট্টিশ দ্বারা পাদপের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতে লিপ্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও ক্রন্দন করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়াছে; সেই দুই শত্রুনিসূদন অসি দ্বারা মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। পনস পনসের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে। দরীমুখ বহু নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া দরীতে শয়ন করিয়া আছে। মহাতেজা কুমুদ চিচিকুচি শব্দ করিয়া বাণ দ্বারা নিহত হইয়াছে। রাক্ষসগণ আক্রমণ করিয়া বহু শর দ্বারা অঙ্গদকে বিনাশ করিয়াছে। অঙ্গদ ভূমিতে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রুধির উদ্গার করিতেছে। বায়ুবেগমথিত বারিধরের ন্যায়, অপরাপর বানর কতক নাগগণ কতক বা বাণজাল দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া, শয়ন করিয়া আছে, কতক কতক আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। সিংহ মহাগজের ন্যায়, রাক্ষসগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। কতক সাগরে পতিত হইয়াছে; কতক আকাশমার্গে পলায়ন করিয়াছে। ঋক্ষগণ বানরগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে। পিঙ্গলাক্ষ বহুতর বানর বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণের হস্তে সাগরের তীরে, শৈলে ও বন সকলে বিনাশ পাইয়াছে। আমার সৈন্য এই প্রকারে তোমার স্বামীকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে। এই দেখ, তাহার রুধিরাক্ত ধূলিমৃক্ষিত মস্তক আনীত হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার শ্রবণগোচরে এক রাক্ষসীকে আজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং সমরস্থলী হইতে রামের মস্তক আহরণ করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা বিদ্যুজ্জিহ্ব রাক্ষসকে আনয়ন কর। পরে বিদ্যুজ্জিহ্ব ঐ মস্তক ও শরাসন লইয়া, রাবণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন রাজা সমীপে দণ্ডায়মান মহাজিহ্বাসম্পন্ন রাক্ষস বিদ্যুজ্জিহ্বকে কহিলেন, দাশরথির মুণ্ড শীঘ্র সীতার সম্মুখে রক্ষা কর, কৃপণা ভর্ত্তার অন্তিম দশা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করুক।

এই বাক্য শ্রবণে রাক্ষস সেই প্রিয়দর্শন মস্তক সীতার সমীপে নিক্ষেপ করিয়া সত্বর অদৃশ্য হইল। রাবণও এই রামের শরাসন বলিয়া, সেই ত্রিলোকবিখ্যাত ভাস্বর মহৎ শরাসন নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, এই সেই তোমার রামের সজ্য শরাসন, প্রহস্ত সেই মানুষকে বিনাশ করিয়া ইহা এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে।

রাবণ বিদ্যুৎজিহ্বের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুণ্ড ও শরাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনীকে কহিলেন, আমার বশবর্ত্তিনী হও।

—০*০—

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সেই মুণ্ড ও শরাসন দর্শন; হনুমান সুগ্রীবের সহিত যে সখ্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ; এবং স্বামীর নয়নযুগল, মুখবর্ণ, সেই প্রকার মুখ, কেশ, কেশান্ত, ও সুন্দর চূড়া-মণি; এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা চিনিতে পারিয়া, সীতা নিরতি-শয় দুঃখিতা হইয়া কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কৈক-য়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তোমার মন-স্কামনা পূর্ণ হইল; বংশধর নিহত হইলেন। কলহস্বভাবা

তোমা হইতে সমস্ত কুল উৎসন্ন হইল। আর্য্য রাম কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তিনি চীর বসন দান করিয়া, আমার সহিত তাঁহাকে বনে নির্ব্বাসন করিলেন।

তপস্বিনী বালা বিদেহনন্দিনী এই কথা কহিয়া, ছিন্না কদলীর ন্যায়, কম্পিতকলেবরে ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণপরেই আশ্বাস ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, আয়তলোচনা সেই মস্তক নিকটে স্থাপন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা মহাবাহো! হা পিতৃসত্যপ্রতিপালক! আমি হত হইলাম; তোমার মরণে আমি এই শেষ দশা প্রাপ্ত হইলাম; আমি বিধবা হইলাম। স্বামীর মরণ নারীর প্রধান বিপদ; তুমি ত আমাকে সচ্চরিত্র দর্শন এবং নিজ সচ্চরিত্র প্রকাশ করিয়া আমার অগ্রেই প্রস্থান করিলে। আমি মহদ্দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; একমাত্র যিনি আমার উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই তুমিও নিপাতিত হইলে। রাঘব! তুমি আমার শ্বশ্রূ কৌশল্যার একমাত্র পুত্র; বৎসলা গাভীর ন্যায় তিনি তোমার প্রতি স্নেহবতী ছিলেন; এক্ষণে তোমার মরণে বিবৎসা হইলেন। রাঘব! দৈবজ্ঞগণও বলিয়াছিলেন, তুমি দীর্ঘায়ু; কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য মিথ্যা; রাঘব! তুমি অল্পায়ু। আহা, এতাদৃশ বিজ্ঞ হইয়া তোমারও এইরূপ বুদ্ধি লোপ হইল যে অসাবধানে নিদ্রিত হইলে! অথবা, কালই প্রাণিদিগের ঈশ্বর, তিনি যেরূপ করান, প্রাণী সেইরূপই করে। তুমি নীতিশাস্ত্রবিৎ, বিপৎপ্রতীকারের উপায় জানিতে, সুতরাং বিপদ নিবারণ করিতে বিলক্ষণ পটু ছিলে; তথাপি পূর্ব্বে না জানিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে! হে কমললোচন! আমি ভীষণ নিষ্ঠুর কালরাত্রি; তোমায় এরূপ বল পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আকর্ষণ করিলাম, যে তুমি নষ্ট হইলে! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তপস্বিনী আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রিয়া নারীর ন্যায় পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়া আছ। বীর! এই তোমার

সুবর্ণবিভূষিত শরাসন, আমি ইহাকে ভাল বাসিতাম এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক গন্ধমাল্য দ্বারা ইহার অর্চ্চনা করিতাম। হে অনঘ! তুমি স্বর্গে নিশ্চয়ই আমার শ্বশুর তোমার পিতা দশরথ এবং সমুদায় পিতৃদিগের সহিত মিলিত হইয়াছ। তুমি যে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা আকাশে নক্ষত্র স্বরূপ হইয়াছে; সেই জন্যই কি নিজ প্রিয় পবিত্র রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে? রাজন্! আর দেখিতেছ না কেন? আমার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন? আমি বালিকা, তুমিও বালক অবস্থাতেই আমায় সহচারিণী ভার্য্যা করিয়াছিলে। পাণিগ্রহণ কালে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত ধর্ম্মাদি আচরণ করিবে, হে কাকুৎস্থ! তাহা স্মরণ কর। সেই জন্যই দুঃখিতা আমাকেও লইয়া যাও। হে গতিমৎশ্রেষ্ঠ! দুঃখিতা আমাকে এই লোকোপরি পরিত্যাগ করিয়া, তুমি কি জন্য গমন করিলে? তোমার মঙ্গলময় মনোরম গাত্র, আমিই কেবল আলিঙ্গন করিতাম; এক্ষণে নিশ্চয়ই ক্রব্যাদগণ সেই শরীর ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণান্ত করিয়াছিলে, তথাপি তুমি বৈতান অগ্নি দ্বারা সংস্কার লাভ করিলে না কেন? শোকলালসা কৌশল্যা প্রবাসগত তিন জনের মধ্যে কেবল লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দর্শন করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে নিশাকালে রাক্ষসসৈন্য দ্বারা তোমার মিত্রসৈন্যের এবং তোমার নিজেরও বিনাশের কথা কহিবে। সুষুপ্তি অবস্থায় তুমি বিনষ্ট হইয়াছ, আমি রাক্ষসগৃহে বাস করিতেছি জানিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; তিনি আর থাকিবেন না। নির্দ্দোষ নৃপনন্দন রামচন্দ্র সাগর পার হইয়া আমারই দোষে গোষ্পদে নিহত হইলেন! দাশরথি কুলপাংসনী আমাকে পতিপরায়ণা জানিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভার্য্যাই আর্য্যপুত্র রামের মৃত্যু হইল। আর্য্য! আমি নিশ্চয়ই অন্য জন্মে উত্তম দানে বাধা দিয়াছিলাম; সেই জন্যই সর্ব্বা-

তিথিপ্রিয়ের ভার্য্যা হইয়াও আমায় এই প্রকারে শোক করিতে হইল। রাবণ! তুমি আমাকেও রামের শরীরের উপর বিনাশ কর। পত্নীকে পতির সহিত মিলিত করাইয়া অনুত্তম পুণ্যসঞ্চয় কর। আমার মস্তক ইঁহার মস্তকের, এবং আমার শরীর ইঁহার শরীরের সহিত যোজনা কর; রাবণ! আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগমন করিব।

আয়তলোচনা জনকনন্দিনী দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া এই প্রকারে বিলাপ এবং স্বামীর মুণ্ড ও ধনু দর্শন করিতে লাগিলেন।

সীতা এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দ্বাররক্ষক রাক্ষস কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং স্বামীর জয় হউক বলিয়া অভিবাদন ও স্তব করিয়া নিবেদন করিল, সেনাপতি প্রহস্ত আগমন করিয়াছেন। প্রভো! সকল অমাত্যের সহিত প্রহস্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ! অবশ্যই রাজ্যসংক্রান্ত কোন গুরুতর কার্য্য আছে; অতএব আপনি ক্ষমা করিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন দান করুন।

রাক্ষসের নিবেদিত বাক্যে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক দশানন অশোক বন পরিত্যাগ করিয়া অমাত্যদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। এবং রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়াও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সভায় প্রবেশ করত কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাবণ বহির্গত হইবার পরেই সেই মুণ্ড ও সেই কার্ম্মুক অন্তর্দ্ধান হইল।

এদিকে রাক্ষসরাজ রামসম্বন্ধে কর্ত্তব্যকার্য্য বিষয়ে ভীমবিক্রম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। পরে নিকটস্থিত সমস্ত হিতৈষী সেনাধ্যক্ষদিগকে কালোচিত আদেশ প্রদান করিলেন; কহিলেন, দণ্ডাহত উচ্চ ভেরী শব্দে তোমরা আমার সৈন্যদিগকে একত্র কর; কোন কারণ ব্যক্ত করিবে না।

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দূতগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ মহাসৈন্য একত্রিত করিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল।

—:০:—

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

প্রণয়িনী সখী রাক্ষসী সরমা জনকনন্দিনী প্রিয়া সীতাকে অভিভূতা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাকে রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক বঞ্চিতা এবং নিতান্ত দুঃখিতা দর্শন করিয়া মৃদুভাষিণী সরমা আশ্বাস দান করিতে লাগিল। দৃঢ়ব্রতা দয়ালু-হৃদয়া সরমা রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া রক্ষমাণা সীতার সহিত সখিতা করিয়াছিল। সরমা দেখিল, সীতা জ্ঞানশূন্যা হইয়া বড়বার ন্যায় বিলুণ্ঠন করিয়া ধূলিধূসরিত গাত্রে উত্থান করিয়াছেন। তখন সে সখীস্নেহপ্রযুক্ত সেই সুব্রতাকে আশ্বাস দান করিতে লাগিল। কহিল, রাবণ তোমাকে যাহা বলিয়াছে, এবং তুমি তাহাকে যে প্রত্যুত্তর করিয়াছ, ভীরু! আমি সখিস্নেহবশতঃ তোমার জন্য নির্জ্জন গহন বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, রাবণের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি, রাবণ হইতে আমার ভয় নাই। আর রাক্ষসেশ্বর রাবণ যে কারণে অস্তে-ব্যস্তে বহির্গমন করিয়াছে, হে মৈথিলি! আমিও বহির্গত হইয়া সে সমস্ত অবগত হইয়াছি। রাম জিতচেতা; তাঁহাকে নিদ্রিতা-বস্থায় আক্রমণ করা অসম্ভব। সেই পুরুষব্যাঘ্রকে বধ করাও অসম্ভাবিত। এইরূপ, পাদপযোধী বানরদিগকে বিনাশ করাও অসাধ্য; ইন্দ্র যেমন দেবতাদিগকে, রাম তেমনি তাহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করিতেছেন। সুগোলদীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, প্রতাপশালী, বর্ম্মিতগাত্র, ধর্ম্মাত্মা শ্রীমান্ রাম ভুবনে বিখ্যাত। তিনি বিক্রমশালী, এবং সতত নিজের ও পরের রক্ষাকর্ত্তা। শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত; ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তিনি কুশলে আছেন। তাঁহার বল পৌরুষ অচিন্ত্য; তিনি শত্রুসৈন্যের

নিহন্তা। সীতে! শত্রুজেতা শ্রীমান্ রাঘব নিহত হন নাই। সর্ব্বভূতের বিরোধী অনুচিতবুদ্ধি অন্যায়কর্ম্মা ক্রূরস্বভাব মায়াবী রাবণ তোমার প্রতি মায়া প্রয়োগ করিয়াছে। তোমার শোক দূর হইয়া মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, নিশ্চয়ই সৌভাগ্য তোমার ভজনা করিতেছে; তোমার প্রিয়সংবাদ শ্রবণ কর। রাম বানরসেনার সহিত সাগর পার হইয়া সাগরের দক্ষিণ তীরে আসিয়া সন্নিবেশ করিয়াছেন। সাগরপ্রান্তস্থিত সেনা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। রাবণ যে সকল ক্ষিপ্রগামী রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা সংবাদ আনিয়াছে, রাম সাগর পার হইয়াছেন। বিশালাক্ষি! সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণ সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে।

সরমা সীতাকে এই সকল কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সে ও সীতা সর্ব্বোদ্যোগসম্পন্ন সৈন্যদিগের ভীমনাদ শ্রবণ করিলেন। দণ্ডতাড়িত ভেরীর মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া মধুরভাষিণী সরমা সীতাকে কহিল, হে ভীরু! এই ভেরী যুদ্ধ ঘোষণা করে; মেঘ শব্দের ন্যায় এই ভেরীর শব্দ শ্রবণ কর। মত্ত মাতঙ্গ সকল সজ্জিত, রথতুরঙ্গ সকল যোজিত এবং তুরঙ্গারূঢ় প্রাসহস্ত সহস্র সহস্র যোদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে। স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র কবচধারী সৈনিক একত্রিত হইতেছে। বেগবান্ জলরাশি দ্বারা সাগরের ন্যায়, অদ্ভুতদর্শন সৈন্যগণ দ্বারা রাজপথ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। রাক্ষসেন্দ্রের অনুচারি হৃষ্টান্তঃকরণ বেগবান্ রাক্ষস এবং রথ বাজি ও হস্তী সকলের মহাসম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বনদগ্ধকারী দিবাকরের ন্যায়, দেখ এই শাণিত নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্র এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকলের নানাবর্ণের আভা বহির্গত হইয়াছে। ঘণ্টার ধ্বনি, রথ চক্রের নির্ঘোষ, অশ্ব সকলের হ্রেষা এবং তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ কর। উদ্যত-আয়ুধধারী; রাক্ষসেন্দ্রের অনুচারী রাক্ষসগণের লোমহর্ষণ তুমুল সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। হে কমলপত্রাক্ষি! শোকনাশক সৌভাগ্য তোমার

ভজনা করিতেছে, আর বাসব হইতে দৈত্যদিগের ন্যায়, রাম হইতে রাক্ষসদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার জিতক্রোধ অচিন্ত্যপরাক্রম স্বামী রাবণকে সমরে জয় ও বিনাশ করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। শক্রঘ্ন বাসব বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যেমন শত্রুদিগের প্রতি, তোমার স্বামী লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে তেমনি রাক্ষসদিগের প্রতি বিক্রমপ্রকাশ করিবেন। শীঘ্রই শত্রুনিপাত হইলে পর আমি দর্শন করিব, তুমি কৃতকর্ম্মা হইয়া আগত রামের ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছ। জানকি! তুমি মিলনলাভ করিয়া আলিঙ্গিত হইয়া সেইবিশালবক্ষার বক্ষঃস্থলে আনন্দজনিত অশ্রুপাত করিবে। সীতে! বহুকাল তুমি যে একবেণী ধারণ করিয়াছ, অবিলম্বেই মহাবল রাম তোমার সেই জঘনবিলম্বিত বেণী মোচন করিবেন। দেবি! সর্পিণী যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, তুমি তেমনি তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত মুখ দর্শন করিয়া শোকজন্য অশ্রুবারি পরিত্যাগ করিবে। মৈথিলি! আর বিলম্ব নাই; সুখোচিত রামচন্দ্র সমরে রাবণকে সংহার করিয়া প্রিয়তমার সহিত সুখলাভ করিবেন। সুবৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া মেদিনী যেমন শস্যে প্রফুল্লিত হয়, মহাত্মা রামের আদর পাইয়া তুমি তেমনি আনন্দিত হইবে। দেবি! অশ্বের ন্যায় মণ্ডলগতিতে যিনি সত্বর মেরুর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করেন, এক্ষণে সেই দিবাকরের শরণাগত হও; যেহেতু ইনি প্রজাদিগের ঈশ্বর।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের সেই বাক্যে বঞ্চিতা শোকসন্তপ্তা জানকীকে সরমা জল দ্বারা উত্তপ্তা মহীর ন্যায় এই প্রকারে শান্ত করিল। অনন্তর কালজ্ঞা সখী সখীর হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক যথাকালে এই কথা কহিল, হে অসিতলোচনে! আমি

ইচ্ছা করিয়াছি, গুপ্তভাবে যাইয়া রামকে কুশল সংবাদ দান করিয়া আবার গুপ্ত ভাবেই প্রত্যাগমন করি। আমি নিরালম্বন আকাশপথে গমন করিলে, বায়ু কি গরুড়ও আমার অনুগমন করিতে পারে না।

সরমা এই কথা বলিলে পর সীতা পূর্ব্বে শোকান্বিত, কিন্তু এক্ষণে সুস্পষ্ট মধুর বাক্যে সরমাকে কহিলেন, তুমি আকাশে বা পাতালেও গমন করিতে পার, কিন্তু উপস্থিতে তোমায় আমার যে কার্য্য করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি আমার ইষ্ট তোমার কর্ত্তব্য হয়, যদি তদ্বিষয়ে তোমার স্থির নিশ্চয় থাকে তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, তুমি রাবণের নিকট যাইয়া জানিয়া আইস, রাবণ কি করিতেছে। সেই মায়াবী দুষ্টাত্মা শত্রুভীষণ ক্রূর স্বভাব রাবণ, পীত মদ্যের ন্যায়, আমার জ্ঞানলোপ করে। সে অতিভীষণ রাক্ষসীদিগকে আমার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া ইহাদিগের দ্বারা আমাকে নিত্য তর্জ্জন ও বার বার ভর্ৎসনা করিতেছে। আমি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছি; আমার মন সুস্থ নহে। অশোক বনে স্থাপিত হইয়া আমি তাহার ভয়ে উদ্বিগ্ন রহিয়াছি। যদি তুমি আমার মুক্তিবিষয়ে তাহার কোনরূপ কথা অথবা তাহার যাহা স্থির সিদ্ধান্ত, আমাকে তাহার সংবাদ আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ করা হয়।

সীতা এই কথা বলিলে পর মৃদুভাষিণী সরমা তাঁহার বাষ্পবিধুর বদন ধারণ করিয়া কহিল, জানকি! যখন তোমার এইরূপ অভিপ্রায়, তখন আমি চলিলাম। মৈথিলি! শত্রুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, এখনই প্রত্যাগমন করিব। এই কথা বলিয়া সরমা রাবণের নিকট গমন করিয়া, রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিল। দুরাত্মা রাবণের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া সরমা পুনর্ব্বার সুন্দর অশোক বনে সত্বর আগমন করিল। দেখিল, জানকী, পদ্মহীনা লক্ষ্মীর

ন্যায় উপবেশন করিয়া, তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন। মৃদুভাষিণী সরমা প্রত্যাগমন করিয়াছে, দর্শন করিবামাত্র, সীতা আলিঙ্গন করিয়া, স্বহস্তে তাহাকে আসন দান করিলেন। এবং কহিলেন, এই আসনে উপবেশন করিয়া, তুমি সেই দুরাত্মা ক্রূর-স্বভাব রাবণের স্থির সিদ্ধান্ত উল্লেখ কর। সরমা এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের কথোপকথন সমস্ত উল্লেখ করিল। বলিল, বৈদেহি! তোমায় মুক্ত করিবার জন্য জননী এবং অতি বিশ্বাসী বৃদ্ধ মন্ত্রী, উভয়ে উৎকৃষ্ট হিতোপদেশ দান করিয়াছিলেন। কহিয়াছিলেন, বিধিমত উপহারাদি প্রদান পূর্ব্বক নরনাথ রামকে মৈথিলী প্রত্যর্পণ কর; জনস্থানে তুমি তাঁহার পরাক্রমের বিলক্ষণ নিদর্শন পাইয়াছ। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও সীতাসন্দর্শন ও মনে কর। মানুষ হইলেই বা কে যুদ্ধে রাক্ষস বিনাশ করিতে পারে। মাতা এবং সেই বৃদ্ধ মন্ত্রী এই প্রকারে অনেক বুঝাইয়াছিল। কিন্তু যেমন ধনপরায়ণ ব্যক্তি ধন ত্যাগ করে না, সে তেমনি তোমার মুক্তিদান করিতে ইচ্ছা করিল না। মৈথিলি! যুদ্ধে না মরিয়া তোমায় মুক্ত করিতে তাহার অভিপ্রায় নাই। অমাত্যগণের সহিত নিষ্ঠুরের এই নিশ্চয় হইয়াছে। মৃত্যুলোভে তাহার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, যে যুদ্ধে যাবতীয় রাক্ষসগণের ও নিজের বিনাশ দ্বারা নিরস্ত না হইলে, কেবল রামের ভয়ে তোমার মুক্তি দান করিতে পারে না। হে অসিতলোচনে! রাম শাণিত শরগণ দ্বারা সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অযোধ্যা লইয়া যাইবেন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সৈন্যগণের ভেরী ও শঙ্খমিশ্রিত কোলাহল শব্দ মেদিনী কম্পিত করিয়া কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। বানরসৈন্যের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাস্থিত রাক্ষসরাজের ভৃত্যবর্গের তেজ হ্রাস এবং চিত্তের উৎসাহভঙ্গ হইল। রাজার দোষে তাহারা আর পরিত্রাণ দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

শঙ্খের সহিত ঐ ভেরীর শব্দ করিয়া, মহাবাহু শত্রুপুরজেতা রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পরে সকলকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক সভা প্রতিধ্বনিত করিয়া জগৎসন্তাপন মহাবল ক্রূর রাক্ষসরাজ রাবণ সকলকে তিরস্কার করিতে করিতে কহিলেন, সাগরলঙ্ঘন, এবং রামের বিক্রম ও বলপৌরুষবিষয়ে তোমরা যাহা বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম! কিন্তু আমি জানি, যুদ্ধে তোমাদিগের বিক্রম কখনই ব্যর্থ হয় না। তবে এক্ষণে রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়া সকলে বাক্য রোধ করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছ কেন?

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মাতামহ অতি প্রাজ্ঞ মাল্যবান্ নামে রাক্ষস কহিল, রাজন্! যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় শিক্ষিত এবং নীতিমার্গের অনুগামী, তিনিই চিরকাল ঐশ্বর্য্য-ভোগ এবং শত্রুদমন করিতে পারেন। উপযুক্ত সময়ে শত্রুর সহিত সন্ধি এবং উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধ করত যে রাজা স্বপক্ষ বৃদ্ধি করেন, তিনিই অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। ক্ষীয়মাণ এবং সমান শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্ত্তব্য; স্বয়ং প্রবল হইলে যুদ্ধ করিবে। ফলতঃ শত্রুকে কখনই অবজ্ঞা করিবে না। অতএব রাবণ! আমার অভিরুচি তুমি রামের সহিত সন্ধি কর। যাহার জন্য রাম তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি সেই সীতা রামকে প্রত্যর্পণ কর। দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই রামের জয়াকাঙ্ক্ষী; অতএব রামের সহিত বিরোধ করিও না; সন্ধি কর। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, আর অসুরদিগের জন্য দুইটী পক্ষ করিয়াছেন; ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম ঐ দুই পক্ষের আশ্রয়। শুনা

যায়, ধর্ম্ম মহাত্মা দেবতাদিগের পক্ষ; আর অধর্ম্ম অসুর এবং রাক্ষসগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ ছিল, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করিত; যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগ হয়। তুমি দিগ্বিজয় ক্রমে পর্য্যটন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাশ, এবং অধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছ; সেই জন্যই শত্রুগণ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়াছে। তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হেতু বর্দ্ধিত হইয়া অধর্ম্ম আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, আর দেবতারা যাহার অনুষ্ঠান করেন, সেই ধর্ম্ম দেবতাদিগের পক্ষ বিবর্দ্ধন করিতেছে। বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিয়া, অগ্নিকল্প ঋষিদিগের মহা উদ্বেগ জন্মাইয়াছ। তাঁহাদিগের প্রভাব প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ। তাঁহাদিগের চিত্ত তপস্যা দ্বারা শুদ্ধীকৃত; তাঁহারা ধর্ম্ম রক্ষায় নিরত। এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিবিধ মুখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিধানানুসারে অগ্নিতে হোম এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসদিগকে অভিভব করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই বেদশব্দে, গ্রীষ্মকালীন মেঘের ন্যায়, রাক্ষস সকল দশ দিকে ধাবিত হয়। অগ্নিকল্প ঋষিদিগের অগ্নিহোত্রসমুত্থিত ধূম রাক্ষসদিগের তেজ আবরণ পূর্ব্বক দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া উত্থিত হয়। নানা পুণ্যস্থানে নিয়মাচারী ঋষিদিগের আচরিত কঠোর তপস্যা রাক্ষসদিগকে তাপিত করে। তুমি দেব, দানব ও যক্ষদিগের হস্তে মরিবে না, এই বরই লইয়াছ। কিন্তু মনুষ্য, এবং মহাবল দৃঢ়বিক্রমশালী বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ আগমন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। বহুবিধ বিবিধাকার ঘোর বহু উৎপাত দর্শন করিয়া, আমি সমস্ত রাক্ষসের বিনাশ অনুমান করিতেছি। কর্কশরাবী অতি ভয়ংকর মহামেঘ সকল লঙ্কার সর্ব্বত্র উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করে। রোরুয়মাণ বাহন সকলের নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। ধূলীতে আচ্ছন্ন হইয়া নগরীর আর তাদৃশ শোভা নাই। মাংসাদ গোমায়ু এবং গৃধ্রগণ লঙ্কার আরাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া

ভয়ানক চীৎকার করে, এবং দলবদ্ধ হয়। নিদ্রাকালে মহাকালী স্ত্রী সকল গৃহসামগ্রী আহরণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভাষণ ও শুক্ল দন্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক হাস্য করে। কুক্কুর সকল গৃহস্থিত পূজাসামগ্রী দূষিত করিতেছে। গাভীর গর্ভে মূষিক উৎপন্ন হইতেছে। মার্জ্জার দ্বীপীর, শূকর কুক্কুরের এবং কিন্নরগণ রাক্ষস ও মানুষের সহিত সহবাস করিতেছে। পাণ্ডুরবর্ণ লোহিতচরণ কপোত পক্ষী সকল কালপ্রেরিত হইয়া রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। গৃহস্থিতা সারিকা সকল কলহাকাঙ্ক্ষী অন্য পক্ষী কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও গ্রথিত হইয়া পতিত হইতেছে। মৃগপক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রন্দন করিতেছে। বিকলাঙ্গ মুণ্ডিতকেশ কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ করাল কাল পুরুষ সকলের গৃহে দৃষ্টি ক্ষেপ করিতেছে।

এই সকল এবং অন্যান্য নানাপ্রকার উৎপাত আবির্ভূত হইয়াছে। বোধ করি রাম বিষ্ণু, মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এতাদৃশ দৃঢ়বিক্রমশালী রাঘব! যিনি সমুদ্রে তাদৃশ অদ্ভুত সেতু বন্ধন করিয়াছেন তিনি মানুষ নহেন। রাবণ! তুমি মানুষরাজ রামের সহিত সন্ধি কর। জানিয়া শুনিয়া, স্থির করিয়া, শেষে যাহা উত্তরকালে হিতসাধক হয়, এরূপ কর্ম্ম কর।

সর্ব্বোত্তম পৌরুষশালী বলবান্ মাল্যবান্ রাবণকে এই কথা বলিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মন বুঝিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

কালের বশবর্ত্তী হওয়ায়, মাল্যবানের সেই হিতবাক্য রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধের অধীন হইয়া ললাটে ভ্রূকুটী

করিয়া ক্রোধভরে ঘূর্ণিতলোচনে মাল্যবানকে কহিলেন, তুমি শত্রুর প্রবলতা স্বীকার করিয়া হিতবোধে আমায় যে অহিত বাক্য বলিলে, আমি তাহা কর্ণমাত্রে গ্রহণ করিলাম। রাম মানুষ, তাহাতে আবার পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রেরণ করিয়াছে; সুতরাং সে দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া বানরের আশ্রয় লইয়াছে, তুমি তাহাকে কি ভাবিয়া সমর্থ জ্ঞান করিতেছ। আমি রাক্ষসগণের ঈশ্বর; দেবগণ আমায় ভয় করে, কোনপ্রকার বিক্রমেই আমি ভীত নহি। কি দেখিয়া তুমি আমায় হীন বোধ করিতেছ? বুঝিলাম, আমি বীর, সেই জন্য তুমি আমার দ্বেষ করিয়া, অথবা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতী হইয়া না হয় আমার উত্তেজন করিবার জন্য আমায় নানা পরুষ বাক্য বলিলে। উত্তেজনার্থ না হইলে কোন্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি পদস্থ প্রভুকে পরুষ বাক্য বলিতে পারে। পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় সীতাকে বন মধ্য হইতে আনয়ন করিয়া, আমি কি জন্য রামের ভয়ে প্রত্যর্পণ করিব? দেখিবে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বানরকোটিপরিবৃত সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিয়াছি। যুদ্ধে সমস্ত দেবগণও যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না; সেই রাবণ কি জন্য যুদ্ধে ভয় প্রাপ্ত হইবে, বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তথাপি নত হইব না, এই আমার প্রাকৃতিক দোষ, দুস্ত্যজ স্বভাব। যদিই রাম যদৃচ্ছাক্রমে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়া থাকে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি যে, সেই জন্য তুমি ভীত হইয়াছ? রাম সাগর পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাম বানরসেনাসমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া ফিরিতে পারিবে না।

রাবণ এই কথা বলিলে পর, মাল্যবান তাঁহাকে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত জানিয়া লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। যথোচিতরূপে জয় শব্দ দ্বারা আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিয়া, মাল্য-

যান, তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন। রাবণ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা ও কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া লঙ্কার রক্ষা করাইলেন। পূর্ব্বদ্বারে প্রহস্ত রাক্ষস, দক্ষিণ দ্বারে মহাবীর্য্য মহাপার্শ্ব ও মহোদর আর পশ্চিম দ্বারে বহুরাক্ষসপরিবৃত মহামায়ী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে প্রেরণ করিলেন; এবং শুকসারণকে উত্তর দ্বারে প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিদিগকে বলিলেন, নিজেও তথায় গমন করিবেন। মহাবীর্য্যশালী বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে বহু রাক্ষসের সহিত মধ্যস্থলবর্ত্তি সেনানিবেশে স্থাপন করিলেন।

কালপ্রেরিত রাক্ষসপুঙ্গব রাবণ এই প্রকারে লঙ্কার ব্যবস্থা করিয়া, আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন। নগরীর রক্ষাবিধান আজ্ঞা করিবার পর মন্ত্রিদিগকে বিদায় করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; মন্ত্রিগণ জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

—•:•—

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

নররাজ ও বানররাজ, বায়ুপুত্র হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান, রাক্ষস বিভীষণ, বালিপুত্র অঙ্গদ, সুমিত্রাতনয়, শরভ বানর; বন্ধুগণ সহিত সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, এবং পনস, শত্রুর অধিকারে উপস্থিত হইয়া, সকলে একত্র মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণপালিতা লঙ্কানগরী এই ত দৃষ্ট হইতেছে; অসুর, নাগ ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে একত্রিত হইয়াও এই নগরী জয় করিতে পারে না। অতএব কার্য্যসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া সকলে কর্ত্তব্যবিষয়ে মন্ত্রণা কর; জানিবে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিয়ত এই নগরীতে বর্ত্তমান।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর, রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণ সাধুশব্দগ্রথিত পরিপূর্ণার্থ বাক্যে কহিলেন, আমার অমাত্য

অনল, পনস, সম্পাতি ও প্রমতি লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। তাহারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। রাম! তাহারা ব্যবস্থার কথা যেরূপ বলিয়াছে, বলিতেছি সমুদায় শ্রবণ করুন। প্রহস্ত সসৈন্যে পূর্ব্বদ্বারে উপনীত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; মহাবীর্য্যশালী মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার, এবং পট্টিশ, অসি, ধনু, শূল, মুদ্গর ও অন্যান্য নানা শস্ত্রধারী শূর রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। আর মন্ত্রণাবিৎ রাবণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, বহুসহস্র রাক্ষসসমভিব্যাহারে স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূল খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত মধ্যস্থিত সেনাসন্নিবেশ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সেনাসন্নিবেশ সমস্ত দর্শন করিয়া আমার অমাত্যগণ প্রত্যাগমন করিয়াছে। দশ সহস্র গজ, দশ সহস্র রথ, বিংশতি সহস্র অশ্ব এবং এক কোটি কয়েক লক্ষ রাক্ষস যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে। এই সকল রাক্ষস বিক্রমশালী, বলবান্, যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণকারী এবং রাক্ষসরাজের প্রিয়। রাজন্! সহস্র রাক্ষস যুদ্ধকালে এই অনেক লক্ষ রাক্ষসের প্রত্যেকের অনুগমন করে। মহাবাহু বিভীষণ মন্ত্রিগণনিবেদিত লঙ্কার এই সংবাদ দান করিয়া, ঐ চারি রাক্ষসকে দেখাইয়া দিলেন। এবং ঐ মন্ত্রিচতুষ্টয় দ্বারা রামকে লঙ্কার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। পরে শ্রীমান্ রাবণানুজ রামের প্রিয়সাধনেচ্ছায় কমলপত্রাক্ষ রামকে কহিলেন, আমি জানি যখন রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করে, তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার অনুগমন করিয়াছিল; এ সকল রাক্ষস পরাক্রম, বীর্য্য, তেজ, বল ও দর্পে দুরাত্মা রাবণেরই সদৃশ। কিন্তু ইহাতে আপনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমি আপনাকে ভীত করিতেছি না, বরং আপনার কোপোৎ-

প্রার্থনাই করিতেছি। আপনি বিক্রম দ্বারা দেবগণেরও দণ্ড করিতে পারেন। অতএব আপনি চতুরঙ্গবলসহিত এই বানর-সৈন্যের ব্যূহনির্ম্মাণ করিয়া রাবণকে সংহার করুন।

রাবণানুজ এই কথা বলিলে পর, রাঘব শত্রুপ্রতিরোধার্থ এই কথা কহিলেনঃ—বানরশ্রেষ্ঠ নীল বহুবানরে পরিবৃত হইয়া লঙ্কার পূর্ব্ব দ্বারে প্রহস্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিপুত্র অঙ্গদ বহুসৈনিকসমভিব্যাহারে দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে রোধ করুক। অপ্রমেয়স্বরূপ হনুমান বহু বানরে পরিবৃত হইয়া পশ্চিম দ্বার বিলোড়ন করিয়া প্রবেশ করুক। যে ক্ষুদ্র রাক্ষসরাজ দৈত্যদানবগণ ও মহাত্মা ঋষিগণের অপকার করিতে ভালবাসে, যে অধিবাসিগণকে সন্তাপিত করিয়া সমস্ত লোক আক্রমণ করিতেছে, আমি স্বয়ং তাহার বধার্থ উদ্যুক্ত হইব। লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে আমি নগরের উত্তর দ্বার নিপীড়িত করিয়া, যথায় রাবণ সবলে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় প্রবেশ করিব। বলবান্ বানরবাজ, বীর্য্যবান্ ভল্লুকরাজ আর রাক্ষস-রাজের অনুজ, ইঁহারা মধ্যভাগস্থিত সেনানিবেশ রোধ করুন। যুদ্ধে বানরগণ এপ্রকার মনুষ্যরূপ ধারণ করিবে না। আমরা বানররূপ দেখিয়াই বানরসৈন্য বলিয়া জানিব। স্বপক্ষনির্ণয়-পক্ষে বানররূপই তোমাদিগের চিহ্ন হইবে। কেবল আমরা সাতজনই মনুষ্যরূপে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। আমি এবং আমার মহাতেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আর আমার সখা বিভীষণ ও তাঁহার চারিজন মন্ত্রী আমরা এই সাত জন।

বুদ্ধিমান্ প্রভু রামচন্দ্র কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিভীষণকে এই কথা বলিয়া, সুবেলগিরির তট অতি রমণীয় দর্শন করিয়া সুবেলে আরোহণের নিমিত্ত মন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা শত্রুসংহারে অভিপ্রায় করিয়া, মহাসৈন্যে সমস্ত ভূমি আচ্ছাদন পূর্ব্বক, প্রহৃষ্ট কলেবরে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণানুচর রামচন্দ্র সুবেলারোহণে মন করিয়া সুগ্রীব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, বিধিজ্ঞ, অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে স্নিগ্ধ বাক্যে কহিলেন, চল আমরা শত শত বৃক্ষ ও ধাতুপরিব্যাপ্ত সুন্দর সুবেল শৈলে আরোহণ করি; অদ্য রাত্রি এই পর্ব্বতে বাস এবং সেই রাক্ষসের নিবাস স্থান লঙ্কা অবলোকন করিব; যে দুরাত্মা রাক্ষস মরণের জন্য আমার ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছে; যে ধর্ম্ম, সচ্চরিত্র ও কুলের অনুরোধ রাখে নাই; এবং নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিক্রমে যে ঐ সমস্ত নিন্দিত কার্য্য করিয়াছে। এই রাক্ষসাধমের নাম করায়, ইহার প্রতি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে। এই নীচের অপরাধে আমি নিশ্চয়ই রাক্ষসকুলের বিনাশ দর্শন করিব। এক ব্যক্তি কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া পাপ করে, আর সেই দুরাত্মার দোষে সমস্ত বংশ নিপাতিত হয়।

রাবণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রামচন্দ্র এই প্রকার মন্ত্রণা করিতে করিতে, যথার্থ বিচিত্র সানুসমন্বিত সুবেল শৈলে আরোহণ করিলেন। পশ্চাতে মহাবিক্রমনিরত লক্ষ্মণ সশর শরাসন হস্তে অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সুগ্রীব ও অমাত্যসহিত বিভীষণ এবং হনুমান, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, তার, রম্ভ, জাম্ববান, সুষেণ, শতবলি ও দুর্ম্মুখ প্রভৃতি বেগগামী বানর সকল আরোহণ করিল। বায়ুবেগগামী ক্ষিতিচারী ঐ সকল বানর শত শত সংখ্যায় সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যথায় রাম অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সুবেলে আরোহণ করিবার পর রামচন্দ্র এক সমতল সুন্দর শৃঙ্গে বানরগণের সহিত বসতি করিলেন। দেখিলেন, লঙ্কা ঐ পর্ব্বতের শিখরেই স্থাপিতা, যেন আকাশে লগ্ন হইয়াছে। বানর-যূথপতিগণও ঐ প্রকাণ্ডতোরণা প্রশস্তপ্রাকার-শোভিতা সুন্দর

লঙ্কানগরী দর্শন করিল। লঙ্কা রাক্ষসগণে পরিপূরিতা; নীল-বর্ণ রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর অবস্থিতি করিয়া যেন আর এক প্রাকার করিয়াছে। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ঐ সকল রাক্ষসকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলে বিবিধ প্রকার শব্দ করিতে লাগিল; রাম দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অস্তগমন করিলেন; এবং পূর্ণচন্দ্রপ্রতিভাসিতা রজনী উপস্থিত হইল।

অনন্তর বানরবাহিনী পতি রাম লক্ষ্মণ ও যূথপতিগণের সমভিব্যাহারে যথাসুখে সুবেল পর্ব্বতে বাস করিলেন; বিভীষণ অভিনন্দন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

ঐ রাত্রি যাপন করিয়া, বানরগণ পর দিন লঙ্কার বন ও উপবন সকল দর্শন করিল। সকল গুলিই সমান সুন্দর, মনোরম ও বিশাল। দৃষ্টিমনোরম ঐ সমস্ত বন ও উপবন দর্শন করিয়া বানরেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল সাল, তাল, তমাল, পনস ও পুন্নাগ বৃক্ষে সমাচ্ছন্না লঙ্কা পুষ্পিতাগ্র লতামণ্ডিত হিন্তাল, অর্জ্জুন, নীপ, শতপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাস প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষ, বিচিত্রকুসুমযুক্ত রক্তপল্লব, কোমল নীলবর্ণ শাদ্বল এবং বিচিত্র বনরাজি দ্বারা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। তথায় বৃক্ষ সকল উৎকৃষ্ট গন্ধসমন্বিত মনোরম পুষ্প ও ফল সকল ধারণ করিতেছিল, যেমন মনুষ্যগণ ভূষণ ধারণ করে। সেই চৈত্ররথসঙ্কাশ নন্দনোপম সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমশোভিত ভ্রমরব্যাপ্ত বন দাত্যুহ, কোযষ্টি, ষট্‌পদ ও নৃত্যকারী ময়ূরগণ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বনের নির্ঝরপ্রদেশে কোকিলের শব্দ মন হরণ করিতেছিল। কামরূপী বীর বানরগণ

আনন্দিত হইয়া ঐ বন সকলে প্রবেশ করিল। ঐ সকল বনে নিয়ত মত্ত বিহঙ্গম ও ভ্রমরগণ বিচরণ করিতেছিল; বৃক্ষ সকল কোকিলকুলে আকুল হইয়াছিল; পক্ষী সকল কলরব এবং ভৃঙ্গরাজ সকল গান করিতেছিল। অন্যান্য যূথপতি বানরগণ সুগ্রীবের অনুমতিক্রমে পতাকাশোভিতা লঙ্কাভিমুখে গমন করিল। যাইবার সময় স্ব স্ব শব্দে খেচরদিগকে বিত্রাসিত, মৃগপক্ষিদিগকে ত্রাসিত এবং লঙ্কা কম্পিত করিয়া তুলিল। মহাবেগশালি কপিগণ চরণ দ্বারা পৃথিবী নিপীড়ন করিল। তাহাদিগের চরণাঘাতে সহসা ধূলিপটল ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, গজ, মৃগ ও পক্ষিগণ ঐ পাদশব্দে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল।

ত্রিকূট পর্ব্বতের এক সুবর্ণসঙ্কাশ স্নিগ্ধকান্তি বিমলপ্রভ সুন্দরদর্শন পুষ্পবেষ্টিত অখণ্ড শতযোজনবিস্তীর্ণ উচ্চ শিখর গগন স্পর্শ করিয়াছে। পক্ষীরাও উহাতে আরোহণ করিতে পারে না; বাস্তবিক আরোহণ করা দূরে থাকুক, মনুষ্যগণ মনোদ্বারাও উহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে। রাবণপালিতা লঙ্কা উহারই উপর অবস্থাপিত। নগরী দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতি যোজন দীর্ঘ। উহার শ্বেতজলধরসঙ্কাশ সিংহদ্বার সকল অতীব উচ্চ। নগরী সুবর্ণ ও রজতশৈল দ্বারা শোভা পাইতেছে। বিবিধ প্রাসাদ ও বিমান সকলে লঙ্কা, গ্রীষ্মাবসানে মেঘমণ্ডল দ্বারা আকাশের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। নগরী মধ্যে সহস্রস্তম্ভোপরি বিনির্ম্মিত এক প্রাসাদ কৈলাসশিখরের ন্যায় আকাশ বিলিখন করিতেছে। ঐ প্রাসাদ রাক্ষসরাজের যজ্ঞ ভবন; নগরীর ভূষণ স্বরূপ হইয়া আছে; এক শত রাক্ষস নিয়ত ঐ প্রসাদ রক্ষা করে। সর্ব্বোপায়সম্পন্ন লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ নানাবিহঙ্গমনিনাদিতা নানামৃগনিষেবিতা নানাকুসুমে সমাচ্ছন্না নানা রাক্ষসে অধিবাসিতা স্বর্গের ন্যায় দর্শনীয়া নগরী দর্শন করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বহু উপকরণ-

সম্পন্না রত্নে পরিপূরিতা প্রাসাদমালায় অলংকৃতা মহাযন্ত্রকবাট-সম্পন্না ঐ নগরী রামচন্দ্র মহতীসেনাসমভিব্যাহারে দর্শন করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র দুই যোজন পরিমিত সুবেলশিখরে বানর-যূথ ও সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে আরোহণ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল তথায় অবস্থিতি করিয়াই দশদিক অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন, রম্যকাননশোভিতা লঙ্কা ত্রিকূটের মনোরমশিখরে অতি সুন্দর ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে, বিশ্বকর্ম্মা ঐ পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ নগরীতে সিংহদ্বারের প্রাসাদশিখরে দুরাক্রমা রাক্ষস-রাজ উপবেশন করিয়া আছেন; তাঁহার দুই পার্শ্বে চামর ব্যজন এবং মস্তকে ছত্র শোভা পাইতেছে। তাঁহার গাত্রে রক্তচন্দন লিপ্ত এবং ভূষণ সকল রক্তবর্ণ। তিনি দেখিতে নীল মেঘের ন্যায়; তাঁহার বসনে সুবর্ণ খচিত; বক্ষস্থলে ঐরাবতের দন্তাঘাত বিদ্ধ রহিয়াছে, পরিধান রক্তবসন, যেন সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘপুঞ্জ।

বানরেন্দ্রগণ ও রামচন্দ্র এইপ্রকারে দশাননকে দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সুগ্রীব হঠাৎ উত্থিত হইলেন এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া সাহস ও বলপূর্ব্বক শৈলাগ্র হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সিংহদ্বারে পতিত হইলেন। তথায় মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতির পর, রাক্ষসরাজকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নির্ভয়চিত্তে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন, রাক্ষস! আমি লোকনাথ রামের সখা ও দাস। আজ তুই সেই নরনাথের তেজে আমার হস্তে মুক্তি পাইবি না।

এইকথা বলিয়া সহসা তিনি লম্ফপ্রদান করিয়া বিখ্যাত বিচিত্র মুকুট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার

আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ তাঁহাকে কহিলেন, সুগ্রীব যত কাল তুই আমার দৃষ্টি পথে পতিত হস্ নাই, তোর গ্রীবা তত কাল সুন্দর ছিল; এক্ষণে তোর গ্রীবা ভগ্ন হইবে। এই কথা বলিয়া উত্থান পূর্ব্বক দুই বাহুতে ধারণ করিয়া সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই সুগ্রীব উত্থিত হইয়া দুই হস্ত দ্বারা তাঁহাকে যেন কন্দুকের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে উভয়ের কলেবর ঘর্ম্ম সিক্ত ও শোণিতে রক্ত হইয়া উঠিল। শাল্মলী ও কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পরস্পরে জড়িত হইয়া কেহই নড়িতে পারিলেন না। মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, অরত্নিরআঘাত ও নখাঘাত দ্বারা রাক্ষসরাজ ও বানররাজ উভয়ে অসহ্যরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উগ্রবেগশালী উভয়ে উভয়ের দেহ অবনমন পূর্ব্বক কিছু কাল বাহুযুদ্ধ করিয়া পাদবিক্ষেপহেতু ভূমিতে পতিত হইলেন। তথায় পরস্পরকে নিপীড়ন করিতে করিতে আলিঙ্গিত গাত্রে উভয়ে প্রাকারপরিখার মধ্যে নিপতিত হইলেন। পরে ভূমিতল স্পর্শ পূর্ব্বক উত্থান করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া বাহুপাশ দ্বারাই উভয়ে উভয়কে বন্ধন এবং ক্রোধ, শিক্ষা ও বল অনুসারে সমর স্থলীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জাতদন্ত শার্দ্দূল ও সিংহের ন্যায়, পরস্পর জড়িতদেহ দুই গজরাজ পোতের ন্যায়, উভয়ে জড়িত ও বাহু দ্বারা পরস্পরকে বন্ধন করিয়া একত্রে ধরাতলে পতিত হইলেন। পরেই উত্থিত হইয়া পরস্পর তিরস্কার করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বহুপ্রকার বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ব্যায়ামে শিক্ষিত এবং বলবান্ ও বীর। কেহই ক্লান্ত হইলেন না। বারণসঙ্কাশ উভয়ে পরবারণনিবারণ দুই বারণের ন্যায় পরস্পরকে নিবারণ পূর্ব্বক অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া মণ্ডলপথে শীঘ্রগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পরকে ধারণ করিয়া পরস্পরের বিনাশকামনায়, আমিষের জন্য মার্জ্জার-

দ্বয়ের ন্যায়, বার বার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। যুদ্ধমার্গবিশারদ রাক্ষসরাজ ও বানররাজ পরস্পর বিচিত্র মণ্ডলগতি, বিবিধপ্রকারে অবস্থিতি, গোমূত্ররেখাকার গমনাগমন, বক্রগতি, চক্রগতি, প্রহার হইতে আত্মরক্ষা, শত্রুর চেষ্টা বিফল করিয়া প্রহার, সহসা সম্মুখে ধারণ, থাকিয়া থাকিয়া গমন, অবরোধ করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি, পশ্চাদ্‌গমন, অবনত শরীরে ধাবন, পাদপ্রহারার্থ ধাবন, বিপক্ষ হস্ত ধারণ করিতে না পারে এই জন্য স্বীয় বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন, এবং বিপক্ষের হস্তধারণ জন্য হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক, বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস স্বীয় মায়াবল অবলম্বন করিবার উপক্রম করিলেন, জানিয়া জিতভয় জিতশ্রম বানররাজ আকাশে উত্থিত হইলেন; রাক্ষসরাজ বানররাজ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

সূর্য্যনন্দন বানররাজ এইরূপে সংগ্রামে যশোলাভ, যুদ্ধে রাক্ষসরাজকে পরিশ্রান্ত ও বিশাল গগনতল লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে বানরসৈন্যমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

পবনগতি প্রভাকরতনয় কপীশ্বর এই প্রকার কার্য্য করিয়া আনন্দিত হইয়া, রঘুবর রাজপুত্রের যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন; বানরগণ সকলে তাঁহার পূজা করিল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সুগ্রীবের কলেবরে রক্তপ্রভৃতি যুদ্ধচিহ্ন দর্শন করিয়া, তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি আমার সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই এই দুরধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছ। কিন্তু নরপতিগণ ঈদৃশ সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। বীর! তুমি সাহসপ্রিয়। আমাকে, সৈন্যদিগকে ও বিভীষণকে সংশয়ে ফেলিয়া, এই ক্লেশজনক সাহসের কার্য্য করিয়াছ। হে অরিন্দম! এক্ষণে আর এরূপ করিও না। কোনরূপে তোমার কিছু অব-

স্নানাদি হইলে, সীতায় আমার প্রয়োজন কি? হে মহাবাহু! হে শত্রুঘ্ন! তাহা হইলে, ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, অধিক কি, আমার শরীরেও কাজ কি? তুমি মহেন্দ্র ও বরুণের ন্যায়, বিক্রমবিশিষ্ট, ইহা আমি জানি। তথাপি তুমি না আসিবার পূর্ব্বে আমি এই প্রকার স্থির করিয়াছিলাম, যদি তোমার বিপদ ঘটে, তাহা হইলে, আমি রাবণকে যুদ্ধে সপুত্রবলবাহনে সংহার, বিভীষণকে লঙ্কায় অভিষেক ও ভরতকে রাজপদ প্রদান করিয়া স্বয়ং দেহত্যাগ করিব।

রাম এই প্রকার কহিলে, সুগ্রীব প্রতিবচনপ্রদান করিয়া কহিলেন, রাঘব! রাবণ আপনার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে। আমিও নিজের বিক্রম জানি। এরূপ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কিরূপে ক্ষমা করিতে পারি?

রাম এবম্বিধ বাক্যপ্রয়োগপ্রবৃত্ত সুগ্রীবকে অভিনন্দন করিয়া লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! সুশীতল সলিল ও ফলবান্ অরণ্য সকল আশ্রয় এবং সৈন্যদিগকে যথাযথ বিভাগ ও ব্যূহিত করিয়া, আমাদিগকে থাকিতে হইবে। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসবীরগণের বিনাশজনক এবং সকল লোকের ক্ষয়কারক ভীষণ ভয়নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি। ঐ দেখ, বায়ু অসুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত, বসুন্ধরা কম্পিত, শৈলশিখর সমস্ত বেপিত ও পর্ব্বত সকল শব্দিত হইতেছে। গৃধ্র ও গোমায়ুর ন্যায় ধূসরবর্ণ ক্রূর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রতিহত করিয়া, শ্রুতিকটু নিনাদে শোণিতবিন্দুমিশ্রিত ক্রূর বর্ষণ করিতেছে। সন্ধ্যা রক্তচন্দনের ন্যায় প্রতিভা বিস্তার করিয়া, অতীব দারুণ ভাবে আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রজ্বলিত পাবকমণ্ডলে পাতিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই ক্রূর মৃগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুলভাবে ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে। ঐ দেখ, চন্দ্র যেন, প্রলয় কালে সমুদিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের সন্তাপ সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইঁহার পর্য্যন্তপ্রদেশ কৃষ্ণলোহিতবর্ণ

অংশুমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বিমল সূর্য্যমণ্ডলেও হ্রস্ব, রুক্ষ, সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ও লোহিতবর্ণ পরিবেশ এবং নীল-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিতান্ত মলিন হওয়াতে রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! অবলোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ হইতেছে, যেন প্রলয় উপস্থিত হইবে। কাক, শ্যেন ও গৃধ্রগণ সর্ব্বদাই অধঃ-পতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্কশ স্বরে নিরতিশয় ভয়াবহ শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরাৎ রাক্ষসবানরের প্রযোজিত শৈল, শূল ও খড়্গপরম্পরায় পরিবৃত হইবে। আমরা কাল-বিলম্ব পরিহার পূর্ব্বক অদ্যই সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাবণরক্ষিত দুর্দ্ধর্ষ লঙ্কায় সবেগে অভিগমন করিব। মহাবল বীর লক্ষ্মণাগ্রজ লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বত শেখর হইতে অবতরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন পর্ব্বত-হইতে অবরোহণ করিয়া, শত্রুগণের পরম দুর্দ্ধর্ষ স্বকীয় সৈন্য-সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর সেই কালজ্ঞ রাম সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, সুবিপুল বানরসৈন্য সম্যক্রূপে সুরক্ষিত করিয়া, যথাকালে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর মহাবাহু রাঘব ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, যুদ্ধযোগ্য অবসরে সকলের অগ্রে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, নল, ঋক্ষরাজ, নীল ও লক্ষ্মণ ইঁহারা তাঁহার অনুগামী হইলেন। তদ্দর্শনে ঋক্ষবানরগণের সুবিপুল বাহিনী সুবিশাল মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া, শত শত শৈলশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপপুঞ্জ গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বানরগণ সকলেই শত্রুদমন এবং সকলেই হস্তী সদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি।

এইরূপে রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই অল্প কাল মধ্যে রাবণের রাজধানী উদ্যানবনশালিনী পতাকামালিনী মনোহারিণী লঙ্কা প্রাপ্ত হইলেন। উহার বপ্র বিচিত্র এবং তোরণ ও প্রাকার

উন্নত। শাখামৃগগণ রামবাক্যপ্রণোদিত হইয়া, আদেশানুরূপে সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ ও নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য লঙ্কা রুদ্ধ করিয়া, সন্নিবিষ্ট হইল। লঙ্কার উত্তর দ্বার শৈলশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত। ধন্বী রাম অনুজের সহিত ঐ দ্বার রোধ করিয়া, স্বীয় সেনা রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশানন স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করেন। দশরথনন্দন বীর রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, উল্লিখিত দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক রাবণের পালিত লঙ্কাপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। রাম ব্যতিরেকে আর কেহই ঐ দ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। রাবণাধিষ্ঠিত উল্লিখিত ভয়ানক দ্বার আয়ুধধারী ভয়ংকর রাক্ষসগণ সমন্তাৎ রক্ষা করিয়া আছে। দানবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত পাতালের ন্যায়, ঐ দ্বার অল্পবীর্য্যগণের ভয় উৎপাদন করে। উহাতে যোধগণের নানাজাতীয় বহুসংখ্য আয়ুধজাল ও কবচ সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্ব দ্বার, পরম মহাবল অঙ্গদ ঋষভ, গবাক্ষ, গবয় ও গজের সহিত দক্ষিণ দ্বার, এবং বলবান্ হনুমান প্রজঙ্ঘ, তরস ও অন্যান্য বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট হইলেন। স্বয়ং সুগ্রীব সুপর্ণ ও পবনসদৃশ হরিশ্রেষ্ঠগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধ্যম গুল্ম আশ্রয় করিয়া রহিলেন। বানরগণের মধ্যে যাহারা বিখ্যাত যূথপতি, তাহাদের সংখ্যা ষট্ত্রিংশৎকোটি। তাহারা লঙ্কা অবরোধ করত উপনিবিষ্ট হইল। সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ রামের আদেশানুসারে যথাবিধি সন্নিবেশ করিলেন। প্রত্যেক দ্বারেই কোটি কোটি বানর অবস্থিতি করিল। জাম্ববান্ সহিত সুষেণ রামের পশ্চিমে অদূরে মধ্যম গুল্মে বহুবলে পরিবৃত হইয়া, সন্নিবেশ করিল। শার্দ্দূলের ন্যায় দংষ্ট্রাসম্পন্ন এই সকল বানরশার্দ্দূল রাশি রাশি পর্ব্বত ও পাদপ গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া রহিল। তাহারা সকলেই বিকৃতলাঙ্গুল, সকলেই নখদংষ্ট্রায়ুধ, সকলেই বিকৃতচিত্রাঙ্গ ও

সকলেই বিকৃতানন। কাহারো দশ হস্তীর বল, কাহারো শত হস্তীর, কাহারো সহস্র হস্তীর, কাহারো অযোঘসংখ্যক হস্তীর ও কাহারো শতগুণ অযোঘ হস্তীর পরাক্রম এবং কাহারো বা বলের সীমা নাই।

এইরূপে লঙ্কানগরে শলভসমূহের ন্যায়, বানরসৈন্যের অদ্ভুত বিচিত্র সমাগম হওয়াতে, উপনিবিষ্ট ও উৎপতিত কপিগণে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ পূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে এককোটি বানর লঙ্কা দ্বারে সমাগত এবং অবশিষ্টেরা যুদ্ধের জন্য ইতস্ততঃ গমন করিল। তাহাদের সমাগমে ত্রিকূট গিরি চতুর্দ্দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অযুত সহস্র বানর লঙ্কার অভিমুখ আশ্রয় করিয়া রহিল। বলবান্ বানরগণ বৃক্ষ হস্তে চতুর্দ্দিক আবৃত করাতে, লঙ্কানগরে বায়ুরও প্রবেশ রুদ্ধ হইল। রাক্ষসগণ সহসা নিতান্ত নিপীড়িত হওয়াতে, বিস্ময়াবিষ্ট হইল। বানরগণ সকলেই মেঘসঙ্কাশ ও সকলেই শত্রু সদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন। সাগরের সেতু ভগ্ন হইলে, জলের যেরূপ শব্দ হয়, তৎকালে বানরগণ শিবিরসন্নিবেশে প্রবৃত্ত হইলে, সেইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সেই তুমুল শব্দে প্রাকার, তোরণ, পর্ব্বত, কানন ও উপবন সহিত সমস্ত লঙ্কা বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সম্যগ্‌বিধানে রক্ষা করাতে, বানরসৈন্য সুরাসুরগণেরও সুদুর্দ্ধর্ষ হইল।

সামাদি উপায় সমস্ত যথাক্রমে প্রয়োগ করিলে, যেরূপ ইষ্টাপত্তি হয়, রাম তাহা বিশেষরূপ বিদিত ছিলেন। রাক্ষসগণের বধার্থ স্বীয় সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াই, তিনি বিভীষণের মতানুবর্ত্তী হইয়া, অতঃপর যাহা করিতে হইবে, তৎসাধনমানসে মন্ত্রিগণের সহিত পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণানন্তর কার্য্য নিশ্চয় ও রাজধর্ম্ম স্মরণ করত বালিতনয় অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি নির্ভয়ে ও নিরাকুলচিত্তে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া, আমার বচনানুসারে রাবণকে গিয়া বল, হে নিশাচর! তুমি হতৈশ্বর্য্য,

হতচেতন ও মরিতে অভিলাষী হইয়াছ। হে রাক্ষস! তুমি মোহবশতঃ অহঙ্কৃত হইয়া, ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, নাগগণ, যক্ষগণ ও নরপতিগণ, ইঁহাদের অনিষ্ট করিয়া, যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, অধুনা সেই পাপের দুর্নিবার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে এবং পিতামহের বরে তোমার যে অহঙ্কার জন্মিয়াছিল, অধুনা তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমি দারাহরণকর্ষিত হইয়া, তোমার দণ্ডধর রূপে দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বারে অবস্থিতি করিয়াছি। তুমি ধৈর্য্যসহকারে যুদ্ধ করিলে, পূর্ব্বে যে সকল দেবতা, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহাদের পদবী গমন করিবে। রে রাক্ষসাধম! যে বল ও মায়া আশ্রয় করিয়া, আমার অসমক্ষে সীতাকে হরণ করিয়াছ, অধুনা সেই বল ও মায়া প্রদর্শন কর। যদি তুমি সীতাকে লইয়া, শরণ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিত শরসমূহে সমস্ত লোক রাক্ষসশূন্য করিব। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ এই বিভীষণ আমার সমীপস্থ হইয়াছেন। এই শ্রীমান্ নিশ্চয়ই লঙ্কার নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন। তুমি অধর্ম্ম করিয়া, পাপাত্মা ও অবিদিতাত্মা মূর্খ মন্ত্রীর সহায়ে ক্ষণমাত্রও রাজ্যভোগে সমর্থ হইবে না। অতএব হে নিশাচর! তুমি ধৈর্য্য ও শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলে, পরম পবিত্রভাবাপন্ন হইবে। যদি তুমি পক্ষী হইয়া ত্রিলোকে প্রবেশ কর, তাহা হইলেও, আমার দৃষ্টিমার্গে পতিত হইয়া, তোমায় জীবিতশরীরে ফিরিতে হইবে না। আমি হিত কথাই বলিতেছি, তোমার প্রাণ আমার হস্তে; আর তোমায় বাঁচিতে হইবে না। অতএব দানাদি পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া, এই বেলা লঙ্কার সন্তোষ বিধান কর।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, তারানন্দন অঙ্গদ, মূর্তিমান্ হুতাশনের ন্যায়, আকাশে অবগাহন পূর্ব্বক

গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সবেগে গমন করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যেই রাবণের মন্দির ও মন্ত্রিগণসহিত সমাসীন স্বয়ং রাবণকে দর্শন করিলেন। অনন্তর কনকময় অঙ্গদমণ্ডিত হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ রাবণের অতিদূরে নিপতিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক আপনিই আপনার পরিচয় দিয়া, রামের সেই অন্যূনানতিরিক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করাইয়া, মন্ত্রিসমবেত দশাননকে কহিতে লাগিলেন, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কোশলপতি রামের দূত; বালির পুত্র, নাম অঙ্গদ। বোধ হয়, আমার নাম তুমি শুনিয়া থাকিবে। কোশলানন্দবর্দ্ধন রাম তোমায় বলিয়াছেন, রে নৃশংস! তুমি পুরীর বহির্গত হইয়া, প্রতিযুদ্ধ প্রদান পূর্ব্বক পুরুষকার প্রদর্শন কর। আমি তোমায় জ্ঞাতি, বান্ধব, পুত্র ও অমাত্য সহিত সংহার করিব। তুমি হত হইলে, তিন লোক নিরুদ্বিগ্ন হইবে। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ঋষিগণের শত্রু ও কণ্টক। অদ্য সেই কণ্টক উদ্ধার করিব। সৎকার ও প্রণিপাত পূর্ব্বক বৈদেহীকে প্রদান না করিলে, তোমায় বধ করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিব। হরিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, নিশাচরগণেশ্বর রাবণ অসহমান হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি রোষবশ হইয়া, সচিবদিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, তোমরা ঐ দুর্ব্বুদ্ধি বানরকে গ্রহণ ও বধ কর।

রাবণের কথা শুনিয়া চারিজন প্রচণ্ডস্বভাব নিশাচর প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম অঙ্গদকে ধারণ করিল। আত্মবান্ বীর তারানন্দন রাক্ষসদিগকে বীর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায় আপনিই আপনাকে ধারণ করাইলেন। রাক্ষসগণ তদীয় বাহুযুগল ধারণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে লইয়াই পতঙ্গবৎ তৎক্ষণাৎ শৈলসংকাশ প্রাসাদে উৎপতিত হইলেন। তদীয় উৎপতনবেগে নির্ধূত হইয়া, চারি জন রাক্ষসই রাজা রাবণের সাক্ষাতে

ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর প্রতাপবান্ বালিসুত রাবণের পর্ব্বতশিখরসদৃশ অত্যুন্নত ঐ প্রাসাদশিখর আক্রমণ করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে শত খণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল। পূর্ব্বে হিমালয়ের শৃঙ্গ বজ্রাঘাতে এইরূপ বিদারিত হইয়াছিল। বালিপুত্র প্রাসাদশিখর ভগ্ন ও আত্মনাম সকলের শ্রবণগোচর করিয়া, গভীর গর্জ্জন পুরঃসর আকাশপথে উৎপতিত এবং সমুদায় রাক্ষসকে ব্যথিত ও বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া, কপিগণমধ্যে রামের পার্শ্বে সমাগত হইলেন।

প্রাসাদ ভগ্ন হওয়াতে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবী বিনাশ চিন্তা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাম সহর্ষে গর্জ্জনশীল বহুসংখ্য বানরে বেষ্টিত হইয়া, শত্রুবধ আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধের জন্য অভিমুখ হইয়া রহিলেন। গিরিকূটাকৃতি মহাবীর দুর্দ্ধর্ষ সুষেণ সুগ্রীবের আদেশে কামরূপী বানরবলে পরিবৃত হইয়া, লঙ্কার দ্বার সকল রোধ করিয়া, নক্ষত্রগণ যেমন চন্দ্রকে, তদ্রূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সাগরের অভিমুখে লঙ্কায় উপনিবিষ্ট বানরগণের শত অক্ষৌহিণী সন্দর্শন করিয়া, রাক্ষসগণ-কেহ বিস্মিত, কেহ শংকিত ও কেহবা যুদ্ধপ্রীতিবশতঃ হর্ষাবিষ্ট হইল। প্রাকার ও পরিখান্তর সমস্তই বানরগণ কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাহারা স্বয়ং প্রাকার রচনা করিয়াছে, দেখিয়া রাক্ষসগণ দীনভাবাপন্ন ও ভীত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজধানী লঙ্কানগরে বানরগণের মহাভয়ংকর কোলাহল উত্থিত হইলে, নিশাচরগণ মহায়ুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া প্রলয়পবনের ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর এই সকল রাক্ষস রাবণের মন্দিরে গমন করিয়া, নিবেদন করিল, রাম বানরগণের সহিত লঙ্কা রোধ করিয়াছেন।

পুরী রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া দশানন জাতক্রোধ হইয়া, সম্যক্‌রূপে দ্বার সকলের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, বানরগণের সংখ্যা নাই। তাহার শৈলবনকাননসমেত রাক্ষসপরিপূর্ণ সমুদায় পুরীই আবৃত করিয়াছে। এবং লঙ্কার ভূমি তাহাদের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত কপিলবর্ণ হইয়াছে। তদ্দর্শনে দশগ্রীব যে উপায়ে তাহাদিগকে বধ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিশাললোচন দশানন ধৈর্য্যসহকারে অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাম ও বানরযূথপতিদিগকে দর্শন করিলেন।

এদিকে রাম সসৈন্যে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, প্রাকারসমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, লঙ্কানগরী নিশাচরগণে পরিবৃত ও সম্যগ্‌বিধানে সুরক্ষিত হইয়াছে। বিচিত্রধ্বজপতাকাশালিনী লঙ্কা দর্শন করিয়া, জনকনন্দিনী রামের দুঃখতপ্ত হৃদয়ে পদগ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, মৃগশাবলোচনা জনকাত্মজা আমারই জন্য শোকসন্তপ্ত কৃশ শরীরে ভূতলে শয়ন করত রাক্ষসপুরে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ধর্ম্মাত্মা রাম এইরূপ নিপীড়মানা জানকীকে স্মরণ করিয়া, বানরদিগকে সত্বর শত্রুসংহারে আজ্ঞা করিলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বানরগণ পরস্পর স্পর্দ্ধমান হইয়া, সিংহশব্দে দশদিক পরিপূরিত করিল। এবং তাহাদের যূথপতিগণ, হয় শিখরাঘাতে, না হয়, মুষ্টিপ্রহারে লঙ্কা চূর্ণ করিব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, সুবিশাল গিরিশিখর ও শৃঙ্গ সকল গ্রহণ এবং নানাজাতীয় পাদপ সমুৎপাটন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা রামের প্রিয়কামনায় লঙ্কায় আরোহণ করিল। রাবণ প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। সেই তাম্রবদন, স্বর্ণবর্ণ ও সাল পর্ব্বতযোধী বানরেরা রামের জন্য প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ পূর্ব্বক রাশি রাশি পাদপ, পর্ব্বত-

শেখর ও মুষ্টির আঘাতে অসংখ্য তোরণ ও প্রাকারশিখর ভগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং ভূরি ভূরি ভূধরশেখর, তৃণ কাষ্ঠ ও পাংশু বর্ষণ পূর্ব্বক সুনির্ম্মলজলসম্পন্ন পরিখা সকল পূর্ণ করিল।

অনন্তর অন্যান্য সহস্রযূথ, কোটিযূথ, শতকোটি যূথপতি বানর সকল লঙ্কায় আরোহণ করিল এবং কাঞ্চনময় তোরণ সকল প্রমর্দ্দিত ও কৈলাসশিখরসদৃশ গোপুর সকল প্রমথিত করিয়া, কখনো আপ্লবন, কখনো প্লবন, কখনো গর্জ্জন করিতে করিতে মত্ত মাতঙ্গযূথের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। প্রবলপরাক্রম রামের জয়, মহাবল লক্ষ্মণের জয় এবং রামের পরিপালিত রাজা সুগ্রীবের জয়; এই প্রকার ঘোষণা পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে কামরূপ বানরগণ লঙ্কার প্রাকারোপরি ধাবমান হইল। বীরবাহু, সুবাহু, পনস ও নল এই সকল বানরযূথপতি লঙ্কার প্রাকার রোধ করত উপনিবিষ্ট হইয়া, এবং বহিঃপ্রাকার ভগ্ন করিয়া সেনাপ্রবেশসময়ে স্কন্ধাবার স্থাপন করিল। কুমুদ জয়মদে গর্ব্বিত ও দশকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্ব দ্বার রুদ্ধ করত অবস্থান করিল। পনস ও প্রসভ বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহার সাহায্য নিমিত্ত তথায় সন্নিবিষ্ট হইল। বীর ও বলবান্ শতবলি বিংশতিকোটি বানরে পরিবৃত হইয়া, দক্ষিণ দ্বার আবরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিল। তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার রোধ করত সন্নিবিষ্ট হইল। স্বয়ং রাম মহাবল লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত উত্তর দ্বারে আগমন পূর্ব্বক তাহা রোধ করিয়া রহিলেন। মহাকায় মহাবীর্য্য ভীমদর্শন গোলাঙ্গুল গবাক্ষ এককোটি বানর ও মহাবীর শত্রুনিবর্হণ ধূম্র এককোটি ভীমকোপ ঋক্ষের সহিত রামের পার্শ্বে এবং মহাবীর্য্য বিভীষণ সম্যক্‌রূপে অবহিতচিত্ত মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া, কবচ পরিধান ও গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রাম যেখানে তথায় অবস্থান করিলেন। গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,

ও গন্ধমাদন ইহারা চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বানরবাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ রোষপরীতচিত্তে আজ্ঞা করিলেন, সৈন্যগণ সকলে সত্বর যুদ্ধে যাত্রা করুক। এই বাক্য শ্রবণ মাত্র রাক্ষসগণ সহসা ভীমনির্ঘোষে শব্দ করিয়া উঠিল। এবং চতুর্দ্দিকে হেমময় বাদনদণ্ড সহকারে চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণমুখবিশিষ্ট ভেরী সকল বাজাইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মুখমারুতে পরিপূরিত হইয়া, শত সহস্র শঙ্খ মহাঘোষে শব্দ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ স্বভাবতঃ শুকের ন্যায়, নীলবর্ণ। শঙ্খ ধারণ করাতে, বিদ্যুন্মালামণ্ডিত সবলাক জলদপটলের ন্যায়, তাহাদের শোভা হইল। অনন্তর রাবণের আদেশানুসারে সৈন্যগণ হৃষ্টচিত্তে যথাসময়ে, পূর্য্যমাণ মহাসাগরবেগের ন্যায়, বিনিষ্ক্রান্ত হইল। ঐ সময়ে বীরগণের গভীর নিনাদে মলয়পর্ব্বত সানু, প্রস্থ ও কন্দরের সহিত একবারেই পরিপূরিত হইয়া উঠিল। তেজস্বী বীরগণের সিংহনাদ ও শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষ হস্তিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষিত, রথসকলের চক্রশব্দ ও রাক্ষসগণের পদনিস্বন এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সাগর প্রতিধ্বনিত করিল।

এই অবসরে পূর্ব্বকালীন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নিশাচরগণ স্বকীয় বিক্রম প্রখ্যাপন করত প্রদীপ্ত গদা, শক্তি, শূল ও পরশ্বধসমূহ প্রয়োগ করিয়া, বানরগণের সকলকে নিহত করিতে লাগিল। এবং বেগবান্ মহাকায় বানরগণও বৃক্ষ, পর্ব্বতশেখর, নখ ও দন্ত দ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। একদিকে, রাজা সুগ্রীবের জয় হউক, অন্যদিকে স্ব স্ব নাম কথন পূর্ব্বক, রাজন্ রাবণ! তোমার জয় হউক, জয় হউক, বলিয়া, তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অন্যান্য ভয়ংকর নিশাচরগণ প্রাকার আশ্রয় করিয়া, ভিন্দিপাল ও শূলসমূহের আঘাতে মহীতলগত

বানরদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। পৃথিবীস্থ বানরগণও নিরতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, আকাশে উত্থান পূর্ব্বক স্ব-বাহু-সহায়ে প্রাকারস্থিত রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের সেই মাংসশোণিত-কর্দ্দম তুমুল যুদ্ধ অদ্ভুতোপম হইয়া উঠিল।

——

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী বানর ও নিশাচরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের বলদর্শনে সুদারুণ রোষে আক্রান্ত হইল। রাবণের জয়াভিলাষী ভীমকর্ম্মা নিশাচরবর্গ কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, অগ্নি-শিখোপম ধ্বজ, আদিত্যসঙ্কাশ রথ ও মনোরম কবচ সমূহে সজ্জিত হইয়া, দশ দিক শব্দায়মান করিয়া, বিনির্গত হইলে, জয়াকাঙ্ক্ষী বানরগণের সুবিপুল সৈন্যও সেই ঘোরকর্ম্মা রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে সবেগে গমন করিল। এই অবসরে পরস্পর অভিমুখে ধাবমান রাক্ষস ও বানরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ বালিনন্দন অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন অন্ধকাসুর মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। নিত্যযুদ্ধদুর্দ্ধর্ষণ সম্পাতি প্রজঙ্ঘের সহিত ও হনু-মান জম্বুমালীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অনুজ সুমহাক্রোধ বিভীষণ তীক্ষ্ণবেগ শত্রুঘ্নের সহিত সমরে সঙ্গত হইলেন। অনন্তর মহাবল গজ ও নিশাচর তপন, মহাতেজা নীল ও নিকুম্ভ, বানররাজ সুগ্রীব ও প্রঘাস, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও বিরূপাক্ষ ইঁহারা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সুদুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞকোপ এই চারিজন রাক্ষস রামের সহিত, বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ঘোরস্বভাব বীর রণদুর্দ্ধর প্রতপন তীক্ষ্ণবেগ নলের সহিত এবং ধর্ম্মের পুত্র সুবিখ্যাত বলবান্ সুষেণ বিদ্যুন্মালী নিশাচরের

সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অন্যান্য বলবান্ বানরেরা অন্যান্য রাক্ষসের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে জয়াভিলাষী বীর রাক্ষস ও বানরগণের রোমহর্ষণ তুমুল মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তাহাদের দেহ হইতে সমুদ্গত শোণিত নদী সকল ইতস্ততঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশকলাপ ঐ সকল নদীর শৈবাল এবং শরীর সকল কাষ্ঠনিচয়। ঐ সময়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা, সেইরূপ গদা দ্বারা শত্রুসৈন্যবিদারণ বীর অঙ্গদকে আঘাত করিল। বেগবান্ শ্রীমান্ বানর অঙ্গদ সেই গদা গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজিতের স্বর্ণবিচিত্রিত রথ অশ্ব ও সারথির সহিত বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সম্পাতি প্রজঙ্ঘের শরত্রয়ে সমাহত হইয়া, অশ্বকর্ণ বৃক্ষের আঘাতে তাহাকে সংহার করিল। মহাবল জম্বুমালী রথে থাকিয়া, ক্রোধভরে শক্তিপ্রহারে হনুমানের স্তনান্তর বিদারিত করিলে, সেই পবননন্দন তৎক্ষণাৎ রথগ্রহণ পূর্ব্বক তলাঘাতে জম্বুমালীর সহিত তাহা প্রমথিত করিলেন। ঘোরস্বভাব প্রতপন গর্জ্জন করিতে করিতে নলের প্রতি ধাবমান হইলে, নল ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিলেন। রাক্ষস প্রঘাস ক্ষিপ্র হস্তে তীক্ষ্ণ শরসমূহে সুগ্রীবের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া, বানরসৈন্য যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, বানররাজ সবেগে সপ্তপর্ণ বৃক্ষের আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে শরবৃষ্টি করিয়া, ভীমদর্শন বিরূপাক্ষকে প্রপীড়িত ও পরে একমাত্র শরে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞঘ্ন ইহারা শরপরম্পরা দ্বারা রামকে আদীপিত করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিশিখা সদৃশ ভয়ংকর চারি শরে তাহাদের চারি জনের মস্তক ছেদন করিলেন। মৈন্দ মুষ্টিপ্রহার পূর্ব্বক বজ্রমুষ্টিকে নিহত করিলে, সে রথ ও অশ্বের সহিত, বিমানের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অংশুমান্ সূর্য্য যেমন কিরণমালায় জলধরকে, নিকুম্ভ তেমনি

তীক্ষ্ণ শরসমূহে নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ নীলকে বিদারিত করিয়া, পুনরায় ক্ষিপ্রহস্ততা সহকারে একশত শরে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। নীল, বিষ্ণুর ন্যায়, তাহারই রথচক্র গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা সারথি সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বজ্রাশনিসমস্পর্শ দ্বিবিদ সকল রাক্ষসের সমক্ষে নিশাচর অশনিপ্রভকে গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিলে, সে সেই দ্রুমযোধী বানরেন্দ্রকে অশনিসংকাশ শরপরম্পরায় বিদ্ধ করিল। দ্বিবিদ শরসমূহে সম্যক্ বিদ্ধদেহ ও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, সাল বৃক্ষের আঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত তাহার প্রাণ সংহার করিল। বিদ্যুন্মালী রথে থাকিয়া, কাঞ্চনভূষিত বাণ সকল দ্বারা সুষেণকে তাড়না করিয়া, বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাহাকে রথারূঢ় দেখিয়া, সুবৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঐ রথ ভূপাতিত করিল। ক্ষিপ্রকারী বিদ্যুন্মালী রথ হইতে সত্বর অপক্রান্ত হইয়া, গদা হস্তে পৃথিবীপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইল। তদ্দর্শনে বানরপুঙ্গব সুষেণ জাতক্রোধ হইয়া, তাহার অভিমুখে গমন করিল। বিদ্যুন্মালী ঐ সময় তাহার বক্ষস্থলে গদাঘাত করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ গদার সেই গুরুতর আঘাত কোন মতেই গণনা না করিয়া, তূষ্ণীম্ভাবে উল্লিখিত গিরিশৃঙ্গ তদীয় মস্তকে নিপাতিত করিল। শিলাপ্রহারে নিতান্ত আহত হইয়া, হৃদয় নিষ্পিষ্ট হইলে, বিদ্যুন্মালী গতাসু হইয়া, ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল।

এইরূপে দেবগণ যেমন দৈত্যগণকে, শূর বানরগণ তেমনি শূর রাক্ষসদিগকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, সায়ক ও সাংগ্রামিক রথ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভূরি ভূরি অশ্ব, মত্ত হস্তী, রাক্ষস ও বানরসমূহ নিহত এবং চক্র, অক্ষ, যুগ ও দণ্ড সমস্ত ভগ্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হওয়াতে, রণভূমি ভয়ংকর ও গোমায়ুগণে পরিবৃত হইয়া উঠিল। বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সকল সমুৎপতিত হইতে লাগিল।

ফলতঃ, সেই যুদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, তুমুল ভাব ধারণ করিল। নিশাচরগণ প্রধান প্রধান বানরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক নিহন্যমান ও শোণিতগন্ধে মূর্চ্ছিত হইয়া, দিবাকরের অস্তগমন আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় সদর্পে ও সতেজে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

এইরূপে রাক্ষস ও বানরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলে, দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী ও প্রাণহারিণী রজনী সমাগত হইল। তখন ঘোরস্বভাব বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর বদ্ধবৈর ও জিগীষু হইয়া, রাত্রিযুদ্ধ আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা, তুমি বানর এবং বানরেরা, তুমি রাক্ষস,এই বলিয়া রাত্রির সেই দারুণ অন্ধকারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। বধ কর, বিদীর্ণ কর, আগমন কর, কি জন্য পলাইতেছ, এইরূপ অতিমাত্র তুমুল শব্দ সৈন্যমধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চনময়-কবচধারী কৃষ্ণবর্ণ নিশাচরগণ, প্রদীপ্ত ওষধি-কানন-সমেত শৈলেন্দ্রসমূহের ন্যায়, সেই দারুণ অন্ধকারমধ্যে দৃষ্ট এবং ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, মহাবেগে বানরদিগকে ভক্ষণ করত দুষ্পার অন্ধকার মধ্যে পরিপতিত হইতে লাগিল। ভীমকোপবানরগণও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ দশনাঘাতে কাঞ্চনভূষিত অশ্ব ও আশীবিষসদৃশ ধ্বজসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে বলবান বানরগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, রাক্ষসী-সেনা ক্ষুব্ধ করিয়া, দশনপ্রয়োগে হস্তী, হস্ত্যারোহী এবং ধ্বজপতাকামালী রথ সকল আকর্ষণ ও দংশন করিতে আরম্ভ করিল।

রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে আশীবিষসদৃশ শর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসপ্রবরগণের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তুরগখুরবিধ্বস্ত ও রথনেমিসমুত্থিত ধরণীরজ যোধগণের কর্ণ ও নেত্র রুদ্ধ করিল। এই প্রকার লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,

রক্তপ্রবাহশালিনী মহাঘোর নদী সকল প্রবাহিত হইল। ভেরী মৃদঙ্গ ও পণবসমূহের সহিত শঙ্খ ও চক্র ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া, অদ্ভুতরূপে পরিণত হইল। গর্জ্জনশীল অশ্ব, রাক্ষস ও বানরসমূহ এবং অস্ত্র সকলের দারুণ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ নিহত, রাশি রাশি শক্তি, শূল ও পরশ্বধ বিনষ্ট এবং পর্ব্বতাকৃতি কামরূপ নিশাচরগণ মৃতপতিত হওয়াতে যুদ্ধভূমি শস্ত্ররূপ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত দুর্জ্ঞেয়, দুর্নিবেশ ও শোণিতস্রাবপ্রযুক্ত কর্দ্দমময়ী হইয়া উঠিল। রাক্ষস ও বানরগণের জীবিতহারিণী সেই নিশীথিনীও সমুদায় ভূতগণের সংহাররজনীর ন্যায়, ভয়ংকর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

অনন্তর রাক্ষসসেনা ঘোরতর অন্ধকারে শরবৃষ্টি করিতে করিতে সংহৃষ্ট হইয়া, রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা ক্রোধভরে গর্জ্জন করিয়া, ঐ রূপে ধাবমান হইলে, প্রলয় সময়ে সপ্ত সাগরের শব্দ সদৃশ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। রাম অগ্নিশিখাসদৃশ ভয়ংকর ছয় শরে তাহাদের মধ্যে ছয় জনকে নিমেষমধ্যেই আহত করিলেন। ঐ ছয় জনের নাম দুর্দ্ধর্ষ,যজ্ঞশত্রু, মহাপার্শ্ব, মহোদর,মহাকায় বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ। ইহারা রামের শরসমূহে মর্ম্মাহত ও ক্ষীণায়ু হইয়া, যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইল। মহারথ রাম নিমেষান্তরমাত্রেই অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহে দিক্ বিদিক্ সমুদায় আলোকিত করিলেন। অন্যান্য যে সকল রাক্ষসবীর তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারা সকলেই, পাবকপতিত পতঙ্গপ্রচয়ের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া গেল। সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল সমন্তাৎ সম্পতিত হওয়াতে, সেই যুদ্ধরজনী, শরৎকালীন খদ্যোতমণ্ডিত রাত্রির ন্যায়, বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিল। পুনশ্চ, রাক্ষসগণ ও ভেরী সকলের গভীর শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ সেই ঘোর নিশীথিনী আরও ঘোর হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকেই অত্যুচ্চ তুমুল শব্দ হওয়াতে, কন্দরাকীর্ণ ত্রিকূটপর্ব্বত মুখরিত হইয়া উঠিল।

অন্ধকারসবর্ণ মহাকায় গোলাঙ্গুল সকল বাহুযুগলে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অঙ্গদ শত্রুবিনাশনিমিত্ত সংগ্রামে সমুপস্থিত হইয়া, অশ্ব ও সারথির সহিত ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে সারথি ও অশ্ব হত হইলে, ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করিয়া, মহামায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। সমস্ত দেবতা ও মহর্ষি এবং স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা পূজার্হ অঙ্গদের এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিতের প্রভাব প্রাণিমাত্রেই অবগত ছিল। তজ্জন্য, তাহাকে পরাভূত দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। অনন্তর শত্রুকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, সুগ্রীব ও বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ সকলেই সাধু সাধু বাক্যে শব্দ করিয়া উঠিল। এবং তাহাদের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইল।

বালীর পুত্র ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ যুদ্ধে জয় করাতে, রাবণের পুত্র পাপাত্মা রণকর্কশ ইন্দ্রজিতের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল। ক্রোধে হতজ্ঞান ও অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইয়া, অশনিসন্নিভ শর সকল মোচন করিতে লাগিল। এবং সায়কসমূহে রাম লক্ষ্মণ উভয়েরই সর্ব্ব শরীর বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে মায়াবলে লুক্কায়িত ও সকলের অদৃশ্য হইয়া, কূটযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ উভয়কে মোহিত করিয়া, পাশে বন্ধন করিল। বানরগণ সহসা সন্দর্শন করিল, বীর ইন্দ্রজিৎ জাতক্রোধ হইয়া, পুরুষব্যাঘ্র রাম লক্ষ্মণকে সর্পময় শরে বন্ধন করিয়াছে।

রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন প্রকাশ্যে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিতে অসমর্থ হইল, তখন দুরাত্মা মায়াপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া, তৎপ্রভাবে এই কার্য্য সাধন করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

প্রতাপবান্ অতিবল রাজপুত্র রাম ইন্দ্রজিতের স্থান অন্বেষণজন্য বানরাধিপতি নীল, বালিপুত্র অঙ্গদ, তেজস্বী শরভ, মহাবল হনুমান, দ্বিবিদ, সানুপ্রস্থ, ঋষভ, ঋষভস্কন্ধ এবং সুষেণের দুই জ্ঞাতি, এই দাশযূথপতি বানরকে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা সকলে অতিশয় হর্ষিত হইয়া, দশদিক্ অন্বেষণ করত ভয়ংকর পাদপহস্তে আকাশে প্রবিষ্ট হইল। অস্ত্রবিৎ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়া, অতিশয় বেগশীল শরজালে সেই বেগবান্ বানরগণের বেগরোধ এবং নারাচসমূহে তাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করিল। তাহারা মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইল না। যুদ্ধজয়ী রাবণনন্দন সর্ব্বশরীরভেদী শরজালে রামলক্ষ্মণের কলেবর অতিমাত্র বিদ্ধ করিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পশরে তাঁহাদিগকে এরূপে বিদ্ধ করিল যে, তাঁহাদের শরীরে কিছুমাত্র স্থান রহিল না। ক্ষতমুখ দিয়া রাশি রাশি রক্ত বহির্গত হইলে, তাঁহারা উভয়ে কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায়, শোভমান হইলেন।

ইন্দ্রজিতের নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ ও কলেবর ভিন্নাঞ্জনচয়সন্নিভ। সে অন্তর্হিত থাকিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার দর্শন পাওয়া অসাধ্য। অথবা, দর্শন পাইলেও, স্বয়ং ইন্দ্র আমাকে আয়ত্ত করিতে পারেন না; তোমাদের কথা কি বলিব। দেখ, আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট শরজালে বদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে কোপপরীত চিত্তে যমসদনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া ভিন্নাঞ্জনচয়শ্যাম ইন্দ্রজিৎ ধর্ম্মজ্ঞ রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে সুশাণিত শরে বিদ্ধ করিয়া, হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং পুনরায় বিপুল ধনু বিস্ফারিত করিয়া, ভয়ংকর সায়কসমূহ বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর মর্ম্মজ্ঞ রাবণতনয় বীর রাম লক্ষ্মণের মর্ম্মদেশে নিশিত

শরজাল নিমজ্জিত করিয়া, বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল তাঁহারা দুই ভ্রাতা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, নিমেষমধ্যেই স্তম্ভিত দৃষ্টি হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্ব শরীর শর শল্য সমাস্বত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে রজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, নিতান্ত কম্পান্বিত করিলে, একান্ত বলশালী মহাধনু জগৎপতি বীর রাম লক্ষ্মণ মর্ম্মভেদপ্রযুক্ত কম্পিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। সর্ব্ব শরীর রুধিরাক্ত ও শরবেষ্টিত, তদবস্থায় তাঁহারা নিতান্ত পীড়িত ও কাতরভাবাপন্ন হইয়া, বীর শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের দেহ এরূপ বিদ্ধ হইল যে, এক অঙ্গুলও অন্তর রহিল না। এমন কি, করাগ্র পর্য্যন্ত শরসমূহে স্তব্ধ ও বিদারিত হইল। তাঁহারা কামরূপী ক্রূর নিশাচরের আঘাতে অনবরত রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলে, বোধ হইল যেন, প্রস্রবণদ্বয় জলধারা বর্ষণ করিতেছে। রাম মর্ম্মাহত হইয়া প্রথমে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল। সে বায়ুকর্ত্তৃক বিস্তীর্য্যমাণ ধূলির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পতমান রুক্মপুঙ্খ প্রসন্নাগ্র শরসমূহ এবং রাশি রাশি নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর সমস্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার শরাঘাতে রামের কোদণ্ড জ্যাহীন এবং তাহার মুষ্টিবন্ধও ছিন্ন হইয়া গেল। ঐ কার্ম্মুক তিন স্থানে নত এবং সুবর্ণ ভূষিত। তিনি তদবস্থ ধনু পরিত্যাগ করিয়া, বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। পুরুষর্ষভ রামকে শরশয্যা মধ্যে নিপাতিত দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি সর্ব্বভূতের শরণ্য ও রণতোষণ পদ্মপলাশলোচন ভ্রাতাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। বানরগণও তদ্দর্শনে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও শোকার্ত্ত হইয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। হনুমানপ্রমুখ বানরগণ সকলেই তথায় সমাগত হইয়া,

বীরশয্যাশায়ী ভ্রাতৃদ্বয়কে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল। এবং সকলেই নিরতিশয় বিষণ্ণ ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইল।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

রামলক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা শরপরম্পরায় আচ্ছন্ন হইলে, বানরগণ ভয়বশতঃ আকাশ ও পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করত, তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ করিয়া, নিবৃত্ত হয়েন, তদ্বৎ ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া, বিনিবৃত্ত হইলে, সুগ্রীব, বিভীষণ, নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, সুষেণ, কুমুদ ও অঙ্গদ ইহাঁরা তথায় আগমন পূর্ব্বক হনুমানের সহিত মিলিত হইয়া, দুই ভ্রাতার উদ্দেশে শোক করিতে লাগিল। তাঁহাদের উভয়ের স্পন্দনশক্তি শূন্য, নিশ্বাস মৃতভাবাপন্ন, শরীর শোণিতাক্ত ও শরজালে আচ্ছন্ন, এবং নিতান্ত অবসন্ন। তদবস্থায় তাঁহারা স্বর্ণময় ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায়, শরশয্যায় শয়ন করিয়া, বিক্রমহীন চেষ্টাহীন সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে আপনার অধীন যূথপতিগণ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। লোচনযুগল বাষ্পরাশিপরিপূর্ণ। এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায়ই একপ্রকার অবশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বীরশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ সকলেই ব্যথিত হইল। এবং বারংবার অন্তরীক্ষ ও দশ দিক্ দেখিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর বিভীষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করত সেই মহামায়াচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিমকর্ম্মা রাবণনন্দন পিতামহের বরদানবলে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

এদিকে তেজ, যশ ও বিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে বীরশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া, আপনার কর্ম্ম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমহর্ষিত হইয়া, রাক্ষসগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, খর দূষণের হন্তা রাম লক্ষ্মণ মহাবল দুই ভ্রাতাই আমার শরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঋষিগণ-সহিত সমস্ত সুরাসুর সমবেত হইলেও, ইহাদিগকে এই নাগপাশ হইতে মোচন করিতে পারিবে না। পিতা আমার যাহাদের জন্য শোকে ও চিন্তায় অভিভূত হইয়া, শয্যাস্পর্শ না করিয়াই যামিনী যাপন করেন এবং যাহাদের জন্য সমস্ত লঙ্কানগরী বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়, ব্যাকুলভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই এই সকলের মূলহর অনর্থস্বরূপে বিদ্যমান রাম লক্ষ্মণকে আমি নিরাকৃত করিলাম। ইহাদের উভয়ের এবং সমুদায় কপিগণের সমস্ত বিক্রম, শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, নিষ্ফল হইল। সে, রাক্ষসগণের সকলকে এই প্রকার কহিয়া, তাহাদের সমক্ষেই যূথপতি বানরদিগকে আক্রমণ করিল। নীলকে নয় বাণে আহত করিয়া, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে তিন তিন শরে সন্তাপিত করিল। পরে জাম্ববানের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রতি দশ শর প্রয়োগ করিল। অনন্তর শরভ ও গবাক্ষ এই দুই অমিতবিক্রম বানরকে দুই দুই শরে আঘাত করিয়া, ক্ষিপ্র-হস্ততাসহকারে বালিনন্দন অঙ্গদকে বহু বাণে বিদ্ধ করিল। এই রূপে অগ্নিশিখাসদৃশ শরজালে ঐ সকল বানরকে বিদ্ধ করিয়া, মহাবল মহাসত্ত্ব মহাবেগ মহাধনু অমিত্রঘ্ন ইন্দ্রজিৎ গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বানরদিগকে শরসমূহে ত্রাসিত ও নিপীড়িত করিয়া, মহা-বাহু রাবণনন্দন সহাস্য আস্যে রাক্ষসদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, রাক্ষসগণ! অবলোকন কর, আমি সেনামুখে ভয়ংকর নাগপাশে দুই ভ্রাতাকে একত্রে বন্ধন করিয়াছি। কূটযোধী রাক্ষসগণ সকলেই এই প্রকার অভিহিত হইয়া, এই ব্যাপার

দর্শন পূর্ব্বক পরম হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এবং রাম হত হইয়াছেন, ভাবিয়া, জলদগম্ভীর নিনাদে শব্দ করিয়া, ইন্দ্রজিতের সমুচিত পূজা করিল। তৎকালে, দুই ভ্রাতা স্পন্দহীন ও শ্বাসহীন হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, ইন্দ্রজিৎ মনে করিল, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্য স্বয়ং আনন্দযুক্ত হইয়া, চরদিগকেও হর্ষিত করিয়া, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে, রাম লক্ষ্মণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শরব্যাপ্ত হইয়াছে, দেখিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার, বদনমণ্ডল বাষ্পপূর্ণ, লোচনযুগল ক্রোধে ব্যাকুল এবং নিতান্ত অবসাদ দশার আবির্ভাব হইল। বিভীষণ তদবস্থ সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বানররাজ! ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই। বাষ্পবেগ নিগৃহীত কর। প্রায়ই লোকের এই প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বদা জয় লাভ করাও সাধ্য নহে। হে বীর! আমাদের যদি কিছুমাত্র ভাগ্যশেষ থাকে, তাহা হইলে, আমি এই মহাবল মহাত্মা রাম লক্ষ্মণকে মুক্ত করিব। এক্ষণে অসহায় আমাকে ও তোমার আপনাকে আশ্বাসিত কর। যাহারা সত্যধর্ম্মে বিশেষ রূপে আসক্ত, তাঁহাদের মৃত্যু জন্য ভয় নাই। এই বিষম সময়ে অতিস্নেহপ্রযুক্ত রোদনাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেও, মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বকার্য্যহানিকর বৈক্লব্য ত্যাগ করিয়া, রামপ্রমুখ সৈন্যগণের হিত চিন্তা কর। অথবা, রাম যাবৎ মোহাচ্ছন্ন থাকেন, তাবৎ ইঁহার রক্ষা কর। পরে চৈতন্য হইলে, ইঁহারা উভয়ে আমাদের ভয় ব্যপনীত করিবেন। রামের পক্ষে ইহা কিছুই নহে, তিনি ইহাতে কখনই প্রাণ ত্যাগ করিবেন না। ঐ দেখ, গতায়ু ব্যক্তিগণ যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই লক্ষ্মী রামকে ত্যাগ করেন নাই। অতএব আপনাকে ও আপনার সৈন্যদিগকে আশ্বাসিত কর। আমি এই অবসরে সকলকে স্থির করিয়া লই। হে

বানরসত্তম! এই প্রফুল্লনয়ন কপিগণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া, কর্ণে কর্ণে রামের কথা কহিতেছে। আমি সকলের আশ্বাসনার্থ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছি, দেখিয়া, সৈন্যগণ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়াছে। অধুনা, কপিগণ ভুক্তপূর্ব্ব মাল্যের ন্যায়, ভয় পরিহার করুক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া, পুনরায় ইতস্ততঃ পলায়মান বানরসৈন্যকে আশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে, পরমমায়াবী ইন্দ্রজিৎ সর্ব্বসৈন্যসমাবৃত হইয়া, লঙ্কানগরে প্রবেশ ও পিতৃদেব সমীপে গমন করিল। এবং পিতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া, রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। রাবণ রাক্ষসগণমধ্যে শত্রুনিপাতবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুত্রকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন এবং প্রীতহৃদয়ে মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, সমস্ত সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রভ করিয়াছে, তাহা যথাযথ তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। মহারথ পুত্রের ঐ কথা শুনিয়া, রাবণের অন্তরাত্মা হর্ষাতিশয্যসমন্বিত এবং রাম কর্তৃক সমুত্থাপিত দারুণ সন্তাপও বিগলিত হইল। তিনি পরম হৃষ্ট বাক্যে পুত্রের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

—•:•—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ কৃতার্থ হইয়া, লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, হনুমান, অঙ্গদ, নীল, সুষেণ, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানুপ্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু এই সকল প্রধান প্রধান বানর, সৈন্যদিগকে ব্যূহবদ্ধ করিয়া, তির্য্যক্ ঊর্দ্ধ সকল দিক সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করত পাদপ হস্তে সাবধানে

রামের চারিদিক রক্ষা করিতে লাগিল। তৃণ নড়িলেও, রাক্ষস বলিয়া তাহাদের মনে হইতে লাগিল।

এদিকে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে হৃষ্ট চিত্তে বিদায় দিয়া, যে সকল রাক্ষসী সীতার রক্ষা করে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলেন। ত্রিজটাপ্রমুখ ঐ সকল নিশাচরী তদীয় আদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি সহর্ষে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বৈদেহীকে বল, ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছে। এবং সীতাকে পুষ্পকরথে আরোহণ করাইয়া, এই ব্যাপার প্রদর্শনও কর। যাহার আশ্রয়বশতঃ গর্ব্বিতা হইয়া, জানকী আমায় উপেক্ষা করে, তাহার সেই স্বামী রাম ভ্রাতার সহিত সংগ্রামমুখে নিহত হইয়াছে। এই কথা বলিলেই, জানকী নির্ব্বিশঙ্কা, নিরুদ্বিগ্না, নিরপেক্ষা ও সর্ব্বাভরণভূষিত হইয়া, আমার পরিচর্য্যা করিবে। ফলতঃ, রাম লক্ষ্মণের সহিত কালের বশতাপন্ন হইয়াছে, দর্শন করিলেই, জানকী অনন্যগতি ও হতাশা হইয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজেই আমার উপাসনা করিবে।

দুরাত্মা রাবণের এই কথা শুনিয়া, ঐ সকল রাক্ষসী যে আজ্ঞা বলিয়া, পুষ্পকবিমানসমীপে গমন করিল। অনন্তর তাহারা রাবণের আজ্ঞানুসারে পুষ্পক রথ লইয়া, অশোক বনে জানকীর নিকট উপস্থিত করিল। সীতা স্বামিশোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন। নিশাচরীরা তাঁহাকে লইয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইল। অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিজটার সহিত সীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া, পতাকাধ্বজমালিনী সমস্ত লঙ্কা মধ্যে সহর্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছেন; তোমরা সকলে দেখিয়া আইস।

জনকনন্দিনী ত্রিজটার সহিত বিমানযোগে গমন করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বানরসৈন্য নিপাতিত হইয়াছে। তিনি পুনরায় দেখিলেন, রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে এবং বানরগণ দুঃখার্ত্ত

হইয়া রাম লক্ষ্মণের পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তদনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞান শূন্য, নিরতিশয় বেদনা উপস্থিত, কবচ বিনষ্ট, শরাসন বিপ্রবিদ্ধ, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও শরময় হইয়াছে। তদবস্থায় সেই পুরুষব্যাঘ্র বীর্য্যশালী পুণ্ডরীকলোচন দুই ভ্রাতা ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন। বোধ হয়, যেন পাবক-নন্দন কুমারদ্বয় পতিত রহিয়াছেন। সীতা তাঁহাদের দুই জনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া, নিরতি করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, সেই অনবদ্যাঙ্গী অসিতেক্ষণার লোচন-যুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি এই রূপে বাষ্প ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, দেবসুতসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে দুঃখান্বিত হৃদয়ে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন।

—০*০—

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহাবল রাম লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া, সীতা শোককর্ষিতা হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, সামুদ্রিক পুরুষগণ বলিয়াছিলেন, আমি অবিধবা ও পুত্রের জননী হইব। রাম নিহত হওয়াতে, অদ্য সেই জ্ঞানিগণও মিথ্যাবাদী হইলেন। যাঁহারা বলিতেন, আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠাতার মহিষী এবং বিবিধ সত্রকর্ত্তার পত্নী হইবে; অদ্য রামের মৃত্যুতে তাঁহাদেরও বাক্য মিথ্যা হইল। যাঁহাদের জ্ঞান ছিল, আমি বীর পার্থিব পত্নীগণের মধ্যে পূজ্য এবং স্বামীর বহুমানভাগিনী, তাঁহাদের কথাও মিথ্যা হইল। অথবা যে সকল জ্যোতিঃ-কৃতান্তবিৎ জ্ঞানী পুরুষগণ আমার সমক্ষে আমাকে অবিধবা বলিয়া উল্লেখ করিতেন, অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাঁহারাও

অনৃতবাদী হইলেন। যে লক্ষণ থাকিলে, কুলস্ত্রীরা রাজেন্দ্রপতির সহিত অধিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেই পদ্মরেখা আমার হস্তপদে বিরাজমান। যে সকল লক্ষণযুক্ত হইলে, নারী বিধবা ও দুর্ভগা হয়, সে সকল অলক্ষণ আমার দেখিতে পাই না। তথাপি আমার লক্ষণের উপযুক্ত ফল হইল না। লক্ষণজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকের পদ্মরেখা কখনই ব্যর্থ হয় না। অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাহাও মিথ্যা হইল। আমার কেশকলাপ সূক্ষ্ম, সম ও নীলবর্ণ, ভ্রূযুগল অসংহত, জঙ্ঘাদ্বয় বৃত্তভাবাপন্ন ও অলোমশ, দশন সকল বিরল, ললাটফলক, নেত্র, কর, পাদ, গুল্‌ফ ও ঊরুযুগল সমম্বিত, নখ সকল অনুবৃত্ত, অঙ্গুলিরাজি স্নিগ্ধ ও সমমধ্য, স্তনদ্বয় অবিরল ও পীন, চূচুকদ্বয় মগ্ন, নাভি গভীর ও পার্শ্বে উৎসিক্ত, দুই পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থল উপচিত, বর্ণ মণিসদৃশ, লোমরাজি মৃদুভাবাপন্ন, এবং আমার দুই পদের দশ অঙ্গুলি ও তল ভাগ সুপ্রতিষ্ঠ। এইরূপে কেশাদি পাদপর্য্যন্ত লক্ষণপরম্পরা পরিদর্শন করিয়া, লোকে আমায় শুভলক্ষণা বলিত। কন্যার শুভাশুভ লক্ষণবেত্তারাও জানিতেন, আমার পাণিপাদ উভয়ই সমগ্র যবরেখায় লাঞ্ছিত ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাদের অঙ্গুলিরাজি পরস্পর সংসক্ত। এতদ্ভিন্ন, আমার হাস্যও মৃদুমন্দ ভাবান্বিত। এই সকল শুভ লক্ষণ-লক্ষ্য করিয়া, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিৎ ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমি স্বামীর সহিত ভবিষ্যতে অধিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা হইব। কিন্তু সে সকলই মিথ্যা হইল। হায়! ভ্রাতৃদ্বয় জনস্থানের কণ্টক উৎপাটন, আমার সংবাদ সংকলন ও অক্ষোভ্য সাগর উত্তরণ করিয়া, শেষে গোষ্পদে মগ্ন হইলেন! তাঁহারা দুই জনেই বারুণ, আগ্নেয়, ঐন্দ্র, বায়ব্য ও ব্রহ্মশির এই সকল অস্ত্রে প্রতিপন্ন, দুই জনেই ইন্দ্রের সদৃশ এবং দুই জনেই অনাথা আমার রক্ষাকর্ত্তা। ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হইয়া, দুই জনকেই নিহত করিল। শত্রু যদিও মনের ন্যায় বেগবান্ হয়, তথাপি,

রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না। কালের পক্ষে কিছুই অতিভার নাই, কৃতান্তকেও জয় করা দুর্ঘট। দেখ, স্বয়ং রামও ভ্রাতার সহিত শত্রুহস্তে নিপাতিত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন। তপস্বিনী শ্বশ্রূ কৌশল্যার জন্য আমার যেরূপ শোক হইতেছে, আমার নিজের জন্য, জননীর জন্য এবং মহারথ রাম ও লক্ষ্মণের জন্যও সেরূপ হয় না। কেননা, কৌশল্যা নিয়তই চিন্তা করিতেছেন, রামকে কত দিনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসব্রত সমাপ্ত করিয়া, অযোধ্যায় সমাগত দেখিব!

সীতা এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা তাঁহাকে কহিল, দেবি! বিষণ্ণ হইও না। তোমার স্বামীর মৃত্যু নাই। আমি ইহার অনুরূপ গুরুতর কারণ সকল নির্দেশ করিব। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার মৃত্যু হয় নাই। তথাপি, প্রভু নিহত হইলে, যুদ্ধে যোধগণের বদনমণ্ডল কখনো কোপযুক্ত ও হর্ষপর্য্যুৎসুক হয় না। হে বৈদেহি! যদি ইঁহারা প্রাণ ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে, এই পুষ্পকনামক পবিত্র বিমান কখনই তোমাকে ধারণ করিত না। কর্ণধার বিনষ্ট হইলে, নৌকা যেমন জলমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের প্রধান বীর নিহত হইলে, সেনা সকলও উৎসাহহীন ও উদ্যমহীন হইয়া, রণমধ্যে পরিক্রমণ করে। কিন্তু ঐ দেখ, বানরসেনা নির্ভীক, নিরুদ্বেগ ও নিতান্ত তেজোবলসমন্বিত হইয়া, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে। আমি এই জন্য প্রীতিভরে তোমায় জানাইতেছি, রাম লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। তুমি এই ভাবী সুখের নিদানভূত অনুমানপরম্পরায় আমার কথার বিশেষরূপে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। এবং আমি স্নেহপ্রযুক্ত বলিতেছি, রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েন নাই, অবলোকন কর। হে মৈথিলি! তুমি পাতিব্রত্যগুণে অনায়াসেই লোকের মনে সুখ সম্পাদন কর। সেই জন্য আমার অতিমাত্র সন্তরঙ্গ

হইয়াছে। আর, আমিও কখনো মিথ্যা বলি নাই এবং বলিবও না। বলিতে কি, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরাসুরগণও ইঁহাদের দুই জনকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না। আমিও সৈন্যগণের আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া, ইঁহারা জীবিত আছেন, বলিয়াছি। মৈথিলি! চাহিয়া দেখ, ইহা অতিমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, শরাঘাতে সংজ্ঞাহীন ও ভূপতিত হইলেও, ইহাঁদের শ্রী বা কান্তি ভ্রষ্ট বা মলিন হয় নাই। গতসত্ত্ব গতপ্রাণ পুরুষগণের প্রায়ই অতিমাত্র মুখবিকার লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব জনকনন্দিনি! শোক, দুঃখ ও মোহ ত্যাগ কর। ইহাঁদের মুখকান্তি যখন ম্লান হয় নাই, তখন ইহাঁরা বাঁচিয়া না থাকিতে পারেন না।

অমরসুতাসদৃশী মৈথিলী তাহার এই কথা শুনিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। তখন ত্রিজটা মনের ন্যায় বেগশীল পুষ্পকরথ সন্নিবর্ত্তিত করিয়া, দীনা সীতাকে লঙ্কায় প্রবেশ করাইলে, রাক্ষসীরা ত্রিজটার সহিত তাঁহাকে রথ হইতে অবরোপিত ও অশোক বনে প্রবেশিত করিল। সীতা রাবণের বিহারভূমি বহুবৃক্ষপূর্ণ অশোককাননে প্রবেশ করিয়া, দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত রাম লক্ষ্মণের প্রসঙ্গে মগ্ন ও নিরতি বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

দশরথনন্দন রাম লক্ষ্মণ উভয়ে ঘোরতর নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে শয়ন করিয়া, সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ সকল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া, দুই মহাত্মাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। এই অবসরে বীর্য্যবান্ রাম শরপরম্পরায় দৃঢ়তর বদ্ধ হইলেও, অতীব দৃঢ় শরীর ও নিরতিবলশালিতা প্রযুক্ত প্রতিবুদ্ধ হইলেন। এবং

ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রুধিরাক্ত, বিষণ্ণ, গাঢ়বিদ্ধ ও দীনবদন নিরীক্ষণ করিয়া, আতুরের ন্যায়, বিলাপ করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ যুদ্ধে নির্জ্জিত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন, যখন দেখিতে হইল, তখন সীতাকে পাইয়া অথবা বাঁচিয়া আমার ফল কি? লক্ষ্মণ আমার সহায় ও যুদ্ধে সবিশেষ নিপুণ। পৃথিবীতে অন্বেষণ করিলে, সীতার সমান স্ত্রী মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের সমান ভাই পাওয়া যাইবে না। সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, বানরগণের সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিব। আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে কি বলিব। এবং পুত্রদর্শনলালসা সুমিত্রাকেই বা কিরূপে কি বলিব! আমি যদি লক্ষ্মণ বিনা গমন করি, তাহা হইলে, বিবৎসা কুররীর ন্যায় বেপমানা অম্বা সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাস দিব। যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা এ কথা কিরূপে বলিব, যে, লক্ষ্মণ আমার সহিত বনে গিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। হায়, সুমিত্রা আমায় যে ভৎসনা করিবেন, তাহা সহিতে পারিব না। এই খানেই দেহ ত্যাগ করিব; বাঁচিতে আর উৎসাহ নাই। দুষ্কৃতকর্ম্মা অনার্য্য আমায় ধিক্! দেখ, লক্ষ্মণ আমারই জন্য শত্রুহস্তে নিপতিত ও শরশয্যায় গতাসুবৎ শয়ান হইয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণ! আমি বিষণ্ণ হইলে, তুমি সর্ব্বদা আমাকে আশ্বাস দিয়া থাক। অদ্য আমি অতিমাত্র কাতর হইয়াছি। কিন্তু তুমি গতাসু হইয়া, আমায় সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। অদ্য যুদ্ধে যে পৃথিবীতে তুমি অনেক রাক্ষসকে নিপাতিত করিয়াছ, নিজে শৌর্য্যশালী হইয়াও, শত্রুশরে বিনিহত হইয়া, সেই পৃথিবীতেই শয়ন করিয়াছ। ভাই! তুমি শর ও শোণিতময় কলেবরে শরশয্যায় শয়ন করিয়া, অস্তাচলগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়াছ। মর্ম্মস্থল বাণাঘাতে নিতান্ত আহত হওয়াতে, তোমার কথা কহিবার শক্তি নাই। কিন্তু কথা কহিতে না পারিলেও, দৃষ্টি ও

মুখবর্ণ তোমার আন্তরিক বেদনা সূচনা করিতেছে। আমি বনে আসিলে, এই মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ যেমন আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ইঁহার সঙ্গে যমালয়ে গমন করিব। লক্ষ্মণ বন্ধুজনকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন এবং নিত্য আমার অনুগত। অনার্য্য আমার দুর্নয় বশত অদ্য ইঁহার এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল। আমার মনে পড়ে না, যে, বীর লক্ষ্মণ অতিমাত্র রুষ্ট হইয়াও, কখনো কাহাকে পরুষ বা বিপ্রিয় কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। যে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন একবেগে পাঁচ শত বাণ বিসর্জ্জন করিতেন, লক্ষ্মণ সেই কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষাও অধিক বাণ ও অধিক শস্ত্র এক উদ্যমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যিনি অস্ত্র দ্বারা মহাত্মা ইন্দ্রেরও অস্ত্র ছেদন করিতে পারেন, মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত পাত্র সেই লক্ষ্মণ শক্রহস্তে নিহত হইয়া, পৃথিবীতে শয়ন করিতেছেন, আমি বিভীষণকেও রাক্ষসগণের রাজা করিতে পারিলাম না। অতএব, তাঁহাকে রাজা করিব, বলিয়া, যে মিথ্যা প্রলাপ বলিয়াছি, তাহা, নিঃসন্দেহই আমাকে দগ্ধ করিবে। সুগ্রীব! এই মুহূর্ত্তেই তোমার এখান হইতে দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইতেছে। কেননা, আমার সহিত বলহীন তোমায় রাবণ পরাভব করিবে। অতএব সুগ্রীব! তুমি অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া, নল, নীল, সমুদায় সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হও। হনুমান, ঋক্ষরাজ, গোলাঙ্গূলগণের অধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কেশরি, সম্পাতি, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ, এবং অন্যান্য বানরগণ যুদ্ধে আমার জন্য জীবিত দান করিয়া, অন্যের দুঃসাধ্য যে ঘোর কার্য্য করিয়াছে, আমি তাহাতেই তুষ্ট আছি। হে সুগ্রীব! দৈব অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সুহৃৎ বা বয়স্য যত দূর করিতে পারেন, সুগ্রীব! অধর্ম্মভীরু তুমি আমার সে সকলই সুসম্পন্ন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠসকল! তোমরাও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সকলে যথেচ্ছ গমন

করিতে পার। রামের এই বিলাপবাক্য যে সকল বানরের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, তাহাদেরই চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিনির্গলিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বিভীষণ সমুদায় সৈন্য প্রকৃতিস্থ করিয়া, গদা হস্তে সত্বর রামের নিকট সমাগত হইলেন। নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ বিভীষণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলে রাবণ মনে করিয়া, পলাইতে আরম্ভ করিল।

—:০:—

পঞ্চাশ সর্গ।

তদ্দর্শনে মহাবল মহাতেজা সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, জলমধ্যে প্রতিকূলবায়ুবশে প্রতিহত নৌকার ন্যায়, বানরসৈন্য কি জন্য ব্যথিত হইয়াছে? সুগ্রীবের কথা শুনিয়া, বালিপুত্র অঙ্গদ কহিলেন, আপনি দেখিতেছেন না, দশরথের আত্মজ বীর্য্যশালী মহানুভাব মহারথ রাম লক্ষ্মণ উভয়ে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া, রুধিরাক্ত দেহে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নহে। আমার বোধ হয়, অন্য কোনো ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে। দেখ, বানরগণ এযাবৎ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, বিষণ্ণ বদনে এখানে উপস্থিত ছিল, পলায়ন করে নাই। কিন্তু সংপ্রতি ত্রাস বশত পলায়ন করিতেছে, পরস্পর তজ্জন্য লজ্জিত হইতেছে না। পৃষ্ঠের দিকেও চাহিয়া দেখিতেছে না এবং পরস্পরকে আকর্ষণ ও পতিতকে লঙ্ঘন করিয়া ধাবমান হইতেছে।

এই অবসরে বীর বিভীষণ গদাহস্তে তথায় সমাগত হইয়া, জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত রামকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। সুগ্রীব বানর ভীষণ বিভীষণকে দর্শন করিয়া, নিকটে উপবিষ্ট মহাত্মা ঋক্ষরাজকে কহিলেন, বিভীষণ আসিয়াছেন, দেখিয়া, ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া, এই সকল বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ে

পলায়ন করিতেছে। অতএব তুমি, বিভীষণ আসিয়াছে, এই কথা বলিয়া ঐ সকল পলায়িত ও ভীত বানরদিগকে প্রকৃতিস্থ কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুগ্রীব কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পলায়মান বানরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত সান্ত্বনা করিলেন। বানরগণ ঋক্ষরাজের কথা শুনিয়া, বিভীষণকে দর্শন করত ভয় ত্যাগ করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাম লক্ষ্মণের সর্ব্ব শরীর শরসমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া, ব্যথিত হইলেন এবং জলক্লিন্ন হস্ত দ্বারা তাঁহাদের নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক শোকসংপীড়িত হৃদয়ে এই বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইঁহারা উভয়েই সাতিশয় বল ও বিক্রমসম্পন্ন এবং যুদ্ধে নিরতিশয় প্রীতিমান্। কূটযোধী রাক্ষসগণ ইঁহাদেরও ঈদৃশী অবস্থা সমুৎপাদিত করিল! ভ্রাতার পুত্র কুপুত্র দুরাত্মা মেঘনাদ ক্রূর রাক্ষসী বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, ঋজুবিক্রম এই রাম লক্ষ্মণকে বঞ্চনা করিল। ইঁহারা রুধিররাশিতে অভিষিক্ত ও শরসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, ধরাতলে শয়ন পূর্ব্বক শল্যকদ্বয়ের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছেন। আমি যাঁহাদের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, রাজত্বের অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেই এই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরীরবিনাশজন্য শয়ন করিয়াছেন। হায়, অদ্য আমি প্রাণ থাকিতেও বিপন্ন ও রাজ্যলাভপ্রত্যাশায় বঞ্চিত হইলাম! কিন্তু শত্রু রাবণের প্রতিজ্ঞা ও মনোরথ সকলই পূর্ণ হইল।

সত্ত্বসম্পন্ন বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বিলপমান বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, অয়ি ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি নিঃসন্দেহই লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং রাবণ সপুত্রে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে। আর, এই রাম লক্ষ্মণ উভয়েই গরুড়াধিষ্ঠিত, অবশ্যই মোহ ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধে রাবণকে সগণে সংহার করিবেন। বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি

পার্শ্বোপবিষ্ট শ্বশুর সুষেণকে কহিলেন, যাবৎ এই অরিন্দম ভ্রাতৃদ্বয় সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎ তুমি ইহাঁদিগকে লইয়া বলবান্ বানরগণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর; আমি রাবণকে পুত্র ও বান্ধবের সহিত সংহার করিয়া, ইন্দ্র যেমন আপনার নষ্ট শ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সীতাকে আনয়ন করিব।

সুষেণ সুগ্রীবের এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ লক্ষ্যবেধ ও শস্ত্র প্রয়োগ, উভয়ত্রই সবিশেষ পারদর্শী। দানবগণ মুহুর্মুহুঃ মায়াবলে আত্মপ্রচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আঘাত করিলে, তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বৃহস্পতি মন্ত্রসহিত বিদ্যা ও ওষধি বলে তাঁহাদের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পাতি ও পনস প্রভৃতি বেগবান বানরগণ সেই সকল ঔষধ সংগ্রহ জন্য ক্ষীরোদ তীরে সত্বর গমন করুক। ঐ ঔষধের নাম সঞ্জীবকরণী ও বিশল্যকরণী। ব্রহ্মা স্বয়ং উহাদের রচনা করিয়াছেন এবং যেখানে অমৃত মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামক পর্ব্বতে ঐ দুই ওষধি জন্মিয়া থাকে। বানরগণ এই পরমৌষধি বিদিত আছে। দেবগণ মহোদধিতে উল্লিখিত পর্ব্বতদ্বয় নিহিত করিয়াছেন। রাজন্! এই বায়ুসুত হনুমান তথায় গমন করুক।

এই অবসরে বায়ু প্রবাহিত ও সৌদামিনী সহিত জলদপটল প্রাদুর্ভূত হইল। এবং সেই বায়ুবেগে সাগরসলিল পর্য্যন্ত পর্ব্বত সকল কম্পিত, দ্বীপস্থ প্রকাণ্ড পাদপ সকল জলমধ্যে পতিত ও তাহাদের শাখা সকল ভগ্ন, মলয়বাসী মহাকায় সর্প সকল ত্রস্ত ও সমুদায় যাদোগণ তৎক্ষণাৎ সাগরসলিলে মগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে বিনতানন্দন মহাবল গরুড় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, বানরগণের নয়নপথে নিপতিত হইলেন। যে

সকল মহাবল সর্প শর স্বরূপ হইয়া, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াই পলায়নপরায়ণ হইল। অনন্তর গরুড় তাঁহাদের দুই জনকে দর্শন ও প্রত্যভিনন্দন করিয়া, পাণিযুগল দ্বারা তাঁহাদের চন্দ্রসদৃশ প্রভাসম্পন্ন মুখমণ্ডল পরিমার্জ্জন করিলেন। বিনতানন্দনের স্পর্শমাত্র তাঁহাদের ব্রণ সকল নিরাকৃত ও কলেবর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ ও মনোহরকান্তিবিশিষ্ট এবং তেজ, বল, বীর্য্য, ওজ, মহাগুণ উৎসাহ, বহুদর্শিতা, বুদ্ধি ও স্মৃতি দ্বিগুণরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। পরমতেজস্বী গরুড় বাসবোপম উভয়কে উত্থাপিত করিয়া, সহর্ষে আলিঙ্গন করিলেন। রাম তাঁহাকে কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমরা দুই জনেই ইন্দ্রজিৎপ্রেরিত এই ঘোর বিপদ অতিক্রম ও সত্বর বললাভ করিলাম। পিতা দশরথ ও পিতামহ অজ এই উভয়কে যেমন, আপনাকে তেমনি প্রাপ্ত হইয়া আমার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে। আপনি কে? আপনার শরীর নিরতিশয় সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, দিব্য মাল্য দিব্য অনুলেপন ও দিব্য আভরণে ভূষিত এবং বিমল বস্ত্রে অলংকৃত।

মহাবল মহাতেজা পতগপতি গরুড় হর্ষপর্য্যাকুল লোচনে সহর্ষ চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কাকুৎস্থ! আমি আপনার পরম প্রীতিভাজন সখা ও বহিশ্চর প্রাণ; আপনাদের সাহায্য নিমিত্ত আসিয়াছি; আমার নাম গরুড়। মহাবীর্য্য অসুরগণ, মহাবল বানরগণ কিংবা ইন্দ্রপুরোগম দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণও এই সুদারুণ নাগপাশ মোচন করিতে সমর্থ নহে। ক্রূরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে ইহা প্রণয়ন করিয়াছে। এই কদ্রুগর্ভসমুৎপন্ন তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বিষোল্বণ নাগগণ রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে শর হইয়া, আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপরাক্রম। দৈব সমরে শত্রুজিৎ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার অনুকূল। আমি এই নাগপাশবন্ধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আপনাদের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত সখিত্বের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, সত্বর সমাগত হই-

লাম। এক্ষণে আপনারা ভয়ংকর নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বথা সাবধানে থাকিবেন। রাক্ষসগণ স্বভাবতই কূটযুদ্ধপরায়ণ; কিন্তু আপনাদের ন্যায়, শূর ও শুদ্ধস্বভাব ব্যক্তিগণের সরলতাই বল। অতএব রাক্ষসদিগকে রণাঙ্গনে বিশ্বাস করিবেন না। এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝিয়া লইবেন, রাক্ষসগণ নিত্যই ক্রূরস্বভাব।

মহাবল সুপর্ণ তৎকালে রামকে এই কথা বলিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক মিষ্টবাক্যে বিদায়গ্রহণের উপক্রম করিয়া কহিলেন, সখে! রাম! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও রিপুগণেরও বৎসল; এক্ষণে অনুমতি প্রার্থনা করি, যথাসুখে গমন করিব। হে রঘুনন্দন! আমি যে সখিত্বের কথা কহিলাম, তদ্বিষয়ে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশের আবশ্যকতা নাই। বীর! রণে কৃতকার্য্য হইলে, পরে ইহা জানিতে পারিবেন। আপনি শরসমূহে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া, লঙ্কায় বালক ও বৃদ্ধমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, সীতাকে লাভ করিবেন। শীঘ্রবিক্রম বীর্য্যবান্ সুপর্ণ বানরসভামধ্যে এই কথা বলিয়া, রামকে সুস্থ, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া, আকাশপথে পবনের ন্যায়, গমন করিলেন।

বানরযূথপতিগণ রাম লক্ষ্মণকে সর্ব্বথা সুস্থ দর্শন করিয়া, লাঙ্গুল কম্পন সহকারে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তাহারা সকলে নিরতিশয় হর্ষবিশিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, গভীর গর্জ্জন পুরঃসর ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খনাদে প্রবৃত্ত হইল। অন্যান্য নগযোধী বিক্রান্ত শতসহস্র বানর আস্ফোটন সহকারে বিবিধ পাদপ উৎপাটন করিয়া, যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল। অনন্তর কপিগণ ঘোর গভীর শব্দ ও নিশাচরদিগকে ত্রাসিত করিয়া, যুদ্ধবাসনায় লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল। গ্রীষ্মাবসানে নিশীথসময়ে মেঘ সকল যেরূপ ভয়ংকর শব্দ করে, শাখামৃগপতিগণ গর্জ্জন করাতে, সেইরূপ সুভীষণ তুমুল শব্দ সমুখিত হইল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

তখন সমুদায় রাক্ষসগণ ও রাবণ শব্দায়মান মহাতেজস্বী বানরদিগের তুমুল শব্দ শুনিতে পাইলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া রাবণ সচিবদিগের মধ্যে কহিলেন, আহ্লাদিত বহু বানরের যেরূপ শব্দ উঠিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ইহাদিগের মহা সন্তোষ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তুমুল শব্দে লবণার্ণব বিক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে। রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাই ত তীক্ষ্ণবাণে বদ্ধ হইয়াছে, অথচ এই মহাশব্দ হইতেছে, সেই জন্যই আমার আশঙ্কা হইয়াছে।

রাক্ষসরাজ মন্ত্রিদিগকে এই কথা বলিয়া সমীপচারী রাক্ষসদিগকে বলিলেন, জানিয়া আইস, এই শোকের সময় বানরদিগের আনন্দের কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া প্রাকারে আরোহণ করিয়া মহাত্মা সুগ্রীবপালিতা সেনা দেখিতে লাগিল। দেখিল মহাভাগ রাম লক্ষ্মণ অতি ঘোর বাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে তাহারা ব্যথিত হইল; এবং ভীতহৃদয়ে সকলে প্রাকার হইতে অবরোহণ করিয়া বিবর্ণ মুখে রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই অপ্রিয় ঘটনার প্রকৃত সংবাদ দান করিল। কহিল, যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যে দুই ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণকে শরবন্ধনে বন্ধন করিয়া হস্ত রোধ করিয়াছিলেন, গজ যেমন রজ্জুচ্ছেদন করে, গজের ন্যায় বিক্রমশালী তাহারা দুই জন তেমনি শর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রণ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ বহুকাল তপস্যা করিয়া বর স্বরূপে যে সকল বাণ লাভ করিয়াছিল, আশীবিষসদৃশ সূর্য্যসকাশ সেই

সকল বাণ দ্বারা সে দুই জনকে বন্ধন করিয়াছিল, যদি তাহারা সেই সকল বাণে বদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দেখিতেছি, আমার সমস্ত সৈন্য থাকে কি না থাকে। যাহারা যুদ্ধে আমার শত্রুদিগের প্রাণ হরণ করিয়াছিল,সেই সকল অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বাণ ব্যর্থ হইল।

ধীমান্ রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইল। দ্বার হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেনাধ্যক্ষকে কহিল, শীঘ্র সৈন্যচালনা কর; আর বিলম্ব কেন, আমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সেনাপরিবৃত সেনাধ্যক্ষ ধূম্রাক্ষের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রাবণের আজ্ঞা লইয়া সত্বর সৈন্যসজ্জা করাইল। বলবান্ ঘোররূপ রাক্ষসযোধগণ কটিদেশে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ ত্যাগ করিতে করিতে ধূম্রাক্ষের চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল। হস্তে শূল, মুদ্গার, গদা, পট্টিশ, লৌহদণ্ড, মুসল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভল্ল, পাশ ও পরশ্বধ ধারণ করিয়া ঘোর রাক্ষসগণ জলদের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কোন কবচী সুসজ্জিত রথে,কেহ কেহ সুবর্ণজালে অলংকৃত বিবিধমুখ অশ্বতরে কেহ অতিশীঘ্রগামী অশ্বে, কেহ বা মদমত্ত গজে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসব্যাঘ্রগণ দুর্দ্ধর্ষ ব্যাঘ্রগণের ন্যায় বহির্গত হইল। কেহ কেহ অলঙ্কৃত ধ্বজ লইয়া চলিল। খরস্বর ধূম্রাক্ষ বৃক ও সিংহের ন্যায় মুখ ও কনকভূষিত অশ্বতরগণে যোজিত দিব্যরথে আরোহণ করিল; এবং রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া মহাবীর্য্য ধূম্রাক্ষ হাস্য বদনে পশ্চিম দ্বার দিয়া নির্গত হইল, যথায় হনুমান্ অবস্থিতি করিতেছিলেন। খরস্বন, খরযুক্ত মহারথে আরোহণ করিয়া ভীষণদর্শন ঘোর রাক্ষস ধূম্রাক্ষ যাত্রা করিলে পর আকাশচারী অশুভ পক্ষী সকল তাহাকে রোধ করিতে লাগিল। মহাভীষণ গৃধ্র রথের চূড়ায় পতিত হইল, ধ্বজাগ্রেও গৃধ্র সকল পরস্পর গ্রথিত হইয়া পতিত হইল। রুধিরসিক্ত শ্বেত কবন্ধ ও

বিকট শব্দ করিয়া ধূম্রাক্ষের সন্নিকটে ভূমিতে পতিত হইল। ইন্দ্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন; মেদিনী কম্পিত হইতে থাকিল। এবং বায়ু নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। দিক্ সকল তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অস্পষ্ট হইল।

ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর এই সকল ভয়ানক কুলক্ষণ উত্থিত হইতে দর্শন করিয়া ব্যথিত হইল। ধূম্রাক্ষের অগ্রচারী রাক্ষসগণও ভীত হইল।

অনন্তর রণোৎসুক বলবান্ সেই ভয়ানক ধূম্রাক্ষ নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া বহির্গমন পূর্ব্বক রাঘবপালিতা সাগরসদৃশী বহু বানরীসেনা দর্শন করিল।

—•:•—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

ভীমবিক্রমশালী ধূম্রাক্ষ বহির্গত হইল দর্শন করিয়া, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী বানরগণ আনন্দিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, আর শূল ও মুদ্গর দ্বারা বানর আর রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষসেরা বানরদিগকে চারিদিক্ হইতে প্রহার করিতে লাগিল; বানরেরাও বৃক্ষাঘাতে রাক্ষসদিগকে মৃত্তিকার সমান করিল। রাক্ষসগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, ঘোররূপ কঙ্কপত্রসমন্বিত শাণিত বাণজালে বানরদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ গদা, পট্টিশ, কূট মুদ্গর ও ঘোর পরিঘধারী রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া বানরগণও ক্রোধে অধিকতর উৎসাহী হইয়া নির্ভয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। শর দ্বারা অঙ্গে এবং শূল দ্বারা দেহে বিদ্ধ হইয়া প্রচণ্ডবেগ বানরযূথপতি সকল বৃক্ষ ও প্রস্তর ধারণ করিল। এবং নিজ নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া উচ্চৈঃশব্দ করিতে করিতে রাক্ষসযোধদিগকে মন্থন করিতে লাগিল। বানর ও

রাক্ষসগণের এই প্রকার অদ্ভুত ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কতক রাক্ষস জিতভয় বানরগণ কর্ত্তৃক বিবিধ শিলা ও বহুসংখ্য বৃক্ষ দ্বারা মথিত হইল; কতক রুধির বমন করিতে লাগিল; কতক পার্শ্বে দারিত, কতক বৃক্ষাঘাতে পিণ্ডীকৃত, কতক শিলা দ্বারা চূর্ণীকৃত, কতক বা দণ্ড দ্বারা বিদারিত হইল। কতক মথিত ভগ্ন ধ্বজ, খড়্গ ও চূর্ণীকৃত রথ দ্বারা বিনষ্ট, আর কতক বা ব্যথিত হইল। পর্ব্বতাকার গজেন্দ্র, বানরগণের শিলা ও আরোহী সহিত বিনাশিত অশ্বগণ দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। কোন ভীমবিক্রমশালী বানরগণ বার বার বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া নখ দ্বারা রাক্ষসদিগের মুখ বিদারণ করিতে লাগিল। অনেক রাক্ষস শোণিতগন্ধে অজ্ঞান হইয়া বিষণ্ণ বদনে বিস্রস্ত-কেশে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল। অন্যান্য ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষস পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রস্পর্শ করতল দ্বারাই বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু বেগে নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র অধিকতর বেগশালী বানরগণ মুষ্টি, পাদ ও পাদপ দ্বারা তাহা-দিগকে পুতিয়া ফেলিল।

সৈন্য ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ ক্রোধে যুদ্ধকারী বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। কতক বানর প্রাশ দ্বারা মথিত হইল। কতক রুধির স্রাব করিতে লাগিল। কতক মুদ্গর দ্বারা আহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। কতক পরিঘ দ্বারা মথিত; কতক ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত; কতক পট্টিশ দ্বারা মথিত হইয়া বিহ্বল ও মরমর হইল। কতক বানর নিহত হইয়া রুধিরার্দ্র কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল, কতক বা ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক নিরুদ্দেশ হইল। কতক বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া এক পার্শ্বে শয়ন করিল। ত্রিশূল দ্বারা বিদারিত হইয়া কতক বানরের নাড়ী বহির্গত হইয়া পড়িল। এই প্রকারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র এবং শিলা ও পাদপ দ্বারা রাক্ষস ও বানরের তুমুল সঙ্কুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ যেন

গীতিসংপ্রদায়ের ন্যায় প্রকাশ পাইল, ধনুর জ্যা উহার মধুর তন্ত্রী; অশ্বের হ্রেষা উহার তাল; এবং গভীর শব্দ উহার গীত। ধনুষ্পাণি ধূম্রাক্ষ রণ স্থলে হাসিতে হাসিতে শরবৃষ্টি করিয়া বানরদিগকে দশ দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল।

ধূম্রাক্ষ সৈন্য আকুল করিয়া তুলিল দর্শন করিয়া, পবননন্দন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তর গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার তুল্য পরাক্রমশালী, ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল দ্বিগুণতর পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ শিলা তিনি ধূম্রাক্ষের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। শিলা বেগে আসিতেছে দর্শন করিয়া, ধূম্রাক্ষ গদা উত্তোলন পূর্ব্বক বেগে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, ধরাতলে দণ্ডায়মান হইল। শিলাও চক্র, কূবর, অশ্ব, ধ্বজ ও শরাসনের সহিত তাহার রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। হনুমান তাহার রথ পরিত্যাগ করিয়া স্কন্ধ সহিত বৃক্ষ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ ভগ্নমস্তক হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে ধরণী-তলে শয়ন করিল; কতক বৃক্ষাঘাতে মথিত হইল। পবন-নন্দন হনুমান এইরূপে রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া, এক গিরি-শৃঙ্গ লইয়া ধূম্রাক্ষের প্রতি ধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ ধূম্রাক্ষও গদা উত্তোলন পূর্ব্বক সহসা চীৎকার করিয়া হনুমানের প্রতি ধাবিত হইল, এবং রোষভরে ক্রুদ্ধ হনুমানের মস্তকে সেই লৌহকণ্টকাকীর্ণ গদা প্রহার করিল। কিন্তু পবনের ন্যায় বলশালী পবননন্দন ঐ ভীমবেগ গদার আঘাত গ্রাহ্যও করিলেন না। ধূম্রাক্ষের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। গিরিশৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া ধূম্রাক্ষের সর্ব্বাঙ্গ বিভ্রষ্ট হইল; সে চূর্ণীকৃত পর্ব্ব-তের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ধূম্রাক্ষ নিহত হইল দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট নিশাচর সকল ভীত হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল; বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। মহাত্মা পবননন্দন শত্রুদিগকে সংহার এবং শোণিতে বিবিধ নদী উৎ-

পাদন করিয়া শত্রুবধজনিত আয়াসে শ্রান্ত হইলেন; কিন্তু বানরগণ তাঁহার পূজা করায় তিনি আনন্দানুভব করিলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রূরকর্ম্মা মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কহিলেন, "বীর! তুমি গমন কর; রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হও; দাশরথি রাম ও বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে বিনাশ কর।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র যে আজ্ঞা বলিয়া, বহুসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া, নির্গত হইল। শত শত নাগ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, এবং বিচিত্র ধ্বজ ও পতাকার সহিত অনেক সৈন্যাধ্যক্ষ অনুগমনার্থ সজ্জিত হইল। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ুর ও মুকুট ভূষণ পরিধান এবং বর্ম্ম বন্ধন করিয়া সত্বর নির্গত হইল। সেনাপতি পতাকালঙ্কৃত তপ্তকাঞ্চনভূষিত সমুজ্জ্বল রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিল। বিচিত্রবাসা প্রধান প্রধান পদাতি সকল ঋষ্টি, বিচিত্র তোমর, সমুজ্জ্বল মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পট্টিশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরশু প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া নির্গত হইল। যুদ্ধনিপুণ মদোৎকট সাহসী গজ সকল তোমরাঙ্কুশধারী যোধদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় বহির্গত হইল। অন্যান্য সুলক্ষণযুক্ত মহাবল নাগসকলও বীরদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া নির্গত হইল। সেই ঘোর রাক্ষসসৈন্য যাইতে যাইতে বর্ষাকালীন গর্জ্জায়মান বিদ্যুৎসংযুক্ত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত সৈন্য, অঙ্গদ যথায় সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। বহির্গমন সময়ে তাহা

দিগের বিবিধ অমঙ্গল দর্শন হইল। আকাশ হইতে দুর্দ্দর্শ উল্কা এবং জ্বলন্ত অঙ্গার সকল পতিত হইতে লাগিল। ভীষণ শিবা, অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; মৃগগণ রাক্ষসদিগের বিনাশ বলিয়া দিতে লাগিল। সৈন্যগণ যাইতে যাইতে স্খলিতপাদ হইয়া দারুণ আহত হইল।

এই সকল উৎপাত দর্শন করিয়াও মহাবল তেজস্বী বজ্রদংষ্ট্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উৎসুক হইয়া বহির্গত হইল। তাহাদিগকে বহির্গত হইতে দর্শন করিয়া, জিতভয় বানরগণ দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। তদনন্তর পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী ঘোররূপ ভীষণ বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহা উৎসাহ সহকারে পরস্পর আক্রমণ করিয়া ভগ্নদেহ, ভগ্নমস্তক, এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিরলিপ্ত হইয়া ধরণীতে পতিত হইতে লাগিল। পরিঘবাহু সমরে অপরাঙ্মুখ কতক বীর পরস্পর আক্রমণ করিয়া, বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিল। যুদ্ধস্থলে বৃক্ষ, শিলা ও নানা অস্ত্র শস্ত্রের হৃদয়ভেদী মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। রথনেমির শব্দ, ধনুঃশব্দ, এবং শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। কতক অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণ চপেটাঘাত করিয়া কতক রাক্ষসের দেহ ভগ্ন করিল। বজ্রদংষ্ট্র এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সৃষ্টি সংহার কালে পাশহস্ত অন্তকের ন্যায়, যাবতীয় বানরদিগকে বিত্রস্ত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। বলবান্ অস্ত্রপণ্ডিত নানাস্ত্রধারী রাক্ষসগণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ বানরদিগকে বিনাশ করিতেছে, দর্শন করিয়া, বালিনন্দন অঙ্গদ দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে যুগান্ত-কালীন অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইলেন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ক্রোধরক্তলোচন বীর্য্যবান্ অঙ্গদ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া, সিংহ ক্ষুদ্র মৃগদিগের ন্যায়, বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিলেন। অঙ্গ-

দের আঘাতে ভগ্নমস্তক হইয়া, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ ছিন্ন পাদপের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। বিচিত্র রথ, ধ্বজ, অশ্ব এবং বানর ও রাক্ষসগণের দেহ ও রুধিরে আচ্ছন্ন হইয়া, তৎকালে ভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল। হার, কেয়ূর, বস্ত্র ও শস্ত্রে অলঙ্কৃত হইয়া রণস্থলী শারদীয়া নিশার ন্যায় প্রকাশ পাইল। অঙ্গদের বেগে তৎকালে সেই মহা রাক্ষসসৈন্য বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় চালিত হইতে লাগিল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

নিজসৈন্যের বিনাশ আর অঙ্গদের বেগ দর্শন করিয়া মহাবল বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং ইন্দ্রশরাসনের ন্যায় প্রভাশালী শরাসন বিস্ফারণ করিয়া শরবৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক বানরবাহিনী সমাচ্ছন্ন করিল। তখন রথারূঢ় নানা অস্ত্রশস্ত্রধারী বীর রাক্ষসেরাও যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে বানরশ্রেষ্ঠ বানরবীরগণও শিলা হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসেরা রণস্থলে বানরদিগের উপর সহস্র সহস্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। মত্তবারণসঙ্কাশ বানর বীরগণও রাক্ষসদিগের উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও শিলা সকল নিক্ষেপ করিল। সমরে অপরাঙ্মুখ বীর রাক্ষসগণ তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। কত শত বানর ও রাক্ষস কেহ ভগ্নশিরা কেহ ছিন্নপাদ, কেহবা ছিন্নবাহু ও শস্ত্রার্দ্দিত হইয়া শোণিত লিপ্ত কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল। পৃথিবী কঙ্ক, গৃধ্র ও বলাকাগণে পরিপূর্ণ এবং গোমায়ুগণে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ভীরুজনের ভয়ঙ্কর শত শত কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণ ছিন্নভুজ, ছিন্নপাণি, ছিন্নমস্তক ও ছিন্নদেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর বানরসৈন্য কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বজ্রদংষ্ট্রের সমক্ষেই রণে ভঙ্গ দিল।

রাক্ষসগণ বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া অতীব ত্রস্ত হই-য়াছে দর্শন করিয়া প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্রের চক্ষু রোষে রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। সে বানরবাহিনী বিত্রাসিত করিয়া ধনুর্হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সরলগামী এক এক বাণে সাত সাত, আট আট, নয় নয়, পাঁচ পাঁচ বানর বিদ্ধ করিতে লাগিল। শরভিন্নদেহ বানরগণ সকলেই ভীত হইয়া, প্রজাপতির নিকট প্রজাগণের ন্যায়, অঙ্গদের নিকট ধাবিত হইল।

বানরগণ ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া বালিনন্দন ক্রোধে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র আর অঙ্গদ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে মত্ত বারণের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিকল্প সহস্র বাণ মহাবল অঙ্গদের মর্ম্মস্থলে প্রহার করিল। রুধিরাক্ত-কলেবর ভীমপরাক্রম মহাবল বালিপুত্রও বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি এক বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ আসিতেছে দর্শন করিয়া রাক্ষস বেগে উহাকে শতধা ছেদন করিল; বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইল। বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দর্শন পূর্ব্বক বানরশ্রেষ্ঠ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া নিক্ষেপ ও উচ্চৈঃশব্দ করি-লেন। শিলা আসিতেছে দেখিয়া বীর্য্যবান্ বজ্রদংষ্ট্র বেগে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইল। এদিকে অঙ্গদনিক্ষিপ্ত প্রস্তর রণস্থলে উপস্থিত হইয়া, চক্র, কূবর ও অশ্বের সহিত রথ চূর্ণ করিল। অনন্তর অন্য এক বৃক্ষশোভিত শিখর উত্তোলন করিয়া অঙ্গদ রাক্ষসের মস্তকে নিক্ষেপ করি-লেন। সে পরে মূর্চ্ছিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। পরে অবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বালি-পুত্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। তদনন্তর গদা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বানর ও রাক্ষস পরস্পর পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল। প্রহারে শ্রান্ত হইয়া উভয়ে রুধির বমন এবং অঙ্গারক ও বুধের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর পরমতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পুষ্পফলসমন্বিত এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরে উভয়ে কিঙ্কিণীজাললগ্ন কোষমধ্যস্থ বিপুল অসি এবং চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ ও গর্জ্জন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অবনীতে জানু পাতিয়া উভয়ে শ্রমসহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে সঞ্জাত ক্ষতচিহ্ন দ্বারা দুই কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর প্রদীপ্তলোচন কপিকুঞ্জর অঙ্গদ দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় নিমিষমধ্যে লম্ফ প্রদান করিলেন; এবং নির্ম্মল সুশাণিত খড়্গ দ্বারা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন। তাহার দেহ রুধিরে সিক্ত এবং খড়্গাচ্ছিন্ন মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিপর্য্যস্তলোচনে পতিত হইল।

বজ্রদংষ্ট্র নিহত হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ ভয়ে ভীত ও বানরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, বিষণ্ণ ও লজ্জানিবন্ধন ঈষৎ অবনত বদনে লঙ্কামধ্যে ধাবিত হইল।

ইন্দ্রতুল্যপ্রতাপশালী বালিনন্দন ঐ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বানরসৈন্য মধ্যে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের, বানরগণ তেমনি চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া মহাবলের পূজা করিল।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

বালিপুত্র বজ্রদংষ্ট্রকে বিনাশ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে [illegible] দণ্ডায়মান সেনাধ্যক্ষকে কহিলেন, ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ সর্ব্বাস্ত্রপণ্ডিত অকম্পনকে অগ্রে করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুক। আমি জানি অকম্পন যুদ্ধে শত্রুর দমনকর্ত্তা,

এবং নিজগণের রক্ষাকর্ত্তা ও নেতা; সে নিয়ত আমার হিতৈষী, এবং যুদ্ধপ্রিয়; ঐ রাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে জয়, এবং অপরাপর ঘোর বানরদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে, তাহাতে সংশয় নাই।

লঘুবিক্রম মহাবল সেনাধ্যক্ষ রাবণের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সৈন্য চালনা করিল। অনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ ক্রমে নানাস্ত্রধারী ভীমদর্শন ভীষণলোচন রাক্ষসবৃন্দ বহির্গত হইল। তখন মেঘসঙ্কাশ মেঘবর্ণ মেঘরাবী অকম্পন তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত বিপুল রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল। মহাযুদ্ধে দেবগণও তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় নাই, এই জন্য তাহার নাম অকম্পন, আদিত্যের ন্যায় তেজ হেতু বানরগণ তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় ধাবিত হইল; এই সময় তাহার রথবাহী অশ্বসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে যুদ্ধের আমোদে আনন্দিত হইল; কিন্তু তাহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকিল এবং মুখবর্ণ মলিন ও বাক্য গদ্গদ হইয়া আসিল। পরিষ্কার দিবা সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে আরম্ভ করিল; মৃগ পক্ষী সকল অশুভশংসি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। কিন্তু সিংহসদৃশ পৃথুস্কন্ধ শার্দ্দূলসমবিক্রমশালী অকম্পন সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধস্থলে বহির্গত হইল। রাক্ষসগণের সহিত অকম্পন রাক্ষস বহির্গত হইলে পর, যেন মহাসাগর ক্ষোভিত করিয়া মহাশব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহতী বানরী-চমূ চকিত হইয়া ক্রমশৈল হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর মহাভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষস ও বানর গণ রাবণ ও রামের জন্য দেহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষস সকলেই অতি বলশালী, সকলেই শূর, এবং সকলেই পর্ব্বতাকার, পরস্পরের প্রাণ হরণ জন্য চেষ্টা এবং মহারোষে গর্জ্জন করিতে থাকিল। শ্রান্ত হইতে লাগিল,

তাহারা বেগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহাক্রোধে গর্জ্জন করিতেছে। বানর ও রাক্ষসগণ কর্তৃক উত্থাপিত হইয়া অরুণবর্ণ ভয়ংকর বিপুল ধূলি দশ দিক রোধ করিল। রণস্থলে সেই ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণী সকল কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি গজ, কি বাজী, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি রথ, সেই ধূলিবশতঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরস্পর আক্রমণ করিয়া যোধগণ যে মহাশব্দ করিতে লাগিল, কেবল তাহাই শ্রুত হইল, কাহারও রূপ দৃষ্ট হইল না। অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বানরগণ বানর ও রাক্ষসগণ রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল। এই রূপে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর ও রাক্ষসগণ রুধিরে মেদিনী পঙ্কিল করিয়া তুলিল। অনন্তর রুধিরধারায় সিক্ত হইয়া ধূলি নিবারিত হইল। পৃথিবী শবদেহে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। বৃক্ষ, শক্তি, গদা; প্রাস এবং শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা রাক্ষস ও বানরগণ পরস্পরকে বেগে বিনাশ করিতে লাগিল। ভীমকর্ম্মা বানরগণ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগকে বধ করিল। প্রাসতোমরধারী রাক্ষসগণও ক্রুদ্ধ হইয়া পরম দারুণ বিবিধ শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে সংহার করিল। রাক্ষসগণের সেনাপতি অকম্পন ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। বানরগণও আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে থাকিল। এই সময়ে বীর কুমুদ, নল ও মৈন্দ বানর মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল। এই কয় মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসসৈন্যের অগ্রভাগে বৃক্ষ দ্বারা বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিল। অকম্পনের আজ্ঞায় বিবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসগণও নানা অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরসৈন্য মন্থন করিল।

—:০:—

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বানরেরা অতি অদ্ভুত কার্য্য করিল দর্শন করিয়া অকম্পন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শত্রুর কার্য্য দর্শনে ক্রোধপূর্ণ-মূর্ত্তিতে প্রধান ধনু কম্পিত করিয়া সারথিকে কহিল, সারথে! ঐ বলবান্ ভীষণকোপ বানরগণ দ্রুমশৈল হস্তে লইয়া আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল যুদ্ধশ্লাঘী বানরকে আমি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; দেখিতেছি, উহারা সমস্ত রাক্ষসসৈন্য মন্থন করিতেছে।

অনন্তর সারথি অশ্ব চালনা করিল; অকম্পন রথারূঢ় হইয়া দূর হইতেই শরজাল দ্বারা বানরবাহিনী আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেও পারিল না। অকম্পনের শরে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সকলেই পলায়ন করিল।

স্বজাতিদিগকে অকম্পনের শরে কাতর ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী দর্শন করিয়া মহাবল হনুমান্ অগ্রসর হইলেন। সেই মহাবলকে দর্শন করিয়া, বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। হনুমান আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, দর্শন করিয়া, বলবানের আশ্রয় পাইয়া তাহাদিগের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে অকম্পন, ধারা দ্বারা মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায়, শরবর্ষণ দ্বারা হনুমানকে আচ্ছন্ন করিল। মহাবল হনুমান্ শরীরপতিত সেই শরবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া অকম্পনকে বিনাশ করিবার মন করিলেন। পবননন্দন মহাতেজা হনুমান্ উচ্চৈঃহাস্য পূর্ব্বক যেন মেদিনী কম্পিত করিয়া উহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি তেজে প্রদীপ্ত হইয়া যখন শব্দ করিতে লাগিলেন, তখন প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি দুষ্প্রেক্ষ্য হইয়া উঠিল। বানরশ্রেষ্ঠ আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে এক শৈল উৎপাটন করিলেন। এক হস্তে ঐ মহাশৈল ধারণ করিয়া

বীর্য্যবান্ মারুতি মহাশব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। পরে, পুরাকালে বাসব যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অকম্পনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অকম্পন দূর হইতে সেই মহাশৃঙ্গ দর্শন করিয়াই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা উহা বিদারণ করিল। রাক্ষসের বাণে বিদারিত গিরিশৃঙ্গ আকাশমার্গে বিকীর্ণ ও ভূতলে পতিত হইল দর্শন করিয়া হনুমান কুণ্ঠিত হইলেন। এবংক্রোধ ও দর্পে এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাশৈল সদৃশ সমুন্নত ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন। মহাদ্যুতি হনুমান্ মহাস্কন্ধসম্পন্ন সেই অশ্বকর্ণ ধারণ করিয়া পরম আনন্দসহকারে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন, এবং পাদন্যাসে পৃথিবী কম্পিত করিয়া ধাবন পূর্ব্বক বেগে অনেক বৃক্ষ নিপাতন করিলেন। আরোহীর সহিত বিস্তর গজ; রথীর সহিত বিস্তর রথ এবং বিস্তর ভয়ানক পদাতিক রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। ক্রমহুষ্ট হনুমানকে সাক্ষাৎ প্রাণহারী ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় দর্শন করিয়া রাক্ষসেরা পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর বীর অকম্পন রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হনুমানকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাশব্দ করিল। সে দেহবিদারণ চতুর্দ্দশ নিশিত বাণে মহাবীর্য্য হনুমানকে নির্দ্দয় রূপে বিদ্ধ করিল। হনুমান নারাচ ও শাণিত শক্তি সকলের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া জাতবৃক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। পুষ্পিত অশোক, ও নির্ধূম পাবকের ন্যায় মহাকায় মহাবল মহাবীর্য্য মারুতির শোভা হইল। অনন্তর তিনি আর এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া মহাবেগে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন। ক্রুদ্ধ মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ যেমন পড়িল, অমনি মরিল।

রাক্ষসপ্রধান অকম্পনকে ভূমিপতিত দর্শন করিয়া, রাক্ষসগণ, ভূমিকম্পে বৃক্ষরাজির ন্যায় বিচলিত হইল; এবং

পরাজিত হইয়া সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কামধ্যে ধাবিত হইল; বানরগণও তাহাদিগের অনুসরণ করিল। ভগ্ন-দর্প ও পরাজিত হইয়া রাক্ষসেরা শ্রমজনা ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বিস্রস্ত কেশে ধাবিত হইল; পরস্পরকে মন্থন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বারম্বার পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাক্ষসগণ এইরূপে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে পর মহাবল বানর গণ সকলে একত্রিত হইয়া হনুমানের পূজা করিতে লাগিল। বিজয়ী উদারচেতা হনুমানও অনুকূল হইয়া সকলের প্রতিপূজা করিলেন। বানরগণ, যাহার যত বল ছিল, উচ্চৈঃশব্দ, এবং জীবিত রাক্ষসদিগকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল।

অতুলবলশালী ভীষণ দানবকে সংহার করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় হনুমান সেনার অগ্রে বীরশোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন দেবগণ, স্বয়ং রামচন্দ্র, অতিবল লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান বানর ও মহাবল বিভীষণ হনুমানের যথেষ্ট সমাদর করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অকম্পনের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ঈষৎ ম্লান বদনে মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরে ক্ষণকাল চিন্তা ও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ পূর্ব্বাহ্নে সেনানিবেশ সকল পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত লঙ্কানগরীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলেন। দেখিলেন রাক্ষসগণ লঙ্কা রক্ষা করিতেছে; অনেক স্থানে সৈন্য সংস্থাপিত এবং ধ্বজ পতাকার শ্রেণী সজ্জিত হইয়াছে। কিন্তু নগরী অবরুদ্ধ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রণপণ্ডিত প্রহস্তকে নিজের হিত বাক্য বলিলেন;—শত্রুগণ অতি নিকটে উপনিবেশ করাতে নগরী সহসা পীড়িত হইয়াছে; হে রণনিপুণ! যুদ্ধ ভিন্ন আমি

ইহার উদ্ধারের অন্য উপায় দেখিতেছি না। আমি, কি কুম্ভকর্ণ, কি আমার সেনাপতি তুমি, কিম্বা ইন্দ্রজিৎ, কি নিকুম্ভই, এই প্রকার ভার বহন করিতে পারে। অতএব যথায় বানরেরা অবস্থিতি করিতেছে, তুমি সেনা লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক, তথায় গমন কর। তুমি বহির্গত হইলেই, গর্জ্জনকারী রাক্ষসেন্দ্রদিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরসৈন্য বিচলিত হইয়া পলায়ন করিবে। বানরগণ চপল, অশিক্ষিত ও অস্থিরমতি; হস্তী সিংহশব্দের ন্যায় তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে পারিবে না। প্রহস্ত সেই বানরসৈন্য পলায়ন করিলে পর, রাম অবশ ও নিরাশ্রয় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশবর্ত্তী হইবে। যুদ্ধে মৃত্যু অনিশ্চিত; কিন্তু ইষ্ট নিশ্চিত; তোমার যদি অন্যথা বোধ হয় ত ব্যক্ত কর।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি প্রহস্ত, শুক্রাচার্য্য যেমন অসুররাজকে, তেমনি রাক্ষসরাজকে বলিল; রাজন্! পূর্ব্বে আমরা ত নিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদিগের বিরোধই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সীতাকে প্রদান করিলে মঙ্গল, আর প্রদান না করিলে যুদ্ধ, ইহা ত আমি তখনই বলিয়াছিলাম। আপনি দান মান ও বিবিধ মিষ্ট বাক্য দ্বারা নিয়ত আমার সমাদর করিয়াছেন; এক্ষণে সমরে আপনার হিতসাধন কেন না করিব? জীবন কি স্ত্রীপুত্র, কিছুই আমার রক্ষা করা উচিত নহে; দেখুন, আমি আপনার জন্য সমরে সমস্ত বিসর্জ্জন করিব।

সেনাপতি প্রহস্ত প্রভু রাবণকে এই কথা বলিয়া, সম্মুখস্থিত বলাধ্যক্ষদিগকে বলিল। শীঘ্র মহতী রাক্ষসীসেনা আমার নিকট আনয়ন কর। আজ ক্রব্যাদ পক্ষিগণ রণস্থলে আমার বাণবেগ দ্বারা নিহত বানরদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলাধ্যক্ষগণ সত্বর হইয়া সেই

রাক্ষস ভবনে সৈন্য চালনা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে লঙ্কা নানাস্ত্র-ধারী হস্তিপ্রেক্ষ্য ভয়ংকর রাক্ষসগণে সমাকুল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন; বায়ু সেই ঘৃতগন্ধ আহরণ পূর্ব্বক সুগন্ধিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিল। রাক্ষসগণ মন্ত্রপূত বিবিধ মাল্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, বর্ম্ম ও কবচধারী রাক্ষসেরা বেগে আগমন করিয়া, রাজা রাবণকে দেখিয়া প্রহস্তের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল।

অনন্তর প্রহস্ত রাজাকে আমন্ত্রণ ও মহা ভৈরব ভেরী বাদন করিয়া, সজ্জিত দিব্য রথে আরোহণ করিল। ঐ রথে মহাবেগশালী অশ্বচতুষ্টয় যোজিত; উহার সারথি অতি নিপুণ; উহা সুসংবদ্ধ, মেঘের ন্যায় উহার শব্দ; সাক্ষাৎ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি, এবং বরূথ ও অবস্কর অতি সুন্দর; সর্পধ্বজ হেতু উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য; উহা কিঙ্কিণীজালে বেষ্টিত হইয়া সৌন্দর্য্যে যেন হাস্য করিতেছে।

রাবণের আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত এইরূপে রথারোহণ পূর্ব্বক মহতীসেনাসমভিব্যাহারে লঙ্কা হইতে সত্বর বহির্গত হইল। সেনাপতি যাত্রা করিলে, মেঘের ন্যায় দুন্দুভির শব্দ, বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের শব্দ ও শঙ্খের শব্দ, যেন পৃথিবী পূর্ণ করিয়া, শ্রুত হইতে লাগিল। ভীমরূপী মহাকায় রাক্ষস সকল ঘোর শব্দ করিয়া প্রহস্তের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত; প্রহস্তের এই কয় জন অমাত্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। গজযূথসঙ্কাশ মহাসৈন্য ভীমব্যূহে ব্যূহিত করিয়া, প্রহস্ত পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। সাগর-প্রবাহসন্নিভ মহাসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া প্রহস্ত ক্রুদ্ধ কালান্তক যমের ন্যায় নির্গত হইল। তাহার নির্য্যাণ শব্দ ও রাক্ষসদিগের হুঙ্কার শব্দ, শ্রবণ করিয়া, লঙ্কার যাবদীয় প্রাণী বিকট শব্দ করিতে লাগিল। মাংসশোণিতভোজী পক্ষী সকল মেঘহীন

আকাশমণ্ডলে রথের উপরিভাগে বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শিবা সকল অগ্নিজ্বালা উদ্গীরণ করিয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাপাত ও প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকিল। পরস্পরের দ্বারা উপরক্ত হইয়া, গ্রহগণের প্রকাশ রহিল না। মেঘ সকল কর্কশ গর্জ্জন করিয়া, রাক্ষসের রথের উপর রুধির বর্ষণ এবং উহার অগ্রচারী সৈন্যদিগকে সিক্ত করিতে লাগিল। গৃধ্র দক্ষিণ মুখে রথের অগ্রভাগে বিলীন হইয়া নিজদেহের উভয় পার্শ্ব কণ্ডূয়ন করত রাক্ষসের সমস্ত প্রভা হরণ করিল। রণক্ষেত্রে অবগাহনার্থ যাত্রাকারী অশ্বচালক সারথির হস্ত হইতে অনেক বার রশ্মি পতিত হইল। নির্য্যাণ সময়ে যে সুদুর্লভ ভাস্বর শোভা হইয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই সমস্ত নষ্ট হইল; এবং ঘোটক সকলের মুহুর্মুহু পাদস্খলন হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রখ্যাতবলপৌরুষ প্রহস্ত রণস্থলে উপস্থিত হইলে পর, নানাস্ত্রধারী কপিসেনা যুদ্ধার্থ তাহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা বৃক্ষ, প্রস্তর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বেগবান্, সমর্থ, পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী উভয় রাক্ষস ও বানরসৈন্য উচ্চৈঃশব্দ করিয়া পরস্পর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে এক তুমুল শব্দ কর্ণগোচর হইতে থাকিল।

অনন্তর মুমূর্ষু শলভ যেমন অগ্নিমধ্যে, দুর্ম্মতি প্রহস্ত তেমনি বিজয়াকাঙ্ক্ষায় অতিবেগে বানরীসেনা মধ্যে প্রবেশ করিল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রণোদ্যোগী প্রহস্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, শত্রুদমন রামচন্দ্র, সহাস্যবদনে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই অতি-প্রকাণ্ডশরীর প্রভূত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া মহাবেগে

আগমন করিতেছে, ইহার বল এবং পৌরুষই বা কিরূপ? হে মহাবাহো! আমায় এই বীর্য্যবান্ রাক্ষসের পরিচয় দান কর।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিলেন, এই রাক্ষস রাবণের সেনাপতি, ইহার নাম প্রহস্ত; লঙ্কায় রাক্ষস-রাজের যত সৈন্য আছে, তাহার তিন ভাগ ইহার সঙ্গে আগমন করিয়াছে। প্রহস্ত বীর্য্যবান্, অস্ত্রজ্ঞ ও শূর; ইহার পরাক্রম অতীব বিখ্যাত॥

অনন্তর বানরীসেনা রণক্ষেত্রে সমাগত রাক্ষসসৈন্যবেষ্টিত অতি মহাকায় প্রহস্তকে গর্জ্জন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিগর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে রাক্ষসগণ বিজয়েচ্ছায় বানর-দিগের প্রতি ধাবিত হইলে, তাহাদিগের হস্তে ধৃত শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পরিঘ, প্রাস, বিবিধ পরশু ও বিচিত্র শরাসন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। বানরেরাও যুদ্ধবাসনায় বিবিধ পুষ্পিত পাদপ, গিরি ও বিপুল দীর্ঘ শিলা গ্রহণ করিল। পরক্ষণেই পরস্পর মিলিত হইয়া, প্রস্তর ও বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বহু বানর বহু রাক্ষসের এবং বহু রাক্ষস বহু বানরের প্রাণ হরণ করিল। কেহ কেহ শূল দ্বারা মথিত, কেহ কেহ পরিঘ দ্বারা আহত, আর কেহ কেহ চক্র, কেহ কেহ বা পরশু দ্বারা ছিন্ন হইল। কতক শ্বাসশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত, আর কতক বাণক্ষেপ দ্বারা খণ্ডিত হইল। কেহ কেহ খড়্গ দ্বারা দ্বিধাকৃত ও ভূপতিত হইয়া উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। বানরেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া পাদপ ও গিরিশৃঙ্গ দ্বারা দলে দলে রাক্ষসদিগকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিল। অনেক রাক্ষস বজ্রস্পর্শসদৃশ মুষ্টিও করতল দ্বারা আহত হইয়া প্রভূত রুধির বমন করিতে থাকিল; তাহাদিগের দশনপংক্তি উন্মুক্ত ও চক্ষু বিবৃত হইয়া পড়িল। বানর ও রাক্ষসগণের আর্ত্ত-নাদ ও সিংহনাদে রণস্থলে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। বিবৃতমুখ ক্রূর রাক্ষস ও বানরগণ পরাঙ্মুখ না হইয়া, সাহসের কার্য্য

করিতে থাকিল। নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ ও সমুন্নত, প্রহস্তের এই কয় অমাত্য সকলেই বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। তাহারা বেগে আক্রমণ করিয়া বানরদিগকে সংহার করিতেছে, দর্শন পূর্ব্বক দ্বিবিদ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা তন্মধ্যে নরান্তকের প্রাণ হরণ করিল। পরে দুর্ম্মুখ বিপুল বৃক্ষ হস্তে লম্ফ প্রদান করিয়া বিপুল ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুন্নতকে পুতিয়া ফেলিল। তেজস্বী জাম্ববান্ও ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক মহানাদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শেষে তার কুম্ভহনুকে আক্রমণ করিয়া এক সাল বৃক্ষের আঘাতে তাহার প্রাণ পৃথক করিল। এই ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়া রথস্থিত ধনুষ্পাণি প্রহস্ত ভয়ংকররূপে বানরবিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন উভয়সেনামধ্যে ক্ষুভিত অনন্ত সাগরের আবর্ত্তের ন্যায় শব্দ উঠিল। রণদুর্ম্মদ প্রহস্ত রাক্ষস ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া মহাযুদ্ধে অসংখ্য শরধারা বর্ষণ করিয়া বানরদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের অতিপ্রকাণ্ড শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া ধরাতল পর্ব্বতব্যাপ্তের ন্যায় লক্ষিত হইল। চৈত্রমাসে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষে আচ্ছন্ন হইলে যেরূপ হয়, রুধিরপ্রবাহে আপ্লুত হইয়া মেদিনীর সেইরূপ শোভা হইল। রণভূমি যমসদনরূপ সাগরবাহিনী নদীর ন্যায় হইয়া উঠিল; নিহত বীরগণ উহার বেলাভূমি ভগ্ন অস্ত্র শস্ত্র সকল উহাতে মহাবৃক্ষ; শোণিতপ্রবাহ উহার গভীর জল; যকৃৎ ও প্লীহা উহার মহাপঙ্ক; বিস্রস্ত অস্ত্র সকল উহার শৈবাল; খণ্ডিত শরীর ও মুণ্ড সকল উহার মীন; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উহার শাদ্বল; গৃধ্রগণ উহার হংস; কঙ্কগণ উহার সারস; মেদ উহার ফেণ ও আর্ত্তজনের চীৎকার উহার কোলাহল; গ্রীষ্মাবসানে গজযূথপতি সকল যেমন হংস সারস-নিষেবিতা পদ্মপরাগপূরিতা পদ্মশ্রেণীবিরাজিতা নদী পার হয়, রাক্ষস ও বানরবীরগণ তেমনি কাপুরুষজনের দুস্তর ঐ অপার নদী পার হইতে লাগিল।

অনন্তর নীল দেখিলেন, রথারূঢ় প্রহস্ত সবলে বাণজাল বিস্তার করিয়া বানরসেনা বিনাশ করিতেছে। দর্শনমাত্র, আকাশোত্থিত প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘের, তিনি তেমনি প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে সেনাপতি ধন্বিশ্রেষ্ঠ প্রহস্ত আদিত্যবর্ণ রথযোগে নীলেরই প্রতি ধাবিত হইল, এবং ধনু বিস্ফারণ করিয়া শতশত বাণ পরিত্যাগ করিল। স্থিরলক্ষ্য মহাবেগ বাণ সকল নীলের দেহে পতিত হইয়া মর্ম্মভেদ করিয়া, ক্রুদ্ধ সর্পসকলের ন্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল। বীর্য্যবান্ মহাকপি নীল, পাবকোপম শাণিত শরসমূহদ্বারা তাড়িত হইয়া, এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, আক্রমণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ প্রহস্তকে প্রহার করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানর সেনাপতির উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মা রাক্ষসের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে না পারিয়া নীল, শরৎ কালে বৃষ যেমন সবেগ বর্ষণ সহ্য করে, তেমনি নিমীলিতলোচনে প্রহস্তের ঐ সুদারুণ শরবর্ষণ সহ্য করিলেন। সহ্য করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল মহাত্মা নীল প্রহস্তকে এক সালবৃক্ষের আঘাত করিলেন। তদনন্তর দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সেই দুরাত্মার ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বিহীন হইয়া সেনাপতি নীল ভয়ংকর মুসল ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিল। অনন্তর রুধিরলিপ্তাঙ্গ দুই বলবান্ সেনাপতি আতবৈর হইয়া ভিন্নকট দুই গজের ন্যায় পরস্পর অভিমুখে অবস্থিতি করিলেন। পরে সিংহশার্দ্দূল বিক্রান্ত সিংহশার্দ্দূল সদৃশ উভয়ে পরস্পর দংষ্ট্রা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিজয় প্রাপ্ত; উভয়েই সমরে অপরাঙ্মুখ; বৃত্র ও বাসবের ন্যায় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন। অনন্তর পরমোদ্যোগী প্রহস্ত নীলের ললাটে মুষলাঘাত করিল; ললাট হইতে শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। মহাকপি নীল সর্ব্বাঙ্গে শোণিতে লিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, এক মহা-

বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। প্রহস্ত সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া মহা মুষল ধারণ পূর্ব্বক বলবান্ নীল বানরের প্রতি ধাবিত হইল। তাহাকে ক্রোধভরে বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া মহাবেগ মহাকপি নীল, এক মহাশিলা গ্রহণ এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মুষলযোধী প্রহস্ত মুষলাঘাত না করিতে করিতে ঐ শিলা তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। নীলবানরমুক্তা ভাস্বরীমহতী শিলা পতন মাত্র প্রহস্তের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিল। প্রহস্ত গতপ্রাণ, গতশ্রীক, গতচেতন ও গতসংজ্ঞ হইয়া, মূলচ্ছিন্ন পাদপের ন্যায়, সহসা ভূমিতে পতিত হইল। তাহার ভগ্নশির হইতে প্রভূত শোণিত স্রাব হইতে লাগিল; গিরিপ্রস্রবণের ন্যায় শরীর হইতেও রুধিরধারা সকল প্রবাহিত হইতে থাকিল।

প্রহস্ত নিহত হইলে পর সেই অপ্রকম্প্য রাক্ষসসৈন্যের অবশিষ্ট ভাগ লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল, সেনাপতির বিনাশে সেতুভঙ্গে সলিলের ন্যায় আর অবস্থিতি করিতে পারিল না।

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজের ভবনে গমন করিল; এবং তথায় চিন্তান্বিত ও বাকশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, অসহ্য শোকার্ণবে পতিত হইয়া তাহারা যেন চেতনশূন্য হইয়াছিল।

এদিকে মহাবল যূথপতি নীল বিজয়ী হইয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন; রাম লক্ষ্মণ তাঁহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার আকৃতি আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ঊনষষ্টি সর্গ।

বানরসেনাপতি রাক্ষসসেনাপতিকে বিনাশ করিলে পর, ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য সাগরপ্রবাহের ন্যায় বেগে

রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, অগ্নির পুত্র সেনাপতিকে সংহার করিয়াছে। তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন।

প্রহস্ত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ ও মনোমধ্যে শোকে পরিপূর্ণ হইয়া, ইন্দ্র যেমন দেবাধিপতিদিগকে, তেমনি রাক্ষসযূথপতিদিগকে কহিলেন, শত্রুরা যখন অমাত্যাদি অনুজীবী ও হস্তীর সহিত আমার ইন্দ্রসৈন্যবিনাশন সেনাপতিকে বিনাশ করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না। অতএব আর কোন বিবেচনা না করিয়া আমি নিজেই শত্রুবিনাশ ও বিজয়লাভ জন্য সেই অদ্ভুত রণক্ষেত্রে গমন করিব। দীপ্তাগ্নি দ্বারা বনের ন্যায় এখনই আমি বাণরাশি দ্বারা সেই বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে দগ্ধ করিব।

ইন্দ্রশত্রু রাবণ এই কথা বলিয়া উৎকৃষ্ট ঘোটকরাজযোজিত প্রভাশালী প্রজ্বলিত পাবককান্তি রথে আরোহণ এবং যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাজিয়া উঠিল; আস্ফোটন ও ক্ষেড়নের শব্দ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল; বন্দিগণ মঙ্গল স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজ পর্ব্বত ও মেঘসঙ্কাশ, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্তলোচন মাংসাশী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণবেষ্টিত দেবদেব রুদ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। অনন্তর নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মহাতেজা রাক্ষসেশ্বর দর্শন করিলেন, প্রচণ্ড বানরসৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া, বৃক্ষ ও শিলা ধারণ করিয়া, মহাসাগর ও মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে।

সৈন্যগণ-বেষ্টিত বিপুলকান্তি ভুজগরাজবাহু শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, নানা ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র সম্পন্ন, প্রাস, অসি, শূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী নির্ভীক যোধগণ সহিত এই অক্ষোভ্য সৈন্য কাহার?

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমবীর্য্য বিভীষণ রামকে

সেই মহাত্মা রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগের মহাসৈন্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, রাজন্! ঐ যে নবোদিত ভাস্করের ন্যায় লোহিত বদন হস্তিশিরা মহাত্মা মেদিনী কম্পিত করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আগমন করিতেছে, উহার নাম অকম্পন। ঐ যে রাক্ষসপ্রধান ইন্দ্র-ধনুসদৃশ ধনু কম্পিত করিয়া সিংহধ্বজ রথে অবস্থিতি করিতেছে; যাহার ভীষণ দন্ত বহির্গত হইয়া রহিয়াছে,উহার নাম ইন্দ্রজিৎ। ঐ যে বিন্ধ্য, অস্ত ও মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায় মহাকায় অতিরথ অতিবীর রথে অবস্থিত হইয়া অতুল্যপ্রমাণ শরাসন বিস্ফারণ করিতেছে, উহার নাম অতিকায়; শরীর প্রকাণ্ড বলিয়া উহার এই নাম হইয়াছে। ঐ যে নবোদিতসূর্য্যসমরক্তলোচন মহাত্মা বীর ঘণ্টানিনাদসম্পন্ন ক্রূরস্বভাব গজে আরোহণ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, উহার নাম মহোদর। ঐ যে সুবর্ণময় আভরণে ভূষিত, সন্ধ্যাভ্রমণ্ডিত-গিরিপ্রেক্ষ্য অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রভা-ব্যাপ্ত প্রাসাস্ত্র উদ্যত করিয়া আছে, উহার নাম পিশাচ; উহার বেগ বজ্রের সমান। ঐ যে বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত শূল গ্রহণ পূর্ব্বক তুচ্ছীকৃতবজ্রবেগ শশিপ্রভ বৃষে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছে, উহার নাম ত্রিশিরা; ত্রিশিরার নাম অতি বিখ্যাত। ঐ যে স্থূলবিস্তৃতবক্ষা দৃঢ়কায় জীমূতসঙ্কাশ তেজস্বী ধনু বিস্ফারণ ও কম্পিত করিয়া গরুড়ধ্বজ রথে আগমন করিতেছে, উহার নাম কুম্ভ। ঐ যে রাক্ষস সুবর্ণ ও মণি রত্নে খচিত উজ্জ্বল সধূম পরিঘ গ্রহণ করিয়া সৈন্যের ধ্বজের ন্যায় আগমন করিতেছে, উহার নাম নিকুম্ভ, উহার বীর্য্য ও কার্য্য অদ্ভুত। ঐ যে ধনু এবং রাশি রাশি বাণে পরিপূরিত, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, পতাকামণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বোপরি লক্ষিত হইতেছে, উহার নাম নরান্তক। প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত না হইলে, নরান্তক গিরিশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ যাঁহার নেত্র সকল বিরক্ত; যিনি নানাবিধ ঘোররূপী ব্যাঘ্রবদন, উষ্ট্রবদন, সর্পবদন, গজবদন ও অশ্ববদন ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন,

উনি দেবগণেরও দর্পহারক। ঐ যে স্থানে শশিপ্রভ সূক্ষ্মশলাক শ্বেতছত্র প্রকাশ পাইতেছে, মহাত্মা রাক্ষসরাজ ভূতগণে পরিবৃত হইয়া ঐ স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ কিরীটধারী, চলকুণ্ডলশোভিতবদন পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের ন্যায় মহাকায় ইন্দ্র এবং বরুণেরও দর্পহরণকর্ত্তা রাক্ষসাধিপতি ঐ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

অনন্তর অরিন্দম রাম বিভীষণকে কহিলেন, অহো, রাক্ষসরাজ রাবণের কি অদ্ভুত তেজ! কি অদ্ভুত দীপ্তি! রশ্মিজাল নিবন্ধন সূর্য্যের ন্যায় রাবণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য। তেজে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি উহার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না। রাবণের দেহ যে প্রকার প্রকাশ পাইতেছে, আমার বোধ হয়, দেব ও দানববীরদিগের দেহ এই প্রকার হইবে। মহাত্মার সমভিব্যাহারী যোধগণের সকলেই পর্ব্বতসঙ্কাশ; সকলেই পর্ব্বতশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধকারী, এবং সকলেই প্রদীপ্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী। রাক্ষসরাজ মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি ভীষণদর্শন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া আছেন। যাহা হউক্, ভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আজ আমি সীতাহরণজনিত কোপ ইহার উপর পাতিত করিব।

এই কথা বলিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে, ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উৎকৃষ্ট বাণ যোজনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাত্মা রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাইয়া পুরদ্বার, মহাপথ, প্রাসাদ ও বহিঃপ্রাসাদ সকলে নির্ভীকচিত্তে সুখে অবস্থিতি কর। তোমরা সকলেই আমার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছ, এই অবসর জানিতে পারিলে, বানরগণ সমবেত হইয়া দুষ্প্রবেশশূন্যপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিবে।

এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ বিশেষ বিশেষ অমাত্যদিগকে বিদায় করিলেন, এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলে পর, বানরসাগরের প্রবাহ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন মহাসাগরের বেগ মহাঝষসঙ্কুল তরঙ্গ সকল ভগ্ন করে।

প্রদীপ্ত-ধনুঃশরধারী রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দর্শন করিয়া বানররাজ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং বহুবৃক্ষসম্পন্ন ঐ শৃঙ্গ নিশাচরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ শৃঙ্গ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাবণ সুবর্ণপুঙ্খ বাণগণ দ্বারা সত্বর উহা ছেদন করিলেন। বহুপ্রকাণ্ডবৃক্ষসম্পন্ন শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে পর রাক্ষসরাজ মহাসর্পসদৃশ যমোপম এক বাণ সন্ধান করিলেন; এবং রুষ্ট হইয়া, সুগ্রীবের বিনাশার্থ বায়ুবেগ সস্ফুলিঙ্গ পাবকপ্রতিম ইন্দ্রাশনিসমবেগ ঐ বাণ সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কার্ত্তিকেয়নিক্ষিপ্ত শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিল, রাবণের বাহুত্যক্ত ঐ বাণ তেমনি বজ্রের ন্যায় কঠিনদেহ সুগ্রীবকে বিদ্ধ করিল। বীর সুগ্রীব বাণাঘাতে কাতর ও অচেতন হইয়া চিচিকূচী শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, ঋষভ, জ্যোতির্ম্মুখ, ও নল এই সকল মহাকায় বানর শৈল উত্তোলন করিয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইল। রাক্ষসাধিপতি শাণিতাগ্র শতবাণ দ্বারা তাহাদিগের প্রহার ব্যর্থ এবং সুবর্ণবিচিত্রিতপুঙ্খ বাণজাল দ্বারা সেই বানরাধিপতিদিগকেও বিদ্ধ করিলেন। তাহারা রাবণের বাণে নিপীড়িত, আহত ও পতিত হইল; এবং ভয়রূপ শল্যে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রামের শরণাগত হইল। অমনি ধানুষ্ক রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আগ্রহসহকারে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনি

ত এই দুরাত্মাকে বধ করিতেই পারিবেন ; কিন্তু আমায় অনুমতি করুন ; আমি এই নীচকে সংহার করিব।

সত্যপরাক্রম মহাতেজা রাম তাঁহাকে উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ! যাও, কিন্তু যুদ্ধে অতি সাবধান হইবে, তাহার ছিদ্র অন্বেষণ এবং নিজ ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সাবধান হইয়া চক্ষু ও ধনু এই উভয় দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবে। রাবণ মহাবীর্য্যশালী ; রণে উহার পরাক্রম অদ্ভুত। ক্রুদ্ধ হইলে সে ত্রিলোকেরও অসহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৌমিত্রি তাঁহাকে আলিঙ্গন, পূজা ও অভিবাদন করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। দেখিলেন, রাবণের বাহু হস্তিশুণ্ডাকার, তিনি ভীষণ শরাসন উদ্যত করিয়া, শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক, বানরদিগকে আচ্ছাদন করিতেছেন, বানরদেহ সকল বিদ্ধ হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

রাবণকে দর্শন করিয়া মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং রাবণের রথে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ভীত করিয়া কহিলেন, তুই বর লাভ করিয়াছিস্ বটে যে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি রাক্ষসের হস্তে মরিবি না। কিন্তু বানরের নিকট তোর পরিত্রাণ নাই। এই আমি পঞ্চপল্লব দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়াছি, বহুকাল তোর দেহে যে অন্তরাত্মা বাস করিয়াছেন, আজ এই বাহু তোর দেহ হইতে তাঁহাকে দূর করিবে।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীষণবিক্রম রাবণের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, শীঘ্র নির্ভয়ে আমায় প্রহার কর্, চিরকালের জন্য যশোপার্জ্জন কর্, বানর! অগ্রে তোর বিক্রমের পরিচয় লইয়া, পরে আমি তোকে বিনাশ করিব।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন উত্তর করিলেন,

স্মরণ কর্, ইতিপূর্ব্বে আমি তোর পুত্র অক্ষকে সংহার করিয়াছি।

এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বীর্য্যবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানকে চপেটাঘাত করিলেন। হনুমান চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বারম্বার ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, এই ভাবে মুহূর্ত্ত-মাত্র অবস্থিতি করিয়াই প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামতি ক্রোধভরে অমরশত্রু রাবণকে চপেটাঘাত করিলেন। মহাত্মা বানরের চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া, দশগ্রীব ভূকম্পে অচলের ন্যায়, কম্পিত হইতে থাকিলেন। রণস্থলে করতলাহত রাবণকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ঋষি, বানর ও সিদ্ধ, এবং সুরাসুর সহিত দেবগণ আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাবণ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর! সাধু সাধু; বীর্য্যে তুই আমার প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতি উত্তর করিলেন, রাবণ! তুই যখন এখনও জীবিত রহিয়াছিস্, তখন আমার বীর্য্যে ধিক্; রে দুর্ব্বুদ্ধে! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ কেন; এক-বার প্রহার কর; পরেই আমার মুষ্টি তোকে যমালয়ে লইয়া যাইবে।

মারুতির বাক্যে রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত এবং নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; বীর্য্যবান্ সযত্নে দক্ষিণ মুষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া বান-রের বক্ষস্থলে বেগে পাতিত করিলেন। বিশাল বক্ষস্থলে আহত হইয়া হনুমান্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মহাবল হনুমান্‌কে বিহ্বল দর্শন করিয়া, অতিরথ রাক্ষসাধিপতি প্রতাপবান্ দশগ্রীব রাবণ রথারোহণে শীঘ্র নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন; এবং অরাতিমর্ম্মবেধন পন্নগোপম বাণগণ দ্বারা বানরসেনাপতি নীলকে প্রদীপিত করিলেন। বানরসেনাপতি নীল শর-জালে বিদ্ধ হইয়া এক হস্তে এক শৈলশিখর রাক্ষসরাজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে হনুমানও আশ্বস্ত হইয়া, যুদ্ধার্থ সরোষে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত কহিলেন; রাক্ষসরাজ নীলের

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; অন্যের সহিত যুদ্ধকারীকে আক্রমণ করিতে নাই।

এদিকে মহাতেজা রাবণ পূর্ব্বোক্ত গিরিশৃঙ্গে সমস্ত তীক্ষ্ণাগ্র বাণ আঘাত করিলেন, শৃঙ্গ চূর্ণীকৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইল। গিরিশৃঙ্গ বিধ্বস্ত হইল দর্শন করিয়া শত্রুনিহন্তা বানর-সেনাপতি কোপে কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধস্থলে পুষ্পিত অশ্বকর্ণ, ধব, সাল, চূত ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রাবণ সমুদায় ছেদন এবং অগ্নিনন্দনকে বাণবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। মেঘ হইতে বর্ষণের ন্যায়, ধারাবর্ষণ দ্বারা অভিবৃষ্ট হইয়া, মহাবল নীল, দেহ ক্ষুদ্র করিয়া রাবণের ধ্বজাগ্রে পতিত হইলেন। অনলতনয়কে ধ্বজাগ্রে অবস্থিত দর্শন করিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; নীলও সিংহনাদ করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম নীলকে এই ধ্বজাগ্রে, এই ধনুকের অগ্রে, এবং এই কিরীটাগ্রে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মহাতেজা রাবণও কপির লাঘবদর্শনে বিস্মিত হইয়া অদ্ভুত প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন। বানরগণ যুদ্ধে রাবণকে নীলের লাঘবজন্য ব্যস্ত ব্যস্ত দর্শন করিয়া আনন্দের হেতু পাইয়া আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল। বানরগণের শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া,রাবণ মনের আবেগনিবন্ধন ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন। অনন্তর আগ্নেয়াস্ত্রযুক্ত শর গ্রহণ করিয়া মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ ঊর্দ্ধদৃষ্টে নীলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ; এবং কহিলেন, কপে! উৎকৃষ্ট মায়াসহকারে বিলক্ষণ লাঘব প্রকাশ করিতেছিস্ ; এক্ষণে বানর! যদি শক্তি থাকে, জীবন রক্ষা কর্। ইচ্ছামত অনেক রূপ ধারণ করিতেছিস্ ; তথাপি অস্ত্র সহযোগে আমি নিক্ষেপ করিলে পর, এই বাণ, তুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও, তোর প্রাণ বিয়োগ করিবে।

এই কথা বলিয়া, মহাবাহু রাক্ষসরাজ অস্ত্রে বাণ যোজনা

করিয়া সেনাপতিকে আঘাত করিলেন। অগ্নিপ্রযুক্ত বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত ও জ্বালায় অস্থির হইয়া নীল সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন, কিন্তু পিতার মাহাত্ম্য ও নিজের তেজ হেতু প্রাণে মরিলেন না; জানুদ্বয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। বানরকে অচেতন দেখিয়া রণোৎসুক দশগ্রীব মেঘরাবী রথারোহণে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং বানরসেনা নিবারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ধনু বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে অপ্রমেয় ধনু বিস্ফারণ করিতে দর্শন করিয়া সৌমিত্রি ভীত না হইয়া কহিলেন; রাক্ষসরাজ! যুদ্ধার্থ আমারই অন্বেষণ কর; বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত হয় না। রাজা রাবণ তাঁহার প্রতিধ্বনিত বাক্য ও প্রচণ্ড জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান সৌমিত্রির নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে রুষ্ট বাক্যে কহিলেন, রাঘব! ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্; এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবি; তোর বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে; অবিলম্বেই আমার বাণজাল স্পর্শ করিবামাত্র তুই যমালয়ে গমন করিবি। সৌমিত্রি প্রকাশিত শুভ্রবদন গর্জ্জনকারী রাবণকে গ্রাহ্য না করিয়া উত্তর করিলেন, রাজন্! যাঁহারা মহাপ্রভাবশালী তাঁহারা গর্জ্জন করেন না, রে পাপকারিশ্রেষ্ঠ! বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? রাক্ষসরাজ! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্ত জানি; আমি ধনুঃশর হস্তে এই দণ্ডায়মান রহিয়াছি, এস; বৃথা আত্মশ্লাঘা কেন?

রাক্ষসাধিপতি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া সুপুঙ্খ সপ্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ বিচিত্রপুঙ্খ শাণিতাগ্রধার সাত বাণে ঐ সপ্ত বাণ ছেদন করিলেন। ছিন্নদেহ পন্নগগণের ন্যায় বাণ সকল ছিন্ন দর্শন করিয়া, লঙ্কেশ্বর সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আরও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণও বাণবৃষ্টি, এবং ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ণি, ও ভল্ল সক-

লের দ্বারা রাবণের বাণ সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। দ্বিতীয় বাণজালও ব্যর্থ হইল দর্শন করিয়া, দেবশত্রু দশানন লক্ষ্মণের হস্তলাঘবে আশ্চর্যান্বিত হইলেন; এবং আরও শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণও ইন্দ্রবজ্রসদৃশ বেগসম্পন্ন অগ্নিকল্প শাণিতাগ্র বাণ সকল শরাসনে সন্ধান করিয়া রাক্ষসরাজের বিনাশের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। রাক্ষসরাজ সেই সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া স্বয়ংভূদত্ত এক কালাগ্নিসদৃশ বাণ দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। রাবণের বাণে কাতর হইয়া লক্ষ্মণ শিথিলহস্তে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত হইলেন; পরে অতি-কষ্টে চেতনা লাভ করিয়া, দেবশত্রুর ধনুশ্ছেদন করিলেন। ধনু-শ্ছেদন করিয়া দশরথনন্দন রাবণকে শাণিতাগ্র তিন বাণ আঘাত করিলেন; বাণাহত হইয়া রাজা ঘূর্ণিত হইলেন, এবং অতি-কষ্টে চেতনা লাভ করিলেন।

শরাসন ছিন্ন হইল, এবং দেহ মেদে আর্দ্র ও রুধিরসিক্ত হইয়া উঠিল; এই অবস্থায় প্রচণ্ডশক্তি দেবশত্রু যুদ্ধার্থ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূদত্ত শক্তি গ্রহণ এবং সধূম পাবকসদৃশী, বানরগণের ভয়ং-করী; জাজ্বল্যমানা শক্তি সুমিত্রানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করি-লেন। ঐ শক্তি আগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি উহার উপর হুতাগ্নিকল্প বহু অস্ত্র শস্ত্র ও বাণ আঘাত করিলেন; তথাপি শক্তি তাঁহার বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইল। শক্তিমান্ রঘুবীর শক্তি দ্বারা আহত হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ভূমিতে পতিত হই-লেন। তিনি অচেতন হইলে পর রাবণ সত্বর যাইয়া বলপূর্ব্বক দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন। বরং হিমালয়, কি মন্দর, কি সুমেরু বা দেবগণের সহিত ত্রৈলোক্যও উত্তোলন করা যায়, তথাপি যুদ্ধপতিত লক্ষ্মণকে উত্তোলন করা অসাধ্য। কেননা, ব্রহ্মদত্ত শক্তি দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়াও লক্ষ্মণের স্থির স্মরণ হইল যে তিনি বিষ্ণুর অংশ। তখন দানবদর্পহারী দেব-কণ্টক রাবণ দুই বাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াও লক্ষ্মণকে

উত্তোলন করিতে পারিলেন না। এই সময় পবননন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন; এবং তাঁহার বক্ষস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিলেন। সেই মুষ্টি প্রহারে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দুই জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট, ঘূর্ণিত এবং পতিত হইলেন। তাঁহার মুখ, নেত্র ও কর্ণ হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল। এইরূপে নিস্পন্দভাবে ঘূর্ণিত হইতে হইতে রথের নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন; চেতনাশূন্য ও মূর্চ্ছিত হইলে, শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ভীমবিক্রম রাবণ যুদ্ধে অচেতন হইলেন দর্শন করিয়া, ঋষিগণ, বানরগণ, সিদ্ধগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তেজস্বী হনুমান রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ শত্রুদিগের অচাল্য হইয়াও, পবননন্দনের সৌহার্দ্দ এবং পরম ভক্তি নিবন্ধন তাঁহার পক্ষে লঘু হইলেন। এদিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি পুনর্ব্বার রাবণের রথে যাইয়া স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে মহাতেজা রাবণও চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া মহাযুদ্ধার্থ মহাধনু ও শাণিত বাণ সকল গ্রহণ করিলেন। শত্রুনিসূদন লক্ষ্মণও আপনারে নিশ্চিত বিষ্ণুর অংশ স্মরণ করিয়া ব্যথাশূন্য ও সুস্থ হইলেন।

অনন্তর যুদ্ধস্থলে বানরবাহিনীর অনেক বীরকে নিহত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র রাবণের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন। এই সময় হনুমান কহিলেন, বিষ্ণু যেমন গরুড়ে আরোহণ করিয়া, দেবশত্রু নাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনার রাক্ষস শাসন করা কর্ত্তব্য।

মনুজাধিপতি রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই মহাকপির পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এবং দেখিলেন, রাবণ যুদ্ধস্থলে রথোপরি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন; যেমন বিষ্ণু

ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বিরোচননন্দনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাম বজ্র নিক্ষেপের ন্যায় কর্কশ তীক্ষ্ণ জ্যা-শব্দ করিলেন; এবং গম্ভীর স্বরে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, তিষ্ঠ; তিষ্ঠ, রাক্ষসরাজ আমার অপকার করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন করিবে। তুমি যদি আজ ইন্দ্র, যম বা ভাস্কর, কি ব্রহ্মা, অগ্নি বা শঙ্করেরই নিকট পলায়ন কর, কিংবা দশ দিগ্‌-দিগন্তে ধাবিত হও, তথাপি আজ আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। আজ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণ শক্তিপ্রহারে বিষণ্ণ হইয়াছেন; সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করিলাম; আজ যুদ্ধে পুত্রপৌত্রের সহিত তোমায় বিনাশ করিব। এই দেখ, এ সকল বাণ দ্বারা আমি জনস্থানবাসী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী অদ্ভুতদর্শন চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছি।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাবল রাক্ষসরাজ মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ পূর্ব্বক, রণে রামচন্দ্রকে বহনকারী মহাবেগ বায়ুপুত্রকে কালানলশিখাসদৃশ প্রদীপ্ত শর সকল আঘাত করিলেন। যুদ্ধে বাণগণ দ্বারা আহত হইয়া, স্বভাব-তেজস্বী হনুমানের তেজ বরং বৃদ্ধি পাইল। অনন্তর রাম রাবণ-কর্ত্তৃক বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিদ্ধ দর্শন করিয়া, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন। এবং রাবণের সম্মুখীন হইয়া, শাণিত শরসমূহ দ্বারা অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র, মহাপতাকা, অশনি, শূল, খড়্গ, সারথি ও চক্রের সহিত তাঁহার রথ ছেদন করিলেন। পরে ভগবান্ পুরন্দর যেমন সুমেরুতে বজ্রাঘাত করেন, তেমনি ইন্দ্রশত্রু রাবণের প্রশস্ত সুগঠিত বক্ষস্থলে অশনিকল্প বাণাঘাত করিলেন। যে বীর রাক্ষসরাজ বজ্রাশনিপাতেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই, তিনি রামের বাণ দ্বারা আহত হইয়া, অতীব কাতর ও ঘূর্ণিত হইলেন এবং ধনু ত্যাগ করিলেন। রাক্ষসাধিপতিকে বিহ্বল হইতে দর্শন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র প্রদীপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ

এবং তদ্দ্বারা সহসা তাঁহার অর্কবর্ণ কিরীট ছেদন করিলেন। ছিন্নকিরীট ও গতশ্রীক হইয়া তিনি নির্বিষ বিষধর ও শান্তপ্রভ দিবাকরের ন্যায় সম্যক্ প্রকাশ পাইলেন না। তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অতি ভয়ানক মহাকার্য্য সমাধান এবং আমার অনেক প্রধান প্রধান বীরকে বিনাশ করিয়াছ, অতএব তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ বোধ করিয়া আমি তোমায় বাণাঘাতে বিনাশ করিলাম না। যাও, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়াছ। রাক্ষসরাজ! লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম কর; পরে ধন্বী ও রথীদিগের সহিত আগমন করিও, তখন রথস্থ হইয়া আমার বল দর্শন করিবে। হতদর্প, হতহর্ষ, ছিন্নচাপ, নিহতাশ্ব, নিহতসারথি, বাণকাতর, ভগ্নকিরীট রাক্ষসরাজ এ কথা শ্রবণ করিয়া সত্বর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই দেব ও ইন্দ্রের শত্রু পলায়ন করিলে পর, সুর, অসুর, ভূতগণ, দিঙ্মণ্ডল, সাগর, মহর্ষি, মহোরগ, এবং ভূচর ও খেচরগণ সকলেই হৃষ্ট হইলেন।

ষষ্টি সর্গ।

রামের বাণভয়ে কাতর ভগ্নদর্প রাজা রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া মনোমধ্যে ব্যথিত হইলেন। সিংহ কর্ত্তৃক মাতঙ্গ এবং গরুড় কর্ত্তৃক সর্পের ন্যায় রাজা মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক অভিভূত হইলেন। রামের বিদ্যুচ্চলিতদীপ্তি ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ বাণ সকল স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজ ব্যথিত হইলেন। তিনি কাঞ্চনময় দিব্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া রাক্ষসদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলাম, সমস্তই বিফল হইল। আমি মহেন্দ্রের সমান হইয়া মানুষের নিকট পরাজিত হইলাম। আমার সমক্ষে ব্রহ্মা যে সেই নিদারুণ বাক্য বলিয়াছিলেন, যে, তুমি জানিবে মানুষের হাতেই

তোমার ভয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগের হস্তে আমার মরণ হইবে না, আমি ইহাই যাচ্ঞা করিয়াছিলাম; মানুষের হস্তে মরণ না হয়, তাহা যাচ্ঞা করি নাই। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশজাত অনরণ্য আমাকে যে মানুষের কথা কহিয়াছিল, আমার বোধ হইতেছে দশরথনন্দন এই রামই সেই মানুষ। অনরণ্য কহিয়াছিল, রাক্ষসাধম! আমার বংশে এক পুরুষ উৎপন্ন হইবে। রে রাক্ষসকুলাধম দুর্ব্বুদ্ধে! সেই তোকে পুত্র, অমাত্য, সৈন্য সামন্ত, অশ্ব ও সারথির সহিত যুদ্ধে সংহার করিবে। আমি পূর্ব্বে কেশগ্রহণ করিয়া বেদবতীর অবমাননা করিয়াছিলাম, বলিয়া সে আমায় অভিশাপ করিয়াছিল। সেই বেদবতীই এই মহাভাগা জনকনন্দিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উমা, নন্দী এবং বরুণের কন্যা পুঞ্জিকস্থলী আমাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই উপস্থিত হইল; যাহাদিগের তপোবল আছে, তাহাদিগের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। আমার এই সমস্ত মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া, তোমরা, যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর। রাক্ষসগণ প্রধান প্রধান পথ ও গোপুর শিখর সকলে প্রহরী নিযুক্ত হউক্। এবং সেই দেব দানবের দর্পহারী অনুপম গম্ভীর, ব্রহ্মশাপাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করা হউক্। স্বয়ং পরাজিত হইয়াছেন এবং প্রহস্ত নিহত হইয়াছে, এই উভয় ঘটনা বিবেচনা করিয়া মহাবল রাবণ মহাসৈন্যকে আদেশ করিলেন। কহিলেন, তোমরা দ্বার রক্ষায় যত্ন এবং প্রাকার সকলে আরোহণ কর। নিদ্রাবশবর্ত্তী কুম্ভকর্ণকেও জাগরিত কর। কুম্ভকর্ণ ভোগসুখে অভিভূত হইয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে। এই রাক্ষস নয়, সাত, দশ বা আট মাস নিদ্রা যায়; মন্ত্রণার পর নয় মাস হইল নিদ্রা যাইতেছে। সর্ব্বরাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু নিশ্চয়ই সমস্ত বানরদিগকে এবং দুই রাজপুত্রকেও সত্বর বিনাশ করিবে। যুদ্ধে যাহার বীর্য্য সর্ব্বোপরি প্রকাশ পায়

এবং যে সর্ব্বরাক্ষসের প্রধান, সেই মূঢ়বুদ্ধি কুম্ভকর্ণ ইতর সুখে অভিরত হইয়া নিয়তই নিদ্রা যায়। এই সুদারুণ সংগ্রামে রাম আমাকে পরাজয় করিয়াছে; কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আর আমার শোক থাকিবে না। এতাদৃশ ঘোর বিপদে যদি তাহার সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে,সে ইন্দ্রতুল্য বলবান্ হইলেও তাহাকে লইয়া আমার কি ফল হইল?

রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অস্তে ব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আলয়ে গমন করিল। রাবণের আজ্ঞা পাইয়া মাংসশোণিতাহারী নিশাচর সকল গন্ধ, মাল্য ও প্রচুর ভক্ষ্য সামগ্রী লইয়া বেগে যাত্রা করিল। এবং চতুর্দ্দিকে এক যোজন বিস্তৃত মহাদ্বারসম্পন্ন, পুষ্পগন্ধোদ্গারি মনোরম কুম্ভকর্ণভবনে উপস্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিশ্বাস প্রশ্বাসে আকৃষ্ট ও অপসারিত হইতে লাগিল; পরে যত্ন পূর্ব্বক অতি কষ্টে স্থির হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই রত্ন ও কাঞ্চনময় কুট্টিমসম্পন্ন মনোরম গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসব্যাঘ্রগণ দর্শন করিল, ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়া আছে। তখন সকলে একত্রিত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শয়ান মহানিদ্রাবিকৃতাকার কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধরোমব্যাপ্তকলেবর ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ান হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ এবং নিশ্বাসদ্বারা ভ্রামিত করিতেছিল; তাহার নাসাপুট ভীষণ এবং মুখবিবর পাতালসদৃশ,সর্ব্বাঙ্গ শয্যায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এবং গাত্র হইতে মেদ ও রুধিরের গন্ধ বহির্গত হইতেছে। তাহার অঙ্গে অঙ্গদ নিবদ্ধ। কিরীটের প্রভায় তাহার যেন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি হইয়াছে। রাক্ষসগণ এতাদৃশ কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিল।

পরে ঐ সকল মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণের তুষ্টিসাধন জন্য তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ জীবের পর্ব্বতাকার রাশি, মৃগ মহিষ ও বরাহের রাশি ও অশ্বের অদ্ভুত রাশি করিল। তদনন্তর শত শত শোণিতের কুম্ভ ও বিবিধ মাংস স্থাপন করিল।

পরন্তপ কুম্ভকর্ণের গাত্রে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন ও বিবিধ সুগন্ধি সুমাল্য দ্বারা তাহার তৃপ্তিসাধন ও ধূপের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। এদিক্ ওদিক্ করিয়া রাক্ষসেরা জলদের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল; শশাঙ্কসদৃশ শঙ্খসকল বাদন করিতে থাকিল; অসহিষ্ণু হইয়া এক সঙ্গে এক কালে তুমুল চীৎকার করিতে লাগিল; বাহ্বাস্ফোটন উচ্চৈধ্বনি এবং হস্ত দ্বারা তাহায় কেহ চালনা করিতে থাকিল। কুম্ভকর্ণের জাগরণার্থ নিশাচরগণ বিপুল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ভেরীর শব্দ, শঙ্খের শব্দ, পণবের শব্দ, আস্ফোটন শব্দ, ক্ষেলিত শব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, পক্ষী সকল সহসা উড্ডীন হইয়া, নভোমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবিত হইল।

যখন দেখিল যে সেই বিপুল শব্দেও নিদ্রিত মহাবল কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন রাক্ষসগণ সকলে ভূষণ্ডী, মুষল ও গদা গ্রহণ করিল; এবং প্রধান প্রধান রাক্ষসেরা সুখপ্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণের বক্ষস্থলে শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা ও মুষ্টির আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিশ্বাসমারুতে বলবান্ রাক্ষসেরাও তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তদনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশসহস্র রাক্ষস দৃঢ়তর কটিবন্ধন পূর্ব্বক মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুম্ভযন্ত্র সকল বাদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া, নীলাঞ্জনচয়প্রতিম কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে আরম্ভ করিল। আঘাত এবং উচ্চৈশব্দ করিতে থাকিল, কিন্তু কিছুতেই কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে পারিল না। তখন অতি দারুণ গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিল। অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ও হস্তীসকলকে যষ্টি, কশা ও অঙ্কুশাঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং যত বল ছিল, তদনুসারে ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গ সকল বাদন করিতে থাকিল। উহার গাত্রে প্রাণপণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ এবং মুদ্গর ও মুষল প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহাশব্দে সশৈলকাননা লঙ্কা পরিপূরিত

হইল; তথাপি কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না। তদনন্তর তপ্ত-
কাঞ্চনময় দণ্ড দ্বারা সহস্র ঢক্কা এককালে ও পৃথক্ পৃথক্ বাদিত
হইতে থাকিল।

এই প্রকার বিবিধ চেষ্টা করিলেও যখন শাপাভিভূত অতি-
নিদ্র কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইল।
ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সকলে একত্রিত হইয়া,
পরাক্রম পূর্ব্বক অন্যপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। কতক ঢক্কা
বাদন ও কতক চীৎকার, কতক কুম্ভকর্ণের কেশ উৎপাটন,
কতক বা তাহার কর্ণদ্বয় দংশন করিতে থাকিল। আর কতক
কুম্ভকর্ণের দুই কর্ণে শত শত কুম্ভ জল ঢালিয়া দিল। মহানিদ্রার
বশবর্ত্তী কুম্ভকর্ণ তথাপি জাগরিত হইল না। কতক বলবান্ রাক্ষস
কূটমুদ্গর হস্তে লইয়া কুম্ভকর্ণের মস্তকে বক্ষস্থলে ও সর্ব্বাঙ্গে
তাহার কূটমুদ্গর প্রহার করিতে লাগিল। রজ্জুবন্ধনবদ্ধ শতঘ্নী
সকলের দ্বারাও সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে থাকিল। কিন্তু রাক্ষস
কিছুতেই জাগরিত হইল না। পরে উহার শরীরের উপর সহস্র
হস্তী চালাইয়া দিল। তখন স্পর্শ বোধ করিয়া, কুম্ভকর্ণ জাগরিত
হইল। নিরন্তর গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষ সকলের দ্বারা গুরুতর প্রহার
করা হইতেছিল, রাক্ষস সে সকল প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া,
নিদ্রাভঙ্গজন্য কাতর হইয়া জৃম্ভ ত্যাগ পূর্ব্বক সহসা জাগরিত
হইল। রাক্ষসেন্দ্র বজ্র অপেক্ষাও অধিক সারবান্ গিরিশৃঙ্গা-
কার বাহুদ্বয় বিক্ষেপ এবং বড়বামুখসদৃশ মুখ ব্যাদন করিয়া
বিকটরূপে জৃম্ভা ত্যাগ করিল। জৃম্ভা সময়ে তাহার পাতালবিবর
সদৃশ মুখবিবর সুমেরুশৃঙ্গে উদিত ভাস্করের ন্যায় লক্ষিত
হইল। নিশাচর জাগরিত হইয়া জৃম্ভা ত্যাগ করিলে পর, পর্ব্বত
হইতে বায়ু প্রবাহের ন্যায়, তাহার মুখ হইতে নিশ্বাস প্রবাহিত
হইল। গাত্রোত্থান করিলে তাহার মূর্ত্তি সর্ব্বভূতদিধক্ষু সাক্ষাৎ
কৃতান্তের ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার দীপ্তাগ্নি সদৃশ, বিদ্যুৎ-
সমপ্রভ প্রকাণ্ড নেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত দুই গ্রহের ন্যায় দৃষ্ট হইতে

লাগিল। অনন্তর রাক্ষসেরা বিবিধপ্রকার বহুতর খাদ্যসামগ্রী সমস্ত দেখাইয়া দিল. মহাবল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্রশক্র ক্ষুধাপ্রযুক্ত মাংস ভোজন এবং পিপাসাপ্রযুক্ত কলস কলস মেদ ও মদ্য পান করিল।

অনন্তর সে তৃপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসগণ সম্মুখে গমন পূর্ব্বক ভূমিতে প্রণাম করিয়া. তাহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নিদ্রায় কুম্ভকর্ণের চক্ষু শুভ্র হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে মদ্যপানে উহা কলুষিত হইয়া উঠিল; নিশাচর চতুর্দ্দিকে সেই রক্ত চক্ষু চালন করিয়া, উপস্থিত রাক্ষসদিগকে কহিল। তাহার জাগরণে রাক্ষসগণ সকলেই ভীত হইয়াছিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রথমতঃ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল; তোমরা কিজন্য এত আদর করিয়া আমায় জাগরিত করিলে? রাজার কুশল ত? কোন ভয় ত উপস্থিত হয় নাই? অথবা শক্র হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্য তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া আমায় জাগরিত করিলে। এখনই আমি রাক্ষসরাজের ভয় উন্মূলন করিব; মহেন্দ্র পর্ব্বত বিদারণ, না অনলের দাহিকাশক্তি রোধ করিতে হইবে? অল্পকারণে রাক্ষসরাজ কখনও আমাকে জাগরিত করিবেন না। অতএব, যে জন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছ. যথার্থ বল।

শক্রতাপন কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা কহিলে পর, রাজার অমাত্য যূপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, দেবতাদিগের হইতে আমাদিগের কখনও কোনরূপ ভয় নাই। রাজন্! সংপ্রতি মানুষ হইতে আমাদিগের ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজন্! মানুষ হইতে আমাদিগের যেরূপ ভয় জন্মিয়াছে, দৈত্য বা দানব হইতে আমাদিগের কখনও সেরূপ ভয় হয় নাই। পর্ব্বতাকার বানরসকল লঙ্কা বেষ্টন করিয়াছে; সীতাহরণজন্য সন্তপ্ত রাম হইতে আমাদিগের মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র বানর মহাপুরী লঙ্কা দগ্ধ এবং অমাত্য ও হস্তিসৈন্যের

সহিত কুমার অক্ষকে সংহার করিয়াছিল। আদিত্যবর্চ্চা রাম দেবকণ্টক পুলস্ত্যনন্দন সাক্ষাৎ লঙ্কাধিপতিকেও. যাও বলিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে অব্যাহতি দান করিয়াছে। দেবতা কি দৈত্য বা দানবগণ যাহা করিতে পারে নাই, আজ রাম তাঁহাকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দান করিয়া তাহাই করিয়াছে।

যূপাক্ষের বাক্য এবং ভ্রাতার পরাজয়ের কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ লোচন বিস্ফারণ করিয়া যূপাক্ষকে কহিল, যূপাক্ষ! এখনই সমস্ত বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে জয় করিয়া, পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বানরগণের মাংস ও রুধিরে রাক্ষসদিগকে তুষ্ট, এবং নিজে রাম লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব।

কুম্ভকর্ণের সেই গর্ব্ব এবং রোষনিবন্ধন অযুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহোদর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে মহাবাহো। অগ্রে রাবণের বাক্য শ্রবণ এবং দোষগুণ বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ যুদ্ধে শত্রু জয় করিবেন। মহোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাতেজা মহাবল কুম্ভকর্ণ রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল। রাক্ষসগণ ভীমাক্ষ, ভীমপরাক্রম, ভীমরূপ কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সত্বর রাবণের ভবনে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে উৎকৃষ্ট আসনোপ-বিষ্ট দশাননকে নিবেদন করিল, হে রাক্ষসরাজ! আপনার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন; তিনি কি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধে গমন করিবেন, না, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে এই স্থানে আগমন করিতে আদেশ করেন?

রাবণ আনন্দিত হইয়া উপস্থিত রাক্ষসদিগকে উত্তর করি-লেন, আমি এইস্থানে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি; তোমরা যথাবিধানে তাহার অভ্যর্থনা কর।

রাবণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে বলিল, সর্ব্বরাক্ষসাধিপতি রাজা আপনাকে

দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি গমনে অনুমতি, এবং ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন।

তখন মহাবীর্য্য দুর্দ্ধর্ষ কুম্ভকর্ণ ভ্রাতার আদেশ শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইল। আহ্লাদিত হইয়া মুখ প্রক্ষালন করিল; তদপেক্ষাও অধিকতর হৃষ্ট হইয়া স্নান করিল; পরে বলোদ্দীপন সুরা আনয়ন জন্য রাক্ষসদিগকে সত্বর হইতে বলিল। তখন রাবণের আজ্ঞানুবর্ত্তী রাক্ষসগণ সত্বর হইয়া অবিলম্বে মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য আনয়ন করিল। কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া গমনার্থ উদ্যুক্ত হইল। ঈষৎ মত্ত হইয়া, তাহার বল ও তেজ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল, ঐ সময় রুষ্ট হইয়া সে কালান্তক যমের সমান হইল। এবং দলবলসমভিব্যাহারে ভ্রাতার ভবনে যাত্রা করিয়া পাদক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিল।

সূর্য্য যেমন কিরণজালে, সে তেমনি দেহপ্রভায় রাজপথ আলোকিত করিয়া, ইন্দ্র প্রজাপতিভবনের ন্যায়, ভ্রাতৃভবনে যাত্রা করিল; প্রজাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। সে যখন রাজপথে বহির্গত হইল, তখন বহিস্থিত বানরগণ তাহাকে দেখিতে পাইল, অপ্রমেয়স্বরূপ গিরিশৃঙ্গ প্রমাণ তাহাকে দর্শন করিয়া, বানরযূথপতিগণ ভীত হইল। কেহ কেহ শরণ্য রামের শরণ লইল; কেহ কেহ ব্যথিত হইয়া পতিত হইল; কেহ কেহ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইল; কেহ কেহ বা ভয়ে কাতর হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। তাহার শরীর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় প্রকাণ্ড; মস্তকে কিরীট, নিজ তেজে সে যেন আদিত্যকে স্পর্শ করিতেছিল। অদ্ভুত অতিপ্রকাণ্ডমূর্ত্তি তাহাকে দর্শন করিয়া বানরেরা যে যে দিক পাইল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

—০ঃ০—

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর পরমতেজস্বী বীর্য্যশালী রাম ধনু গ্রহণ করিয়া, কিরীটভূষিত প্রকাণ্ডাকৃতি কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন। পূর্ব্বে আকাশে পাদবিক্ষেপসমুদ্যত নারায়ণের ন্যায়, সেই পর্ব্বতাকার-দর্শন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, তিনি সবিশেষ সাবধান হইলেন। সুবিপুল বানরবাহিনী কাঞ্চনময় অঙ্গদমণ্ডিত সজলজলদ-সঙ্কাশ কুম্ভকর্ণকে নয়নগোচর করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল। এবং কুম্ভকর্ণও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই উভয় ঘটনা দর্শনে সবিস্ময়ে রাম বিভীষণকে কহিলেন, লঙ্কামধ্যে পর্ব্বতসদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি, কিরীটভূষিত, কপিললোচন কোন্ বীর ঐ সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে। পৃথিবীর কেতু-স্বরূপ প্রতীয়মান একমাত্র এই মহাবীরকে দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। আমি পূর্ব্বে কখনো এই ব্যক্তি রাক্ষস কি অসুর নির্দ্দেশ কর। আমি পূর্ব্বে কখনো এবংবিধ প্রাণী দর্শন করি নাই।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজপুত্র রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, স্বয়ং যম ও ইন্দ্র যৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশ্রবার পুত্র সেই এই প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ। হে রঘুনন্দন! এই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র দেবতা, দানব, যক্ষ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও পন্নগদিগকে পরাভব করিয়াছে। দেবগণ এই শূলপাণি বিরূপাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণকে মূর্ত্তিমান্ কাল বোধে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বধ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অন্যান্য রাক্ষসেন্দ্রগণ পিতামহের বর পাইয়া বলশালী হইয়াছে; কিন্তু এই নিশাচর আপনা আপনিই তেজস্বী ও মহাবল। এই মহাত্মা জাতমাত্রে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অনেক সহস্র প্রজা ভক্ষণ করিয়াছে। এইরূপ প্রজাভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, হতাবশিষ্ট প্রজাগণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া,

ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক এই ব্যাপার নিবেদন করিল। মহেন্দ্র কুপিত হইয়া, সুশাণিত বজ্র দ্বারা ইহাকে আঘাত করিলেন। এই মহাত্মা রাক্ষস বজ্রাঘাতনিবন্ধন বিচলিত ও জাতক্রোধ হইয়া ঘোরগভীর শব্দ করিতে লাগিল। ঐ শব্দ শ্রবণে প্রজা সকল পুনরায় নিরতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল। তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়া, ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা মহেন্দ্রের হৃদয় আহত করিল। দেবরাজ সেই প্রহারে অভিভূত ও নিরতিশয় জ্বালাপ্রাপ্ত হইলে, দেব, দানব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দেবরাজ সমস্ত প্রজালোকের সহিত পিতামহের সমীপে গমন করিলেন। এবং সকলে সমবেত হইয়া, কুম্ভকর্ণের দৌরাত্ম্য তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, কুম্ভকর্ণ প্রজাদিগকে ভক্ষণ, দেবতাদিগকে তিরস্করণ, আশ্রম সকল সংহরণ ও পরস্ত্রী হরণ করিতেছে। এইরূপে এই রাক্ষস নিত্যই প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিলে, সমুদায় লোক অল্পকাল মধ্যেই শূন্য হইয়া পড়িবে।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া, কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিলেন। অবলোকন করিয়াই তাঁহার ত্রাস উপস্থিত হইল। তখন তিনি নিরতিশয় সম্ভ্রমসহকারে তাহাকে কহিলেন, পৌলস্ত্য নিশ্চয়ই লোকবিনাশের জন্য তোমাকে সমুদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব আজি হইতে তুমি মৃতের ন্যায়, শয়ন করিয়া থাকিবে। কুম্ভকর্ণ পিতামহের এই শাপে অভিভূত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে দশানন নিরতিসম্ভ্রান্ত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! বহুযত্নে বর্দ্ধিত কাঞ্চনতরু ফল কালে ছেদন করিলেন; স্বীয় নপ্তাকে এরূপ শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। দেখুন, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হয় না। সুতরাং কুম্ভকর্ণ নিশ্চয়ই শয়ন করিয়া থাকিবে। এক্ষণে ইহার শয়ন ও জাগরণের কোনরূপ সময় নির্দ্ধারিত করুন। পিতামহ রাবণের কথা শুনিয়া কহি-

লেন, এই ব্যক্তি ছয় মাস নিদ্রা যাইবে এবং এক দিন জাগিবে। ঐ এক দিনেই এই বীর বুভুক্ষিত হইয়া, ব্যাদিত বদনে পৃথিবীতে বিচরণ করত প্রবল প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, লোক সকল ভক্ষণ করিবে। রাজা রাবণ সংপ্রতি আপনার পরাক্রমে ভীত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, অকালে ইহাকে জাগরিত করিয়াছেন। ঐ সেই ভীমবিক্রম বীর কুম্ভকর্ণ শিবির হইতে বিনির্গত ও অতিমাত্র জাতক্রোধ হইয়া, বানরদিগকে ভক্ষণ করত সবেগে ধাবমান হইতেছে। ইহাকে দেখিয়াই বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে; কিরূপে নিবারণ করিবে? অধুনা, বানরদিগকে এই কথা বলা হউক, যে, রাবণ বিভীষিকাপ্রদর্শন জন্য যন্ত্রবিশেষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা এ কোন প্রাণী নহে। এইরূপ অবগত হইলে, বানরেরা নির্ভয় হইতে পারিবে।

বিভীষণ বানরগণের সুখসম্পাদনকামনায় এই প্রকার যুক্তি-যুক্ত উপদেশ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি নীলকে কহিলেন, অগ্নিকুমার! তুমি সত্বর গমন পূর্ব্বক সৈন্য সকল ব্যূহিত এবং লঙ্কার দ্বার ও সংক্রম সকল রোধ করিয়া, অবস্থিতি কর। ফলতঃ, তোমরা সকল বানর সমবেত হইয়া, শৈলশৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলাসমূহ সংগ্রহ করত আয়ুধ উদ্যত করিয়া, সন্নিবিষ্ট হও।

কপিকুঞ্জর সেনাপতি নীল রামের আদেশ পাইয়া, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। তখন গবাক্ষ, শরভ, হনুমান, অঙ্গদ, ইহারা শৈলশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করিয়া, লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল। অন্যান্য বিজয়গর্ব্বিত বানরগণ রামের আজ্ঞা পাইয়া, পাদপপ্রহারপুরঃসর বিপক্ষবাহিনী সংহার করিতে লাগিল। তৎকালে অত্যুগ্র বানরসৈন্য বৃক্ষ ও পর্ব্বতহস্তে যুদ্ধোদ্যত হইয়া, ভূধরের সমীপস্থ প্রচণ্ড মহামেঘমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

—•:•—

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

পরমদুর্জ্জয় বিপুলবিক্রম রাক্ষসশার্দ্দূল কুম্ভকর্ণ নিদ্রামদে সমাকুল ও সহস্র সহস্র নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, পরমশোভা-সম্পন্ন রাজপথে গমন করিতে লাগিলে, পার্শ্ববর্ত্তী ভবনসমূহ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সে রাক্ষসরাজ রাবণের ভানুভাস্বরদর্শন, হেমজালমণ্ডিত, পরম-মনোহর, সুবিশাল নিবেশন সন্দর্শন করিল। এবং সূর্য্য যেমন মেঘমালা মধ্যে প্রবেশ করেন, সেইরূপ ঐ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্র যেমন আসনস্থ স্বয়ংভূকে, তেমনি দূর হইতে অগ্রজ রাবণকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। রাক্ষসদিগের সহিত ভ্রাতৃভবনগমনসময়ে কুম্ভকর্ণের পাদবিন্যাসে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিলেন। সে ভ্রাতৃগৃহে গমন ও কক্ষামধ্যে প্রবেশ করিয়া অবলোকন করিল, অগ্রজ রাবণ উদ্বিগ্নচিত্তে পুষ্পকবিমানে আসীন রহিয়াছেন।

দশগ্রীব তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, সহর্ষে সন্নিকর্ষে আনয়ন করিলেন। তখন মহারথ কুম্ভকর্ণ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ভ্রাতা রাবণের চরণবন্দনান্তে, কি করিতে হইবে, বলিলে, দশানন পুনরায় সহর্ষে সমুত্থিত হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও যথাবিধানে অভিনন্দন করিলেন। তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ উৎকৃষ্ট দিব্য আসনে উপবেশন করিয়া রোষকলুষিত নয়নে রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি যত্নপূর্ব্বক কিজন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? বলুন, কোন্ ব্যক্তি হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে; এবং কোন্ ব্যক্তি পরলোকে গমন করিবে?

দশানন এই কথায় ক্রোধভরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, জাতরোষ কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, মহাবল! তুমি অনেককাল নিদ্রায় যাপন করিয়াছ। এবং দীর্ঘকাল সুখে ঘুমাইয়াছিলে, এই জন্য

জানিতে পার নাই, রাম হইতে আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। দশরথনন্দন শ্রীমান্ বলশালী রাম সুগ্রীবের সহিত সাগর লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের বংশনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হায়, চাহিয়া দেখ, লঙ্কার বন, উপবন সকলই নষ্টপ্রায় হইয়াছে। এবং বানরগণ সেতুপথে অনায়াসে আগমন করিয়া, সমুদায় একার্ণব করিয়াছে। প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই যুদ্ধে বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমি কোনরূপেই বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাই না। হে মহাবল! এই উপস্থিত ভয়ে আমাদের পরিত্রাণ কর। এই জন্যই অদ্য তোমাকে জাগাইয়াছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় পাইয়াছে। এবং লঙ্কারও বালকবৃদ্ধমাত্র অবশেষ হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ও সমুদায় লঙ্কাপুরীকে রক্ষা কর। অয়ি মহাবাহো! ভ্রাতার জন্য তোমাকে এই সুদুষ্কর কার্য্য করিতে হইবে। পরন্তপ! আমি পূর্ব্বে কখনো কোন ভ্রাতাকেই এইরূপ কহি নাই। তোমাতে আমার স্নেহ ও সবিশেষ কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যাশা আছে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি অনেক বার দেবাসুরযুদ্ধে প্রতিব্যূহবিধানপূর্ব্বক দেবতা ও দানবদিগকে জয় করিয়াছ। হে ভীমপরাক্রম! অধুনা, তুমি বিক্রমপ্রদর্শন পুরঃসর এই সকল অনুষ্ঠান কর। তোমার সমান বলবান্ প্রাণিগণমধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রণপ্রিয়! হে বান্ধববৎসল! প্রবল পবন প্রবাহিত হইয়া যেরূপ শরতের মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি বিপক্ষবাহিনী স্বতেজে ব্যথিত করিয়া, নিজপ্রীতি অনুসারে আমার এই উৎকৃষ্ট প্রিয় হিত বিধান কর।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণের এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া, কুম্ভকর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা পূর্ব্বে মন্ত্রনিশ্চয়

সময়ে যে দোষ দর্শন করিয়াছিলাম, আপনি হিতভাষী ব্যক্তি-গণের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া, সেই দোষে পতিত হইয়াছেন। দুষ্কৃতকারীর নরকপতন যেমন আশু সংঘটিত হয়, আপনিও তেমনি শীঘ্র পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ! প্রথমে আপনি এই উপস্থিত সর্ব্বনাশের বিষয় চিন্তা করেন নাই। এবং কেবল বীর্য্যদর্পবশতই পৌর্ব্বাপৌর্য বিচারও পরিহার করিয়াছেন। যে ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ পূর্ব্বকার কার্য্য পশ্চাৎ এবং পশ্চাতের কার্য্য পূর্ব্বে করে, তাহার নয়ানয়জ্ঞান নাই। অসংস্কৃত অগ্নিতে আহুতি দান করিলে, যেমন অনিষ্টাপত্তি হয়, সমুচিতদেশকাল-রহিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলে তেমনি বিপরীতবৎ দুঃখ সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন্ত্রিগণের সহিত বিপৎপ্রতি-কার ও কার্য্যসিদ্ধি ইত্যাদি পাঁচ প্রকারে প্রয়োগসাধন বিচার করিয়া, ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সম্যক্‌রূপ নীতিমার্গের অনুসারী। যে রাজা নীতিশাস্ত্র অতিক্রম না করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত ক্ষয়াদি-কালসমুচিত সামাদি-কর্ম্মবিচারে অভিলাষী হয়েন এবং বুদ্ধি পূর্ব্বক সুহৃদগণের পরীক্ষা করেন, তাঁহারই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবুদ্ধি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! পুরুষ যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্, কিংবা এক বারে এই সমুদায় অথবা দুইটী দুইটী করিয়া, ভজনা করিবে। এই তিনের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যে রাজা বা রাজপুত্র ইহা শুনিয়াও বুঝিতে না পারেন, তাঁহার ভূয়োজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া থাকে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, মন্ত্রিগণের সহিত বিচার পূর্ব্বক যথাকালে সাম, দান, ভেদ, বিক্রম, উল্লিখিত পঞ্চবিধ প্রয়োগসাধন, সুপ্রসিদ্ধ নয়ানয় এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই সকলের সেবা করে, তাহার কখনো ব্যসন উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী মন্ত্রিগণের সহিত শুভ ভাবিফল আলোচনা করিয়া, আত্মকার্য্যের অনুষ্ঠান

করিলে, প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রার্থ অবগত না হইয়া, প্রকৃত মন্ত্রণা পরিহার পূর্ব্বক কেবল প্রাগল্‌ভপ্রযুক্ত বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত এবং হঠাৎ বিপুল শ্রীলাভে সমুৎসুক হয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের অনভিজ্ঞ ও অশাস্ত্রবিৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণের অভিহিত বাক্যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ধৃষ্টতাবশতঃ অহিতকে হিতরূপে প্রখ্যাপন করে, তাহারা কার্য্যদূষক। তাহাদিগকে অবশ্যই মন্ত্রণাসময়ে দূরীকৃত করিবে। কোন কোন মন্ত্রী বিশেষরূপবুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট শত্রুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, স্বীয় প্রভুর সর্ব্বনাশ এবং কেহ বা বিপরীত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে। প্রভু মন্ত্রনিশ্চয়সময়ে ব্যবহার দ্বারা সেই সকল শত্রুবশীভূত মিত্ররূপী অমিত্র মন্ত্রিদিগকে জানিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি চঞ্চল অর্থাৎ আপাতসুখজনক বাক্যেই সন্তুষ্ট, সুতরাং কোনরূপ বিচার না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পক্ষিগণ যেমন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের, শত্রুগণ তেমনি সত্বর তাহার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া, আপনাকে রক্ষা না করে, সে অনর্থপরম্পরায় আক্রান্ত ও স্বপদপরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। মন্দোদরী ও বিভীষণ উভয়ে ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদেরও হিত বাক্য। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

দশানন কুম্ভকর্ণের এইবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, সভ্রূভঙ্গে কহিলেন, আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যের ন্যায়, মান্য। তুমি কি আমায় অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্শ্রম করিয়া, ফল কি? যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর। নিতান্ত ভ্রম, চিত্তমোহ অথবা বলবীর্য্যের আশ্রয়প্রযুক্তই হউক, পূর্ব্বে তোমাদের যে হিত বাক্য গ্রাহ্য করি নাই, এক্ষণে পুনরায় সে বিষয়ের উল্লেখ করায় কোন ফলই হইবে না। উপস্থিত সময়ের যাহা কর্ত্তব্য, অধুনা তাহারই চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা ত গিয়াছেই। কোন ব্যক্তি গত বিষয়ের অনুশোচনা করে না। যদি আমার প্রতি স্নেহ ও

তোমার নিজের বিক্রম থাকে এবং যদি আমার এই কার্য্য বিশিষ্টরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য বলিয়া, তোমার হৃৎপ্রতীতি হয়, তাহা হইলে, বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আমার দুর্নীতিজনিত দুঃখ দূর কর। যে ব্যক্তি সর্ব্বকার্য্যপরিভ্রষ্ট দীনের প্রতি অনুগ্রহ করে, সেই সুহৃৎ এবং যে ব্যক্তি নীতিমার্গবহিস্থিত লোকদিগের সাহায্যার্থ কৃতচিত্ত হয়, সেই বন্ধু। রাবণ এই প্রকার ধীর দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, কুম্ভকর্ণ, তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে সবিশেষ সান্ত্বনা করিয়া কহিল, অয়ি রাক্ষসরাজেন্দ্র! আপনার আর সন্তপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই। রোষ ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হউন। হে পার্থিব! আমি জীবিত থাকিতে, আপনার এরূপ দৈন্য মনে করা উচিত হয় না। যাহার জন্য আপনার পরিতাপ, সেই রামকে আমি নিধন করিব। তবে সকল অবস্থাতেই আপনাকে আমার হিত কথা বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজন্! আমি বন্ধুতা ও ভ্রাতৃস্নেহ-প্রযুক্তই ঐরূপ কথা বলিয়াছি। ঈদৃশ সময়ে স্নিগ্ধ বন্ধুর যাহা অনুষ্ঠান করা শোভা পায়, দেখুন, আমি যুদ্ধে শত্রুদিগের তদনুরূপ নিপীড়ন করিতেছি। মহাবাহু! অদ্য আপনি দেখুন, আমি রণশিরে রামকে ভ্রাতার সহিত নিধন করিলে, বানরসৈন্য দশদিকে পলায়ন করিতেছে। অদ্য আমি যুদ্ধে রামের মস্তক আনয়ন করিয়াছি, দেখিয়া, আপনি সুখী ও সীতা দুঃখিত হইবে। যাহাদের বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছে, সেই এই লঙ্কাবাসী সমস্ত রাক্ষস অদ্য রামের পরম অভীষ্ট বিনাশ অবলোকন করুক। আত্মীয়গণের বিনাশ বশতঃ যাহারা শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, অদ্য যুদ্ধে শত্রুবিনাশ দ্বারা সেই সকল রাক্ষসের নয়নজল মুছাইয়া দিব। অদ্য, পর্ব্বতসঙ্কাশ সুগ্রীব শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া, সূর্য্যসন্নিভ মেঘের ন্যায়, বিকীর্ণ হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন। হে অনঘ! আমি এবং এই সকল রাক্ষস, আমরা সকলেই রামকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া, আপনাকে বারংবার সান্ত্বনা করিতেছি, তথাপি

আপনি কি জন্য ব্যথিত হইতেছেন? আরও দেখুন, রাম অগ্রে আমাকে বধ করিয়া, পরে আপনাকে সংহার করিবেন। হে রাক্ষসনাথ! আমি নিজের জন্য সন্তাপ করি না। অতএব হে পরন্তপ! আপনি ইচ্ছামত আমাকে আদেশ করুন। হে অতুলবিক্রম! যুদ্ধের জন্য আপনাকে আর কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আমিই আপনার মহাবল শত্রুদিগকে উৎসাদিত করিব। শক্র, যম, অগ্নি, মরুৎ, কুবের, বা বরুণও যদি আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার দেহ পর্ব্বত তুল্য ও দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ। এই অবস্থায় আমি সুশাণিত শূল হস্তে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরন্দরেরও নিরতি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা, আমি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিক্রমবলে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার প্রাণের আশা আছে, তাদৃশ ব্যক্তি কখনো আমার প্রতিমুখে তিষ্ঠিতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, শক্তি দ্বারা নহে, খড়্গ দ্বারা নহে, অথবা সুশাণিত সায়ক সকলের দ্বারাও নহে, একমাত্র হস্তদ্বয়ের সাহায্যেই ইন্দ্রসহিত রামকে বধ করিব। অদ্য রাম যদি আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার শরসমূহ মদীয় রুধির পান করিবে। রাজন্! আমি থাকিতে, আপনি কি জন্য চিন্তাবশে পরিতপ্ত হইতেছেন? আমি আপনার শত্রুবিনাশার্থ যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আপনি রামের ভয় পরিহার করুন। তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিব। অধিক কি, মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, লঙ্কাদাহকারী রাক্ষসবিনাশী হনুমান্ এবং যুদ্ধে সমুপস্থিত অন্যান্য বানরগণ সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব। আপনার অসামান্য বিপুল যশ বিধান করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। রাজন্! যদি ইন্দ্র বা পিতামহ হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দিবাকর যেমন নৈশ অন্ধকার নিরাস করেন, আমিও তেমনি সেই ভয় নিরাকৃত করিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণও মহীতলে শয়ন করিবেন। আমি যমকেও

বিনাশ, অগ্নিকেও ভক্ষণ, নক্ষত্র সহিত সূর্য্যকেও নিপাতন, ইন্দ্রকেও সংহার, সাগরকেও পান, পর্ব্বত সকলকেও চূর্ণ, এবং পৃথিবীকেও বিদারণ করিব। কুম্ভকর্ণ দীর্ঘকাল ঘুমাইয়াছিল। অদ্য সে সকলকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা তাহার বিক্রম অবলোকন করুক। সমস্ত স্বর্গলোকও আমার পর্য্যাপ্ত আহার হয় না। যাহা হউক, আমি দাশরথিকে সংহার করিয়া, উত্তর কালে আপনার অধিকসুখজনক সুখ সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিতেছি। লক্ষ্মণসহিত রামকে বধ করিয়া, সমুদায় প্রধান প্রধান যূথপতি বানরকেই ভক্ষণ করিব। রাজন! আপনি অদ্য বারুণী পান, যথাসুখে বিহার, কার্য্য সকল সম্পাদন ও সকল দুঃখ পরিবর্জ্জন করুন। রাম আমার হস্তে যমভবন দর্শন করিলে, সীতাও চিরকালের জন্য আপনার বশীভূতা হইবে।

—:০:—

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী প্রকাণ্ডাকৃতি মহাবল কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া, মহোদর উত্তর করিল, কুম্ভকর্ণ! তুমি মহদ্বংশে জন্মিয়াছ, বটে, কিন্তু তুমি অতিশয় অহঙ্কৃত, ধৃষ্ট ও প্রাকৃতদর্শী এবং সর্ব্বত্র কার্য্য পরিজ্ঞানে অসমর্থ। রাজা রাবণ বিশিষ্টরূপেই নয়ানয় বিদিত আছেন। তুমি কেবল বালকতাপ্রযুক্ত ধৃষ্টতা করিয়া, এই প্রকার বলিতে উদ্যত হইয়াছ। কি রূপে অবস্থান ও আত্মপক্ষের বৃদ্ধি এবং পরপক্ষের ক্ষয় করিতে হয়, দেশকালবিভাগবিৎ রাজা রাবণ তাহা বুঝিয়া থাকেন। যাহার বুদ্ধি অতি সামান্য এবং যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের সেবা করে নাই, সে শুদ্ধ বলপূর্ব্বক যাহা করিতে না পারে, কোন্ রাজা তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন? তুমি যে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় উল্লেখ করিলে, প্রকৃতরূপে তাহাদের পরিজ্ঞান করিতে তোমার সামর্থ্য নাই। কর্ম্মই সমস্ত কারণের উৎপা-

মক। কি শুভ, কি অশুভ; কার্য্যমাত্রেরই ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অর্থে যেমন নিঃশ্রেয়স ফল লাভ হয়, সেইরূপ স্বর্গ ও অভ্যুদয় ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিত্যধর্ম্মের লোপ হইলে, অধর্ম্ম ও অনর্থ সংঘটিত হয়। এবং অধর্ম্ম ও অনর্থের সংঘটনায় প্রত্যবায় জন্য ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহলোকে দরিদ্র ও পরলোকে নরকযাতনাদি ভোগ করিতে হয়। পুরুষার্থসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, সাক্ষাৎ শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। রাজা রাবণ আমাদের মত লইয়াই এ বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছেন। আর, বলবান্ ব্যক্তি যদি শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপনীত হইবার সম্ভাবনা? তুমি একাকীই অভিযান করিবে বলিয়া যে হেতু প্রদর্শন করিলে, তদ্বিষয়ে তোমার যে অযৌক্তিকতা ও অসাধুতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিব। যে রাম পূর্ব্বে জনস্থানে নিরতিশয় বলবান্ বহুসংখ্য রাক্ষস সংহার করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি কিরূপে একাকী জয় করিবে? যে সকল রাক্ষস তৎকর্ত্তৃক জনস্থানে পরাজিত হইয়া, লঙ্কাপুরে পলাইয়া আসিয়াছে, আজিও তাহাদের ভয় দূর হয় নাই, দেখিতে পাইতেছ না? দশরথনন্দন রামকে সংক্রুদ্ধ সিংহ ও সুপ্ত সর্পের ন্যায়, জানিয়াও, জাগাইতে সমুৎসুক হইয়াছ? রাম মৃত্যুর ন্যায় নিত্য তেজে প্রজ্বলিত ও ক্রোধে দুরাক্রম্য এবং অসহ্য। কোন্ ব্যক্তি তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে? এই রূপে যখন শত্রুর সম্মুখাবস্থানে সমস্ত বল সংশয়িত হইয়া থাকে, তখন একাকী গমন করা আমার একান্ত অনভিমত। কোন্ ব্যক্তি অসহায় হইয়া, স্বীয় প্রাণ তৃণীকৃত করিয়া, সহায়শালী শত্রুকে প্রাকৃতবৎ বশ করিতে অভিলাষী হয়? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকে যাহার সমকক্ষ নাই, ইন্দ্র ও বিবস্বানের তুল্যকক্ষ সেই রামের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপে উৎসুক হইতেছ?

মহোদর রাক্ষসসভামধ্যে ক্রোধভরে কুম্ভকর্ণকে এই প্রকার কহিয়া, পরে লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, আপনি জানকীকে লাভ করিয়াও, কিজন্য তাহাকে ভোগ করিতে বিলম্ব করিতেছেন? আপনি ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে, সীতা এতদিন আপনার বশীভূতা হইত। সীতা যাহাতে আপনার অনুকূলবর্ত্তিনী হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় আমার বিদিত আছে। রাক্ষসরাজ! ঐ উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রবণ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধি সহায়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক রুচি অনুসারে উহার অনুসারী হউন। আমি, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুম্ভকর্ণ ও বিতর্দ্দন, আমরা এই পাঁচজন রামের বধনিমিত্ত নির্গমন করিতেছি, এই প্রকার ঘোষণা করিয়া দিন। অনন্তর আমরা গমন করিয়া, রামের সহিত যত্ন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব। এবং তাহাকে জয়ও করিব। রাম পরাজিত হইলে, সীতা আপনা হইতেই বশীভূতা হইবে। তখন আর অন্য উপায়ের আবশ্যক হইবে না। পক্ষান্তরে, যদি রাম যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ না করেন, এবং আমরাও বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে, মনে মনে যাহা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি, অবশেষে তাহাই অবলম্বন করিব। অর্থাৎ তাহা হইলে, রামনামাঙ্কিত শরপরম্পরায় ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্ত কলেবরে যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, এই বলিয়া আপনার চরণ বন্দনা করিব, যে, আমরা রাম লক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়াছি; আপনি আমাদিগের সংবর্দ্ধনা করুন। হে পার্থিব! তখন আপনি, রাম লক্ষ্মণ সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছে, এই কথা পুরমধ্যে সর্ব্বত্র গজস্কন্ধে ঘোষণা করিয়া, প্রীতচিত্তে ভৃত্যদিগকে বিবিধ কাম, ভোগ ও দাসদাসী প্রভৃতি প্রদান করিবেন। এবং যোধদিগকে নানাবিধ মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অনুলেপন ও পেয়প্রভৃতি বহু পরিমাণে বিতরণ করিয়া, নিজেও সন্তুষ্টচিত্তে পান করিবেন। অনন্তর, রাক্ষসেরা রামকে সবান্ধবে ভক্ষণ করিয়াছে, এই সংবাদ বহুলীভূত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, সীতার

কর্ণগোচর হইলে, আপনি অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক জানকীকে নির্জ্জনে আশ্বাসিত ও সান্ত্বনা করিয়া, অভিমত ধন, ধান্য ও রত্নরাশি প্রদান দ্বারা প্রলোভিত করিবেন। রাজন্! এই প্রকার বঞ্চনায় সীতার নিরতিশয় শোকানুবন্ধ সংঘটিত হইবে। তাহা হইলে, সে ইচ্ছা না থাকিলেও, অনাথা হইয়া, অগত্যা আপনাকে ভজনা করিবে। ফলতঃ, মনোমত স্বামী বিনষ্ট হইয়াছে, জানিতে পারিলে, সীতা নিরাশ হইয়া, স্ত্রীস্বভাবসুলভ লঘুতা ক্রমে আপনার বশীভূতা হইবে। সে যেমন সুখভোগের যোগ্য পাত্রী, তেমনি পূর্ব্বেও অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে দুঃখকর্ষিতা হইয়া, আপনার অধীনে থাকিলে, সুখসম্ভাবনা, জানিয়া, নিঃসন্দেহই আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবে। আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি। রামের সহিত দেখা হইলেই, অনর্থ ঘটিবে। অতএব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইবেন না। আপনি যুদ্ধ না করিয়া, পুরমধ্যে অবস্থিতি করিলে, নিরতিসুখ লাভ করিবেন। যে রাজা বিনাযুদ্ধে শত্রুজয় করেন, তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট ও সংশয়দশা উপস্থিত হয় না। প্রত্যুত, তাঁহার সুখ, যশ, মহত্ত্ব, শ্রী ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

—০*০—

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

কুম্ভকর্ণ এই প্রকার অভিহিত হইয়া, মহোদরকে অনুযোগ করিয়া, রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণকে কহিল, আমি অদ্য দুরাত্মা রামকে বধ করিয়া, আপনার ঘোর ভয় নিরাকরণ করিব। আপনি বৈরিশূন্য ও সুখী হউন। শূরগণ, নির্জ্জল মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জ্জন করেন না। অতএব, আমি যে গর্জ্জন করিয়াছি, যুদ্ধে কার্য্য দ্বারা তাহা সার্থক করিব। দেখুন, শৌর্য্যশালী পুরুষগণ আপনা আপনি শ্লাঘা করা সহ্য করিতে পারেন না এবং

বিনা আড়ম্বরেই দুষ্কর কার্য্য সাধন করেন। মহোদর! বুদ্ধি-হীন, সামর্থ্যহীন, পণ্ডিতাভিমানী রাজারাই তোমার ন্যায় লোকের কথা সর্ব্বদা শুনিয়া থাকেন। অধিক কি, তোমার ন্যায়, প্রিয়বাদী কাপুরুষগণ যুদ্ধে রাজার অনুগমন করিলে, সকল কার্য্যই ভ্রষ্ট হইয়া যায়। দেখ, লঙ্কায় রাজা মাত্র শেষ হইয়াছেন, কোশ ক্ষয় পাইয়াছে এবং সমুদায় বল বিনষ্ট হই-য়াছে। এই রূপে এই রাজাকে পাইয়া তোমরা মিত্রতা চ্ছলে অমিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এই আমি যুদ্ধে উদ্যত হইয়া, শত্রুর জয় এবং তোমাদের দুর্নীতির সমীকরণ জন্য অভিনির্য্যাণ করিতেছি।

ধীমান্ কুম্ভকর্ণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাক্ষস-রাজ রাবণ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, মহোদর রামের ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। হে যুদ্ধবিশারদ! সেই জন্য যুদ্ধে ইহার মত হইতেছে না। তাত কুম্ভকর্ণ! কি সৌহার্দ্দ, কি বল, কোন বিষয়ে কেহই আমার তোমার সমান নহে। অধুনা তুমি শত্রুর সংহার ও বিজয় জন্য গমন কর। তুমি ঘুমাইয়াছিলে, আমি কেবল বৈরিবিনাশজন্য তোমাকে জাগাইয়াছি। হে অরিন্দম! রাক্ষসগণের এই যুদ্ধ করিবার সুপ্রশস্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি শূল গ্রহণ করিয়া, পাশহস্ত অন্তকের ন্যায়, গমন পূর্ব্বক আদিত্যের ন্যায়, তেজস্বী দুই ভাইকে বানরগণের সহিত ভক্ষণ কর। বানরগণ তোমার আকৃতি দেখিয়াই পলায়ন করিবে এবং রাম লক্ষ্মণেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মহাতেজা রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে এইপ্রকার কহিয়া, আপনাকে যেন পুনর্জাত বোধ করিলেন। তিনি কুম্ভকর্ণের বল ও পরাক্রম বিশেষ বিদিত ছিলেন। এই জন্য চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও মুদিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

রাজা রাবণ ঐ প্রকার কহিলে, মহাবল কুম্ভকর্ণ সংহৃষ্ট হইয়া, নির্গত হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ

করিতে লাগিল। সেই শত্রুনির্হরণ নিশাচর বেগভরে নিশিত শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল, সর্ব্বাবয়বে কালায়সনির্ম্মিত, সাতিশয় দীপ্তিসম্পন্ন, তপ্তকাঞ্চনে ভূষিত, ইন্দ্রের অশনির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, বজ্রতুল্য গৌরবসমন্বিত, দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ ও পন্নগগণের বিনাশন, রক্তমাল্যে সমলঙ্কৃত এবং স্বয়ং উহাতে অগ্নি, সমুদ্গত হইতেছে। পরমতেজস্বী রাবণানুজ শত্রুর শোণিতে রঞ্জিত সেই সুবিশাল শূল গ্রহণ করিয়া, দশাননকে কহিতে লাগিল, আমি একাকী গমন করিব; সৈন্য সকল এখানে থাক্‌ আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, অদ্য ক্রোধ ভরে বানরদিগকে ভক্ষণ করিব।

দশগ্রীব তাহার কথা শুনিয়া কহিলেন, শূল ও মুদ্গরপাণি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন কর। কেননা, বানরেরা মহাত্মা, শূর ও অধ্যবসায়সম্পন্ন। তুমি একাকী প্রমত্ত হইয়া গমন করিলে, তাহাদের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে পরম দুর্দ্ধর্ষ! সৈন্য সহিত গমন কর। এবং রাক্ষসগণের অহিতকারী সমুদায় শত্রুপক্ষ ক্ষয় কর। অনন্তর পরমতেজস্বী রাবণ আসন হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যভাগে মণিখচিত কাঞ্চনময়ী মালা, অঙ্গদ, অঙ্গুলিবেষ্ট, শশিসন্নিভ হার, দিব্য সুগন্ধি মাল্য দাম, উৎকৃষ্ট আভরণ সমস্ত এবং কুণ্ডলযুগল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, কুম্ভকর্ণের যথাস্থানে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর, নিষ্ক ও অন্যান্য আভরণে ভূষিত হওয়াতে, বৃহৎকর্ণ কুম্ভকর্ণ, সুহুত অগ্নির ন্যায়, বিরাজমান হইল; পরমশোভমান সুবিশাল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্র ধারণ করাতে, অমৃতমন্থনসময়ে বাসুকিবদ্ধ মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল; এবং আত্মপ্রভায় সমুজ্জ্বলিত, সৌদামিনীসমপ্রভ, কাঞ্চননির্ম্মিত, ভারসহ, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, সন্ধ্যাভ্রসংবীত অদ্রিরাজের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। এইরূপে মহাবল কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রকার আভরণ ও হস্তে শূল ধারণ করিয়া, পাদত্রয়বিন্যাসে

কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, ভ্রাতাকে অব-নত মস্তকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। রাবণ সুপ্রশস্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক শঙ্খদুন্দুভি-নির্ঘোষ, সৈন্য, উৎকৃষ্ট আয়ুধ, গজ, অশ্বদনিস্বন রথ ইত্যাদি সমভিব্যাহারে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা রাক্ষসবীরগণ রথ, সর্প, উষ্ট্র, খর, সিংহ, দ্বিপ, মৃগ ও বিহঙ্গমসমূহে আরোহণ করিয়া, রথিশ্রেষ্ঠ মহাবল ভয়ংকরপ্রকৃতি কুম্ভকর্ণের অনুগমন করিল। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল এবং তাহার মস্তকে আতপত্র ধ্রিয়মাণ হইল। দানবদেব-শত্রু প্রচণ্ডপ্রকৃতি ঐ নিশাচর শিত শূল হস্তে করিয়া, শোণিত-গন্ধে মত্ত হইয়া, এই রূপে বিনির্গত হইল। ভীমাক্ষ, ভীমদর্শন শস্ত্রপাণি, মহাবল, মহানাদ, লোহিতলোচন, বহুব্যামদীর্ঘ, নীলা-ঞ্জনচয়সন্নিভ বহুসংখ্য পদাতি নিশাচর সুশাণিত শূল, খড়্গ, পর-শ্বধ, ভিন্দিপাল, পরিঘ, গদা, মুষল, সুবিপুল তালস্কন্ধ এবং দুরা-সদ ক্ষেপণীয় সকল গ্রহণ করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল মহাতেজা কুম্ভকর্ণ অন্যতর ঘোরদর্শন দারুণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, নিষ্পতিত হইল। ঐ মূর্ত্তির বিশালতা শত ধনু, উচ্চতা ছয় শত ধনু, পরিমাণ মহাপর্ব্বতের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় শকট চক্র সদৃশ। এই রূপে মহাবক্ত্র মহাকায় কুম্ভকর্ণ, দগ্ধ শৈলের ন্যায়, সন্নিপতিত হইয়া, সহাস্য আস্যে রাক্ষসদিগকে কহিল, পাবক যেরূপ পতঙ্গদিগকে, আমি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রধান প্রধান বানরদিগের যূথ সমস্ত বিভাগক্রমে অদ্য দগ্ধ করিব। বনচারী বানরগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদের নিকট অপ-রাধী হয় না। বিশেষতঃ তাহারা অস্মদ্বিধ ব্যক্তিগণের পুরো-দ্যানের অলঙ্কার স্বরূপ। রামই লক্ষ্মণের সহিত নগররোধের মূল। তাহাকেই যুদ্ধে বধ করিব। সে ব্যক্তি হত হইলে, আর সকলেই বিনষ্ট হইবে।

সে এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, মহাযোধ রাক্ষসগণ সাগরকেও কম্পিত করিয়া যেন শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎক্ষণাৎ ধীমান্ কুম্ভকর্ণ পুরীর বাহির হইলে, ঘোররূপ নিমিত্ত সকল চতুর্দ্দিকেই প্রাদুর্ভূত হইল। গর্দ্দভের ন্যায় ধূম্রবর্ণ মেঘ সকল উল্কা ও অশনির সহিত আকাশ আবরণ করিল। সাগর ও অরণ্য সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। ঘোররূপ শিবা সকল অঙ্গারপিণ্ডসমন্বিত বদন বিস্তার করিয়া, শব্দ করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণ বাম দিক্ দিয়া মণ্ডলগতিতে গমন করিতে আরম্ভ করিল। গমনসময়ে পথিমধ্যে কুম্ভকর্ণের শূলে গৃধ্র নিপতিত হইল। উহার বাম বাহু ও বাম নেত্র স্ফুরিত হইতে লাগিল। প্রজ্বলিত উল্কা ভীমনিস্বনে উহার অগ্রে পতিত হইল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। এবং সুখসেব্য সমীরণ রুক্ষভাবাপন্ন হইল। এই সকল মহোৎপাত দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু কুম্ভকর্ণ কালবলে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই জন্য সে সকল গণনাও না করিয়া, নির্গত হইল।

অনন্তর পর্ব্বতাকৃতি ঐ নিশাচর প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া, মেঘসন্নিভ অদ্ভুত বানরসৈন্য সন্দর্শন করিল। বানরগণ সেই পর্ব্বতপ্রতিম রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই, পবনপরিচালিত পয়োদপ্রচয়ের ন্যায়, দশ দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। অতীব প্রচণ্ড বানরসৈন্যের তদবস্থা দর্শন করিয়া, জলদসন্নিভ ঐ নিশাচর সহর্ষে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। আকাশে মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, তাহার ঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া, বানরগণ অনেকেই, ছিন্নমূল শালবৃক্ষের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। তাহার শরীর প্রকাণ্ড এবং হস্তে বিপুল পরিঘ। সুতরাং যুগান্তে সংহারসাধন কালদণ্ড ধারণ করিয়া কালাগ্নি রুদ্রের ন্যায়, সে শত্রুগণের বিনাশার্থ বহির্গত হইলে, কপিগণ দারুণ ভয়ে আক্রান্ত হইল।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

গিরিকূট সদৃশ মহাকায় মহাবল রাবণানুজ এই রূপে প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া, নগর হইতে সত্বর বিনির্গত হইল এবং সমুদ্র প্রতি-ধ্বনিত করিয়া, মহানাদে শব্দ করিতে লাগিল; সেই শব্দে যেন নির্ঘাতসমূহ সমুদ্ভূত ও পর্ব্বত সকল যেন বিধ্বস্ত হইয়া উঠিল। যম, বরুণ বা ইন্দ্রও তাহাকে বধ করিতে পারেন না! এবং তাহার নয়নযুগল অতীব ভীষণ। তাহাকে আসিতে দেখিয়া, বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল। তদ্দর্শনে বালি-পুত্র অঙ্গদ মহাবল নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, তোমরা অতি ইতর বানরের ন্যায়, আপনার বীর্য্য ও আভিজাত্য বিস্মৃত হইয়া, ভয়ে অভিভূত হইয়া, কোথা যাইতেছ? অতএব সর্ব্বথা বিনিবৃত্ত হও। বৃথা প্রাণ রক্ষা করিয়া, কি হইবে? এই নিশাচর মহতী বিভীষিকামাত্র, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। আমরা বিক্রমবলে এই বিভীষিকা নিরাকৃত করিব। অতএব সকলে নিবৃত্ত হও। এই বলিয়া তিনি অতি-কষ্টে বানরদিগকে আশ্বাসদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে আনয়ন করিয়া, একত্রিত করিলেন। তাহারা সকলে বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া, রণাঙ্গনে প্রস্থান করিল। অনন্তর তাহারা সকলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পরমক্রোধে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কুম্ভকর্ণকে প্রহার করিতে লাগিল। কিন্তু রাশি রাশি শিলা, পুষ্পিতশেখর পাদপ ও অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিয়াও, তাহাকে কম্পিত করিতে পারিল না। তাহার গাত্রে লাগিবামাত্র সুবিশাল শিলা সকল ভগ্ন ও পাদপ সকল চূর্ণ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। তখন সেই নিশাচরও পরম ক্রুদ্ধ ও প্রযত্নবান্ হইয়া, সমুত্থিত অগ্নি অরণ্যের ন্যায়, মহাবল বানরবল মন্থন করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান বানরগণ অনেকেই নিরস্ত ও রুধিরাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইয়া শয়ন করিল। বোধ হইল, যেন তাম্রপুষ্প পাদপ

সকল ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে। বানরগণ অগ্র পশ্চাৎ না চাহিয়াই, দ্রুতবেগে ধাবন ও অতিক্রম করিতে লাগিল। কেহ সাগরে পতিত ও কেহ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে বীর রাবণানুজ অবলীলাক্রমে বধ করিতে আরম্ভ করিলে, বানরবীরগণ যেপথে সাগর পার হইয়াছিল, সেই পথে স্থলভাগে পলায়নপর হইল। কেহ ভয়ে বিবর্ণবদন হইয়া, নিম্ন প্রদেশ আশ্রয় করিল। ঋক্ষগণ কেহ বৃক্ষে ও কেহ বা পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইল। বানরগণ কেহ যুদ্ধার্থ সমাগত ও কেহবা অস্থির-ভাবাপন্ন হইল। এবং কেহ ভূগতে নিপতিত ও কেহবা সুপ্ত ও মৃতপ্রায় হইল।

অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত হও, সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিব। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াও এমন স্থান দেখিতে পাই না, যেখানে তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া অবস্থান করিতে পারিবে। অতএব সকলে নিবৃত্ত হও। কি জন্য প্রাণ রক্ষা করিতেছ? হে অসঙ্গগতিপৌরুষ বানরগণ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিলে, স্ব স্ব স্ত্রীর নিকট উপহসিত হইবে। জীবিতদেহে স্ত্রীর উপহাস, মৃত্যু অপেক্ষাও তোমাদের অধিক দুঃখ সমুৎপাদন করিবে। বিশেষতঃ, সকলেই সুবিখ্যাত মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতএব ভয়ে ভীত হইয়া, সামান্য বানরের ন্যায়,কোথায় পলায়ন করিতেছ? যাহারা বীর্য্যত্যাগ পূর্ব্বক ভীত হইয়া পলায়ন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অনার্য্য। তোমরা পূর্ব্বে লোকসমাজে স্ব স্ব উদগ্রতা-প্রতিপাদক ও স্বামীর হিতজনক যে আত্মশ্লাঘা করিতে, আজি তোমাদের তাহা কোথায় গেল? ভীরুদিগের উদ্দেশে এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি ধিক্কৃত হইয়া, জীবন ধারণ করে, তাহার সেই জীবনে ধিক্। অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া, সৎপুরুষসেবিত পথের পথিক হও। সক-

রই জীবন কিছুকালের জন্য। যদি নিহত হইয়া পৃথিবীতে শয়ন করি, তাহা হইলে, কুযোধিগণের দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে গমন করিব। অথবা, যুদ্ধে শত্রুসংহার করিতে পারিলে, কীর্ত্তিলাভ করিব; কিম্বা নিহত হইলে, বীরলোকের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করিব। রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুম্ভকর্ণও জীবিত শরীরে গমন করিতে পারিবে না। প্রজ্বলিত পাবকে পতিত হইলে, পতঙ্গ কখনো পরিত্রাণ পাইতে পারে না। আমরা সকলেই মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত। এবং অনেকে একত্র সমবেত হইয়াছি। অতএব একাকী রাক্ষস কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া, পলায়ন পূর্ব্বক যদি প্রাণ রক্ষা করি, তাহা হইলে, আমাদের কলঙ্ক রাখিতে স্থান হইবে না।

কনকাঙ্গদ শূর অঙ্গদ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, পলায়নপরায়ণ বানরগণ শূরগণের বিগর্হিত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল, রাক্ষস কুম্ভকর্ণ আমাদের নিরতিশয় নির্যন্ত্রণ করিয়াছে। এস্থানে থাকার আর কাল নাই। বিশেষতঃ, জীবন আমাদের প্রিয়তর। সেই জন্য গমন করিতেছি। এই বলিয়া তাহারা ভীমাক্ষ ভীমপ্রকৃতি রাবণানুজকে আসিতে দেখিয়া, সকলেই দশ দিকে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ধীমান্ অঙ্গদ সান্ত্বনা সহকারে নাগপাশমুক্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ঐ সকল পলায়মান বানরবীরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারাও প্রহৃষ্টচিত্তে যুদ্ধানুজ্ঞা প্রতীক্ষা করত অবস্থিতি করিল। অনন্তর ঋষভ, সরভ, মৈন্দ, ধূম্র, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রম্ভ, তার, দ্বিবিদ, পনস ও বায়ুপুত্রপ্রমুখ বানরবীরগণ রণাভিমুখে ত্বরিততর প্রস্থান করিল।

—•:•—

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

তৎকালে অঙ্গদের কথা শুনিয়া, মহাকায় বানরগণ সকলেই স্থির বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, সংগ্রাম বাসনায় প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর বলীয়ান্ অঙ্গদ কর্তৃক পর্য্যবস্থাপিত হইয়া, বীর্য্য ও বিক্রম প্রদর্শন সহকারে মরণে সংকল্প করত সহর্ষে সংগ্রামে গমন ও জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবং প্রকাণ্ড পাদপ ও সানুসকল গ্রহণ করিয়া, সত্বর কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ঐ বীর্য্যশালী নিশাচর নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা সমুদ্যত করিয়া, শত্রুদিগকে ধর্ষিত ও সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তাহাতে এককালে শত, সপ্ত, অষ্ট ও সহস্র বানর ভূমিতে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল। সে কখনো বা এককালে ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশৎ ও ত্রিশৎ বানরকে বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে করিতে ধাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন গরুড় নিরাতঙ্ক্রোধভরে পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতেছেন। অতিকষ্টে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক হইতে একত্র সংশ্লিষ্ট করিলে, বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বত হস্তে সংগ্রামশিরে অবস্থান করিল।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া, জলভারে বিলম্বিত জলধরের ন্যায়, গিরিশেখরসদৃশ কুম্ভকর্ণের সমীপে বেগে গমন এবং তাহার উদ্দেশে পর্ব্বত প্রয়োগ করিল। কিন্তু উহা ঐ নিশাচরকে না পাইয়া, তাহার সৈন্যমধ্যে পতিত হইল। তাহাতে, অশ্ব, গজ ও রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দ্বিবিদ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া, আর এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, তাহার বেগে অভিহত হইয়া, নিশাচরগণের মহৎ আয়োধন হতাশ্ব, হতসারথি ও রুধিরে পরিপূর্ণ হইল। বানরেন্দ্রগণ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, ভীমনিস্বন রথী রাক্ষসগণ কালান্তকসদৃশ শরসমূহের আঘাতে তাহাদিগকে মস্তকহীন

করিল। মহাকায় বানরেরাও মহাদ্রুম উৎপাটিত করিয়া, রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

হনুমান আকাশ আশ্রয় করিয়া, কুম্ভকর্ণের মস্তকে বিবিধ শৈলশৃঙ্গ, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল নিশাচর শূলাগ্রসহায়ে ঐ সকল পর্ব্বত শৃঙ্গ বিদারিত করিয়া, বৃক্ষরাশি ভগ্ন করিয়া দিল। অনন্তর সে নিশিত শূল গ্রহণ করিয়া, প্রচণ্ড বানরবাহিনীর উদ্দেশে ধাবমান হইলে, হনুমান প্রকাণ্ড পর্ব্বতশৃঙ্গ হস্তে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কোপ-ভরে মহাবেগে তাহাকে সেই ভীমকায় শৃঙ্গের আঘাত করি-লেন। তাহাতে অভিভূত হইয়া, নিশাচরের মেদার্দ্র গাত্র রক্তে অভিষিক্ত ও নিরতিক্ষোভ উপস্থিত হইল। তখন ঐ রাক্ষস, পর্ব্বত যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিশৃঙ্গ, সেইরূপ তড়িৎসবর্ণ শূল আবিদ্ধ করিয়া, কার্ত্তিকেয় যেমন উগ্রশক্তি দ্বারা ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, তদ্রূপ হনুমানের বাহ্বন্তরে আঘাত করিল। সুবিশাল ভুজমধ্য শূলা-ঘাতে বিদীর্ণ হইলে, হনুমান নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে, রোষভরে সেই মহাযুদ্ধে যুগান্তকালীন মেঘ-স্তনিতশব্দবৎ ভয়ংকর শব্দ করিয়া উঠিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাকে ব্যথিত দেখিয়া, প্রহৃষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে লাগিল। বানরগণ ব্যথিত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া, কুম্ভকর্ণ হইতে দূরে পলায়ন করিল।

অনন্তর বলবান্ নীল সৈন্যদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, রাবণা-নুজের উদ্দেশে শৈলশৃঙ্গ প্রক্ষেপ করিলেন। শৈলশৃঙ্গ বেগে আসিতেছে দেখিয়া, নিশাচর তৎক্ষণাৎ মুষ্টির আঘাত করিল। মুষ্টির আঘাতে অভিহত হইয়া, উহা ভগ্ন হইয়া গেল। এবং শিখা ও স্ফুলিঙ্গ সকল বিস্তার পূর্ব্বক মহীতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, এই পাঁচ প্রধান বানর মহাকায় নিশাচরের সমীপস্থ হইয়া, চতুর্দ্দিক হইতেই তাহাকে পর্ব্বত, পাদপ, পাদ, মুষ্টি ও তলপ্রহার করিতে লাগিল।

কিন্তু সে, ঐ সকলের প্রহার, মাল্যাদিস্পর্শপ্রায় জ্ঞান করিয়া, ব্যথিত না হইয়া, মহাবেগে ঋষভকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিল। বানরর্ষভ ঋষভ রাক্ষসের ভুজনিপীড়িত হইয়া, মুখে রক্ত উঠিয়া, ভূমে পড়িয়া গেল। অনন্তর ইন্দ্রশত্রু রাবণানুজ মুষ্টি দ্বারা শরভকে, জানু দ্বারা নীলকে, এবং তল দ্বারা গবাক্ষকে আঘাত করিল। তাহারা সকলেই প্রহারব্যথায় আক্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া, রক্তাক্ত কলেবরে ছিন্নমূল কিংশুকসমূহের ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল।

এই রূপে ঐ সকল মহাত্মা বানরমুখ্য নিপাতিত হইলে, সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের সমীপে সবেগে সমাগত হইল। তখন শৈলসন্নিভ উল্লিখিত বানরশ্রেষ্ঠগণ শৈলসন্নিভ ঐ নিশাচরের উপরে সমারূঢ় ও সমুৎপতিত হইয়া, দংশন এবং নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহুর আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসশার্দ্দূল রাবণানুজ স্বভাবতই পর্ব্বতপ্রতিম। সহস্র সহস্র বানরে পরিব্যাপ্ত হইয়া, পাদপপ্রকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অনন্তর ঐ মহাবল নিশাচর বাহুযুগলের সহায়তায় সমুদায় বানরকে গ্রহণ করিয়া, গরুড় পন্নগের ন্যায়, মহাক্রোধে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া, আপনার পাতালসম গভীর বক্ত্রে নিক্ষেপ করিলে, বানরেরা তাহার দুই নাসারন্ধ্র ও কর্ণপথযোগে বহির্গত হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বতপ্রতিম নিশাচর মহাক্রোধে অনেক বানরকে ভক্ষণ ও অনেকের অস্থিপঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এবং মাংসশোণিতে রণভূমি বিশেষরূপে ক্লিন্ন করিয়া, প্রবল প্রজ্বলিত কালাগ্নির ন্যায়, বানরসৈন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শূলহস্ত মহাবল নিশাচর, বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় রণমধ্যে শোভমান হইল। গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন শুষ্ক বন দহন করে, রাবণানুজও তেমনি বানরসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ তৎকর্ত্তৃক বধ্যমান ও হতযূথ হইয়া, ভয়সংবিগ্ন হৃদয়ে বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনেকে ব্যথিত ও ভিন্নচিত্ত হইয়া, রামের শরণাপন্ন হইল। অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া, বেগভরে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুবিশাল শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ ও বারংবার গর্জ্জন করিয়া, কুম্ভকর্ণের পদানুগ সমুদায় রাক্ষসকে ত্রাসিত করত, রাবণানুজের মস্তকে সেই শৈল-শেখর নিক্ষেপ করিলেন। সে শৃঙ্গাহত হইয়া, মহাক্রোধে প্রজ্বলিত ও সবেগে অমর্ষী বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। এবং গভীর গর্জ্জনে সমুদায় বানরকে বিত্রাসিত করিয়া,রোষভরে অঙ্গদের উদ্দেশে শূল বিসর্জ্জন করিল। যুদ্ধমার্গবিশারদ বল-বান্ বানরর্ষভ অঙ্গদ লাঘববশতঃ পতনসময়েই ঐ শূল পরিহার করিলেন। অনন্তর সবেগে উৎপতিত হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে তলপ্রহার করিলে, পর্ব্বতোপম সেই নিশাচর সেই আঘাতে অভিহত হইয়া, মোহাচ্ছন্ন হইল। পরে চেতনালাভ হইলে, মহাবলে মুষ্টিসংগ্রহ করিয়া, অপহাস সহকারে শূল নিক্ষেপ করিল। অঙ্গদ তাহার আঘাতে হতচেতন ও পতিত হইলেন।

প্লবগশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পতিত হইলে, রাবণানুজ সেই শূল গ্রহণ করিয়া, সবেগে সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বানররাজ সুগ্রীব উৎপতিত হইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎক্ষেপণ ও মহা-বলে উদ্যত করিয়া, বেগভরে তাহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। নিশাচর তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, সর্ব্বাঙ্গ বিবৃত্ত করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার কলেবর বানরগণের রক্তে পরিপূর্ণ। সে সেই অবস্থায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বানরদিগকে ধরিয়া, ভক্ষণ করিতেছে। সুগ্রীব তাহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি অনেক বীরকে সংহার ও সৈন্যসকল ভক্ষণ করিয়া, সুদুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পরম যশ লাভ করিয়াছ। আর ইতর জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কি করিবে? অতএব এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বানরসৈন্য

ছাড়িয়া দিয়া, আমার এই পর্ব্বতের এক আঘাত সহ্য কর। বানররাজের এই সত্ত্বধৈর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষস-শার্দ্দূল উত্তর করিল, তুমি প্রজাপতির পৌত্র ও ঋক্ষরজের পুত্র। এবং ধৈর্য্য ও পুরুষকার সম্পন্ন। সেই জন্যই গর্জ্জন করিতেছ।

সুগ্রীব রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, পর্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মোচন এবং বজ্রাশনির ন্যায় তদ্দ্বারা তাহার হৃদয় আহত করিলেন। কিন্তু রাক্ষসের সুবিশাল ভুজান্তরে পতিত-মাত্র ঐ শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরেরা সহসা বিষণ্ণ হইলে, রাক্ষসগণ আহ্লাদে চীৎকার করিতে লাগিল। রাবণানুজ শৈলশৃঙ্গের আঘাত প্রযুক্ত কুপিত হইয়া, সরোষে গর্জ্জন পুরঃসর, বিবৃত্ত বদনে বিদ্যুৎসন্নিভ শূল ব্যাবিদ্ধ করিয়া, বানররাজের বধার্থ বিক্ষেপ করিল। অনিলাত্মজ হনুমান্ সত্বর সমুৎপতনপূর্ব্বক বিসারিত বাহুযুগলে কুম্ভকর্ণের করপ্রণুন্ন কাঞ্চন-দামমণ্ডিত ঐ সুশাণিত শূল ধারণ করিয়া, বেগভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি সহস্র ভার-কালায়স-নির্ম্মিত মহৎ শূল জানুতে আরোপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিয়া, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। হনুমান কর্ত্তৃক শূল ভগ্ন হইল, দেখিয়া, বানরবাহিনী আহ্লাদে বারংবার গর্জ্জন করিয়া, ইতস্ততঃ দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা অতিমাত্র আহ্লাদভরে সিংহনাদ করিয়া, পবননন্দনের পূজা করিল।

মহাত্মা রাক্ষসপতি, শূল ভগ্ন হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে লঙ্কাস্থ মলয়পর্ব্বত হইতে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া; সবেগে সুগ্রীবের সমীপে যাইয়া, তাঁহাকে উহার আঘাত করিল। বানর-রাজ শৃঙ্গপ্রহারে মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা সুগ্রীবকে সংজ্ঞাহীন ও ধরাশায়ী দেখিয়া, অতিহর্ষে শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ ঘোর ও অদ্ভুতবীর্য্যবিশিষ্ট সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেল। বোধ হইল,

প্রচণ্ড বায়ু যেন মহামেঘকে অপসারিত করিল। তৎকালে মেরুপ্রতিমকলেবর সেই নিশাচর মহামেঘমূর্ত্তি বানরপতিকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া, গমন করত, সমুচ্ছ্রিত-ঘোর শৃঙ্গ মেরুর ন্যায়, শোভমান হইল। অনন্তর ঐ রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভকর্ণ বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলে, রাক্ষসেরা তাহার স্তব এবং দেবগণ এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া, তাহার সমক্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রশত্রু ও ইন্দ্রবীর্য্য ঐ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রোপম বানরেন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, মনে করিল, এই ব্যক্তি নিহত হইলে, রামের সহিত এই বানরসৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর, বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়মান এবং স্বয়ং রাজা রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, মতিমান হনুমান্ চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুগ্রীব ধৃত হইয়াছেন; আমার কি করা কর্ত্তব্য। আমার যাহা করা ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমি নিঃসন্দেহই করিব। পর্ব্বতকলেবর হইয়া আমি এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব। এই মহাবল রাক্ষস আমার মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণদেহ ও বিনষ্ট হইলে, সমগ্র বানরবল হর্ষাবিষ্ট হউক। অথবা, রাজা স্বয়ংই আপনাকে মুক্ত করিবেন। রাক্ষসগণের কথা কি, দেব, দানব ও উরগগণও সমবেত যত্নে ইহাঁকে গ্রহণ করিয়া, বদ্ধ করিতে পারেন না। পর্ব্বতপ্রহারে ইহাঁর চৈতন্য লোপ হইয়াছে। বোধ হয়, সেই জন্যই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া এখনো বুঝিতে পারেন্ নাই। মুহূর্ত্তমধ্যেই চৈতন্য লাভ করিয়া, আপনার ও বানরগণের সর্ব্বথা হিতকর অনুষ্ঠান করিবেন। আমি মোচন করিলে, এই মহাত্মা সুগ্রীবের অপ্রীতি ও শাশ্বতী অকীর্ত্তি হইবে। অতএব ইনি মুক্তিলাভ করিয়া, কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন, তাহা প্রতীক্ষা করিব। এক্ষণে ছিন্নভিন্ন বানরবাহিনীকে আশ্বস্ত করি। পবননন্দন হনুমান এইপ্রকার চিন্তানন্তর সেই সুবিশাল বানরসৈন্য সংস্তম্ভিত করিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ স্ফূর্ত্তিমান সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য লোকসকল বিমান, চর্য্যাগৃহ ও গোপুর হইতে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট কুসুম বর্ষণ করিয়া, তাহার পূজা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাবল সুগ্রীব লাজমিশ্রিত গন্ধ-জলবৃষ্টিতে শনৈঃ শনৈঃ সিচ্যমান হইয়া, রাজপথের শৈত্য-সম্পর্কে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অতিমাত্রবলশালী রাবণানুজ তাঁহাকে আপনার ভুজমধ্যে নিহিত করিয়াছিল। সেই অবস্থায় মহাত্মা সুগ্রীব অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, রাজপথ নিরীক্ষণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, আমি রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিরূপে সম্যক্ প্রতিবিধানে সমর্থ হইব। যাহাতে বানরগণের ইষ্টাপত্তি ও উপকারের সম্ভাবনা, আমাকে এখন তাহাই করিতে হইবে। এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি সহসা খর নখরপ্রহারে ইন্দ্রশত্রু কুম্ভকর্ণের দুই কর্ণ, দশনাঘাতে নাসিকা এবং পাদনখপ্রয়োগে তাহার দুই পার্শ্ব ছিন্ন ও বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। নাসাকর্ণ ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত হওয়াতে, রাক্ষস রোষাভিভূত হইয়া, সুগ্রীবকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতে পেষণ করিল। বানররাজ ভীমবল রাক্ষসরাজ কর্ত্তৃক ভূতলে নিষ্পিষ্ট ও অন্যান্য সুরশত্রু নিশাচরের বাণে হন্যমান হইয়া, সবেগে কন্দুকবৎ আকাশে উত্থান এবং পুনরায় রামের সহিত সমাগম বিধান করিলেন। মহাবল রাবণানুজ কর্ণনাসাবিহীন হইয়া, শোণিতরাশি উদ্গিরণ করত, প্রস্রবণপরিবৃত পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান হইল। তাহার শরীর অতি প্রকাণ্ড ও ভীমদর্শন এবং নীলাঞ্জনরাশির ন্যায়, প্রভাবিশিষ্ট। সে, শোণিতার্দ্র তাদৃশ কলেবরে অমর্ষভরে শোণিতভার উদ্গিরণ করত, সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল। এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য কৃতচিত্ত হইল। সুতরাং, সুগ্রীব প্রস্থান করিলেই, সে ক্রোধভরে যুদ্ধ-নগে দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। এবং আপনাকে

নিরায়ুধ বিবেচনা করিয়া, ঘোর মুদ্গর গ্রহণ করিল। অনন্তর তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া, সুবিশাল বানরসৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন যুগান্তাগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়া, প্রজাকুল সংহার করিতেছে। সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। শোণিত-মাংসলোভে বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মোহবশতঃ রাক্ষস, বানর, পিশাচ ও ঋক্ষদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং ক্রোধভরে সত্বরতাসহকারে এক, দুই, তিন বা একবারে অনেক বানরকে রাক্ষসদিগের সহিত এক হস্তেই গ্রহণ করিয়া, মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

বানরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বতপ্রয়োগে প্রহার করাতে, তাহার শরীর হইতে অনবরত মেদ ও রক্ত বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। সে তাহাতে দৃক্পাত না করিয়া, ভূরি ভূরি বানর ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। বানরেরা ভক্ষ্যমাণ হইয়া, রামের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর কুম্ভকর্ণ নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করত ধাবমান হইল। এবং একবারে শত, সপ্ত, অষ্ট, বিংশৎ বা ত্রিংশৎ বানরকে সুবিনারিত বাহুযুগলে ধারণ করিয়া, মুখে দিতে আরম্ভ করিল। তাহার দংষ্ট্রা সুতীক্ষ্ণ, সর্ব্বশরীর মেদ বসা ও শোণিতে পরিলিপ্ত এবং কর্ণে অন্ত্রনির্ম্মিত মালা দোদুল্যমান। সেই অবস্থায় সে, যুগান্তকালপ্রাদুর্ভূত বলবান্ কালের ন্যায়, বারংবার শূলপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময়ে সুমিত্রার পুত্র পরবলার্দ্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, গোধাঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি কুম্ভকর্ণের শরীরে সপ্ত শর নিখাত করিয়া, পুনরায় অন্যান্য শর সকল গ্রহণ পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পীড্যমান হইয়া, অস্ত্রান্তর দ্বারা তৎসমস্ত নিরাকৃত করিল। তদ্দর্শনে বলবান লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া, শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক, বায়ু যেমন সান্ধ্য মেঘকে, সেইরূপ তাহার জাম্বূনদময় শুভ্র সুন্দর কবচ প্রচ্ছাদিত করিলেন। নীলাঞ্জনরাশিসন্নিভ ঐ নিশাচর লক্ষ্মণের কাঞ্চনভূষিত

শরপরম্পরায় আপীড়্যমান হইয়া, জলদপটলপরিবৃত অংশুমান্ সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইল।

অনন্তর সেই নিশাচর সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া, জলদগম্ভীর নিনাদে কহিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে বিনা-কষ্টে অন্তককেও জয় করিতে পারি। সুতরাং, আমার সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, তুমি বীরত্ব খ্যাপন করিয়াছ। আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, মৃত্যুর ন্যায়, মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাক, আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেও, আমি তাহাকে পূজার যোগ্য বিবেচনা করি। ঐরাবতে অধিরূঢ় ও সমস্ত দেবগণে বেষ্টিত হইয়া, পরম শক্তিমান্ স্বয়ং ইন্দ্রও পূর্ব্বে কখনো যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। হে সৌমিত্রে! অদ্য আমি তোমার বল ও পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমার অনুমতি লইয়া, রামের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। যেহেতু, তুমি বল, বীর্য্য ও উৎসাহ দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ; সেইহেতু, একমাত্র রামকেই বিনাশ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। রাম বিনষ্ট হইলে, সকলেই বিনাশ পাইবে। ফলতঃ, রাম আমার হস্তে নিহত হইলে, আর যাহারা থাকিবে, আমি সকললোকপ্রমাথী স্বকীয় বলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।

কুম্ভকর্ণ স্তুতিসহকারে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণ সহাস্য আস্যে ঘোরতর বাক্যে উত্তর করিলেন, বীর! তুমি যে পুরুষকারপ্রভাবে শক্রাদি দেবগণেরও অসহ্য হইয়াছ, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। যেহেতু অদ্য তোমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই দাশরথি রাম, অদ্রির ন্যায়, অচলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন।

মহাবল নিশাচর এই কথা শুনিয়া, লক্ষ্মণকে অনাদর ও অতিক্রম করিয়া, মেদিনী কম্পিত করত রামের অভিমুখে দ্রুত-পদে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে দাশরথি রাম রৌদ্রাস্ত্র যোজনা

করিয়া, তাহার হৃদয়ে নিশিত শর সকল প্রয়োগ করিলেন। অভিমুখে ধাবনসময়ে রামের শরে বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধ প্রযুক্ত তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র শিখা সকল নিঃসৃত হইতে লাগিল। সে, রোষভরে গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিয়া, বানরদিগকে বিদ্রাবিত করত, অভিমুখে ধাবমান হইল। ঐ সকল বর্হিপত্র শর হৃদয়ে মগ্ন হইবামাত্র, তাহার হস্ত হইতে গদা ভ্রষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে পতিত এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই মহাবল নিশাচর যখন আপনাকে নিরায়ুধ বোধ করিল, তখন মুষ্টি ও কর প্রহার পূর্ব্বক তুমুল হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইল। সে বাণে বাণে অতিবিদ্ধাঙ্গ ও রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া, পর্ব্বতপ্রস্রবণের ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। এবং তীব্রকোপ ও রক্তস্রাব, এই উভয় কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া, ঋক্ষ, বানর ও নিশাচরদিগকে ভক্ষণ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অনন্তর সেই ভীমপরাক্রম, মহাবল, অন্তকোপম নিশাচর ভয়ংকর অদ্রিশৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। রাম পুনরায় কার্ম্মুকসন্ধান পূর্ব্বক সপ্ত বাণ যোজনা করিয়া, ঐ শৃঙ্গ আসিতে না আসিতেই, মধ্যপথে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ভরতাগ্রজ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গ শরজালে তাহার বিশাল বর্ম্ম ছেদন করিলেন। মেরুশিখরাকার ঐ বর্ম্ম স্বীয় শ্রীতে যেন বিদ্যোতিত হইয়া, পতনসময়ে দুই শত প্রধান বানরকে নিপাতিত করিল। ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ সবিশেষ মনোযোগ সহকারে কুম্ভকর্ণবধের নানাপ্রকার উপায় পরিকলন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রাক্ষস শোণিতগন্ধে মত্ত হইয়াছে, রাক্ষস বা বানর কিছুই ইহার জ্ঞানগম্য নাই। এই জন্য আত্মপর সকলকেই ভক্ষণ করিতেছে। প্রধান প্রধান বানর ও যথামুখ্য যূথপতিগণ চতুর্দ্দিক হইতে ইহার উপর আরোহণ করুক। তাহা হইলে, এই দুর্ম্মতি ক্রমে ক্রমে বানরগণের ভারে

প্রপীড়িত হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক অন্যান্য বানরদিগকে আর সংহার করিতে পারিবে না।

ধীমান্ রাজপুত্র সৌমিত্রির এই কথা শুনিয়া, মহাবল বানরেরা তৎক্ষণাৎ কুম্ভকর্ণের উপরে আরোহণ করিল। তদ্দর্শনে সে সাতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্ত্যারোহীদিগকে, তেমনি তাহাদিগকে সবেগে বিঘূর্ণিত করিলে, রাম, তাহার ক্রোধ হইয়াছে, অনুমান করিয়া, বেগভরে উৎপতিত হইয়া, উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিলেন। ক্রোধবশতঃ তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি চক্ষু দ্বারা ঐ রাক্ষসকে যেন দগ্ধ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বেগভরে তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কুম্ভকর্ণের বলার্দ্দিত বানরযূথপতিগণ সকলেই হর্ষাবিষ্ট হইল। অনন্তর দাশরথি দৃঢ়তর গুণবিশিষ্ট, তপনীয়বিচিত্রিত, প্রচণ্ড, ভুজগকল্প ধনু ধারণ করিয়া, সমুদায় বানরকে আশ্বাসিত করত সমুৎপতিত হইলেন। এইরূপে তিনি উৎকৃষ্ট তূণ ও বাণ সকল বন্ধন পূর্ব্বক পরম দুর্জ্জয় বানরবলে পরিবৃত হইয়া, প্রস্থান করিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর দাশরথি অবলোকন করিলেন, অরিন্দম মহাবল কুম্ভকর্ণ কিরীট মস্তকে, শোণিতপরিপ্লুত লোহিতলোচনে ক্রোধভরে প্রবলপ্রতাপ, রোষাবিষ্ট দিগ্‌গজের ন্যায়, রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বানরগণের অন্বেষণ করত তাহাদের সকলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। সে দেখিতে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় এবং কাঞ্চনময় অঙ্গদে ভূষিত। তাহার মুখ হইতে রুধিরপ্রবাহ বিনির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন বর্ষমেঘ সমুত্থিত হইয়াছে। তাহার সৃক্ক শোণিতে অভিষিক্ত। সে, জিহ্বা দ্বারা তাহা বারংবার লেহন করিয়া, কালান্তক যমের ন্যায়, বানরবল মর্দ্দিত করিতেছে।

পুরুষোত্তম রাম প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম তদবস্থ রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ শরাসন বিস্ফারণ করিলেন।

রাক্ষসরাজ সেই বিস্ফারশব্দে কুপিত হইয়া, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সবেগে রামের অভিমুখীন হইল। এই রূপে সেই ধরণীধরাভ রাক্ষসরাজ, বাতোদ্ধত মেঘের ন্যায়, আপতিত হইলে, ভুজগরাজের উৎকৃষ্ট ভোগসদৃশ বাহুবিশিষ্ট রাম তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বিষণ্ণ হইও না, আগমন কর; আমি শরাসন গ্রহণ করিয়া, তোমার অপেক্ষা করিতেছি। তুমি জানিও, আমি রাক্ষসবংশের বিনাশকর্ত্তা। অতএব তোমাকেও মুহূর্ত্ত পরে যমালয় দর্শন করিতে হইবে।

কুম্ভকর্ণ এই কথায়, তাঁহাকে রাম, জানিতে পারিয়া, বিকৃতস্বরে হাস্য করিয়া, সাতিশয় ক্রোধভরে বানরবল বিদ্রাবিত করিতে করিতে, অভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর ঐ পরম তেজস্বী নিশাচর ভয়ংকর মেঘগর্জ্জনবৎ বিকৃত স্বরে উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া, সমুদায় বানরগণের হৃদয় বিদারিত করত রামকে কহিল, তুমি জানিবে, আমি বিরাধ নহি, কবন্ধ নহি, খর নহি, বালী নহি অথবা মারীচও নহি। আমি কুম্ভকর্ণ, তোমার নিকট আসিলাম। আমার এই সর্ব্বকালায়স ভয়ংকর প্রকাণ্ড মুদ্গর অবলোকন কর। পূর্ব্বে আমি ইহারই প্রভাবে দেব ও দানবদিগকে জয় করিয়াছিলাম। কর্ণ ও নাসা ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না। কেননা, কর্ণ নাসার ছেদনপ্রযুক্ত আমার স্বল্পমাত্রও পীড়া উপস্থিত হয় নাই। অয়ি ইক্ষ্বাকুশার্দ্দূল! অগ্রে তুমি আমার গাত্রে স্বকীয় বীর্য্য প্রদর্শন কর। তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দর্শন করিয়া, পরে তোমাকে ভক্ষণ করিব।

রাম রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, বজ্রসমনিরতিবেগশালী সুপুঙ্খ শর সকল মোচন করিলেন। তাহা দ্বারা আহত হইয়াও, তাহার ক্ষোভ বা বেদনা বোধ হইল না। রাম যে সকল শরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ছেদন ও বালীকে সংহার করিয়াছেন, সেই সকল বজ্রোপম বাণও তাহার শরীর ব্যথিত করিতে পারিল

না। মহেন্দ্রশক্র ঐ নিশাচর বারিধারার ন্যায়, তৎসমস্ত সায়ক শরীরসহায়ে পান করিয়া, উল্লিখিত প্রচণ্ড মুদ্‌গর ব্যাবিদ্ধ করিয়া, রামের শরবেগ পরাহত করিল। অনন্তর দেবসৈন্য-বিত্রাসন ক্ষতজোক্ষিত রাক্ষসরাজ সেই মুদ্‌গর দ্বারা বানর-বাহিনী বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম বায়ব্যনামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, তদ্দ্বারা কুম্ভকর্ণের মুদ্‌গরসহিত বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। বাহু ছিন্ন হইলে, সে তুমুল চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর গিরিশৃঙ্গকল্প উল্লিখিত বাহু মুদ্‌গর সহিত রামবাণে ছিন্ন ও বানরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া, অনেকের প্রাণ সংহার করিল। হতাবশিষ্ট বানরেরা রণে ভঙ্গ দিয়া, বিষাদভরে নিপীড়িত কলেবরে একপার্শ্ব আশ্রয় পূর্ব্বক, নররাজ ও ঋক্ষরাজ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। বাহু ছিন্ন হওয়াতে, ছিন্নশৃঙ্গ অদ্রিরাজের ন্যায়, ঐ রাক্ষস অপর হস্তে বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রামের অভিমুখে ধাবমান হইল। দাশরথি জাম্বুনদবিচিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্রযুক্ত বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার সেই পন্নগভোগকল্প সমুদ্যত বাহু বৃক্ষের সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উহা পর্ব্বতের ন্যায়, ভূপতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া, অনেক বৃক্ষ, শৈল, শিলা, বানর ও রাক্ষস সংহার করিল। অনন্তর রাম কুম্ভকর্ণকে গর্জ্জনপূর্ব্বক ছিন্ন হস্তে সহসা সম্মুখে আসিতে দেখিয়া, দুই নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিয়া, তাহার দুই পা কাটিয়া দিলেন। দিক্, বিদিক্, মহার্ণব, লঙ্কা, এবং কপি ও বানরসৈন্য, সমুদায় প্রতিধ্বনিত করিয়া, ঐ পদদ্বয় ধরাতল আশ্রয় করিল। হস্তপাদ ছিন্ন হইলে, সে বড়বামুখসন্নিভ সুবিশাল বদন ব্যাদিত করিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে, অন্তরীক্ষে রাহু চন্দ্রের ন্যায়, রামের নিকট সহসা দ্রুততর গমন করিল। তিনি হেমমণ্ডিতপুঙ্খ শিতাগ্র শরজালে তাহার মুখ পরিপূর্ণ করিলে, সে আর কথা কহিতে না পারিয়া, যেমন কূজন করিল, তেমনি মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর

রাম সূর্য্যমরীচি, ব্রহ্মদণ্ড, অন্তক ও কাল এই সকলের তুল্য, শত্রুগণের অশুভকর, সুন্দরপুঙ্খ ও মারুতসম বেগবিশিষ্ট, নিশিত ঐন্দ্রাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। প্রদীপ্ত সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশশীল, মহেন্দ্রের বজ্র ও অশনির ন্যায় বেগবান্ এবং স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত সুন্দরপুঙ্খ বিশিষ্ট উল্লিখিত অস্ত্র রাক্ষসের উদ্দেশে তিনি নিক্ষেপ করিলে, উহা তদীয় বাহু হইতে প্রণোদিত হইয়া, বিধূম হুতাশনের ন্যায়, ভয়ংকর দৃশ্য ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় তেজে দশ দিক্ আলোকিত করিয়া, ইন্দ্রের অশনির ন্যায়, প্রবল বিক্রমে গমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে পুরন্দর যেমন বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তেমনি দাশরথি উল্লিখিত শরে কুম্ভকর্ণের সুচারু কুণ্ডল ও বিবৃতদংষ্ট্রাবিশিষ্ট, প্রকাণ্ড পর্ব্বতকূট তুল্য শির কর্ত্তন করিলেন। রজনীতে আদিত্য উদিত হইলে, মধ্যস্থ চন্দ্রের যেমন শোভা হয়, রাক্ষসের কুণ্ডলমণ্ডিত প্রকাণ্ড মস্তকের তদ্বৎ শোভা হইল। উহা রামবাণে অভিহত ও পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইয়া, অনেক চর্য্যাগৃহ, গোপুর ও উচ্চতম প্রাকার নিপাতিত করিল।

তৎকালে ছেদনবেগে বিলুণ্ঠিত হইয়া, হিমালয়সদৃশ প্রকাণ্ডকলেবর ঐ নিশাচর সাগরে পতিত হওয়াতে, ভূরি ভূরি বৃহৎ মকর, কুম্ভীর, মৎস্য ও ভুজঙ্গ সমস্ত মর্দ্দিত এবং ভূমি সমাবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ ও দেবগণের শত্রু মহাবল রাবণানুজ এই রূপে যুদ্ধে নিপতিত হইলে, অচল সকলও বিচলিত ও পৃথিবী কম্পিত এবং দেবগণ সহর্ষে তুমুল শব্দ করিয়া উঠিলেন। আকাশবিহারী দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, পন্নগগণ, সুরগণ, ভূতগণ, সুপর্ণগণ, গুহ্যকগণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই রামের পরাক্রমে নিতরাং হর্ষিত হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের বান্ধবপক্ষীয় মনস্বী নিশাচরগণ কুম্ভকর্ণের নিধন ও রামকে সন্দর্শন করিয়া, সিংহদর্শনে মাতঙ্গগণের ন্যায়, ব্যথিত হইয়া, উচ্চৈ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সূর্য্য যেমন রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া, অন্ধকার নিরা-

করণ পূর্ব্বক আকাশমধ্যে বিরাজমান হয়েন, রামও তেমনি রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ভীমবল শত্রু নিপাতিত হইলে, বহুসংখ্য বানর অতীব হর্ষিত হইয়া, প্রফুল্লপদ্মপ্রতিম বিকসিত বদনে নৃপাত্মজ সিদ্ধকাম রামের সবিশেষ পূজা করিল। পূর্ব্বে অনেক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কখনো সুরসৈন্যমর্দ্দন কুম্ভকর্ণকে জয় করিতে পারে নাই। ভরতাগ্রজ তাঁহাকে নিহত করিয়া, মহাসুর বৃত্রবধে অমরাধিপের ন্যায়, হর্ষাবিষ্ট হইলেন।

—০:০—

অষ্টষষ্টি সর্গ।

মহাত্মা রাম কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণকে হত হইতে দেখিয়া, রাক্ষসেরা রাবণকে গিয়া বলিল, রাজন! কালসঙ্কাশ কুম্ভকর্ণ কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, বানরীসেনা বিদ্রাবিত, বানরদিগকে ভক্ষণ ও মুহূর্ত্তকাল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরিশেষে রামের শরে এককালেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ ভীমদর্শন সাগরের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছে, সর্ব্ব শরীরে রুধিরক্ষরণ হইতেছে এবং তদীয় মস্তকে লঙ্কার দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই রূপে আপনার ভ্রাতা রামের শরে পীড়িত এবং হস্ত পাদ ও মস্তকাদিবিহীন হইয়া, নগ্ন দেহে দাবদগ্ধ দ্রুমের ন্যায়, পতিত হইয়াছেন।

মহাবল কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, রাবণ শোকসন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, পতিত হইলেন। দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা ও অতিকায় ইহারা পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে শোকপীড়িত হইয়া, রোদন করিতে লাগিল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ভ্রাতাকে সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, মহোদর ও মহাপার্শ্ব উভয়ে শোকাক্রান্ত হইল।

অনন্তর অতিকষ্টে জ্ঞান লাভ হইলে, রাবণ ভ্রাতৃবধপ্রযুক্ত

নিতান্ত কাতর হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বীর! হা রিপুদর্পঘ্ন! হা মহাবল কুম্ভকর্ণ! দৈববশতঃ তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া, যমভবনে গমন করিলে! অয়ি মহাবল! আমার ও বান্ধবগণের শল্য উদ্ধার না করিয়া, শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করত আমাকে ত্যাগ করিয়া, একাকী কোথায় গমন করিতেছ? অধুনা আমি মৃতপ্রায় হইলাম। যেহেতু, আমার দক্ষিণ বাহু পতিত হইল। এই বাহুর আশ্রয়ে সুরাসুর কাহাকেও আমি ভয় করিতাম না। দেব ও দানবগণের দর্প-হারী, কালাগ্নি-কল্প এবংবিধ বীরকেও রাম কি রূপে অদ্য নিহত করিলেন। ভাই! তুমি যে বজ্রনিষ্পেষেও কিছুমাত্র বিপন্ন হইতে না। আজি কেন রামবাণে আর্ত্ত হইয়া, ধরাতলে প্রসুপ্ত হইলে! ঐ দেবগণ ঋষিগণের সহিত গোপনে অবস্থান পূর্ব্বক, তোমাকে নিহত দেখিয়া, সহর্ষে নিনাদ করি-তেছে। বানরগণ অদ্য নিশ্চয়ই অবসর পাইয়া, আহ্লাদ-ভরে লঙ্কার দ্বার ও দুর্গ সকলে আরোহণ করিবে। কুম্ভকর্ণ বিনা রাজ্যে আমার কার্য্য নাই; সীতাকে লইয়া আর আমি কি করিব এবং আমার বাঁচিতেও আর মন নাই। যদি আমি ভ্রাতৃ-হন্তা রামকে যুদ্ধে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার এই বৃথা জীবনে প্রয়োজন কি? মরণই একমাত্র শ্রেয়। যেখানে আমার অনুজ কুম্ভকর্ণ, অদ্যই আমি সেখানে যাইব। ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া, ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না। আমি পূর্ব্বে অনেক অপকার করিয়াছি; সুতরাং দেবগণ এক্ষণে আমাকে দেখিয়া হাস্য করিবে। ভাই কুম্ভকর্ণ! তুমি প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ। আর আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করিব। মহাত্মা বিভীষণ যে হিতকথা বলিয়াছিল, তাহা আমার ঘটিল। আমি কিন্তু অজ্ঞানপ্রযুক্ত সে কথা গ্রাহ্য করি নাই। যে অবধি কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্তের দারুণ বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে, সেই অবধি বিভীষণের কথা মনে পড়িয়া, আমার লজ্জা জন্মিয়া থাকে।

আমি যে শ্রীমান্ ধার্ম্মিক বিভীষণকে নিরস্ত করিয়াছি, সেই কর্ম্মের এই শোককর পরিণাম উপস্থিত।

ইন্দ্রশক্র অনুজ কুম্ভকর্ণ হত হইয়াছে, জানিয়া, দশানন অতিশয় আর্ত্ত ও আকুলচিত্ত হইয়া, এইরূপে অতীব করুণস্বরে তাহার উদ্দেশে বহুবিধ বিলাপ করিয়া, পরে নিপতিত হইলেন।

ঊনসপ্ততি সর্গ।

দুরাত্মা রাবণ শোকে অভিভূত হইয়া,এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, ত্রিশিরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বলিল, আমাদের তাতমধ্যম এবংবিধ মহাবীর্য্য কুম্ভকর্ণ নিহত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার ন্যায়, সৎপুরুষগণ বিলাপ করেন না। অয়ি প্রভো! আপনি ত্রিভুবনপরাজয়েও সমর্থ। কিজন্য, সামান্য লোকের ন্যায়, শোক করিতেছেন? আপনার ব্রহ্মদত্ত শক্তি, কবচ, সায়ক, ধনু এবং সহস্র খর সংযুক্ত মেঘনিস্বন রথ আছে। আপনি অনেকবার বিনা শস্ত্রে দেবদানবদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন হইয়া, রাঘবকে শাসন করুন। মহারাজ! আপনি যথেচ্ছ অবস্থিতি করুন। আমিই একাকী যুদ্ধে নির্গমন ও গরুড় পন্নগের ন্যায়, আপনার সমস্ত শত্রু সমুদ্ধরণ করিব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে ও বিষ্ণু যেমন নরককে, আমি তেমনি অদ্য যুদ্ধে রামকে নিপাতিত ও ধরাশায়িত করিব।

রাক্ষসাধিপ রাবণ ত্রিশিরার কথা শুনিয়া,কালপ্রেরিত হইয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বোধ করিলেন। এবং দেবান্তক, নরান্তক ও অতিকায় ইহারা যুদ্ধনিমিত্ত উদ্যুক্ত হইল। অনন্তর রাবণের পুত্র তুল্যপরাক্রম বীর রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই, আমি অগ্রে, আমি অগ্রে, এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে গর্জ্জন পুরঃসর অত্যন্ত উত্থিত হইল। তাহারা সকলেই মায়াবিশারদ সক-

লেই ত্রিদশদর্পঘ্ন, সকলেই সমরদুর্ম্মদ, সকলেই সাতিশয় বল-শালী, সকলেই বিস্তীর্ণকীর্ত্তিসম্পন্ন, সকলেই সমরে অবতীর্ণ হইয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বা মহোরগ কাহারই নিকট পরাজিত হই-য়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় না, সকলেই অস্ত্রবিৎ বীর, সকলেই যুদ্ধবিশারদ, সকলেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট, এবং সকলেই বর লাভ করিয়াছে। রাজা রাবণ শত্রুগণের বল-বিনাশন ভাস্করতুল্যদর্শন তাদৃশ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, মহা-জ্ঞানবদর্পসংহরণ অমরগণে বেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। এবং পুত্রদিগকে আলিঙ্গন ও অলঙ্কৃত করিয়া, প্রশস্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তাহা-দের রক্ষণার্থ মহাপার্শ্ব ও মহোদর এই দুই ভাইকেও পাঠাই-লেন।

তখন দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায়, মহাপার্শ্ব ও মহোদর এই ছয় মহাকায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লোকরাবণ মহাত্মা রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র ও ওষ-ধিতে সমালব্ধ ও কালপ্রেরিত হইয়া, যুদ্ধাভিলাষে বিনির্গত হইল। তন্মধ্যে মহোদর ঐরাবতকুলোৎপন্ন, নীলজীমূতসন্নিভ, সুদর্শন নামক হস্তীতে আরোহণ করিল। সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ও তূণীরসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া, হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক, অস্তশিখর-সন্নিহিত ভাস্করের ন্যায়, তাহার শোভা হইল। অনন্তর রাবণ-নন্দন ত্রিশিরা হয়রত্নসমাযুক্ত ও সর্ব্বায়ুধপরিব্যাপ্ত রথশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিল। ধনুর্হস্তে রথে অধিরূঢ় হইয়া, উল্কা, বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু ও শিখাপরম্পরাসমন্বিত অম্বুদের ন্যায়, তাহার সুষমা প্রাদুর্ভূত হইল। তাহার তিন মস্তকে তিন কিরীট। তদবস্থায় উৎকৃষ্ট রথে অধিষ্ঠান করিয়া, কাঞ্চনশিখাত্রয়সম্পন্ন শৈলরাজ হিমাচলের ন্যায়, ত্রিশিরা শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ, অতীবতেজস্বী, রাক্ষসরাজপুত্র অতিকায় উৎ-কৃষ্ট রথে সন্নিবিষ্ট হইল। ঐ রথের চক্র ও অক্ষ সুন্দর এবং অশ্ব

সকল সুসংযুক্ত। অতিকায় বিচিত্র কাঞ্চনকিরীট ও ভূষণ সমস্ত ধারণ পূর্ব্বক তূণ, শরাসন, প্রাস, অসি, পরিঘ, অনুকর্ষ ও কূবর এই সকলে অলংকৃত উল্লিখিত রথে আরোহণ ও স্বীয় প্রভায় দশ দিক আলোকিত করিয়া, সুমেরুর ন্যায় শোভমান এবং প্রধান প্রধান নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া, অমরগণবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অনন্তর নরান্তক, মনের ন্যায় বেগশীল, কনকভূষিত, উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ শ্বেত অশ্বে, অধিরূঢ় হইল। তাহার হস্তে উল্কাসন্নিভ প্রাস। বোধ হইল, তেজস্বী কার্ত্তিকেয় যেন শক্তিগ্রহণ করিয়া, ময়ূরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর দেবান্তক হেমমণ্ডিত পরিঘ গ্রহণ করিয়া, সমুদ্রমন্থনসময়ে বাহুদ্বয়ে মন্দরগিরিধর বিষ্ণুর অনুকরণ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর্য্য মহাতেজা মহাপার্শ্ব গদা গ্রহণ করিয়া, কুবেরের ন্যায়, বিরাজমান হইল।

এইরূপে মহাকায় নিশাচরগণ, অমরাবতী হইতে দেবগণের ন্যায়, লঙ্কা হইতে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে অন্যান্য রাক্ষসেরা উৎকৃষ্ট আয়ুধহস্তে অশ্ব, গজ ও মেঘনিস্বন রথারোহণে তাহাদের অনুগামী হইল। সূর্য্যসমতেজস্বী মহাত্মা শ্রীমান্ ঐ সকল কুমার কিরীট ধারণ করিয়া, অম্বরবিহারী প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল। তাহাদের হস্তস্থিত শারদাভ্রসদৃশ সুন্দর শস্ত্ররাজি, হংসরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হয় মরিব, না হয়, শত্রুজয় করিব, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, বীরগণ যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থান করিল। তাহারা সকলেই যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং রণযাত্রা করিয়া, গর্জ্জন, নিনদন, শত্রুর প্রতি আক্ষেপোক্তি প্রয়োজন ও সায়ক সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহাদের ক্ষ্বেড়িত ও আস্ফোট শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত এবং সিংহনাদে আকাশ যেন স্ফোটিত হইল।

অনন্তর মহাবল ঐ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহর্ষে বিনির্গত হইয়া, অবলোকন করিল, বানরসৈন্য শিলা ও বৃক্ষ সকল হস্তে করিয়া,

যুদ্ধপ্রতীক্ষা করিতেছে বানরেরাও দর্শন করিল, রাক্ষসবল হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, শত শত কিঙ্কিণীশব্দে প্রতিধ্বনিত এবং চতুর্দ্দিকেই প্রদীপ্ত অগ্নি ও ভাস্করপ্রতিম নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া, সুবিশাল আয়ুধ সমুদ্যত করিয়া, নীলমেঘমালার ন্যায়, শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে লক্ষলক্ষ বানরবল মহাশৈল সমুদ্যত করিয়া, বারংবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ এবং রাক্ষসদিগকে গণনা না করিয়াই, প্রতিনাদে প্রবৃত্ত হইল। বানরযূথপতিরা উচ্চৈঃশব্দ আরম্ভ করিলে, রাক্ষসেরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের উৎকট হর্ষাতিশয্য সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাবলে অতীব ভয়ংকর গর্জ্জন করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরযূথপতিরা সমুদ্যত শৈল হস্তে ভয়ংকর রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সশৃঙ্গ পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। দ্রুম ও শিলা তাহাদের আয়ুধ। তাহাদের মধ্যে কেহ নিরতিক্রোধভরে আকাশে আরোহণ এবং কেহবা বিপুলস্কন্ধবিশিষ্ট বৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া, পৃথিবী আশ্রয় করত শত্রুবলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ভীমবিক্রম কপিগণ রাক্ষসদিগের শরজালে প্রতিহত হইয়া, এরূপে শিলা, শৈল ও বৃক্ষ সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, যে, তাহার তুলনা হয় না। উভয় পক্ষেই সিংহনাদ আরম্ভ করিল। বানরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কবচাভরণপরিবৃত, গজবাজিরথারূঢ় বীর রাক্ষসদিগকে শিলাঘাতে চূর্ণ ও নিহত করিতে লাগিল। বানরদিগের মুষ্টিপ্রহারে লোচনযুগল বিনির্গত ও শৈলশৃঙ্গে সর্ব্ব শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, রাক্ষসেরা কম্পিত, পতিত ও আর্ত্তনাদে প্রবৃত্ত হইল। প্রধান প্রধান বানরগণও রাক্ষসদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে ছিন্ন ভিন্ন এবং শূল, মুদ্গর, খড়্গ, প্রাস ও শক্তির আঘাতে নিহত হইতে লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষেই পরস্পর বিজিগীষু হইয়া, শত্রুশোণিতদিগ্ধ দেহে পরস্পরকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর পৃথিবী বানর ও রাক্ষসগণের বিমুক্ত পর্ব্বত ও খড়্গ-পরম্পরায় মুহূর্ত্তমধ্যে আবৃত ও রক্তপ্রবাহে অভিষিক্ত এবং বানরগণ কর্ত্তৃক অভিমর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যুদ্ধমদান্বিত পর্ব্বতাকার রাক্ষসগণে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। বানরদিগের হস্তস্থিত শৈলসমস্ত ভগ্ন হইয়া গেলে, তাহাদের হস্তপদাদি প্রহারে আক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমাণ হইয়াও, রাক্ষসেরা আসন্ন হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরদিগকে ও বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। এবং রাক্ষসেরা বলপূর্ব্বক বানরগণের হস্তস্থ শিলা ও শৈল সমস্ত গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে যেমন বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বানরেরাও রাক্ষসদিগের শস্ত্র সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানর উভয় পক্ষই পরস্পরকে নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সিংহনাদ আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণ কর্ত্তৃক ছিন্নবর্ম্ম, ছিন্ন-তনুত্র ও নিহত হইয়া, বৃক্ষ নির্য্যাসের ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। কোন কোন বানর রথ দ্বারা রথ, গজ দ্বারা গজ, ও অশ্ব দ্বারা অশ্ব বিনষ্ট করিল। এবং বৃক্ষ ও পর্ব্বতের আঘাতে রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসবানর-সঙ্কুল সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

নিশাচরগণ ক্ষুরপ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও নিশিত শরপ্রহারে বানরগণের শিলা ও বৃক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিল। বসুমতী ছিন্ন দ্রুম, পর্ব্বত ও অস্ত্র শস্ত্র এবং নিহত কপি ও রাক্ষসগণে আকীর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠিলেন। অদীনসত্ত্ব বানরগণ বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ ও ভয় পরিহার করিয়া, গর্ব্বিত ও হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামে অবগাহন পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত, বানরগণ নিরতিশয় আহ্লাদিত, এবং রাক্ষসেরা নিপাতিত হইলে, দেব ও মহর্ষিগণ সহর্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নরান্তক পবনতুল্য বেগবান্ তুরঙ্গমে আরো-

হুণ ও নিশিত শক্তি গ্রহণ করিয়া, মীন মহার্ণবের ন্যায়, প্রচণ্ড বানরসৈন্যে প্রবেশ করিল। ঐ বীর মহাত্মা ইন্দ্রশত্রু নিশাচর একাকী প্রদীপ্ত প্রাসের আঘাতে ক্ষণমধ্যেই সপ্তশত বানরকে বিনির্ভিন্ন করিয়া, কপিকুঞ্জরগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। বিদ্যাধর ও মহর্ষিগণ অবলোকন করিলেন, মহাত্মা নরান্তক হয়-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। তৎ-কালে তাঁহারা ইহাও দর্শন করিলেন, যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তদীয় গমন-পথ রণনিহত পর্ব্বতাকৃতি বানরগণে পরিবৃত ও মাংস শোণিতে কর্দ্দমময় হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ যাবৎ বিক্রমপ্রকাশে কৃতবুদ্ধি হইল। নরান্তক তাবৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন ও অগ্নি বনের ন্যায় তাহাদের সৈন্য সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন করিতে না করিতেই, প্রাস অস্ত্রে নিহত হইয়া, বজ্রবিপাটিত অচলরাজির ন্যায়, সহসা পতিত হইল। বলবান্ নরান্তক প্রজ্বলিত প্রাস সমুদ্যত ও সর্ব্বতো-ভাবে প্রমর্দ্দিত করিয়া, প্রাবৃটকালীন অশনির ন্যায়, যুদ্ধে সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। বানরবীরগণ ধাবন, স্পন্দন বা অবস্থান, কিছুই করিতে পারিল না। বীর্য্যবান্ নরান্তক কি উৎপতিত, কি স্থিত, কি ধাবমান, সকলকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার হস্তস্থিত অন্তক সদৃশ, সূর্য্যসমতেজস্বী এক মাত্র প্রাসের আঘাতে বানরবাহিনী ভগ্ন ও পৃথিবীতে পাতিত হইতে লাগিল। কপিগণ তাঁহার ঐ বজ্রনিষ্পেষসদৃশ প্রাস-প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাশব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। বানরবীরগণ তাহার আঘাতে পতিত হইয়া, বজ্র-ভিন্নাগ্রকূট পতমান পর্ব্বতরাজির ন্যায়, বিরাজমান হইল। অঙ্গদ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বে কুম্ভকর্ণ কর্তৃক নিপা-তিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্থচিত্তে সুগ্রীবের সকাশে সমাগত হইলেন।

সুগ্রীব ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, হরিবাহিনী

নরান্তকভয়ে ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তিনি তদবস্থ সৈন্যদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে দর্শন করিলেন, নরান্তক প্রাস গ্রহণ ও অশ্বে আরোহণ করিয়া, আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে পরমতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব শক্রতুল্যপরাক্রম বীর্য্যশালী কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, এই যে বীর নিশাচর অশ্বারোহণে বানরসৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, তুমি সত্বর গমন করিয়া, ইহাকে সংহার কর।

শৈলসংঘাতসদৃশ কপিশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদ প্রভুর কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মেঘসংকাশ সৈন্যমধ্য হইতে সূর্য্যের ন্যায় বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। এবং দিব্য অঙ্গদ পরিধান পূর্ব্বক, ধাতুমান্ পর্ব্বতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার আয়ুধ নাই; একমাত্র নখদংষ্ট্রাসহায়েই সেই পরমতেজস্বী অঙ্গদ নরান্তকের অভিমুখীন হইয়া, কহিলেন, এই স্থানেই অবস্থিতি কর; এই সকল সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তোমার কি হইবে? আমারই এই বক্ষস্থলে বজ্রসমস্পর্শ প্রাস নিক্ষেপ কর।

নরান্তক অঙ্গদের কথা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সর্পবৎ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সরোষে তাঁহার অভিমুখে গমন এবং তৎক্ষণাৎ সমুজ্জ্বলিত প্রাস ব্যাবিদ্ধ করিয়া, বালিপুত্রের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করিল। অঙ্গদের বজ্রসদৃশ হৃদয়ের প্রতিঘাতে ঐ প্রাস ভগ্ন ও তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। বোধ হইল, গরুড় যেন উরগভোগ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। প্রাস ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বালিনন্দন তল সমুদ্যত করিয়া, নরান্তকের অশ্বের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে পদচতুষ্টয় একবারেই ভগ্ন, অক্ষিতারক স্ফুটিত, জিহ্বা বহির্গত, এবং মস্তক বিকীর্ণ হইয়া গেল। অশ্ব, অচলের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। মহাপ্রভাব নরান্তক অশ্বকে হত ও পাতিত নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মুষ্টি উদ্যত করিয়া, অঙ্গদের মস্তকে আঘাত করিল। মুষ্ট্যাঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হওয়াতে,

বালিনন্দন অত্যুষ্ণ তীব্র রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং মুহূর্ত্তকাল বিহ্বলিত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। পরে সংজ্ঞা-লাভ হইলে, বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা অঙ্গদ মৃত্যু-সমান বেগবান্ গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুষ্টি সংবর্ত্তিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নরান্তকের বক্ষস্থলে নিপাতিত করিলেন। তাহাতে, তাহার বক্ষস্থল নির্ভিন্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল। তখন নিশাচর রুধিরাক্ত গাত্রে জ্বালাপরম্পরা বমন করিয়া, বজ্রনিপাতভগ্ন অচলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। এই রূপে তিনি উৎকৃষ্টবীর্য্যবিশিষ্ট নরান্তককে নিহত করিলে, অন্তরীক্ষে প্রধান প্রধান দেবগণের ও মহীপৃষ্ঠে বানরবৃন্দের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।

অনন্তর ভীমকর্ম্মা অঙ্গদ রামের হৃদয়ানন্দসাধন সুদুষ্কর বিক্রমকৃত্য বিধানপূর্ব্বক বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া, পুনরায় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন।

সপ্ততিতম সর্গ।

দেবান্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ নরা-ন্তককে নিহত দেখিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল। অনন্তর বেগ-বান্ মহোদর মেঘতুল্য হস্তিরাজে আরোহণ করিয়া, মহাবীর্য্য বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃব্যসন-সন্তপ্ত বলবান্ দেবান্তক ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া, তাহার অনু-গমন করিল। এবং বীর ত্রিশিরাও পরমাশ্বপরিচালিত আদিত্য-সঙ্কাশ রথে আরোহণ করিয়া, সবেগে অঙ্গদের অভিমুখীন হইল। দেবদর্পঘ্ন তিন জন রাক্ষসেন্দ্র ঐরূপে অভিধাবন করিলে, অঙ্গদ বিশালবিটপীবিশিষ্ট বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র যেমন প্রজ্বলিত অশনি, সেইরূপ সেই প্রকাণ্ডশাখাশালী মহাবৃক্ষ দেবা-ন্তকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা আশীবিষসদৃশ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, উহা ছেদন করিয়া ফেলিল। অঙ্গদ

বৃক্ষ ছিন্ন হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন। এবং রাশি রাশি বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্রিশিরা নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, নিশিত শরসমূহ সন্ধান করিয়া, সে সকল ছেদন এবং মহোদর পরিঘাগ্র সহায়ে ভগ্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ত্রিশিরা সায়কসমূহসহায়ে গর্জ্জনশীল বীর অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইলে, মহোদর গজারোহণে তাহার অনুগামী হইয়া, নিরতিক্রোধভরে তাহার বক্ষঃস্থলে বজ্রসম তোমরের আঘাত করিল। বেগশীল দেবান্তকও অতিমাত্র ক্রোধে নিকটস্থ হইয়া, পরিঘপ্রহার করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অতিক্রম করিল।

এই রূপে তিনজন প্রধান রাক্ষস এককালে অভিমুখে ধাবমান হইলে, পরমতেজস্বী প্রতাপবান্ বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত, সেই পরমদুর্জ্জয় বেগবান্ বালিতনয় মহাবেগে সমভিদ্রুত হইয়া, তল দ্বারা মহোদরের মহাগজকে আঘাত করিলেন। সেই প্রহারে নাগরাজের নয়নদ্বয় নিপতিত হইলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন বালিপুত্র তদীয় বিষাণ নিষ্কর্ষণ করিয়া, দেবান্তকের অভিমুখে ধাবন পূর্ব্বক, তাহাকে তাড়না করিলেন। তেজস্বী দেবান্তক বাতোদ্ধূত দ্রুমের ন্যায়, বিহ্বল হইয়া, মুখ হইতে লাক্ষারসসবর্ণ রুধির স্রাব করিতে লাগিল। অনন্তর পরমতেজস্বী বলশালী দেবান্তক অতিকষ্টে আশ্বস্ত হইয়া, সবেগে পরিঘ সমুদ্যত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অঙ্গদকে আঘাত করিল। বানরেন্দ্রনন্দন পরিঘ দ্বারা অভিহত হইয়া, জানুদ্বয়ের সাহায্যে ভূপতিত ও পুনরায় তৎক্ষণে উত্থিত হইলেন। তিনি উত্থিত হইতেছেন, এমন সময়ে ত্রিশিরা অজিহ্মগামী তিন বাণে তাঁহার ভয়ংকর ললাটদেশে গুরুতর আঘাত করিল।

এইরূপে হরিরাজপুত্র অঙ্গদ তিন জন প্রধান রাক্ষস কর্ত্তৃক পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, জানিয়া, হনুমান ও নীল উভয়ে প্রস্থান

করিলেন। তন্মধ্যে নীল ত্রিশিরার উদ্দেশে শৈলাগ্র নিক্ষেপ করিলে, সেই ধীমান্ রাবণসুত নিশিত শরসমূহে তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। তদীয় বাণশতে নির্ভিন্ন এবং শিলাতল বিদীর্ণ হওয়াতে, ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ স্ফুলিঙ্গ ও শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া, নিপতিত হইল।

বলশালী দেবান্তক ত্রিশিরার এই বিজয়বিলাস সন্দর্শনে হর্ষিত হইয়া, পরিঘ গ্রহণ করিয়া, মারুতাত্মজ হনুমানের অভিধাবন করিল। কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাকে আসিতে দেখিয়া উৎপতিত হইয়া, বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন এবং বল ও বীর্য্য সহকারে মস্তকে আঘাত করিয়া, রাক্ষসদিগকে গর্জ্জনপূরণের কম্পিত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর সেই মুষ্টির আঘাতে মস্তক নিষ্পিষ্ট ও বিভিন্ন, দন্ত ও অক্ষি বহির্নির্গত এবং জিহ্বা বিলম্বিত হওয়াতে, রাক্ষসরাজপুত্র দেবান্তক গতাসু হইয়া, পৃথিবীতে পতিত হইল।

রাক্ষসযোধমুখ্য দেবশত্রু দেবান্তক নিহত হইলে, ত্রিশিরা জাতক্রোধ হইয়া, নিশিত অস্ত্র ও বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক নীলের বক্ষস্থল আহত করিল। তদ্দর্শনে মহোদর ক্রুদ্ধ হইয়া, পুনরায়, ভাস্কর যেমন মন্দর পর্ব্বতে, সেইরূপ পর্ব্বতোপম মাতঙ্গে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করিয়া, নীলের বক্ষস্থলে রাশি রাশি বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। বোধ হইল, ইন্দ্রধনুর্বিশিষ্ট মেঘ যেন পর্ব্বতোপরি তড়িচ্চক্র বর্ষণ করিতেছে। মহাবল মহোদরের শরবৃষ্টিতে কপিসৈন্যপতি নীলের সর্ব্ব শরীর শ্লথ ও ক্ষত বিক্ষত, এবং সমুদায় পরাক্রম রুদ্ধপ্রায় হইল। অনন্তর তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বৃক্ষষণ্ডসহিত পর্ব্বত উৎপাটন পূর্ব্বক, মহোগ্রবেগে সমুৎপতিত হইয়া, তদ্দ্বারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর সেই পর্ব্বতপতনে হস্তির সহিত ভগ্নদেহ ও ব্যপোথিত এবং গতাসু হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল।

ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া, ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক অতি-মাত্র রোষভরে নিশিত শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। বায়ুনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। বলশালী ত্রিশিরা সুশাণিত শরসমূহে তাহা বহুখণ্ড করিয়া ফেলিল। পবননন্দন পর্ব্বতশিখর ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, তাহার বিরুদ্ধে দ্রুম-বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ত্রিশিরা আকাশপথে সেই দ্রুমবৃষ্টি আপতিত হইতে দেখিয়া, নিশিত শরজাল সন্ধান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হনুমান সমুৎপতিত হইয়া, ক্রোধভরে সিংহ গজেন্দ্রের ন্যায়, নখর প্রহারে ত্রিশিরার অশ্বকে বিদারিত করিলেন। অনন্তর অন্তক যেমন কালরাত্রি, সেইরূপ শক্তি গ্রহণ করিয়া, রাবণাত্মজ ত্রিশিরা তাঁহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। হরিশার্দ্দূল পবনাত্মজ স্বর্গচ্যুত উল্কার ন্যায়, সেই অবিহতগতি প্রক্ষিপ্ত শক্তি গ্রহণ করত, তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিলেন। হনুমান্ কর্তৃক সেই ঘোররূপা শক্তি ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বানরেরা নিরতিহর্ষিত হইয়া, জলদপটলের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ উদ্যত করিয়া, হৃদয়ে আঘাত করিলে, হনুমান্ সেই প্রহারে অতিমাত্র আহত হইয়া, বীর্য্যভরে রাক্ষসের বক্ষস্থলে তল দ্বারা আঘাত করিলেন। সেই প্রহারেই ত্রিশিরার হস্ত ও বস্ত্র স্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিল। পতনসময়ে মহাকপি তাহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক খড়্গ গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাক্ষস-বর্গের ত্রাস সমুৎপাদন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিশা-চর ত্রিশিরা সেই গর্জ্জনশব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া, উৎপতিত হইল এবং উৎপতিত হইয়া, তাহাকে মুষ্টির আঘাত করিল। মহাকপি সেই আঘাতে জাতক্রোধ হইয়া, তাহার কিরীট ধারণ করিলেন এবং ধারণ করিয়াই, নিশিত অসির আঘাতে সক্রোধে তাহার কিরীট ও কুণ্ডলমণ্ডিত তিন মস্তকই ছেদন করিয়া ফেলি-

লেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। প্রজ্বলিত পাবক তুল্য সমুজ্জ্বল ও সুবিশাললোচনসম্পন্ন পর্ব্বতসন্নিভ সেই মস্তকপরম্পরা, আকাশভ্রষ্ট জ্যোতিষ্কের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল।

ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম হনুমান্ দেবরিপু ত্রিশিরাকে নিহত করিলে, বানরগণ শব্দ করিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিলেন, এবং রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ পলায়নপরায়ণ হইল। এইরূপে ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক ও মহোদর চারি জনেই হত হইল, দেখিয়া, পরমামর্ষী রাক্ষসসত্তম মহাপার্শ্ব জাতক্রোধ হইয়া, পরমদীপ্তিশালিনী সর্ব্বায়সবিনির্ম্মিতা গদা গ্রহণ করিল। ঐ গদা হেমপট্টপরিক্ষিপ্ত, মাংসশোণিতফেনিল, নিরতিশয় বিপুল ও বিরাজমান এবং শত্রুশোণিতে পরিতৃপ্ত, রক্তমাল্যে বিভূষিত ও তেজঃপ্রভাবে উহার অগ্রভাগ প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐরাবত মহাপদ্ম ও সার্ব্বভৌম ইত্যাদি দিগ্‌গজগণও ঐ গদা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাপার্শ্ব অতিমাত্র ক্রোধভরে উল্লিখিত গদা গ্রহণ করিয়া, প্রজ্বলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায়, বানরবলের অভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে বানর ঋষভ সমুৎপতন ও রাবণানুজ প্রহস্তের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাহার অগ্রে সবলে দণ্ডায়মান হইল। মহাপার্শ্ব পর্ব্বতোপম ঋষভকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে বজ্রতুল্য গদার আঘাত করিল। বানরর্ষভ ঋষভ তাহার আঘাতে বিদীর্ণহৃদয় ও সমাধূত হইয়া, রুধিররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর অনেক ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বানরেশ্বর ক্রোধভরে ওষ্ঠ বিস্ফুরণ করিয়া, মহাপার্শ্বের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। তদনন্তর শৈলসদৃশকলেবর বেগশালী বানরবীরশ্রেষ্ঠ ঋষভ সবেগে সমুৎপতিত হইয়া, মুষ্টিসংবর্দ্ধনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মহাপার্শ্বের ভুজান্তরে আঘাত করিল। সে সেই আঘাতে রুধিরাক্তকলেবরে ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, যমদণ্ডসদৃশী ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ পূর্ব্বক

তৎক্ষণেই ধরাতলে পতিত হইল। এবং চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মৃতকল্প থাকিয়া, চৈতন্য লাভ হইলে, সেই সন্ধ্যাভ্র-সমবর্ণ সুরারি নিশাচর উত্থিত হইয়া, ঋষভকে আঘাত করিল। ঋষভ মূর্চ্ছিত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সংজ্ঞালাভ ও উত্থান করিয়া, তাহারই সেই অদ্রিবরাগ্রিকল্প গদা ব্যাবিদ্ধ করিয়া, তাহাকে আঘাত করিল। ঐ প্রচণ্ড গদা দেব, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু প্রচণ্ডাকৃতি রাক্ষসের শরীরে সম্পতিত হইয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, সে, অদ্রিরাজের ধাতুধারার ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষভ সেই গদা গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ ব্যাবিদ্ধ করিয়া, সবেগে ধাবমান হইল। স্বকীয় গদার আঘাতে দশন ও লোচন বিশীর্ণ এবং শরীর ভগ্ন হইলে, মহাপার্শ্ব বজ্রাহত অচলের ন্যায়, পতিত হইল। সে গতজীবন ও গতাসু হইয়া, বিশীর্ণ নেত্রে ধরাতল আশ্রয় করিলে, রাক্ষসসৈন্য পলায়নপর হইল। সেই অর্ণবসঙ্কাশ রাক্ষসবল অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণরক্ষার্থ ভিন্নার্ণবের ন্যায়, পলায়ন করিতে লাগিল।

একনবতিতম সর্গ।

নিজসৈন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণ সকলেই বিনষ্ট হইল; দুই পিতৃব্য পরস্পর প্রাণে যুদ্ধোন্মত্ত এবং সমস্ত রণস্থলে শয়ন করিল, এই সমস্ত দর্শন করিয়া লঙ্কেশ্বর দানবদর্পহন্তা, মহাতেজা পর্ব্বতাকার ইন্দ্রশত্রু অতিকায় রণস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং একত্র পিণ্ডীভূত সহস্রসূর্য্য-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া, বানরগণের প্রতি ধাবিত হইল। মৃষ্ট কুণ্ডল ও কিরীটধারী ঐ মহাবীর শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক নিজনাম শ্রবণ করাইল। এবং ভীমস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদে, নামঘোষণশব্দে

এবং জ্যার শব্দে বানরদিগের ত্রাসোৎপাদন করিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ উত্থান করিয়াছে, মনে করিয়া, বানরগণ ভয়ে কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। বিষ্ণুর যেমন ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি, নিশাচরের তেমনি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, ভয়ে বানর সকল যূথে যূথে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অতিকায়কে দর্শন করিয়া বানরদিগের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল, সকলেই যাইয়া শরণদাতা লক্ষ্মণাগ্রজের শরণাগত হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র দর্শন করিলেন, রথোপরিস্থ পর্ব্বতোপম অতিকায় ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক কালমেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে। মহামায়াবী সেই রাক্ষসকে দর্শন করিয়া রাঘব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বানরদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিভীষণকে কহিলেন; হয়সহস্রযুক্ত বিশাল রথে ধনুষ্পাণি পিঙ্গললোচন ঐ কোন্ বীর পর্ব্বতপ্রমাণ লক্ষিত হইতেছে? উহার চতুর্দ্দিকে শত শত নিশিত শূল ও শত শত সুতীক্ষ্ণ প্রাস ও মুদ্গর রহিয়াছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ভাস্বরমূর্ত্তি ভূতগণে বেষ্টিত রহিয়াছেন। রথোপরি স্থাপিত কালজিহ্বার ন্যায় প্রকাশমান শক্তি সকলে পরিবৃত হইয়া, এই বীর বিদ্যুন্মণ্ডিত পয়োধরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্রধনু যেমন আকাশমণ্ডল ভূষিত করে, ইহা হেমমণ্ডিত পৃষ্ঠ সজ্য শরাসন সকল তেমনি উহার রথের চতুর্দ্দিক শোভিত করিয়াছে। রথিশ্রেষ্ঠ এই রাক্ষসশার্দ্দূল রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, আদিত্যকান্তি রথযোগে আগমন করিতেছে। সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ শরনিকরে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ধ্বজপ্রতিষ্ঠিত রাহুমূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। উহার ত্রস্থানবন্ত ত্রিস্থান নত মেঘসমরাবী সুবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত ইন্দ্রশরাসনপ্রখ্য শরাসনও প্রকাশ পাইতেছে। উহার ধ্বজপতাকাশোভিত মহারথের শব্দ মেঘগর্জ্জনের সদৃশ; চারিজন সারথি ঐ রথ চালনা করিতেছে।

রথের উপরে অষ্টত্রিংশৎ তূণীর এবং কয়েক খান ভীষণ শরাসন ও সুবর্ণপিঙ্গল জ্যাসকল রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুই খান ভাস্বর খড়্গও উহার পার্শ্বশোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ দুই খড়্গের মুষ্টিপ্রদেশ চতুর্হস্ত ও বিস্তার স্পষ্ট দশ হস্ত। এই ঘোরমূর্ত্তি মহাপর্ব্বতাকার রাক্ষসের গলদেশে রক্তমাল্য এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বদনবিবর কালের মুখের সদৃশ অতি প্রকাণ্ড; বোধ হইতেছে যেন ভাস্কর মেঘবক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার দুই কাঞ্চনাঙ্গদভূষিত বাহু দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্ব্বতরাজ হিমাচল উত্তুঙ্গ শৃঙ্গদ্বয় উন্নত করিয়া আছে। ইহার সুলোচনসম্পন্ন মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া দুই পুনর্ব্বসুর মধ্যস্থিত পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মহাবাহো! ওই যে রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইয়াছে, তুমি আমায় ইহার পরিচয় প্রদান কর।

অমিততেজস্বী রাজপুত্র রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, মহাতেজা বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, কুবেরানুজ রাক্ষসরাজ রাবণ মহাতেজস্বী ও মহাবল, এবং তাঁহার কার্য্য অতি ভীষণ। এই রাক্ষস তাঁহার পুত্র; ধান্যমালিনীর গর্ভসম্ভূত; ইহার নাম অতিকায়। অতিকায় বীর্য্যবান; এবং যুদ্ধে রাবণের সমান; নিয়ত বৃদ্ধজনের পরামর্শ গ্রহণ করে। শাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি। নিশাচর সর্ব্বাস্ত্রবিদ্গণের চূড়ামণি এবং অশ্বারোহণ, রথারোহণ, গজারোহণ, খড়্গচালন, ধনুর্দ্ধারণ ও পাশাদি ক্ষেপণে বিলক্ষণ পটু। সাম, দান, ভেদ, নীতি এবং মন্ত্রণা বিষয়েও ইহার প্রশংসা আছে। ইহার বাহুবলের আশ্রয় পাইলে লঙ্কার সমস্ত বিপদ্ দূর হয়।

এই অতিকায় তপঃশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া অস্ত্র সকল লাভ ও শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে, সুরাসুর ইহাকে বধ করিতে পারিবে

না; ঐ দিব্য কবচ এবং ঐ সুপ্যনস ভাস্বর রথও ব্রহ্মাই ইহাকে প্রদান করিয়াছেন। এই অতিকায় শত শত বার দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া রাক্ষসদিগকে রক্ষা করিয়াছে; অনেক বীর যক্ষদিগকেও নিপাতিত করিয়াছে। যে রাক্ষস অস্ত্রগণ দ্বারা ইন্দ্রের বজ্র স্তম্ভিত এবং যুদ্ধে বরুণের পাশ বিফল করিয়াছিল, এই সেই রাবণপুত্র, দেবদানবদর্পহন্তা মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায়। অতএব পুরুষর্ষভ! অতিকায় বাণ দ্বারা বানরসৈন্য ক্ষয় করিতে না করিতে আপনি সত্বর নিবারণের চেষ্টা করুন।

এদিকে বলবান্ অতিকায় বানরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরাসন বিস্ফারণ ও বার বার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ রথস্থিত মহাকায় অতিকায়কে দর্শন করিয়া বানরগণের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিল, তাহারা সকলে তাহার প্রতি ধাবিত হইল। কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ লইয়া একত্রে ধাবমান হইল। অস্ত্রবিৎশ্রেষ্ঠ মহাতেজা মহাকায় যুদ্ধনিপুণ অতিকায় কনকভূষিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের বৃক্ষ ও শৈল সকল ছেদন ও তাহাদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিল। তাহারা বাণ বর্ষণ দ্বারা ছিন্নগাত্র ও পরাজিত হইয়া অতিকায়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। যৌবনদর্পিত সিংহ মৃগযূথের ন্যায়,রাক্ষস বানরবীরগণের সমস্ত সৈন্য ত্রাসিত করিয়া তুলিল। বানরগণ আর কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় আর কোন বানরকে না মারিয়া ধনুর্হস্তে রামের নিকট অগ্রসর হইয়া গর্ব্বিত বচনে কহিল, আমি ধনুঃশর হস্তে রথোপরি অবস্থান করিতেছি; আমি সামান্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করি না। যাহার শক্তি থাকে, সে এখনই উদ্যোগী হইয়া আমাকে যুদ্ধ দান করুক।

রাক্ষসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুবিনাশন সুমিত্রানন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং অসহিষ্ণু হইয়া অগ্রসর ও ঈষৎ হাস্য করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। ক্রোধান্বিত সৌমিত্রি অগ্রবর্ত্তী

হইয়া তূণ হইতে বাণ উত্তোলন পূর্ব্বক অতিকায়ের সম্মুখে মহা-ধনু বিস্ফারণ করিলেন। তাঁহার অতিকঠোর জ্যাশব্দ সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র ও সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করিল। সৌমিত্রির ভয়ংকর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া মহাতেজা রাবণনন্দন মহাবল অতিকায় বিস্মিত হইল।

তখন অতিকায় লক্ষ্মণকে উদ্যত দর্শন করত কুপিত হইয়া নিশিত শর গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল, সৌমিত্রে! তুমি বালক; বিক্রমপ্রকাশেও তুমি অপটু; অতএব নিবৃত্ত হও; বৃথা কেন কালান্তক সদৃশ আমার সহিত যুদ্ধ করিবে। হিমালয়, কি অন্ত-রীক্ষ, বা পৃথিবীও আমার বাহুনিক্ষিপ্ত বাণের বেগ সহ্য করিতে সাহস করে না। কালাগ্নি নির্ব্বাণ অবস্থায় রহিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রজ্বালিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। অতএব ধনু ফেলিয়া ফিরিয়া যাও; আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইও না। অথবা দেখিতেছি, তুমি অভিমানী; ফিরিয়া যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই; তবে দাঁড়াও; প্রাণ হারাইয়া যমালয়ে গমন করিবে। এই দেখ, আমার স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত শাণিত বাণ সকল সাক্ষাৎ রুদ্রের ত্রিশূলের ন্যায় রিপুকুলের প্রাণসংহারক। ক্রুদ্ধ মৃগরাজ যেমন গজরাজের, আমার এই আশীবিষসদৃশ বাণ তেমনি তোমার শোণিত পান করিবে। এই কথা বলিয়া অতি-কায় শরাসনে শর সন্ধান করিল।

পৃথুগ্রীব মহাবল মনস্বী রাজপুত্র লক্ষ্মণ যুদ্ধে অতিকায়ের সেই সরোষ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং কহি-লেন, কেবল বাক্যমাত্রেই তুমি প্রধান হইতে পার না। আত্মশ্লাঘা করিলেই লোক প্রধান হয় না। দুরাত্মন্! আমি এই ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি; তুমি নিজবল প্রদর্শন কর। কর্ম্মের দ্বারা নিজ পরিচয় প্রদান কর; আত্মশ্লাঘা করা তোমার উচিত হইতেছে না। যাহার পৌরুষ আছে, তাহাকেই বীর বলা যায়। তুমি ধন্বী, রথোপরি অবস্থান করিতেছ; সর্ব্ব-

প্রকার অস্ত্রশস্ত্রও তোমার নিকট রহিয়াছে ; অতএব শর দ্বারা পার, অস্ত্র দ্বারা পার, নিজ পরাক্রম প্রদর্শন কর। তাহার পরে বায়ু যেমন কালপক্ক তাল ফলকে পাতিত করে, আমি তেমনি শাণিত শর দ্বারা তোমার মস্তক পাতিত করিব। আজ আমার কাঞ্চনভূষিত সায়ক সকল তোমার গাত্রের বাণক্ষত হইতে বিনিঃসৃত শোণিত পান করিবে। এ বালক, এই বলিয়া আমায় অবজ্ঞা করিও না, বালকই হই, আর বৃদ্ধই হই, জানিবে যুদ্ধে আমি তোমার অন্তক। বালক বিষ্ণু তিন পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অতিকায় লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত মহার্থসম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং এক উৎকৃষ্ট বাণ গ্রহণ করিল। তৎকালে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও মহাত্মা গুহ্যকগণ ঐ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অতিকায় কুপিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্ব্বক যেন আকাশকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি পরিত্যাগ করিল। শত্রুঘাতী লক্ষ্মণ আপতিত আশীবিষসদৃশ ঐ শর অর্দ্ধচন্দ্রশর দ্বারা ছেদন করিলেন। ছিন্নদেহ সর্পের ন্যায় সেই ছিন্ন বাণ দর্শন করিয়া নিশাচর অতিকায় নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ গ্রহণ এবং ঐ পঞ্চবাণ লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভরতানুজ রিপুঘাতী লক্ষ্মণ নিকটে না আসিতে আসিতেই শাণিত শরগণ দ্বারা ঐ পঞ্চ বাণ ছেদন করিয়া এক প্রজ্বলিত শাণিত শর গ্রহণ করিলেন। শর গ্রহণ পূর্ব্বক, ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজনা করিয়া বেগে আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেন। আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে পর, আনতপর্ব্ব বাণ রাক্ষসশ্রেষ্ঠের ললাট বিদ্ধ করিল। ভীষণ রাক্ষসের ললাটদেশে মগ্ন ও শোণিতে সিক্ত হইয়া ঐ বাণ অচলবিলনিমগ্ন ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাক্ষসও লক্ষ্মণের বাণে প্রপীড়িত হইয়া, রুদ্রবাণাহত ঘোর ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিল।

এবং ক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, সাধু লক্ষ্মণ! তুমি যে বাণক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে জানিলাম, তুমি আমার সমযোগ্য শত্রু।

মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিকায় রাক্ষস মহাভুজদ্বয় অবনমন করত রথপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিল, এবং এক, তিন, পাঁচ বা সাত বাণ গ্রহণ করিয়া সন্ধান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্রের শরাসননির্ম্মুক্ত কালান্তকোপম সুবর্ণপুঙ্খ সূর্য্যসঙ্কাশ বাণ সকল আকাশতল প্রদীপিত করিল।

অনন্তর রাঘবানুজ বহু শাণিত শর দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসনিক্ষিপ্ত ঐ বাণসমূহ ছেদন করিলেন। যুদ্ধস্থলে ঐ সমস্ত বাণ ছিন্ন হইল দেখিয়া দেবশত্রু রাবণনন্দন কম্পিত হইল এবং এক শাণিত শর গ্রহণ করিল। গ্রহণ করিয়া সন্ধান পূর্ব্বক ঐ বাণ সম্মুখাপাতী সৌমিত্রির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। সৌমিত্রি যুদ্ধস্থলে অতিকায় কর্ত্তৃক আহত হইয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ মদ ধারা, সেইরূপ সবেগে রুধির ধারা স্রাব করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরেই বিভু আত্মাকে বেদনাশূন্য করিয়া এক তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্ব্বক আগ্নেয়াস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন। অমনি ঐ বাণ এবং ধনুও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহাতেজা অতিকায়ও রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভুজঙ্গপ্রতিম সুবর্ণপুঙ্খ ঐ বাণ শরাসনে যোজনা করিল। অন্তক যেমন দণ্ড, লক্ষ্মণ তেমনি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত পূর্ব্বোক্ত বাণ অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। নিশাচরও আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রৌদ্র বাণ ক্ষেপণ করিল। আকাশতলে তেজঃপ্রদীপ্তাগ্র ঐ উভয় বাণ ভুজঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে অভিঘাত করিতে লাগিল; পরে পরস্পর দগ্ধ, শিখাশূন্য ও ভস্মসাৎ হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর প্রকাশ পাইল না। অনন্তর

অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বষ্টৃদেবতাক ঐষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বীর্য্যবান্ সৌমিত্রি ঐন্দ্রাস্ত্রে উহা ছেদন করিলেন। ঐষিকাস্ত্র ছিন্ন হইল দেখিয়া কুমার রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া যাম্যাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি বাণ ত্যাগ করিল। লক্ষ্মণ বায়ব্যাস্ত্রে ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন, এবং মেঘ যেমন ধারা বর্ষণ দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে; ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের উপর সেইরূপ শরধারা বর্ষণ করিলেন। ঐ সকল শর রাবণনন্দনের বজ্রমণ্ডিত বর্ম্মে প্রতিহত হইয়া সহসা ভূমিতলে পতিত হইল। শত্রুহন্তা মহাযশা লক্ষ্মণ বাণসমূহকে ব্যর্থ দর্শন করিয়া এককালে সহস্র বাণ বর্ষণ করিলেন। কিন্তু কবচরক্ষিত দেহ অতিকায় বাণবর্ষণে অভিবৃষ্ট হইয়াও ব্যথিত হইল না। যখন নরোত্তম লক্ষ্মণ যুদ্ধে তাহাকে ব্যথিত করিতে পারিলেন না। তখন পবনদেব তাঁহার কর্ণে আসিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে ইহার কবচ কিছুতেই ছিন্ন হইবে না; অতএব আপনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই কবচ ছেদন করুন; অন্যথা পারিবেন না। কবচধারী এই বলবান্ অন্য অস্ত্রের অবধ্য।

ইন্দ্রসমানবীর্য্য সৌমিত্রি পবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উগ্রবেগ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন। সুমিত্রানন্দন শাণিত শ্রেষ্ঠ বাণের অগ্রভাগে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিবামাত্র দশ দিক্, সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, আকাশ ও পৃথিবী শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বাণে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া লক্ষ্মণ ঐ বজ্রকল্প, যমদূত সদৃশ বাণ যুদ্ধে ইন্দ্রারিপুত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অতিকায় দেখিল, ঐ লক্ষ্মণবিসৃষ্ট সুবর্ণ ও বজ্রে বিচিত্রিত-পুঙ্খ বায়ুবেগ বাণ প্রবৃদ্ধবেগে আগমন করিতেছে। দেখিয়া অতিকায় উহার উপর সহসা অনেক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; বাণ উহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালান্তকল্প বাণে

শত শত শক্তি, ঋষ্টি, কুঠার শূল ও শর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু বাণ সমস্ত অদ্ভুতাকার অস্ত্র শস্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সহসা অতিকায়ের কিরীটভূষিত মস্তক হরণ করিল। তাহার শিরস্ত্রাণ সহিত মস্তক লক্ষ্মণের বাণে ছিন্ন হইয়া, হিমাচলের শৃঙ্গের ন্যায়, সহসা ভূতলে পতিত হইল। তাহার উষ্ণীশ ও আভরণভূষিত মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল, দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট সমস্ত নিশাচরই নিরতি ব্যথিত হইল। বারম্বার প্রহারে সকলেই শ্রান্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার অতিকায়ের মস্তক ছিন্ন হইল দেখিয়া, সকলেই কাতর ও বিষণ্নবদন হইয়া বিবিধ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেনাপতি নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ আর কেহ কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ভয়ে ধাবমান হইয়া নগরাভিমুখেপ্রস্থান করিল।

এদিকে আনন্দে বানরগণের বদন প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিধন হওয়ায় তাহারা লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল।

—০ঃ০—

দ্বিসপ্ততি সর্গ।

লক্ষ্মণ অতিকায়কে সংহার করিয়াছেন শ্রবণকরিয়া রাক্ষসরাজ উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং কহিলেন, পরমক্রোধনস্বভাব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত এবং কুম্ভকর্ণ,ইহারা মহাবলবান্, বীর ও শত্রুসৈন্যের জেতা; সতত যুদ্ধের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত, কখনও কোথাও পরাজিত হয় নাই; কিন্তু অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এক এক করিয়া ইহাদিগের সকলকেই সংহার করিল। এতদ্ভিন্ন সে অন্যান্য মহাকায়, নানাশস্ত্রবিশারদ, মহাবল, মহাশূর বিস্তর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছে। আমার পুত্র বিখ্যাতবলপৌরুষ ইন্দ্রজিৎ সেই বললব্ধ বাণ দ্বারা দুই ভ্রাতাকে বন্ধন করিয়াছিল, সমস্ত মহাবল সুর কি অসুর, গন্ধর্ব্ব কি যক্ষ, কি পন্নগ, কেহই সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু

জানিনা, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কি স্ব স্ব প্রভাবে, না ইন্দ্রজাল বলেই সেই শরবন্ধন হইতে মুক্তি পাইল! আমার আজ্ঞানুসারে যে সমস্ত বীর রাক্ষস যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়াছিল, সুমহাবল বানরগণ তাহাদিগের সকলকেও সংহার করিয়াছে! অতএব বীর সুগ্রীব ও বিভীষণ এবং সৈন্যসহকৃত রাম লক্ষ্মণকে শাসন করে, আমি আর এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। অহো, রামের বল অতি অদ্ভুত! তাঁহার অস্ত্রেরও বল আশ্চর্য্যজনক! তাঁহার বিক্রমের স্পর্শমাত্র পাইয়া রাক্ষসগণ নিহত হইল! অতএব বোধ হয় বীর রাম সাক্ষাৎ অনাময় নারায়ণ; তাহা না হইলে তাঁহার ভয়ে লঙ্কার দ্বার ও গোপুর সকল বন্ধ রাখিতে হইবে কেন! যাহা হউক, সমুদায় সেনানিবেশকে অতি সাবধান হইয়া নগরী রক্ষা করিতে হইবে। সীতা যথায় অবস্থিতি করিতেছে; সেই অশোকবনেরও সম্যক্ রক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। রাক্ষসগণ! নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশ কালে সকলকারই বিলক্ষণ অনুসন্ধান লইবে; বিশেষ সেনানিবেশ স্থলে বার বার এইরূপ করিবে। সর্ব্বত্র সৈন্য বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিবে। প্রদোষ কালেই হউক, অর্দ্ধ রাত্রি সময়েই হউক, আর প্রত্যূষ কালেই হউক, বানরদিগের গমনাগমন লক্ষ্য করিবে। কখনও বানরদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য করিবে না। শত্রু সৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়াছে, কি লঙ্কার দিকে আগমন করিতেছে, কি যেস্থানে ছিল সেই স্থানেই রহিয়াছে, এই সকল অতি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন করিবে।

লঙ্কাধিপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল রাক্ষসগণ যথোক্ত সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসনাথ রাবণও রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত শোকশল্য বহন করত নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; এবং তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, পুত্রের মৃত্যু বিষয় চিন্তা

করিতে করিতে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগি-লেন।

—(৮)—

ত্রিসপ্ততি তম সর্গ।

অনন্তর হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বেগে আগমন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় ও দেবান্তকাদি নিহত হই-য়াছে। তাহারা নিহত হইয়াছে, সহসা এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে মোহ প্রাপ্ত হইলেন, পরে ঘোর ভ্রাতৃবধ ও পুত্রবধ ভাবনা করিয়া দীর্ঘ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তখন রাজাকে কাতর ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া, রাজকুমার মহারথ ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, পিতঃ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি এরূপ কাতর হইবেন না। হে রাক্ষসাধিপতে! এরূপ কেহই নাই যে সমরে ইন্দ্রজিতের বাণ দ্বারা আহত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে। এখনই দেখিবেন, আমার বিচিত্র বাণ-সমূহে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত ও বিদ্ধ হইয়া রাম লক্ষ্মণ দেহ বিকিরণ পূর্ব্বক ভূমিতলে শয়ন করিয়াছে। হে ইন্দ্রশত্রো! নিজ সহজ বল ও ব্রহ্মদত্ত বরের বল অনুসারে আমি এই নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করি-তেছি, যে আমি এখনই অমোঘ শরসমূহ দ্বারা রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধপিপাসা চিরকালের জন্য শান্ত করিব। আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্যগণ, অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য বলির যজ্ঞ স্থলে বিষ্ণুর প্রচণ্ড বিক্রমের ন্যায় আমার অপ্রমেয় পরাক্রম দর্শন করিবেন।

মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই কথা কহিয়া রাজার অনুমতি লইয়া; দেবধনু ও দেব খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ বায়ুবেগ রথে আরোহণ করিল। অরিন্দম মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্ররথসদৃশ এইপ্রকার রথে আরোহণ করিয়া, বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। মহাত্মা ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করিলে, উৎকৃষ্ট ধনুর্হস্ত সহস্র সহস্র মহা-বল রাক্ষস সহর্ষ চিত্তে তাহার অনুগামী হইল। ভীমবিক্রম

নিশাচরগণ প্রাস, মুদ্গর, শূল, পরশু, গদা, ভুশুণ্ডি, যষ্টি, শতঘ্নী ও পরিঘাদি ধারণ করিয়া কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ বৃশ্চিকে, কেহ মার্জ্জারে, কেহ গর্দ্দভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ ভুজঙ্গে, কেহ বরাহে, কেহ ভল্লুকে, কেহ সিংহে, কেহ পর্ব্বতাকার জম্বুকে, কেহ কাকে, কেহ হংসে, কেহ কেহ বা ময়ূরে আরোহণ পূর্ব্বক, যাত্রা করিল। বীর্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ সহস্র সহস্র পরিপূরিত শঙ্খের শব্দ ও ভেরীর শব্দের সহিত যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিল। শশিসমবর্ণ শঙ্খ ও ছত্র দ্বারা শত্রুসূদন ইন্দ্রজিৎ পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইল। সর্ব্বধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ সেই বীরের পার্শ্বে সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন সুবর্ণবিভূষিত চামর সকল বীজিত হইতে থাকিল। তৎকালে সূর্য্যসমকান্তি ইন্দ্রজিতের দ্বারা লঙ্কা নগরী, ভাস্বরকান্তি ভাস্কর দ্বারা আকাশতলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ জয়সাধন হোমভূমি নিকুম্ভিলা স্থানে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দ্দিকে রাক্ষসী সেনা স্থাপন করিল। তদনন্তর অগ্নিসমপ্রভ প্রতাপশালী রাক্ষসরাজপুত্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যথা বিধানে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। গন্ধমাল্য সংস্কৃত লাজ দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া অগ্নিতে হব্য সামগ্রী সমর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্র সকল ঐ যজ্ঞের শরপত্র, রক্তবস্ত্র সকল বিভীতক সমিধ, এবং কার্ষ্ণায়স নির্ম্মিত শস্ত্র সকল স্রুব হইল। ইন্দ্রজিৎ ঐ স্থানে অগ্নিস্থাপন করিয়া তোমরাস্ত্ররূপ শরপত্র দ্বারা সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড ছেদন করিল। এবং জীবিত থাকিতে থাকিতেই মুণ্ড ও কলেবর সহিত ঐ স্থানে আহুতি দান করিল। অমনি হুতাশন নির্ধূম স্থূল শিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিত হইয়া বিজয়সূচক সমুদায় চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। হুতভুক্ কাঞ্চন সমবর্ণ ধারণ করত দক্ষিণাবর্ত্তে স্বয়ং উত্থিত হইয়া ঐ হব্য গ্রহণ করিলেন। তখন অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্ম মন্ত্রে স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত

করিল; ধনু, রথ এবং কবচও মন্ত্রপূত করিয়া লইল। এইরূপে অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত ও অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে পর সূর্য্যগ্রহ চন্দ্র ও নক্ষত্র মণ্ডল সহিত নভস্থল বিত্রস্ত হইয়া উঠিল। অচিন্ত্য-বীর্য্য পাবকসমতেজা মহেন্দ্রসম প্রভাব ইন্দ্রজিৎ এইরূপে যজ্ঞ সমাপন করিয়া ধনু, রথ, অসি, অশ্ব ও শূল লইয়া আকাশে অন্তর্দ্ধান করিল। অনন্তর রথাশ্বসমাকীর্ণ ধ্বজপতাকা শোভিত রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সিংহনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিল। তাহারা যুদ্ধ স্থলে তোমর, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিবিধ খরবেগ সুভূষিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিল, তোমরা বানরদিগকে সংহার করিবার জন্য হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধ কর। তখন তাহারা সকলে জয়াকাঙ্ক্ষায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভীষণ বানরদিগকে শরবৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ ও রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নালীক, নারাচ, গদা ও মুষল সমূহ দ্বারা বানরদিগকে যুদ্ধ স্থলে ছেদন করিতে লাগিল। বৃক্ষযোধী বানরগণও আহত হইয়া রাবণ-নন্দনের উপর বেগে বৃক্ষ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাতেজা মহাবল রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। রাক্ষসদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক, এক এক বাণে নয়, পাঁচ ও সাত সাত বানরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সুদুর্জ্জয় বীর সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্য-সংকাশ বাণগণ দ্বারা যুদ্ধে বানরদিগকে মন্থন করিতে থাকিল। বানরগণ বিদ্ধকলেবর ও শরপীড়িত হইয়া সুরগণ দ্বারা মহাসুর-দিগের ন্যায়, যেন মথিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। ইন্দ্র-জিৎ প্রজ্বলিত বাণ রূপ কিরণজালে যুদ্ধভূমিতে যেন জ্বলিতে ছিল, বানরশ্রেষ্ঠগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা সকলেই বিদ্ধদেহ, বিচেতন, ব্যথিত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রামের

জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শাখামৃগ সকল সমরে জীবন ত্যাগ করিতে থাকিল। পরাবৃত্ত হইয়াও তাহারা শিলাধারণ পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে লাগিল। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিয়া রাবণনন্দনের উপর বৃক্ষ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও শিলা-সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মহাতেজা সমরজয়ী রাবণনন্দন বাণপ্রতিরোধক ঐ মহাবৃক্ষ ও শিলাবর্ষণ সমস্ত নিবারণ করিল; অগ্নিসংকাশ আশীবিষসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা নিখিল বানরীসেনা বিদ্ধ করিতে লাগিল; অষ্টাদশ তীক্ষ্ণ শরে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া দূরস্থিত নলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিল। এইরূপ মর্ম্মবিদারণ সাত বাণে মৈন্দ, পঞ্চ বাণে গজ, দশ বাণে জাম্ববান্, ত্রিংশৎ বাণে নীল, এবং বরপ্রাপ্ত বাণগণ দ্বারা সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও দ্বিবিদকে বিদ্ধ করিয়া নির্জ্জীব করিয়া ফেলিল। কালাগ্নির ন্যায় ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরদিগকেও বহুশরে বিদ্ধ করিল। এইরূপে সুনিক্ষিপ্ত সূর্য্য-সঙ্কাশ শীঘ্রগতি শরনিকর দ্বারা মহারণে বানরবাহিনীকে নির্ম্ম-থিত করিতে লাগিল; এবং শরজাল পীড়িতা বানরবাহিনীকে ব্যাকুলিতা ও রুধিরসিক্তা দেখিয়া মহানন্দে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। অনন্তর মহাতেজা বলবান্ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার দারুণ বাণ বর্ষণ ও অস্ত্রবর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বানরদিগকে মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিল। নীল জলধর যেমন জলধারা বর্ষণ করে, রাক্ষসরাজকুমার তেমনি, অদৃশ্য হইয়া, বানরবাহিনীর মস্তকোপরি হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত, পরক্ষণেই আবার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। অদ্রি-সঙ্কাশ বানরগণ, ইন্দ্রজিতের বাণ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও মায়ায় মোহিত হইয়া, বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রাহত মহাপর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। রণস্থলে তাহারা কেবল শাণিতাগ্র শরসমূহ দর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু মায়া-প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রশত্রু রাক্ষস ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না।

অনন্তর সেই মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সূর্য্যসমপ্রভ শাণিতাগ্র বাণগণ দ্বারা দশ দিক্ আচ্ছাদন ও প্রধান প্রধান বানরদিগকে বিদারণ করিতে আরম্ভ করিল। সে বানরসৈন্যমধ্যে অতি প্রদীপ্ত অনলসন্নিভ শূল, নিস্ত্রিংশ ও পরশু সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল; ঐ সমস্ত শূলাদি হইতে সস্ফুলিঙ্গ বহ্নি নির্গত হইতে থাকিল। বানরযূথপতিসকল ইন্দ্রজিতের পাবকসঙ্কাশ বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রস্ফুটিত কিংশুকবৃক্ষের শোভা ধারণ করিল। তাহারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠের বাণে নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া ভীমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট উপস্থিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ইন্দ্রজিৎকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিবামাত্র, নয়নে আহত হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ প্রাস, শূল ও শাণিত বাণসমূহ দ্বারা বানরশার্দ্দূল হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী, হরিলোমা, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানল, জ্যোতির্ম্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ, নল ও কুমুদকে বিদ্ধ করিল।

রাবণনন্দন এইরূপে গদা ও সুবর্ণবর্ণ বাণসমূহ দ্বারা বানরদিগকে পেষণ ও বিদ্ধ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের উপর সূর্য্যকিরণসঙ্কাশ শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। পরমাদ্ভুতশ্রীক রামচন্দ্র বাণবর্ষণে অভিবৃষ্ট হইয়া, জলধারার ন্যায় অনায়াসে উহা সহ্য করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক বানরসৈন্য নাশ করিয়া আমাদিগেরও উপর অজস্র ব্রহ্মমন্ত্রপূত অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছে। ভীমকায় মহাবল ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়াছে, এবং অদৃশ্যভাবে আকাশে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং ইহাকে দেখিতে না পাইলে কি করিয়া বিনাশ করা যাইবে। আর যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা,

এই অস্ত্র সেই অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর ; অতএব হে ধ্যান-সম্পন্ন ! তুমি ব্রহ্মে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে আমার সহিত এই বাণপতন সহ্য কর। এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বাণবৃষ্টি করিয়া, দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে ; প্রধান প্রধান বীর নিপতিত হওয়ায় সুগ্রীবের সেনার আর সে শোভা নাই। এক্ষণে যদি আমরা হর্ষরোষশূন্য হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বিচেতনের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করি,তাহা হইলে আমাদিগকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ইন্দ্রজিৎ সুতরাং জয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইলাম ভাবিয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিবে। এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে তৎ-কালে অতীব ব্যথিত ও চেতন শূন্য হইলেন। ইন্দ্রজিৎও তাঁহা-দিগকে তদবস্থ করিয়া আনন্দে যুদ্ধস্থলে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এইরূপে যুদ্ধস্থলে বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে বিচেতন করিয়া ইন্দ্রজিৎ বেগে রাবণপালিতা নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল ; রাক্ষসগণ স্তব করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎ পিতাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিল।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রণস্থলে রাম ও লক্ষ্মণ বিচেতন হইলে পর সমস্ত বানরসৈন্যও বিমোহিত হইল ; সুগ্রীব, নীল, অঙ্গদ, এবং জাম্ববানেরও চেতনা রহিল না। এই প্রকার সকলকেই বিচেতন দর্শন করিয়া বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ বিভীষণ কালোচিত উৎকৃষ্ট বাক্যে বানরবীরদিগকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই ; রাম লক্ষ্মণ বিচেতনপ্রায় হইয়াছেন বলিয়া, বিষণ্ণ হইবার কোন কারণই নাই ; ব্রহ্মমন্ত্রের মান রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জন্যই

তাঁহারা ইন্দ্রজিতের অস্ত্রজালে অভিভূতপ্রায় হইয়াছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে অমোঘবীর্য্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন; যুদ্ধ স্থলে সেই অস্ত্রের মান রক্ষা করিবার জন্যই, প্রভু রাম ও লক্ষ্মণ ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন; অতএব বিষাদের হেতু কি?

তখন বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধীমান্ হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের মান রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, এই কথা বলিয়া বিভীষণকে কহিলেন, অস্ত্রনিহত বলবান্ এই বানরসৈন্য মধ্যে যাহারা এখনও প্রাণ ধারণ করিতেছে, আসুন, তাহাদিগের অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া হনুমান্ ও বিভীষণ উভয়ে একত্রে উল্কা হস্তে লইয়া সেই রাত্রিকালে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাম্বরশরজালনিপাতিত পর্ব্বতাকার বানরবীরগণে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে; কাহারও লাঙ্গুল, কাহারও হস্ত, কাহারও উরু, কাহারও পাদ, কাহারও অঙ্গুলি, কাহারও বা গ্রীবা ভগ্ন হইয়াছে। সকলেরই গাত্র হইতে অজস্র রুধিরধারা বহির্গত হইতেছে। তাঁহারা দেখিলেন, সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গন্ধমাদন, জাম্ববান্, সুষেণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতির্ম্মুখ ও দ্বিবিদ বানর, সকলেই রণে নিহত হইয়াছে। সায়ংকাল মধ্যে সপ্তষষ্টি কোটি বলবান্ বানর ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াছে।

সাগর সমান বানরসৈন্য সমস্ত বাণমথিত হইয়াছে দর্শন করিয়া হনুমান ও বিভীষণ জাম্ববানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিনন্দন জাম্ববান্ একে বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত; তাহাতে আবার শত শরে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া যেন নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের ন্যায় হইয়াছেন। দর্শন করত নিকটে গমন করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আর্য্য! তীক্ষ্ণ শত বাণে বিদ্ধ হইয়া এখনও ত আপনার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই?

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ অতিকষ্টে বাঙ্নিষ্পত্তি করিয়া কহিলেন, হে মহাবীর্য্য রাক্ষসরাজ! আমি কেবল কথায় তোমাকে চিনিতে পারিতেছি; কিন্তু নিশিত

শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া চক্ষে তোমায় দেখিতে পাইতেছি না। যাহা হউক্, হে সুব্রত! যাঁহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সৎপুত্রবতী ও ভগবান্ বায়ু সৎপুত্রবান্ হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কি জীবিত আছে?

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, আপনি প্রভু রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আর্য্য! আপনি হনুমানের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, রাজা সুগ্রীব, অঙ্গদ, বা রাম লক্ষ্মণের প্রতি সেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন না।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ কহিলেন, হে রাক্ষসশার্দ্দূল! আমি যে পবননন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বীর যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে বানরসৈন্য মরিলেও মরে নাই; আর এই হনুমানের যদি জীবন ত্যাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মরিয়াছি। তাত! বীর্য্যে অনলের সদৃশ পবনতুল্য পবননন্দন যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলেই আমরা জীবনের আশা করিতে পারি। তখন পবননন্দন হনুমান বৃদ্ধ জাম্ববানের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, আমি হনুমান প্রণাম করিতেছি। হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের বোধ হইল, যেন তিনি তৎকালে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলেন। অনন্তর মহাতেজা জাম্ববান্ হনুমান্‌কে কহিলেন, এস, বানরশ্রেষ্ঠ, বানরদিগকে পরিত্রাণ কর। তোমার ন্যায় পরাক্রম আর কাহারও নাই; তুমিই বানরদিগের পরম সখা। তোমারই পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে; অন্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না। তুমি ঋক্ষ ও বানরবাহিনীর হর্ষোৎপাদন কর; রামলক্ষ্মণও বিচেতন হইয়াছেন; তুমি তাঁহাদিগের শল্যোদ্ধার কর। উপর্য্যুপরি সাগর পার হইয়া, অতি দূর পথ

অতিক্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতরাজ হিমাচলে গমন করিবে। হে অরি-নিসূদন! তাহার পর অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাস পর্ব্বত দর্শন করিবে। বীর! সেই দুই পর্ব্বতের শিখরের মধ্যস্থলে সর্ব্বৌষধিসমন্বিত সমুজ্জ্বল ওষধি পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। হে বানরশ্রেষ্ঠ! দেখিবে, ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগে চারিপ্রকার ওষধি জন্মিয়াছে; এই চারি ওষধি স্ব স্ব প্রভায় দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া আছে। উহাদিগের নাম মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, এবং সন্ধানকরণী। হনুমন্! এই ওষধি-চতুষ্টয় লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর। হে পবননন্দন! বানরদিগকে প্রাণ দান করিয়া আশ্বস্ত কর।

বায়ুবেগে সাগর যেমন স্ফীত হয়, জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া হনুমান্ তেমনি বলবৃদ্ধি করিয়া স্ফীত হইলেন। তিনি যখন পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া পর্ব্বতকে নিপীড়ন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকেও আর এক পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বানরের পাদপীড়িত হইয়া ঐ পর্ব্বত নিমগ্ন হইতে থাকিল, নিরতি নিপীড়িত হইয়া আর যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে পারিল না। বানরের বেগ হেতু উহার প্রস্তর সকল ভূমিতে পতিত ও পরস্পর সংঘট্টিত হইয়া জ্বলিত হইল। হনুমান্ পীড়ন করাতে উহার শৃঙ্গ সকলও বিশীর্ণ হইল। পবন-নন্দনের নিপীড়নে বৃক্ষ ও শিলাপট্ট ভগ্ন হইয়া, পর্ব্বত ঘূরিতে লাগিল; সুতরাং তদুপরি অবস্থিতি করা বানরদিগের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। লঙ্কার মহাদ্বার সকলও ঘূর্ণিত হইতে থাকিল; এবং গৃহগোপুর সকল ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল; সমস্ত লঙ্কা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল; বোধ হইল যেন লঙ্কা রাত্রিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। অচলসঙ্কাশ পবননন্দন এই-রূপে অচলকে নিপীড়ন করিয়া সাগরসহিতা পৃথিবীকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। তিনি পাদদ্বয়ে পর্ব্বত চাপিয়া, বড়বার ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক, রাক্ষসদিগের ত্রাসোৎপাদন করত

ভীমস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। মারুতি শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষস সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ভয়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারিল না। অনন্তর ভীমপরাক্রম শত্রুনিসূদন পবননন্দন রামকে নমস্কার করিয়া, রামের জন্য অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। ভুজঙ্গাকার লাঙ্গূল উত্তোলন, পৃষ্ঠদেশ আনত, কর্ণযুগল আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখাকৃতি মুখ ব্যাদান করিয়া প্রচণ্ডবেগ ধারণ পূর্ব্বক আকাশে লম্ফ প্রদান করিলেন। বেগে তিনি বৃক্ষষণ্ড, শৈল, শিলা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন; ক্ষীণবেগ ঐ সকল বানর বাহু এবং ঊরুর বেগে আকৃষ্ট হইয়া সাগরজলে পতিত হইল। গরুড়সমানবীর্য্য বায়ুনন্দন ভুজঙ্গভোগসদৃশ বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক যেন দশদিক্ আকর্ষণ করিয়া পর্ব্বতরাজ হিমাচলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বিষ্ণুহস্তনিক্ষিপ্ত চক্রের ন্যায় তিনি ভীষণ বেগে গমন করিতে লাগিলেন; যাইতে যাইতে দর্শন করিলেন, সাগরের তরঙ্গমালা ঘূর্ণিত হইতেছে; এবং ঐ ঘূর্ণিত জলবেগে সমুদায় জলচর প্রাণীও ঘূর্ণমান হইতেছে। স্বীয় পিতার সমান বেগশালী হনুমান্ এইরূপে কত শত পর্ব্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তড়াগ, উৎকৃষ্ট নগর ও সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। পিতৃতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন বীর হনুমান সূর্য্যের পথ অবলম্বন করিয়া অতিবেগে অক্লেশে যাইতে থাকিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, বায়ুর ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে জাম্ববানের বাক্য মনোমধ্যে ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়া ভীমবিক্রম মহাকপি হনুমান অবশেষে হিমালয় দর্শন করিলেন। তিনি নানা প্রস্রবণ সমন্বিত, বহুকন্দরভূয়িষ্ঠ, শ্বেতাভ্রচয়সঙ্কাশ চারুদর্শন শিখর এবং বিবিধ বৃক্ষগণে পরি-

শোভিত নগরাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত সুন্দর হেমশৃঙ্গ পরিমণ্ডিত নগরাজে উপস্থিত হইয়া, মারুতি সুরোত্তম-বৃন্দপরিশোভিত বিবিধ পুণ্যাশ্রম দর্শন করিলেন। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভের স্থান, ভগবান রজতনাভের স্থান, ইন্দ্রালয়, যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া উমাপতি ত্রিপুর সংহার জন্য শরক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই রুদ্রশর-মোক্ষ স্থান, নৃসিংহদেবের স্থান, ব্রহ্মাস্ত্র দেবতার স্থান, এবং রুদ্রকিঙ্করগণের সমুজ্জ্বল স্থান, দেখিতে পাইলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নির আলয়, কুবেরালয়, সূর্য্যসমপ্রভ সূর্য্যনিবেশ স্থান; চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্থান, পিনাকাস্ত্রের স্থান এবং ভূমণ্ডলের নাভি স্থান দর্শন করিলেন। বিঘ্ননাশন নন্দিকেশ্বর এবং দেবগণপরিবৃত ষড়াননকেও দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন, দুরধিগম্যা উগ্র কন্যাকাগণে পরিবৃত হইয়া দর্শকের ত্রাসোৎপাদন করিতেছেন। অত্যন্ত কৈলাস এবং মহাদেব যে স্থানে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, হিমালয়ের সেই শিলাপট্টও দর্শন করিলেন। অনন্তর পবননন্দন, জাম্ববান যে সর্ব্বৌষধি পর্ব্বতের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুজ্জ্বল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বত প্রদীপ্ত সর্ব্বৌষধিসমূহে জ্বলিতেছিল। অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত ঐ পর্ব্বত দর্শন করিয়া বায়ুপুত্র বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এবং লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিয়া ওষধির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মহাকপি মারুতি উক্তরূপে সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করিয়া দিব্যৌষধি-সমুৎপাদক পর্ব্বতে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঐ পর্ব্বতে যে যে ওষধি ছিল, হনুমান অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছেন, জানিয়া তৎসমস্তই অদর্শন হইল। মহাত্মা হনুমান ওষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, নগেন্দ্র! তুমি মনে করিয়াছ কি? রামের প্রতি তুমি

অনুকম্পাপ্রদর্শন করিতেছ না? দেখ, তুমি এখনই আমার বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে। এই বলিয়া মহাবল মারুতি নাগ, কাঞ্চন, সহস্র প্রকার ধাতু ও শিলাপট্ট সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটন করিলেন; পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং সানুসকল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া হনুমান্ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং সুর ও অসুরেন্দ্রগণ সহিত ত্রিলোক বিত্রাসিত করিয়া গরুড়ের সমান প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে লাগিলেন, বিবিধ খেচরেরা তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। সূর্য্যসঙ্কাশ মহাকপি সূর্য্যসমপ্রভ পর্ব্বতশৃঙ্গ গ্রহণ করত সূর্য্যের পথে উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের সন্নিকটে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। বিষ্ণু যেমন হস্তধৃত সহস্রধার চক্রদ্বারা শোভিত হন, পর্ব্বতপ্রতিম পবননন্দন ঐ শৈল ধারণ করিয়া সেইরূপ নিরতি শোভিত হইলেন।

অনন্তর বানরেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কার বানর সকল প্রতিশব্দ করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই মহাত্মা হনুমান্ পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত বানরসৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন; এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মাননীয় বানরদিগকে প্রণাম করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন।

মহৌষধির গন্ধ প্রাপ্ত হইবামাত্র রাম লক্ষ্মণ বেদনাশূন্য হইয়া উভয়েই গাত্রোত্থান করিলেন; বানরবীরগণও উত্থিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই সকলেই যাতনা ও বেদনা শূন্য হইয়া উঠিল; যে সকল বানরবীর নিহত হইয়াছিল, দিব্যৌষধির গন্ধ পাইয়া, তাহারা যেন স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াই গাত্রোত্থান করিল। যে অবধি লঙ্কায় বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, বানরগণ নিহত রাক্ষসের সংখ্যা করিতে না

পারে, এই অভিপ্রায়ে নিহত হইবামাত্র রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞা ক্রমে সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং মৃত রাক্ষসদিগের মধ্যে আর কেহই প্রাণ পাইল না।

অনন্তর প্রচণ্ডবেগ বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই ওষধি পর্ব্বতকে পুনর্ব্বার হিমাচলেই রাখিয়া অবিলম্বেই রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

—(০)—

পঞ্চ সপ্তত সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব শেষ কর্ত্তব্য বিজ্ঞাপন করিয়া, হনুমান্‌কে কহিলেন ; কুম্ভকর্ণ এবং রাজকুমার সকল নিহত হইয়াছে ; অতএব রাবণ এক্ষণে যুদ্ধে বিশ্রাম দান করিবে, কিন্তু তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া, আমাদিগের উচিত হয় না। অতএব, যে সকল লঘুবিক্রম মহাবল বানরবীর আছে, তাহারা প্রদীপ্ত উল্কা হস্তে লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করুক।

বানররাজের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বানরবীরগণ সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষ সময়ে উল্কা হস্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল। উল্কাহস্ত বানরগণ চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলে, দ্বাররক্ষক বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ সহসা পলায়ন করিল। বানরেরা আনন্দিত চিত্তে গোপুর, বিবিধ রথ্যা ও পথ এবং প্রাসাদসকলে অগ্নিপ্রদান করিল। তখন হুতাশন রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দগ্ধ করিতে থাকিলেন। পর্ব্বতাকার প্রাসাদ সকল ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অগরু, সুগন্ধি চন্দন, মৌক্তিক, মণি, স্নিগ্ধবর্ণ বজ্র, প্রবাল, সুশোভন ক্ষৌম কৌশেয়, মেষলোমনির্ম্মিত ও অন্যান্য বিবিধ ঊর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র, সুবর্ণময় গৃহসামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র-নির্ম্মিত অশ্বসজ্জা, গজের গলবন্ধন পট্ট, সুরচিত রথালঙ্কার, যোধগণের তনুত্রাণ, হস্ত্যশ্বের দেহাবরণী, খড়্গ, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, ও শক্তি সকল দগ্ধ হইতে থাকিল। হুতাশন

বিবিধ কম্বল, চামর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগমদাদি অগুরু দ্রব্য, এবং মণি-মুক্তা বিচিত্রিত নানাবিধ প্রাসাদ, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র গৃহ সকল ও সুবর্ণচিত্রিতবর্ম্মধারী মাল্যালঙ্কারবিভূষিত সুশোভনপরিচ্ছদপরিহিত গৃহগৃধ্নু রাক্ষসগণের আবাস সকল দগ্ধ করিতে লাগিলেন। কোন কোন রাক্ষসের চক্ষু সীধুপানে ঘূর্ণিত হইতে ছিল; শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাহারা স্খলিত গতিতে পলায়ন করিতে লাগিল; প্রেয়সী সকল তাহাদিগের বস্ত্রপ্রান্ত ধারণ করিয়া চলিল; কোন কোন রাক্ষস গদা, শূল ও অসি হস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ছিল; কেহ কেহ ভোজন করিতে ছিল, কেহ কেহ দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিকাণ্ড নিরীক্ষণ করিতে ছিল; কেহ কেহ বা প্রিয়ার সহিত শয্যায় শয়ান ছিল; কেহ কেহ বা ভীত হইয়া পুত্রদিগকে লইয়া সত্বর পলায়ন করিতেছিল; হুতাশন লঙ্কাবাসী এই প্রকার রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলেন। ঐ সকল গৃহ সুদৃঢ় ভিত্তিসম্পন্ন, অনেক কক্ষাদি নিবন্ধন দুষ্প্রবেশ্য, সুবর্ণময় চন্দ্র ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শোভিত, প্রশস্তশিরোগৃহসমন্বিত, সুবর্ণবিচিত্রিত গবাক্ষ দ্বারা সমলঙ্কৃত, বিবিধ সৌধহর্ম্ম্যসহকৃত; ও মণি-বিদ্রুম দ্বারা বিচিত্রিত; এবং এত উচ্চ যে বোধ হয় যেন দিবা-করকে স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধে উৎথিত হইয়াছে। পর্ব্বতাকার ঐ সমস্ত গৃহের মধ্যে ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর সমবর্ণ ভূষণ সকলের নিয়ত নিস্বন হইতেছিল। হুতভুক্ এতাদৃশ গৃহ সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তোরণ সকল অনলে পরিব্যাপ্ত হইয়া; গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎপরিমণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল। গৃহ সকল ও সর্ব্বতঃ পাবকপরিবেষ্টিত হইয়া দাবাগ্নি প্রদীপ্ত গিরিশিখরের আভা ধারণ করিল। দিব্যাঙ্গনা সকল প্রাসাদশিখরে সুষুপ্ত ছিল; দহ্যমান হইয়া সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হা হা শব্দে চীৎকার করিতে থাকিল। ভবন সকল পাবকপরিব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রবজ্রাহত মহাগিরির শৃঙ্গের

ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। দূর হইতে দহ্যমান গৃহ সকলকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন হিমাচলের শিখর সকল সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে। রাত্রিকালে হর্ম্ম্যাগ্র সমস্ত অগ্নিশিখায় প্রজ্ব-লিত হইয়া দহ্যমান হইতে থাকিলে বোধ হইল যেন লঙ্কাময় কিংশুক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অগ্নি হইতে পরিত্রাণ করি-বার জন্য, হস্তিপকেরা হস্তী, এবং অশ্বপালেরা অশ্ব সকল ছাড়িয়া দিল, তাহাতে লঙ্কা যুগান্তকালীন ভ্রান্তগ্রাহ মহাসাগ-রের ন্যায় হইয়া উঠিল। কোথাও ভীত হস্তী বন্ধনমুক্ত অশ্বকে দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইল, কোথাও ভীত হস্তীকে দর্শন করিয়া ভীত অশ্ব তদভিমুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দহ্যমান লঙ্কার ছায়া সাগরজলে পতিত হইল, বোধ হইল যেন লবণোদধি লোহিত জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই প্রকারে বানর-গণ কর্ত্তৃক দাহ্যমান হইয়া লঙ্কা নগরী মুহূর্ত্তকাল মধ্যে, ভয়ঙ্কর যুগান্ত সময়ে প্রদীপিতা বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া উঠিল। ধূমে পরিব্যাপ্ত এবং অনলে দহ্যমান নারীকুলের চীৎকার ধ্বনি শত যোজন হইতে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। কতক রাক্ষস দগ্ধ শরীরে লঙ্কার বাহির হইয়া পড়িল, অমনি বানরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল। বানরগণের সিংহ-নাদ এবং রাক্ষসগণের চীৎকারে দশদিক্, সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতি-ধ্বনিত করিয়া তুলিল।

এদিকে মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বিশল্য হইয়া, অসং-ভ্রান্তচিত্তে দুই জনে দুই দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণের ভয়াবহ তুমুল শব্দ হইতে থাকিল। শরাসনবিস্ফারণ সময়ে রামচন্দ্র, যুগান্ত সময়ে বেদময় শরাসন আকর্ষণকারী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। রামের জ্যাশব্দ, বানর-গণের চীৎকার অতিক্রম করিয়া কর্ণগোচর হইতে থাকিল। বানরযূথের সিংহনাদ, রাক্ষসগণের চীৎকার, আর রামের জ্যা-

শব্দ, এই তিন শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল। রামের শরাসন-নির্ম্মুক্ত শরসমূহদ্বারা আহত হইয়া লঙ্কানগরীর কৈলাসশৃঙ্গাকার সিংহদ্বার সকল বিশীর্ণ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। প্রতি গৃহে ও প্রতিপ্রাসাদে রামের শরসমস্ত দর্শন করিয়া রাক্ষসেন্দ্রগণ ভীষণ উদ্যোগ আরম্ভ করিল। তাহারা উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে থাকিলে, তাহাদিগের পক্ষে রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাত্মা সুগ্রীব বানরবীরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! তোমরা লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিবে। দ্বারাবরোধী গুল্মের মধ্যে যে কোন বানর পলায়ন করিবে, রাজাজ্ঞালঙ্ঘনদোষনিবন্ধন তোমরা তাহাকে বধ করিবে।

সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে বানরগণ উল্কাহস্তে দ্বারাবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিলে পর, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধভরে জৃম্ভা ত্যাগ করিলেন; জৃম্ভাশব্দে দশদিক ব্যাপ্ত হইল। রুদ্রের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বগাত্রে মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ প্রকাশ পাইল। এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বহুরাক্ষসসমভিব্যাহারে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যূপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, এবং কম্পন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পুত্র-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিল। রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষস-দিগের সকলকেই আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ! সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখনই যুদ্ধ যাত্রা কর।

রাক্ষসাধিপতির আজ্ঞামাত্র এই সকল রাক্ষস ভাস্বর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল। তৎকালে তারাপতির প্রভা, তারাগণের আভা, এবং কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়ের আভরণপ্রভা একত্রে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশমণ্ডল উদ্‌ভাসিত করিল। চন্দ্রের আভা, ভূষণের আভা এবং জ্বলিতগৃহরাজীর আভায় বানর ও রাক্ষসসৈন্য সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। চঞ্চল তরঙ্গাকুল সাগরসলিলে অৰ্দ্ধ-

প্রজ্বলিত গৃহসকলের আভা পতিত হইল; তাহাতে সাগরের অতি অপূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল। ক্রমে সুমহৎ রাক্ষসসৈন্য বানরগণের দৃষ্টিগোচর হইল, সৈন্য মধ্যে ধ্বজপতাকা উড্ডীন হইতেছিল; উৎকৃষ্ট অসি ও পরশ্বধ সকল প্রকাশ পাইতেছিল, ভীষণঅশ্ব,গজ, রথ ও পদাতিকগণের ইয়ত্তা ছিল না; তন্মধ্যে অসংখ্য গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও কার্ম্মুক সকল জ্বলিতেছিল; সৈনিকেরা সকলেই ঘোর বিক্রম ও পৌরুষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং প্রাসসকল জ্বলিতেছিল। যোদ্ধৃগণের ভুজদণ্ডসকল সুবর্ণপ্রভায় পরিব্যাপ্ত, সৈন্যমধ্যে পরশ্বধ ও মহাশস্ত্র সকল ঘূর্ণিত হইতেছিল; শরাসনে বাণ যোজনা করা ছিল; সৈনিকদিগের গন্ধ, মাল্য ও আসবগন্ধে বায়ু আমোদিত করিয়াছিল এবং অসংখ্য শূর যোদ্ধা সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট ছিল। এই প্রকার ভীষণ সৈন্য মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতেছিল।

এতাদৃশ মহতী রাক্ষসীসেনা আগমন করিতেছে দেখিয়া, বানরসৈন্যও উচ্চৈঃশব্দ করিয়া, অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখন, সেই বিপুল রাক্ষসসৈন্য অনলাভিমুখে শলভ সঙ্ঘের ন্যায়, বেগে শত্রুসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। যোদ্ধৃগণ হস্তে পরশু ঘূর্ণিত করাতে রাক্ষসসৈন্যের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন বানরগণ যুদ্ধেচ্ছায় যেন মত্ত হইয়া, রাক্ষসদিগকে আক্রমণ এবং শৈল ও মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসেরাও নিশিতশরসমূহ দ্বারা বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। বানরেরা দন্তাঘাতে কত রাক্ষসের কর্ণ ছেদন; মুষ্ট্যাঘাতে কত রাক্ষসের মস্তক ভগ্ন এবং শিলা প্রহারে কত শত রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিয়া দিল; রাক্ষসেরাও তেমনি নিশিত শরজাল দ্বারা কত বানরবীর সংহার করিল। বানরেরাও আবার কত শত রাক্ষস বীরের প্রাণ হরণ করিল। একজন আর এক জনকে বিনাশ এবং সে অমনি তাহাকেও বিনাশ করিল। একজন অপরকে নিপাতিত, সে অমনি

তাহাকে নিপাতিত করিল, একজন আর একজনের উপর গালি বর্ষণ, সেও অমনি তাহার উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; এক জন অপরকে দন্তাঘাত,সেও অমনি তাহাকে দন্তাঘাতকরিল। কেহ বলিতে লাগিল যুদ্ধ দেও, আর এক জন বলিল, দিতেছে। অপর একজন বলিল দিতেছি। পরস্পর বলিতে লাগিল, আর কেন জ্বালাতন করিস, দাঁড়া। কাহারও অস্ত্র ব্যর্থ হইল, কাহারও কবচ ও অস্ত্র খসিয়া পড়িল, কেহ মহাপ্রাস উদ্যত করিল; কেহ মুষ্টি, কেহ শূল, কেহ বা কুম্ভ লইয়া প্রহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এক এক রাক্ষস রণে সাত সাত, দশ দশ বানরকে সংহার করিল; এক এক বানরও সাত সাত, দশ দশ রাক্ষসের প্রাণ হরণ করিল। শেষে বানর সৈন্য রাক্ষস সৈন্যকে নিবারণ করিল।

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

বীর জনের ক্ষয় কারক এইপ্রকার তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে রণে রণোৎসুক অঙ্গদ ও কম্পন বীরের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। দর্শনমাত্র কম্পন অঙ্গদকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত বেগে ধাবমান হইয়া গদাদ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। আহত হইয়া অঙ্গদ ঘূর্ণিত হইতে থাকিলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তেজস্বী অঙ্গদ এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; কম্পন শৃঙ্গ প্রহারে কাতর হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

রণে কম্পন নিহত হইল, দর্শন করিয়া, শোণিতাক্ষ নির্ভীক চিত্তে রথারোহণে সত্বর অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল; এবং অঙ্গদের উপর শরীরবিদারণ কালাগ্নিসদৃশ বহু শাণিত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বৎসদন্ত, কর্ণি, শল্য ও বিপাট প্রভৃতি বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী বলবান বালিপুত্র সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়া বেগে শোণিতাক্ষের ভীষণ ধনু,

রথ ও বাণ সকল ভগ্ন করিলেন। তৎক্ষণমাত্র শোণিতাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অসি চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দিগ্ বিদগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া অঙ্গদের প্রতি ধাবমান হইল। কপিকুঞ্জর অঙ্গদ অতি সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার অসি ধারণ করিয়া হস্ত দ্বারা অসি ভগ্ন করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন; এবং নিশাচরের স্কন্ধ দেশে ঐ অসি প্রহার করিয়া, যজ্ঞোপবীতাকারে উহার দেহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ খড়্গ ধারণ করিয়া, বালিনন্দন রণশিরে অন্যান্য শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর বলবান্ যুপাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজঙ্ঘের সমভিব্যাহারে রথারোহণে মহাবল বালিপুত্রের প্রতি ধাবিত হইল। ইতি মধ্যে কনকাঙ্গদধারী বীর শোণিতাক্ষও সুস্থ হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গদকেই আক্রমণ করিল। শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বিশাখদ্বয়ের মধ্য-বর্ত্তী পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানর অঙ্গদের পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল, তাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব অনুরূপ যোদ্ধা পরীক্ষণ করিতে থাকিল।

অনন্তর মহাকায় রাক্ষসেরা, অতি সাবধান হইয়া, মহারোষে গদাহস্তে বানরদিগকে আক্রমণ করিল। তখন তিন বানরের সহিত তিন রাক্ষসের পরস্পর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বানরেরা বৃক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল; মহাবল প্রজঙ্ঘ বাণসমূহ দ্বারা ঐ সকল বৃক্ষ প্রতিনিক্ষেপ করিল। বানরেরা রথ, অশ্ব, বৃক্ষ ও শৈল সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল; মহাবল যুপাক্ষ শরসঙ্ঘ দ্বারা সমস্ত ছেদন করিতে লাগিল। মৈন্দ ও দ্বিবিদ বৃক্ষসকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল, বীর্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ মধ্য পথে গদা দ্বারা ঐ সমস্ত বৃক্ষ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। প্রজঙ্ঘ শত্রুগণ-বিদারণ প্রকাণ্ড খড়্গ লইয়া বেগে বালিনন্দনের প্রতি ধাবিত

হইল। যেমন নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, অমনি মহাবল বানরেন্দ্র বালিতনয় এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে আঘাত; এবং তাহার খড়্গসহিত বাহুতে মুষ্টাঘাত করিলেন। বালিপুত্রের আঘাতে খড়্গ ভূমিতলে পতিত হইল। মুষলসন্নিভ খড়্গ ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া মহাবল মহাতেজা প্রজঙ্ঘ বজ্রতুল্য মুষ্টিবন্ধন, এবং বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের ললাটে ঐ মুষ্টি প্রহার করিল; অঙ্গদ মুহূর্ত্তকাল ঘূর্ণিত হইলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রতাপশালী তেজস্বী বালিতনয় এক মুষ্টির আঘাতে প্রজঙ্ঘের দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন।

তখন পিতৃব্যকে রণনিহত দর্শন করিয়া, যূপাক্ষ অশ্রুপূর্ণলোচনে সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইল। তাহার বাণ আর ছিলনা; সুতরাং খড়্গ গ্রহণ করিল। যূপাক্ষকে আগমন করিতে দেখিয়া, দ্বিবিদ ক্রোধভরে সত্বর অগ্রসর হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করত তাহাকে ধারণ করিল। ভ্রাতাকে ধারণ করিল, দর্শন করিয়া, মহাবল মহাতেজা শোণিতাক্ষ দ্বিবিদের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। আহত হইয়া মহাবল দ্বিবিদ ঘূর্ণিত হইল। এই সময় শোণিতাক্ষ পুনর্ব্বার প্রহার করিবার জন্য গদা উত্তোলন করিল; কিন্তু দ্বিবিদ তাহা কাড়িয়া লইল। ইত্যবসরে মৈন্দ দ্বিবিদের নিকট উপস্থিত হইল; এই সময় দ্বিবিদ নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদারণ করিল। অনন্তর বলবান্ শোণিতাক্ষ এবং যূপাক্ষ বানর দ্বিবিদ ও মৈন্দের সহিত ঘোরতর রূপে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর আকর্ষণ ও উত্থান করিতে লাগিল। বানরশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ মৈন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক যূপাক্ষকে ভূমিতলে চাপিয়া নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বেই যূপাক্ষ নিহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিল।

প্রধান প্রধান বীর সকল নিহত হওয়াতে কাতর হইয়া রাক্ষসীসেনা, কুম্ভকর্ণতনয়ের নিকট ধাবমান হইল। সেনা বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে দর্শন করিয়া কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বাস দান

করিল; কিন্তু দেখিল সৈন্যমধ্যে প্রধান প্রধান বীর সকলেই নিহত হইয়াছে। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, কুম্ভ রণস্থলে অতি দুষ্কর কর্ম্ম আরম্ভ করিল। ধম্বিশ্রেষ্ঠ কুম্ভ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, অতি সাবধান হইয়া, আশীবিষাকার দেহবিদারণ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার অত্যুৎকৃষ্ট ধনু, বিদ্যুদগ্নি ও ঐরাবত সংসর্গে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় অতীব শোভা পাইতে লাগিল। কুম্ভ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া এক বাণ ত্যাগ করিল, পত্ত্রিপত্রসম্পন্ন সুবর্ণপুঙ্খ ঐ বাণ দ্বারা আহত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পাদদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে, করিতে পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল। মহাযুদ্ধে ভ্রাতা পরাজিত হইল দর্শন করিয়া, মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইল; এবং নিশাচরের প্রতি ঐ শিলা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু কুম্ভ বেগনিক্ষিপ্ত পঞ্চ বাণ দ্বারা ঐ শিলা খণ্ড খণ্ড করিল। এবং অন্য এক শাণিতাগ্র আশীবিষকল্প বাণ যোজনা করিয়া মৈন্দের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। তদ্দ্বারা মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া, বানরযূথপতি মৈন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মহাবল মাতুলদ্বয় ব্যথিত হইলেন, দর্শন করিয়া অঙ্গদ উদ্যতশরাসন কুম্ভের প্রতি ধাবিত হইলেন। তোমর দ্বারা যেমন মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, কুম্ভ তেমনি অভিমুখে ধাবমান অঙ্গদকে প্রথমত লৌহময় পঞ্চ, পশ্চাৎ শাণিত তিন শরে বিদ্ধ করিল। এইরূপে কুম্ভ অঙ্গদকে উপর্য্যুপরি অকুণ্ঠধার কনকভূষিত বহু শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিল। কিন্তু বালিপুত্র অঙ্গদ তাদৃশ বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না; নিশাচরের মস্তকোপরি শিলা ও পাদপ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুম্ভও বারম্বার বৃক্ষ সকল ছেদন ও শিলা সমস্ত বিদারণ করিতে থাকিল। অঙ্গদ বেগে আগমন করিতেছেন, দেখিয়া কুম্ভ, উল্কা দ্বারা গজপতির ন্যায়, ঐ বানর যূথপতির ভ্রূদ্বয় বিদ্ধ করিল। ক্ষত স্থান হইতে রুধির স্রাব হইতে লাগিল; এবং অঙ্গদের চক্ষু যুগল মুদিত হইল। অঙ্গদ

এক হস্তে দুই রুধিরসিক্ত চক্ষু আবরণ করিয়া অপর হস্তে সন্নিহিত এক শালবৃক্ষ ধারণ করিলেন। এবং ঐ বৃক্ষের স্কন্দ ভাগ বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক উহার শাখা সকল অবনত করিয়া ভগ্ন করিলেন; পরে ইন্দ্রধ্বজপ্রতিম মন্দরসঙ্কাশ ঐ বৃক্ষষণ্ড সর্ব্ব রাক্ষসের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন। কুম্ভ শরীরবিদারণ শাণিত বাণে ঐ বৃক্ষষণ্ড ছেদন করিল। অঙ্গদও পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ হওয়াতে অবিলম্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

দুর্দ্ধর্ষ অঙ্গদ সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেন দর্শন করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণ যাইয়া রামচন্দ্রকে সংবাদ দিল।

মহাবল বালিনন্দন ব্যথিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। রামের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতশরাসন কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইল। কোপ-সংরক্ত লোচন বানরপুঙ্গব সকল দ্রুমশৈল হস্তে করিয়া, অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইল। জাম্ববান্, সুষেণ ও বেগদর্শী বানর ক্রুদ্ধ হইয়া বীর কুম্ভকর্ণনন্দনের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল বানরেন্দ্রদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া কুম্ভ, শিলা দ্বারা জলপ্রবাহের ন্যায়; শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিল। সাগরপ্রবাহ যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, কুম্ভের বাণপথ প্রাপ্ত হইয়া তেমনি মহাবল বানরেন্দ্রগণ আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না।

ঐ সকল বানর শরবর্ষণ দ্বারা পীড়িত হইল দর্শন পূর্ব্বক বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া রণস্থলে কুম্ভকর্ণনন্দনের অভিমুখীন হইলেন। যেমন কেশরী শৈলসানুচর হস্তীকে বেগে আক্রমণ করে, অভিমুখীন হইয়া, মহাকপি সুগ্রীবও তেমনি অশ্বকর্ণাদি বিবিধ প্রকার বহু বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দুর্নিবার বৃক্ষ বর্ষণে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কুম্ভকর্ণনন্দন কুম্ভ স্বীয় সুশাণিত বাণগণ দ্বারা সত্বর ঐ বৃক্ষ সমস্ত ছেদন করিল। বৃক্ষ সকল প্রতিহত হইয়া ঘোর শতঘ্নী সকলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল।

বৃক্ষবর্ষণ নিবারিত হইল দর্শন করিয়াও মহাবল মহাবীর্য্য বানররাজ শ্রীমান্ সুগ্রীব বিচলিত হইলেন না। শরবর্ষণ সহ্য করিয়া পরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক কুম্ভের ইন্দ্রধনুপ্রতিম ধনু কাড়িয়া লইয়া ভগ্ন করিলেন। বানররাজ এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়া, ভগ্নদন্ত ক্রুদ্ধ গজসদৃশ কুম্ভকে কহিলেন, নিকুম্ভাগ্রজ! তোমার বীর্য্য ও বাণবেগ অতি অদ্ভুত। স্বজন-প্রবণতা এবং প্রতাপ তোমাতে আর রাবণেতেই আছে। তুমি প্রহ্লাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের ও বরুণের সমান। মহাবল পিতার অনুরূপ এক তুমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ব্যাধি সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, শূল হস্তে তুমি একাকীমাত্র যুদ্ধ করিলে দেবগণ তেমনি তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। এক্ষণে মহাযুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ কর; আমারও কর্ম্ম সকল দর্শন কর। তোমার জ্যেষ্ঠ তাত ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে পরাজয় করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তোমার পিতা কুম্ভকর্ণ স্বীয় বীর্য্যবলেই সুরাসুরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তুমি ধনুর্দ্ধারণে ইন্দ্রজিৎ, এবং প্রতাপে রাবণের সমান; অতএব বর্ত্তমানে এক তুমিই বলবীর্য্য রাক্ষস-গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আজ রণভূমিতে সর্ব্ব প্রাণী, ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায়, তোমার ও আমার অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করুক। তুমি অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছ; অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ; এই সকল ভীষণবিক্রম বানরদিগকে নিপাতিত করিয়াছ। নিন্দার ভয়ে আমি এতক্ষণ বল প্রকাশ করিয়া তোমাকে সংহার করি নাই, অনেক যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব বিশ্রাম কর, তাহার পর আমার বল দর্শন করিবে।

সুগ্রীব এই প্রকার অবমাননাগর্ভ বাক্যে সম্মান দান করিলে

পর, ঘৃতাহুতিসিক্ত পাবকের ন্যায় কুম্ভের তেজ সহসা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন কুম্ভ সুগ্রীবকে দুই বাহু দ্বারা ধারণ করিল। কুম্ভ ও সুগ্রীব দুই মদমত্ত গজের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে গ্রথিত হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রম জন্য উভয়ের মুখবিবর হইতে সধূম অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে থাকিল। উভয়ের পাদাঘাতে পৃথিবী নিমগ্ন হইয়া পড়িল, এবং বিক্ষোভিত হওয়াতে মহাসাগরের তরঙ্গ সকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব কুম্ভকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করিলেন; কুম্ভ সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করিল। বিন্ধ্য ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় কুম্ভের নিপাতনিবন্ধন তরঙ্গ সকল উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর কুম্ভ উত্থান করিয়া সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে বজ্র সদৃশ মুষ্টি প্রহার করিল। তাহাতে সুগ্রীবের চর্ম্ম ফাটিয়া শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকিল। সুগ্রীবের অস্থিতে লাগিয়া মুষ্টির বেগ প্রতিহত হইল; তাহাতে বেগনিবন্ধন মহা অগ্নি বহির্গত হইল, যেমন বজ্রনিষ্পেষ হেতু মহাগিরির গাত্র হইতে অগ্নি বহির্গত হইয়া থাকে। মহাবল বানররাজ সুগ্রীবও ঐ মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া, বজ্র সদৃশ মুষ্টি বন্ধন করিয়া কিরণসহস্রপরিব্যাপ্ত রবিমণ্ডলকান্তি ঐ মুষ্টি কুম্ভের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন। ঐ মুষ্টির প্রহারে নিরতি পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া কুম্ভ, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পাবকের ন্যায়, ভূতলে শয়ন করিল। মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া নিশাচর সহসাপরিভ্রষ্ট প্রদীপ্ত অঙ্গারকগ্রহের ন্যায় পতিত হইল। বক্ষ স্থল ভঙ্গ হইয়া কুম্ভ যখন পতিত হইল, তখন তাহার মূর্ত্তি রুদ্রনির্ভিন্ন গগনপরিভ্রষ্ট সূর্য্য মূর্ত্তির ন্যায় প্রকাশ পাইল।

রণস্থলে ভীষণপরাক্রম বানররাজের হস্তে কুম্ভ নিহত হইলে পর, পৃথিবী বন ও পর্ব্বত সকলের সহিত কম্পিত

হইয়া উঠিলেন; এবং রাক্ষসদিগের অধিকতর ভয় উপস্থিত হইল।

—০:০—

সপ্তসপ্তত সর্গ।

সুগ্রীব ভ্রাতাকে সংহার করিল, দেখিয়া নিকুম্ভ কোপে যেন প্রজ্বলিত হইয়া বানররাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে থাকিল। তদনন্তর এক সুমেরুশিখরাকার মাল্যদামবিভূষিত মণিবজ্র-খচিত যমদণ্ডাকার ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিল। ঐ পরিঘ পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত কালায়স পট্ট সকলে পরিবৃত এবং সুবর্ণ পট্টে পরিমণ্ডিত। ভীমপরাক্রম নিকুম্ভ ঐ পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া, মুখব্যাদান পূর্ব্বক উচ্চৈঃ শব্দ করিতে লাগিল। বক্ষোবিলম্বিত নিষ্ক, ভুজস্থিত অঙ্গদ, কর্ণবিলম্বিত বিচিত্র কুণ্ডলমালা, এবং পরিঘ, এই সকলের দ্বারা নিকুম্ভ বিদ্যুন্মণ্ডিত গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। পরিঘের অগ্রভাগ হইতে বায়ু-প্রতিঘাতজনিত শব্দ হইতে থাকিল; এবং নির্ধূম অগ্নির ন্যায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বনগরীর অত্যুত্তম গৃহ সকল অমরাবতীর সমস্ত ভবন, এবং তারা ও নক্ষত্রগণের সহিত নভোমণ্ডলও নিকুম্ভের ঘূর্ণমান পরিঘের সহিত যেন ঘূর্ণিত হইতে থাকিল। প্রলয়াগ্নির ন্যায়, নিকুম্ভরূপ অগ্নি আবির্ভূত হইল; পরিঘ ও আভরণের আভা উহার দীপ্তি, এবং ক্রোধ উহার ইন্ধন। কি বানর, কি রাক্ষস, কেহই ভয়ে নড়িতে চড়িতে পারিল না; কেবল হনূমান্ বিশাল বক্ষঃস্থল বিস্তারণ করিয়া উহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিঘো-পমবাহু বলবান্ নিকুম্ভ ভাস্করপ্রতিম সেই পরিঘ বলবান্ হনূ-মানের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিল; কিন্তু তাঁহার অবিচলিত বিশাল বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া পরিঘ শতধা চূর্ণ হইয়া আকাশ-তলে শত উল্কার ন্যায়; চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ভূমি

কম্পে অচল যেমন বিচলিত হয় না, পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া মহাকপি হনুমান্‌ও তেমনি বিচলিত হইলেন না। তাদৃশ আহত হইয়া মহাবল মহাতেজা বায়ুবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক উদ্যত করিয়া, বেগে নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। তাহাতে নিকুম্ভের চর্ম্ম ফাটিয়া শোণিতধারা নির্গত হইতে থাকিল; মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় মুষ্ট্যাঘাতে তাহার গাত্র হইতে অগ্নিও উদ্গত হইল। তাদৃশ প্রহৃত হইয়া নিকুম্ভ ঘূর্ণিত হইল; পরক্ষণেই আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহাবল হনুমান্‌কে ধারণ করিল। নিকুম্ভ মহাবল ভীষণ হনুমান্‌কে তুলিয়া লইয়া চলিল, দেখিয়া লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল।

এদিকে মারুতনন্দন হনুমান্ স্কন্ধের উপরে থাকিয়াই নিকুম্ভকে এক বজ্র তুল্য মুষ্টিপ্রহার করিলেন; এবং আপনাকে মুক্ত করিয়া, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। পতিত হইয়াই নিকুম্ভকে মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন; ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া পেষণ করিতে লাগিলেন; শেষে লম্ফপ্রদান করিয়া উহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিলেন; এবং দুই বাহুতে ধারণ করিয়া, উহার কন্ধর মোচড়াইয়া মস্তক উৎপাটন করিলেন; ঐ সময় নিশাচর বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

চীৎকার করিতে করিতে নিকুম্ভ পবননন্দনের হস্তে নিহত হইলে পর, খরের পুত্র মকরাক্ষ ও রামচন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নিকুম্ভের জীবন বহির্গত হইলে পর, বানরগণ পরমানন্দিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলেন; আকাশ যেন পতিত হইল, রাক্ষসকুল নিরতিশয় ভীত হইয়া পড়িল।

অষ্ট সপ্তত সর্গ।

নিকুম্ভ নিহত ও কুম্ভ নিপাতিত হইয়াছে শুনিয়া, রাবণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। রাক্ষসরাজ ক্রোধ এবং শোকে পরিপূর্ণ হইয়া, খরের পুত্র বিশাললোচন মকরাক্ষকে আদেশ করিলেন; পুত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধে গমন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ এবং সেই দুই বানরকে সংহার কর।

বীরাভিমানী বলবান্ খরনন্দন মকরাক্ষ রাক্ষস রাবণের আজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া উত্তর করিল, যে আজ্ঞা। এই বলিয়া দশাননকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সুধাধবলিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল। পরে খরতনয় সমীপস্থ সেনাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিল, শীঘ্র রথ ও সেনা আনয়ন কর।

তাহার সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া সেনাধ্যক্ষ নিশাচর অবিলম্বেই রথ ও সেনা আনয়ন করিল। তখন রাক্ষস প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিল, শীঘ্র রথ চালনা কর। পরে রাক্ষসদিগকে কহিল, রাক্ষসগণ! তোমরা আমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। রাক্ষসরাজ রাবণ রাম লক্ষ্মণ দুই জনকেই বিনাশ করিবার জন্য আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন। নিশাচরগণ! আজ আমি উৎকৃষ্ট দিব্যাস্ত্র সমূহ দ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরদিগকে সংহার করিব। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, আজ আমি তেমনি শূল দ্বারা যুদ্ধে সমাগত সমস্ত বানর সৈন্য দগ্ধ করিব। নানাস্ত্রধারী কামরূপী বিকীর্ণকেশ মহাদংষ্ট্র পিঙ্গলোচন বলবান ক্রূরস্বভাব ভয়ঙ্কর রাক্ষস সকল মকরাক্ষের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া খরনন্দনকে বেষ্টন করত, মাতঙ্গ যূথের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মেদিনী কম্পিত করিয়া যাত্রা করিল। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র শঙ্খভেরী বাজিতে লাগিল, এবং বীরগণ

গর্জ্জন ও আস্ফোটন করিতে থাকিল; এই সকল শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। এই সময় সারথির হস্ত হইতে রশ্মি স্খলিত এবং রথধ্বজ সহসা ভূমিতে পতিত হইল। রথবাহক অশ্ব সকল নিস্তেজ হইয়া স্খলিত পদে অশ্রুপূর্ণ মুখে দীনভাবে গমন করিতে লাগিল। বায়ু ধূলিরাশি উৎথাপিত করিয়া খরস্পর্শ ও প্রচণ্ড ভাবে বহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও অতিবীর্য্যশালী রাক্ষসগণ গ্রাহ্য না করিয়াই, রাম লক্ষ্মণের উদ্দেশে যাত্রা করিল। সমরে বহুবার শত্রুর গদা ও অসিদ্বারা ভিন্নদেহ মেঘবর্ণ, হস্তিবর্ণ, ও মহিষবর্ণ যুদ্ধনিপুণ রাক্ষস সকল, অহম্পূর্ব্ব স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল।

ঊনাশীত সর্গ।

মকরাক্ষ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল দর্শন করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ সকল লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধাপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইল। অবিলম্বেই দেব ও দানবগণের ন্যায়,বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বৃক্ষ ও শূলাঘাত এবং গদা ও পরিঘাঘাত দ্বারা বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে মন্থন করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা শক্তি, খড়্গ, গদা, কুন্ত, তোমর, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বাণ, পাশ, মুদ্গর, দণ্ড, ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা অনেক বানর নিপাত করিল। বানরেরা বাণসমূহে নিপীড়িত, ব্যাকুলচিত্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। বিজেতা রাক্ষসগণ বানরদিগকে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া, সিংহের ন্যায় সদর্পে গর্জ্জন করিতে থাকিল।

বানরগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র বাণবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিলেন। রাক্ষসগণ নিবারিত হইল দেখিয়া মকরাক্ষ রাক্ষস ক্রোধানলে প্রদীপিত হইয়া রামকে

কহিল; দাঁড়া, রাম! আজ তোর সহিত আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবে। আজ আমি শরাসননির্ম্মুক্ত শাণিত শরসমূহ দ্বারা তোর প্রাণ হরণ করিব। যে দিন দণ্ডকারণ্যে তুই আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছিস্, সেই দিন হইতেই তোর উপর আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। দুরাত্মন্! সেই ক্রোধে নিয়ত আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। কি বলিব যে সে দিন তোর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। যাহা হউক্, আজ সৌভাগ্যবলে আমি এই যুদ্ধ ভূমিতে তোর দর্শন পাইলাম। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুর আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তেমনি এতদিন তোর অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুই যে সকল বীরকে বিনাশ করিয়াছিস্,আজ আমার বাণবেগে যমালয়ে গমন করিয়া তুই তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবি। আর অধিকই বা কি বলিব; রাম! শোন্; আজ ত্রিলোক রণস্থলে তোকে ও আমাকে দর্শন করুক্। অস্ত্রদ্বারাই হউক্, গদাদ্বারাই হউক্, বাহুদ্বারাই হউক্, অথবা তোর যে অস্ত্রে অভ্যাস আছে, সেই অস্ত্র দ্বারাই হউক্, তুই যাহাতে সমর্থ হইবি, তাহাতেই যুদ্ধ কর।

মকরাক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথনন্দন রামচন্দ্র উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, রাক্ষস! বৃথা কেন ক্ষুদ্র মুখে কতকগুলা বৃহৎ কথা কহিতেছিস্। যুদ্ধ ভিন্ন কেবল বাক্যবলে জয়লাভ করা যায় না। দণ্ডকারণ্যে আমি একাকী তোর পিতাকে, ত্রিশিরাকে, দূষণকে, এবং চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়া মাংস দ্বারা গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি। রে পাপাত্মন্! আজিও তেমনি তীক্ষ্ণ নখ, তীক্ষ্ণতুণ্ড মাংসাদ পক্ষী সকল রুধিরার্দ্র মুখ ও রক্তপক্ষ হইয়া আনন্দিত চিত্তে আকাশমণ্ডলে ও পৃথিবীতলে বিচরণ করিবে।

যুদ্ধ ভূমিতে রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল মকরাক্ষ তাহার উপর শরসমূহ নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্র শর-

বর্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সুবর্ণ পুঙ্খ সুপত্র বাণ সকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মকরাক্ষ ও রামচন্দ্র পরস্পর অতীব সন্নিহিত হইয়া মহাবল প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আকাশে মেঘশব্দের ন্যায় তাঁহাদিগের তলবারণের শব্দ হইতে থাকিল। উভয়ের ধনুঃশব্দ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া কর্ণগোচর হইতে লাগিল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগ সকল যুদ্ধদর্শনার্থ অন্তরিক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরস্পরের গাত্রে পরস্পরের ধনু বিদ্ধ হওয়াতে উভয়েরই তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল। পরস্পর পরস্পরের অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস রামনির্ম্মুক্ত শরসমূহ ছেদন করিল; রামও রাক্ষসনির্ম্মুক্ত বাণজাল খণ্ড খণ্ড করিলেন। বাণসমূহে রুদ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া দিক্, বিদিক্ ও পৃথিবী আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র রাক্ষসের শরাসন ছেদন করিয়া, অষ্ট নারাচে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে কতিপয় বাণদ্বারা রথ ভগ্ন করিয়া অশ্বদিগকে বিনাশ করিলেন। তখন মকরাক্ষ রাক্ষস রথহীন হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইল; এবং হস্তে এক সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর কালাগ্নিসমপ্রভ শূল গ্রহণ করিল। রুদ্রদত্ত দুষ্প্রাপ্য ঐ ভয়ঙ্কর শূল দ্বিতীয় সংহারাস্ত্রের ন্যায় শূন্যমার্গে জ্বলিতে থাকিল; দর্শন করিয়া দেবতা সকল ভয়ে আকুল হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। নিশাচর মকরাক্ষ ঐ প্রজ্বলিত মহাশূল ভ্রমণ করাইয়া ক্রোধভরে মহাবল রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল। খরপুত্রের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শূল জ্বলিতে জ্বলিতে আসিতে লাগিল দেখিয়া রাম চারি বাণে আকাশপথে উহা ছেদন করিলেন। রামবাণে প্রতিহত ও খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া দিব্য সুবর্ণমণ্ডিত শূল মহোল্কার ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ঐ মহাশূল ছেদন করিলেন দর্শন করিয়া আকাশস্থিত প্রাণী সকল সাধু সাধু শব্দ করিতে থাকিল।

শূল ছিন্ন হইল দেখিয়া, মকরাক্ষ রাক্ষস মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক রাঘবকে কহিতে লাগিল, দাঁড়া, দাঁড়া। তাহাকে ধাবমান দর্শন করিয়া রঘুনন্দন উচ্চৈঃহাস্য করত শরাসনে আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিয়া ঐ অস্ত্র দ্বারা বল পূর্ব্বক ঐ নিশাচরকে সংহার করিলেন; নিশাচর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়িল, আর মরিল।

মকরাক্ষ নিহত হইল দেখিয়া রাক্ষসগণ রামের ভয়ে ভীত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন দেবগণ আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রের বাণবেগনিহত মকরাক্ষকে বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় বিশীর্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

—ঃ(॰)ঃ—

অশীত সর্গ।

মকরাক্ষ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধজেতা দশানন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্তে দন্তে কটকটা শব্দ এবং কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোপে পরিপূর্ণ হইয়া পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করিলেন, বীর! তুমি যাইয়া মহাবীর্য্যসম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ কর; দৃশ্য হইয়াই যুদ্ধ কর, আর অদৃশ্য হইয়াই যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয়ই বলে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে। তুমি অপ্রতিমকর্ম্মা পুরন্দরকে যুদ্ধে জয় করিয়া থাক; তবে কি মানুষ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছ না!

পিতা রাক্ষসরাজ এই প্রকার কহিলে পর, ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে অগ্নির অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিশাচর হোম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে রক্তোষ্ণীষধারিণী পরিচারিকা রাক্ষসী সকল তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। শস্ত্রসকল ঐ যজ্ঞে শরপত্র, লোহিত বস্ত্র বিভীতক সমিধ্, এবং কার্ষ্ণায়সনির্ম্মিত শস্ত্র সমস্ত স্রুব হইল। ইন্দ্রজিৎ শরপত্র সকল বিস্তার পূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন

পূর্ব্বক তোমর দ্বারা সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড ছেদন করিয়া লইল। শরহোমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অগ্নি নির্দ্ধূম মহাশিখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া বিজয়সূচক সমুদায় চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। পাবক সুবর্ণকান্তি ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে উৎথিত হইয়া স্বহস্তে হব্য সামগ্রী গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে হোম, এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া, অন্তর্দ্ধানগামী দিব্য রথে আরোহণ করিল। সে অশ্বচতুষ্টয়যোজিত নিশিত বাণসজ্জপরিপূরিত আরোপিত-শরাসন রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ ভাস্বর রথ সুবর্ণে খচিত; উহার বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত, সুবর্ণ-বলয়বেষ্টিত ধ্বজদণ্ড পাবকের ন্যায় জ্বলিতে ছিল; এবং উহাতে বিবিধ মৃগ, চন্দ্র, ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিরূপ সকল অঙ্কিত ছিল। মহাবল ইন্দ্রজিৎ ঐ রথোপরে সূর্য্যসঙ্কাশ ব্রহ্মাস্ত্রে রক্ষিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাক্ষস মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ নগরের বহির্গত হইল, এবং কহিল, আজ আমি বৃথা বনবাসাগত সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, পিতার হস্তে রণোপার্জ্জিত জয়লক্ষ্মী প্রদান করিব। আজ আমি পৃথিবীকে বানর শূন্যা করিয়া, পিতার পরম প্রীতিসাধন করিব, এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইল।

অনন্তর প্রচণ্ডপ্রকৃতি ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহাবীর রাম লক্ষ্মণ বানরসেনামধ্যে ত্রিশিরা ভুজঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন উহাঁদিগকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়া, রাবণনন্দন শরাসনে জ্যারোপণ করিল। তাহার রথ অন্তরিক্ষে লুক্কায়িত, সে নিজেও লুক্কায়িত হইয়া রাম লক্ষ্মণের উপর শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টিপাতবৎ তদীয় শরপাতে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাম লক্ষ্মণও দিগন্ত আচ্ছাদন করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাঁদিগের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতেও পারিল

না। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে ধূমান্ধকার সৃষ্টি করিল; তাহাতে চতুর্দ্দিক্ নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া পড়িল। তাহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথচক্রের রব, বা অশ্বের খুর শব্দ কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না। সে নিজেও দৃষ্টিগোচর হইল না; ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ঐ ঘনান্ধকার মধ্যে বরলব্ধ সূর্য্যপ্রখর শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। পর্ব্বতোপরি বৃষ্টিপাতের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে শরপাত দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণও শরক্ষেপ করিতে থাকিলেন। তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণশর সকল অন্তরিক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া, রক্তাক্ত দেহে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। যে দিক্ হইতে শরক্ষেপ হইতেছিল, রাম লক্ষ্মণ সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে থাকিলেন। উহাঁদিগের লঘুহস্ততা অতীব আশ্চর্য্যজনক। ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দ্দিক্ পর্য্যটন করিয়া শরপ্রহার করিতেছিল; মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অনতি বিলম্বেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং শোণিত প্রভায় কুসুমিত কিংশুক পাদপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। আকাশমণ্ডল মেঘজালে পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন সূর্য্যের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না, তৎকালে কেহই তেমনি ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্ত্তি, ধনু বা শর কিছুই দেখিতে পাইল না। বিস্তর বানর ইন্দ্রজিতের সুতীক্ষ্ণশরে রণশায়ী হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ জন্য আজ আমি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিব। রামচন্দ্র কহিলেন, বৎস! একজনের নিমিত্ত সমস্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। সংগ্রামে পরাঙ্মুখ, ভয়ে লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, এবং প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে। অতএব আইস, এক্ষণে আমরা কেবল ইন্দ্রজিতেরই বিনাশে চেষ্টা করি। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র, এবং উহার রথ অদৃশ্য। সে দৃষ্ট হইলে বানরেরাই উহাকে অনায়াসে বিনাশ করিতে পারিত; কিন্তু এই অদৃশ্য বধ কেবল

আমাদিগেরই সাধ্যায়ত্ত। এক্ষণে সেই দুরাত্মা ভূগর্ভেই লুক্কায়িত হউক, কি অন্তরীক্ষে বা রসাতলেই প্রবেশ করুক, আমার শস্ত্রে অবশ্যই নিহত হইবে।

মহাবীর রামচন্দ্র এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূর-কর্ম্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একাশীত সর্গ।

মহাত্মা রাঘবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্রজিৎ উপস্থিত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া, লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি বীরগণের মৃত্যু স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে, ক্রোধে কষায়িতলোচনে পুনরায় পুরীর বহির্গত হইল। সেই দেবকণ্টক মহাবীর্য্য রাবণনন্দন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, পশ্চিম দ্বার দিয়া বিনির্গমন করিল। এবং তথায় রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধের জন্য সমুদ্যত দেখিয়া, মায়া আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইল। সে মায়াময়ী সীতাকে রথে স্থাপন ও সুবিশাল সৈন্যে তাঁহাকে আবরণ পূর্ব্বক তদীয় নিধনে সংকল্প করিল। অনন্তর সেই সুদুর্ম্মতি নিশাচর সকলের মোহনার্থ কৃতবুদ্ধি হইয়া, সীতাসংহারে সংকল্প করিয়া, বানরগণের অভিমুখে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে বানরগণ সকলেই সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, যুদ্ধমানসে শিলাহস্তে উৎপতিত হইল। কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাদের সকলের অগ্রণী হইলেন। তাঁহার হস্তে দুরাসদ সুবিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ। তিনি অবলোকন করিলেন, সীতা ইন্দ্রজিতের রথে রহিয়াছেন। তাঁহার আনন্দের লেশ নাই, মস্তকে একমাত্র বেণী, অবস্থা অতি হীন, বদনমণ্ডল উপবাসে কৃশভাবাপন্ন, একমাত্র বসন, তাহাও অতি মলিন, এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর রজোমলে পরিলিপ্ত ও অমার্জ্জিত। অল্পকাল হইল, হনুমান্ জানকীকে দেখিয়া আসিয়াছেন, অতএব মুহূর্ত্তমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই, তাঁহাকে সীতা বলিয়া,

জানিতে পারিলেন। তদবস্থা জানকীকে রথোপরি দর্শন করিয়া হনুমানের মুখমণ্ডল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন ও নিরতি বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি শোকার্ত্তা, নিরালম্বা, তপস্বিনী জানকীকে ইন্দ্রজিতের অধীনে নিতান্ত ব্যাকুল অবস্থায় রথে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, মনে মনে ইন্দ্রজিতের অভিপ্রেত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বানরদিগকে কহিলেন, এই নিশাচর কি অভিপ্রায়ে সীতাকে রথে আনায়ন করিয়াছে? এই বলিয়াই তিনি সহচর বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত রাবণনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ বানর বল সন্দর্শনে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কোশ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্ব্বক সীতার মস্তক আকর্ষণ করিল, এবং তাহাদের সমক্ষেই তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ মায়া সীতা বারংবার রামের নাম করিয়া, উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মারুতাত্মজ হনুমান্ রাক্ষসকে সীতার কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক আঘাত করিতে দেখিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, শোকভরে নেত্রজল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রামের সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী প্রিয়তমা মহীষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্রোধভরে পরুষ বাক্যে ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুই যখন দেবীর কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবি। তুই ব্রহ্মর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাক্ষসযোনি আশ্রয় করিয়াছিস্, সেই জন্য স্ত্রী বধে সমুদ্যত হইয়াছিস্। তুই অতি পাপাত্মা, তোকে ধিক্! রে নৃশংস! রে অনার্য্য! রে দুর্ব্বৃত্ত! রে ক্ষুদ্র! রে পাপপরাক্রম! রে নির্ঘৃণ! স্ত্রী বিষয়েও তোর ঘৃণা হয় না! সেই জন্যই দুরাত্মা তুই ঈদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তোকে ধিক্! এই মৈথিলী রাজ্য হইতে, গৃহ হইতে ও স্বামীর হস্ত হইতে ভ্রষ্টা হইয়াছেন। রে নির্দ্দয়! ইনি তোর কি অপকার করিয়াছেন, যে, ইহাঁকে এইরূপে হত্যা করিতেছিস্। রে বধার্হ! তুই যখন আমার হস্তগত হইয়াছিস্,

তখন দেবী জানকীকে বধ করিয়া, তোকে কোনমতেই অধিক-ক্ষণ জীবন ধারণ করিতে হইবে না। স্ত্রীহত্যা করিলে, যে সকল লোক লাভ হয়, চৌরাদিরাও অতীব ক্লেশজনক ভাবিয়া, যাহা দূরে পরিহার করে, তোকে মরণান্তে সেই সকল লোক লাভ করিতে হইবে। হনুমান্ এই কথা বলিয়াই নিতান্ত জাত-ক্রোধ ও আয়ুধহস্ত বানর বলে বেষ্টিত হইয়া, সবেগে ইন্দ্রজিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্রজিৎ ভীমকোপ রাক্ষসসৈন্য সহায়ে সেই আপতনোন্মুখ মহাবীর্য্যশালী বানরসৈন্যের গতি রোধ করিল। এবং সহস্র সহস্র শরে উহাকে বিক্ষোভিত করিয়া, হরিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে কহিতে লাগিল, তুই, সুগ্রীব ও রাম, যাহার জন্য এখানে আসিয়াছিস্, সেই সীতাকে এখনই তোর সাক্ষাতেই বধ করিব। রে বানর! সীতাকে সংহার করিয়া, পরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সেই অনার্য্য বিভীষণকে বধ করিব। এবং তোরও প্রাণ বিনাশ করিব। রে প্লবঙ্গম! তুই বলিতেছিস্, স্ত্রীহত্যা করিতে নাই। কিন্তু যাহাতে বিপক্ষ পক্ষের পীড়া জন্মে, সেইরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। রাম পূর্ব্বে কি জন্য তাড়কার প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল? আমিও সেই দৃষ্টান্তে তদীয় মহিষী জানকীকে সংহার করিতেছি। ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে রোদনপরায়ণা জানকীকে শিতধার খড়্গদ্বারা যজ্ঞসূত্রের পথানুসারে ছেদন করিল। ছিন্নমাত্র প্রিয়দর্শনা পৃথুশ্রোণী তপস্বিনী জানকী পৃথি-বীতে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ এইরূপে স্ত্রীহত্যা করিয়া, হনুমান্‌কে কহিল, এই দেখ, রামপ্রিয়া জানকী বিনষ্ট হইল। আমি ইহাকে খড়্গাঘাতে ছেদন করিলাম, তোদের পরিশ্রম নিষ্ফল হইল। জানকীকে খড়্গা-ঘাতে সংহার করিয়া, এই কথা কহিয়াই ইন্দ্রজিৎ হৃষ্টচিত্তে স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোর গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বানরেরা অদূরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই শব্দ শ্রবণ করিল। ইন্দ্রজিৎ

খেচর রূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া ব্যাদিত বদনে ঐরূপ শব্দ করিতে লাগিল। ঐরূপে জানকীকে সংহার করিয়া, দুর্ম্মতি সাতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইল। তাহার সেই প্রফুল্ল মূর্ত্তি দর্শনে বানরেরা বিষণ্ণ হৃদয়ে বেগে ধাবমান হইল।

—:০:—

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিতের শক্রাশনি সমস্বরে সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, বানরেরা সকলেই দশদিক্ নিরীক্ষণ করত দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া, পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া, বিষণ্ণ বদনে পলায়নপর হইলে, মারুতনন্দন হনুমান্ তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বানরগণ! তোমরা যুদ্ধোৎসাহ ত্যাগ করিয়া কি জন্য বিষণ্ণ বদনে পলায়ন করিতেছ? তোমাদের শূরত্ব কোথায় গেল? যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, সম্প্রতি অগ্রসর হও। সদ্বংশে জন্মিয়া ও শৌর্য্যশালী হইয়া, যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

ধীমান্ বায়ুপুত্র এই প্রকার কহিলে, তাহারা সকলেই নিতান্ত রুষ্ট ও একান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বৃক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ সমূহ গ্রহণ করিল। এবং হনুমানকে বেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করত গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে সমাগত হইল। হনুমান্ উল্লিখিত প্রধান প্রধান বানরগণে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া, অর্চ্চিষ্মান্ হুতাশনের ন্যায়, শত্রুবাহিনী দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বানর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, কালান্তক যমের ন্যায়, অনেক রাক্ষস বিনাশ করিলেন। তিনি যুগপৎ শোকে ও ক্রোধে সাতিশয় অভিভূত হইয়া, ইন্দ্রজিতের রথে এক বৃহৎ শিলা নিপাতিত করিলেন। ইন্দ্রজিতের রথে যে সকল অশ্ব সংযোজিত ছিল, তাহারা উত্তম রূপে সারথির বশীভূত। সুতরাং, শিলা পতিত হইতে দেখিয়াই, সারথি তৎক্ষণাৎ তথা

হইতে দূরে রথ অপবাহিত করিল। ঐ শিলা সারথির সহিত রথস্থ ইন্দ্রজিতকে না পাইয়া, ব্যর্থউদ্যত হইয়া, পৃথিবী ভেদ করত প্রবেশ করিল। শিলা পতিত হইলে, রাক্ষসবাহিনী ব্যথিত হইয়া উঠিল, কেন না, তাহার আঘাতে অনেক রাক্ষস নিতান্ত মথিত হইল। তদ্দর্শনে শত শত মহাকায় বানর গিরি-শৃঙ্গ ও বৃক্ষ সকল সমুদ্যত করিয়া, গর্জ্জন পুরঃসর ইন্দ্রজিতের অভিধাবন করিল। এবং ভয়ঙ্কর বিক্রমে রাশি রাশি বৃক্ষ ও শৈল বর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা বিবিধ স্বরে শব্দ করিয়া, শত্রুগণের সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, ঘোররূপ নিশাচরগণ সেই সকল প্রচণ্ডাকৃতি বানরগণের বল পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ সমূহের আঘাতে রণস্থলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় সৈন্য বানর কর্তৃক মথিত হইতে দেখিয়া, আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, ক্রোধ ভরে শত্রুগণের অভিমুখে গমন করিল। এবং স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, প্রবল পরাক্রমে শূল, অশনি, খড়্গ, পট্টিশ ও কূটমুদ্গর ইত্যাদি শরজাল বিস্তার করিয়া, অনেক কপিশার্দ্দূলের প্রাণ সংহার করিল। ঐ সকল বানরও ইন্দ্রজিতের অনুচরদিগকে বধ করিতে লাগিল। মহা-বল হনুমান্ একাকী স্কন্ধ, বিটপ, শৈল ও শিলাসমূহ প্রয়োগপূর্ব্বক ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগের অনেককে নিহত করিলেন। এবং তিনি শত্রুসৈন্য পর্য্যুদস্ত করিয়া, অনুচর বানরদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে যুদ্ধে ক্ষান্ত দাও। আমাদের এই সৈন্য বিনাশ করাও অনর্থক। আমরা প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক চেষ্টা করিয়া, রামের প্রিয়কামনায় যাহারজন্য যুদ্ধ করিতেছি, সেই জনকদুহিতা নিহতা হইয়াছেন। রাম ও সুগ্রীবকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া, তাঁহারা যাহা প্রতিবিধান করিবেন, তাহাই করা যাইবে, চল। বানশ্রেষ্ঠ হনুমান এই বলিয়া, সমস্ত বানরদিগকে প্রতি ষেধ করিয়া নির্ভয়ে ধীরে ধীরে সসৈন্যে যুদ্ধে পরিহার দিলেন।

এদিকে, দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে রামের নিকট প্রস্থান করিতে দেখিয়া, হোম করিবার আশয়ে নিকুম্ভিলা দেবালয়ে গমন ও তথায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি দান করিল। সে যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া, হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হোম-শোণিত ভুক্ হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি হোম-শোণিতে পরিতৃপ্ত ও জ্বালাপরম্পরায় সম্যক্ বর্দ্ধিত হইয়া, নিতান্ত তীব্ররূপে সমুত্থিত হইলে, সন্ধ্যাগত আদিত্যের ন্যায়, প্রতীয়মান হইলেন। অনন্তর বিধিজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণের মঙ্গলের জন্য যথাবিধানে হোম কার্য্য সমাধা করিল। মহাযুদ্ধসমূহে কৃত্যা-কৃত্যতত্ত্বজ্ঞ নিশাচরগণ তদ্দর্শনে বিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট হইল।

—০ঃ০—

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

এদিকে, রঘুনন্দন রাক্ষস ও বানরগণের বিপুল যুদ্ধনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, জাম্ববান্‌কে কহিলেন, সৌম্য! হনুমান নিশ্চয়ই সুদুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কেননা, ভয়াবহ তুমুল যুদ্ধ-নিনাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব তুমি স্বকীয় সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, সত্বর গমন করিয়া, যুদ্ধপ্রবৃত্ত কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানের সাহায্য কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ যে আজ্ঞা বলিয়া, স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, হনুমান যেখানে, সেই পশ্চিম দ্বারে গমন করিলেন। দেখিলেন, কৃতযুদ্ধ বানরগণ সকলেই নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; হনুমান্ তাহাদের মধ্যগত হইয়া, আগমন করিতেছেন। অন-ন্তর পবননন্দন পথিমধ্যে নীলমেঘসন্নিভ যুদ্ধোদ্যত ভয়ঙ্কর ঋক্ষ-সৈন্য দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে সন্নিবর্তিত করিয়া, আপনিও নিবৃত্ত হইলেন। এবং সেই সৈন্যের সহিত রামের নিকটে আসিয়া, দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, সমরে যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের সমক্ষেই ইন্দ্রজিৎ সীতাকে সংহার করিয়াছে।

অরিন্দম! তদ্দর্শনে মন উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষণ্ণ হওয়াতে, আমি আপনাকে ঐ বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য আসিয়াছি।

হনুমানের কথা শুনিয়া, রাম শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন। দেবসঙ্কাশ রাম ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, দেখিয়া, বানরসত্তমগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুৎপতিত হইয়া, তাঁহার নিকটে আগমন করিল। এবং তাঁহাকে অনিবার্য্যবেগে সহসা সমুত্থিত প্রদহনশীল অগ্নির ন্যায়, দর্শন করিয়া, উৎপলসুগন্ধিসলিলযোগে অভিষেক করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, প্রসারিত বাহুযুগলে সীতাবিয়োগবিধুর রামকে আলিঙ্গন করিয়া, হেতু ও অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! আপনি ইন্দ্রিয় সকল বিশেষরূপে জয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে অবস্থান করেন, তথাপি ধর্ম্ম আপনাকে অনর্থ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না। অত-এব প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের কোন অর্থই নাই। আর দেখুন, বুঝিতে পারা যায় যে স্থাবর পশ্বাদি ইতর জন্তুর সুখ জ্ঞান আছে; কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান আছে বলিয়া বোধ হয় না; অতএব আমার মতে ধর্ম্ম পদার্থই নাই। স্থাবর ও পশ্বাদির সুখ আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই, আর আপনাদিগের ধর্ম্ম আছে অথচ সুখ নাই, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হই-তেছে, ধর্ম্ম আদৌ নাই। পুনশ্চ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই যদি একান্তই দুঃখগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে, রাবণের নিশ্চয়ই দুঃখাপত্তি হইত। এবং আপনিও ধার্ম্মিক হইয়া কখনই বিপদে পড়িতেন না। রাবণ অধর্ম্ম করিয়া নিরাপদে আছে, এবং আপনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও, সর্ব্বদা বিপদে পড়িয়াছেন। সুতরাং যাহা ধর্ম্ম, তাহাই অধর্ম্ম, এবং যাহা অধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পর-স্পর বিরুদ্ধ অর্থপ্রতিপত্তি হইয়াছে। অধিক কি, যদি ধর্ম্মে সুখ ও অধর্ম্মে অসুখ হইত, তাহা হইলে, রাবণাদি যে সকল ব্যক্তি

সর্ব্বদা অধর্ম্ম পথে বিচরণ করে, তাহারা অবশ্য অসুখী হইত। এবং অধর্ম্মে যাহাদের রুচি নাই, তাহারা অবশ্যই সুখ ভোগ করিত, ও ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইত। যেহেতু, যাহারা অধর্ম্মের আশ্রয়, তাহাদের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত ও ধর্ম্মশীল পুরুষগণ অসুখী হইয়া থাকে, সেই হেতুই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরস্পর বিপরীত ফল প্রসব করে। হে রাঘব! পাপকর্ম্মা পুরুষগণ অধর্ম্ম দ্বারা যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, সেই বধ কর্ম্ম দ্বারা স্বয়ং অধর্ম্ম, বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিনষ্ট বস্তুর অন্যকে বিনষ্ট করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে। অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান সহায়ে কোন ব্যক্তি নিহত হয়, কিংবা সে স্বকীয় অদৃষ্টকে সহায় করিয়া যদি অপরের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে, সেই কর্ম্মানুষ্ঠানজাত অদৃষ্টই পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হয়; কর্ম্মানুষ্ঠাতা পুরুষ কিছুতেই লিপ্ত হয় না। তথাহি, পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া, পুত্রকৃত হত্যা পাপ পিতাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না। ধর্ম্ম অচেতন বস্তু, আপনার অনুষ্ঠেয় শত্রুপ্রতিকার বিষয়ে ইহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। অধিক কি, ইহা অব্যক্ত ও অসৎস্বরূপ। অথবা, ইহার সত্তা স্বীকার করিলেও, ইহা দ্বারা শত্রুপ্রতিকার রূপ স্বাভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। হে সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট থাকিত, তাহা হইলে, আপনাকে কোন ক্লেশেই পতিত হইতে হইত না। কিন্তু আপনি যখন ঈদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, তখন, ঐরূপ অদৃষ্ট আছে, বলিয়া কোনমতেই উপপন্ন করাইতে পারে না। অথবা, ধর্ম্মের স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া, কোন রূপ অর্থ সাধনে ক্ষমতা নাই; ইহা সর্ব্বথা অকিঞ্চিৎকর। এইজন্য সহকারিতাপ্রযুক্ত পুরুষকারের অপেক্ষা করে। আমার মতে এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর ও সুখসাধনক্ষমতা শূন্য ধর্ম্মের সেবা করা একবারেই অনুচিত। এইরূপে ধর্ম্ম যদি পৌরুষসাপেক্ষ বলিয়া, পৌরুষেরই অন্যতর গুণ হয়, তাহা হইলে, সর্ব্ব প্রযত্নে ধর্ম্ম প্রাধান্য

পরিহার করিয়া, পুরুষকারও অবলম্বন করুন। পরন্তপ! অথবা, পিতার অঙ্গীকার বাক্যরূপ সত্য পরিপালন করাকেই যদি আপনি ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আদৌ তাহাই বা করিলেন না কেন? দেখুন, পিতা যখন আপনাকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন বলিয়া সত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সত্য প্রতিপালন করিতে অসমর্থ, সুতরাং মিথ্যা পাপে দূষিত হইয়া, মিথ্যা জন্যই পরলোক গমন করিলেন, তখন তাঁহার সেই সত্য পরিপালন করা কি আপনার কর্ত্তব্য ছিল না? অথবা, যদি একমাত্র ধর্ম্ম, কিংবা একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে, শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপ মুনির প্রাণ বিনাশ করিয়া, যজ্ঞানুষ্ঠানন করিতেন না। কেন না, যাহার প্রাধান্য, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। শত্রু বিনাশ করিতে হইলে, পুরুষকার ও ধর্ম্ম উভয়েরই এক যোগে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। হে কাকুৎস্থ! মানুষ মাত্রেই স্বকার্য্য সাধন কল্পে উভয়েরই সেবা করিয়া থাকে। তাত! আমিও এই প্রকার মনে করি যে, ইহাই ধর্ম্ম। কিন্তু আপনি অর্থমূল রাজ্য ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মমূল একবারেই ছিন্ন করিয়াছেন, এইজন্য ক্লেশভাগী হইতেছেন। পর্ব্বত হইতে নদী যেমন বিনিঃসৃত হয়, সেইরূপ দিগ্‌দিগন্ত হইতে সমাহৃত প্রবৃদ্ধ অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে স্বল্পজলা নদী যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থহীন ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের তেমনি সকল কার্য্যই অবসন্ন হইয়া থাকে। অর্থ ব্যতীত সুখকামনায় পাপাচারে প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য বিবিধ দোষের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, যাহার অর্থ, তাহারই মিত্র, তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ সেই পুরুষ, সেই পণ্ডিত, সেই বলবান্, সেই বুদ্ধিমান্, সেই মহাবীর ও সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থ ত্যাগের বিবিধ দোষ বর্ণন করিলাম। আপনি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কি কারণে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন, আমার বোধগম্য হইতেছে না।

যাহার অর্থ, তাহারই ধর্ম্ম কাম প্রয়োজনীয়, তাহারই সমস্ত অনু-কূল। যাহার অর্থলাভে ইচ্ছা আছে, তাদৃশ নির্ধন পুরুষ পৌরুষ ব্যতিরেকে কখনই অর্থলাভে সমর্থ হয় না। হর্ষ, কাম, ক্রোধ, দর্প, ধর্ম্ম, শান্তি ও ইন্দ্রিয়সংযম, সমস্তই অর্থের অধীন। ধর্ম্মনিষ্ঠ তাপসগণ যে অর্থাভাবে ঐহিক পুরুষার্থে বঞ্চিত হইয়া থাকেন, মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে গ্রহ যেমন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ সেই অর্থও আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না। আপনি পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, অরণ্যে আগমন করিলে, রাক্ষস কর্ত্তৃক আপনার প্রাণাধিকা ভার্য্যা অপহৃতা হইয়াছে। অতএব উত্থান করুন, অদ্য আমি স্বীয় পুরুষকার সহায়ে ইন্দ্রজিতের প্রেরিত সমস্ত ক্লেশের অবসান করিব। আপনিও কি নিজের মাহাত্ম্য বুঝিতেছেন না? সত্বর উত্থিত হউন। আজ আমি সীতাবিনাশজনিত রোষভরে হস্তী, অশ্ব, রথ ও বারণের সহিত সমুদায় লঙ্কা এই মুহূর্ত্তেই বিধ্বস্ত করিব।

চতুরশীতিতম সর্গ।

ভ্রাতৃপ্রিয় লক্ষ্মণ রামকে আশ্বাস দিতেছিলেন। ঐ সময়ে বিভীষণ স্বস্থানে গুল্মবিন্যাস করিয়া, তথায় সমাগত হই-লেন। অঞ্জনরাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ যূথপতি মাতঙ্গসমকক্ষ অমাত্যচতুষ্টয় শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসিল। বিভীষণ সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, রাম লজ্জান্বিত ও শোকে মোহিত হইয়া, লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছেন। এবং বানরগণও বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতেছে। তদ্দর্শনে বিভীষণ দুঃখভরে কহিতে লাগিলেন, এ কি? লক্ষ্মণ বিভীষণকে বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া কহিলেন, সৌম্য! ইন্দ্রজিৎ দেবী জান-কীকে সংহার করিয়াছে। হনুমানের প্রমুখাৎ এই সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া, আর্য্য রামের জ্ঞান চৈতন্য শূন্য হইয়াছে। তখন লক্ষ্মণের বাক্য শেষ না হইতেই, বিভীষণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, রামকে কহিলেন, হনুমান আসিয়া ব্যাকুলভাবে যাহা কহিয়াছেন, সাগরশোষণের ন্যায়, ঐ ঘটনা আমার একান্ত অসম্ভব বোধ হয়। দুরাত্মা রাবণ যে অভিপ্রায়ে জানকীকে রক্ষা করিয়াছে, আমার তাহা বিলক্ষণ বিদিত আছে। সেই কুঅভিপ্রায় সত্ত্বে জানকীকে সে কখনো হত্যা করিবে না। আমি তাঁহার হিতকামনাবশংবদ হইয়া, জানকীকে পরিত্যাগ করিতে বারম্বার উপদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার কথা তাঁহার গ্রাহ্য হয় নাই। জানকীরে সংহার করা দূরে থাক, সাম, দান, ভেদ বা যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন উপায়েই কেহ তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে সংহার করিয়া, বানরগণের মোহ সমুৎপাদিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিবেন, সে মায়াসীতা। অদ্য ঐ দুরাচার নিশাচর নিকুম্ভিলায় আভিচারিক হোমে প্রবৃত্ত হইবে। স্বয়ং দেব হুতাশন দেবগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়াছেন। এই কার্য্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রজিতকে বধ করা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। যাহাতে বানরগণ উপস্থিত কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন করিতে সমর্থ না হয়, সে এই প্রকার অভিপ্রায়েই মায়াপ্রয়োগপূর্ব্বক সকলের মোহ সমুৎপাদন করিয়াছে। অতএব আভিচারিক হোম সমাপ্ত না হইতেই, আমরা সসৈন্যে তথায় গমন করি, চলুন। বৃথা সন্তপ্ত হইবেন না। আপনাকে সন্তপ্ত দেখিয়া, সমস্ত সৈন্যের বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সুস্থ চিত্তে ও উৎসাহসহকারে এই স্থানে অবস্থিতি করুন। আমরা সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় গমন করিব, লক্ষ্মণকে আমাদের সহিত প্রেরণ করুন। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই, আমরা তাহাকে বধ করিতে পারিব। লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ শর ক্রূরবিহঙ্গমের ন্যায়, নিশ্চয়ই তাহার রক্ত পান করিবে। অতএব দেবরাজ

ইন্দ্র যেমন শত্রুর বধার্থ বজ্র প্রয়োগ করেন, আপনি তেমনি লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সংহারে নিযুক্ত করুন। ইন্দ্রজিতের বিনাশে আজি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিলেই, সকলের অদৃশ্য হইয়া, দেবগণেরও প্রাণ সংহার করিতে পারে।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

রাম শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন, তজ্জন্য এই সকল কথার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, বিভীষণকে সকলের সাক্ষাতে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তোমার কথা সমস্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; তোমার বক্তব্য কি আছে, নির্দ্দেশ কর।

বিভীষণ কহিলেন, আমি কালবিলম্ব না করিয়া, আপনার আদেশমত গুল্ম সন্নিবেশ করিয়াছি। তদনুসারে সমুদায় বানরসৈন্য চতুর্দ্দিকে বিভক্ত ও যূথপতিরা সর্ব্বথা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর, আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। আপনি অকারণ শোকে ব্যাকুল হইয়াছেন, দেখিয়া, আমাদের অন্তঃকরণ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এই বৃথা শোক ত্যাগ করিয়া, হর্ষিত ও কৃতোদ্যম হউন এবং শত্রুর আনন্দজনক চিন্তা পরিহার করুন। যদি সীতার উদ্ধার ও রাক্ষসসংহারে অভিলাষ থাকে, আমার একটী হিতকর কথা শুনুন। দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ এক্ষণে নিকুম্ভিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তাহাকে তথায় বধ করিবার জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে গমন করুন। পিতামহের বরে কামগামী অশ্বের সহিত ব্রহ্মশির অস্ত্র ইন্দ্রজিতের হস্তগত হইয়াছে। সে এখন সসৈন্যে নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আভিচারিক হোম নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে, নিশ্চয় জানিবেন, আমরা আজি তাহার হস্তে

বিনষ্ট হইব। সর্ব্বলোকপতি ব্রহ্মা বরদানকালে তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছ, উহা সমাপ্ত হয় নাই, এই অবস্থায় কেহ তোমায় সশস্ত্রে আক্রমণ করিলেই, তোমার মৃত্যু হইবে। রাম! ব্রহ্মা এইরূপে তাহার বধের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব আপনি মহাবল লক্ষ্মণকে নিয়োগ করুন। ইন্দ্রজিৎ ইহার হস্তে বিনষ্ট হইলে, জানিবেন, রাবণ সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছে!

রাম কহিলেন, বিভীষণ! প্রচণ্ডস্বভাব ইন্দ্রজিতের মায়াবল আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করিয়া, তদ্দ্বারা দেবতাদিগকেও সে জয় করিয়াছে, ইহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আকাশ ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইলে, দিবাকর যেমন অদৃশ্য হয়েন, ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে আকাশে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার গতি তেমনি কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাও আমার পরিজ্ঞাত আছে।

অনন্তর রাম কীর্ত্তিমান্ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি মহাবীর হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান প্রভৃতি যূথপতি ও সমস্ত বানরসৈন্যের সহিত মায়াবী দুরাত্মা ইন্দ্রজিতকে সংহার করিয়া আইস। মায়াবোধে বিচক্ষণ ও সক্ষম বিভীষণ মন্ত্রিগণের সহিত তোমার অনুগামী হইবেন।

ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া, অন্য এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার শরীর বর্ম্মে আচ্ছাদিত, বাম হস্তে ধনু, তূণীরে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পদস্পর্শ পূর্ব্বক সহর্ষে কহিলেন, হংসেরা যেমন জলাশয়ে পতিত হয়, অদ্য আমার শর শরাসন হইতে চ্যুত হইয়া তেমনি লঙ্কাতে গিয়া পড়িবে। আজ নিশ্চয়ই আমার শরে সেই প্রচণ্ড রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ হইবে। এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। এবং জয়লাভার্থ তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ

করিয়া, ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার জন্য নিকুম্ভিলায় যাত্রা করিলেন। চারি জন মন্ত্রির সহিত বিভীষণ ও মহাবীর পবননন্দন লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে চলিলেন। লক্ষ্মণ গমনসময়ে পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলেন, একস্থানে ঋক্ষসৈন্য সমবেত রহিয়াছে। পরে কিয়দ্দূর যাইয়া অদূরে দেখিলেন, রাক্ষসসৈন্য ব্যূহিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ মায়াবী ইন্দ্রজিতকে ব্রহ্মার নির্দ্দেশক্রমে জয় করিবার বাসনায় বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নির্ম্মল অস্ত্র শস্ত্রে দীপ্তিমান্, রথ ও ধ্বজদণ্ডসমূহে নিতান্ত সঙ্কুল ও অতীব ভীষণ। মহাবীর লক্ষ্মণ গভীর অন্ধকারবৎ উল্লিখিতরূপ শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

এই অবসরে রাক্ষসপতি বিভীষণ লক্ষ্মণকে শত্রুর অহিতকর কার্য্যসাধক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ঐ যে অদূরে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নিশাচরসৈন্য দেখিতেছেন, শীঘ্র বানরদিগের সহিত উহাদের যুদ্ধপ্রবৃত্তি বিধান করুন। এবং আপনিও ইহাদের বিদারণে কৃতযত্ন হউন। সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই দৃশ্য হইবে। এক্ষণে যাবৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন না হইতেছে, তাবৎ আপনি ইন্দ্রাশনিসমপ্রেক্ষ্য শরনিকরে অবকীর্ণ করিয়া, সত্বর বিপক্ষপক্ষের প্রতি ধাবমান হউন। ইন্দ্রজিৎ মায়াবী, অধার্ম্মিক, ক্রূরকর্ম্মা, সর্ব্বলোকভয়াবহ ও দুরাত্মা। বীর! আপনি তাহাকে সংহার করুন।

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ বিভীষণের কথা শুনিয়া, রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋক্ষ ও শাখামৃগেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে একত্রে তথায় ব্যূহবদ্ধ রাক্ষসসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। রাক্ষসেরাও

তাহাদের বিনাশবাসনায় শাণিত শর, অসি, শক্তি ও তোমর লইয়া, মহাবেগে অভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর রাক্ষস বানরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাশব্দে লঙ্কার চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবং বিবিধাকার শাণিত শস্ত্র,বাণ, পাদপ ও গিরি-শৃঙ্গসমূহে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। বিকৃতানন বিকৃতবাহু নিশা-চরগণ বানরগণে অস্ত্রাঘাত করিয়া, নিরাতিশয় ভয় সমুৎপাদন করিল। বানরেরাও বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক গিরিশৃঙ্গ ও বৃক্ষ-দ্বারা উহাদিগকে হত ও আহত করিতে লাগিল।

এই রূপে মহাবল মহাকায় ভল্লুক ও বানরশ্রেষ্ঠদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষসেরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎ, স্বীয় সৈন্য শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিষণ্ণ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, হোম সমাপ্ত না হইতেই, গাত্রোত্থান করিল এবং ক্রোধভরে নিকুম্ভিলাস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপরাজির অন্ধকার হইতে বিনির্গত হইয়া,রথে অধিরূঢ় হইল। রথ পূর্ব্ব হইতেই যোজিত, সজ্জিত ও সম্যকবিধানে সংযত ছিল। ইন্দ্রজিতের কলেবর কৃষ্ণা-ঞ্জনচয়সন্নিভ, হস্তে ভয়ানক শর ও শরাসন এবং নয়নযুগল ও বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ। সাক্ষাৎ সর্ব্বসংহর মৃত্যুর ন্যায়, তাহার শোভা হইল।

তাহাকে রথে আরোহণ করিতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর-বেগবিশিষ্ট রাক্ষসসৈন্য লক্ষণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে সম্যক বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই অবসরে ধরণীধর সদৃশ অরিন্দম হনুমান্ সুদুরাসদ বৃক্ষ সমুদ্যত করিয়া,প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায়, ঐ রাক্ষসসৈন্য দগ্ধ ও বারংবার বৃক্ষাঘাতে তাহাদিগকে হতচেতন করিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্ব্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,দর্শন করিয়া, সহস্র সহস্র রাক্ষস তাঁহাকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এবং শূলধারীরা শূল, অসিধারীরা অসি, শক্তিধারীরা শক্তি ও পট্টিশধারীরা পট্টিশসমূহে তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর সকলে মিলিয়া চারি দিক্ হইতে পর্ব্বতোপম

হনুমানকে আক্রমণ করিয়া, শত শত গদা, পরিঘ, কুন্ত, শতঘ্নী, লৌহমুদ্গর, ভয়ঙ্কর পরশু, ভিন্দিপাল, বজ্রবেগ মুষ্টি ও অশনি-সম শূল প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিরতিক্রোধভরে তাহাদের তুমুল হত্যা কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে অবলোকন করিল, অচলোপম অরিন্দম কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শত্রুদিগকে সংহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে সারথিকে কহিল, যেখানে ঐ বানর, তথায় রথ চালন কর। উপেক্ষা করিলে, এই কপি আমাদের পক্ষীয় নিশাচরগণের ক্ষয় করিবে। সারথি এইপ্রকার অভিহিত হইয়া পরমদুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রজিতকে লইয়া, হনুমানের অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় সমাগত হইয়া, হনুমানের মস্তক লক্ষ্যে রাশি রাশি শর, খড়্গ, পট্টিশ, অসি ও পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল। পবন-নন্দন সেই সকল ভয়ঙ্কর শস্ত্র প্রতিগ্রহ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি রাবণাত্মজ! যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। পবনাত্মজের সমাসন্ন হইয়া, জীবিত শরীরে তোমায় ফিরিতে হইবে না। রে দুর্ব্বুদ্ধি রাক্ষসাধম! যদি দ্বন্দ্ব-দানের অভিলাষ থাকে, বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার বেগ সহ্য কর।

ইত্যবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, ঐ দেখুন, ইন্দ্রজিৎ শরাসন সমুদ্যত করিয়া, হনুমান্‌কে মারিতে উৎসুক হইয়াছে। এই ইন্দ্রজিৎ সুরাসুর সকলের জয় করিতে সক্ষম। রথারোহণে পুনরায় হনুমানকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! আপনি জীবিতনাশন, শত্রুনিবারণ, ভয়ঙ্কর ও অনুপম শরসমূহে ইহার প্রাণ সংহার করুন।

অরাতিভীষণ বিভীষণ এই প্রকার কহিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ পর্ব্বতাকৃতি, ভীমবল, দুরাসদ ও রথাধিরূঢ় ইন্দ্রজিতের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

—:(০):—

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণ ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, ক্রোধভরে তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া, মহাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থান প্রদর্শন করিলেন। তদনন্তর নীলমেঘসন্নিভ ভীমদর্শন বটবৃক্ষ, তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, বলশালী ইন্দ্রজিৎ এই বৃক্ষতলে ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া থাকে। বলিপ্রদান করিয়া, পরে সংগ্রামে গমন করে। সে এই বলিপ্রদানবলেই সকলের অদৃশ্য হইয়া, সমরে শত্রুগণের বধ ও বন্ধন করে। ঐ বীর এখনও বটমূলে প্রবেশ করে নাই, এই বেলা আপনি প্রদীপ্ত শরজালে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত উহাকে নিধন করুন।

পরমতেজস্বী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এই কথায় বিচিত্র ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে বলবান্ রাবণাত্মজ খড়্গ বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিবর্ণরথারোহণে তাঁহার দর্শনবিষয়ে পতিত হইল। লক্ষ্মণ অপরাজিত ইন্দ্রজিতকে দর্শন করিয়া কহিলেন, আমি তোমায় যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি, সম্যক রূপে আমায় যুদ্ধ প্রদান কর।

লক্ষ্মণ এই কথা কহিলে, মহাতেজা মনস্বী রাবণকুমার তথায় বিভীষণকে দর্শন করিয়া, পরুষবাক্য কহিতে লাগিল, রাক্ষস! তুই আমাদের বংশে জন্মিয়াছিস্, তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা ও আমার পিতৃব্য এবং আমি তোর ভ্রাতৃপুত্র। তবে তুই কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। রে দুর্ম্মতে! রে ধর্ম্মঘাতক! জ্ঞাতিত্ব, জাত্যভিমান, সৌদর্য্য, সৌহার্দ্দ ও ধর্ম্ম, কিছুই তোর গ্রাহ্যের মধ্যে নহে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই সর্ব্বথা শোচনীয় ও সাধুগণের নিন্দনীয়। যেহেতু তুই স্বজনকে ত্যাগ করিয়া, পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিস্।

রে নীচ! তোর ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সেই জন্য কোথায় স্বজন আশ্রয়ে বাস, আর কোথায় বা পরের দাসত্ব, এই উভয়ের যে বহুল অন্তর, তাহা বুঝিতে পারিস্ না। গুণবান্ পর, আর নির্গুণ স্বজন এই উভয়ের মধ্যে নির্গুণ স্বজনই শ্রেষ্ঠ। কেননা, পর যে, সে পরই। যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া, পরপক্ষ আশ্রয় করে, স্বপক্ষের ক্ষয় হইলে, পরপক্ষ দ্বারা তাহার বিনাশ সাধিত হয়। রে নিশাচর!, তুই আমাদের স্বজন। কিন্তু তুই ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ ও আমার বধে এরূপ যত্ন করিতে পারে?

ভ্রাতৃপুত্র এই প্রকার কহিলে, বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিলেন, রে রাক্ষস! তুমি আমার স্বভাব যেন জান না; বৃথা কেন শ্লাঘা করিতেছ? রে অসাধু রাবণকুমার! আমি তোমার পিতৃব্য অন্ততঃ এই গৌরবেও এই রুক্ষ ভাব ত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বংশে জন্মিয়াছি, বটে; কিন্তু তাহাদের ন্যায় কোন দারুণ কার্য্য বা অধর্ম্ম করিয়া, আমার আহ্লাদ জন্মে না। যাহা হউক, তুমি আমায় স্বজনত্যাগী বলিলে; কিন্তু ভ্রাতা বিষমস্বভাব হইলেও, ভ্রাতা কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধস্বভাব ও পাপে আসক্তচিত্ত, তাহাকে, হস্তস্থিত সর্পের ন্যায়, ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, পরস্বাপহারী ও পরদারগামী দুরাত্মা ব্যক্তিকে দহ্যমান গৃহের ন্যায়, ত্যাগ করাই উচিত। কেননা, পরস্বাপহরণ, পরদার দূষণ ও সুহৃদ্‌গণের অতিমাত্র ভয়, এই তিন দোষ বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। ভয়ঙ্কর ঋষিহত্যা, সমস্ত দেবতার সহিত বিবাদ, অভিমান, ক্রোধ, বৈরিতা ও প্রতিকূলতা, এই সকল দোষে ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইবে। জলদমণ্ডল যেরূপ পর্ব্বত প্রচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই সকল

দোষ তাঁহার সমস্ত গুণ আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই সকল দোষের আশ্রয় প্রযুক্তই আমি তোমার পিতা ভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করিয়াছি। এই লঙ্কা, তুমি ও রাবণ তোমরা সকলেই বিনষ্ট হইবে। রে রাক্ষস! তুমি বালক, দুর্বিনীত ও অভিমানী। তাহাতে আবার মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়াছ, অতএব যাহা ইচ্ছা বলিয়া লও। তুমি পূর্ব্বে আমায় পরুষোক্তি করিয়াছিলে। সেই কারণেই অদ্য তোমার এই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। রে রাক্ষসাধম! আর তুমি বটমূলে যাইতে পারিতেছ না। রামকে ধর্ষিত করিয়া, বাঁচিয়া থাকাও তোমার পক্ষে অসাধ্য। এক্ষণে নরদেব লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ ও ইহাঁর বেগ সহ্য কর। ইহাঁর হস্তে নিহত হইয়া, যমালয়ে গিয়া, দেবকার্য্যের সাধন করিবে। এক্ষণে তুমি আত্মবল প্রদর্শন সহকারে সমস্ত আয়ুধ ও শর ব্যয় কর। লক্ষ্মণের বাণ-পথে পতিত হইলে, তোমায় আর সসৈন্যে জীবিত দেহে ফিরিতে হইবে না।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের কথা শুনিয়া, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া, কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক রোষভরে গাত্রোত্থান করিল। অনন্তর কালান্তকোপম মহাবল সেই রাক্ষস খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া, কৃষ্ণাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে অধিরোহণ এবং বিপুল, বেগবান্, মহাপ্রমাণ, সুদৃঢ়, ভয়ঙ্কর ধনু ও শত্রুনাশন শর সকল গ্রহণ করিল। এইরূপে মহাবল মহাধনু অমিত্রঘ্ন রাবণাত্মজ অলঙ্কৃত ও রথস্থ হইয়া, অবলোকন করিল, মহাবীর লক্ষ্মণ সুসজ্জিত হইয়া, হনুমানের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ পূর্ব্বক উদয়াচলস্থ দিবাকরের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন। তদ্দর্শনে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণকে, বিভীষণকে ও প্রধান প্রধান বানরদিগকে কহিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার পরাক্রম অবলোকন এবং

মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায়, আমার কার্ম্মুকোৎসৃষ্ট দুরাসদ শরবৃষ্টি সহ্য কর। অগ্নি যেমন তূল দগ্ধ করে, সেইরূপ আজি আমি তোমাদের সকলকে শরানলে দগ্ধ করিব। আজি আমি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও সুতীক্ষ্ণ শর সহায়ে তোমাদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিব। আমি লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া, মেঘের ন্যায়, বারংবার গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, তোমাদের মধ্যে কার সাধ্য, আমার সম্মুখে অবস্থান করে? রে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে তোরা দুই ভাই বিনাযুদ্ধে আমার বজ্রসম শরে হতচেতন হইয়া, সপরিবারে সমরে শয়ন করিয়াছিলি, তাহা তোর মনে নাই, বোধ হইতেছে। যাহা হউক, তুই যখন সর্পসদৃশ ক্রোধাবিষ্ট আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই যমালয়ে গমন করিবি। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিতের এইপ্রকার গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, নির্ভীক বদনে রোষভরে কহিলেন, রাক্ষস! তুমি যে শত্রুবধের কথা মুখে বলিলে, কাজে তাহা করা সহজ নহে। যে ব্যক্তি কোন বিষয় কাজে করিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান্। রে দুর্ম্মতে! তোর ক্ষমতা নাই। সেই জন্য কেবল কথামাত্রে দুঃসাধ্য বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্। তুই তখন লুক্কায়িত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি, তস্করেরাই সেইরূপ করিয়া থাকে; বীরগণ কখন তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন না। রে রাক্ষস! আমি তোর বাণপথ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিলাম; তুই আজ আমায় নিজের তেজ প্রদর্শন কর্। বাক্যে কেন গর্ব্ব করিতেছিস্। মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই প্রকার অভিহিত হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শাণিত শরজাল পরিত্যাগ করিল। সর্পবিষসদৃশ, মহাবেগ শর সকল পরিত্যক্তমাত্র লক্ষ্মণের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া, নিশ্বাসশালী সর্পসমূহের ন্যায়, পতিত হইল। বেগবান্ রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অতি মহাবেগ শরসমূহে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। সুমিত্রানন্দন শ্রীমান্ লক্ষ্মণ শরপরম্পরায়

নিতান্ত বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত হইয়া, বিধূম পাবকের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য্য দর্শন পূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে লক্ষ্মণকে কহিল, রে লক্ষ্মণ! আজ এই প্রাণবিনাশকর খরধার শরনিকর তোর প্রাণ বিনাশ করিবে। আজ শ্যেন, গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃতদেহে নিপতিত হইবে। তুই ক্ষত্রিয়ের অধম ও নীচ। এবং দুর্ব্বুদ্ধি রামের ভক্ত ও অনুরক্ত ভ্রাতা। সে তোরে আজই আমার বাণে বিনষ্ট দেখিবে। এবং তোর কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ভ্রষ্ট ও মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, অবলোকন করিবে।

ইন্দ্রজিৎ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, রে দুর্ম্মতে! রে ক্রূরকর্ম্মন্! বাগ্‌বল ত্যাগ কর্। বৃথা কেন বাক্য ব্যয় করিতেছিস্? কার্য্যে পুরুষকার প্রদর্শন কর্। তুই কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন না করিয়া, কিজন্য বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্। রে রাক্ষস! তুই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্, যাহাতে, তোর এই আত্মশ্লাঘায় আমার শ্রদ্ধা হইতে পারে। রে নিশাচর! আমি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা তিরস্কার অথবা আত্মশ্লাঘা না করিয়া, তোরে বধ করিব, দেখ্।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ সুশাণিত পঞ্চ নারাচ আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক মহাবেগে ইন্দ্রজিতের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সমস্ত নারাচ, প্রজ্বলিত পন্নগের ন্যায়, পতিত হইয়া, তদীয় বক্ষে রবিরশ্মির ন্যায়, বিরাজমান হইল। ইন্দ্রজিৎ শরপরম্পরায় আহত হইয়া, অতিমাত্র ক্রোধভরে সুপ্রযুক্ত শরত্রয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল। তখন উভয়ে পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া, অতীব ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধবিমর্দ্দে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েই বিক্রান্ত ও বলসম্পন্ন, উভয়েই পরম দুর্জ্জয় ও অতুল্যবলতেজবিশিষ্ট। তৎকালে তাঁহারা উভয়ে নভোগত গ্রহদ্বয়ের ন্যায়, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, এবং দুই সিংহের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন। দুই জনেই মহাত্মা ও যুদ্ধে দুষ্প্রধর্ষ এবং দুই জনেই অবস্থান পূর্ব্বক রাশি রাশি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণ যেমন মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রজিৎ তেমনি রাক্ষসের প্রধান। তাঁহারা উভয়ে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, শংবর ও ইন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই মেঘের ন্যায়, পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণপুরঃসর মহাবলে পরস্পরকে বারংবার ব্যথিত করিতে লাগিলেন।

একোননবতিতম সর্গ।

অনন্তর শত্রুসূদন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পের ন্যায়, নিশ্বাসভার পরিহার করিয়া, ইন্দ্রজিতের প্রতি শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলেন। রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিৎ তাঁহার জ্যাতল শব্দ শ্রবণ করিয়া, ম্লান বদনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দ্রজিতকে বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া, বিভীষণ যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর। আমি এই রাবণনন্দনের মুখমালিন্য প্রভৃতি যে সকল দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে, আপনি একটু সত্বর হউন ; ইন্দ্রজিৎ নিঃসন্দেহ ভগ্ন হইয়াছে।

তখন লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষ সদৃশ শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শক্রাশনিসমস্পর্শ শরসমূহে আহত হইবামাত্র মুহূর্ত্তকাল জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিল। উহার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর সে লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়া রোষারুণ লোচনে কঠোর বাক্যে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, আমি যে সেই প্রথম যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তোকে তোর ভ্রাতার সহিত নাগপাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কি তোর মনে পড়ে না ? তুই আবার কোন্ সাহসে আজ যুদ্ধ করিতেছিস্ ? আমার বজ্রসম শর সকল যুদ্ধে তোদের দুই জনকে ভৃত্যবর্গের সহিত যে হত-

জ্ঞান ও ভূশায়ী করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোর মনে নাই। অথবা, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যমালয়গমনে তোর ইচ্ছা হইয়াছে। সেইজন্য আজ যুদ্ধে আমাকে ধর্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। যদি সেই প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাকিস্, দাঁড়া, অধুনা তাহা দেখাইতেছি। এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধে বিভীষণকে বিদ্ধ করিল।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অনুষ্ঠিত এই কার্য্য সামান্য বোধে উপেক্ষা করিয়া, হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, ইহা কিছুই নহে। এই বলিয়া তিনি ভয়ঙ্কর শরনিকরে গ্রহণ পুরঃসর তৎসমস্ত মোচন করিয়া, ক্রোধভরে নির্ভীক বদনে তাহাকে কহিলেন, রে নিশাচর! তোর শর সকল লঘু, স্বল্পবীর্য্য ও সুখপ্রদ। বীরগণ রণস্থলে এরূপ শর প্রহার করেন না। এবং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়াও কখন এরূপে যুদ্ধ করেন না। ধন্বী লক্ষ্মণ এই কথা বলিতে বলিতে তাহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদীয় বাণে তাহার কাঞ্চনময় বিপুল কবচ বিধ্বস্ত হইয়া, আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট তারকাস্তবকের ন্যায়, রথোপস্থে স্খলিত হইয়া পড়িল। এই রূপে বর্ম্ম বিধূত ও সর্ব্বাঙ্গ ব্রণাচ্ছন্ন হইলে, সে রক্তাক্ত কলেবরে প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরসহস্রমোচন পূর্ব্বক ভীমবিক্রম লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, তাঁহার শরীর হইতে বৃহৎ দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিক্রুত ও পরস্পর কৃতপ্রতিকারে প্রবৃত্ত হইয়া, বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই সর্ব্ব শরীর শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও সর্ব্বতোভাবে রুধিরোক্ষিত হইল। উঁহারা উভয়েই মহাত্মা, উভয়েই রণকর্ম্মবিশারদ, উভয়েই ভীমপরাক্রম এবং উভয়েই আত্মজয়ে কৃতযত্ন হইয়া, নিশিত শর প্রয়োগ পুরঃসর সুদীর্ঘকাল পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভ-

য়েই শরজালে আচ্ছন্ন, ছিন্নকবচ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া, উষ্ণশোণিত স্রাব করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধ হইল, যেন দুইটী প্রস্রবণ হইতে জলধারা বিনির্গলিত হইতেছে। গগনমণ্ডলে সুনিবিড় নীল মেঘ যেমন ভয়ংকর শব্দে সলিল বর্ষণ করে, তাঁহারা উভয়ে তেমনি সিংহনাদ সহকারে অজস্র শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কেহই ক্লান্ত বা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা উভয়েই অস্ত্রবিদ্গণের বরিষ্ঠ, বারংবার বিবিধ অস্ত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক উচ্চাবচ শরজালে আকাশ যেন বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা উভয়েই লঘুহস্ততা, দোষ শূন্যতা, বিচিত্রতা ও সম্যক্কারিতা সহকারে অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিয়া, ঘোর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, উহা শুনিলে সাতিশয় কম্প উপস্থিত এবং বোধ হয়, যেন ঘোর দারুণ নির্ঘাত পাত হইতেছে। তাঁহারা উভয়েই সমরমত্ত হইয়াছিলেন। আকাশে অতিভীষণ মেঘগর্জ্জনবৎ, তাঁহাদের ঐ শব্দ সাতিশয় বিরাজমান হইল। তাঁহারা উভয়েই কীর্ত্তিমান্, জয়শীল ও মহাবল, সুবর্ণপুঙ্খ নারাচসমূহে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রণস্থলে রুক্মপুঙ্খ শর সকল তাঁহাদের পরস্পরের গাত্রে পতিত ও রক্তলিপ্ত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহাদের অন্যান্য শর সকল আকাশে সুশাণিত শস্ত্রসমূহে প্রতিহত, ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া গেল। যজ্ঞে অগ্নিদ্বয়ের সম্পর্কে যেমন কুশের রাশি সন্নিহিত হয়, তদ্রূপ রণস্থলে উভয়ের বাণ সকল একত্র রাশীভূত হইয়া উঠিল। ঐ রাশি দেখিতে ভয়ঙ্কর। তাঁহাদের উভয়েরই দেহ ব্রণাঙ্কিত হইয়া, অরণ্য মধ্যে কুসুমভূষিত নিষ্পত্র কিংশুক ও শাল্মলী বৃক্ষের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল। তাঁহারা পরস্পর বিজিগীষু হইয়া, বারংবার ঘোর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে ও ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে, এই রূপে পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্রামে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কাহারই ক্লান্তি বোধ হইল না। শর সকল শরীর মধ্যে গাঢ়তরমগ্ন হওয়াতে, সেই মহাবীর ও মহাতেজস্বী দুই জনে, বৃক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। তাঁহাদের সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত ও শরসংবৃত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকরাশির শোভা ধারণ করিল। এই রূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলেও তাঁহাদের কেহই পরিশ্রান্ত বা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না।

সমরমুখে অজিত লক্ষ্মণের সমরপরিশ্রম বিনাশ ও প্রিয়াহিত উপপাদন বাসনায় মহাত্মা বিভীষণ রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

—০:০—

নবতিতম সর্গ।

তাঁহারা উভয়ে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া, প্রসক্তচিত্তে যুদ্ধ করিতেছেন, দেখিয়া, রাবণের ভ্রাতা শৌর্য্যশালী বলবান্ বিভীষণ যুদ্ধদর্শনলালসায় উৎকৃষ্ট শরাসন হস্তে রণস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহৎ ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণাগ্র মহাশর সকল রাক্ষসগণের প্রতি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বজ্র যেমন মহাগিরি বিদারিত করে, উল্লিখিত অগ্নিসমস্পর্শবিশিষ্ট শরসমূহ সুসন্ধিত ও নিপতিত হইয়া, রাক্ষসদিগকে তেমনি বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। বিভীষণের অনুচরগণও শূল, অসি ও পট্টিশ প্রয়োগ পূর্ব্বক রণস্থলে বীর নিশাচরগণের ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে বিভীষণ উল্লিখিত অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া, উদ্দাম হস্তিশাবকসমূহের মধ্যস্থিত মাতঙ্গের ন্যায়, শোভমান হইলেন।

অনন্তর কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষসবধপ্রিয় বানর-

দিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়া, তৎকালসমুচিত বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের এই একমাত্র আশ্রয় অবশিষ্ট আছে। আর, এই দৃশ্যমান সৈন্যই তাহার শেষ বল। অতএব তোমরা সকলে কিজন্য নিরুদ্যম রহিয়াছ? এই পাপাত্মা রাক্ষস নিহত হইলে, রাবণ ব্যতিরেকে লঙ্কায় আর কেহই বীর রহিল না। প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, জম্বুমালী, মহামালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রদংষ্ট্র, সংহ্রাদী, বিকট, অরিঘ্ন, তপন, মন্দ, প্রঘাস, প্রঘস, প্রজঙ্ঘ, জঙ্ঘ অগ্নিকেতু, দুর্দ্ধর্ষ, রশ্মিকেতু, বিদ্যুজ্জিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, অকম্পন, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, কম্পন, সত্ত্ববন্ত, দেবান্তক, নরান্তক এবং অন্যান্য মহাবল বীর রাক্ষসগণ, সকলকেই তোমরা সংহার করিয়া, বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই অতিক্ষুদ্র গোষ্পদ লঙ্ঘন কর। হে বানরগণ! অন্যান্য বলদর্পিত রাক্ষসগণ সকলেই নিহত হইয়াছে। এক্ষণে এই মাত্র অবশেষ আছে, ইহাই তোমাদিগকে জয় করিতে হইবে। ইন্দ্রজিত আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইহাকে নিজে বিনাশ করা আমার উচিত হয় না। তথাপি, রামের জন্য ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, ইহাকে সংহার করিব। আমি ইহাকে বধ করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু অশ্রুজলে আমার দৃষ্টিরোধ হইতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণই ইহাকে সংহার করিবেন। বানরগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া, ইহার সমীপস্থ ভৃত্যদিগকে বধ কর।

পরমযশস্বী বিভীষণ এইপ্রকার উত্তেজিত করিলে, বানরেন্দ্রগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বারংবার লাঙ্গূল কম্পন পুরঃসর মেঘ দর্শনে ময়ূরগণের ন্যায়, নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল। জাম্ববান্ স্বীয় ঋক্ষসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। তদীয় সৈন্যগণ নখ, দন্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসদিগকে তাড়না করিলে, স্বয়ং জাম্ববান তাহাতে যোগ দান করিলেন।

তখন বিবিধাযুধধারী মহাবল রাক্ষসবল নির্ভয়ে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া, রাশি রাশি সুতীক্ষ্ণ শর, পরশু, পট্টিশ, যষ্টি ও তোমর দ্বারা তাঁহারে আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরগণের সেই যুদ্ধ, দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায়, ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। মহামনা হনুমান্ লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠ হইতে অবরোপিত ও পর্ব্বত হইতে সানু উৎপাটিত করিয়া নিরতি ক্রোধ ভরে সহস্র সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে পরবীরনিহন্তা মহাবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, পুনরায় লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, শরবৃষ্টি সহকারে পরস্পরকে প্রহার করিতে এবং শরজালে পরস্পর বারংবার অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। বর্ষারম্ভে তরস্বী চন্দ্র ও আদিত্য মেঘমালায় এইরূপ অন্তর্হিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কখন্ আদান, সন্ধান, ও বামে দক্ষিণে ধনুর্গ্রহণ, কখন্ শর সকলের বিভাগ, মোচন ও কর্ষণ এবং কখন বা মুষ্টি প্রতিসন্ধান ও লক্ষ্য ভেদ করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। উভয়ে হস্তলাঘববশতঃ এই রূপে অদৃশ্যগত হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলে, তাঁহাদের চাপবেগপ্রযুক্ত শরপরম্পরায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন, দৃশ্য বস্তু মাত্রেই অদৃশ্যভাবাপন্ন হইল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে ও ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে বিশিষ্টরূপে আক্রমণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তুমুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল। এবং তাঁহাদের সবেগ সমুৎক্ষিপ্ত সুশাণিত শরপরম্পরায় আকাশমণ্ডল নিরবকাশ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে তাঁহাদের বহুশত শর পতিত হওয়াতে, দিক্ ও বিদিক্ সকল শরময় এবং সমস্ত অন্ধকারে আবৃত ও অতীব ভীষণ ভাবাপন্ন হইল। সহস্রাংশু সূর্য্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, অস্তগমন করিলে, সহস্র সহস্র রুধিরপ্রবাহ-

ময়ী মহানদী প্রবাহিত হইল। ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদগণ বাগিন্দ্রিয় সহযোগে ভীমনিস্বন বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। অগ্নিও আর প্রজ্বলিত হইলেন না। লোক সকলের মঙ্গল হউক বলিয়া ঋষিগণ জল্পনা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ চারণদিগের সহিত সভয়ে সংপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর লক্ষ্মণ চারি বাণে ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ কনকভূষিত চারি অশ্ব ছেদন করিয়া, পরে হস্তলাঘববশতঃ অপর শরে রথসঞ্চার সময়ে তদীয় সারথির মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ঐ শর পীতবর্ণ, সুশাণিত, সংপূর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক বিমুক্ত, সুন্দরপত্রবিশিষ্ট, সুশোভন দ্যুতিসম্পন্ন, মহেন্দ্রাশনি সদৃশ এবং জ্যাঘট্টনশব্দের প্রতিধ্বনি সংযুক্ত। সারথি বিনষ্ট হইলে, পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং সারথি হইয়া পুনরায় শরাসন স্পর্শ করিল। তদ্দর্শনে যুদ্ধস্থিত ব্যক্তিমাত্রেরই পরিতবিস্ময় সমুদ্‌ভূত হইল। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ অশ্বচালনে ব্যগ্রহস্ত হইলে, লক্ষ্মণ নিশিত শরসমূহে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং সে পুনরায় ধনুর্দ্ধারণে ব্যস্তভাবাপন্ন হইলে, তিনি তাহার অশ্ব সকলে শরজাল মোচন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তথাপি ভীত না হইয়া, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষিপ্রকারীশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ শরজাল মোচন করিয়া, তত্তৎ ছিদ্রে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে সারথিকে নিহত দেখিয়া, রাবণাত্মজের রণোৎসাহ বিচলিত ও বিষাদ সমুপস্থিত হইল। বানরযূথপতিগণ তাহাকে বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া, পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধমাদন এই চারি মহাবীর্য্য ভীমবিক্রম বানরেশ্বর অমৃষ্যমাণ ও তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া, ইন্দ্রজিতের প্রধান চারি অশ্বের উপর পতিত হইল। পর্ব্বতোপম উল্লিখিত বানরগণের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত অশ্বগণের মুখ হইতে রুধিররাশি বিনির্গলিত হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্বেরা মথিত,

ভগ্ন ও গতাসু হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল। বানরেরা ইন্দ্রজিতের অশ্ব সকল নিহত ও মহারথ ভগ্ন করিয়া, পুনরায় সবেগে উৎপতন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। ইন্দ্রজিৎ হতসারথি ও হতাশ্ব রথ হইতে অবপ্লুত হইয়া, শরবৃষ্টিসহকারে লক্ষ্মণের অভিধাবন করিল। রাবণনন্দন সুশাণিত শরোত্তম সকল বর্ষণ পূর্ব্বক পদব্রজে ধাবমান হইলে, ইন্দ্রপ্রতিম সুমিত্রানন্দন বাণৌঘ বর্ষণ করিয়া, তাহাকে গুরুতর প্রহার করিতে লাগিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

অশ্বগণ নিহত হইলে পর, ক্রোধাবিষ্ট মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ ভূতলে অবস্থিতি করিয়া তেজে জ্বলিতে লাগিল। উভয় ধানুষ্ক বিজয় লাভ ও পরস্পর বধকামনায় পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া বন মধ্যে দুই গজরাজের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস ও বানরগণ স্ব স্ব অধিনেতাকে পরিত্যাগ না করিয়া, ইতস্ততঃ পরস্পরকে নিবারণ করিতে থাকিল। ইতিমধ্যে রাবণনন্দন স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া ও রাক্ষসদিগকে হর্ষিত করিয়া, কহিল, নিবিড় অন্ধকারে দশ দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে; অতএব, রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! এস্থলে স্বপক্ষ বা পরপক্ষ জানা যাইতেছে না; এই সময় আমি লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক সত্বর রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিতেছি; বানরেরা জানিতে না পারে, এই জন্য তোমরা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে থাক। আমি নগরে প্রবিষ্ট হইলে পর, তোমরা এতাদৃশ যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, যে বানরেরা আর যুদ্ধ করিতে না পারে।

অরাতিঘাতন রাবণনন্দন এই কথা বলিয়া, বানরদিগকে বঞ্চনা করিয়া, রথের জন্য লঙ্কানগরী প্রবেশ করিল। প্রবেশ পূর্ব্বক সুবর্ণভূষিত প্রাসাসিশরপূরিত, উৎকৃষ্টঅশ্বযোজিত অশ্ব-

বিদ্যাবিৎ বিশ্বস্ত আদেশপ্রতিপালক সারথি দ্বারা পরিচালিত রথ সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়া যুদ্ধজেতা মন্দোদরীগর্ভসম্ভূত মহাতেজা বীর রাবণনন্দন প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইল; কৃতান্ত বল পূর্ব্বক তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইয়া ইন্দ্রজিৎ বেগবান্ অশ্বযোগে অতিবেগে বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। রাবণ-নন্দনকে রথস্থিত দর্শন করিয়া তাহার ক্ষিপ্রকারিতা নিবন্ধন লক্ষ্মণ, মহাবীর্য্য বানর ও রাক্ষসগণ, এবং বিভীষণ, সকলেই অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর রাবণতনয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বাণসমূহ দ্বারা শত শত, সহস্র সহস্র বানরের প্রাণ হরণ করিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধজেতা রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া অদ্ভুত লঘুহস্ততা প্রয়োগ পূর্ব্বক বানর দিগকে বিনাশ করিতে থাকিল। প্রাণীবর্গ যেমন প্রজাপতির শরণাগত হয়, ভীমবিক্রম নারাচ সমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া বানরেরা তেমনি লক্ষ্মণের শরণাগত হইল। তখন রঘুনন্দন সমর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া, হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের শরাসন ছেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ সত্বর আর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিল। লক্ষ্মণ তিন বাণে তাহাও ছেদন করিয়া আশীবিষ সদৃশ পঞ্চ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাশরাসন-বিনিক্ষিপ্ত ঐ সকল বাণ তাহার দেহ বিদারণ করিয়া রক্তবর্ণ মহাভুজঙ্গমের ন্যায় পৃথিবী-তলে পতিত হইল। ছিন্নশরাসন রাবণতনয় মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে সুদৃঢ় জ্যাসম্পন্ন অন্য এক সুদৃঢ় উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিল; এবং লঘুহস্ততা প্রয়োগ পূর্ব্বক, লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া, পুরন্দর বারিবর্ষণের ন্যায়, শরবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু অরিন্দম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অবিচলিত হইয়া ইন্দ্রজিৎপ্রযুক্ত সেই দুর্ব্বার শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। মহা-

তেজা রঘুনন্দন এইরূপে রাবণনন্দনকে নিজ পৌরুষ প্রদর্শন করিলেন উহা এক অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজতনয়কেও শর প্রহার করিলেন। বলবান্ শক্রঘাতি শক্র কর্ত্তৃক নিরতি বিদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু শক্রনিহন্তা ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন, নিকটে না আসিতে আসিতেই, ঐ সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া, এক আনতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা রথচালক সারথির মস্তক হরণ করিলেন। অশ্ব সকল কিন্তু সারথিবিহীন হইয়াও, বিচলিত না হইয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল। অনন্তর স্থিরবিক্রম সুমিত্রানন্দন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, বাণগণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে অশ্বদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন বলবান্ রাবণনন্দন লক্ষ্মণের সেই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া, দশবাণে সৌমিত্রিকে ভীষণ বিদ্ধ করিল। তাহার সেই বজ্রকল্প সর্পবিষসদৃশ বাণ সকল লক্ষ্মণের কবচে আসিয়া বিলীন হইল! তখন লক্ষ্মণের কবচ দুর্ভেদ্য দর্শন করিয়া, ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া শরলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সুপুঙ্খসম্পন্ন তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিল। রণশ্লাঘী রঘুনন্দন ললাটবিদ্ধ ঐ তিন বাণ দ্বারা রণস্থলে ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন।

যুদ্ধে রাক্ষস কর্ত্তৃক বাণত্রয় দ্বারা এতাদৃশ নিপীড়িত হইয়াও লক্ষ্মণ পঞ্চ বাণ আকর্ষণ করিয়া ইন্দ্রজিতের সুন্দরকুণ্ডলমণ্ডিতবদনমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবল, মহাধনুর্দ্ধর ভীমপরাক্রম বীর ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া দুই জন রণস্থলে দুই পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বিজয় কামনায় পরস্পরকে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন।

অনন্তর রাবণনন্দন যুদ্ধকোপে পরিপূর্ণ হইয়া, তিন বাণে

বিভীষণের শুভ বদনমণ্ডল বিদ্ধ করিল। লৌহমুখ তিন বাণে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত বানরযূথপতিদিগকে এক এক করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিল। তখন মহাতেজা বিভীষণ অতি দুরাত্মা রাবণনন্দনের প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া গদা দ্বারা তাহার অশ্বদিগকে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ হতসারথি ও হতাশ্ব রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পিতৃব্যের প্রতি এক শক্তি ত্যাগ করিল। ঐ শক্তি আগমন করিতেছে দর্শন করিয়া সুমিত্রানন্দন শাণিত শরসঙ্ঘ দ্বারা ছেদন করিয়া উহা ভূতলে পাতিত করিলেন। এদিকে বিভীষণও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিহতাশ্ব ইন্দ্রজিতের বক্ষঃস্থলে বজ্রসংস্পর্শ পঞ্চ বাণ প্রহার করিলেন। লক্ষ্যগামী রুক্মপুঙ্খ ঐ সকল বাণ তাহার শরীর ভেদ করত রক্তে অভিষিক্ত হইয়া রক্তবর্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। ইন্দ্রজিৎও পিতৃব্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ যমের দত্ত রাক্ষসগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শর গ্রহণ করিল। তাহাকে ঐ বাণ সন্ধান করিতে দেখিয়া মহাতেজা ভীমপরাক্রম লক্ষ্মণও এক বাণ গ্রহণ করিলেন। অপরিমিতাত্মা স্বয়ং কুবের স্বপ্নে ঐ বাণ প্রদান করিয়াছিলেন। উহা দুর্জ্জয় এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অসহ্য। তাঁহাদিগের দুই জনের দুই শ্রেষ্ঠ শরাসন পরিঘোপম বাহু দ্বারা বল পূর্ব্বক আকৃষ্যমাণ হইয়া, দুই ক্রৌঞ্চের ন্যায় রব করিতে লাগিল। তাহাতে দুই বীর দুই বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকিলে, ঐ দুই বাণ স্ব স্ব প্রভায় জ্বলিতে লাগিল। অনন্তর নিক্ষিপ্ত হইয়া বাণ দ্বয় পরস্পর মুখে মুখে প্রতিহত হইয়া, আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, বেগে ভূতলে পতিত হইল। ঐ ঘোররূপী বাণযুগল পতিত হইল, আর সেই পাতজনিত সস্ফুলিঙ্গ সধূম দারুণ অগ্নিও প্রাদুর্ভূত হইল। উক্তরূপে দুই বাণ দুই গ্রহের ন্যায় পরস্পরকে পাতিত করিয়া শতধা হইয়া সংগ্রামস্থলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। স্ব স্ব শর ব্যর্থ হইল দেখিয়া,

ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ উভয়েই লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। লক্ষ্মণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন; স্থিরযোদ্ধা ইন্দ্রজিৎও রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ করিল; ঐ অস্ত্রে বারুণাস্ত্র নিবারিত হইল। অনন্তর যুদ্ধজেতা মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ যেন ত্রিলোক আকর্ষণ করিয়া, আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধান করিল। লক্ষ্মণ বীর সৌর্য্যাস্ত্রে ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন। অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া রাবণনন্দন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রুবিদারণ আসুরাস্ত্র গ্রহণ করিল। ঐ অস্ত্র হইতে জ্বলন্ত কূটমুদ্গর, শূল, ভূশুণ্ডী, গদা, খড়্গ ও পরশু সকল নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকিল। লক্ষ্মণ যুদ্ধস্থলে ঐ সর্ব্বশস্ত্রবিদারণ সর্ব্বভূতের অবার্য্য সুদারুণ ঘোর অস্ত্র দর্শন করিয়া মাহেশ্বরাস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন।

এইরূপে উভয়ের অতিভয়ঙ্কর লোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে থাকিল। গগনচারী প্রাণিবর্গ লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভীষণ চীৎকার সহকারে বানর ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ হইতে থাকিলে, আকাশ বহু বিস্ময়ান্বিত ভূতগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঋষিগণ পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ এবং গরুড় ও পুরন্দর রণস্থলে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে লক্ষ্মণ জ্বলনসমস্পর্শ আর এক বাণ সন্ধান করিলেন। ঐ বাণ ইন্দ্রজিতের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর; উহার পত্র অতি সুন্দর; আকৃতি পূর্ব্বানুক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম; পর্ব্বগুলিন সুদৃশ্য ও গঠন সুদৃঢ়। উহা সুবর্ণে বিভূষিত; বীরদেহনিপাতন; দুর্ব্বার; দুর্ব্বিসহ; রাক্ষসকুলের ভয়াবহ; আশীবিষবিষসদৃশ; ও দেবগণের অর্চ্চিত। পুরাকালে হরিবাহন মহাতেজ বীর্য্যবান্ পুরন্দর দেবাসুর যুদ্ধে ঐ বাণ দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন শরাসনশ্রেষ্ঠে যুদ্ধে অপরাজেয় ঐ শরশ্রেষ্ঠ সন্ধান করিলেন। লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ শর সন্ধান করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে নিজের কার্য্যসাধক

বাক্য কহিলেন, শর! রাম যদি দশরথের পুত্র, এবং ধর্ম্মাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও পৌরুষে অদ্বিতীয় হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণনন্দনকে বিনাশ কর। এই কথা বলিয়া ঐ সরলপাতী বাণ আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বীর লক্ষ্মণ যুদ্ধ স্থলে ইন্দ্রজিতের প্রতি ঐ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণমণ্ডিত জ্বলিতকুণ্ডলবিভূষিত মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। রাক্ষসতনয়ের মহামস্তক স্কন্ধ হইতে ছিন্ন ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া সুবর্ণ-পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাবণনন্দন এইরূপে নিহত হইয়া কবচ, শিরস্ত্রাণ ও শরাসনের সহিত ধরাসনে নিপাতিত হইল। বৃত্রবধে দেবগণ যেমন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, বিভীষণ ও বানরগণ তেমনি আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর আকাশে মহাত্মা দেবগন, ঋষিগণ, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের জয় শব্দ উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ পতিত হইয়াছে, অবগত হইয়া, রাক্ষসীসেনা দশ দিকে ধাবমান হইল; জয়শীল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। বানরগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচেতন হইয়া লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল। পট্টিশ, অসি ও পরশ্বধ প্রভৃতি আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে সকল নিশাচরই নানাদিকে পলায়ন করিল। বানরগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও ভীত হইয়া কেহ কেহ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল; কেহ কেহ সমুদ্রে পতিত হইল; কেহ কেহ বা পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিল দর্শন করিয়া সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একজনমাত্রও আর দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিল না। যেমন সূর্য্যাস্ত হইলে পর রৌদ্র লোপ পায়, তেমনি ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে রাক্ষসেরা সকলেই দিকে দিকে লুক্কায়িত হইল। মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রিয়চেষ্টাশূন্য ও গত-জীবিত হইয়া, কিরণহীন দিবাকরের ন্যায়, ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পাব-

কের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাক্ষসরাজপুত্র নিহত হইলে ত্রিলোকের বিবিধ পীড়ার শান্তি ও শত্রুনাশ হইয়া, অতুল আনন্দ জন্মিল। পাপকর্ম্মা সেই নিশাচর নিহত হইলে,ভগবান্ দেবরাজও মহর্ষিগণের সহিত আনন্দানুভব করিলেন। আকাশে দেবদুন্দুভি সকলের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল; এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল; উহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস নিহত হইলে ধূলি শান্ত, এবং জল ও আকাশ নির্ম্মল হইল; এবং দানব ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন।

সর্ব্বলোকভয়ংকর সেই ইন্দ্রজিৎ নিপতিত হইলে, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে একত্রে আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ ভয়হীন ও বিজ্বর হইয়া বিচরণ করিবেন।

অনন্তর সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে সমরে নিহত দর্শন করিয়া বানরগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বিভীষণ, হনুমান্, এবং ভল্লূকযূথপতি জাম্ববান্ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনন্দন করিয়া লক্ষ্মণের স্তব করিতে লাগিলেন। লব্ধলক্ষ্য বানরগণ ক্ষ্বেড়ন, সিংহনাদ ও গর্জ্জন করিতে করিতে রঘুনন্দন লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং লাঙ্গূল আঘাত ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া লক্ষ্মণকে শ্রবণ করাইতে লাগিল। লক্ষ্মণের জয়, লক্ষ্মণের জয়, তাহারা হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের ভাল মন্দ গুণ সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

রণস্থলে প্রিয় সুহৃৎ লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কর্ম্ম এবং ইন্দ্রশত্রুকে নিহত দর্শন করিয়া দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন।

—:•:—

দ্বিনবতিতম সর্গ।

রুধিরাক্তকলেবর শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনন্তর মহাত্মা বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ জাম্ববান, হনুমান্ এবং অন্যান্য বনচরদিগের সহিত একত্রিত হইয়া বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর দিয়া যেস্থানে সুগ্রীব ও রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় সত্বর গমন করিলেন। অনন্তর সুমিত্রানন্দন অগ্রজ রামকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া, ইন্দ্রের সমীপে উপেন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বীর বিভীষণ হৃষ্টবদন; তিনি তাহাতেই যেন রামচন্দ্রকে সংক্ষেপতঃ ঘোর ইন্দ্রজিদ্বধ নিবেদন করিলেন। পরে প্রফুল্ল চিত্তে ব্যক্ত করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাত্মা লক্ষ্মণ রাবণনন্দনের মস্তক ছেদন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়াছেন, শ্রবণ করিবামাত্র মহাবীর্য্য রাঘব অতুল আনন্দ লাভ করিলেন; এবং কহিলেন, সাধু লক্ষ্মণ! আমি তুষ্ট হইয়াছি; তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছ। নিশ্চয় জান, যে, রাবণতনয়ের বিনাশেই আমাদিগের জয় লাভ হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া বীর্য্যবান্ রাঘব স্নেহবশতঃ লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বলে ক্রোড়ে লইলেন; এবং ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ শল্যে পীড়িত, অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও বেদনায় কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন; পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব তদ্দর্শনে সত্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস দান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিতে পার, আজ পরমমঙ্গলজনক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ; আজ পুত্র নিহত হওয়ায় আমি জ্ঞান করিতেছি, যুদ্ধে রাবণ নিহত হইয়াছে। সেই দুরাত্মা নিহত হওয়ায় আজ আমি

শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। বীর! আজ তুমি সৌভাগ্য ক্রমে যুদ্ধে রাবণের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছ; কারণ সেই তাহার আশ্রয় ছিল। বিভীষণ ও হনুমান্ রণে মহৎ কর্ম্ম করিয়াছেন; অনেক চেষ্টার পর, তিন দিবারাত্রে ইন্দ্রজিত নিপাতিত হইয়াছে; আজ আমার শত্রু নাশ হইয়াছে! পুত্র নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ করিলে, রাবণ মহান্ সৈন্যব্যূহে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া আসিবে। পুত্রবধনিবন্ধন সন্তপ্ত হইয়া, সে বহির্গত হইলে, আমি মহতী সেনা দ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই দুর্জ্জয় রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিব; লক্ষ্মণ! তুমি সহায় হইয়া যুদ্ধে সেই ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিলে; এক্ষণে সীতা ও পৃথিবী আমার আর দুষ্প্রাপ্য নহে।

রাম হৃষ্টচিত্তে ভ্রাতাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সুষেণকে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মিত্রবৎসল সৌমিত্রি যাহাতে বিশল্য হইয়া সুস্থ হন, তুমি তাহা কর; সত্বর বিভীষণ ও সৌমিত্রির শল্যোদ্ধার কর। ক্রমযোধী ঋক্ষ ও বানরগণের মধ্যে যাহারা শল্যবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাঁহাদিগেরও আরোগ্য বিধান কর।

মহাত্মা বানরযূথপতি সুষেণ রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে পরমৌষধি প্রয়োগ করিলেন। উহার গন্ধ আঘ্রাণমাত্র লক্ষ্মণ বিশল্য ও বেদনাশূন্য হইলেন, এবং তাঁহার সমুদায় ক্ষত স্থান শুষ্ক হইল। রাঘবের আজ্ঞাক্রমে সুষেণ বিভীষণ প্রভৃতি বন্ধু এবং অন্যান্য বানরবীরদিগেরও চিকিৎসা করিলেন।

শল্যোদ্ধার, শ্রান্তি দূর ও বেদনা তিরোহিত হইলে পর সৌমিত্রি তৎক্ষণমাত্রেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সৌমিত্রিকে সুস্থ শরীরে গাত্রোত্থান করিতে দর্শন করিয়া রাম, বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণ, বীর্য্যবান্ ঋক্ষরাজ এবং সৈন্যগণ সকলেই অনেকক্ষণ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা দাশরথি

রাঘব সৌমিত্রির সেই সুদুষ্কর কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন; এবং যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব যথেষ্ট আহ্লাদিত হইলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাবণের মন্ত্রিগণ ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণানন্তর সত্বর স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া রাবণকে নিবেদন করিল; মহারাজ! সৌমিত্রি বিভীষণকে সহায় করিয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে; আমরা সকলে দেখিয়া আসিয়াছি। সংগ্রামে অপরাজিত দেবগণ ও পুরন্দরের জেতা আপনার পুত্র শূর ইন্দ্রজিৎ শূর সৌমিত্রির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিপাতিত হইয়াছেন। তিনি শরসমূহ দ্বারা সৌমিত্রির তৃপ্তি সাধন করিয়া বিবিধ সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন।

দশানন যুদ্ধে পুত্র ইন্দ্রজিতের অতি ভয়ঙ্কর নিদারুণ ভীষণ নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনেক ক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে আকুল, বিহ্বল ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা রাক্ষসসেনানীপ্রধান! হা বৎস! হা মহাবল! তুমি শক্রকে জয় করিয়াছিলে; আজ কি করিয়া সামান্য লক্ষ্মণের নিকট পরাজিত হইলে! লক্ষ্মণের কথা কি, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই কাল ও অন্তককে এবং মন্দরের শৃঙ্গ সকলকেও বিদারণ করিতে পারিতে! হে মহাবাহো! আজ যমরাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইল; সে আজ তোমাকেও মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে সমর্থ হইল! সুযোদ্ধাদিগের পন্থাই এই; যে ব্যক্তি প্রভুর জন্য প্রাণ দান করে, তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়, দেবগণমধ্যেও এই সংস্কার আছে। আজ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে দর্শন করিয়া, দেবগণ, মহর্ষিগণ এবং লোকপালগণ সকলে

নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবে। আজ এক ইন্দ্রজিৎ বিনা কানন সহিত মেদিনী এবং ত্রিলোক আমার শূন্য জ্ঞান হইয়াছে! গিরিগহ্বরের মধ্যে করেণুযূথের চীৎকারের ন্যায়, আজ আমার অন্তঃপুরমধ্যে রাক্ষস কন্যাদিগের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে! হা পরন্তপ! তুমি যৌবরাজ্য ও লঙ্কা এবং আমাকে, তোমার মাতাকে ও স্বীয় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। বীর! কোথায় আমার পরলোক হইলে তুমি আমার দাহাদি করিবে; তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত করিলে! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব এখনও জীবিত রহিয়াছে; তুমি আমার কণ্টকোদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে!

রাক্ষসরাজ এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে পুত্রনিধনজন্য কোপ, সহসা তাঁহার শরীরে আবিষ্ট হইল। তিনি সহজেই কোপনস্বভাব; এবং কোপে প্রদীপ্ত; তাহাতে আবার পুত্র বিনাশ জন্য কোপ; গ্রীষ্মকালে রশ্মিজাল যেমন সূর্য্যকে তেমনি তাঁহাকে আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। কোপে মুখ ব্যাদান করিলে পর, বৃত্রাসুরের মুখের ন্যায়, তাঁহার মুখ হইতে সধূম অগ্নি স্পষ্ট প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইল। পুত্রবধ সন্তপ্ত রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, চিন্তা পূর্ব্বক মৈথিলীকে বিনাশ করাই স্থির করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ নেত্র ক্রোধাগ্নি দ্বারা অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া ভীষণ ভাবে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার মূর্ত্তিও স্বভাবতঃ ভয়ঙ্কর; এক্ষণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় সমধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দুসকল, দুই জ্বলন্ত প্রদীপ হইতে শিখাসহিত তৈলবিন্দুর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। তিনি যখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন সমুদ্রমন্থনপ্রবৃত্ত দানবগণ দ্বারা আকৃষ্যমাণ মন্দর পর্ব্বতের শব্দের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিল। তাঁহাকে চরাচরভক্ষণেচ্ছু অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ দর্শন

করিয়া, রাক্ষসেরা তাঁহার নিকটে থাকিতে সমর্থ হইল না; চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর ক্রুদ্ধ রাক্ষসাধিপতি রাবণ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে স্থির রাখিবার জন্য কহিলেন, আমি বিবিধ ব্রহ্ম ক্ষেত্রে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার তুষ্টি সাধন করিয়াছি। সেই তপস্যার ফলোদয় এবং ব্রহ্মার প্রসাদবশতঃ কদাচ দেবগণ বা অসুরগণ হইতে আমার ভয় নাই। আমার যে আদিত্যসমপ্রভ ব্রহ্মদত্ত কবচ আছে, দেবাসুরসংগ্রামে শত শত শক্তি এবং বজ্র প্রহারেও উহা ছিন্ন হয় নাই। ঐ কবচ পরিধান পূর্ব্বক আমি যুদ্ধস্থলে রথোপরি অবস্থিতি করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। দেবাসুরসংগ্রামে প্রসন্ন হইয়া, ব্রহ্মা আমাকে যে সশর শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন; আজ তূর্য্যশত বাদন পূর্ব্বক আমার সেই ভীষণ শরাসন উত্তোলন কর; আজ আমি তদ্দ্বারা মহাযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব।

পুত্রবধসন্তপ্ত ক্রূরস্বভাব রাবণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই কথা বলিয়া চিন্তা করত অগ্রে জানকীকে বধ করাই স্থির করিলেন। অনন্তর কাতরস্বর রাক্ষসদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঘোর-দর্শন ঘোরপ্রকৃতি দশানন কহিতে লাগিলেন, আমার পুত্র বানরদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য মায়াসীতা কাটিয়া দেখাই-য়াছিল, কিন্তু আজ সত্যই সীতাকে কাটিয়া আমার ইষ্টসাধন করিব। বৈদেহী ক্ষত্রিয়াধম রামের অনুগতা, আমি তাহাকে বিনাশ করিব।

মন্ত্রিদিগকে এই কথা কহিয়া পুত্রশোকে আকুলচেতা নিরতিক্রুদ্ধ দশানন তৎক্ষণমাত্রে নির্ম্মল আকাশসমবর্ণ উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া জানকী যথায় অব-স্থিতি করিতেছিলেন, তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন, তাঁহার ভার্য্যা ও মন্ত্রিগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাক্ষসরাজ যাত্রা করিলেন দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল; এবং

তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আজ ইহাঁকে দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণ নিতান্ত আকুল হইবে। চারি লোকপাল ইহাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য অনেক শত্রুকেও যুদ্ধে নিপাতন করিয়াছেন। রাবণ ত্রিলোকের রত্ন আহরণ করিয়া ভোগ করিতেছেন, বিক্রম বা বলে পৃথিবীমধ্যে ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

তাহারা এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে চলিল; এই সময় রাবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অশোকবনিকাস্থিতা জানকীর উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। হিতৈষী মিত্রগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; আকাশে রোহিণীর প্রতি ক্রুদ্ধ মঙ্গলগ্রহের ন্যায়, সীতার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন।

রাক্ষসীগণবেষ্টিতা অনিন্দিতা জনকনন্দিনী দেখিতে পাইলেন, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ হস্তে আগমন করিতেছেন, তাঁহাকে খড়্গহস্ত দর্শন করিয়াই বৈদেহী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ বন্ধুগণ নিবারণ করিতেছে, কিন্তু রাক্ষসরাজ কিছুতেই নিবারণ মানিতেছেন না, দেখিয়া সীতা দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আমি অনাথা, কিন্তু দুর্ম্মতি রাবণ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার দিকে আগমন করিতেছে, তাহাতে দেখিতেছি অনাথার ন্যায় আমাকে বধ করিবে! আমি পতির অনুব্রতা, তথাপি রাবণ অনেকবার আমাকে বলিয়াছে তুমি আমার ভার্য্যা হও, আমিত অকপটচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আমি স্পষ্ট অস্বীকার করাতেই নিরাশ হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সেই জন্যই আমাকে বিনাশ করিবার জন্য আগমন করিতেছে। অথবা এই অনার্য্য আমার জন্য সেই দুই ভ্রাতা নরব্যাঘ্র রাম লক্ষ্মণকে সমরে নিপাত করিয়াছে। আমি শুনিয়াছি অনেক রাক্ষস হৃষ্ট হইয়া, ভীষণ শব্দে ইষ্ট সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে। অহো, আমায় ধিক্! আমার

জন্যই দুই রাজপুত্রের মৃত্যু হইল! অথবা এই পাপাত্মা উগ্রচণ্ড রাম লক্ষ্মণকে সংহার করিতে পারে নাই বলিয়া পুত্রশোকহেতু আমাকেই বিনাশ করিবে। আমি ক্রূরচেতা বলিয়াই হনুমানের সেই বাক্য রক্ষা করি নাই। যদি আমি তখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে এতদিন আমি স্বামীর অঙ্কে থাকিতাম, সুতরাং আমাকে আর এমন করিয়া পরাধীন হইয়া শোক করিতে হইত না। একপুত্রা কৌশল্যা যখন শুনিতে পাইবেন, তাঁহার পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। তিনি রোদন করিতে করিতে মহাত্মা পুত্রের জন্ম, শৈশব, যৌবন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম পরম্পরা ও রূপ স্মরণ করিবেন; অচেতন ভাবে নিহত পুত্রের শ্রাদ্ধ করত, নিরবলম্বনা হইয়া নিশ্চয়ই অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিবেন! পাপবুদ্ধি কুব্জা মন্থরাকে ধিক্! তাহার জন্যই কৌশল্যা এই শোক প্রাপ্ত হইবেন।

এইপ্রকার বিলপমানা তপস্বিনী সীতাকে, গ্রহগ্রস্তা চন্দ্রবিরহিতা রোহিণীর ন্যায় দর্শন করিয়া, সুপার্শ্ব নামক রাবণের সচ্চরিত্র ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে উদ্যত হইলেন, অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিল; কিন্তু তিনি নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া রাবণকে কহিলেন, রাজন্! আপনি সাক্ষাৎ কুবেরের কনিষ্ঠ, আপনি কি করিয়া ক্রোধ বশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদেহীকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! বীর! আপনি সমস্ত বেদবিদ্যায় বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, চিরকাল অগ্নিহোত্রাদি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন; স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে অভিরুচি হইল? রূপসম্পন্না জানকীকে এক্ষণে ক্ষমা করুন। যুদ্ধে আমাদিগের সমভিব্যাহারে সেই রামের প্রতিই ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, আপনি অদ্য সমস্ত উদ্যোগ করিয়া কল্য অমাবাস্যার সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহি-

গত হইবেন। আপনি শূর, বুদ্ধিমান, ও রথী ; খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করত রামকে বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হইবেন।

হৃষ্টচিত্ত বীর্য্যবান্ রাবণ সুহৃদের সেই বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত বোধে গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন ; পরে অমাত্য ও মিত্রগণে পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার সভায় গমন করিলেন।

—০:০—

চতুর্নবতি সর্গ।

পরমদুঃখিত কাতরচিত্ত দশানন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সভায় প্রবেশ করিয়া প্রধান পরমাসনে উপবেশন করিলেন। পরে পুত্রনিধন জন্য দুঃখে নিতান্ত বিধুর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, যাবদীয় হস্ত্যশ্বগণপরিবৃত এবং সমস্ত রথ ও পদাতিকগণে পরিশোভিত হইয়া আপনারা সকলেই যুদ্ধ যাত্রা করুন। একাকী রামকে সকলেই বেষ্টন করিয়া যুদ্ধে নিপাত করুন ; বর্ষাকাল জলবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করুন। অথবা আমি নিজেই কল্য আপনাদিগের সমভিব্যাহারে ত্রিলোকের সমক্ষে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা মহাযুদ্ধে রামের গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব।

রাক্ষসগণ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করত নানাবিধ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শীঘ্রগামী রথারোহণে বহির্গত হইল। এবং সকলে মিলিয়া বানরগণের উপর শরীরান্তকর পরিঘ, পট্টিশ, শর ও পরশ্বধ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণও রাক্ষসদিগের প্রতি দ্রুম ও শৈল সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। সূর্য্যোদয় কালে রাক্ষস ও বানরগণের এই প্রকার মহাভীষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। বানর ও রাক্ষসগণ যুদ্ধে বিচিত্র গদা এবং প্রাস, খড়্গ, ও পরশ্বধ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল। এইরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে অদ্ভুত ধূলিরাশি উত্থিত হইল; কিন্তু রাক্ষস ও বানরগণের রুধির স্রাবে অবিলম্বেই ঐ ধূলিরাশি নিবারণ হইল। শোণিত নদী ছিন্নশরীররূপ কাষ্ঠখণ্ড সকল বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাতঙ্গ এবং রথ ঐ নদীর কূল, শর উহার মৎস্য; এবং ধ্বজদণ্ড উহার বৃক্ষ।

অনন্তর যুদ্ধস্থলে বানরগণ সকলে শোণিতৌঘে পরিপ্লুত হইয়া বারম্বার লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রাক্ষসদিগের ধ্বজ, চর্ম্ম, রথ, অশ্ব ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া ভঙ্গ ও ছেদন এবং তীক্ষ্ণ দশন ও নখ দ্বারা কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা বিদারণ করিতে লাগিল। বলবান্ বৃক্ষের প্রতি পক্ষিকুলের ন্যায়, এক এক রাক্ষসের প্রতি শত শত বানর ধাবিত হইল। ঐ সময় পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণও গুর্ব্বী গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশ্বধ দ্বারা ভীষণাকার বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।

এই প্রকারে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহতী বানরী-সেনা শরণ্য রামের শরণাগত হইল। তখন মহাতেজা বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মেঘমধ্যে ভাস্করের ন্যায়, সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্র শরাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কখন যে তিনি সুদুষ্কর কার্য্য-পরম্পরা সাধন করিলেন, তাহা তাহাদিগের লক্ষ্য হইল না; কার্য্য সম্পাদন হইলে পরই তাহারা দেখিতে পাইল। কাননে যেমন বায়ুর কার্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু বায়ু দৃষ্টিগোচর হয় না, যুদ্ধস্থলে তেমনি রাক্ষসেরা দেখিতে লাগিল। মহাসৈন্য বিচলিত, এবং মহারথ সকল চূর্ণীকৃত হইতেছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে তাহারা দেখিতে পাইল না। দেখিল, রাম শরসমূহ দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ, প্রভগ্ন ও পীড়িত করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষিপ্রকারী রামকে দেখিতে পাইল না। শরীরে আঘাত

প্রাপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু লোক যেমন শব্দাদি বিষয়ে অবস্থিত জীবাত্মাকে দেখিতে পায় না, তেমনি আঘাতকারী রামের দর্শন পাইল না। গজসৈন্যেরা মনে করিতে লাগিল, রাম এই গজ-সৈন্যই বিনাশ করিতেছেন; রথী সকল মনে করিতে লাগিল, তিনি রথীদিগকেই সংহার করিতেছেন; আবার পদাতিগণ মনে করিতে লাগিল তিনি কেবল পদাতি ও সাদীদিগকেই নাশ করিতেছেন।

এই প্রকার ভাবনা করত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণ যুদ্ধে রামের সদৃশ বোধে পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাম সৈন্য দাহ করিতেছিলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা মহাশক্তিসম্পন্ন গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা মোহিত হইয়া, রামকে দেখিতে পাইল না। তাহারা যুদ্ধ স্থলে সহস্র সহস্র রামকে দেখিতে পাইল; আবার পরক্ষণে দেখিল, রণস্থলে রাম এক ভিন্ন দুই জন নহেন। তাহারা আবার দেখিতে লাগিল, মহাত্মা রামচন্দ্রের শরাসনের কাঞ্চনময় অগ্রভাগ অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না। লঘুহস্ততা বশত রামের শরাসন নিরন্তর মণ্ডলীকৃতই দৃষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং রামও সেই চক্রাকৃতি শরাসন রূপেই লক্ষিত হইতে থাকিলেন। তৎকালে প্রাণিবর্গ সেই রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; মধ্যদেহ ঐ চক্রের নাভি; বল উহার প্রভা; বাণগণ উহার অর; কার্ম্মুক উহার নেমি; জ্যা-শব্দ ও তলশব্দ উহার ধ্বনি; তেজ ও বুদ্ধি উহার দীপ্তি; এবং দিব্যাস্ত্রশক্তি উহার লৌহময় প্রান্তবেষ্টন।

যাহা হউক, এইরূপে রাম অগ্নিশিখোপম বাণগণ দ্বারা দিবসের অষ্টমভাগ মধ্যেই কামরূপী রাক্ষসদিগের দশসহস্র অনীক পরিমিত বায়ুবেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র অনীক পরিমিত মহাবল কুঞ্জর, চতুর্দ্দশ সহস্র অনীক পরিমিত সাদী সহিত তুরঙ্গ এবং পূর্ণ দুই সহস্র অনীক পরিমিত পদাতি সংহার করিয়া ফেলিলেন।

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ হতাশ্ব, হতরথ এবং ভগ্নধ্বজ ও হতদর্প হইয়া, পুনর্ব্বার লঙ্কানগরী মধ্যেই প্রবেশ করিল। নিহত হস্তী, পদাতি ও অশ্বগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া তৎকালে সমরস্থলী ক্রোধাবিষ্ট মহাত্মা রুদ্রদেবের আক্রীড়ভূমির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া রামের ঐ অদ্ভুত কর্ম্মের স্তব করিতে থাকিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান্, জাম্ববান্, এবং বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, আমার আর দেব ত্রিলোচনের ভিন্ন এতাদৃশ দিব্যাস্ত্রবল অপর কাহারই নাই।

যাহা হউক, অস্ত্র শস্ত্র বিষয়ে জিতশ্রম পুরন্দরোপম মহাত্মা রামচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসসৈন্য সংহার করিলে পর, দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া, তৎকালে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত সর্গ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র তপ্তকাঞ্চনভূষিত প্রদীপ্ত শরসমূহ দ্বারা এইরূপে রাবণপ্রেরিত সহস্র সহস্র হস্তী, আরোহিসহিত বাজী, ধ্বজসহিত অগ্নিসমবর্ণ রথ, এবং কাঞ্চনধ্বজমালায় বিচিত্রিত গদা পরিঘ যোধী, মহাবীর কামরূপী সহস্র সহস্র রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষস এবং হতপুত্রা, হতবান্ধবা ও বিধবা রাক্ষসী সকল চিন্তাকুলিত ভাবে দুঃখিত ও কাতর চিত্তে একত্রিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল, আহা! বৃদ্ধা ভীষণাকৃতি, নির্ণতোদরী শূর্পণখা বনমধ্যে কন্দর্পসমরূপী মহাবল রামের নিকট কেনই বা গমন করিয়াছিল। ত্রিলোক যাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই হীনরূপা রাক্ষসী রামকে দেখিয়াই তাঁহার প্রতি সাভিলাষা হইয়াছিল। সর্ব্বগুণহীন দুর্ম্মুখী নিশাচরী কেনই বা গুণবান সুন্দরবদন মহা-

তেজস্বী রামকে কামনা করিয়াছিল। বলি-বিমণ্ডিত-দেহা বিকৃত-রূপা শুভ্রকেশী শূর্পণখা স্বজনের, রাক্ষসকুলের এবং খর ও দূষ-ণের বিনাশ জন্যই সর্ব্বলোকবিগর্হিত; উপহাস্য, রামধর্ষণরূপ অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিল! তাহার জন্যই রাবণ এই নিদারুণ শত্রুতা করিয়াছেন! দশগ্রীব নিজ বিনাশের জন্যই সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন! দশানন সীতাকে পাইলেনও না; অথচ বলবানের সহিত অক্ষয় শত্রুতা করিলেন! বিরাধ রাক্ষস সীতাকে কামনা করিয়াছিল, দেখিয়া রাম একাকী তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন; ইহাও কি রামবীর্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন হইল না! জনস্থানে রামের অগ্নিশিখা ও পাবক প্রতিম বাণগণ দ্বারা চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষস, এবং খর, দূষণ ও ত্রিশিরা নিপাতিত হইয়াছিল, ইহাও কি যথেষ্ট নিদর্শন হইল না! ক্রোধে বিকটচীৎকারকারী যোজনবাহু রুধিরাশন কবন্ধ রামের হস্তে নিহত হইয়াছে, ইহাও কি যথেষ্ট নিদর্শন হইল না! রাম ইন্দ্রনন্দন মেঘসঙ্কাশ মহাবল বালিকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাও কি পর্য্যাপ্ত নিদর্শন হইল না! সুগ্রীব ভগ্নমনোরথ ও কাতর হইয়া ঋষ্যমূকে বাস করিতেছিল; রাম তাহাকে রাজ্য দিয়াছেন; ইহাও কি পর্য্যাপ্ত নিদর্শন হইল না! বিভীষণ সর্ব্ব রাক্ষ-সের হিতসাধক ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত উচিত কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু মোহ বশতঃ দশাননের তাহা মনে লাগে নাই। যদি কুবেরানুজ বিভীষণের কথা গ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ এই লঙ্কা দুঃখে পরিপূর্ণা ও শ্মশান হইত না! রাম মহাবল কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়াছেন; লক্ষ্মণ দুদ্ধর্ষ অতিকায়কে সমরে সংহার করিয়াছেন; প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে; এই সকল শ্রবণ করিয়াও রাবণের চৈতন্য হইতেছে না। পূর্ব্বে হনুমান্ লাঙ্গুলাগ্নি দ্বারা লঙ্কা দাহ, এবং কুমার অক্ষকে বিনাশ করিয়াছিল; দর্শন করিয়াও দশাননের জ্ঞান হয় নাই!

রাক্ষস ও রাক্ষসী সকল এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিতে

লাগিল। রণে আমার পিতা হত হইয়াছেন; আমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে; আমার ভর্ত্তা নিপাতিত হইয়াছেন; রাক্ষসী-দিগের গৃহে গৃহে এই প্রকার আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। তাহারা কহিতে লাগিল, বীর রামের হস্তে নিহত হইয়া সহস্র সহস্র অশ্ব, নাগ ও পদাতি এই ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে! রাম প্রধান প্রধান বীর সকলকেই বিনাশ করিলেন, অতএব আমা-দিগের আর জীবনে আশা নাই। ভয়ের অন্ত দেখিতেছি না। অনাথ হইয়া আজ আমাদিগকে এই প্রকার বিলাপ করিতে হইতেছে! দশগ্রীব শূর; এবং মহাবর লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু হায়, রাম হইতে যে এতাদৃশ প্রাণান্তকর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না! রুদ্র, না বিষ্ণু না শতক্রতু পুরন্দর, না স্বয়ং অন্তক রাম রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সংহার করিতেছেন। কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই দশগ্রীবকে রণে পরাজয় করিতে পারে নাই, কিন্তু রাম তাঁহাকে সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; প্রতি যুদ্ধে যে সকল উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, সমস্তই রামের হস্তে রাবণের বিনাশ সূচনা করে; পিতামহ তুষ্ট হইয়া দশাননকে বরদান করিয়াছিলেন, যে, দেব, দানব কি রাক্ষসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে না; কিন্তু দশানন মানুষ হইতে অভয় বাঞ্ছা করেন নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে, নিঃসন্দেহ মানুষের ভয়ই উপ-স্থিত হইয়াছে; ইহাতে সমস্ত রাক্ষসগণের ও রাবণের জীবন শেষ হইবে। দেবগণ বরলাভ নিবন্ধন বলবান রাক্ষস দশগ্রীব কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চনা করি-য়াছিলেন। মহাত্মা ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া দেবগণের মঙ্গলের জন্য সমস্ত দেবতাকে এই মহাবাক্য বলিয়াছিলেন, আজ হইতে দানব ও রাক্ষসগণ ভয়ে ভয়ে ত্রিলোক পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর দেবতারা সকলে একত্রিত হইয়া ত্রিপুরনিহন্তা ভগ-বান্ বৃষভধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিলেন। মহাদেব প্রসন্ন

হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য, রাক্ষসকুলের ভয়াবহা এক নারী উৎপন্ন হইবে। পূর্ব্বে সেই নারী ক্ষুদ্বাধা দেবগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্তা হইয়া দানবদিগকে ভক্ষণ করিত, সীতা সেই ক্ষুদ্বাধা। রাক্ষসঘ্নী সীতা রাবণের সহিত আমাদিগের সকলকে ভক্ষণ করিবে; দুর্ব্বিনীত দুর্ম্মতি রাবণের কুনীতি জন্য এই শোকপরিপ্লুত ঘোর বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে! আমরা ভূমণ্ডলে এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমাদিগকে আশ্রয় দান করে। যুগান্তকালে কাল কর্ত্তৃক প্রাণিবৃন্দের ন্যায় আমরা রাম কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছি। আমরা মহাভয়ে পতিত হইয়াছি, অথচ বনমধ্যে দাবাগ্নিবেষ্টিতা করেণুগণের ন্যায় আমাদিগের কোন আশ্রয় নাই। মহাত্মা বিভীষণ কালোচিত কর্ম্মই করিয়াছেন; যাহা হইতে ভয় দৃষ্ট হইয়াছে তিনি তাহারই শরণাগত হইয়াছেন।

ভয়ভারপীড়িতা রাক্ষসী সকল বাহুদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এইপ্রকার বিলাপ ও সুদারুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

— (:) —

ষণ্নবতিতম সর্গ।

রাবণ লঙ্কানগরী মধ্যে গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। তখন ভীষণদশন দশানন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ এবং মূর্ত্তি কালাগ্নির সমান হইয়া উঠিল; রাক্ষসেরাও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে ক্রোধনিরুদ্ধ অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে সমীপস্থিত মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে কহিলেন, শীঘ্র

যাইয়া সেনাদিগকে বল, আমার আজ্ঞাক্রমে তাহারা এখনই নির্গত হউক।

রাজার এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর হইয়া সে অব্যগ্র রাক্ষসদিগকে রাজাজ্ঞাক্রমে সজ্জিত হইতে বলিল। ভীমদর্শন মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, স্বস্ত্যয়ন করিয়া সকলে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল; এবং রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া, তাঁহার বিজয় কামনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইল। তখন কোপাবিষ্ট দশানন উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া মহোদর, মহাপার্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, আজই ধনুর্ম্মুক্ত প্রলয়াদিত্যসঙ্কাশ বাণগণ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আজি আমি শত্রুবধ করিয়া খরের, কুম্ভকর্ণের, প্রহস্তের ও ইন্দ্রজিতের প্রতিশোধ লইব। আমার বাণজালরূপ মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তরীক্ষ, দিঙ্মণ্ডল আকাশ ও সাগর সকল তিরোহিত হইবে। আজ আমি ধনুর্নির্ম্মুক্ত পতত্রসম্পন্ন বাণজাল দ্বারা প্রধান প্রধান বানরযূথদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিব। আজ পবনবেগ রথে আরোহণ করিয়া, শরাসনরূপ সমুদ্রোত্থিত শরোর্ম্মি দ্বারা বানর সৈন্য বিলোড়িত করিব। গজ যেমন নদীতট ভগ্ন করে, আজ তেমনি পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণ বানরদিগের মুখরাজি স্বরূপ পদ্মরাজিপরিবেষ্টিত বানরযূথরূপ তট ভগ্ন করিব। আজ বানরযূথপতিগণ শরবিদ্ধ বদনশ্রেণী দ্বারা নাল সহিত পদ্মশ্রেণীর ন্যায় পৃথিবী অলঙ্কৃত করিবে। আজ দ্রুমযুদ্ধে এক বাণে শত শত দ্রুমযোধী প্রচণ্ড বানর বিদ্ধ করিব। যে সকল রাক্ষসীর ভ্রাতা, বা ভর্ত্তা বা তনয় নিহত হইয়াছে, আজ আমি রিপু বিনাশ করিয়া, তাহাদিগের অশ্রু প্রমার্জ্জন করিব। আজ মদীয় বাণে বিদীর্ণ নিহত হতচেতন বিপ্রকীর্ণ বানরগণে পৃথিবী এতাদৃশ আচ্ছন্ন হইবে, যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিলেও ভূতল দৃষ্ট হইবে না। আজ শরাহত শত্রুর মাংস দ্বারা কাক, গৃধ্র ও

অন্যান্য মাংসাশী পশুপক্ষীদিগের তৃপ্তিসাধন করিব। সত্বর আমার রথ ও শরাসন আনয়ন কর। সুশিক্ষিত পিশাচগণ সকলেই আমার সহিত যুদ্ধে গমন করুক।

রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপার্শ্ব উপস্থিত বলাধ্যক্ষদিগকে বলিল, শীঘ্র সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে বল। উদ্যোগী লঘুপরাক্রম বলাধ্যক্ষগণ তদনুসারে শীঘ্র সজ্জিত হও, বলিয়া লঙ্কার গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর, মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভীমদর্শন রাক্ষসগণ অসি, পট্টিশ, শূল, গদা, মুষল, হল, তীক্ষ্ণধার শক্তি, প্রকাণ্ড কূট মুদ্গর, বিবিধ যষ্টি ও চক্র, নিশিত পরশু, ভিন্দিপাল, শতঘ্নী ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে বহির্গত হইল। অনন্তর চারি জন বলাধ্যক্ষ প্রত্যেকে এক এক খানি অষ্টতুরগযুক্ত সারথিসজ্জিত রথ আনয়ন করিল। তখন ভীষণমূর্ত্তি, সমরে অপরাজিত, শূর দশানন স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমান হইয়া সহসা রথারোহণ পূর্ব্বক বলাতিশয্যবশতঃ যেন পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে করিতে, বহুতর শূর রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাবণের অনুমতিক্রমে দুর্দ্ধর্ষ মহাপার্শ্ব, মহোদর এবং বিরূপাক্ষও রথে আরোহণ করিল। তাহারা হৃষ্ট হইয়া ঘোরনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবী বিদারণ করিতে করিতে জয়াশায় বিনির্গত হইল।

এইরূপে তেজস্বী রাক্ষসরাজ রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া শরাসন উদ্যমন পূর্ব্বক কালান্তক যমের ন্যায় বহির্গত হইলেন। রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, মহারথ দশানন বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথারোহণে সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন। তখন দিবাকর নষ্টপ্রভ হইলেন; দশ দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; পক্ষী সকল ঘোর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল, পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিল; পর্জ্জন্যদেব রক্তবর্ষণ করিতে লাগিলেন; অশ্বগণের পদস্খলন হইতে থাকিল;

ধ্বজাগ্রে গৃধ্রপতন হইল; শিবা সকল অশিব শব্দ করিতে লাগিল। রাবণের বাম নয়ন ও বাহু কম্পিত হইতে লাগিল; এবং তাঁহার বদন বিবর্ণ ও ঈষৎ স্বরভঙ্গ হইল। তদনন্তর দশগ্রীব যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে, যুদ্ধে মৃত্যুসূচক বক্ষ্যমাণ লক্ষণপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইল, অন্তরীক্ষ হইতে নির্ঘাতসম নিস্বনে উল্কাপাত হইতে লাগিল। অশিব গৃধ্রগণ বায়সগণের সহিত মিলিত হইয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ঘোর উৎপাত গণনা না করিয়াই, রাজা রাবণ মোহবশতঃ কালপ্রেরিত হইয়া, শত্রুর বধার্থ বহির্গত হইলেন।

মহাত্মা রাক্ষসগণের রথঘোষ শ্রবণে বানরসেনাও যুদ্ধার্থ অভিবর্তন করিল। তখন উভয় পক্ষ জয়াভিলাষী ও ক্রোধপর হইয়া, পরস্পরকে আহ্বান করত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর দশগ্রীব জাতক্রোধ হইয়া, কাঞ্চনভূষিত শরপরম্পরায় বানরসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাবণের বাণে কাহারও মস্তক, কাহারও বক্ষঃস্থল, কাহারও বা কর্ণ ছিন্ন হইল; কেহ নিহত হইয়া শ্বাসশূন্য হইয়া পড়িল; কাহারও বা পার্শ্ব বিদারিত হইল। কাহারও মস্তক চূর্ণ, কাহারও চক্ষু আহত হইল।

ক্রোধজন্য ঘূর্ণিতলোচন দশানন রণস্থলের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের বানরযূথপতিগণ কেহই তাঁহার শরবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

এইরূপে দশাননের বাণগণ দ্বারা ছিন্নদেহ বানরগণে রণস্থলী সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। পতঙ্গ সকল যেমন প্রদীপ্ত পাবক সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; রণস্থলে বানরগণ তেমনি দশগ্রীবের শরসম্পাত সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা নিশিত শরজাল দ্বারা পীড্যমান হইয়া, পাবকার্চ্চিপরিবেষ্টিত দহ্যমান

মাতঙ্গযূথের ন্যায়, চীৎকার করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। বায়ু যেমন মহামেঘজাল বিদূরিত করে, রণস্থলে রাবণ তেমনি বাণগণ দ্বারা মহতী বানরীসেনা বিদূরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ রণস্থলে অল্পক্ষণ মধ্যেই বিস্তর বানরকে সংহার করিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে বানররাজ সুগ্রীব বানরদিগকে রণে ভগ্ন ও পলায়মান দর্শন করিয়া, গুল্মশিরে সুষেণকে স্থাপন পূর্ব্বক, সত্বর যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। আত্মসদৃশ বীর সুষেণকে সৈন্য রক্ষায় স্থাপন করিয়া সুগ্রীব এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুর অভিমুখী হইলেন। বানরযূথপতিগণ মহাশৈল ও মহাবৃক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া সকলে তাঁহার পার্শ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল। মহাত্মা বানররাজ প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের কতক প্রোথিত ও কতক উন্মথিত করিয়া মহাশব্দে রব করিতে থাকিলেন। যুগান্তসময়ে বায়ু যেমন পবৃক্ষ পর্ব্বত সকলকে চূর্ণ করে, মহাকায় বানরেশ্বর সুগ্রীব তেমনি রাক্ষসদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। তিনি কানন মধ্যে পক্ষিসাজ্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের প্রতি শৈল নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। কপিরাজনিক্ষিপ্ত শৈল ও বৃক্ষ সকলের দ্বারা চূর্ণমস্তক হইয়া রাক্ষস সকল বিশীর্ণ পর্ব্বতগণের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল।

এই রূপে চারিদিকেই রাক্ষসগণের ক্ষয় হইতে লাগিল। সুগ্রীবের হস্তে চূর্ণীকৃত হইয়া রাক্ষসগণ চীৎকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইতে থাকিল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ধন্বী দুর্দ্ধর্ষ বিরূপাক্ষ রাক্ষস নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক এক গজের স্কন্ধে আরোহণ করিল। মহাবল বিরূপাক্ষ ঐ গজে আরোহণ পূর্ব্বক ভীম স্বরে চীৎকার করিয়া বানরদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সেনাগ্রভাগে সুগ্রীবের

উপর ভয়ঙ্কর শর সকল নিক্ষেপ করিল এবং রাক্ষসদিগকে হর্ষিত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া আনিল।

এই রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত শরজাল দ্বারা অতীববিদ্ধ হইয়া মহাক্রোধী বানররাজ শব্দ করিতে লাগিলেন; এবং উহাকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিলেন। অনন্তর শত্রুপ্রমাথী বীর বানরেশ্বর এক বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ঐ মহা-গজের মুখে আঘাত করিলেন। মহাগজ সুগ্রীবের প্রহারে আহত ও চারিহস্ত অপসৃত হইয়া পতিত হইল ও চীৎকার করিতে লাগিল।

গজ পতিত হইবামাত্র লঘুবিক্রম বীর্য্যবান্ রাক্ষস সত্বর তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া, বৃষচর্ম্মনির্ম্মিত ফলক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক, ভৎসনা করিতে করিতে দণ্ডায়মান সুগ্রী-বের সম্মুখে অগ্রসর হইল। সুগ্রীবও ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘসমবর্ণ এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিয়া বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শিলা আসিতেছে দেখিয়া, সুবিক্রান্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পার্শ্বভাগে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সুগ্রীবকে খড়্গ প্রহার করিল। বলবান্ রাক্ষস কর্ত্তৃক খড়্গ দ্বারা আহত হইয়া সুগ্রীব ক্ষণকাল বিচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। পরক্ষণেই উত্থিত হইয়া মহাসংগ্রামে মুষ্টিবন্ধন পূর্ব্বক বেগে রাক্ষসের বক্ষ-স্থলে প্রহার করিলেন। নিশাচর বিরূপাক্ষ মুষ্ট্যাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগ্রভাগে ঐ খড়্গ দ্বারা সুগ্রীবের কবচ ছেদন করি-লেন; সুগ্রীব জানু পাতিয়া পতিত হইলেন। পরক্ষণেই উত্থিত হইয়া বানররাজ বজ্রপাতসদৃশ ঘোরশব্দসম্পন্ন চপেটাঘাত করিলেন; কিন্তু রাক্ষস এমনই নৈপুণ্য প্রয়োগ করিল যে, সুগ্রীবের চপেটাঘাত তাহার গাত্রে লাগিল না। এইরূপে চপেটা-ঘাত ব্যর্থ করিয়াই নিশাচর সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল। তাহাতে বানররাজ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। স্বীয় চপেটাঘাত ব্যর্থ হইল দেখিয়া, পুনরায় প্রহারের অবসর

দেখিতে লাগিলেন। এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বিরূপাক্ষের ললাটস্থলে আর এক ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন। রাক্ষস বজ্রকল্প চপেটাঘাত দ্বারা আহত হইয়া প্রস্রবণ হইতে জলের ন্যায় নয়নদ্বয় হইতে শোণিত উদ্‌গার করিতে করিতে শোণিতক্লিন্ন কলেবরে ভূমিতে পতিত হইল। তাহার নয়ন সেই ক্রোধেই বিরক্ত ছিল; তাহাতে আবার রুধিরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; সুতরাং সকলেই বিরূপাক্ষকে অধিকতর বিরূপাক্ষ দর্শন করিতে লাগিল। বানরেরা দেখিতে লাগিল তাহাদিগের শত্রু রণস্থলে উচ্ছ্বাস ত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন, এবং আর্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। ঐ সময় পরস্পর যুদ্ধাভিমুখীন বেগবান্ ভীষণ বানর ও রাক্ষসসৈন্য দুই সেতুভগ্ন মহার্ণবের ন্যায় মহাশব্দ করিতে লাগিল।

বানররাজ মহাবল সেই বিরূপাক্ষকে সংহার করিলেন দেখিয়া সমস্ত বানরীসেনা হর্ষে, আর সমস্ত রাক্ষসীসেনা শোকে গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

সেই মহাযুদ্ধে পরস্পর হন্যমান হইয়া উভয় সৈন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহাগ্রীষ্মকালে দুই সরোবরের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া পড়িল। স্বীয় সৈন্যের বিনাশ এবং বিরূপাক্ষের নিধনে রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বানরগণ রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল। যুদ্ধে এই দৈববিপর্য্যয় দর্শন করিয়া, দশগ্রীবের মনে ব্যথা জন্মিল। তিনি অবশেষে সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, মহাবাহো! এক্ষণে জয়াশা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। বীর! আজ শত্রুসংহার করিয়া পরাক্রম প্রদর্শন কর। প্রভুর অন্নের প্রতিশোধ দিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যুদ্ধ কর।

এই কথা শুনিয়া মহাবল তেজস্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদর অগ্নি-মধ্যে পতঙ্গের ন্যায় রণে অবগাহন করিল। এবং প্রভুর বাক্য ও নিজ পরাক্রম দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ভয়ানক সংহারকার্য্য আরম্ভ করিল।

এদিকে মহাবল বানরগণও বিপুল শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাক্ষসকে প্রহার করিতে লাগিল। অতিক্রুদ্ধ মহোদরও কাঞ্চনভূষিত শরসমূহ দ্বারা মহাযুদ্ধে বানরগণের পাদ ও ঊরু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। বানরগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে নিপীড়িত হইয়া অবশেষে কতক দশ দিকে ধাবমান, কতক বা সুগ্রীবের শরণাগত হইল।

মহতী বানরীসেনা রণে ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব মহোদরের প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং পর্ব্বতাকার এক প্রকাণ্ড ভীষণ শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া উহার বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিলেন। শিলা বেগে আগমন করিতেছে দর্শন করিয়া মহোদর অবিচলিতভাবে বাণগণ দ্বারা উহা চূর্ণীকৃত করিল। রাক্ষস কর্ত্তৃক বাণগণ দ্বারা সহস্রধা চূর্ণীকৃত হইয়া ঐ শিলা ভ্রাম্যমাণ পক্ষিসঙ্ঘের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূতলে পতিত হইল। শিলা চূর্ণীকৃত হইয়া বিশীর্ণ হইল দেখিয়া পরবল-প্রমাথী বীর সুগ্রীব ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এক সালবৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ এবং নখর দ্বারা উহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ স্থানে এক পরিঘ পতিত রহিয়াছে; দেখিবামাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ঐ প্রদীপ্ত প্রচণ্ডবেগ পরিঘ গ্রহণ ও ভ্রমণ করাইয়া মহোদরকে প্রদর্শন পূর্ব্বক উহা দ্বারা উহার রথের অশ্বদিগকে বিনাশ করিলেন। মহোদর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐ নিহতাশ্ব মহারথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিল। অনন্তর গোবৃষ সদৃশ মহোদর ও সুগ্রীব, গদা ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া, দুই সাব-

দ্বয় মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে মহোদর রাক্ষস ভাস্করপ্রতিম জাজ্বল্যমান গদা সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। অতিভীষণ গদা আসিতেছে দেখিয়া মহাবল বানররাজ সুগ্রীব রোষে রক্ত-লোচন হইয়া উহাতে পরিঘ ঘাত করিলেন। কিন্তু গদা দ্বারা আহত ও চূর্ণীকৃত হইয়া তাঁহার পরিঘ ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর তেজস্বী সুগ্রীব ভূপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বপার্শ্বে সুবর্ণবিভূষিত ভয়ানক এক লৌহমুষল তুলিয়া লইলেন; এবং উদ্যত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। মহোদরও গদা নিক্ষেপ করিল। মুষল ও গদা পরস্পর আহত ও ভগ্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল।

অস্ত্র ভগ্ন হইলে পর, অগ্নির ন্যায় তেজোবলবিশিষ্ট বীরদ্বয় উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। পরস্পর চপেটাঘাত করিয়া, উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন; পর-ক্ষণেই উত্থিত হইয়া আবার প্রহার আরম্ভ করিলেন। উভয়েই অপরাজিত হইয়া ভুজ দ্বারা পরস্পরকে নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর মহাবেগ মহোদর চর্ম্ম ও এক খর্ব্ব খড়্গ গ্রহণ করিল। বেগচতুর বানররাজ সুগ্রীবও রণস্থলপতিত ঐরূপ চর্ম্ম ও খড়্গ তুলিয়া লইলেন। শস্ত্রবিশারদ উভয় বীর এইরূপে খড়্গ উদ্যত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। এবং ক্রুদ্ধ ও জয়ার্থ মনোযোগী হইয়া পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মণ্ডলে অতি বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বীর বীর্য্যশ্লাঘী মহাবেগ মহোদর সুগ্রীবের হস্তস্থিত মহাচর্ম্মে খড়্গাঘাত করিল, খড়্গ চর্ম্মে বসিয়া গেল; রাক্ষস যেমন খড়্গ তুলিয়া লইবে, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সেই অবসরেই খড়্গ দ্বারা তাহার কুণ্ডলশোভিত শিরস্ত্রাণ সহিত মস্তক হরণ করিলেন।

ছিন্নমস্তক মহোদর ভূতলে পতিত হইল, দর্শন করিয়াই রাক্ষস-রাজের সৈন্য তথা হইতে অদৃশ্য হইল। এদিকে বানররাজ শত্রুবিনাশ করিয়া বানরগণের সহিত হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন। দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; আর রামচন্দ্র আনন্দিত হইলেন; রাক্ষসগণ কাতর ও ভয়ব্যাকুল হইয়া ম্লানমুখে সকলেই পলায়ন করিল। মহাবর্ষপর্ব্বতের এক দেশ যেমন ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপে মহোদরকে ভূমিতে পাতিত করিয়া সূর্য্য-নন্দন সুগ্রীব, স্বীয় প্রভা দ্বারা অধৃষ্য ভাস্করের ন্যায়, নিজ তেজো দ্বারা বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বানররাজ এইরূপে সমরে বিজয়ী হইলেন; দেবগণ, সিদ্ধগণ ও যক্ষগণ এবং পৃথিবীস্থ বিবিধ জীবগণ সকলেই আনন্দে বিহ্বল হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল।

—ঃ•ঃ—

নবনবতিতম সর্গ।

সুগ্রীব মহোদরকে বিনাশ করিলেন, দর্শন করিয়া মহাবল মহাপার্শ্বের লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই রাক্ষস বাণগণ দ্বারা অঙ্গদের ভীষণ সৈন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু বৃক্ষ হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সে তেমনি প্রধান প্রধান বানরগণের দেহ হইতে মস্তক সকল পাতন করিতে লাগিল। মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহ দ্বারা কতক বানরের বাহু ছেদন, কতক বানরের বা পার্শ্ব বিদারণ করিল। এইরূপে মহাপার্শ্বের বাণবর্ষণে নিপীড়িত হইয়া, সকলেই বিষণ্ণবদন ও বিহ্বল হইয়া পড়িল।

সৈন্য রাক্ষস কর্ত্তৃক নিপীড়িত হওয়াতে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, দেখিয়া মহাভাগ অঙ্গদ পর্ব্ব দিবসে সাগরের ন্যায় বেগ ধারণ করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠ রণে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ এক লৌহ-পরিঘ গ্রহণ করিয়া মহাপার্শ্বের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই

প্রহারে সারথির সহিত অচেতন হইয়া মহাপার্শ্ব রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই সময় নীলাঞ্জনচয়োপম তেজস্বী সুমহাবীর্য্য ঋক্ষরাজ জাম্ববান নিজসৈন্য মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গাকার মহাশিলা বেগে নিক্ষেপ করিয়া অশ্বদিগকে বিনাশ ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্ত পরেই চেতনা লাভ করিয়া মহাবল মহাপার্শ্ব পুনর্ব্বার বহু বাণে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিল। গবাক্ষ ও জাম্ববানকে শর-পীড়িত দর্শন করিয়া অঙ্গদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এক ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং দূরস্থিত রাক্ষসের বিনাশার্থ দুই হস্তে ঐ রশ্মিসমপ্রভ পরিঘ ভ্রমণ করাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। বলবান্ অঙ্গদ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া পরিঘ রাক্ষসের হস্ত হইতে সশর ধনু ও মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ নিপাতিত করিল। এই সময় প্রতাপ-শালী বালিনন্দন উহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলভূষিত কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিলেন। তাহাতে মহা-ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদ্যুতি মহাপার্শ্ব এক হস্তে এক সুমহান্ পরশু গ্রহণ করিল। এবং মহাক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস ঐ তৈলধৌত বিমল বজ্রসার দৃঢ় পরশু বালিপুত্রের উপর পাতিত করিল। কিন্তু পিতৃতুল্যপরাক্রম অঙ্গদ বামস্কন্ধোদ্দিষ্ট ঐ পরশু ব্যর্থ করিয়া নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রসঙ্কাশ মুষ্টিবন্ধন করিলেন। তিনি মর্ম্ম-স্থান সকল বিলক্ষণ জানিতেন, অতএব রাক্ষসের হৃদয়োপরি স্তনের সন্নিকটে বজ্রসমস্পর্শ ঐ মুষ্টি পাতিত করিলেন। মহা-সমরস্থলে মুষ্টিপ্রহারে রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; সে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

মহাপার্শ্ব ভূমিতে পতিত হইলে তাহার সৈন্য সামন্ত পলায়ন করিল এবং দশাননের মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। এদিকে মহে-ন্দ্রের সহিত দেবগণের ন্যায় অঙ্গদসহিত প্রহৃষ্টহৃদয় বানরগণের তুমুল সিংহনাদ অট্টালিকা ও গোপুর সকলের সহিত লঙ্কাকে যেন ফাটাইয়া উত্থিত হইল। রাক্ষসরাজ দশানন যুদ্ধ-

স্থলে দেবতা ও বানরদিগের মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বয়ং যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন।

শততম সর্গ।

দুর্দ্ধর্ষ মহোদর ও মহাপার্শ্ব নিহত হইয়াছে, শেষে মহাবল বীর বিরূপাক্ষও নিপাতিত হইল দর্শন করিয়া মহাযুদ্ধে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সারথিকে সত্বর হইতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, আজ আমি সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া নিহত অমাত্যদিগের প্রতিশোধ লইব এবং অবরুদ্ধ নগরীর দুঃখ দূর করিব। সুগ্রীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুষেণ ও অন্যান্য বানরযূথপতিগণ যাহার শাখা প্রশাখা, সীতা যাহার পুষ্প ও বানরগণের বিবিধ কর্ম্মফল যাহার ফল, আজ আমি সেই রামবৃক্ষের মুলোৎপাটন করিব।

এই কথা কহিয়া, মহান্ অতিরথ দশানন রথশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া সত্বর রাঘবের নিকট যাত্রা করিলেন। রথশব্দে পুরিত হইয়া ধরিত্রী নদী, ও কাননের সহিত কম্পিত হইতে থাকিলেন, এবং সিংহ, মৃগ ও পক্ষী সকল নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর রাক্ষসরাজ নিরতিভীষণ নিদারুণ তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল; ঐ অস্ত্র সমস্ত বানরকে দগ্ধ করিতে লাগিল; বানরেরা দগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে থাকিল। তাহারা ভূমিতে পতিত ও রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাতে ধূলিরাশি উত্থিত হইল। ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ তামসাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানরগণ উহা সহ্য করিতে সমর্থ হইল না।

বিস্তরসৈন্য রাবণের দিব্য শরে আহত হইয়া ভগ্ন হইল, দর্শন করিয়া রাঘব যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে রাক্ষসরাজও বানরবাহিনী বিদ্রাবণ করিয়া অবশেষে দেখিতে পাইলেন, অপরাজিত রামচন্দ্র, বিষ্ণুর সহিত বাসবের ন্যায়, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। পদ্মপলাশ-লোচন, দীর্ঘবাহু দশরথনন্দন মহাধনু ধারণ করিয়া যেন আকাশ-তল বিলিখন করিতেছেন।

অনন্তর সৌমিত্রিসহিত মহাতেজা বলবান্ রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, বানরগণ রণে অসক্ত হইয়াছে, এবং দশানন আগমন করিতেছেন। দশাননকে দেখিয়া রঘুনন্দনের আনন্দ জন্মিল। তিনি শরাসনের মুষ্টি ধারণ করিয়া মেদিনী বিদারণ পূর্ব্বক ঐ মহামেঘ মহানাদ দিবা শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণের বাণসমূহের শব্দ, আর রামের ধনুর্জ্জিস্ফা-রণশব্দ, এই উভয় শব্দে তৎকালে শত শত রাক্ষস পতিত হইতে লাগিল। দশানন রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের শরপথের মধ্যবর্ত্তী হইয়া,সূর্য্য চন্দ্রের সমীপবর্ত্তী রাহুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগি-লেন। প্রথমতঃ লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নিশিখো-পম বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণের বাণ সকল আকাশে উৎপতিত হইবামাত্র মহাতেজা রাবণ বাণগণ দ্বারা সমস্ত নিবারণ করিলেন; হস্তলাঘব প্রদ-র্শন করিয়া, এক বাণে লক্ষ্মণের এক, তিন বাণে তিন ও দশ বাণে দশ বাণ ছেদন করিলেন। শেষে সৌমিত্রিকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধজেতা দশানন রণস্থলে শৈলের ন্যায় দণ্ডায়মান রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই ক্রোধে তাঁহার লোচন সকল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি রাঘবের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণের শরাসননিক্ষিপ্ত শর-ধারা দর্শন করিয়াই রাম সত্বর ভল্ল সকল গ্রহণ, এবং ঐ সকল তীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা আশীবিষসদৃশ মহাভীষণ দীপ্যমান শর সকল ছেদন করিয়া ঐ শরধারা নিবারণ করিলেন। রাবণ রামের

উপর এবং রাম রাবণের উপর শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং উভয়েই অপরাজিত বাণবেগ দ্বারা পরস্পরকে বিক্ষেপণ পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ বিবিধ প্রকার বাম ও দক্ষিণ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন। উগ্রমূর্ত্তি দুই জন শরক্ষেপ পূর্ব্বক এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলে, যম ও অন্তকের ন্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যাবতীয় প্রাণীই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। নিরন্তরনিক্ষিপ্ত শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, আকাশমণ্ডল গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুন্মালামণ্ডিত মেঘজালে সমাচ্ছন্নের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। গৃধ্রপক্ষের ন্যায়, নিবিড়সম্পাতী সুবেশিত তীক্ষ্ণাগ্র মহাবেগ বাণগণ দ্বারা আকাশে যেন গবাক্ষ রচনা করা হইল। সূর্য্যোদয় হইলেও, উভয় বীর যেন দুই মহামেঘের ন্যায় উদিত হইয়া শরজালে আকাশ অন্ধকার করিয়া রাখিলেন। পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষা করিয়া বৃত্রাসুর ও বাসবের ন্যায় উভয়ের এই প্রকার দুর্দ্ধর্ষরূপ অভাবনীয় যুদ্ধ হইতে লাগিল। উভয়েই মহাধনুর্দ্ধারী, উভয়েই যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই অস্ত্রবেত্তাদিগের চূড়ামণি, উভয়ে যুদ্ধ করিয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে যে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই পথেই দুই সাগর হইতে সমুত্থিত বায়ু হইতে তরঙ্গমালার ন্যায় বাণের তরঙ্গ সকল উত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর শরক্ষেপে ব্যস্তহস্ত লোকরাবণ দশানন রামের ললাটে নারাচমালা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজা বীর্য্যবান অচ্ছিন্নধন্বা রামচন্দ্র ভীষণ চাপবিনির্ম্মুক্ত নীলোৎপলদলপ্রভা ঐ নারাচমালা অনায়াসে ললাটে ধারণ করিলেন, অণুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রুদ্রাস্ত্র মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার বিবিধ শরগ্রহণ এবং রাক্ষসরাজের প্রতি ঐ সকল শর নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ঐ শর সকল রাক্ষসরাজের মহামেঘসঙ্কাশ অচ্ছেদ্য কবচের উপর পতিত হইয়া কোনরূপে তাঁহাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে সর্ব্বাস্ত্রকুশল রাম-

চন্দ্র দিব্যাস্ত্র দ্বারা রথস্থ রাবণের ললাট ভেদ করিলেন। রাবণ নিবারণ করিলেও, ঐ শর ললাট ভেদ করিয়া, শ্বসমান পঞ্চশীর্ষ ভুজগের ন্যায়, ভূমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দশানন রামের অস্ত্র প্রতিহত করিয়া, ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, নিরতিশয় ভয়ঙ্কর অন্যতর আসুরাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। অনন্তর মহাতেজা রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সিংহমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, কঙ্ককাকমুখ, গৃধ্রশ্যেনমুখ, শৃগালমুখ, বৃকমুখ, খরমুখ, বরাহমুখ, সিংহমুখ, শ্বানকুক্কুটমুখ, মকরাশীবিষমুখ এবং অন্যান্য ভয়াবহ ব্যাদিতাস্য, লোলহান, নিশিত শরসমূহ মায়াবলে রামের প্রতি মোচন করিতে লাগিলেন। পাবকপ্রতিম রাম উল্লিখিত রূপে আসুরাস্ত্রে সমাবিষ্ট হইয়া, মহোৎসাহসহকারে পাবকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিদীপ্তমুখ, সূর্য্যমুখ, গ্রহনক্ষত্রবর্ণ, মহোল্কামুখ ও বিদ্যুজ্জিহ্বাসদৃশ বিবিধ শর মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের ভয়ংকর শর সকল রামের ঐ সকল অস্ত্রে সমাহত হইয়া, আকাশে লীন হইয়া গেল এবং সহস্র সহস্র বানর তাহাদের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম রাবণের আসুরাস্ত্র বিনষ্ট করিলে, সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপী কপিগণ সকলে হর্ষিত হইয়া, রামকে বেষ্টন করিয়া, শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর, রাম রাবণের বাহুনিঃসৃত উল্লিখিত অস্ত্র বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া, হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং কপীশ্বরগণও আহ্লাদিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।

একাধিকশততম সর্গ।

উল্লিখিত অস্ত্র প্রতিহত হইলে, রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণ রোষাবিষ্ট হইয়া, ক্রোধভরে অন্য অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ঐ মহাদ্যুতি ভয়ংকর অস্ত্র ময়কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। রাবণ উহা রামের

প্রতি বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে, তৎপ্রভাবে তদীয় শরাসন হইতে রাশি রাশি শূল, গদা, মুষল, মুদ্গর, কূটপাশ ও অশনি প্রভৃতি বজ্রসারময় পরমদীপ্তিবিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল প্রলয়-কালীন বায়ুচক্রের ন্যায়, বিনির্গত হইতে লাগিল। পরমাস্ত্রবিদ্-বরিষ্ঠ শ্রীমান্ রাম গান্ধর্ব্বনামক পরমাস্ত্র সহযোগে ঐ অস্ত্র প্রতি-হত করিলেন। মহাত্মা ও মহাতেজস্বী রঘুনন্দন অস্ত্র প্রতিহত করিলে, রাবণ রোষারুণ লোচনে সৌর অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তখন ভীমবেগ ধীমান্ দশগ্রীবের কার্ম্মুক হইতে সুবিশাল ভাস্বর চক্র সকল বিনির্গত এবং দীপ্তিশীল চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পতিত হইয়া, আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিল। রঘুনন্দন শরজাল সন্ধান পূর্ব্বক সেই সকল বিচিত্র আয়ুধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া, দশ বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক রামের মর্ম্ম সকল বিদ্ধ করিলেন। পরমতেজস্বী রাম রাবণের মহাকার্ম্মুক-নিঃসৃত দশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও, বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর সমিতিঞ্জয় রঘুনন্দন নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া, বহুসংখ্য শর সন্ধান পূর্ব্বক রাবণের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এই অবসরে মহাবল বীরনিহন্তা লক্ষ্মণ জাতরোষ হইয়া, সপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি সৌমিত্রি সেই সকল মহা-বেগ শরে রাবণের মনুষ্যশীর্ষ শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলি-লেন। পরে মহাবল শ্রীমান্ রামানুজ অন্য শর প্রয়োগ পুরঃ-সর রাবণের সারথির ভাস্বরকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক হরণ করিলেন। এবং অপর পাঁচ তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার গজকরোপম ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে বিভীষণ আপ্লবনপূর্ব্বক গদাঘাতে রাব-ণের নীলমেঘসদৃশ পর্ব্বতাকৃতি সদশ্ব সকল সংহার করিলেন। অশ্ব হত হইলে, দশানন সবেগে মহারথ হইতে লম্ফ দান পূর্ব্বক অবরোহণ করিয়া, ভ্রাতার প্রতি ভয়ংকর রোষ আচরণ করি-লেন। অনন্তর পরমশক্তিসম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ রাবণ বিভীষণের

উদ্দেশে অশনির ন্যায়, প্রদীপ্ত শক্তি প্রয়োগ করিলে, ঐ শক্তি লক্ষ্যে পতিত না হইতেই, লক্ষ্মণ তিন বাণে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সেই মহারণে বানরগণের তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এবং সেই কাঞ্চনমালিনী শক্তি তিন খণ্ড হইয়া, আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট বিস্ফুলিঙ্গময় প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল।

অনন্তর রাবণ অন্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি অতি বৃহৎ, অমোঘ বলিয়া বিখ্যাত, স্বয়ং কালেরও দুর্বিষহ এবং স্বকীয় তেজে দীপ্যমান। মহাবল দুরাত্মা রাবণ বেগ প্রদান করিলে, দীপ্তাশনিসমপ্রভ পরমতেজস্বিনী ঐ শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং বিভীষণের প্রাণসংশয়দশা উপস্থিত হইল। এই অবসরে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট রক্ষার্থ গমন করিলেন। এবং শরবৃষ্টিসহকারে শক্তিহস্ত রাবণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা সৌমিত্রি শরসমূহ মোচন করিয়া, আচ্ছন্ন ও বিক্রম বিফল করিলে, বিভীষণকে আর প্রহার করিতে রাবণের মন হইল না। তিনি লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ভ্রাতাকে বিমুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন, রে বলশ্লাঘিন্! তুমি আমার হস্তে বিভীষণকে মোচন করিলে। অতএব বিভীষণকে ত্যাগ করিয়া, তোমারই উপর এই শক্তি প্রয়োগ করি। শত্রুর শোণিত গ্রহণ করা এই শক্তির স্বভাব। মদীয় বাহুরূপ পরিঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ইহা তোমার হৃদয় ভেদ ও প্রাণ গ্রহণ করিয়া, গমন করিবে।

দশানন এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সরোষে লক্ষ্মণের উদ্দেশে সেই শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহাতে আটটি ঘণ্টা সংলগ্ন, উহার শব্দ অতি গভীর, ময় উহার নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা শত্রুকুল সংহার করে, কখনো ব্যর্থ হয় না, এবং স্বীয় তেজে সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত। রাবণ উহা নিক্ষেপ করিয়াই, গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বজ্রাশনির ন্যায় শব্দশালিনী ঐ শক্তি ভয়ঙ্কর বেগে

নিক্ষিপ্ত হইয়া সতেজে লক্ষ্মণের উপর নিপতিত হইল। পতন-সময়ে রাম ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি, তুমি হতোদ্যম ও ব্যর্থ হও। দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া, মোচন করিলে, সেই আশীবিষসদৃশী শক্তি শৌর্য্যশালী নির্ভীক লক্ষ্মণের হৃদয়ে আশু মগ্ন হইয়া গেল। এইরূপে উরগরাজের দীপ্যমান মহাদ্যুতি জিহ্বার ন্যায়, উহা মহাবেগে লক্ষ্মণের বিশাল হৃদয়ে নিপতিত হইল। রাবণের বেগে শক্তি সুদূরমগ্ন হওয়াতে, লক্ষ্মণ বিভিন্ন হৃদয়ে পতিত হইলেন।

রাম নিকটে ছিলেন। তদবস্থ লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত তাঁহার মন বিষাদে মগ্ন হইল। তিনি বাষ্প-পর্য্যাকুল লোচনে মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিয়া, প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায়, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। এবং ইহা বিষাদের সময় নহে, চিন্তা করিয়া, রাবণের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া, তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সমরে নিরতিশয় যত্নসহকারে লক্ষ্মণকে পরিদর্শন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, শক্তিভিন্ন হইয়া তিনি সপন্নগ অচলের ন্যায়, হইয়াছেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরাক্ত। বানরগণ যত্ন করিয়াও, মহাবল রাবণের প্রেরিত শক্তি উদ্ধার করিতে পারিল না। যেহেতু রাক্ষসরাজ রাবণ তৎকালে শরসমূহে তাহাদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ঐ শক্তি লক্ষ্মণের কলেবর ভেদ করিয়া, ধরণীতলে প্রবেশ করিয়াছিল। বলবান্ রাম জাতক্রোধ হইয়া, সেই ভয়াবহ শক্তি হস্তদ্বয়ে ধারণ ও আকর্ষণ করিয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি শক্তি নিষ্কর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবল দশানন মর্ম্মভেদী শর সকল তাঁহার সর্ব্বশরীরে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। রাম সে সকল চিন্তা না করিয়াই, লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, তোমরা সকলে লক্ষ্মণকে বেষ্টন করিয়া, অবস্থিতি কর। আমার বহু কালের বাঞ্ছিত

পরাক্রমের কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তোমাদের নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা সকলে এই মুহূর্ত্তেই অচিরাৎ পৃথিবীকে অরাবণ বা অরাম দেখিবে। অদ্য আমি পাপাত্মা ও পাপনিশ্চয় রাবণকে সংহার করিব। ঘর্ম্মান্তে মেঘদর্শন যেমন চাতকের বাঞ্ছিত, আমিও তেমনি বহুকাল হইতে বধ করিবার জন্য রাবণের দর্শন বাঞ্ছা করিয়া আছি। অদ্য যুদ্ধে রাবণকে সংহার করিয়া, রাজ্যনাশ, বনে বাস, দণ্ডককাননে পরিধাবন, জানকীহরণ, রাক্ষসসমাগম, ইত্যাদি ঘোর মহৎ দুঃখ ও নিরয়োপম ক্লেশ সমস্তই পরিহার করিব। আমি যাহার জন্য বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বালীকে মারিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য দিয়াছি এবং সাগর অতিক্রম ও উহাতে সেতু বন্ধন করিয়াছি, অদ্য সেই পাপাত্মা দশগ্রীব চক্ষুর্বিষয়ে আপতিত হইয়াছে। দৃষ্টিবিষ সর্পের দৃষ্টিতে পতিত ব্যক্তির ন্যায় আমার চক্ষুর বিষয়ে উপস্থিত রাবণের আর জীবিত থাকা উচিত হয় না। অথবা, ভুজঙ্গম যেমন গরুড়ের দৃষ্টিতে পতিত হইলে, আর বাঁচিতে পারে না, রাবণও তেমনি আমার দৃষ্টিতে পতিত হইয়া, কোন মতেই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। হে দুর্দ্ধর্ষ বানরশ্রেষ্ঠ সকল! তোমরা পর্ব্বতাগ্রে আসীন হইয়া, আমাদের দুই জনের যুদ্ধ সুখে দর্শন কর। অদ্য সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগসহিত তিন লোক যুদ্ধে রাম আমার রামত্ব অবলোকন করুক। অদ্য আমি এমন কার্য্য করিব, যাবৎ পৃথিবী, তাবৎ দেবতা ও চরাচরের সহিত সমুদায় লোক তাহা কীর্ত্তন করিবে।

রাম এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর সমাহিত হইয়া, তপ্তকাঞ্চনভূষিত শাণিত শরজালে যুদ্ধে দশগ্রীবকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, রাবণ তেমনি নারাচ ও মুষল সকল রামের উপর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে তাঁহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে যে সকল উৎকৃষ্ট শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা-

দের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। তাঁহাদের শর সকল বিচ্ছিন্ন ও বিকীর্ণ হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে প্রজ্বলিত মুখে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। এবং তাঁহাদের সুবিপুল জ্যাতলনির্ঘোষ সর্ব্বভূতের ভয় সমুৎপাদন পূর্ব্বক অদ্ভুত দৃশ্য পরিগ্রহ করিল।

প্রদীপ্তধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রামের শরজাল বৃষ্টিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া, দশগ্রীব ভয়বশতঃ, অনিলাহত বলাহকের ন্যায়, পলায়নপর হইলেন।

— (:) —

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ বলশালী দশানন কর্ত্তৃক শক্তির আঘাতে রুধিরাক্ত কলেবরে সমরে নিপাতিত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, রাম ঐরূপে দুরাত্মা রাবণকে শরজালবিসর্জ্জনপুরঃসর তুমুল যুদ্ধ দান করত সুষেণকে কহিলেন, এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের বীর্য্যবলে ভূপতিত ও সর্পবৎ বিলুণ্ঠিত হইয়া, আমার শোক সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। এই বীরকে শোণিতাক্ত দেখিয়া, আমার আত্মা একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ করি, আমার আর এরূপ ক্ষমতা কোথায়? সমরশ্লাঘী শুভলক্ষণ মদীয় ভ্রাতা এই লক্ষ্মণ যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, আমার প্রাণে ও সুখেই বা প্রয়োজন কি? আহা, দুরাত্মা রাবণ ভ্রাতাকে নিহত এবং মর্ম্মে গুরুতর আঘাত করিয়াছে। তজ্জন্য ইনি দুঃখার্ত্ত হইয়া, বিকৃত স্বরে শব্দ করিতেছেন, দেখিয়া, আমার বীর্য্য সংকুচিত, হস্ত হইতে ধনু ভ্রষ্ট, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাষ্পে আচ্ছন্ন, স্বপ্নদর্শী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ অবসাদভাবাপন্ন, চিন্তা বর্দ্ধিত ও মুমূর্ষু দশা উপনীত হইতেছে।

লক্ষ্মণ রাবণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, এইরূপে রণপাংশুতে বিলু-

ষ্ঠিত হইতেছেন, দেখিয়া, রামের ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল ও নিরতিশয় বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে শূর! অদ্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও, আমার কিছুমাত্র প্রীতি সমুৎপন্ন হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য হইলে, আর কি প্রীতি বিধান করিবেন! লক্ষ্মণ যখন নিহত হইয়া, সংগ্রামশিরে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে? বাঁচিয়া থাকিয়াই বা ফল কি? যুদ্ধকার্য্যই বা কি আছে? আমি বনে আসিলে, এই মহাদ্যুতি আমার অনুগামী হয়েন। অতএব আমিও এক্ষণে ইঁহার সঙ্গে যমভবনে গমন করিব। ইনি আমার নিত্য অভীষ্ট বন্ধুজন এবং নিত্য আমার অনুব্রত। কূটযোধী রাক্ষসেরা ইঁহার ঈদৃশী শোচনীয় দশা বিধান করিল। দেশে দেশে স্ত্রী এবং দেশে দেশে বান্ধব প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখি না, যে দেশে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাইতে পারে। দুর্দ্ধর্ষ লক্ষ্মণ বিনা আমার রাজ্যে লাভ কি? জননী সুমিত্রা স্বভাবতঃ পুত্রপ্রিয়া। আমি তাঁহাকে গিয়া কি বলিব! তিনি ভৎর্সনা করিলে, আমার তাহা সহ্য করিবার শক্তি হইবে না। জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী, মহাবল ভরত ও শত্রুঘ্ন ইঁহাদিগকেই বা কি বলিব? আমি লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব এই স্থানেই আমার মৃত্যু হওয়া ভাল; বন্ধুবিগর্হণ কোন মতেই প্রশস্ত কল্প নহে। আমি পূর্ব্ব জন্মে কোনরূপ দুষ্কৃত অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই পাপে ইহ জন্মে ধার্ম্মিক ভ্রাতা আমার সম্মুখে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। হা ভ্রাতঃ! হা মনুজশ্রেষ্ঠ! হা শূরাগ্রগণ্য! হা প্রভো! আমাকে একাকী ফেলিয়া পরলোকে গমন করিতেছ। আমি বারম্বার বিলাপ করিতেছি, তথাপি আমাকে কি জন্য সম্ভাষণ করিতেছ না; উঠিয়া দেখ, কি জন্য শুইয়া আছ? আমি ব্যাকুল হইয়া

পড়িয়াছি ; আমি পর্ব্বত ও কানন মধ্যে শোকার্ত্ত, শ্রান্ত ও বিষণ্ণ হইলে, তুমি আমায় আশ্বাস প্রদান করিতে।

রাম শোকে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া, এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, উৎকৃষ্ট বাক্যে কহিলেন, হে নরশার্দ্দূল! আপনি ঈদৃশী বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধি ত্যাগ করুন। লক্ষ্মীবৰ্দ্ধন লক্ষ্মণ কখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহাঁর মুখ বিকৃত, নিষ্প্রভ ও শ্যামবর্ণ হয় নাই। প্রত্যুত, উহা সুপ্রভ ও প্রসন্ন রহিয়াছে, দেখুন, ইহাঁর পাণিতলও পদ্মপত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং লোচনযুগলও প্রসন্ন রহিয়াছে। হে বিশাম্পতে! মরিলে, কখনো ঈদৃশ রূপ লক্ষিত হয় না। বীর! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। অরিন্দম! লক্ষ্মণ জীবিত আছেন। ইনি স্রস্ত দেহে ভূমিতলে প্রসুপ্ত হইয়াছেন, বটে, কিন্তু ইহাঁর হৃদয় বারংবার কম্পমান হইয়া, ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে, ইনি জীবিত আছেন।

মহাপ্রাজ্ঞ সুষেণ রামকে এই প্রকার কহিয়া, সমীপস্থ মহাকপি হনুমান্‌কে কহিলেন, সৌম্য! পূর্ব্বে জাম্ববান্ তোমাকে যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি এখান হইতে সত্বর সেই মহোদয় পর্ব্বতে গমন করিয়া, তাহার দক্ষিণ শিখরে সমুদ্ভূত মহৌষধি আনয়ন কর। হে বীর! বীর্য্যশালী লক্ষ্মণের প্রাণ দান জন্য তুমি তথা হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সংজীবকরণী ও সন্ধানীনামক মহৌষধি আনয়ন কর। শ্রীমান্ হনুমান এই প্রকার অভিহিত হইয়া, ঔষধিপর্ব্বতে গমন করিয়া, উল্লিখিত মহৌষধি সকল জানিতে না পারিয়া, চিন্তাযুক্ত হইলেন। অনন্তর অসীমতেজস্বী মারুতি সংকল্প করিলেন, পর্ব্বতের এই শিখর লইয়া গমন করিব। সুষেণ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে অনুমানে বোধ হইতেছে, এই শিখরেই উল্লিখিত সুখাবহ ঔষধি জন্মিয়া থাকে। আমি যদি বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা হইলে, অনর্থক কালক্ষেপবশতঃ দোষ ও আমার অজ্ঞতা প্রভৃতি

প্রকাশিত হইবেক। মহাবল হনুমান্ এই প্রকার চিন্তানন্তর দ্রুতপদে গমন ও পর্ব্বত আসাদন পূর্ব্বক তাহার বিবিধ কুসুমিত পাদপপূর্ণ তটদেশ তিনবার বিশেষরূপে কম্পিত করিলেন। পরে উৎপাটন ও গ্রহণ পূর্ব্বক দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া, নভস্তল হইতে জলপূর্ণ নীল জীমূতের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে উৎপতিত হইলেন। এবং স্বস্থানে সমাগত হইয়া, সেই গিরিশেখর ন্যস্ত করত কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে সুষেণকে কহিলেন, হে হরিপুঙ্গব! আমি সেই ঔষধি চিনিতে পারি নাই। সেই জন্যই পর্ব্বতের সমস্ত শেখর আহরণ করিয়াছি।

হনুমান এই কথা কহিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া, স্বয়ং ঔষধি উৎপাটন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তৎকালে বানরযূথপতিগণ হনুমানের এই দেবদুষ্কর কার্য্য দর্শন করিয়া, সকলেই বিস্মিত হইল। অনন্তর মহাদ্যুতি বানরোত্তম সুষেণ উল্লিখিত মহৌষধি সংক্ষোদিত করিয়া, লক্ষ্মণের নাসিকায় ধারণ করিলেন। পরবীরহন্তা সশল্য লক্ষ্মণ উহা সমাঘ্রাণ করিয়া বিশল্য ও বিগতরোগ হইয়া, তৎক্ষণাৎ মহীতল হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া, বানরেরা নিতান্ত প্রীত হইয়া, সাধু সাধু বলিয়া, তাঁহার প্রতিপূজা করিল।

পরবীরনিহন্তা রাম বাষ্পপর্য্যাকুল লোচনে বারংবার, আইস, বলিয়া, তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন। এবং আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বীর! ভাগ্যক্রমেই তোমাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিলাম। তুমি পঞ্চত্ব পাইলে, আমার প্রাণে সীতায় ও জয়ে কি প্রয়োজন?

মহাত্মা রাম এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহার এবংবিধ শিথিল বাক্যে খিন্ন হইয়া, কহিলেন, হে সত্য-পরাক্রম! পূর্ব্বে তাদৃশী প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে সত্ত্বহীন গৌরবহীন কোন ব্যক্তির ন্যায়, এ প্রকার বলা আপনার উচিত হয় না। সত্যবাদী পুরুষগণ কখনো আপনার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ

করেন না। প্রতিজ্ঞা পালনই মহত্ত্বের লক্ষণ। হে অনঘ! আমার জন্য আপনার নৈরাশ্য অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে। অদ্য রাবণকে বধ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পালন করুন। গর্জ্জনশীল তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সিংহের করগত হস্তীর ন্যায়, আপনার বাণবশীভূত শত্রু প্রাণ লইয়া, ফিরিয়া যাইতে পারে না। আমি শীঘ্রই এই দুরাত্মা রাবণের বধ বাঞ্ছা করি। এমন কি দিবাকর, কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া, অস্ত না যাইতেই ইহাকে বধ করুন। যদি কৃতান্তের ন্যায়, যুদ্ধে রাবণকে বধ, নিজপ্রতিজ্ঞাপালন ও রাজনন্দিনী জানকীলাভে ইচ্ছা থাকে, হে বীর! অদ্যই সত্বর আমার বাক্য রক্ষা করুন।

—

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, পরবীরঘ্ন বীর্য্যবান্ রাম ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক রাবণের উদ্দেশে ঘোরতর শরনিকর সন্ধান ও বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর রাক্ষসপতি দশকন্ধর অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক, রাহু সূর্য্যের ন্যায়, রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং রথে থাকিয়া, মেঘ যেমন ধারাপাতে মহাশৈলকে, তেমনি বজ্রোপম শরসমূহে তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন রামও সমাহিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকপ্রতিম কাঞ্চনভূষিত শরজাল রাবণের উপর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ বলিতে লাগিল, রাম ভূমে থাকিয়া, রথস্থ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা কোন মতেই সুসঙ্গত নহে।

দেবরাজ শ্রীমান্ ইন্দ্র তাহাদের এই বাক্যামৃত শ্রবণে মাতলিকে আহ্বান করিয়া, কহিলেন, তুমি আমার রথ লইয়া শীঘ্র ভূপৃষ্ঠে রঘূত্তম রামের নিকট যাও এবং ইহাতে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া দেবগণের মহোপকার সাধন কর।

দেবসারথি মাতলি এই প্রকার অভিহিত হইয়া, দেব-রাজকে শির প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র! আমি শীঘ্র গমন ও রামের সারথ্য করিব। অনন্তর তিনি হরিতবর্ণ হয়-সমূহে দেবরাজের স্যন্দনোত্তম সংযোজিত করিলেন। ঐ রথ-বর কাঞ্চনচিত্রিতকলেবর, কিঙ্কিণীশতভূষিত, তরুণাদিত্যসন্নিভ, বৈদূর্য্যময়কূবরসমন্বিত, স্বর্ণাভরণভূষিত শ্বেত চামরবিশিষ্ট হেম-জালমণ্ডিত সূর্য্যসমদ্যুতি সুশিক্ষিত অশ্বসমূহে সংযুক্ত, স্বর্ণময় বেণুধ্বজসম্পন্ন এবং পরম শ্রী বিরাজিত। মাতলি দেবরাজের আদেশে ঈদৃশ রথে আরোহণ ও স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অব-তরণ করিয়া, রামের অভিবর্ত্তন করিলেন। এবং রথে থাকিয়া, প্রতোদহস্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি শ্রীমান্ শত্রু-নিবর্হণ মহাসত্ত্ব কাকুৎস্থ! দেবরাজ আপনার বিজয়কামনায় আপনাকে এই রথ প্রদান করিয়াছেন। আর, তিনি নিজের এই সুবৃহৎ ধনু, অগ্নিবর্ণ কবচ, আদিত্যসন্নিভ শরসমূহ এবং বিমলাশিত শক্তিও পাঠাইয়া দিয়াছেন। বীর! আপনি আমার সারথ্যে এই রথে আরোহণ করিয়া, মহেন্দ্র যেমন দানব-দিগকে, তেমনি রাবণকে বিনাশ করুন। মাতলি এই প্রকার কহিলে, রাম স্বীয় শ্রীতে সকল লোক বিরাজমান করিয়া, রথ প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করি-লেন। তখন মহাবাহু রাম ও রাবণের সেই রোমহর্ষণ অদ্ভুত দ্বৈরথযুদ্ধ নিতান্ত প্রতিভাত হইয়া উঠিল। পরমাস্ত্রবিৎ রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা রাবণের গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং দৈব দ্বারা দৈবাস্ত্র প্রতিহত করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ পরম ক্রুদ্ধ হইয়া, পুন-রায় রাক্ষস অস্ত্র বিসর্জ্জন করিলেন। কাঞ্চনভূষিত ঐ সকল শর তদীয় শরাসন হইতে মুক্ত ও মহাবিষ সর্প হইয়া, রামের অভিবর্ত্তন করিল, তাহাদের বদন ব্যাদিত ও প্রদীপ্ত; তাহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি বিনিঃসৃত হইতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে, ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে। বাসুকিসমস্পর্শ ও দীপ্তি-

মান্ ভোগবিশিষ্ট উল্লিখিত মহাবিষ সর্পগণে দিক্ বিদিক্ সমুদায় সমাবৃত হইল। রাম তাহাদিগকে আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া, ভয়াবহ ঘোর গারুড় অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাঁহার ধনুর্ম্মুক্ত শিখিপ্রভ রুক্মপুঙ্খ শর সকল সর্পশক্র গরুড় হইয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর রামের সেই কামরূপ গরুড়রূপ বিশিখ সমস্ত রাবণের ঐ সর্পরূপ মহাবেগ শর সকল সংহার করিল।

অস্ত্র প্রতিহত হইলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর শর বর্ষণ পুরঃসর রামকে অভিবৃষ্ট করিলেন। অনন্তর শরসহস্রে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে অর্দ্দিত করিয়া পুনরায় শরসমূহে মাতলিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে এক বাণে ইন্দ্রের কাঞ্চনকেতু রথ হইতে রথোপস্থে পাতিত করিয়া, পুনরায় শরসমূহ সহায়ে ইন্দ্রের অশ্বদিগকে অভিহত করিলেন। তৎকালে রামকে আর্ত্ত দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ, দানব, সিদ্ধ, পরমর্ষি ও বিভীষণসহিত বানরেন্দ্রগণ সকলেই ব্যথিত ও বিষাদিত হইলেন। ফলতঃ, রামচন্দ্রকে রাবণরাহু গ্রাস করিয়াছে, দেখিয়া প্রজাগণের অহিতকর বুধ প্রজাপতিদৈবত নক্ষত্ররূপ শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিয়া রহিল। ঊর্ম্মি সকল ধূমপরিবৃত হওয়াতে, সাগর যেন প্রজ্বলিত হইয়া, ক্রোধভরে দিবাকরকে স্পর্শ করত যেন উৎপতিত হইল। ভাস্করের বর্ণ শস্ত্রবৎ কৃষ্ণ, মূর্ত্তি অতীব পরুষভাবাপন্ন ও রশ্মি মন্দ হইয়া উঠিল। এবং তদীয় অঙ্কে কবন্ধ ও তাহার সহিত ধূমকেতুযোগ সংঘটিত হইল। কোশলগণের জন্মনক্ষত্র ইন্দ্রাগ্নিদৈবত বিশাখকে আহত করিয়া অঙ্গারক অম্বরবিভাগে বিরাজমান হইল।

তৎকালে দশমুখ, দশগ্রীবা ও দ্বিদশবাহুবিশিষ্ট রাবণ শরাসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক, মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায়, দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তৎকর্ত্তৃক নিরস্যমান হইয়া, রণস্থলে শরসন্ধান করিতে রামের আর ক্ষমতা রহিল না। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া,

সংরক্ত লোচনে ভ্রূকুটিবন্ধন পূর্ব্বক পরে রাক্ষসদিগকে নিতান্ত দগ্ধ করত মহাক্রোধান্বিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল সন্দর্শন করিয়া সর্ব্বভূত বিত্রাসিত, মেদিনী প্রকম্পিত, সিংহশার্দ্দূলসম্পন্ন পর্ব্বত পাদপ সহিত বিচলিত ও সরিৎপতি সমুদ্র অতীব ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। এবং পরুষনিস্বন ঔৎপাতিক মেঘ সকল খরনির্ঘোষে গর্জ্জন করিতে করিতে, সমন্তাৎ পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে রামকে অতিমাত্র ক্রোধসম্পন্ন ও দারুণ উৎপাত সকল সন্দর্শন করিয়া, ভূতমাত্রেই মহাভীত ও রাবণেরও শঙ্কা উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়ে বিবিধ প্রহরণসহায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, দৈত্য, গরুত্মান্ ও অন্যান্য খেচরগণ সকলে বিমান আরোহণে তাঁহাদের সেই প্রলয়কল্প যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তৎকালে সুর ও অসুরগণ পরস্পর বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই মহাযুদ্ধ দর্শন করত ভক্তি ও হর্ষসহকারে বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ সমবস্থানপূর্ব্বক রাবণকে কহিল, তোমার জয় হউক এবং দেবতারা রামকে উদ্দেশ করিয়া, বারংবার তাঁহার জয় হউক, বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই অবসরে দুরাত্মা রাবণ জাতক্রোধ হইয়া রামকে মহাপ্রহরণ প্রহার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং রোষে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, শূল গ্রহণ করিলেন। ঐ শূল বজ্রসার, মহানাদ, সর্ব্বশত্রুনিবর্হণ, শৈলশৃঙ্গসদৃশ কূটপরম্পরায় মন ও নয়নের ভয়াবহ, তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট, যেন ধূমের সহিত বর্ত্তমান, যুগান্তাগ্নিচয়সদৃশ, অতিমাত্র রৌদ্রভাবাপন্ন, কালেরও দুরাসদ ও অনাসাদ্য এবং ভূতমাত্রেরই ত্রাসজনক ও ভেদকারক। বীর্য্যবান্ দশানন অনেকানীকসংখ্য সমরশূর রাক্ষসগণে পরিবারিত ও পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও সমুদ্যত করিয়া, স্বীয় সৈন্যদিগকে অতিমাত্র হর্ষিত করত সংরক্তনয়নে ভৈরব রবে গর্জ্জন করিতে

আরম্ভ করিলেন। অতিকায় দুরাত্মা রাবণের সেই দারুণ শব্দে দিক, বিদিক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অতিমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিল। এবং ভূতমাত্রেই শঙ্কিত ও সাগর সকল ক্ষুব্ধভাবাপন্ন হইল। মহাবীর্য্য রাবণ সেই মহৎ শূল গ্রহণ করিয়া, অতীব গভীর গর্জ্জন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রামকে পরুষ বাক্যে কহিলেন, রাম! আমি এই বজ্রসারময় শূল রোষভরে তোর উদ্দেশে উদ্যত করিলাম। ইহা লক্ষ্মণের সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিবে। রে রণশ্লাঘিন্! যে সকল শূর রাক্ষস চমূমুখে নিহত হইয়াছে, তোকে নিহত করিয়া, তাহাদের শোক নিবারণ করিব। রাম! এক্ষণে দাঁড়া, এই আমি শূল প্রহারে তোরে নিহত করিতেছি। এই বলিয়াই তিনি শূল নিক্ষেপ করিলেন। অষ্টঘণ্টাবিশিষ্ট বিদ্যুন্মালাসমাকুল ঐ শূল তদীয় করমুক্ত ও আকাশগত হইয়া বিরাজমান হইল। রাম সেই প্রজ্ব-লিত ঘোরদর্শন শূল সন্দর্শন পূর্ব্বক ধনু আকর্ষণ করিয়া, শর-জাল মোচন করিলেন। এবং দেবরাজ যেমন জলরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক উৎপতমান প্রলয়াগ্নি নিবারণ করেন, তিনিও তেমনি বাণ-পরম্পরাপ্রয়োগপুরঃসর উহার নিবারণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু প্রজ্বলিত পাবক যেমন পতঙ্গদিগকে, ঐ মহাশূল তেমনি রাম-কার্ম্মুকনিঃসৃত তৎসমস্ত শরকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ঐ সকল শর অন্তরীক্ষে শূল সংস্পর্শে চূর্ণিত ও ভস্ম-সাৎ হইতে দেখিয়া, রাম জাতক্রোধ হইলেন। এবং অতিমাত্র রোষভরে মাতলিকর্তৃক আনীত বাসবসম্মত শক্তি গ্রহণ করি-লেন। ঘণ্টাকৃতস্বনা এই শক্তি বলবান্ রাম কর্তৃক উত্তোলিত হইয়া, যুগান্তকালীন প্রভাশালিনী উল্কার ন্যায়, নভোমণ্ডল প্রজ্ব-লিত করিল। এবং ক্ষিপ্তমাত্র রাবণের শূলে পতিত হইল। অনন্তর শক্তির আঘাতে ঐ মহাশূল ভগ্ন ও নিষ্প্রভ হইয়া, ধরা-তল আশ্রয় করিল। তখন রাম মহাবেগবিশিষ্ট শব্দায়মান অজিহ্মগ শরসমূহে রাবণের মনোজব অশ্বদিগকে নিহত করিয়া,

পুনরায় পরমায়ত্ত হইয়া, নিশিত বাণজালে তাঁহার উরস্থল ও তিন শরে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বশরীর শরবিদ্ধ ও রুধিরস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে, রাক্ষসরাজ দশগ্রীব প্রফুল্ল অশোকবৎ শোভমান হইলেন। এবং যুগপৎ অতিমাত্র খিন্ন ও ক্রোধের বশতাপন্ন হইলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

সমরশ্লাঘী রাবণ রামের ঐ প্রহারে নিরতি অর্দ্দিত হইয়া, মহাক্রোধ সমুপাগত হইলেন। অমর্ষবশে তাঁহার লোচনযুগল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি শরাসন সমুদ্যত করিয়া, নিরতি ক্রোধে রামের অভিধাবন করিলেন। মেঘ যেমন আকাশ হইতে ধারাপাতসহায়ে তড়াগ পূরণ করে, তিনি তেমনি শরসহস্রে রামকে আচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু রাম রাবণের শরাসনমুক্ত শরজালে পরিপূর্ণ হইয়া, অপ্রকম্প্য মহাগিরির ন্যায়, বিচলিত হইলেন না। প্রত্যুত তিনি সমরে অবস্থান পূর্ব্বক শরজাল বিস্তার করিয়া, সূর্য্যের গভস্তির ন্যায়, রাবণের শর সকল নিবারণ করত প্রতিগ্রহ করিলেন।

অনন্তর নিশাচর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষিপ্রহস্তে মহাত্মা রামের উরস্থলে শরসহস্রের আঘাত করিলেন। তাহাতে রাম শোণিতে সমাদিগ্ধ হইয়া, অরণ্যমধ্যে বিরাজমান কুসুমভূষিত সুবিশাল কিংশুক পাদপের ন্যায়, শোভমান হইলেন। অনন্তর পরমতেজস্বী রাম শরপ্রহারে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, যুগান্তকালীন ভাস্করসমদ্যুতি সায়ক সকল গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া, রণস্থলে শরান্ধকারের প্রাদুর্ভাববশতঃ পরস্পরের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

পরে দশরথনন্দন রাম ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া, মহাস্য আস্যে পরুষ বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে রাক্ষসাধম! যেহেতু তুই অবিবেকবশতঃ জনস্থান হইতে আমার ভার্য্যাকে বিবশ অবস্থায় হরণ করিয়াছিস্, সেইহেতু তুই শীঘ্রই আমার ক্রোধে বিনষ্ট হইবি। আমি ছাড়িয়া গেলে, তুই সেই মহাবনচারিণী জনকনন্দিনীকে ব্যাকুল অবস্থায় বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া, আপনাকে শূর বলিয়া মনে করিয়াছিস্। অনাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রতিই তুই শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকিস্। এবং পরদারহরণরূপ কাপুরুষকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনাকে তোর শূর বলিয়া মনে হয়। তোর মর্য্যাদাজ্ঞান নাই, লজ্জা নাই, এবং সচ্চরিত্রেরও লেশ নাই। দর্পবশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও, আপনাকে শূর বলিয়া তোর জ্ঞান হইতেছে। সাক্ষাৎ কুবেরের ভ্রাতা, শৌর্য্যশালী ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া, তুই পরমযশস্কর শ্লাঘনীয় মহৎ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিস্। তুই আত্মগর্ব্বে অভিভূত হইয়া, এইরূপে যে গর্হিত ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অদ্য তাহার সুমহৎ ফলপ্রাপ্ত হইবে দুর্মতে। আপনাকে শূর বলিয়া, তোর জ্ঞান আছে। কিন্তু চোরের ন্যায়, সীতাকে হরণ করিয়া, তোর লজ্জা হইতেছে না। যদি সীতাকে আমার সান্নিধ্যে বলপূর্ব্বক ধর্ষণা করিতিস্, তাহা হইলে, আমার সায়কে নিহত হইয়া, তোকে ভ্রাতা খরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত। রে দুরাত্মন্! অদ্য ভাগ্যবশেই আমার দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইয়াছিস্। অদ্য সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহের আঘাতে তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। অদ্য তোর প্রজ্বলিতকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক আমার শরসমূহে ছিন্ন হইয়া, রণপাংশুতে বিকীর্ণ হইলে, ক্রব্যাদগণ তাহা আকর্ষণ করিবে। রে দশানন! তুই পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইলে গৃধ্রগণ তোর বক্ষস্থলে পড়িয়া, তৃষ্ণাবশতঃ শরশল্যের ছিদ্রমুখে সমুত্থিত রুধির পান করিবে। অদ্য আমার শরপরম্পরায় ছিন্ন ভিন্ন ও

গতাসু হইয়া, পতিত হইলে, গরুড় সর্পের ন্যায়, পক্ষিগণ তোর অন্ত্রসমূহ কর্ষণ করিবে।

শত্রুনিবর্হণ বীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে সমীপস্থিত রাক্ষসপতিকে শরবৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে শত্রুবধলিপ্সু রামচন্দ্রের বল, বীর্য্য, হর্ষ ও অস্ত্রবল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সমুদায় দেবতাই তাঁহার সান্নিধ্যে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তদ্দর্শনে নিরতিশয়হর্ষবশতঃ তিনি অতিমাত্র লঘুহস্ত হইলেন এবং এই সকল আত্মগত শুভচিহ্ন দর্শনে পুনরায় রাবণকে অর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। বানরগণের পাষাণসমূহ ও রামের শরবর্ষণ, এই উভয়ে হন্যমান হইয়া, রাবণের হৃদয় ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। অনন্তর অন্তরাত্মা একান্ত বিহ্বল হইলে, তিনি যখন শস্ত্রপ্রয়োগ, ধনুরাকর্ষণ ও বীর্য্যপ্রকাশে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন,তখন রাম আর তাঁহার সংহারে যত্ন করিলেন না। কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে ক্ষিপ্রহস্ততা সহকারে যে সকল শর ও শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত রাবণের মৃত্যুসাধনে প্রবর্ত্তিত হইল। তদীয় রথনেতা সারথি তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া অসম্ভ্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার রথ রণস্থল হইতে ধীরে ধীরে অপবাহিত করিল। এইরূপে সারথি রাজা দশাননকে নিরস্তবীর্য্য ও পতিত নিরীক্ষণ করিয়া, জলদনিস্বন ভীষণ রথ সবেগে অপবাহিত ও সভয়ে রণস্থল হইতে বিনির্গমন করিল।

—০:০—

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর মোহের অবসান হইলে, রাজা রাবণ অজ্ঞানপ্রযুক্ত নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও কালবলপ্রেরিত হইয়া, রোষারুণ লোচনে সারথিকে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমাকে বীর্য্যহীন, শক্তিহীন, পৌরুষহীন, সাহসহীন, গৌরবহীন, সত্ত্বহীন, তেজোহীন, মায়াহীন ও অস্ত্রহীনের ন্যায়, জ্ঞান করত অবজ্ঞা করিয়া,

নিজের বুদ্ধিতে কার্য্য করিতেছিস্। তুই কি জন্য আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ও আমার অভিপ্রায় না জানিয়া, শত্রুর সমক্ষে আমার রথ অপবাহিত করিলি! রে অনার্য্য! তুই আজি আমার বহুকালের উপার্জ্জিত যশ, তেজ, বীর্য্য ও প্রত্যয় বিনাশ করিলি? যাহাকে বিক্রম দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাদৃশ প্রখ্যাতবীর্য্য শত্রুর সমক্ষে যুদ্ধলুব্ধ আমাকে তুই কাপুরুষ করিলি? রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই মোহবশতঃ কোন প্রকারেই আমার রথ শত্রুর সম্মুখে লইয়া যাইতেছিস না, সেইহেতু আমার সত্যই প্রতীতি হইতেছে যে, শত্রু কর্তৃক তুই উপস্কৃত হইয়াছিস। তুই এই যে কার্য্য করিলি, হিতৈষী সুহৃদেরা এরূপ করেন না। এই কার্য্য শত্রুরই উপযুক্ত। যদি চিরকাল আমার অন্নে ও আশ্রয়ে পালিত হইয়া থাকিস্ এবং যদি তোর আমার কৃত উপকার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে, শত্রু উপস্থিত না হইতেই, শীঘ্র রথ ফিরাইয়া লইয়া চল্।

বুদ্ধিহীন রাবণ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, হিতবুদ্ধি সারথি সানুনয় ও হিত বাক্যে কহিল, আমি ভীত বা মোহিত, কিংবা শত্রু কর্তৃক উপজপ্ত, অথবা প্রমাদগ্রস্ত, কিংবা স্নেহবর্জ্জিত অথবা আপনার কৃত উপকার সকল বিস্মৃত হই নাই। আপনার জীবন রক্ষা হইলে, আমার ও আপনার উভয়েরই যশ রক্ষা পাইবে। এই নিমিত্ত হিতকামনাবশংবদ হইয়া, আমি স্নেহপ্রসন্ন হৃদয়ে, হিত হইবে ভাবিয়াই, আপনার এই অপ্রিয় করিয়াছি। অতএব মহারাজ! প্রিয়হিতনিরত আমাকে নিতান্ত নীচ ও অবিমৃশ্যকারীর ন্যায়, এবিষয়ে দোষী করিবেন না। সমুদ্রসলিল যেমন নদীবেগ নিবারিত করে, যে কারণে আমি তেমনি আপনার রথ নিবর্ত্তিত করিয়াছি, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি গুরুতর যুদ্ধ করিয়া, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, জানিতে পারিলাম। শত্রু অপেক্ষাও আপনার উৎকর্ষ ও বীর্য্যকার্য্যেও সৌমুখ্য নাই,

বুঝিতে পারিলাম। সংগ্রামে অনবরত রথ বহন করিয়া, অশ্ব সকলও বর্ষহত গোযূথের ন্যায় খিন্ন, দীনভাবাপন্ন ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন, যে ভূরি ভূরি নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছিল, তৎসমস্তও আমাদের অপ্রতিকূল, লক্ষ্য করিলাম। দেশকাল, শুভাশুভ নিমিত্ত, মুখপ্রসাদ ও বৈবর্ণ্যাদি বিবিধ চেষ্টা, অনুৎসাহ, হর্ষ, খেদ, রথীর বলাবল, সম বিষম ও নিম্ন স্থল ইত্যাদি ভূবিবরণ, যুদ্ধকাল, শত্রুপক্ষের ছিদ্রদর্শন, উপযান, অপযান, স্থান, প্রত্যপসর্পণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় রথস্থ সারথির জানা কর্ত্তব্য। আপনার বিশ্রামহেতু ও অশ্বগণের ভয়ানক শ্রান্তি বিনোদনজন্যই আমি উচিতবোধে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। নতুবা, হে বীর! আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, রথ অপবাহিত করি নাই। আমি এই যে কার্য্য করিয়াছি, ভর্তৃস্নেহে ব্যাকুল হইয়াই করিয়াছি। হে অরিনিসূদন! এক্ষণে আজ্ঞা করুন, যাহা বলিবেন, আমি অনন্য চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।

রাবণ সারথির এই বাক্যে সন্তুষ্ট ও যুদ্ধলুব্ধ হইয়া, তাহার বহুবিধ প্রশংসাপূর্ব্বক কহিলেন, সূত! অধুনা শীঘ্র রামের অভিমুখে রথ লইয়া চল। সমরে রিপুহত্যা না করিয়া, রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হইবে না। রাজা রাবণ এই কথা বলিয়া হর্ষভরে সারথিকে এক উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। সারথিও রাবণের আদেশে প্রতিনিবৃত্ত ও তদীয় বাক্যে প্রেরিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বদিগকে চালনা করিল। তখন রাবণের মহারথ ক্ষণমধ্যেই সংগ্রামে রামের অভিমুখে সমাগত হইল।

—:•:—

ষড়ধিক শততম সর্গ

রাম সমরে পরিশ্রান্তের ন্যায়, চিন্তাক্রান্ত হইয়া অবস্থিত আছেন এবং রাবণ যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ও সম্মুখীন হইয়াছেন, দর্শন

করিয়া ভগবান্ অগস্ত্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ দেখিবার জন্য অভ্যাগত হইলেন এবং উপাগত হইয়া রামকে কহিলেন, মহাবাহু বৎস রাম! যাহার প্রভাবে সমরে সকল শত্রু জয় করিবে, সেই সনাতন গুহ্য স্তোত্র শ্রবণ কর। ঐ স্তোত্রের নাম আদিত্যহৃদয়। উহা পরম পবিত্র, সর্ব্বশত্রু-বিনাশন, জয়াবহ, নিত্য, অক্ষয়, পরমমঙ্গলময়, যাবতীয় মঙ্গলস্বরূপেরও মঙ্গলপ্রদ, সকল পাপ সকল চিন্তা ও সকল শোকের প্রশমন এবং আয়ুবৃদ্ধি করে। এই আদিত্যহৃদয় সর্ব্বদা জপ করিতে হইবে। যিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহায়ে নানাপ্রকার জ্ঞানরূপ রশ্মিশালী, যিনি লোকদিগকে কার্য্য সকলে প্রবর্ত্তিত করেন, কি সাত্ত্বিক, কি রাজস ও তামস, সকল বৃত্তিস্থ ব্যক্তিগণই যাঁহাকে সাক্ষিচৈতন্য ভাবে নিত্য উপাসনা করে। যিনি বিশিষ্টরূপ বস্তুবিশিষ্ট, যিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়ের প্রকটন করেন এবং যিনি মূলাধারাদি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যোগাধার ভূমি সকলের অধিষ্ঠাতা, তুমি সেই সূর্য্যরূপী ব্রহ্মকে পূজা কর। ইনিই সর্ব্বদেবময়, তেজস্বী ও রশ্মিভাবন। ইনিই রশ্মি দ্বারা দেবাসুরগণ ও তাঁহাদের লোক সকল পালন করেন। ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি। ইনিই মহেন্দ্র, ধনদ, কাল, যম, সোম ও বরুণ। ইনিই অষ্টবসু, সাধ্য ও পিতৃগণ। ইনিই অশ্বিনীকুমার, মরুৎ ও মনু। ইনিই বায়ু, বহ্নি, প্রজা, প্রাণ, ঋতুকর্ত্তা ও প্রভাকর। ইনিই আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, খগ, পূষা ও গভস্তিমান্। ইনিই সুবর্ণসদৃশ, ভানু, হিরণ্যরেতা ও দিবাকর। ইনিই হরিদশ্ব, সহস্রার্চ্চি, সপ্তসপ্তি ও মরীচিমান্। ইনিই তিমিরোন্মথন, শম্ভু, ত্বষ্টা, মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান। ইনিই হিরণ্যগর্ভ, অদিতির পুত্র, শঙ্খ ও শিশিরনাশন। ইনিই ব্যোমনাথ ও তমোভেদী এবং ঋগ্ যজু ও সামপারগ। ইনিই সকল কর্ম্মফলদানরূপ বৃষ্টির হেতু, সাত্ত্বিকগণের উপকর্ত্তা ও দুর্গম পঞ্চদুর্গে ব্রহ্মনাড়ীমার্গে শীঘ্র গমন করেন। ইনি আতপী ও কিরণমালী, এবং

সকলের মৃত্যু সম্পাদন, পিঙ্গলানাড়ীর প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক কর্ম্ম-মার্গ প্রবর্ত্তন ও সকলের সংহার করেন। ইনি সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বরূপ, মহাতেজঃস্বরূপ, সকলের রঞ্জক ও সর্ব্বভবোদ্ভব। ইনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি, বিশ্বসংসারের উদ্ভাবন ও তেজঃ পদার্থগণেরও তেজঃসম্পাদক। হে দ্বাদশাত্মন! তোমাকে নমস্কার। পূর্ব্ব পর্ব্বতকে নমস্কার। পশ্চিম পর্ব্বতকে নমস্কার। হে সহস্রাংশু! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি জ্যোতির্গণের পতি ও দিনাধিপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি জয়, জয়ভদ্র ও হর্য্যশ্ব, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি আদিত্য, তোমাকে বারবার নমস্কার। তুমি উগ্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি বীর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সারঙ্গ, তোমাকে বারবার নমস্কার। তুমি হৃৎপদ্মের প্রবোধক, তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রচণ্ড, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম, ঈশান ও অচ্যুতের নিয়ন্তা। তুমি সুর ও আদিত্যবর্চ্চা। তুমি ভাস্বান্, সর্ব্বভক্ষ ও রৌদ্রবপু, তোমাকে নমস্কার। তুমি তমোঘ্ন, হিমঘ্ন শত্রুঘ্ন, কৃতঘ্নঘ্ন, অমিতাত্মা, দেব ও জ্যোতিঃ সমূহের পতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি সুবর্ণ সদৃশ, হরি, বিশ্বকর্ম্মা, তমোভিনিঘ্ন, রুচি ও সকল লোকের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার।

হে রাম! ইনি সকল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠাতা, সকল ভূতের সৃষ্টি ও প্রলয় কর্ত্তা এবং গভস্তি দ্বারা বর্ষণ, তপন ও শোষণ করেন। ইনি অন্তর্যামী রূপে ভূতমাত্রেই বিরাজমান ও যখন সকলে সুপ্ত হয়, জাগিয়া থাকেন। ইনিই অগ্নিহোত্র ও তাহার ফল। ইনিই যজ্ঞ, যজ্ঞ দেবতা ও যজ্ঞফল। সমস্ত লোকের যাবতীয় কার্য্যেই ইনি পরম প্রভু। আপদে, কৃচ্ছ্রে, কান্তারে ও ভয়ে ইঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে, কোন ব্যক্তিই অবসন্ন হয় না। অতএব আপনি একাগ্র হইয়া, এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা করুন। এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র ত্রিগুণিত জপ করিলে, আপনি সকল যুদ্ধেই বিজয়ী হইবেন। এবং এইক্ষণে রাবণকেও সংহার

করিবেন। এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া, পরমতেজস্বী রাম বিগতশোক ও অতিমাত্র প্রীত হইয়া, প্রযত্নচিত্তে এই আদিত্যহৃদয় ধারণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ রাম শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিয়া, সবিশেষ পর্য্যালোচনা সহকারে আদিত্যহৃদয় জপ করত হর্ষিত হইলেন এবং রাবণকে জয়লাভকামনায় প্রাতঃকালে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার সংহারে ব্যাপৃত হইলেন। রামকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, রাবণের মৃত্যু জানিতে পারিয়া, ভগবান্ ভাস্কর পরমহর্ষিত হইয়া আহ্লাদিত চিত্তে সুরগণের মধ্যে থাকিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আর বিলম্ব করিও না।

সপ্তাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর সারথি সহর্ষে রাবণের রথ সত্বর চালনা করিল। ঐ রথ শত্রুসৈন্যের লোমাঞ্চকর, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আশ্চর্য্যদর্শন, অত্যুন্নতপতাকাসম্পন্ন, বিবিধ গুণবিশিষ্ট হেমমালাসমলঙ্কৃত অশ্বসমূহে সংযুক্ত, নানাপ্রকার যুদ্ধসামগ্রীতে পরিপূর্ণ, পতাকাযুক্ত ধ্বজমালায় বিরাজমান, পরসৈন্যের বিনাশন ও নিজসৈন্যের আহ্লাদজনক এবং আকাশকে যেন গ্রাস ও বসুন্ধরাকে শব্দপূর্ণ করিতেছে। রাম সহসা অবলোকন করিলেন, রাবণের রথ আগমন করিতেছে। উহার শব্দ অতি গভীর, ধ্বজ অতি বৃহৎ, দ্যুতি অতি প্রচণ্ড ও অশ্ব সকল কৃষ্ণবর্ণ। উহা তড়িৎসম পতাকায় আচ্ছন্ন এবং ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ আয়ুধ সকল উহাতে দৃশ্যমান হওয়াতে, উহা সূর্য্যসমতেজস্বী বিমানের ন্যায়, আকাশে দীপ্যমান হইতেছে। মেঘ যেমন ধারাসার বর্ষণ করে, উহাও তেমনি শরধারা বিমোচন করিতেছে।

রাম রিপুর ঐ মেঘসঙ্কাশ রথ আসিতে দেখিয়া বজ্রের অভিঘাতে বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বতের সদৃশ শব্দ বিশিষ্ট, বালচন্দ্রের ন্যায় আনত শরাসন সবেগে বিস্ফারণ পূর্ব্বক দেবরাজসারথিকে কহিলেন, মাতলি! অবলোকন কর, রিপুর রথ ঐ মহাবেগে আগমন করিতেছে। রাবণ যেরূপ নিরতিশয় বেগ সহকারে পুনরায় অপসব্যে পতিত হইতেছে, তাহাতে, যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। অতএব সাবধান হইয়া, শক্ররথের প্রত্যুদ্গমন কর। বায়ু যেমন সমুদিত মেঘকে বিনষ্ট করে, আমারও তেমনি রাবণবধের অভিলাষ হইতেছে। তুমি নিক্লব বিসর্জ্জন, সম্ভ্রম বর্জ্জন, অব্যগ্রহৃদয়ে সবিশেষ পরিদর্শন ও রশ্মিসঞ্চার নিয়মন পূর্ব্বক, দ্রুতবেগে রথ চালিত কর। তুমি ইন্দ্ররথের যোগ্য সারথি। তোমাকে বিশেষ কিছু শিখাইতে হইবে না। তথাপি, আমি যুদ্ধাভিলাষী ও একাগ্র হইয়া, তোমাকে তোমার নিজের স্বাভাবিক সামর্থ স্মরণ করাইতেছি, শিক্ষা দিতেছি না।

সুরসারথিসত্তম মাতলি শ্রীরামের এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, রথ চালাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি রাবণের মহারথকে প্রদক্ষিণ করত চক্রসমুদ্ভূত ধূলিপটলে তাঁহাকে কম্পিত করিলেন। তখন দশানন জাতক্রোধ হইয়া, তাম্র বিস্ফুরিত লোচনে শরজাল বিস্তার করিয়া, রথারোহণে সম্মুখসমাগত রামকে বিশেষরূপে অবধূত করিলেন। রাম তদীয় ধর্ষণা সহিতে না পারিয়া, যুগপৎ ধৈর্য্য ও রোষ আশ্রয় করিয়া, নিরতিবেগবিশিষ্ট ঐন্দ্র ধনু এবং সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ নিরতিবেগশীল শর সকল গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর পরস্পর সংহার কামনায় পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া, দর্পিত সিংহযুগলের ন্যায়, মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে রাবণের ক্ষয়াভিলাষী দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ এই দ্বৈরথযুদ্ধ দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। রোমহর্ষণ দারুণ

উৎপাত সকলও প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সকল উৎপাত রাবণের বিনাশ ও রামের অভ্যুদয় সূচক। দেবতা রাবণের রথের উপরে রুধির বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বায়ু মণ্ডলাকারে তীব্র বেগে অপসব্য পরিক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। রাবণের রথ যে যে মার্গে গমন করে, সেই সেই পথেই আকাশে ভূরি ভূরি গৃধ্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। লঙ্কানগরী দিবসেও জপাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণা সন্ধ্যায় আবৃতা হইয়া, নিতান্ত প্রদীপ্তার ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিল। অনর্থসূচক মহোল্কা সকল নির্ঘাতসহিত উচ্চৈঃশব্দে রাক্ষসদিগকে বিষাদিত করিয়া, রাবণের সম্মুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল। রাবণ যেখানে, সেইখানেরই ভূমি কম্পিত হইয়া উঠিল। রাক্ষসেরা প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের বাহু কে যেন ধরিয়া রাখিল। তাম্র, পীত, সিত ও শ্বেতবর্ণ সূর্য্যরশ্মিসমূহ, পর্ব্বতের ধাতু ধারার ন্যায়, রাবণের সম্মুখে পতিত ও দৃশ্যমান হইতে লাগিল। অশিব শিবা সকল গৃধ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, বদনবিবর সংযোগে হুতাশন উদ্গিরণ পুরঃসর রাবণের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, সদম্ভে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু ধূলিজাল সমুৎকিরণ করিয়া, প্রতিকূলে প্রবাহিত হইল। তাহাতে রাক্ষসরাজের দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল। দশাননের সেনামণ্ডলীর চারি দিকেই বিনা মেঘে দুর্বিষহ স্বরে ঘোর ইন্দ্রাশনি সকল পতিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি পাংশুবৃষ্টি হইয়া, দিক বিদিক্ সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নভোমণ্ডল অদৃশ্য প্রায় হইল। শারিকা সকল দারুণ স্বরে দুর্দ্ধর্ষ দারুণ কলহ করিতে করিতে, শত শত সংখ্যায় রাবণের রথে পতিত হইতে লাগিল। দশাননের তুরগ সকল জঘনযোগে স্ফুলিঙ্গ ও নেত্রযোগে অশ্রু, এইরূপে অগ্নি ও জল তুল্যরূপে মোচন করিতে আরম্ভ করিল। ইত্যাকার নানাপ্রকার প্রতিভয়াকার দারুণ উৎপাত সকল রাবণের বিনাশজন্য প্রাদুর্ভূত হইল। এদিকে বিবিধ সৌম্য ও মঙ্গলময় নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রীরামের

জয় সূচনা করিয়া, সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ রামের বিজয়-শংসী পরম শান্তিময় নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, পরমহর্ষাবিষ্ট হইয়া, রাবণকে হত বলিয়া মনে করিলেন।

অনন্তর নিমিত্তকোবিদ রাম রণে উল্লিখিত আত্মসংক্রান্ত নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, পরম নির্বৃতি ও হর্ষলাভ এবং সমধিক বিক্রম অবলম্বন করিলেন।

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর রাম ও রাবণের সর্ব্বলোকভয়াবহ অনেকদিনব্যাপী দ্বৈরথযুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইল। ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষই এককালে সরলতা ত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধ দর্শন করিয়া, রাক্ষস ও বানর উভয় সৈন্যই শরাসনহস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। এবং তাঁহাদের উভয়কে সম্যক্ প্রকারে যুদ্ধারম্ভে প্রবৃত্ত দেখিয়া, সকলেরই হৃদয় ব্যাক্ষিপ্ত ও নিরতিবিস্ময় সমাগত হইল। তাহারা নানা প্রহরণ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যগ্রহস্তে ছিল। কিন্তু এই সকল দেখিয়া, বিস্মিতচিত্ত হইয়া রহিল। পরস্পরকে আর আক্রমণ করিল না। ফলতঃ, রাক্ষস ও বানর উভয় সৈন্য বিস্মিতনেত্রে রাম রাবণ উভয়কে দর্শন করিয়া, চিত্রিতের ন্যায়, হইয়া রহিল। এদিকে রাম রাবণ উভয়ে উল্লিখিত নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, কৃতবুদ্ধি ও স্থিরামর্ষ হইয়া, অভীতবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে রাম, জয় করিব, এই আশয়ে এবং রাবণ, মরিব, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, যুদ্ধে স্ববীর্য্যসর্ব্বস্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান দশগ্রীব শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক রাঘবের রথস্থিত ধ্বজ উদ্দেশ করিয়া, মোচন করিলেন। কিন্তু সে সকল শর রথধ্বজকে প্রাপ্ত না হইয়া, রথশক্তি পরামর্ষণ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন রামও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক মনে মনে কৃতপ্রতিকারের

উপক্রম করিয়া, রাবণের ধ্বজলক্ষ্যে মহাসর্পের ন্যায়, অসহ্য ও স্বীয় তেজে জ্বলমান নিশিত শর মোচন করিলেন। সেই তেজস্বী রাম কেতু উদ্দেশ করিয়া, ঐ যে শরক্ষেপণ করিলেন, উহা রাবণের ধ্বজভেদ করিয়া, পৃথিবীতে গমন করিল। তখন দশাননের রথধ্বজ ছিন্ন হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। নিরতিশয় মহাবল রাবণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অমর্ষবশে যেন দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি রোষবশ ও শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রদীপ্ত সায়কসমূহে রামের অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু স্বর্গীয় অশ্বেরা তাহাতে স্খলিত বা ভ্রান্ত হইল না। প্রত্যুত, যেন পদ্মনালে আহত ও স্বস্থহৃদয় হইল। রাবণ অশ্বদিগের তাদৃশ অসম্ভ্রমদর্শনে পুনরায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাশি রাশি গদা, পরিঘ, চক্র, মুষল, গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, শূল ও পরশ্বধ ইত্যাদি মায়াবিহিত শস্ত্রবৃষ্টি এবং আসুরিক অভ্রান্ত উদ্যম সহকারে সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ শস্ত্রবৃষ্টি অতিশয় ভয়ংকর, ত্রাসজনক ও ভয়াবহ প্রতিধ্বনিবিশিষ্ট। ফলতঃ, তাঁহারা উভয়ে নানাপ্রকার শস্ত্রপাতসংকারে তুমুল মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের শরসকল রামের রথ অতিক্রম করিয়া, বানরবলেও পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার সায়কসমূহে আকাশমণ্ডল অবকাশশূন্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, শরসকল মোচন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এই প্রকার তৎপর হইয়া, বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া, কাকুৎস্থ রাম হাস্য করিয়া, নিশিত শর সকল অবলীলাক্রমে সন্ধান করিলেন। অনন্তর তিনি শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, রাবণ স্বীয় শরসমূহে আকাশ নীরন্ধ্রিত করিলেন। তাঁহাদের প্রেরিত সমুজ্জ্বল শর বৃষ্টিতে আর একটী শর নির্ম্মিত সমুজ্জ্বল আকাশ

যেন প্রতিভাত হইল। তাঁহাদের কোন বাণই অলক্ষ্যে পতিত, শত্রুর ভেদে অসমর্থ বা নিষ্ফল হইল না। তাঁহারা দুই জনে যুদ্ধে শরজাল বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, তৎসমস্ত পরস্পরকে অভিসংহত করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দুই জনেই বাম দক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবিশ্রান্ত শরক্ষেপ পুরঃসর যুদ্ধ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর বাণজালে আকাশমণ্ডল যেন উচ্ছ্বাসশূন্য করিলেন। রাম যেমন রাবণের, রাবণ তেমনি রামের অশ্ব সকল সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং পরস্পর কৃত-প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে উভয়ে অতিমাত্র রোষবশ হইয়া, মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত কাল তাহাতে রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল। তাঁহারা দুই জনেই মহাবল; সুশাণিত শরপ্রয়োগপুরঃসর ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ স্বীয় ধ্বজ-বিনাশক্রুদ্ধ রামের প্রতি অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন।

— (ঃ) —

নবাধিকশততম সর্গ।

রাম রাবণ উভয়ে ঐ রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভূতগণ সকলে বিস্মিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ধাবমান এবং পরস্পরের বিনাশে যত্নপর হইয়া, ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের রথমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের দুই জনের সারথিও বিবিধ মণ্ডল, বীথি, গতপ্রত্যাগত ও সারণ্যজ গতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর রাম রাবণ উভয়ে প্রতিবেগানবর্ত্তনার্থ গতিবেগ অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পরকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শরজাল বিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের রথদ্বয় আসারসমেত জলদের ন্যায়, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা দুই জনে যুদ্ধে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া, পরস্পরের অভিমুখে পুনরায়

অবস্থান করিলেন। ঐরূপে অবস্থান করিলে, পরস্পরের রথের ধুর ধুরে, বক্ত্র বক্ত্রে ও পতাকা পতাকায় সমবেত হইল।

অনন্তর রাম ধনুর্ম্মুক্ত সুশাণিত শরচতুষ্টয়ে রাবণের দীপ্তিশীল অশ্বচতুষ্টয়কে প্রত্যপসর্পিত করিলেন। তদ্দর্শনে দশানন জাতক্রোধ হইয়া, রামের উদ্দেশে নিশিত শর সকল মোচন করিলেন। রাম বলবান রাবণ কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, চকিত বা ব্যথিত হইলেন না। তখন দশানন ইন্দ্রসারথিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, বজ্রসারসমনিস্বন শর সকল বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু তৎসমস্ত মাতলির শরীরে মহাবেগে পতিত হইয়া, তাঁহার কিছুমাত্র মোহ বা ব্যথা সমুৎপাদনে সমর্থ হইল না। রাম আপনার ধর্ষণায় যত না ক্রুদ্ধ হইলেন, মাতলির প্রতি এই অত্যাচারে তত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুকে বিমুখ করিলেন। এবং বিংশতি, ত্রিংশৎ, ষষ্টি, শত ও সহস্র সহস্র বাণ তাহার রথে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথস্থ রাবণও জাতক্রোধ হইয়া, গদা ও মুষল বৃষ্টি দ্বারা রামকে রণে প্রত্যপসর্পিত করিলেন। তখন পুনরায় লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, গদা, মুষল ও পরিঘগণের নিস্বন ও শরসমূহের পুঙ্খবাতে সপ্ত সাগর ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ সাগর সকলের অধোদেশবর্ত্তী পাতালবাসী সহস্র সহস্র দানব ও পন্নগগণ সকলেই ব্যথিত হইল। শৈল কানন ও বনসমেত সমগ্র বসুধা কম্পিত হইল। ভাস্করের প্রভা তিরোহিত হইল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। তদ্দর্শনে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, মহোরগ ও পরমর্ষিগণ সকলেই চিন্তাযুক্ত হইলেন। গোব্রাহ্মণের স্বস্তি, লোক সকল অক্ষয় হউক এবং রাম যুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগপুরঃসর দেবগণ ঋষিগণের সহিত রাম রাবণের সেই অতীব ভয়াবহ লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। যেমন আকাশের তুলনা সাগর ও সাগরের তুলনা, আকাশ, তেমনি রাম রাবণের যুদ্ধই রাম রাবণের যুদ্ধের তুলনা

এই কথা বলিতে বলিতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরেরা সেই অনুপম রাম-রাবণযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর রঘুগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম ক্রোধভরে শরাসনে আশীবিষসদৃশ শরসন্ধান করিয়া, রাবণের প্রজ্বলিত কুণ্ডলমণ্ডিত পরম শ্রীবিশিষ্ট মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ মস্তক ত্রিলোকের সাক্ষাতে ভূমিতলে পতিত হইলে, রাবণের তাহারই সদৃশ আর এক মস্তক তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম ক্ষিপ্রহস্তে শীঘ্র সায়ক প্রহারে যুদ্ধে রাবণের দ্বিতীয় মস্তক ছেদন করিলেন। ছিন্নমাত্র সেই শিরই পুনরায় দৃষ্ট হইল। ঐ মস্তকও আবার রামের বজ্রসম শরে ছিন্ন হইল। এইরূপে রাম পরস্পর তুল্যরূপ দীপ্তিবিশিষ্ট একশত মস্তক ছেদন করিলেন। তাহাতে জীবনক্ষয় হইলেও, রাবণের মৃত্যু লক্ষিত হইল না।

তদ্দর্শনে বহুবিধশরসম্পন্ন, কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধন, সর্ব্বাস্ত্রবিৎ, বীর রাম চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্রে ক্রৌঞ্চারণ্যবাসী বিরাধকে ও দণ্ডকবাসী কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছি, যে সকল অস্ত্রে খর, দূষণ ও মারীচকে নিপাত করিয়াছি এবং যে সকল অস্ত্রে সালবৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল ভগ্ন করিয়াছি, বালীকে বধ করিয়াছি ও সাগরকেও ক্ষুব্ধ করিয়াছি, যুদ্ধে অব্যর্থ বলিয়া নিশ্চিত সেই এই শর সকল, কি কারণে রাবণে তেজঃপ্রকাশে সমর্থ হইতেছে না? রাম এই প্রকার চিন্তাক্রান্ত ও অপ্রমত্ত হইয়া, রাবণের বক্ষঃস্থলে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রথস্থ রাক্ষসরাজ রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা ও মুষল বর্ষণ দ্বারা রামকে প্রতাড়িত করিতে লাগিলেন। তখন দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সমক্ষে কখনো অন্তরীক্ষে, কখনো ভূপৃষ্ঠে ও কখনো বা পর্ব্বতমস্তকে রাম রাবণের তুমুল ও রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে সাতরাত্রি ঐ যুদ্ধ হইল। কি রাত্রি, কি দিন, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়েই তাঁহাদের এই যুদ্ধের বিরাম রহিল না। অনন্তর কেহ কাহাকেও জয়

করিতে পারিলেন না, দেখিয়া, ইন্দ্রসারথি মহাত্মা মাতলি কাল-বিলম্ব পরিহার পূর্ব্বক রণরত রামকে কহিলেন।

—:•:—

দশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর মাতলি রামকে স্মরণ করাইয়া কহিলেন, বীর! আপনি কি জন্য অনাভজ্ঞের ন্যায়, ব্যবহার করিতেছেন? বিভো! আপনি রাবণবধের নিমিত্ত ইহার উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন। সুরগণ রাবণের যে বিনাশকাল উল্লেখ করিয়াছেন, অদ্য তাহা উপস্থিত।

মাতলির এই কথায় মনে পড়িয়া গেলে, রাম নিশ্বাসশালী সর্পের ন্যায়, সেই দীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ অগস্ত্য মুনি প্রথমে তাঁহাকে যুদ্ধে অমোঘ এই ব্রহ্মদত্ত মহাবাণ প্রদান করেন। অমিততেজা ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইন্দ্রের জন্য এই বাণ নির্ম্মাণ করেন এবং নির্ম্মাণ করিয়া, ত্রিলোকবিজয়াভিলাষী সেই ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বাণের বেগসাধন পক্ষসমূহে স্বয়ং পবন, ফলে পাবক ও ভাস্কর, মধ্যভাগে আকাশ এবং গৌরবে মেরু ও মন্দর পর্ব্বত, অধিষ্ঠান করিতেছে। ঐ অস্ত্র স্বীয় শরীরে জাজ্বল্যমান, সুন্দরপুঙ্খবিশিষ্ট, হেমভূষিত, পৃথিব্যাদি ভূতগণের সারাংশে নির্ম্মিত, সূর্য্যতুল্য দ্যুতিবিশিষ্ট, সধূম কালাগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন, আশীবিষসদৃশ, রথ নাগ ও অশ্বগণের ভেদকারক, ক্ষিপ্রকারী, দ্বার পরিঘ ও পর্ব্বত সকলের বিদারক, বিবিধ রুধিরে লিপ্তাঙ্গ, মেদপরিব্যাপ্ত, নিতান্ত দারুণ, বজ্রসারসংযুক্ত, মহানাদ, বিবিধযুদ্ধদারুণ, সকলের ত্রাসজনক, অতীব ভয়ংকর, নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায়, কঙ্ক গৃধ্র বক গোমায়ু ও রাক্ষসগণের নিত্য খাদ্যপ্রদ, যুদ্ধে যমরূপ ও ভয়াবহ; বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক ও রাক্ষসগণের অবসাদকর, বিবিধ বিচিত্র সুচারু গরুত্মৎপক্ষসমূহে চিত্রিত।

আত্মপক্ষগণের ভয়নাশন, শত্রুপক্ষের কীর্ত্তিহর, এবং নিজের স্ফূর্তিমাত্র আহ্লাদজনক।

মহাবল রাম বেদপ্রোক্ত বিধান অনুসারে উল্লিখিত মহাস্ত্র কার্ম্মুকে সন্ধান করিলেন। তিনি এইরূপে ঐ শরোত্তম সন্ধান করিলে,সকল ভূত শঙ্কিত ও পৃথিবী কম্পিত, হইয়া উঠিল। অনন্তর রাম নিতান্ত জাতক্রোধ হইয়া, শরাসন নিরতিশয় আকর্ষণ করিয়া, সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মর্ম্মবিদারণ শর রাবণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষিপ্তমাত্র, বজ্রিবাহুবিনির্ম্মুক্ত দুদ্ধর্ষ বজ্রের ন্যায় ও অনিবার্য্য কৃতান্তের ন্যায়, উহা রাবণের উরস্থলে নিপতিত হইল। এইরূপে শরীরান্তকর উল্লিখিত মহাবেগ শর বিসৃষ্ট হইয়া, দুরাত্মা রাবণের হৃদয় ভেদ করিল। এবং রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া, রুধিরাক্ত হইয়া, সবেগে ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। এইরূপে রাবণকে বধ করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়া, রুধিরাদ্রীকৃত কলেবরে উহা পুনর্ব্বার বিনীতবৎ তূণমধ্যে প্রবেশ করিল।

রাবণ হত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন প্রাণের সহিত নিপতিত হইল। অনন্তর মহাদ্যুতি রাক্ষসরাজ রাবণও গতাসু হইয়া, বজ্রহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভয়ঙ্কর বেগে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে ভূপতিত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ হতনাথ ও ভয়ত্রস্ত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল। দ্রুমযোধী বানরেরা গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের অভিপাতিত হইল। অনন্তর রাক্ষসেরা সকলে দশাননের মৃত্যু ও রামের বিজয় দর্শন করিয়া, বানরগণ কর্ত্তৃক অর্দ্দিত ও ভ্রষ্ট হইয়া ভয় বশতঃ লঙ্কার অভিমুখে ধাবমান হইল। আশ্রয় বিনষ্ট হওয়াতে, তাহারা সকলে শোকাকুল ও তাহাদের মুখমণ্ডল অনর্গলবিগলিত বাষ্প ভারে পূর্ণ হইয়া গেল।

এদিকে বানরেরা জয়লাভে প্রফুল্ল ও নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, গর্জ্জন পুরঃসর রামের জয় ও রাবণের বধ ঘোষণা করিতে

লাগিল। অন্তরীক্ষে মনোহর দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। পরম সুখাবহ দিব্য গন্ধবহ বায়ু প্রবাহিত হইল। তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়া রামের রথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাত্মা দেবতারা আকাশে থাকিয়া বারংবার সাধুবাদপুরঃসর রামের স্তব করিয়া, যে উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, সৎসমস্ত শুনিতে পাওয়া গেল। সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর প্রচণ্ডস্বভাব রাবণ নিহত হওয়াতে, দেবগণ ও চারণগণ সকলেরই মহাহর্ষ উপস্থিত হইল। রাম রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া প্রীতিলাভ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের কামনা পূর্ণ করিলেন। তখন মরুদ্গণ প্রশান্ত হইল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল। নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল। পৃথিবী স্থির হইলেন। সুখসেব্য বায়ু প্রবাহিত হইল। দিবাকর স্থিরপ্রভ হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ ইহাঁরা লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্গণের সহিত সমবেত ও বিজয়লাভে হর্ষিত হইয়া, রণমধ্যে অভিরাম রামের যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিলেন; রঘুকুলনৃপনন্দন স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাম শত্রুহত্যা করিয়া, স্বজনবলে পরিবৃত হইয়া, ত্রিদশমণ্ডল মধ্যগত পরম তেজস্বী মহেন্দ্রের ন্যায়, অতিমাত্র বিরাজমান হইলেন।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ভ্রাতা রণে নির্জ্জিত ও নিহত হইয়া শয়ন করিলেন, দর্শন করিয়া বিভীষণ শোকাবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে বীর! হে বিক্রান্ত! হে সর্ব্বশাস্ত্রশিক্ষিত! হে প্রবীণ! হে নয়কোবিদ! আপনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত; তবে এরূপ অঙ্গদশোভিত নিশ্চেষ্ট ভুজদ্বয় নিক্ষেপ ও ভাস্করকান্তি মুকুট পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন

করিয়া আছেন কেন! বীর! আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে! কামমোহে অভিভূত হওয়ায়, তখন আমার সে কথা আপনার ভাল লাগে নাই। দর্প নিবন্ধন, প্রহস্ত, কি ইন্দ্রজিৎ, কি কুম্ভকর্ণ, কি অতিরথ, কি অতিকায়, কি নরান্তক, কি আপনার অন্যান্য পারিষদ কেহই তখন আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। আপনি নিজেও অশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারই পরিণাম এই উপস্থিত হইল! হাঃ! আজ সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সেতু ভগ্ন হইল! ধর্ম্মের মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইল! বলের সঞ্চয়স্থান নষ্ট হইল! বীরদিগের আশ্রয় ভগ্ন হইল! আজ এই সর্ব্বশস্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ বীরবর পতিত হইলেন! আজ সূর্য্য ভূতলে নিপতিত হইলেন! আজ চন্দ্রমা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন! আজ রাক্ষসশার্দ্দূল প্রসুপ্তের ন্যায়, রণস্থলে ধূলির উপর শয়ন করিলেন! লঙ্কাবাসীর বলবীর্য্য লোপ পাইল! তাহাদিগের আর অবশিষ্টই বা রহিল কি! হায়! আজ রণে রামরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু ধৈর্য্যরূপ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, হর্ষকারিতা রূপ পুষ্পসম্পন্ন, তপস্যারূপ বলশালী, শৌর্য্যরূপ দৃঢ় বদ্ধমূল সংযুক্ত মহাবিশাল রাক্ষসরাজ রূপ বৃক্ষকে চূর্ণ করিল!

আজ তেজরূপ দন্তবিশিষ্ট, মহাবংশরূপ পৃষ্ঠাস্থি সংযুক্ত, কোপরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গশালী প্রসাদরূপ শুণ্ড সম্পন্ন, রাবণরূপ মদোৎকট হস্তী, রামরূপ সিংহের হস্তে পাতিত হইয়া ভূতলে শয়ান হইল! আজ পরাক্রম ও উৎসাহরূপ বিদ্যুৎপ্রকাশিত, নিশ্বাসরূপ ধূমসম্পন্ন, নিজ বলরূপ দাহশক্তি যুক্ত, প্রতাপবান্ রাক্ষসরূপ অগ্নি রামরূপী মেঘ দ্বারা নির্ব্বাপিত হইল! আজ রাক্ষসরূপ লাঙ্গূল ককুৎ ও শৃঙ্গসম্পন্ন, পরাক্রমরূপ গন্ধশালী, ধৃষ্টতারূপ চক্ষু কর্ণবিশিষ্ট শত্রুজেতা রাক্ষসবৃষ, নররাজরূপী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপাতিত হইল।

রাম শোকাকুলিত বিভীষণের এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, তাঁহার চিত্তের আকুলতা বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন!

ইনি কিছু সমরে অসমর্থ হইয়া পতিত হন নাই! প্রত্যুত মৃত্যুকে শঙ্কা না করিয়া, অতিপ্রবৃদ্ধ মহা উৎসাহ অবলম্বন পূর্ব্বক অতি প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াই, অবশেষে পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রকারে রণস্থলে বিনষ্ট হন, তাঁহাদিগের জন্য শোক করিতে নাই। যে ধীমান্ যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সহ ত্রিলোক বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, এখন তিনি কালমুখে পতিত হইলেন, তাঁহার জন্য শোক করিবার কারণ কি? পূর্ব্বকাল হইতেই দেখা যায়, কেহ কখনই নিয়ত বিজয় প্রাপ্ত হয় নাই। সমরে বীর ব্যক্তি হয় শত্রুর হস্তে নিপতিত হয়, না হয়, শত্রুকে বিনাশ করে। প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়দিগের গতিই এই। ক্ষত্রিয় সমরে নিহত হইলে তাহার জন্য শোক করিতে নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে। অতএব এই প্রচলিত প্রথা দর্শন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া শোকশূন্য হও, এবং ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে মন সংযোগ কর।

রাজপুত্র রামচন্দ্র পৌরুষের অনুরূপ এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, শোকসন্তপ্ত বিভীষণ তাঁহাকে ভ্রাতার হিতার্থ পশ্চাৎ কর্ত্তব্য নিবেদন করিলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে অনেকানেক যুদ্ধে সমস্ত সুরগণ সহিত বাসবের নিকটেও পরাজিত হন নাই, আজ তিনি, বেলায় সংলগ্ন হইয়া সাগরবেগের ন্যায়, আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন! ইনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রভূত দান করিয়াছিলেন, সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, আশ্রিতদিগকে অশেষ ভোগ, সুখ উপভোগ করাইয়াছিলেন, আত্মীয় কুটুম্বদিগকে প্রচুর ধনদান করিয়াছিলেন, আর অনাত্মীয়দিগের দণ্ড করিয়াছিলেন। অগ্নিচয়ন, মহাতপ সাধন ও বেদান্তের পারদর্শন করিয়াছিলেন। এবং অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে পরম পণ্ডিত ছিলেন। এক্ষণে ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ইহাঁর সম্বন্ধে যাহা যাহা কর্ত্তব্য,

আমার ইচ্ছা আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎকর্ম্ম সাধনার্থ আমাকে অনুমতি দান করেন।

রাজনন্দন প্রশস্তমনা মহাত্মা রামচন্দ্র বিভীষণের করুণ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, রাবণের স্বর্গসাধনোচিত সমস্ত অনুষ্ঠানের আদেশপ্রদান করিলেন। কহিলেন, বিভীষণ! শত্রুতা মরণ পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সংকার কর; তোমার ন্যায়, এক্ষণে ইনি আমারও স্নেহের পাত্র।

— ০:০ —

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

এদিকে মহাত্মা রাঘব রণে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী সকল শোকে ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। আত্মীয় জন বার বার নিবারণ করিতে লাগিল; তথাপি তাহারা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় শোকাকুল চিত্তে আলুলায়িত কেশে আসিয়া রণভূমির ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

উত্তর দ্বার দিয়া রাক্ষসগণের সহিত বহির্গত হইয়া, ঘোর যুদ্ধভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, তাহারা নিহত পতির অন্বেষণ করিতে লাগিল। হা নাথ! হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কবন্ধাঙ্কিত শোণিতকর্দ্দমলিপ্ত রণস্থলে ধাবিত হইল। ভর্তৃশোকে কাতর হইয়া, বাষ্পপরিপ্লুত নয়নে হতযূথপা করেণুগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর দেখিতে পাইল, তাহাদিগের মহাকায় মহাদ্যুতি মহাবীর্য্য স্বামী রাবণ নিহত হইয়া নীলাঞ্জনরাশির ন্যায় ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। সহসা রণধূলিশয়ান স্বামীকে দর্শন করিয়া সক-

লেই ছিন্নবনলতার ন্যায়, তাহার বিবিধ অঙ্গের উপর পতিত হইল। কেহ অতিপ্রণয়ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ চরণদ্বয়, কেহ বা কণ্ঠ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর কেহ ভূতলে সুবিস্তৃত ভুজদ্বয় তুলিয়া লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিল। কেহ নিহত পতির মুখ দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। কেহ বা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। আর কেহ তুষারবিন্দু দ্বারা তাঁহার মুখ অভিসিঞ্চন করিতে থাকিল।

নিহত ভূপতিত পতিকে দর্শন পূর্ব্বক তাহারা এইরূপে কাতর হইয়া, পুনর্ব্বার শোকসূচক বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

যিনি ইন্দ্রকে, যমকে ত্রস্ত করিয়াছিলেন; যিনি যক্ষরাজ কুবেরের বিমান কাড়িয়া লইয়াছিলেন; যিনি গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও মহাবল অসুরদিগকে রণে ভীত করিয়াছিলেন, হায়, আজ তিনিই নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন! সুর, কি অসুর, কি পন্নগের হস্তে বিনাশ হইবে, এরূপ যিনি কখন মনেও করেন নাই, আজ মানুষের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল! যিনি দেবতা, দানব ও রাক্ষসগণের অবধ্য ছিলেন, তিনি আজ পাদ-যোধী মানুষের হস্তে নিহত হইয়া রণে শয়ন করিয়াছেন। দেবতা বা যক্ষ, কি অসুরেরাও যাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ তিনি সামান্য দুর্ব্বল ব্যক্তির ন্যায়, মানুষের হস্তে মৃত্যুলাভ করিলেন!

রাক্ষসস্ত্রীগণ দুঃখিত হৃদয়ে এই প্রকার বিলাপ করিয়া, অধিকতর দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার বিলাপ করিতে লাগিল। নাথ! তুমি সতত হিতবাদী আত্মীয়গণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, নিজমরণের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে। রাক্ষস-দিগকেও নিপাত করিলে! তুমি এক সঙ্গেই আত্মাকে ও আমাদিগের সকলকে নিপাতিত করিলে! হিতৈষী ভ্রাতা

বিভীষণ হিতবাক্য বলিলেও, তুমি মোহবশতঃ আত্মবিনাশ কামনা করিয়া, তাঁহাকে যে পরুষবাক্য বলিয়াছিলে, আজ তাহারই ফল ফলিল! আহা, যদি তুমি রামের নিকট সীতাকে পাঠাইয়া দিতে, তাহা হইলে, আর ঈদৃশ মূলঘাতক মহাবিপদ উপস্থিত হইত না। তোমার ভ্রাতারও বাসনা পূর্ণ হইত! রামও মিত্র রাজা হইতেন! আমরাও বিধবা হইতাম না! শত্রুদিগেরও মনস্কামনা পূর্ণ হইত না! কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি নৃশংসতা সহকারে বলপূর্ব্বক সীতাকে আবদ্ধ রাখিয়া একসঙ্গেই আত্মাকে, আমাদিগকে ও রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিলে। অথবা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছা করিয়া করেন নাই; আপনার ইচ্ছাতে কিছুই হয় নাই! দৈবই সমস্ত বিধান করিয়া থাকে, দৈবকর্ত্তৃক পূর্ব্বে নিহত ব্যক্তিই হত হইয়া থাকে। রণে বানরগণের নাশ, রাক্ষসগণের বিনাশ, এবং তোমার নিধন, সমস্তই দৈব কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। দৈব যাহা করিতে মনে করেন, সংসারে অর্থ, কি কাম, কি বিক্রম, কি আজ্ঞা কিছুতেই তাহার নিবারণ করা যায় না।

রাক্ষসরাজের কামিনীগণ কাতর ও দুঃখিত হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, কুররীর ন্যায় এই প্রকার আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

—:০:—

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

রাক্ষসমহিলা সকল এই প্রকার বিলাপ করিতেছিল; কিন্তু রাক্ষসরাজের প্রিয়া মহিষী মন্দোদরী এতক্ষণ দীনভাবে ভর্ত্তার-দিকে চাহিয়াছিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা রামের হস্তে নিহত পতিকে সন্দর্শন করিয়া তিনি অবশেষে করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; হে মহাবাহো কুবেরানুজ! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে, স্বয়ং দেবরাজও তোমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে ভীত হইতেন।

তোমার ভয়ে মহাত্মা ঋষিগণ ও মহাযশস্বী গন্ধর্ব্বগণ দিগ্‌দিগন্তে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন; সেই তুমি আজ সামান্য মানুষ রামের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইলে। রাজন্! তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? রাক্ষসরাজ! একি! তুমি বীর্য্যবলে ত্রিলোক জয় করিয়া বিরাজমান ও দুর্ব্বিষহ হইয়াছিলে, বনচারী মানুষ রাম তোমাকে বিনাশ করিল! তুমি কামরূপী, মানুষের অগম্য স্থানে তোমার বাস; মানুষ রাম আসিয়া তোমাকে যুদ্ধে সংহার করিবে, ইহা কখনই উচিত হয় না! তুমি সর্ব্বস্থানেই জয়লাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে রাম তোমাকে যে পরাজয় করিয়াছে, ইহা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। অথবা সাক্ষাৎ কৃতান্তই তোমার বিনাশের জন্য অচিন্ত্যমায়া প্রয়োগ করিয়া রামরূপে আগমন করিয়াছেন! অথবা মহাবল! স্বয়ং দেবরাজই তোমাকে পরাজয় করিলেন। মহাবল, মহাবীর্য্য, দেবশত্রু, মহাতেজস্বী তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবরাজেরই বা শক্তি কোথায়! অতএব নিশ্চয় জানিলাম, সেই স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বকালব্যাপী, জন্মবৃদ্ধিনাশরহিত, মহানের মহান্, প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক, সৃষ্টিকর্ত্তা, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীবৎসবক্ষা, নিত্যশ্রী, অজেয়, ক্ষয়রহিত, পরিণামবিহীন, সর্ব্বলোকেশ্বর মহাদ্যুতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুই এই মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক, বানরযোনিসম্ভূত সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বলোকের হিতসাধনকামনায় মহাবল, ভয়াবহ, মহাবীর্য্য দেবশত্রু তোমাকে রাক্ষস পরিবারের সহিত বিনাশ করিলেন! তুমি পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়া, ত্রিলোক জয় করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বৈর স্মরণ করিয়া সেই ইন্দ্রিয়বর্গই তোমাকে সংহার করিল। যখনই রাম জনস্থান মধ্যে বহু রাক্ষসগণের সহিত তোমার ভ্রাতা খরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি তখনই জানিয়াছিলাম, রাম মানুষ নহেন। যখনই হনুমান্ বীর্য্যবলে দেবগণেরও দুষ্প্রবেশ্য লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখনই আমরা শঙ্কিত হইয়াছিলাম।

রাবণ! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, বিরোধ করিবে না, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই, এক্ষণেই তাহারই ফল ফলিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি ঐশ্বর্য্য এবং আত্মদেহ ও আত্মীয়গণের বিনাশের জন্যই অকারণে সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে। সীতা অরুন্ধতী এবং রোহিণী অপেক্ষাও প্রধানা; তিনি উপাস্য দেবতা হে অল্পবুদ্ধে! তাঁহার অবমাননা করিয়া তুমি ভাল কর নাই; সীতা সর্ব্বক্ষমাশালীদিগের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও নিদর্শনস্বরূপ, তিনি লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী বিজন অরণ্যমধ্যে নিঃসহায়া সেই পতিবৎসলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কল্যাণী সীতাকে ছলে হরণ করিয়া তুমি আত্মাকে ও আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিলে! জানকীর সহবাসে যে বাসনা করিয়াছিলে, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, অথচ প্রভো! সেই পতিব্রতার তপোবলে ভস্মীভূত হইলে, সে মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণও ভীত হন্, আশ্চর্য্য যে তুমি তাহার অবমাননা করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই দগ্ধ হও নাই! স্বামিন্! পাপকারী ব্যক্তি পরিণাম কাল উপস্থিত হইলে অবশ্যই পাপের ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সন্দেহই নাই। পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি সুখ, আর পাপকর্ম্মা ব্যক্তি দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সেই জন্যই বিভীষণ সুখলাভ করিল; আর তুমি এতাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে! তোমার সীতা অপেক্ষা অধিক রূপবতী অনেক মহিলা আছে, কিন্তু তুমি মোহবশতঃ কামের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রাহ্য কর নাই! আর কি কুল, কি রূপ, কি দাক্ষিণ্য, জানকী আমার অপেক্ষা কিছুতেই প্রধানা বা আমার সমানও নহে; তুমি কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ তাহা দেখিতে পাও নাই! মৃত্যু লক্ষণ ভিন্ন কোন জীবেরই কখনও মৃত্যু হয় না; সীতার উপর তোমার যে মন পড়িয়াছিল, তাহাই তোমার মৃত্যু লক্ষণ। আহা! সীতাজনিত মৃত্যুকে তুমি নিজেই অতি দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিলে! হায়! সীতা শোকশূন্যা হইয়া রামের সহিত বিহার

করিতে চলিল; আর মন্দভাগিনী আমি ঘোর শোকসাগরে পতিত হইলাম! বীর! আমি বিচিত্রমাল্য ও বসন পরিধানপূর্ব্বক অনুপম শোভাধারণ করিয়া কৈলাস, মন্দর, ও সুমেরু পর্ব্বতে, এবং চৈত্ররথ কাননে ও সমস্ত দেবোদ্যানে কতই বিহার করিতাম; কত দেশ, কত স্থানই দর্শন করিতাম! হা! আজ তোমার মৃত্যুতে সকল বিষয়ভোগ হইতেই বঞ্চিত হইয়া যেন আর কেহ হইলাম! রাজাদিগের চঞ্চল ঐশ্বর্য্যে ধিক্! হা, রাজন্! তোমার এই যে সুন্দরবর্ণ মনোহর ভ্রূবিরাজিত সমুন্নত নাসা বিভূষিত বদনমণ্ডল কান্তিতে ইন্দু, প্রভায় পদ্ম ও দীপ্তিতে দিবাকরের সমান ছিল, যে বদন কিরীটপ্রভায় উদ্ভাসিত; বিম্বোষ্ঠে বিকাসিত এবং কুণ্ডলপ্রভায় প্রদীপ্ত হইত, পানভূমিতে বিবিধ মাল্য বিভূষিত যে বদন হইতে মদব্যাকুল লোলনয়নে কত সুমধুর সুরস কথাই বিনির্গত হইত, হা প্রভো! রাম বাণে নির্ভিন্ন, রুধির ধারায় রক্তবর্ণ, গলিতমেদ, গলিতমস্তিষ্ক এবং রথধূলায় ধূষরিত হইয়া আজ সেই বদনের আর শোভা নাই! আমি কখন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ মন্দভাগিনীর সেই চরম বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল! দানবরাজ ময় আমার জনক, রাক্ষসরাজ রাবণ আমার ভর্ত্তা, এবং ইন্দ্রজেতা ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্র! নাথ! আমি এই গর্ব্বেই চিরকাল অতীব গর্ব্বিত ছিলাম! চিরকালই আমার স্থির জ্ঞান ছিল যে, আমায় যাঁহারা পালন করিতেছেন, তাঁহারা দর্পিত শত্রুদিগের সংহার কর্ত্তা, ও প্রচণ্ডস্বভাব, তাঁহাদিগের বলপৌরুষ ত্রিলোকবিখ্যাত, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাদিগের মৃত্যু নাই! হা রাক্ষসেশ্বরগণ! তোমরা এতাদৃশ প্রভাবশালী, আজ কিরূপে সামান্য মানুষ হইতে অসম্ভাবিত মৃত্যু উপস্থিত হইল! নাথ! তোমার এই সুস্নিগ্ধ ইন্দ্রনীলসমপ্রভ উন্নত শৈলশিখরাকার বিশাল কলেবর কেয়ূর, অঙ্গদ, বৈদূর্য্য, মুক্তাহার ও পুষ্পদামে বিভূষিত হইয়া কি সুন্দর মূর্ত্তিই ধারণ করিত; বিশেষতঃ বিহার সময়ে যাহা অধিক কান্ত

হইত; সংগ্রামে যাহা জ্বলিতে থাকিত, এবং আভরণপ্রভাব যাহা বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইত; আজ তোমার সেই শরীর শত শত সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সর্বাঙ্গে এতাদৃশ বিদ্ধ হইয়াছে, যে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। হা নাথ! আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। বাণ সমস্ত শল্লকীর কণ্টকের ন্যায় এরূপ বিদ্ধ হইয়াছে, যে কোথাও আর তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই! বাণ সকল মর্ম্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া সমস্ত শিরাবন্ধন ছেদন করিয়াছে! অহো রাজন্! এক্ষণে তোমার সেই অনুপম শ্যাম দেহ রুধিরে রক্তবর্ণ হইয়া বজ্রনির্ভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে! হা! আমি ভাবিয়াছিলাম, স্বপ্ন; কিন্তু এখন দেখিতেছি সত্য; প্রভো! রাম কি করিয়া তোমায় বিনাশ করিল। নাথ! তুমি যমেরও যম ছিলে; তোমার কি করিয়া মৃত্যু হইল! অহো! আমার যে স্বামী ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন; যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক সংত্রস্ত হইয়াছিল; যিনি সমস্ত লোকপালদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যিনি দেব মহেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; যিনি দৃপ্তজনের নিগ্রহ করিতেন; যাহাঁর পরাক্রম ত্রিভুবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল; যিনি ত্রিলোক উদ্বেজিত করিয়াছিলেন, যাঁহার ভীমনাদে সর্ব্বপ্রাণীই মূর্চ্ছিত হইত; যিনি শত্রুদিগের সমক্ষে বলদর্পে বিবিধ গর্ব্বিত বাক্য উচ্চারণ করিতেন; যিনি স্বীয় আশ্রিতবর্গ ও ভৃত্যদিগকে রক্ষা করিতেন; যিনি ভীমকর্ম্মা বীরদিগকে বিনাশ করিতেন; যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচদিগের নিগ্রহ করিয়াছিলেন; যিনি কত শত যজ্ঞ ধ্বংস করিতেন; যিনি আত্মীয়দিগের রক্ষা করিতেন; যিনি ধর্ম্মের ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিতেন; যিনি যুদ্ধে বিবিধ মায়া প্রয়োগ করিতেন; যিনি নানা স্থান হইতে দেবাসুরকামিনীদিগকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিতেন; যিনি শত্রুর স্ত্রীদিগকে শোক দান করিতেন; যিনি নিজ সেনা রক্ষা করি-

তেন ; যিনি লঙ্কার পালন ও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন ; যিনি কত শত ভয়ানক কার্য্য করিতেন ; যিনি আমাদিগকে অশেষ কাম-ভোগ উপভোগ করাইতেন ; যিনি সর্ব্ব রথীর শিরোমণি ছিলেন ; আজ আমার এতাদৃশ প্রভাবশালী সেই ভর্ত্তাকে রাম নিপাতিত করিয়াছে, আমার প্রিয় বিচ্ছেদ হইয়াছে, দেখিয়াও আমি এখনও জীবন ধারণ করিতেছি ! রাক্ষসরাজ ! তুমি বিবিধ মহার্ঘ্য শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে কি করিয়া ধূলিধূস-রিত কলেবরে ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রা যাইতেছ। হা ! লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধে আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছিলেন ; সেই দিনেই আমি গুরুতর আহত হইয়া-ছিলাম ; আজ নিপাতিত হইলাম ! বন্ধুজন সমস্তই বিনষ্ট হই-য়াছে ; এক্ষণে তুমিও অনাথা করিয়া চলিলে ; অতএব সমস্ত কামভোগে বঞ্চিতা হইয়া আমায় চিরদিন শোক করিতে হইবে ! রাজন্ ! তুমি আজ সুদুর্গম দীর্ঘ পথের পথিক হইলে, এই দুঃখার্ত্তা মন্দভাগিনীকেও লইয়া যাও, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি কাতর হইয়াছি, স্বামিন্ ! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ ! আর আমি শোকার্ত্ত ও বিসংজ্ঞ হইয়া বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে সম্ভাষণই বা করিতেছ না কেন ? রাজন্ ! আমি পাদচারে নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছি এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি, দেখিয়া তোমার ত ক্রোধ হইতেছে না। চাহিয়া দেখ, তোমার প্রেয়সী মহিলা সকলেই লজ্জা ও অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া আসিয়াছে ; দেখিয়া তোমার কোপ হইতেছে না কেন ? নাথ ! তোমার এই ক্রীড়া-সহচরী অনাথা হইয়া বিলাপ করি-তেছে ; ইহাকে আশ্বাস দান বা আদর করিতেছ না কেন ? রাজন্ ! তুমি যে অনেকানেক ধর্ম্মনিরতা গুরুশুশ্রূষাতৎপরা কুলকামিনীদিগকে বিধবা করিয়াছিলে, তাহাদিগের অভি-

পাপেই আজ তোমাকে মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হইল। তুমি যে সকল মহিলাকে ধর্ষণ করিয়াছিলে, তাহারা যে অভিসম্পাত করিয়াছিল, আজ তাহাই হইল। রাজন্! সতীদিগের অশ্রুপাত কখনই নিষ্ফল হয় না, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, আজ তোমার দ্বারাই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আর, মহারাজ! তুমি স্বীয় তেজে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে, বীর বলিয়া তোমার সম্পূর্ণ অভিমান ছিল, তথাপি কি জন্যই বা নীচ চোরের ন্যায় অসাক্ষাতে নারী হরণ করিয়া আনিলে! তুমি যে মৃগচ্ছলে রামকে আশ্রম হইতে দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তাহাতে তোমার নির্বীর্য্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তুমি কোথায়ও কোন যুদ্ধে কাতর্য্য প্রদর্শন করিয়াছ আমার ত স্মরণ হয় না। তবে যে এই কার্য্যে কাতর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার দুর্ভাগ্যের পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছিল! মহাবাহো! আমার ভূতভবিষ্যজ্ঞ, বর্ত্তমানপ্রশ্রুত দেবর, মৈথিলীকে আনয়ন করিতে দেখিয়া চিন্তা পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলেন, এত দিনে প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের সেই বিনাশ উপস্থিত হইল! আহা! কামক্রোধনিবন্ধন এক স্ত্রীলোকে প্রসক্ত হইয়া তুমি স্বয়ং যাহা ঘটাইয়াছ, এই সেই মূলঘাতক মহা অনর্থ। তুমিই সমুদায় রাক্ষসকুল অনাথ করিলে।

স্বামিন্! তুমি বল ও পৌরুষে যেরূপ ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলে, তাহাতে তোমার জন্য শোক করিবার আমার কিছুই নাই। তবে আমি স্ত্রীলোক বলিয়াই আমার চিত্ত কাতর হইতেছে। তুমি নিজের পাপ ও পুণ্য লইয়া স্বীয় গতি প্রাপ্ত হইলে! তাহাতে আমার বক্তব্য কি আছে! আমি তোমার বিরহে আপনার দশা ভাবিয়াই কাতর হইয়া শোক করিতেছি। মহারাজ! তুমি হিতৈষী সুহৃদ্বৃন্দের বাক্য শ্রবণ কর নাই।

তোমার ভ্রাতৃগণের হিতবাক্যও শ্রবণ কর নাই। বিভীষণ যে যুক্তিসঙ্গত অর্থযুক্ত ন্যায়ানুগত শ্রেয়স্কর শুভ বাক্য বলিয়াছিল, তুমি তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য কর নাই। বীর্য্যশালিন্! মারীচ, কুম্ভকর্ণ এবং আমার পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও শ্রবণ কর নাই; তাহারই এতাদৃশ ফল ফলিল। হে নীলজীমূতসঙ্কাশ! হে পীতাম্বরধারিন্! হে শুভাঙ্গদশোভিত! কিজন্য নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ করিয়া আছ! আমি বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি যেন প্রসুপ্ত হইয়াই আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? যে মহাবীর্য্য সমরদক্ষ সুমালী কখনই রণস্থল হইতে পলায়ন করেন নাই, আমি সেই সুমালীর দৌহিত্রী; তুমি আমার সহিত প্রত্যালাপ করিতেছ না কেন? রাজন্! উঠ, উঠ, আর শয়ন করিয়া আছ কেন? দেখ মহারাজ! আজ এইমাত্র পরিভব হইয়াছে, আর অমনি সূর্য্য-রশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে। রাক্ষসনাথ! তোমার যে সুবর্ণভূষিত ইন্দ্রধ্বজসমপ্রভ সূর্য্যকান্তি পরিঘ রণে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করিত এবং তুমি যাহার সতত সমাদর ও যদ্দ্বারা রণে শত্রুদিগকে সংহার করিতে, তোমার সেই পরিঘ বাণগণ দ্বারা ছিন্ন হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইয়াছে। তুমি কি কারণে প্রেয়সীর ন্যায় রণভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছ? আর অপ্রিয়ার ন্যায় আমার সহিতও আলাপ করিতেই বা ইচ্ছা করিতেছ না কেন? ধিক্, আমায় ধিক্! আজ তোমার পরলোকগমনেও আমার হৃদয় শোকে নিপীড়িত হইয়া সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

প্রণয়পরিক্লিষ্ট চিত্তে বাষ্পপর্য্যাকুল লোচনে ইত্যাদি প্রকার বিলাপ করিতে করিতে মন্দোদরী মূর্চ্ছিত হইয়া রাবণের বক্ষের উপরি পতিত হইলেন; এবং সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মেঘবক্ষে সমুজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সপত্নীগণ নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে

তাঁহার চেতনা সম্পাদন ও তাঁহাকে উত্থাপন করাইয়া উপবেশন করাইল; এবং তিনি অতিশয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাকে কহিল, দেবি! আপনি কি জানেন না যে লোকস্থিতি অস্থির, এবং রাজগণের লক্ষ্মী চঞ্চলা; পুণ্যক্ষয় হইলেই রাজলক্ষ্মী নষ্ট হয়?

তাহারা এই কথা কহিতে থাকিলে, মন্দোদরী মুখমণ্ডলবিস্রাবিণী অশ্রুধারা দ্বারা স্তনযুগল বিপ্লাবিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এই সময় রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন, ভ্রাতার সংকার ও স্ত্রীদিগকে সান্ত্বনা কর। তখন ধীমান্ বিভীষণ বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া রামের মনোগ্রাহি ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্যে উত্তর করিলেন, ধর্ম্মত্যাগী, ক্রূরস্বভাব, নৃশংস, মিথ্যাপরায়ণ, পরদারাপহারীর সংকার করা আমার কর্ত্তব্য বোধ হয় না। সর্ব্বপ্রাণীর অহিত সাধনে নিরত এই রাবণ আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু ছিলেন। অতএব গুরু সম্বন্ধে পূজনীয় হইলেও ইনি আমার নিকট পূজা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। রাম! আপাততঃ পৃথিবীতে লোকে আমায় নিষ্ঠুর বলিবে সত্য, কিন্তু ইহাঁর গুণগ্রাম শ্রবণ করিলে পর আবার সকলেই বলিবে, বিভীষণ উচিত কার্য্যই করিয়াছে।

বাক্য নিপুণ ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাক্যবিৎ বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে সত্য, কিন্তু তোমার হিতসাধন করাও আমার কর্ত্তব্য; কারণ তোমার প্রভাবেই আমি জয়লাভ করিয়াছি। অতএব রাক্ষসেশ্বর! তোমার যাহা কর্ত্তব্য আমাকে তাহা অবশ্যই উপদেশ করিতে হইবে। রাবণ অধার্ম্মিক ও মিথ্যাপরায়ণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তেজস্বী, বলবান্, এবং সংগ্রামে নিয়ত সাহসী ছিলেন। শুনিতে পাই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ইহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। ইনি এতাদৃশ মহাত্মা ও বল-

সম্পন্ন ছিলেন, যে ত্রিলোক ইঁহাকে ভয় করিত। আর শত্রুতা মরণ পর্য্যন্ত; আমাদিগের প্রয়োজন এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহার সংকার কর। ইনি তোমার যেমন শ্রদ্ধার পাত্র, আমারও তেমনি। হে মহাবাহো! অবিলম্বেই ইহাঁর যথা-বিধি সংকার করা তোমার ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য হইতেছে; তাহা হইলেই তুমি যশোলাভ করিবে।

রাঘবের বাক্য শ্রবণে বিভীষণ সত্বর হইয়া নিহত ভ্রাতা রাবণের সংকারোচিত উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সত্বর তাঁহার হবনীয় অগ্নি প্রেরণ করিলেন। পরে বিবিধ শকট, দারুপাত্র, বিহিত অগ্নি সকল ও যাজকদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন চন্দন ও অন্যান্য বিবিধ কাষ্ঠ, সুগন্ধি অগুরু, নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য, এবং বিবিধ মণিরত্নাদিও প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল প্রেরণ করিয়া, অবশেষে রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক মাল্যবান্ রাক্ষসের সহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণকে ক্ষৌম বাস পরিধান এবং বিবিধ পতাকাবিভূষিত বিবিধ কুসুমবিচিত্রিত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইয়া শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠাদি গ্রহণ পূর্ব্বক বিভীষণকে অগ্রে করিয়া রাক্ষসদ্বিজগণ দক্ষিণ পথে শ্মশানাভিমুখী হইল। ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি সকল ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক জ্বালিত ও স্ব স্ব আধার পাত্রে প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রে অগ্রে নীত হইল। অন্তঃপুরচারিকাগণ সকলেই রোদন করিতে করিতে অসামর্থ্য বশতঃ যেন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সত্বর অনুগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর বিভীষণাদি সকলে রাক্ষসরাজ রাবণকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করিয়া বেদমার্গানুসারি ক্রিয়া সহকারে চন্দন ও পদ্ম কাষ্ঠ এবং উশীর চন্দন দ্বারা চিতা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসার-চর্ম্মবিনির্ম্মিত আস্তরণ দ্বারা ঐ চিতা আবরণ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন; দক্ষিণ

পূর্ব্বভাগে বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার যথা স্থানে অগ্নি সকল স্থাপন করিয়া রাবণের স্কন্ধোপরি ঘৃতদধিপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর পাদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলের মধ্যে উলূখল নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে সমস্ত দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও চাতুর্ম্মাস্য মুষল অর্পণ করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রবিহিত ও কল্পসূত্রকারমহর্ষিপ্রোদিষ্ট বিধানানুসারে ঐ স্থানে মেধ্য পশু বলিদান করিয়া রাক্ষসরাজের মুখে ঘৃত সহিত বপা নিক্ষেপ করিলেন। পশ্চাৎ কাতরচিত্তে রাবণকে বিবিধ গন্ধ মাল্য ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অশ্রুপূর্ণ মুখে তাঁহার উপর লাজবর্ষণ করিলেন। অবশেষে বিভীষণ যথা বিধি অগ্নিদান করিলেন, এবং অগ্নিদানান্তে স্নান করিয়া আর্দ্রবসনে যথাবিহিত জলসহিতদর্ভ মিশ্রিত তিল তর্পণ করিলেন। তদনন্তর পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক অন্তঃপুরচারিণীদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে গমন কর।

অনন্তর স্ত্রীগণ সকলেই নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহারা পুরঃপ্রবিষ্ট হইলে পর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, রামের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে শত্রুসংহার করিয়া রামচন্দ্রও সৈন্যগণ, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত পরমানন্দ লাভ করিলেন, পূর্ব্বে বৃত্রকে বধ করিয়া পুরন্দর যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর সশর শরাসন, ও ইন্দ্র প্রদত্ত মহাকবচ এবং রিপুনিপাত হেতু ক্রোধও পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র পুনর্ব্বার সৌম্য মূর্ত্তিধারণ করিলেন।

—:•:—

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

রাবণের বিনাশ দর্শন করিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণ বিবিধ আশ্চর্য্য কথা কহিতে কহিতে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন।

সুভঙ্কর ভীষণ রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধশক্তি, সুগ্রীবের মন্ত্রিতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের অনুরাগ ও বীর্য্য, সীতার পাতিব্রত্য, এবং হনুমানের পরাক্রম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাবাহু রাঘব মাতলির প্রতিপূজা করিয়া ইন্দ্র-প্রেরিত অগ্নিপ্রভ দিব্যরথ বিদায় করিলেন। রাঘবের আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি দিব্য রথ লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবসারথিসত্তম মাতলি স্বর্গে আরোহণ করিলে পর, রাঘব অতীব আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; এবং সমস্ত বানরগণ তাঁহার পূজা করিল। অবশেষে তিনি সকলের সহিত সেনা-নিবেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর ককুৎস্থনন্দন সমীপস্থিত সুমিত্রানন্দন বলবান্ শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন,সৌম্য! বিভীষণ আমার অনুরক্ত ও ভক্ত, ইনি আমাদিগের উপকার করিয়াছেন; অতএব ইহাঁকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক কর। সৌম্য! আমার একান্ত ইচ্ছা যে রাব-ণানুজ বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অভিষিক্ত দর্শন করি।

মহাত্মা রাঘবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রি যে আজ্ঞা বলিয়া নিরতি হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণ কলস সকল আনয়ন করাইলেন। এবং মনোবেগ মহাবল বানরদিগের হস্তে ঐ সকল কলস প্রদান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, চতুঃসাগর হইতে জল আনয়ন কর। তখন ঐ সকল মনোবেগ বানরশ্রেষ্ঠগণ সত্বর গমন পূর্ব্বক চতুঃসমুদ্র হইতে জল লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর সৌমিত্রি একটী কলস গ্রহণ পূর্ব্বক বিভীষণকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া ঐ কলস দ্বারা তাঁহাকে অভি-ষেক করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রবিহিত বিধানানুসারে শুদ্ধাত্মা বিভীষণকে লঙ্কায় রাক্ষসগণের রাজা

করিয়া অভিষেক করিলেন। বিভীষণের অমাত্য এবং তাঁহার ভক্ত অন্যান্য রাক্ষসগণ তাহাতে পরম হর্ষিত হইল। তখন দেবর্ষিগণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অতীব হৃষ্ট হইয়া রামেরই স্তব করিতে লাগিল। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণও পরম পরিতুষ্ট হইলেন। বিভীষণ রামপ্রদত্ত মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা করত পশ্চাৎ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর পুরবাসী নিশাচরগণ আনন্দিতচিত্তে দধি, অক্ষত, মোদক, লাজ ও পুষ্প সকল আনয়ন করিয়া বিভীষণকে উপহার প্রদান করিল। বিভীষণ ঐ সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন। বিভীষণকে পূর্ণমনোরথ ও কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার মনস্তুষ্টি জন্য সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান পর্ব্বতপ্রমাণ বীর হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এই মহারাজ সৌম্য বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কানগরীতে গমন কর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি তথায় গমন করিয়া বৈদেহীকে আমার, সুগ্রীবের ও যোধগণের কুশলবার্ত্তা এবং রাবণের নিধন সংবাদ দান কর। হরীশ্বর! এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করত বৈদেহীর সংবাদ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পবননন্দন হনুমান্‌ লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন; রাক্ষসেরা তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা অনুমতি করিলে মারুতি যথান্যায়ে বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলে, সীতা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। পবননন্দন

দেখিলেন, স্নানাদিসংস্কারবিহীনা সীতা রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা হইয়া গ্রহপীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দভাবে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন তিনি নম্র, নিশ্চল ও প্রণত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। মহাবল হনুমান আগমন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। বানরোত্তম হনুমান্ তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া রামের সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে বিদেহনন্দিনি! লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কুশলে আছেন; শত্রুজয় পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া রামচন্দ্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ এবং বানরসৈন্যের সাহায্যে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনাকে এই প্রিয় সংবাদ দান করিয়া পুনশ্চ পরিতুষ্ট করিতেছি। সৌভাগ্যবলেই আপনি জীবিত রহিয়াছেন। আপনি আমার নিকট জয় সংবাদ প্রতিগ্রহ করুন। দেবি! রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে আপনাকে বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমার পাতিব্রত্যমাহাত্ম্যেই যুদ্ধে এই বিজয় লাভ করিয়াছি। সীতে! তুমি সুস্থ হও; শোক তাপ পরিত্যাগ কর। শত্রু রাবণ নিহত ও লঙ্কা অধিকৃত হইয়াছে। আমি তোমার উদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা সাধন করিতে নিয়ত যত্নবান্ হইয়াছিলাম, সাগরে সেতু বন্ধন করত এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। রাবণের আলয়ে রহিয়াছ বলিয়া এখন আর ভয় করিও না। লঙ্কারাজত্ব এক্ষণে বিভীষণকে অর্পণ করিয়াছি। অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্বস্ত হও; তুমি এখন নিজের গৃহেই বাস করিতেছ। আর বিভীষণও তোমার দর্শন জন্য সমুৎসুক হইয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বরই গমন করিতেছেন।

চন্দ্রবদনা জানকী হনুমানের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন

উত্তর করিতে পারিলেন না; আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সীতা প্রত্যুত্তর না করিলে বানরপ্রবীর হনুমান তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? আমার বাক্যের উত্তর করিতেছেন না কেন?

হনুমান এই কথা কহিলে পর, ধর্ম্মপথবর্ত্তিনী জানকী নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হনুমন! স্বামীর বিজয় সংযুক্ত প্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া, উল্লাসে অবশ হইয়া ক্ষণ কালের জন্য আমার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না। প্লবঙ্গম! তুমি আমায় যে সংবাদ দান করিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই প্রিয় সংবাদের যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই দেখিতেছি না। ত্রিলোকের রাজত্ব বা ত্রিলোকের যাবতীয় হিরণ্য, সুবর্ণ কি রত্ন, তোমার পুরস্কার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে।

এই কথা শুনিয়া হনুমান আনন্দিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ভর্ত্তৃহিতব্রতে! হে বিজয়াকাঙ্ক্ষিণি! হে অনিন্দিতে! আপনি ভিন্ন কেহই ঈদৃশ মিষ্ট কথা কহিতে পারে না। দেবি! আপনার এই সারবৎ মিষ্ট বাক্য অশেষ রত্নরাশি এবং স্বর্গের রাজত্ব হইতেও অমূল্য। বাস্তবিক আপনার এই বাক্যে আমি স্বর্গের রাজ্যাদি সমস্ত দুর্লভ বস্তুই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে যাইয়া নিহতশত্রু নিশ্চিন্ত বিজয়ী রামচন্দ্রকে দর্শন করিব।

পবননন্দনের এইবাক্য শ্রবণ করত জনকরাজতনয়া মৈথিলী সর্ব্বাপেক্ষাও সাধুবাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হনুমন্! তুমি ভিন্ন এতাদৃশ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মাধুর্য্যগুণবিভূষিত এবং শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ ধারণ উহ অপোহ অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই অষ্টাঙ্গ সমন্বিত বুদ্ধিসংযুক্ত বাক্য বলিতে অন্য কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহে। তুমি পবনদেবের প্রশংসনীয় পরম ধার্ম্মিক পুত্র।

বল, শৌর্য্য, শিক্ষা, মানসিক বল, বিক্রম, অনুত্তম ঔদার্য্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিনয় এবং অন্যান্য শোভনীয় সদ্‌গুণ সমগ্র একত্রে কেবল তোমাতেই বর্ত্তমান আছে, সন্দেহ নাই।

তখন এতাদৃশ প্রশংসাতেও অণুমাত্র বিকৃত না হইয়া হনুমান পুনর্ব্বার আনন্দিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাকে উত্তর করিলেন, যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই রাক্ষসীগণের সকলকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি। ইহারা আপনাকে এতদিন বিবিধ রূপে পীড়ন করিয়াছে। আপনি পাতিব্রত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক অশোক বনে অবস্থিতি করিয়া অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন; এই সকল ঘোররূপা নিষ্ঠুরাচারা অতি ক্রূরদর্শনা নিশাচরী আপনাকে নিয়ত তর্জ্জন করিত। আমি দেখিয়া গিয়াছিলাম এই বিকৃত-বদনা রাক্ষসী সকল রাবণের আজ্ঞানুসারে আপনাকে নিরন্তর বিবিধ কঠোর বাক্য বলিত। আমার ইচ্ছা হইয়াছে, এই বিকৃতাকারা, বিকৃতবদনা, ক্রূরা, ক্রূরদর্শনা, ক্রূরকেশী রাক্ষসী-দিগের সকলকেই বিবিধ রূপে বধ করিব। আপনার অপ্রিয়-কারিণী পরুষভাষিণী এই সকল নিশাচরীকে আমি মুষ্টি, চপেটা ঘাত, এই প্রকাণ্ড বাহুর প্রহার, দারুণ জানুপ্রহার, দংশন, কর্ণ-নাসাচ্ছেদন ও কেশোৎপাটন ইত্যাদি প্রকার প্রহার দ্বারা নিপাতন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনবৎসলা কৃপালুহৃদয়া জানকী বিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, এই সকল রাক্ষসী পরের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসী; রাজসেবার বশীভূতা হইয়া পরের আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, অতএব সুমন! ইহাদিগের উপর কে ক্রুদ্ধ হইতে পারে? ভাগ্যবৈষম্য দোষ এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতনিবন্ধনই আমি এই সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি, নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করি-

ক্তেছি। মহাবাহো! তুমি এরূপ বলিও না; দৈবের দুর্ব্বোধ গতিই এই; নিশ্চয় জানিবে আমি দশাপরিণাম বশতই এই সমস্ত ভোগ করিতেছি। আমি কৃপানিবন্ধন এই সকল রাক্ষসীর অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। নিশাচর রাবণের আজ্ঞাতেই ইহারা আমাকে তর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে রাবণ মরিয়াছে, ইহারাও আর আমাকে তর্জ্জন করিবে না। হে পবননন্দন প্লবঙ্গম! ইতিহাসে এক ভল্লুক এক ব্যাঘ্রের নিকট এবিষয়ে যে একটী শ্লোক বলিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। পাপশীল এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য, অন্য ব্যক্তি অপরাধী হয় না; সুতরাং সদাচার রক্ষা করা সাধুদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ সদাচারই সাধুদিগের ভূষণ। অতএব হনুমন্! শুভকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায়, অনিষ্টকারী বধার্হ ব্যক্তিদেরও উপর দয়া করা সাধুদিগের কর্ত্তব্য, অপরাধ না করে এমন ব্যক্তিই নাই। লোকের হিংসা করাই যে সকল ক্রূর পাপাত্মার ক্রীড়া ও আমোদ, তাহারা বিবিধ অপরাধ করিলেও, তাহাদিগের প্রত্যপকার করিবে না।

অনিন্দিতা রামপত্নী সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্‌পণ্ডিত হনুমান্ কহিলেন, দেবি! বুঝিলাম, আপনি রামচন্দ্রের অনুরূপগুণান্বিতা ধর্ম্মপত্নী; এক্ষণে অনুমতি করুন, রামের নিকট গমন করি।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতা কহিলেন, আমি ভক্তবৎসল ভর্ত্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মারুতনন্দন মহামতি হনুমান্ জানকীর হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, পুরন্দরকে শচীর ন্যায়, আপনি এখনই নিহতশত্রু মিত্রসহায় লক্ষ্মণ সহিত পূর্ণ চন্দ্রানন রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ভ্রাজমানা জানকীকে এই কথা বলিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন করিয়া হরিপ্রবীর মারুতি, পুরন্দরপ্রতিম রামচন্দ্রকে, জানকী যাহা

যাহা বলিয়া দিয়াছেন, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন।

—০:০—

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ সর্ব্বধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ কমলপত্রাক্ষ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, যাঁহার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ এবং যাহা এই উদ্যোগের ফল, সেই শোকসন্তপ্তা জানকীকে দর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। শোকাবিষ্টা বাষ্পাবিললোচনা মৈথিলী বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রত্যয় বশতঃ বিশ্বাস করিয়া তিনি বাষ্পাকুল লোচনে আমাকে বলিয়াছেন, ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাঘব সহসা অশ্রুজলে ঈষৎ পরিক্লিন্ন হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, পরে সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমীপবর্ত্তী মেঘসঙ্কাশ বিভীষণকে কহিলেন, সীতাকে অভ্যঙ্গস্নান এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও বসন ভূষণে ভূষিত করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর; বিলম্ব করিও না।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে নিজ স্ত্রীদিগকে সীতার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে স্বয়ং সমীপে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসেশ্বর বিভীষণ সীতাকে কহিলেন, দেবি বৈদেহি! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দিব্যাঙ্গরাগে চর্চ্চিতা হইয়া দিব্য বসনভূষণ পরিধান পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করুন, আপনার ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া বৈদেহী বিভীষণকে প্রত্যুত্তর করিলেন,

রাক্ষসেশ্বর! আমি স্নান না করিয়াই ভর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আপনার ভর্ত্তা যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিদেবতা জানকী পতিভক্তির বাধ্য হইয়া উত্তর করিলেন, তাহাই কর্ত্তব্য।

অনন্তর বিভীষণ বৈদেহীকে স্নান, অঙ্গরাগ, বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য দিব্যবসন পরিধান করাইয়া শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিলেন, অনেক রাক্ষস রক্ষাস্বরূপে শিবিকা বেষ্টন করিয়া আসিল। মহাত্মা রাম এখনও চিন্তায় নিমগ্নই ছিলেন; বিভীষণ প্রহৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, জানকী আগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রাক্ষসের গৃহে বাসানন্তর সীতা আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া শত্রুসূদন রামের অন্তঃকরণে যুগপৎ রোষ, হর্ষ এবং দয়া উপস্থিত হইল। তিনি শিবিকাস্থিতা জানকীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিরানন্দভাবে বিভীষণকে কহিলেন, নিত্যমদ্বিজয়নিরত সৌম্য রাক্ষসেশ্বর! জানকী সত্বর আমার সন্নিকটে আগমন করুন!

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে দূরীকৃত করাইতে লাগিলেন। কঞ্চুক ও উষ্ণীষধারী পুরুষগণ বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে লইয়া জনতাদূরীকরণ করত ঐ স্থানের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই তাড়িত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদিগের কোলাহলে বায়ুবিলোড়িত সাগরের ন্যায় এক তুমুল কলরব উঠিল।

চারিদিকে বানরাদি সকলেই তাড়্যমান হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রাম দাক্ষিণ্যবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে নিবারণ করিলেন। এবং দৃষ্টিবিক্ষেপ দ্বারা যেন দগ্ধ

করিতে করিতে ক্রোধভরে তিরস্কার করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিভী-ষণকে কহিলেন, তুমি এই সকল ব্যক্তিকে ক্লেশ দান করিয়া আমার অবমাননা করিতেছ কেন? এখনই ইহাদিগের উদ্বেগ শান্ত কর; ইহারা আমার স্বজন। গৃহ, কি বস্ত্র, কি প্রাচীর, কি তিরস্করণী কিম্বা ঈদৃশ জনতাদূরীকরণাদি রূপ সম্মাননা কিছুই স্ত্রীদিগের আবরণ নহে; সচ্চরিত্রই স্ত্রীলোকের প্রকৃত আবরণ। আর বিপত্তিকাল, কষ্ট, যুদ্ধস্থল, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও বিবাহ-কালে স্ত্রীলোকের দর্শনে দোষ হয় না। সীতাও এক্ষণে বিপ-দ্গতা ও মহাকষ্টে পতিতা হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে ইহাঁর দর্শনে দোষ নাই, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে। সীতা শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পাদচারেই আমার নিকট আগমন করুন। এই সকল বানরগণ আমার সমীপে সীতাকে দর্শন করুক। রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ চিন্তান্বিতচিত্তে বিনীতভাবে সীতাকে রামের সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও হনুমান্ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁহার সমাদর নাই। বিবিধ আকারেঙ্গিত দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারি-লেন, সীতার প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই জানকী লজ্জায় যেন স্বীয় গাত্রমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হইলেন। জনতাসমীপে ভর্ত্তার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ করিয়া আর্য্যপুত্র বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পতি অপেক্ষাও সুন্দরমুখী পতিদেবতা জানকী বিস্ময়, হর্ষ ও প্রণয়বশতঃ পতির সুন্দরমুখ দর্শন করিতে লাগিলেন।

কান্তের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কমনীয় মুখমণ্ডল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে মৈথিলীর মনোব্যথা দূর হইল, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিমল শশাঙ্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

—ঃ ঃ—

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দর্শন করিয়া রাম মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভদ্রে! রণস্থলে শত্রুকে বিনাশ করিয়া এই তোমার উদ্ধার করিলাম।, পৌরুষ থাকিলে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিলাম। ক্রোধের পার পাইলাম, অপবাদ নিবন্ধন কলঙ্ক মার্জ্জনা করিলাম; অপমান ও শত্রু উভয়ই এককালে নাশ করিলাম। আজ আমার পৌরুষ প্রকাশ পাইল; আজ আমার পরিশ্রম সফল হইল। আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনি আপনার হইলাম। আমি সন্নিকটে না থাকায়, চপলচিত্ত রাক্ষস যে তোমায় হরণ করিয়াছিল, সে দৈবের দোষ, আমি মানুষ হইয়া আজ সেই দৈবকে পরাজয় করিলাম। যে পৌরুষশালী ব্যক্তি অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া তাহা মার্জ্জন না করে, তাহার পৌরুষে প্রয়োজন কি? সে মহান্ হইলেও, তাহাকে ক্ষুদ্রচেতা বলা যায়। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও লঙ্কা বিমর্দ্দন রূপ প্রশংসনীয় কার্য্য আজ সফল হইল। আজ সুগ্রীব যে যুদ্ধবিক্রম, মন্ত্রণা এবং সসৈন্যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হইল। যিনি বীর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল।

রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সীতা অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া মৃগীর ন্যায় বিত্রস্তলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমীপবর্ত্তিনী প্রেয়সীকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রামেরও মন দ্বিধা বিভক্ত হইল। পরে লোকাপবাদ ভাবনা করিয়া প্রভূতঘৃতসিক্ত প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় পুনর্ব্বার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তিনি ললাটে ভ্রুকুটীবন্ধন করিয়া বক্রভাবে

দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক বানর ও রাক্ষসগণের সমক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী জানকীকে কহিলেন, তপঃসিদ্ধচেতা অগস্ত্য মুনি যেমন জীবলোকের দুষ্প্রধর্ষা দক্ষিণ দিক জয় করিয়াছিলেন, আমি তেমনি তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি; অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মানুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিয়াছি; কোন কামনা করিয়া করি নাই। ভদ্রে! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি জানিবে আমি যে জন্য বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে দারুণ রণ পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা তোমার জন্য করি নাই। আমি নিজ প্রখ্যাত বংশের মর্য্যাদা রক্ষা ও অপবাদ নিবারণ এবং নিজের কলঙ্ক মার্জ্জনই করিয়াছি। তোমার চরিত্রে সন্দেহ জন্মিয়াছে; সুতরাং তুমি আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া, নেত্ররোগীর সমক্ষে দীপশিখার ন্যায় আমাকে অত্যন্ত যাতনা দান করিতেছ। অতএব জানকি! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি দশ দিকের যেখানে ইচ্ছা হয় সেই দিকেই গমন কর। ভদ্রে! তোমায় আমার প্রয়োজন নাই। যে স্ত্রী পরগৃহে অধিক দিন বাস করিয়াছে, কোন্ তেজস্বী পুরুষ, ভাল বাসি বলিয়া লোভ বশতঃ সেই স্ত্রীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারে! তুমি রাবণের অঙ্কে নিষ্পিষ্ট হইয়াছ এবং রাবণ দূষিত কামচক্ষে তোমায় নিরীক্ষণ করিয়াছে; অতএব আমি কিপ্রকারে তোমায় গ্রহণ করিয়া নিজ বিখ্যাত বিশুদ্ধ বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারি। যে অভিপ্রায়ে আমি তোমায় উদ্ধার করিয়াছি, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে যেখানে ইচ্ছা গমন কর; আমি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম। যদি তোমার অভিরুচি হয়, লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটেও থাকিতে পার। অথবা সীতে! সুগ্রীব কি বিভীষণকেও আশ্রয় করিতে পার। কিম্বা যেখানে নিজের সুখবোধ হয় সেই স্থানেই গমন কর। তুমি রাবণের গৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ, তাহাতে আবার তোমার রূপ অলৌকিক। সীতে! তোমার রূপ দেখিয়া এবং

ঈদৃশ সুযোগ পাইয়াও রাবণ যে নিশ্চিন্ত ছিল ও সহ্য করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না।

যিনি প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিবারই পাত্রী, অভিমানিনী সেই জানকী প্রিয়ের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্র-শুণ্ডধৃতা লতার ন্যায় কম্পান্বিত কলেবরে প্রভূত বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

—:০:—

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া এতাদৃশ দারুণ বাক্য বলিলেন শুনিয়া সীতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। মহতী জনতা সমীপে স্বামীর সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী লজ্জায় অবনত হইয়া যেন নিজ গাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সকল বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া যেন শল্যবিদ্ধের ন্যায় তাঁহার যাতনা বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করিয়া গদগদ বাক্যে অল্পে অল্পে ভর্ত্তাকে কহিলেন, বীর! ইতর ব্যক্তি যেমন ইতর স্ত্রীকে, আপনি তেমনি আমাকে ঈদৃশ কর্ণভেদী নিদারুণ অনুচিত বাক্য বলিতেছেন কেন? মহাবাহো! আপনি যেরূপ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি। আমি নিজ সচ্চরিত্রের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। ইতর স্ত্রীলোকের আচরণ দেখিয়া আপনি স্ত্রীজাতিকেই অবিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু আপনি যদি এপর্য্যন্ত আমাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন। প্রভো! আমি পরাধীন হইয়াই গাত্রস্পর্শজনিত দোষে দূষিত হইয়াছি; নিজের ইচ্ছায় পরের গাত্র স্পর্শ করি নাই; অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ। যাহা আমার নিজের আয়ত্তাধীন, আমার সেই চিত্ত চিরকাল আপনাতে অনুরক্ত

রহিয়াছে। কিন্তু আমার দেহ পরাধীন; অতএব তাহার উপর আমার কোন প্রভুত্বই নাই। মানদ! আমাদিগের অনুরাগ পরস্পরের উপর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমরা বহুকাল এক সঙ্গে যাপন করিয়াছি, তাহাতেও যখন আপনি আমাকে বুঝিতে পারেন নাই, তখন ইহকালের জন্য আর আমার আশাই নাই। বীর! আপনি যখন আমার অনুসন্ধান জন্য হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ত তখনও এই লঙ্কাতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তবে আপনি আমায় তখনই পরিত্যাগ করেন নাই কেন? আপনি যদি তৎকালে হনুমানকে এই কথা বলিয়া দিতেন, বীর! তাহা হইলে আমি তখনই জীবন ত্যাগ করিতাম। আপনাকেও অনর্থক প্রাণসংকট স্বীকার পূর্ব্বক সুহৃজ্জনকে ক্লেশ দান করিয়া ঈদৃশ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না। কি আশ্চর্য্য! হে রাজশার্দ্দূল! আপনি কেবল ক্রোধেরই বশবর্ত্তী হইয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায়, জাতিত্ব ভিন্ন কিছুই বিবেচনা করিলেন না। আপনি একবারও ভাবিলেন না যে আমি নামে জনকের কন্যা কিন্তু বাস্তবিক আমি ভূমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে চরিত্রজ্ঞ! আপনি আমার চরিত্র বা স্বভাব বিবেচনা করিলেন না। আপনি বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একবার ভাবিলেন না! আমার ভক্তি ও শীলতা সমস্তই পশ্চাৎ করিলেন।

ক্রন্দন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদ স্বরে এইরূপ কহিয়া জানকী অবশেষে কাতরচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার জন্য চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। চিতাই এই উপস্থিত বিপত্তির ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত হইয়াছি, অতএব আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমার গুণে অবিশ্বাস করিয়া আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব; ইহাই এক্ষণে আমার উচিত আশ্রয়।

বৈদেহীর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুনিসূদন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; আকারেঙ্গিত দ্বারা রামের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভিমতিক্রমেই চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে কোন সুহৃদ্ ব্যক্তিই কালান্তকযমসদৃশ রামকে অনুনয়, বিনয় বা তাঁহার সহিত কথা, কি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও সাহসী হইল না।

অনন্তর জানকী অধোমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনের নিকট গমন করিলেন। এবং হুতাশনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমার হৃদয় কখনই রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না। ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে অক্ষুন্ন ও অবিকৃত ভাবে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন। কায়, মন, বা বাক্য দ্বারা আমি কখনই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাঘব ভিন্ন অন্যের সংসর্গ করি নাই; ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। রাঘব যেন জানিতে পারেন, আমার চরিত্রে কোন দোষ নাই, এইজন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন।

এই কথা বলিয়া, মৈথিলী নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রদীপ্ত পাবক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিলেন। সমবেত মহতী জনতার আবাল বৃদ্ধ সকলেই দর্শন করিল, জানকী প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রতপ্ত নূতন কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তি তপ্তকাঞ্চনভূষিতা মৈথিলী সর্ব্বলোকের সমক্ষে প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিলেন। সকল প্রাণীই দেখিতে পাইল, বিশালাক্ষী জনকতনয়া সুবর্ণবেদিকার ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। ত্রিলোকস্থ সকলেই দর্শন করিল, মহাভাগা সীতা পূর্ণ ঘৃতাহুতির ন্যায় হুতাশন মধ্যে পতিতা হইলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূতা বসুধারার ন্যায় জানকী পাবক মধ্যে পতিতা হইলেন,

দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকেরা সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। দেব গন্ধর্ব্ব ও দানব প্রভৃতি ত্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল, মৈথিলী অভিশাপ হেতু মর্ত্ত্যলোকে নিপতিতা দেবতার ন্যায় অগ্নিমধ্যে পতিতা হইলেন।

এইরূপে সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে পর রাক্ষস ও বানরগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হা হা করিতে লাগিল।

— (ঃ) —

ঊনবিংশাধিক শততম সর্গ।

বানর ও রাক্ষসগণের ঈদৃশ কলরব শ্রবণ করত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র বাষ্পাকুললোচনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময় যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণসমভিব্যাহারী ধর্ম্মরাজ যম, সহস্র-লোচন দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, ভগবান বৃষকেতন ত্রিলোচন মহাদেব, এবং সর্ব্বলোকসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্ববেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা, ইঁহারা সকলে সূর্য্যসঙ্কাশ স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করত লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং আভরণভূষিত বিপুল বাহু সকল উত্তোলন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামকে কহিলেন, তুমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা ও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানীদিগের সর্ব্বপ্রধান হইয়াও সীতাকে অগ্নি প্রবেশ হইতে নিষেধ করিলে না কেন? তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ? তুমি পূর্ব্বকল্পে বসুদিগের প্রজাপতি ঋতুধামা নামে বসু ছিলে। তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং স্বতঃ শক্তিমান্। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব, এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু। হে পরন্তপ! তুমিই সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে দৃষ্ট হইয়া থাক। তবে সামান্য মানুষের ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ লোকাধিপতি রঘুনন্দন রামচন্দ্র লোকপাল-দিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল দেবশ্রেষ্ঠকে কহিলেন, আমি ত জানি, আমি মানুষ ; রাজা দশরথের পুত্র। যাহা হউক, আমি যে, এবং যে কার্য্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

কাকুৎস্থ এই কথা বলিলে পর ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন, হে অবিতথপরাক্রমশালিন্! আমার নিকট প্রকৃত কথা শ্রবণ কর। তুমি শঙ্খচক্রগদাধর সর্ব্বেশ্বর লক্ষ্মীপতি দেব নারায়ণ। তুমি একদন্ত আদিবরাহ ; তুমি ত্রিকালবিজয়ী। রাঘব! আদিতে মধ্যে ও অন্তে যে সত্যস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন, তুমি সেই ব্রহ্ম। তুমি লোকের গতিস্বরূপ ধর্ম্ম ; তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা ; তুমি চতুর্ভুজ ; তুমি শার্ঙ্গধন্বা ; তুমি হৃষীকেশ ; তুমি পূর্ণ ; তুমি পুরুষোত্তম ; তুমি পদ্মনাভ খড়্গাধারী সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণবর্ণ ; তুমি মহাবল ; তুমি সেনানী ; তুমি মন, তুমি সত্য ; তুমি বুদ্ধি ; তুমি ক্ষমা ; তুমি দম ; তুমি উৎপত্তিস্থান, তুমি প্রলয়স্থান ; তুমি মধুসূদন ; তুমি উপেন্দ্র। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা মহেন্দ্র। তুমি পদ্মনাভ ; তুমি রণে শত্রুদিগের নাশকর্ত্তা। তুমি শরণ্য ; দিব্যস্থিত মহর্ষিগণ তোমাকেই শরণ বলিয়া থাকেন। তুমি সহস্রশীর্ষ বেদময়, তুমি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি। তুমি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভু। তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ; তুমি সকলের পূর্ব্বজ, তুমি যজ্ঞ ; তুমি বষট্‌কার ; তুমি ওঙ্কার ; তুমি পরাৎপর ; তোমার উৎপত্তি বা নাশ কেহই জ্ঞাত নহে ; তুমি যে কে তাহাও কেহই জানে না। তুমি সর্ব্বপ্রাণী, ব্রাহ্মণ জাতি, গোজাতি, এবং দশ দিক্, আকাশ, পর্ব্বত ও নদী সকলে দৃষ্ট হইয়া থাক। তুমি সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ ও সহস্রলোচন। তুমি সর্ব্বপ্রাণী এবং পর্ব্বত সহিত পৃথিবী ধারণ করিতেছ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে সলিলমধ্যে তুমি মহাসর্পরূপে দৃষ্ট হইয়া

থাক। রাম! তুমি দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বাদি ত্রিলোক ধারণ করিতেছ। রাঘব! আমি তোমার হৃদয়; দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা, এবং মৎসৃষ্ট দেবতা সকল তোমার গাত্রের লোম। রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস তোমার উন্মেষ; বেদ সকল তোমার প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক সংস্কার; তোমা ভিন্ন জগৎ-প্রপঞ্চ নাই। জগৎসংসার তোমার শরীর; বসুধা তোমার ধৈর্য্য; অগ্নি তোমার কোপ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার প্রসন্নতা; তুমি শ্রীবৎসলক্ষণ; তুমি পূর্ব্বে স্বীয় ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে; সীতা লক্ষ্মী, আর তুমি কৃষ্ণবর্ণ প্রজাপতি দেব বিষ্ণু। তুমি রাবণের বিনাশ জন্য মানুষ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। হে সর্ব্বধর্ম্মপ্রতিপালক! তুমি এক্ষণে আমাদিগের সেই উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিলে। রাম! এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, অতএব হৃষ্ট হইয়া স্বর্গে আরোহণ কর। দেব! তোমার বীর্য্য অমোঘ; তোমার পরাক্রম কখনই ব্যর্থ হয় না। রাম! তোমার দর্শন, এবং তোমার স্তবও কখনও নিষ্ফল হয় না। পৃথিবীতে যে সকল লোক তোমাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা নিষ্ফল হইবে না। তুমি পুরাণ পুরুষোত্তম; যাহারা অকপটচিত্তে তোমাতে ভক্তিমান্ হইবে, তাহারা ইহ ও পরলোকে সকল অভি-লষিতই প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল ব্যক্তি এই বেদোক্ত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকা-শক পুরাবৃত্তপ্রতিপাদক দিব্য স্তব কীর্ত্তন করিবে, কি ইহলোক কি পরলোক, তাহারা কোথাও পরাভব প্রাপ্ত হইবে না।

বিংশাধিক শততম সর্গ।

ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া উত্থিত হইলেন। কৃশানু মূর্ত্তিমান্ হইয়া

চিন্তা অপসারণ পূর্ব্বক জনকাত্মজা বৈদেহীকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন, এবং ক্রোড়ে করিয়া সেই আদিত্যবর্ণা তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা রক্তাম্বরধারিণী আকুঞ্চিতকৃষ্ণকেশী অম্লানমাল্যাভরণ-ধারিণী বালা বৈদেহীকে রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন। এই রূপে সীতাকে সমর্পণ করিয়া ত্রিলোকসাক্ষী ভগবান্ হব্যবাহন রাঘবকে কহিলেন, রাম! এই তোমার জানকী; ইঁহার অন্তঃকরণে কোন পাপই নাই। এই শুভা সুশীলা জানকী বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা কখনই সচ্চরিত্র তোমা ভিন্ন অন্যের প্রতি আসক্ত হন নাই। নির্জ্জন বনমধ্যে তুমি ইঁহার নিকটে ছিলে না, ইঁহার কোন উপায় এবং সামর্থই ছিল না, সুতরাং বলদর্পিত রাবণ বলপূর্ব্বক ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল। আর ইনি অন্তঃপুর মধ্যে গুপ্ত স্থানে স্থাপিতা হইয়াছিলেন; ভীষণ রাক্ষসী সকল নিয়ত ইঁহার প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, ইঁহার চিত্তও তোমাতেই একান্ত আসক্ত ছিল, সুতরাং তুমি ভিন্ন ইনি আর কাহাকেও আশ্রয় করেন নাই। ইঁহাকে অনেক তর্জ্জন এবং বিবিধ লোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি কিছুতেই রাবণকে গ্রাহ্যও করেন নাই; কারণ ইঁহার অন্তরাত্মা তোমাতেই একান্ত আসক্ত। ইঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সুতরাং ইনি নিষ্পাপা, অতএব তুমি ইঁহাকে গ্রহণ কর; আর দ্বিরুক্তি করিও না; আমি তোমায় আজ্ঞা করিতেছি।

অগ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র প্রীতচিত্তে হর্ষব্যাকুলিত লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। পরে মহাতেজা মহাবিক্রম ধৈর্য্যশীল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে কহিলেন, শুভা জানকী বহুকাল রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকের সমক্ষে তাঁহার শুদ্ধিপরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি যদি শুদ্ধি পরীক্ষা না করাইয়া জানকীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে দশরথের পুত্র রাম স্ত্রৈণ ও কামপরায়ণ। আমিও জানি, জনকা-

আত্মজা মৈথিলী অনন্যহৃদয়া; নিয়ত আমাতেই চিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রিলোকের বিশ্বাস জন্যই আমি সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক জানকীর হুতাশনপ্রবেশ উপেক্ষা করিয়াছিলাম। এই বিশালাক্ষীর সতীত্ব তেজই ইঁহাকে রক্ষা করিতেছে; অতএব রাবণের সাধ্য কি যে ইহাকে অতিক্রম করে; সাগরের বেলা অতিক্রম করিতে কাহার সামর্থ্য আছে। আমি নিশ্চয় জানি, সেই দুষ্টাত্মা রাবণ পাবকের শিখার ন্যায় এই অপ্রাপ্যা মৈথিলীকে মনোদ্বারাও ধর্ষণ করিতে পারে নাই। রাবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও ইঁহার চিত্ত কখনই চঞ্চল হইতে পারে না। কারণ ইনি সতী; ভাস্করের প্রভার ন্যায় ইনি আমার ভিন্ন আর কাহারই নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে জনকাত্মজা ত্রিলোকের নিকটেই নিজ বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিলেন; অতএব মনস্বী ব্যক্তি যেমন স্বীয় কীর্ত্তি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, আমিও তেমনি এক্ষণে আর ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ, আপনারা যখন স্নেহসহকারে হিতবোধে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই আপনাদিগের হিতবাক্য রক্ষা করিতে হইবে।

মহাযশা মহাবল সুখোচিত রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন; তৎকালে সকলেই তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মের প্রশংসা করিতে লাগিল।

—:০:—

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রাঘবকথিত পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত মহেশ্বর তদপেক্ষা শুভতর বাক্যে কহিলেন, হে কমললোচন! হে মহাবাহো! হে মহাবক্ষঃ! হে পরন্তপ! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি এই মহাকার্য্য সাধন করিলে। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকের রাবণভয়রূপ যে ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, রাম! তুমি আজ

যুদ্ধে সেই দুঃখ দূর করিলে। এক্ষণে কাতরচিত্ত ভরত, যশস্বিনী কৌশল্যা আর মাতা কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে দর্শন পূর্ব্বক আশ্বাস দান; এবং রাজ্যলাভ, অযোধ্যায় প্রজা ও আত্মীয়বর্গকে তুষ্ট; ইক্ষ্বাকুবংশ প্রতিষ্ঠা, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অনন্যসাধারণ যশোলাভ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া স্বর্গে আরোহণ কর। কাকুৎস্থ! মনুষ্যলোকে তোমার পিতা ও গুরু রাজা দশরথ তোমাকে পুত্র লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্তি পূর্ব্বক ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই দেখ, তিনি দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন। তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভি-ব্যাহারে ইহাঁকে প্রণাম কর।

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঘব লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বিমানাগ্রস্থিত পিতাকে প্রণাম করিলেন। তিনি ও লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের পিতা নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজদেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। তখন বিমানস্থিত মহা-হাসনোপবিষ্ট মহারাজ দশরথ ও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্রকে দর্শন করত ক্রোড়ে লইয়া বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! আমি স্বর্গলাভ করিয়াছি, এবং দেবতাদিগের সহিত সমান হইয়াছি কিন্তু আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার বিরহ নিবন্ধন ইহাতেও পরিতুষ্ট নহি। বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ! তোমাকে বনবাস দিবার জন্য কৈকেয়ী যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে আজও সেই সকল বাক্য বিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আজ তোমাকে ও লক্ষ্মণকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহারগর্ভ হইতে দিবাকরের ন্যায় সর্ব্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম। পুত্র! তুমি আমার সুপুত্র ও মহাত্মা; অষ্টাবক্র হইতে ধর্ম্মাত্মা কহোল ব্রাহ্মণের ন্যায়, আমি তোমা হইতেই উদ্ধার পাইয়াছি। সৌম্য! আমি লোকপালদিগের নিকট এইমাত্র অবগত হইলাম যে, তুমি পুরুষোত্তম নারায়ণ, রাবণ বধের জন্য মানুষরূপে আত্মগোপন করিয়াছ। রাম!

কৌশল্যাই ধন্যা, তিনি শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক বনবাসান্তে গৃহে প্রত্যাগত তোমাকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। রাম! তুমি নগরীতে প্রতিগমন করিলে পর যাহারা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য। রাম! আমি তোমাকে তোমার অনুরক্ত ভ্রাতা বলবান্ পবিত্রচেতা ধর্ম্মচারী ভরতের সহিত সম্মিলিত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। সৌম্য! তুমি আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ। এক্ষণে তোমার বনবাস সমাপন হইয়াছে। তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। রণে রাবণকে সংহার করিয়া তুমি দেবতাদিগকেও পরিতুষ্ট করিয়াছ। উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্যক্ সম্পাদন করিয়াছ, শত্রুসূদন! প্রশংসনীয় যশও প্রাপ্ত হইয়াছ; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃদিগের সমভিব্যাহারে দীর্ঘজীবন ভোগ কর।

রাজা দশরথ এই কথা কহিলে পর, রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন। পিতঃ! আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রকে ত্যাগ করিলাম, আপনি এই বলিয়া কৈকেয়ীকে যে দারুণ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন প্রভো! সে শাপ যেন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে স্পর্শ না করে।

তখন রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলিপুট রামচন্দ্রকে তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! রাম প্রসন্ন হইলে তুমি ইহলোকে ধর্ম্ম ও বিপুল যশ এবং চরমে স্বর্গ ও অনুত্তম মহিমালাভ করিতে পারিবে। হে সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধন! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রামের সেবা কর; রাম সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের হিতসাধনে নিরত। এই ত দেখিলে, এই সকল ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদন করিয়া অর্চ্চনা করিলেন। বেদে যে অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম দেবতাদিগের হৃদয় ও গোপনীয় বস্তু স্বরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তপ এই রাম

সেই বস্তু। লক্ষ্মণ! তুমি ধৈর্য্যসহকারে সীতার সহিত রামের সেবা করিয়াছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মাচরণ ও বিপুল যশোলাভ হইয়াছে।

লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া রাজা দশরথ পরে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা পুত্রবধূকে প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে অল্পে অল্পে কহিলেন, জনকতনয়ে! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্রোধ বা দুঃখ করিবে না; তোমার বিশুদ্ধি প্রমাণ করিয়া তোমার হিতসাধন করিবার জন্যই রাম এই কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রি! তুমি সচ্চরিত্র প্রমাণ করিবার জন্য যে কার্য্য করিলে, ইহা অন্য স্ত্রীলোকের সুদুষ্কর। তুমি যাহা করিলে, তাহাতে সমস্ত নারীজাতিরই যশ হইবে। বৎসে! পতিসেবা করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতে হয় না, তথাপি উপদেশ করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, যে এই রামই তোমার পরম দেবতা।

রাজা দশরথ দুই পুত্র ও সীতাকে ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দান করিয়া বিমানারোহণে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

পুত্রদ্বয় ও সীতাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নৃপশ্রেষ্ঠ মহানুভব দশরথ হর্ষজনিত লোমাঞ্চিত কলেবরে বিমানে আরোহণ করত দিব্য কান্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

দশরথ গমন করিলে পর পাকশাসন দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে পরন্তপ! তুমি যে আমাদিগের দর্শন পাইলে, তাহা তোমার বিফল না হয়, এইজন্য আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে পর রাম নিতান্ত

আহ্লাদিত হইয়া বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, হে দেবরাজ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। প্রভো! আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল বানর যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্ব্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে মানদ! যে সকল বানর আমার জন্য স্ত্রী পুত্র হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, আমার ইচ্ছা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার সুখিত দর্শন করি। হে পুরন্দর! এই যে সকল বীর বানর আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক মৃত্যুকে গ্রাহ্য না করিয়া যত্ন করত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহাদিগকে জীবন দান করুন। যাহারা আমার প্রিয়সাধনে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে নাই, তাহারা পুনর্জ্জীবিত হউক্। দেব! আমি এই বর প্রার্থনা করি। হে মানদ! সেই সকল বানর, গোলাঙ্গূল ও ঋক্ষদিগকে পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও অক্ষতশরীর এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন দর্শন করিতে বাসনা করি। আর ও প্রার্থনা করি, এই সকল বানর যে কোন স্থানে বাস করিবে, সেই স্থানেই অকালেও পুষ্প ও ফল মূল সকল প্রচুর উৎপন্ন হইবে; এবং নদী সকলের জল নির্ম্মল থাকিবে।

মহাত্মা রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেন্দ্র প্রীতিসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত রঘুনন্দন! তুমি অতি অদেয় বর প্রার্থনা করিলে। যাহা হউক্, আমি কখনও দুই কথা বলি নাই, অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। যে সকল ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু, ও ছিন্নানানাদিরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই উত্থিত হউক। বানরগণ পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া অক্ষতশরীরে যেন নিদ্রাবসানেই জাগরিত হইয়া উত্থিত হউক্। সকলেই পুনর্ব্বার বন্ধু, বান্ধব, স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সহিত পরমানন্দে সম্মিলিত হউক্। হে মহাধনুর্দ্ধারিন্! ইহারা যে কোন স্থানে বাস করিবে,

সেই স্থানেই বৃক্ষসকল অকালেও পুষ্পফল প্রসব করিবে, এবং নদী সকল সকল ঋতুতেই বিমল জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। ইহাদিগের শরীর ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অক্ষত ও পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবে।

পুরন্দর এই কথা বলিবামাত্র, নিহত বানরগণ সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তদ্দর্শনে বানরেরা এ কি! বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

অনন্তর দেবতারা সকলেই পরমানন্দিত হইয়া কৃতকার্য্য রাম ও লক্ষ্মণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন কর; বানরদিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ কর; অনুরক্তা যশস্বিনী মৈথিলীকে সান্ত্বনা কর; ত্বদীয় শোকনিবন্ধন মুনিব্রতাচারী ভ্রাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ কর, মহাত্মা শত্রুঘ্ন এবং মাতৃদিগকে যাইয়া দর্শন কর; রাজ্যে অভিষিক্ত হও, পুরবাসীবর্গ ও অমাত্যদিগকে আনন্দিত কর।

সহস্রলোচন রামলক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানযোগে সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে দেবশ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিয়া সৈন্যদিগকে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর রামলক্ষ্মণপালিত প্রহৃষ্টমনা যশস্বিনী ঐ মহাচমূ জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিতা যামিনীর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল।

— ঃ০ঃ —

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ঐ রাত্রি সুখে যাপন করত পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে পর বিভীষণ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ এবং দিব্য মাল্য ও চন্দন সকলই প্রস্তুত;

অলংকরণনিপুণা এই সকল কমললোচনা ললনাও উপস্থিত। হে রঘুনন্দন! ইহারা আপনাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।

এই কথা শুনিয়া কাকুৎস্থ বিভীষণকে উত্তর করিলেন, তুমি সুগ্রীবাদি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে স্নান করাও। বয়স্য! সত্যনিষ্ঠ মহাবাহু সুকুমার সুখোচিত ভ্রাতা ভরত আমারই জন্য কষ্ট করিতেছেন। সেই কৈকেয়ীনন্দন ধর্ম্মচারী ভরতকে ছাড়িয়া স্নান বা বসন ভূষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব এক্ষণে আমরা যাহাতে সত্বর এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন করিতে পারি, তুমি তাহারই উদ্যোগ দেখ। অযোধ্যায় যাইতে আমাদিগকে বহু দুর্গম দূর পথ অতিক্রম করিতে হইবে।

রাম এই কথা কহিলে পর বিভীষণ প্র[illegible]ত্তর করিলেন, হে রাজনন্দন! আমিই আপনাকে [illegible]নগরীতে লইয়া যাইব। আপনার মঙ্গল হউক। রাবণ বল পূর্ব্বক আমার ভ্রাতা কুবেরের সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হে বিপুলবিক্রম! যুদ্ধ জয় পূর্ব্বক সমানীত ঐ কামগামী দিব্য বিমান আপনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ঐ মেঘসঙ্কাশ বিমান এই লঙ্কামধ্যেই আছে; আপনি ঐ বিমানে আরোহণ করিয়া অক্লেশে অযোধ্যায় উপস্থিত হইবেন। এক্ষণে যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্ত্তব্য হয়; যদি আমাতে আপনি কোনও গুণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন; আর যদি আমাতে আপনার প্রণয় থাকে, হে প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র! তাহা হইলে আপনি লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত কিয়ৎকাল এই স্থানে বাস করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন, তাহার পর গমন করিবেন। আমি প্রীতি সহকারে আপনার পূজা করিব, আপনি সৈন্য ও সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে ঐ পূজা গ্রহণ করুন। রাঘব! আমি প্রণয়, বহুমান এবং সৌহৃদ্দবশতই আপনার অভিমতি প্রার্থনা করিতেছি; আমি আপনার কিংকর; অতএব আপনাকে আদেশ করিতে পারি না।

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসদিগের সকলকেই শুনাইয়া উত্তর করিলেন, বীর! তুমি অসাধারণ মন্ত্রিত্ব এবং কায় মনে যত্ন ও পরম মিত্রতা করিয়াই আমার যথেষ্ট পূজা করিয়াছ। রাক্ষসেশ্বর! আমি যে তোমার বাক্য রক্ষা করিলাম না এরূপ বিবেচনা করিও না; তবে, যে ভরত আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আগমন করিয়া মস্তক দ্বারা পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি নাই, বীর! সেই ভ্রাতা ভরতকে দেখিবার জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। মাতা কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য গুরুজন, আত্মীয়বর্গ ও পুরবাসীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যও আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অতএব সৌম্য! আমাকে বিদায় দান কর; বিভীষণ! আমি যথেষ্ট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। সখে! আমি তোমার উপরোধ রক্ষা করিলাম না, বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। রাক্ষসেশ্বর! আমার জন্য শীঘ্র বিমান আনয়ন কর। আমার কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইয়াছে; অতএব আর এখানে বাস করিতে কিপ্রকারে আমার ইচ্ছা হইতে পারে?

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ সত্বর হইয়া সূর্য্যসঙ্কাশ বিমানকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র সর্ব্বাঙ্গে কাঞ্চনবিচিত্রিত, বৈদূর্য্যবেদিসম্পন্ন, বিবিধ কূটাগারে পরিরক্ষিত, সর্ব্বতঃ রজতকান্তি, বিবিধ শুভ্রপতাকা ও ধ্বজদণ্ড-সকলে সমলঙ্কৃত, পদ্মবিভূষিত কাঞ্চনময় হর্ম্ম্য সকলে পরিবৃত, কিঙ্কিণীজালবেষ্টিত, মণিময়গবাক্ষসম্পন্ন, সর্ব্বত্র মধুররাবিঘণ্টা-জালে পরিক্ষিপ্ত, সুবিশাল হর্ম্ম্য সকলে ভূষিত, বিবিধ স্ফটিক বিচিত্রিত তল ও বৈদূর্য্যনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট আসনসমন্বিত, মহামূল্য আস্তরণোপেত, বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত শৈলশিখরাকার ঐ সুবর্ণময় মনোগামী দিব্য বিমান তথায় উপস্থিত হইল। তখন বিভীষণ রামচন্দ্রকে ঐ বিমান নিবেদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

উদারচেতা রাম ও লক্ষ্মণ ঐ সমুপস্থিত শৈলসঙ্কাশ কামগামী বিমান দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

—ঃ·ঃ—

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম সর্গ।

পুষ্পভূষিত পুষ্পক রথ উপস্থাপন করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ও ব্যগ্রভাবে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র বিবেচনা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে শুনাইয়া প্রণয়সহকারে বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ! এই সকল বানর অতিযত্নের সহিত কার্য্য সাধন করিয়াছে, অতএব তুমি বিবিধ রত্ন অস্ত্র ও বস্ত্রাদি দান করিয়া ইহাদিগের সমাদর কর। রাক্ষসেশ্বর! ইহারা প্রাণভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎফুল্লচিত্তে যুদ্ধ করিয়াছিল, সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হয় নাই; আমি ইহাদিগের সাহায্যেই অজেয়া লঙ্কা জয় করিয়াছি। অতএব তুমি এই সমস্ত কৃতকর্ম্মা বানর ও ভল্লুকাদির সকলকেই ধনরত্ন প্রদান করিয়া ইহাদিগের পরিশ্রম সফল কর। বানরযূথপতিগণ তোমার নিকট সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপন আপন স্থানে প্রতিগমন করিবে। তোমাকে দানশীল, অথচ ন্যায়ানুসারে যথাকালে অর্থসংগ্রাহক এবং দয়ালুহৃদয় ও কৃতজ্ঞ জানিতে পারিলে, সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। এই জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ করিতে উপদেশ করিতেছি। রাজন্! যে রাজার দান মানাদি কোন গুণই নাই, অথচ কেবল অনর্থক সৈন্যদিগকে সমরে সংহার করান, সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ যথোচিত রূপে বানরদিগকে বিবিধ রত্ন বিভাগ করিয়া দিয়া তাহাদিগের সম্যক্ সমাদর করিলেন।

রত্ন ও অর্থাদি দান দ্বারা বানরযূথপতিদিগের সমাদর করা হইল দর্শন করিয়া, রামচন্দ্র সেই লজ্জিতা যশস্বিনী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া, ধনুর্দ্ধারী বিক্রমশালী ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভি-ব্যাহারে সেই অনুত্তম বিমানে আরোহণ করিলেন। এবং বিমানে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত বানর এবং মহাবীর্য্য সুগ্রীব ও বিভীষণের সমাদর করিয়া কহিলেন, হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা মিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি বিদায় দান করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে স্ব স্ব স্থানে গমন কর। প্রণয়ী হিতৈষী ধর্ম্ম-ভীরু বয়স্যের যাহা কর্ত্তব্য, সুগ্রীব! তুমি তাহার সমস্তই করি-য়াছ। এক্ষণে স্বসৈন্য সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন কর। বিভীষণ! তুমিও মদ্দত্ত স্বীয় লঙ্কারাজ্য উপভোগ কর। ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি প্রজাদিগকে ন্যায় পথে প্রবর্ত্তিত কর। আমি আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব; প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে আমায় অনুমতি করিবে; আমি তোমাদিগের সকলের নিকট বিদায় যাচঞা করিতেছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহাবল বানরগণ এবং রাক্ষসগণ ও বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অযোধ্যায় গমন করিতে বাসনা করি। আপনি আমাদিগকেও লইয়া চলুন। রাজশ্রেষ্ঠ! আমরা তথায় মহানন্দে বন ও নগর সকলে বিচরণ করিব। পরে অনতিবিলম্বেই আপনাকে অভিষেক জলে স্নাত দর্শন ও মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া আমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

বানরগণের ও বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত গৃহে গমন করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দ আর কি হইতে পারে? অতএব সুগ্রীব! তুমি সত্বর বানরদিগের সহিত বিমানে

আরোহণ কর। রাক্ষসরাজ বিভীষণ! তুমিও অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে আরোহণ কর।

অনন্তর বানরগণের সহিত সুগ্রীব এবং অমাত্যদিগের সহিত বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বিমানে আরোহণ করিলেন! তাঁহারা সকলেই আরোহণ করিলে পর কুবেরের সেই দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। হংসযুক্ত ভাস্করকান্তি বিমান আকাশে আরোহণ করিলে, রাম হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। মহাবল বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই ঐ বিমানে স্বচ্ছন্দে অসম্বাধে উপবেশন করিল।

—:০:—

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

মহানাদসম্পন্ন হংসযুক্ত ঐ দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। অনন্তর রঘুনন্দন চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শশিনিভাননা জনকনন্দিনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! কৈলাসশিখরাকার ত্রিকূটশিখরে অবস্থাপিতা বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিতা লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ কর। সীতে! এই মাংসশোণিতকর্দ্দমে পরিপূর্ণা যুদ্ধভূমিও দর্শন কর; বিস্তর বানর ও রাক্ষস এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হে বিশাললোচনে সীতে! বরদর্পিত লোকপ্রমাথী রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার জন্য আমার হস্তে নিহত হইয়া এই স্থানে শয়ন করিয়াছেন। নিশাচর কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তও এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে। হনুমান্ এই স্থানে ধূম্রাক্ষকে বিনাশ করিয়াছে, বিদ্যুন্মালী রাক্ষস মহাবল সুষেণের হস্তে এই স্থানে নিপাতিত হইয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে সমরে সংহার করিয়াছেন।

বিকটাক্ষ নামে রাক্ষস এই স্থানে অঙ্গদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। দুষ্প্রেক্ষ্য বিরূপাক্ষ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অতিকায়, যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত, রাক্ষসপ্রবর দেবান্তক ও নরান্তক, কুম্ভকর্ণের পুত্র বলবান্ নিকুম্ভ ও কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও অন্যান্য অনেকানেক মহাবল রাক্ষস সকল এই স্থানে নিহত হইয়াছে। এই স্থানেই আমি দুর্দ্ধর্ষ মকরাক্ষকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছি। অকম্পন, শোণিতাক্ষ, বীর্য্যবান্ যূপাক্ষ, প্রজঙ্ঘ, ভীষণদর্শন নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্ব, যজ্ঞশত্রু, সুপ্তঘ্ন, মহাবল সূর্য্যশত্রু, এবং ব্রহ্মশত্রু ও অন্যান্য বিবিধ রাক্ষসও এই স্থানেই মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সীতে! এই স্থানে রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী রাবণের জন্য বিলাপ করিয়াছিল। তৎকালে তাহার সহস্রাধিক সপত্নী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিল। চারুবদনে! ঐ সাগরের অবতরণস্থান দৃষ্ট হইতেছে; সাগর পার হইয়া আমরা সে রাত্রি ঐ স্থানেই যাপন করিয়াছিলাম। হে বিশালাক্ষি! তোমার জন্য আমি নলের সাহায্যে লবণসাগরের জলে এই সুদুষ্কর সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম। বৈদেহি! দর্শন কর শঙ্খশুক্তিসমাকুল এই অক্ষোভ্য অপার বারিনিধি গর্জ্জন করিতেছে। মৈথিলি! ঐ দেখ, হনুমানের বিশ্রাম জন্য কাঞ্চনময় কাঞ্চনবর্ণ পর্ব্বতরাজ সাগরজল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বত সাগরের গর্ভেই অবস্থিতি করিতেছে। সীতে! এই দেখ, এই স্থানে আমি সেনানিবেশ করিয়াছিলাম। এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই অগাধ অপার সাগরে সেতুবন্ধনামক ত্রিলোকপূজিত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে। এই পরমতীর্থ পবিত্র ও পাপনাশক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানেই আমার নিকট প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। সীতে! সুগ্রীবের রম্য নগরী এই দৃষ্ট হইতেছে; আমি এই স্থানে বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম।

তখন বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন করিয়া সীতা প্রণয়-

বশতঃ ব্যগ্র হইয়া বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজন্! আমি সুগ্রীবের তারাদি প্রিয় ভার্য্যা ও অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠদিগের ভার্য্যা সকলের সমভিব্যাহারে আপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি।

এই কথা শুনিয়া রাঘব সীতাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া বিমান স্থাপন করিলেন এবং বিমানকে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ! তুমি বানরযূথপতিদিগকে বল, যে তাহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া অযোধ্যায় গমন করে। সীতা ঐ সকল বানরপত্নীর সমভিব্যাহারে গমন করিবেন। তাহারা যাহাতে সত্বর স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া আইসে, তাহার ব্যবস্থা কর; বানরাধিপতে! আমাকে সত্বর যাইতে হইবে।

অতুল-তেজস্বী রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বানররাজ সুগ্রীব সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠের সহিত সত্বর পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তারাকে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! সীতার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য রামচন্দ্র অনুমতি করিয়াছেন, তুমি সমস্ত প্রধান প্রধান বানরগণের পত্নীদিগকে লইয়া সত্বর আগমন কর। আমরা বানরনারীদিগকে অযোধ্যা ও মহারাজ দশরথের ভার্য্যাদিগকে দর্শন করাইব।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী তারা সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠদিগের পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা সকলেই স্ব স্ব স্বামীদিগের সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন কর; তোমরা গমন করিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব। অযোধ্যা দর্শন করিতে আমরাও বাসনা আছে। রাম পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত পুরপ্রবেশ করিবেন, আমরা তাহা দর্শন করিব। রাজা দশরথের মহিষীদিগের সুখসম্পত্তিও দেখিতে পাইব।

তারার আদেশ পাইয়া বানরকামিনী সকল সীতা দর্শন

জন্য সমুৎসুক হইয়া যথোচিত বেশভূষা করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। তখন বিমান তাহাদিগকে লইয়া আকাশে উত্থিত হইল দর্শন করিয়া রাম ঋষ্যমূকের সমীপে সীতাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সীতে! কাঞ্চনধাতুমণ্ডিত এই বিশাল শৈলরাজ ঋষ্যমূক বিদ্যুৎসংযুক্ত বারিদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সীতে! এই স্থানে আমি বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য এবং বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। চারুবদনে! তোমার বিরহে একান্ত দুঃখিত হইয়া আমি যথায় বিলাপ করিয়াছিলাম, এই সেই বিচিত্রকাননবেষ্টিতা পদ্মষণ্ডপরিব্যাপ্তা পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। ইহারই তীরে আমি ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই স্থানেই আমি যোজনবাহু কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। সীতে! ঐ সেই জনস্থানের বনস্পতি দৃষ্ট হইতেছে। বিলাসিনি! তোমার জন্য ঐ স্থানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি সরলপাতী বাণগণ দ্বারা ঐ স্থানে মহাবীর্য্য খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ করিয়াছিলাম। বিলাসিনি! তোমার জন্য পক্ষিরাজ মহাতেজা মহাবল জটায়ুও এই স্থানে রাবণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। সুন্দরি! এই আমাদিগের সেই আশ্রমস্থান। শুভদর্শনে! সেই পর্ণশালা এখনও সেইরূপ সুন্দরই রহিয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ এই পর্ণশালা হইতেই তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল। এই সেই স্বচ্ছসলিলা রম্যা গোদাবরী; কদলীবনবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রমও এই দৃষ্ট হইতেছে। এই মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের সমুজ্জ্বল আশ্রম। বৈদেহি! মহর্ষি শরভঙ্গের মহৎ আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। দেবরাজ পুরন্দর এই আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। দেবি! সুমধ্যমে! এই সেই সকল তপস্বী দৃষ্ট হইতেছেন; সূর্য্যাগ্নিসঙ্কাশ কুলপতি অত্রি এই স্থানে বাস করেন। সীতে! ঐ স্থানে ধর্ম্মচারিণী তপোনিরতা অত্রিপত্নীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই প্রদেশেই

আমি মহাকায় বিরাধকে সংহার করিয়াছিলাম। সুতনু! এই শৈলরাজ চিত্রকূট প্রকাশ পাইতেছে, এই স্থানে কৈকেয়ী-নন্দন আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ঐ দূরে বিচিত্রকাননবেষ্টিত যমুনা নদী দৃষ্ট হইতেছে; মৈথিলি! মহর্ষি ভরদ্বাজের সুন্দর আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। সীতে! এই দেখ নানাপক্ষিসমাকীর্ণা সুপুষ্পিতকাননা পুণ্যা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা। এই সেই শৃঙ্গবেরপুর; আমার সখা গুহ এই পুরে বাস করেন। সীতে! ঐ আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে, জানকি! প্রণাম করি; তুমি আবার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত বানরগণ এবং বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বারম্বার উত্থিত হইয়া অযোধ্যা দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরাদি সকলে সুধাধবলিত প্রাসাদশ্রেণীতে পরি-ব্যাপ্তা, গজবাজিসমাকুলা সুপ্রশস্তরাজপথশোভিতা মহেন্দ্রের অমরাবতীসদৃশী অযোধ্যা দর্শন করিতে থাকিল।

—:•:—

ষড়বিংশাধিকশততম সর্গ।

মুনিব্রতাচারী রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ সংবৎসর পূর্ণ করিয়া পঞ্চম দিবসে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তপোধনকে বন্দনা করিলেন। বন্দনা করিয়া কাকুৎস্থ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কি অযোধ্যার কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন? রাজ্যে ত অন্নকষ্ট নাই? ভরত ত সাবধান হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন? মাতৃগণ ত সকলেই জীবিত আছেন?

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ অতীব আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, রঘুকুলধুর-ন্ধর! ভরত তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তোমার পাদুকাযুগল পূজা করিতেছে এবং জটাভার বহন করিয়া তোমারই অপেক্ষা

করিয়া আছে। তোমার গৃহেরও সমস্ত কুশল। হে সমিতি ঞ্জয়! পূর্ব্বে তুমি যখন কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রাজ্যচ্যুত এবং পিতৃসত্যপালনজন্য কেবল ধর্ম্মানুরোধে ত্যক্তসর্ব্বস্ব ও বন্যফলমূলাশী হইয়া চীর বসন পরিধান ও বিবিধ সুখ সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় কেবল ভ্রাতা ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে পাদচারে মহাবনে প্রস্থান করিয়াছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ ও দয়া হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তুমি শত্রুসংহারপূর্ব্বক সংপূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া মিত্র ও বান্ধবগণের সহিত প্রত্যাগমন করিলে দেখিয়া আমার তেমনি অপার আনন্দ হইল। রাঘব! তুমি জন স্থানে বাস করিয়া যে কিছু সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলে, আমি সে সমস্তই অবগত হইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণদিগের উপরোধে সাবধান হইয়া সমস্ত তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছিলে; ইতিমধ্যে রাবণ তোমার এই অনিন্দিতা ভার্য্যা হরণ করে, আমি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। রাম! মারীচদশন, সীতাহরণ; কবন্ধদর্শন, পম্পাভিগমন; সুগ্রীবের সহিত তোমার সখ্য; তোমার বালি-বধ; পবননন্দন হনুমানের সীতান্বেষণ; সীতার অনুসন্ধা-নের পর নল কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন; বলবান্ বানরযূথপতিদিগের লঙ্কাদাহন; পুত্র, বান্ধব, অমাত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত যুদ্ধে বলদর্পিত রাবণের নিধন, দেবকণ্টক রাবণ নিধনের পর দেব-গণের আগমন ও তোমাকে বর প্রদান, হে ধর্ম্মবৎসল! আমি তপোবলে এই সমস্ত বৃত্তান্তই যথাবৎ অবগত হইয়াছি। আর তোমার সংবাদ লইয়া আমার শিষ্যগণও আশ্রম হইতে প্রতি-নিয়ত অযোধ্যায় যাতায়াত করে। হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ! আমিও এক্ষণে তোমাকে বর প্রদান করিব। অদ্য তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।

রাজনন্দন রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া উত্তর করিলেন, যে আজ্ঞা, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই হউক।

এই বলিয়া রাঘব বর প্রার্থনা করিলেন। কহিলেন, ভগবন্! অযোধ্যাগমনকালে আমার পথের দুই পার্শ্বে যেন অকালে ফলবান্ মধুস্রাবী বিবিধ বৃক্ষ এবং অশেষপ্রকার অমৃতগন্ধি সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তথাস্তু। মহর্ষি এই কথা বলিবামাত্র পথপার্শ্বে কল্পবৃক্ষসদৃশ নানাপ্রকার বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। যে সকল বৃক্ষে ফল ছিল না, তাহাতে পুষ্প জন্মিল। শুষ্ক বৃক্ষ সকল পুনর্ব্বার পত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং সকল বৃক্ষই মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। অযোধ্যার তিন যোজন পথ এই রূপ বৃক্ষ সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল। তখন সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ যেন স্বর্গ প্রাপ্তের ন্যায় সকলেই আনন্দিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ দিব্য ফল ও মধু যথেচ্ছ পান করিতে লাগিল।

—০:০—

সপ্তত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

এদিকে অযোধ্যা দর্শন করিয়াই লঘুবিক্রম প্রিয়কামী তেজস্বী ধীমান্ রামচন্দ্র সুগ্রীবাদিকে তুষ্ট করিবার জন্য কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিয়া তিনি বানরদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন এবং বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে কহিলেন, বানরোত্তম! তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন করিয়া জানিয়া আইস, রাজগৃহের সকলে কুশলে আছেন কি না। তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া, বনচারী নিষাদাধিপতি গুহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দান কর। আমি নীরোগ শরীরে সুস্থ ও কুশলে আছি শ্রবণ করিলে, গুহ পরম সন্তুষ্ট হইবেন; তিনি আমার সখা; আমাতে আর তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। সন্তুষ্ট হইয়া সেই নিষাদাধিপতি গুহই তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন; তাঁহার নিকট তুমি ভরতেরও সংবাদ পাইতে পারিবে। তুমি অযোধ্যায়

যাইয়া, আমার নাম করিয়া, ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কহিবে, আমি পিতৃসত্য পালন করিয়া, লক্ষ্মণ ও ভার্য্যার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছি। বলবান্ রাবণ কর্ত্তৃক জানকী-হরণ, সুগ্রীবের সহিত আমার সখ্য, রণে বালিবধ, জানকীর অন্বেষণ, অপার অগাধ জলরাশি নদনদীপতি সাগর পার হইয়া তোমা কর্ত্তৃক জানকীর সংবাদ প্রাপ্তি, সাগরকূলে যাত্রা; সাগরের সহিত সাক্ষাৎকার, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, মহেন্দ্র ব্রহ্মা ও বরুণ কর্ত্তৃক বর প্রদান ও মহাদেবের প্রসাদাৎ পিতা দশরথের সহিত আমার সাক্ষাৎকার, এই সমস্ত বিষয় ভরতকে যথাবৎ জ্ঞাপন করিবে এবং কহিবে, আমি রাক্ষসরাজ ও বানর-রাজের সহিত নগরসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি বলিবে রাম শত্রুদিগকে সংহার পূর্ব্বক অনুত্তম কীর্ত্তিলাভ করিয়া এবং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া মহাবল মিত্র-গণের সহিত আগমন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ভরতের যেরূপ মুখের ভাব হয় এবং আমার সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করেন, তুমি সমস্ত লক্ষ্য করিবে। আকার ইঙ্গিত, মুখবর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা প্রবৃত্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে অবগত হইবে। সর্ব্বকামভোগপরিপূর্ণ হস্ত্যশ্বসঙ্কুল এতাদৃশ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মন বিচলিত করিয়াছে। অনেক দিন রাজ্য পালন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীমান্ ভরত যদি রাজ্যে অভিলাষীই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই অখিল বসুন্ধরা পালন করিবেন। অতএব হনুমন্! তুমি তাঁহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, আমরা অযোধ্যার অধিক সমীপবর্ত্তী না হইতে হইতে, সত্বর ফিরিয়া আসিবে।

পবননন্দন হনুমান এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন।

মারুতাত্মজ হনুমান প্রথমতঃ মহাসর্পধারণেচ্ছু গরুড়ের ন্যায় বেগে আকাশপথে উত্থিত হইলেন। নিজের পিতৃপথ

গরুড়ালয় সুন্দর আকাশপথে উত্থান পূর্ব্বক ভীষণ গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল পার হইয়া বীর্য্যবান্ হনুমান্ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন এবং পুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সহর্ষবদনে শুভবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সখা কুকুৎস্থনন্দন রাম, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আজ পাঁচদিন রামের বনবাসকাল চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আজ রাত্রি তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে বাস করিয়া কল্য তাঁহার অনুমতি লইয়া আগমন করিবেন। আপনি কল্য প্রাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

এই কথা বলিয়া মহাতেজা বেগবান্ হনুমান্ অণুমাত্র পথ শ্রম বোধ না করিয়া আনন্দ জন্য রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্ব্বার আকাশে উত্থিত হইলেন। এবং সত্বর গতিতে একে একে পরশু-রামতীর্থ, বালুকিনী, বরুথী ও গোমতী নদী, ভীষণ শালবন, বিবিধ প্রজামণ্ডলী এবং সমৃদ্ধ জনপদ সকল দর্শন পূর্ব্বক বহু দূর অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের নন্দনবনজাত দেববৃক্ষ সকলের ন্যায় নন্দিগ্রামের সমীপজাত প্রস্ফুটিত বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হই-লেন। সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিতা কত শত কামিনী বস্ত্রালঙ্কার শোভিত পুত্র ও পৌত্রগণের সমভিব্যাহারে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমোদ করিতেছে।

অনন্তর হনুমান্ অযোধ্যার এক ক্রোশ দূর হইতে জটাধারী মলিনদেহ ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত দীনভাবাপন্ন, ফলমূলাহারী জিতে-ন্দ্রিয় ধর্ম্মাচারী মুনিব্রতধারী তপস্বী ভরতকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মস্তকে উন্নত জটাভার ধারণ এবং চীর ও কৃষ্ণাজিন পরি-ধান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া পরমাত্মধ্যানে নিযুক্ত রহিয়া-ছেন, অতএব ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাঁহার তেজ বহির্গত হইতেছে। তিনি পাদুকাদ্বয় পুরস্কৃত করিয়া পৃথিবীপালন এবং চাতুর্ব্বর্ণ প্রজা-দিগকে সর্ব্বভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। পবিত্রাচারী অমাত্য ও পুরোহিতবর্গ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ কাষায় বসন

পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজকুমার ভরত চীর ও অজিনাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মচারীরাও সুখভোগ করা বৈধ বিবেচনা করেন নাই।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মস্বরূপ সেই ধর্ম্মজ্ঞ ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! যে দণ্ডকারণ্যনিবাসী চীরজটাধারী কাকুৎস্থের জন্য আপনি শোক করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে প্রিয় সংবাদ দান করিতেছি; আপনি নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এখনই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন। রাম রাবণকে বিনাশ পূর্ব্বক সীতার উদ্ধার করিয়া এবং পিতৃসত্য পালন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী সীতা দেবীও আসিতেছেন। মহেন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায়, সীতা রামের সহিত কুশলে আছেন।

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীনন্দন ভরত হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; এবং হর্ষভরে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করত প্রকৃতিস্থ হইয়া রঘুনন্দন ভরত প্রিয়সংবাদদাতা হনুমানকে হর্ষজনিত প্রীতিভরে আস্তে ব্যস্তে আলিঙ্গন করত অশ্রুবিন্দু দ্বারা তাঁহাকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন, আপনি কি দেবতা না মানুষ, অনুগ্রহ করিয়া এস্থানে আগমন করিলেন। সৌম্য! আপনি যে প্রিয়সংবাদ দান করিলেন, আমি এখনই আপনাকে তদুচিত পুরস্কার প্রদান করিব। শত সহস্র গো, একশত গ্রাম এবং সৎকুলজাতা সর্ব্বাভরণভূষিতা, চন্দ্রবদনা, সুনাসা, সুন্দরোরু, সুবর্ণবর্ণা, কুণ্ডলধারিণী, বিশুদ্ধাচারা, ষোড়শ যুবতী ভার্য্যা আপনাকে প্রদান করিতেছি।

রাজকুমার ভরত বানরপ্রবীর হনুমানের নিকট সহসা অভা-

বনীয় রামাগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রামদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া পড়িলেন এবং হনুমানকে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন।

—(:)—

অষ্টাবিংশাধিকশততম সর্গ।

আমার প্রভু রামচন্দ্র আজ অনেক বৎসর হইল গহন বনে বাস করিতেছেন; আজ অনেক কালের পর আমি তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। জীবন থাকিলে, শতবর্ষের পরেও পুনর্ব্বার সুখ লাভ হইয়া থাকে, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, বুঝিলাম ইহা লোকের পরম হিতসাধক। যাহা হউক্, আপনি বলিলেন, যে, রাম সুগ্রীবাদি মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, রাম ও বানরগণে কি প্রকারে কোন্ স্থানে কি সূত্রে সমাগম হইয়াছিল। আপনি আমাকে আনুপূর্ব্বিক বলুন।

রাজকুমার ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, হনুমান্ কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসকালীন সমস্ত রামচরিত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, মহারাজ দশরথ আপনার জননীকে বর দান করিয়া যে প্রকারে রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন; রাজা যে প্রকারে পুত্রশোক হেতু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; মাতুলগৃহ হইতে দূতগণ যে প্রকারে আপনাকে সত্বর আনয়ন করিয়াছিল, আপনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া যেপ্রকারে রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; এবং সাধুসমুচিত ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক চিত্রকূটে গমন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে যে রূপ অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন পূর্ব্বক যেরূপে রাজ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, আপনি আর্য্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া যেরূপে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, হে মহাবাহো! এসকল বৃত্তান্ত আপনি আনুপূর্ব্বিক যথাবৎ অবগতই আছেন।

আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর যাহা ঘটিয়াছিল, এক্ষণে আমি সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর দৃষ্ট হইতে লাগিল, ঐ বনের সর্ব্বত্র সমস্ত জীব জন্তুই ভয়ে চকিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনার হস্তিগণ দ্বারা মর্দ্দিত ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া রাম তথা হইতে সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুল ভীষণ দণ্ডকনামক মহাবিজন বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা গহন বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন; পথিমধ্যে বিরাধ নামে রাক্ষস ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগের পথ রোধ করিল। রাম ঐ ভীম বিরাধকে উত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুতিয়া ফেলিলেন, তৎকালে ঐ রাক্ষস মহাগজের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ এই দুষ্কর কার্য্য সমাধা করিয়া সায়াহ্ন কালে শরভঙ্গের মনোরম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে পর রাম সমস্ত মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া জনস্থানে গমন করিলেন। তাহার পর একদা শূর্পণখা নামে রাক্ষসী তাঁহার নিকট আগমন করিল। তখন রামের আজ্ঞা পাইয়া মহাবল লক্ষ্মণ সহসা গাত্রোত্থান করত খড়্গ লইয়া ঐ রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসা ছেদন করিলেন। তদনন্তর মহাবল রাঘব ঐ স্থানে একাকী জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সকলকেই সংহার করিলেন। ঐ সকল তপোবিঘ্নকারী মহাবল মহাবীর্য্য রাক্ষস দিবার চতুর্থ ভাগ মধ্যেই নিঃশেষ হইল। দণ্ডকারণ্যবাসকালে রাম দণ্ডকারণ্যনিবাসী রাক্ষসমাত্রকেই বিনাশ করিলেন। রণে খর, দূষণ ও ত্রিশিরাকে সংহার করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসী কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। রাবণের অনুচর দারুণ মারীচ রাক্ষস রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে প্রলোভিত করিল। বৈদেহী ঐ মৃগকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "আপনি এই মৃগ ধারণ করুন।

এই মৃগকে ধরিতে পারিলে, আমাদিগের আশ্রমের অপূর্ব্ব শোভা হইবে।” অনন্তর রাম ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ধাবমান ঐ মৃগকে আনতপর্ব্ব শর দ্বারা সংহার করিলেন।

সৌম্য! এইরূপে রাম মৃগয়ার্থ গমন করিলেন; এই সময় রাক্ষস দশানন আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং আকাশে মঙ্গল-গ্রহ যেমন রোহিণীকে, তেমনি সহসা জানকীকে ধারণ করিল। জটায়ু পক্ষী সীতার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু রাবণ তাহাকে বিনাশ করিয়া সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই সময় পথি-মধ্যে কতিপয় বানর ভীষণাকার রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক্ রাবণ বল পূর্ব্বক জান-কীকে লইয়া সত্বর প্রস্থান করিল। অপূর্ব্বকান্তি লঙ্কা পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থাপিতা। মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ মনোবেগ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত বৈদেহীকে লইয়া ঐ লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সুবর্ণভূষিত সুন্দর সুপ্রশস্ত ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বাক্যে জানকীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, মৈথিলী সেই সান্ত্বনা বাক্য এবং সেই রাক্ষসরাজকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, পরে তিনি অশোক বন মধ্যে স্থাপিতা হইলেন।

এদিকে বন মধ্যে মৃগকে সংহার পূর্ব্বক রাম আশ্রমে প্রত্যা-গমন করত পিতার প্রিয়সখা গৃধ্র জটায়ুকে নিহত দর্শন করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদীতে ও পুষ্পিত বনপ্রদেশ সকলে জানকীর অন্বে-ষণ করিতে করিতে কবন্ধনামক রাক্ষসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পর কবন্ধের বচনানুসারে সত্যপরাক্রম রাম-চন্দ্র ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত আলাপ করিলেন। আলাপ হইবার পূর্ব্বেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল, কারণ অগ্রজ ভ্রাতা বালী ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকেও

রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ের আলাপ হইয়াও, ঐ প্রণয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। অনন্তর রাম নিজ বাহুবীর্য্যে মহাকায় মহাবল বালীকে সমরে সংহার করিয়া সুগ্রীবকে তাঁহার নিজরাজ্য প্রদান করিলেন। সুগ্রীবও রাজ্যে স্থাপিত হইয়া রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমস্ত বানরগণের সহিত রাজপুত্রী জানকীর অন্বেষণ করিয়া দিবেন। তদনুসারে মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের আজ্ঞাক্রমে দশ কোটি বানর দশ দিকে প্রেরিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতকগুলি বানর বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নির্গম পথ দেখিতে না পাইয়া কিছু দিন মহাকষ্ট পাইয়াছিলাম। সুতরাং আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রত্যাগমন কাল অতীত হইয়া গেল, তজ্জন্য আমরা সকলেই ভীত হইয়া শোক করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে গৃধ্রুরাজ জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, সীতা রাবণের গৃহে বদ্ধা রহিয়াছেন। তখন আমি দুঃখকাতর সহচর আত্মীয়দিগের দুঃখ দূর করত স্বীয় বিক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া শত যোজন সাগর পার হইলাম এবং লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একমাত্র কৌশেয়বসনপরিধারিণী মলিনাঙ্গী সীতা দৃঢ় পতিব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক অশোক বনে একাকিনী নির্জ্জনে অবস্থিতি করিতেছেন। আমি নির্জ্জনে সেই অনিন্দিতা জনকতনয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপে তাঁহাকে রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলাম এবং তাঁহার নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ মণি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পরে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞানস্বরূপে তাঁহাকে সেই সমুজ্জ্বল মহামণি সমর্পণ করিলাম। মৃতপ্রায় পীড়িত ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া যেমন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, রামচন্দ্র এ মণি প্রাপ্ত হইয়া তেমনি পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন এবং যুগান্ত-

কালে সর্ব্বলোকজিঘাংসু পাবকের ন্যায়, মৈথিলীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাবিধ্বংসে গমন করিলেন। তদনন্তর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া, নল বানরের দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন; সমস্ত বানরীসেনা ঐ সেতু দ্বারা সাগর পার হইল। অনন্তর নীল প্রহস্তকে, রাম কুম্ভকর্ণকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে এবং রাম রাবণকে সংহার করিলেন। তাহার পর দেব পুরন্দর যম, বরুণ, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা এবং রাজা দশরথ, আর ঋষি ও সুরর্ষিগণ পরন্তপ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন।

এইরূপে বরলাভ করিয়া রামচন্দ্র প্রীতি সহকারে বানরগণের সহিত পুষ্পকবিমানে কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলেন। তথা হইতে পুষ্পকযোগে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি কল্য রামকে দেখিতে পাইবেন।

ভরত হনুমানের সেই অমৃতবর্ষী বাক্য শ্রবণ করত পরমাহ্লাদিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অন্তর্গত হর্ষসূচক বাক্যে কহিলেন, বহু কালের পর আজ আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইল।

—:•:—

ঊনত্রিংশাধিকশততম সর্গ।

শত্রুনিহন্তা সত্যপরাক্রম ভরত সেই পরমানন্দজনক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি এই আদেশ প্রচার কর যে বিশুদ্ধবেশ ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিগণ সুগন্ধি মাল্য দ্বারা কুলদেবতাদিগের মন্দির এবং সাধারণ দেবালয় সমস্ত অলঙ্কৃত করুক এবং সর্ব্বত্রই বিবিধ বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত হইতে থাকুক। স্তুতিপাঠবিজ্ঞ সূত, বৈতালিক, নিপুণ বাদ্যকর ও বেশ্যাসকল এবং অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে আমাদিগের মাতৃগণ, স্ব স্ব স্ত্রীদিগের সহিত সৈন্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ,

প্রধান প্রধান বৈশ্যগণ, আর জ্ঞাতিগণ সকলেই রামচন্দ্রের চন্দ্র-বদন দর্শন করিতে সত্বর বিনির্গত হউক।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শত্রুনিহন্তা শত্রুঘ্ন অনেকসহস্র বেশকারদিগকে কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। কহিলেন, এই নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যাপর্য্যন্ত নিম্নোন্নত স্থান সকল সমান করিয়া সমস্ত ভূভাগ এক সমান এবং সর্ব্বত্র সুশীতল বারি সেচন কর। তদনন্তর সর্ব্বস্থানেই লাজ ও পুষ্প সকল বিকীর্ণ এবং বিবিধ বিচিত্র পতাকা দ্বারা নগরীর পথ সকল সজ্জিত কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন নগরীর সমস্ত ভবন স্রগ্দাম ও পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রজত দ্বারা সুশোভিত হয়। শত শত প্রহরী রাজমার্গের জনতাপসারণে যেন নিযুক্ত থাকে।

শত্রুঘ্নের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, অর্থসাধক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্ট মন্ত্রী যথোক্তরূপে রাজমার্গাদির শোভা সম্পাদন করাইয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে বিনির্গত হইলেন। তদনন্তর শক্তি ঋষ্টি ও পাশ-হস্ত ধ্বজপতাকাবাহী সহস্র সহস্র তুরগসৈন্য এবং সহস্র সহস্র প্রধান প্রধান পদাতিসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সহস্র সহস্র বীরগণ কেহ কেহ ধ্বজমণ্ডিত বিভূষিত মত্ত মাতঙ্গে, কেহ কেহ হেমকক্ষ্যা-শোভিত গজ সহিত করেণুতে, কেহ কেহ তুরঙ্গে এবং কোন কোন মহারথ রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার পর দশরথের পত্নীগণ সকলেই যানারোহণ পূর্ব্বক কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া বিনির্গত হইলেন। অবশেষে উপবাস-কৃশ দীনভাবাপন্ন চীরকৃষ্ণাজিনধারী ভ্রাতার আগমনসংবাদ প্রাপ্তি অবধিই হর্ষিতচেতা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনিপুণ মহাত্মা ভরত মস্তকে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল ধারণ এবং শুক্লমাল্যশোভিত শুভ্র ছত্র ও সুবর্ণভূষিত রাজোচিত শুভ্র চামরদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক্ ও মাল্য-মোদকহস্ত অমাত্য ও সচিব-গণে পরিবেষ্টিত হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ করিতে করিতে

রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্‌গমনার্থ বিনির্গত হইলেন। বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইল। তৎকালে অশ্বগণের খুরশব্দ রথনেমির শব্দ আর শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে মেদিনী যেন কম্পিত হইতে থাকিল। অযোধ্যাবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই আসিয়া নন্দীগ্রামে সমবেত হইল। অনন্তর ভরত বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্‌কে কহিলেন, তুমি ত মিথ্যা কথা বল নাই? কই, পরন্তপ আর্য্য রামচন্দ্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না। কামরূপী বানরগণ ত দৃষ্ট হইতেছে না।

এই কথা হইলে হনুমান্ সত্যবিক্রম ভরতকে প্রকৃত বিষয় বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ঐ শুনুন্, বানরগণ ভরদ্বাজপ্রসাদাৎ কুসুমিত মত্তভ্রমরনিনাদিত এবং ফলবান্ ও মধুস্রাবী বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উচ্চৈঃ শব্দ করিতেছে। হে পরন্তপ! দেবরাজ রামচন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিয়াছিলেন, মহর্ষি ভরদ্বাজও এইরূপ বরদান করিয়া সম্যক্ উপচারে সসৈন্য রামচন্দ্রের আতিথ্য করিয়াছেন। বোধ করি, বানরী সেনা এতক্ষণ গোমতী নদী পার হইতেছে, ঐ দেখুন শালবনের দিকে মহান্ ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়াছে। ঐ দেখুন, বোধ হইতেছে, বানরেরা রমণীয় শালবন কম্পিত করিতেছে। ঐ দেখুন, দূরে চন্দ্রসন্নিভ বিমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মহাত্মা রামচন্দ্র সগণে রাবণকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত ঐ দিব্য পুষ্পক বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বালার্কসঙ্কাশ ঐ যে বিমান রামচন্দ্রকে বহন করিয়া আসিতেছে, ব্রহ্মার প্রসাদাৎ উহা ধনাধিপতি কুবেরের সম্পত্তি হইয়াছে। ঐ দেখুন ঐ বিমানে বৈদেহীর সহিত দুই ভ্রাতা বীর রাম ও লক্ষ্মণ এবং মহাতেজা সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ঐ রাম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল লোকেরই তুমুল আনন্দধ্বনি আকাশপথে উত্থিত হইল। এবং রথ, কুঞ্জর ও বাজী প্রভৃতি হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া সকল

লোকেই আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল। প্রহৃষ্ট ভরত রামের প্রতি ঊর্দ্ধমুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তৎকালে ব্রহ্মার মানসনির্ম্মিত বিমানে অবস্থিতি করিয়া বিশালদীর্ঘলোচন ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র যেন পুরন্দরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত মেরুস্থিত ভাস্করের ন্যায় বিমানাগ্রস্থিত ভ্রাতা রামচন্দ্রকে প্রণত হইয়া প্রণাম করিলেন। তখন রামের অনুমতি পাইয়া সেই হংসযুক্ত মহাবেগশালী দিব্য বিমান মহীতলে অবতীর্ণ হইল। অমনি সত্যপরাক্রম ভরত বিমানে আরোহণ করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্রও বহুকালের পর দেখিতে পাইয়া ভরতকে উত্তোলন পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া আনন্দিতচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। তদনন্তর ভরত বৈদেহীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নাম নিবেদন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন; পরে লক্ষ্মণের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাহার পর একে একে সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকে আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সকল কামরূপী বানরও মানুষরূপ ধারণ করিয়া আনন্দিতচিত্তে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর রাজপুত্র মহাতেজা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব! আপনি আমাদিগের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম ভ্রাতা; প্রণয় হইতেই সৌহৃদ্য জন্মে, আর অপকারই শত্রুর লক্ষণ।

তদনন্তর ভরত সান্ত্বনা পূর্ব্বক বিভীষণকে কহিলেন, সৌভাগ্যবলে আপনার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই রামচন্দ্র সুদুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অনন্তর বীর শত্রুঘ্নও রাম লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক জানকীর চরণযুগল অভিবাদন করি-

লেন। অবশেষে রাঘব শোককৃশা বিবর্ণা মাতা কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দিত করত প্রণত হইয়া তাঁহার পাদযুগল ধারণ করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় নাগরিকেরা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন মহাবাহো রামচন্দ্র! আপনার কুশলত? ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র সহস্র সহস্র নাগরিকজনের অঞ্জলি দর্শন করিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিকে পদ্মকুট্মল সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে নররাজ রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন। এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার এই সমস্ত রাজ্য আমি এতদিন ন্যাসস্বরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার জন্ম এবং মনোরথ চরিতার্থ হইল; যে হেতু আপনিই অযোধ্যার রাজা; আজ আমি আপনাকে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে দর্শন করিলাম। আপনি ধনাগার ও কোষ্ঠাগার এবং গৃহ ও বল সমস্ত পরীক্ষা করুন, আপনারই প্রভাবে আমি সমুদায় দশগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছি।

ভরতকে এতাদৃশ ভ্রাতৃবৎসল দেখিয়া, এবং ঈদৃশ বাক্য বলিতে শ্রবণ করিয়া বানরগণ ও বিভীষণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অতীব প্রহৃষ্ট হইয়া ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া বিমানারোহণ পূর্ব্বক সসৈন্যে ভরতাশ্রমে গমন করিলেন। সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে সেই অনুত্তম বিমানকে কহিলেন, বিমান! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন কর; এবং যাইয়া ধনাধিপতি কুবেরকে বহন কর।

তখন রামচন্দ্রের অনুমতি পাইয়া সেই দিব্য বিমান

উত্তর দিক অবলম্বন করিয়া কুবেরালয়ে গমন করিল। দিব্য পুষ্পক বিমান রাক্ষসরাজ রাবণ বলে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের আদেশ ক্রমে ঐ বিমান দেব কুবেরের নিকট পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির, বীর্য্যবান্ রামচন্দ্র তেমনি নিজ সখা পুরোহিত বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ শুভ আসনে সমুপবেশন করিলেন।

—:০:—

ত্রিংশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরত মস্তকে অঞ্জলি করিয়া সত্যপরাক্রম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আপনি আমার মাতার মান রক্ষা এবং আমাকে এই রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। আপনি যেমন আমাকে ন্যাস স্বরূপে রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আবার তেমনি আপনাকেই ইহা প্রত্যর্পণ করিতেছি। প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য বলবান বৃষভ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গুরুভার বহন করিতে অল্পবয়স্কা ঘোটকী যেমন সাহস করে না, আমিও তেমনি এই গুরুভার বহন করিতে পারিতেছি না। প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন ও বিশীর্য্যমান সেতু পুনর্ব্বন্ধন করা যেমন দুঃসাধ্য, আমার পক্ষে অসংবৃত্ত রাজ্যচ্ছিদ্র আবরণ করাও সেইরূপ অসাধ্য। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের ও কাক যেমন হংসের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, হে অরিন্দম! হে বীর! আপনার কার্য্য অনুকরণ করিতে আমিও সেই রূপ অসমর্থ। হে মহাবাহো! অন্তঃপুর মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হইল, বৃক্ষটীও মহাস্কন্ধসম্পন্ন, দুরারোহ এবং শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহাতে পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইল; কিন্তু ফলোৎপত্তির

পূর্ব্বেই বৃক্ষটি ভূমিতে পতিত হইল। সুতরাং যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে বৃক্ষটিকে রোপণ করিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আর্য্য! আমি এই উপমা দিলাম, আপনি ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করুন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনি আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করুন। রাঘব! আজ অভিষেকান্তে সকলোক আপনাকে মধ্যাহ্নকালীন দীপ্ত-তেজা আদিত্যের ন্যায় কিরণজাল বিকিরণ করিতে দর্শন করুক। রাজন্! আপনি তূর্য্যধ্বনি, কাঞ্চী ও নূপুরধ্বনি এবং মধুর গীত ও বাদিত্রধ্বনি সহকারে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যতকাল জ্যোতিশ্চক্র ভ্রমণ করে; এবং যতকাল পৃথিবী বর্ত্তমান থাকে, আপনি ততদিন যাবতীয় লোকের আধিপত্য করুন।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শত্রুপুরঞ্জয় রামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া শুভ আসনে উপবেশন করিলেন। তখন শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে শিল্পকর্ম্মা সুখহস্ত নিপুণ নরসুন্দর সকল প্রণাম করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রথমতঃ ভরত ও লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও শত্রুঘ্ন স্নান করিলে পর, রাম জটাভার কর্ত্তন ও কেশ সংস্কার পূর্ব্বক স্নান করিলেন। স্নান করিয়া দিব্য অনুলেপন ও মাল্য ধারণ এবং মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, তখন তাঁহার অনুপম দেহকান্তি যেন জ্বলিতে লাগিল।

তদনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রামের ও লক্ষ্মণের বেশভূষা করাইয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথপত্নীগণ স্বহস্তেই সীতার মনোহর বেশভূষা করিয়া দিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসলা কৌশল্যা বানরপত্নীদিগের সকলেরই সুশোভন বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন।

তদনন্তর শত্রুঘ্নের আজ্ঞাক্রমে সুমন্ত্র সারথি সর্ব্বাঙ্গশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন। সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ দিব্যপ্রভ রথ উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া শত্রুপুরঞ্জয়

মহাবাহু রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন মহেন্দ্র-সদৃশকান্তি সুগ্রীব এবং হনুমান্‌ও দিব্য বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সর্ব্বাভরণভূষিতা শুভকুণ্ডল-ধারিণী সুগ্রীবপত্নী সকল এবং সীতাও নগরদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রীগণ পুরোহিতের সমভিব্যাহারে তৎকালোচিত ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অশোক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থবিজয়োচিত মহাত্মা রামের সম্বর্দ্ধনা ও অভিষেক এবং নগরীর শোভা সম্পাদন বিষয়ে স্থির বুদ্ধি পূর্ব্বক মন্ত্রণা করিলেন। এবং ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা রামচন্দ্রের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান কর।

পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া সকলেই রামদর্শনার্থ নগরী হইতে সত্বর বহির্গত হইলেন।

এদিকে অনঘ রামচন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক, হরিহয়যুক্ত রথারোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহানগরী অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। ভরত রথের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ বালব্যজন লইয়া রামচন্দ্রের মস্তকোপরি বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণও পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অপর এক চন্দ্রসঙ্কাশ শুক্ল বালব্যজন বীজন করিতে থাকিলেন। এই সময় আকাশমণ্ডলে দেবর্ষিগণ, দেবগণ ও মরুদ্‌গণ রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধুর স্তুতিশব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সুগ্রীব শত্রুঞ্জয়নামক পর্ব্বত-প্রমাণ কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। সমস্ত বানরগণও মানুষরূপ ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র গজারোহণে যাত্রা করিল। পুরুষব্যাঘ্র রামচন্দ্র বিপুল শঙ্খধ্বনি, প্রজাগণের

আনন্দধ্বনি ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে হর্ম্ম্যমালিনী অযোধ্যা-নগরী গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অযোধ্যাবাসিগণ দেখিতে পাইল, অতিরথ রামচন্দ্র রথারোহণপূর্ব্বক দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সর্ব্বাগ্রে আগমন করিলেন। তখন তাহারা ককুৎস্থনন্দনের যথাবিধি অভিনন্দন করিল; কাকুৎস্থও তাহাদিগের প্রত্যভিনন্দন করিলে পর তাহারা ভ্রাতৃপরিবেষ্টিত কাকুৎস্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ককুৎস্থনন্দন রাঘব তৎকালে তারাগণবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন। তূর্য্যবাদক সকল তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল; এবং মাঙ্গলিকগণ তালবৎ করধার্য্য স্বস্তিক সকল হস্তে লইয়া বিবিধ মঙ্গল শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল। অক্ষত ও রজত হস্ত পুরুষ, গো, কন্যকা, ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত পুরুষগণও রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে রাম মন্ত্রিদিগের নিকট সুগ্রীবের সখ্য, পবননন্দন হনুমানের পরাক্রম এবং বানরগণের অদ্ভুত কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণ করিয়া অযোধ্যাবাসী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। বানর-গণসহিত দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র এইরূপে বানরদিগের সেই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম এবং রাক্ষসদিগের অদ্ভুত বলের গল্প করিতে করিতে হৃষ্টপুষ্ট জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন পৌরজন গৃহে গৃহে পতাকা প্রোথিত করিল। রামচন্দ্রও ক্রমে ইক্ষ্বাকুদিগের বাসভবন পিতৃভবনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাত্মা পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া যুক্তিসঙ্গত মধুর বাক্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন, মুক্তামণিখচিত অশোক-বনিকাসম্পন্ন মদীয় সুবিশাল উৎকৃষ্ট ভবন সুগ্রীবকে বাসার্থ অর্পণ কর। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্যপরাক্রম ভরত

সুগ্রীবের হস্তধারণপূর্ব্বক ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপশ্চাৎ শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে ভৃত্যগণ তৈলপ্রদীপ, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ সকল লইয়া সত্বর প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাঘবানুজ ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি রামচন্দ্রের অভিষেকজলানয়নার্থ দূতদিগকে আজ্ঞা করুন। তখন সুগ্রীব চারি প্রধান বানরকে সর্ব্বরত্নভূষিত চারি সুবর্ণ ঘট প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, তোমরা যাহাতে প্রত্যূষকালেই চারি সাগরের জল লইয়া আসিতে পার তদনুরূপ যত্ন কর।

এই কথা শুনিয়া গরুড়ের ন্যায় শীঘ্রগামী পর্ব্বতপ্রমাণ মহাবল বানরগণ সত্বর আকাশপথে উত্থিত হইল। জাম্ববান্, হনুমান্, বেগদর্শী ও ঋষভ প্রভৃতি পঞ্চশত চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সাগর হইতে কুম্ভ পূরণ করিয়া আনয়ন করিল। মহাবল সুষেণ সর্ব্বরত্নবিভূষিত কলস পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। ঋষভ সত্বর দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনিল। গবয় রক্ত চন্দন ও কর্পূর সম্পৃক্ত সুবর্ণ কলস পশ্চিম মহাসাগর হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী ধর্ম্মাত্মা বায়ুনন্দন হনুমান্ সত্বর সুবর্ণ কুম্ভে করিয়া উত্তর সমুদ্রের জল আনিলেন।

ঐ সকল বানরশ্রেষ্ঠ জল আনয়ন করিয়াছেন দর্শন করিয়া শত্রুঘ্ন ও সচিবগণ রামের অভিষেকার্থ ঐ জল প্রধান পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ পুরোহিত বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অতি যত্ন পূর্ব্বক রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তাহার পর, বসুগণ যেমন সহস্রলোচন বাসবকে, বশিষ্ঠ বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, বামদেব, ইহাঁরাও তেমনি সুনির্ম্মল সুগন্ধি সলিল দ্বারা নরব্যাঘ্র রামচন্দ্রকে অভিষেক করাইলেন। প্রথমতঃ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিষেক করাইয়া, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ষোড়শ কন্যা এবং প্রহৃষ্টহৃদয় মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ

ও বণিক্‌গণ দ্বারা অভিষেক করাইলেন। আকাশস্থিত সর্ব্বদেব-সহিত লোকপালগণও সর্ব্বৌষধি রস দ্বারা অভিষেক করিলেন। পুরাকালে যে রত্নশোভিত কিরীট স্বয়ং ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে যে মুকুট দ্বারা মনুর অভিষেক করা হইয়াছিল; তাহার পর তাঁহার বংশোৎপন্ন রাজগণ যে কিরীট দ্বারা যে রত্নপরিষ্কৃত মহামূল্য বিবিধ সুশোভন মণিরত্ন দ্বারা বিভূষিত সভামধ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সভাতেই নানারত্নময় পীঠে যথাবিধানে উপবেশন করাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ পুরোহিত-দিগের দ্বারা সেই কিরীটই রামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণ করিলেন; অন্যান্য ভূষণ সকলও তাঁহাকে পরিধান করাইলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার শুভ শুভ্র ছত্র এবং বানররাজ সুগ্রীব শ্বেত চামর ধারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রসঙ্কাশ আর এক বাল-ব্যজন ধারণ করিয়া অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। পবন-দেব ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে শত সুবর্ণপদ্মসমুজ্জ্বল সুবর্ণ মালা এবং সর্ব্বরত্নময় মণিবিভূষিত মুক্তাহার নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন। এই প্রকারে অভিষেকার্হ ধীমান রামচন্দ্রের অভি-ষেকোৎসব আরম্ভ হইলে, দেবগন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। পৃথিবী শস্যবতী, বৃক্ষ সকল ফলবান্‌ ও পুষ্প সকল বিপুলগন্ধশালী হইয়া উঠিল। তৎকালে মনুজ-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র অশ্ব, শত সহস্র ধেনু, শত সহস্র গো এবং শত সহস্র বৃষ দান করিলেন। তদনন্তর ত্রিংশৎ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা এবং বিবিধ মহামূল্য আভরণ ও ভূষণ পুন-র্ব্বার ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিলেন। তাহার পর সুগ্রীবকে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ মণিমুক্তাখচিত দিব্য সুবর্ণমালা অর্পণ করি-লেন। বালিপুত্র অঙ্গদকে চন্দ্ররশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল বৈদূর্য্যময় বিচিত্র অঙ্গদযুগল দান করিলেন। যে হারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি গ্রথিত ছিল, রাম সেই চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভ মুক্তাহার এবং বিমল দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য বিবিধ সুন্দর আভরণ সীতাকে সম-

পণ করিলেন। সীতা চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত বায়ুনন্দন হনুমানকে দান করিলেন। জানকী নিজের কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া মুহুর্মুহু বানরগণ ও ভর্ত্তার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ রামচন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া জনক-তনয়াকে কহিলেন, হে সুভগে ভামিনি! তুমি যাহার উপর তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই হার অর্পণ কর। তখন অসিতলোচনা জানকী বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ, ধৈর্য্য, যশ, দাক্ষিণ্য, সামর্থ, বিনয়, নয়, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত যাঁহাতে নিয়ত একত্র বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ চন্দ্রাংশুধবল হার পরিধান করিয়া শ্বেতাভ্রমণ্ডিত নভোমণ্ড-লের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বানরবৃদ্ধ এবং বানরাধিপতিপতিগণও যথাযোগ্য বস্ত্রাভরণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট এইরূপে যথাযোগ্য পুরস্কার ও সর্ব্বপ্রকার সম্পূর্ণ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরাধিপতিগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অব-শেষেস্ব স্ব আলয়ে যাত্রা করিলেন! বসুধাধিপ পরন্তপ রামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকেও অত্যুত্তম রত্নাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই নররাজের নিকট বিদায় লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন। বানররাজ সুগ্রীব রামের অভিষেক দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও কুলক্রমাগত লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে লঙ্কা যাত্রা করিলেন।

পরমোদার মহাযশা রামচন্দ্র শত্রু সংহার পূর্ব্বক এই প্রকারে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করত আনন্দে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্ম-ণকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বরাজগণ যাহা পালন

করিয়া গিয়াছেন, তুমি আমার সহিত এক্ষণে সেই পৃথিবী শাসন কর; সামর্থ্যে তুমি আমারই সমান, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ-গণও যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছেন; তুমিও এক্ষণে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। কিন্তু যৌবরাজ্য গ্রহণার্থ বারম্বার অশেষরূপ অনুনয় ও উপরোধ করাতেও লক্ষ্মণ যখন কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, তখন মহাত্মা রামচন্দ্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

রাজ্য গ্রহণ করিয়া রাজনন্দন রামচন্দ্র পৌণ্ডরীক ও অশ্ব-মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। অশ্বমেধ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ যাগেরও অনুষ্ঠান করিলেন। দশ সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া এই সময় মধ্যে রাঘব ভূরি-দক্ষিণাদান পূর্ব্বক সদশ্ব দ্বারা দশটী অশ্বমেধ করিয়াছিলেন।

আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষা প্রতাপবান্ লক্ষ্মণানুচর রাম-চন্দ্র এইরূপে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। অনুত্তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা আত্মীয় জন ও ভ্রাতৃগণের সাহায্যে বিবিধ উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

রাম রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বৈধব্যজনিত শোক, হিংস্রপ্রাণিজনিত ভয়, কি ব্যাধিভয় রহিল না। প্রজা-মধ্যে তস্করভয় বিদূরিত হইল। কেহ অন্যের সামগ্রী স্পর্শও করিল না। বৃদ্ধদিগকে বালকদিগের অন্ত্যেষ্টি করিতে হইল না। সকল লোকই আনন্দিত এবং সকলে ধর্ম্মপরায়ণ হইল। সকলেই এক রামের প্রতিই অনুরক্ত হইয়া পরস্পর হিংসা করিল না। লোকের পরমায়ু সংখ্যা সহস্র ও পুত্রের সংখ্যাও সহস্র হইল এবং সর্ব্বলোক নীরোগ ও শোকশূন্য হইল। বৃক্ষ সকল সর্ব্ব ঋতুতেই সমভাবে ফল মূল ও পুষ্প প্রসব এবং মেঘ ইচ্ছামত বর্ষণ করিতে লাগিল। বায়ু সুখস্পর্শভাবে বহিতে থাকিলেন। প্রজাবর্গ স্ব স্ব বৃত্তিতেই পরিতুষ্ট থাকিয়া স্ব স্ব বৃত্তিই করিতে লাগিল; ধর্ম্মপরায়ণ হইল। রামের রাজ্যশাসনকালে মিথ্যা-

বাদী রহিল না। সকলেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন ও ধর্ম্মপরায়ণ হইল। এই রূপে রামচন্দ্র দশসহস্র বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিলেন।

এই ধর্ম্মসাধক যশঃসাধক আয়ুর্ব্বর্দ্ধক রাজগণের বিজয়সাধক বেদপরিপোষক আদিকাব্য প্রাচীনকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহসংসারে যে ব্যক্তি সদা এই আদিকাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্বপাতক হইতেই মুক্ত হইয়া থাকেন। রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র ও ধনার্থী ব্যক্তি ধনলাভ করেন। এবং রাজা মহীমণ্ডল জয় করিয়া শত্রু দমন করিতে পারেন। যেমন কৌশল্যার রাম, সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও কৈকেয়ীর ভরত, রামায়ণ শ্রবণ করিলে তেমনি স্ত্রীলোকের পুত্র দীর্ঘজীবী হয়। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের অশেষ বিজয়সম্বন্ধীয় এই রামায়ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি জিতক্রোধ ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বাল্মীকিবিরচিত এই প্রাচীন কাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সকল সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন। বাল্মীকি প্রণীত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিলে, প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত আনন্দে কাল যাপন করিতে পারেন। রামায়ণ শ্রবণ করিয়া মনুষ্য রামচন্দ্রের নিকট সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সকল দেবতাই রামায়ণশ্রোতার প্রতি প্রসন্ন হন। গৃহে রামায়ণ থাকিলে গৃহের ভুতাদি উপদ্রব শান্ত হয়। রামায়ণ শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবী জয় এবং প্রবাসী ব্যক্তি মঙ্গল ও রজঃস্বলা স্ত্রী অনুত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। এই পুরাতন ইতিহাস পাঠ ও পূজা করিলে মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণ অবনত মস্তকে প্রণাম করত নিত্য দ্বিজগণের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য লাভ ও পুত্র লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই সমগ্র রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ করেন, রাম তাঁহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন,

রামই নিস্তারকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর আদিদেব মহাবাহু সনাতন নারায়ণ বিষ্ণু। এই রামায়ণ মহাগ্রন্থ এই প্রকার ও উহার মাহাত্ম্য এই রূপ। তোমাদিগের মঙ্গল হউক্। তোমরা নিরন্তর রামায়ণ কীর্ত্তন কর; হরির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হউক্। রামায়ণ অধ্যয়ন ও রামায়ণ পাঠ করিলে, সকল দেবতাই তুষ্ট থাকেন। রামায়ণ শ্রবণ হেতু পিতৃগণ নিয়তই তুষ্টি লাভ করেন। ইহলোকে যাঁহারা ঋষিকৃত এই সংহিতা ভক্তি পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গে বাস হইয়া থাকে।

এই মহার্থসম্পন্ন শুভ কাব্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্যবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, অশেষ সুখসম্পৎ ও অর্থসিদ্ধি লাভ করা যায়। এই শুভঙ্কর আখ্যান আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, যশোবর্দ্ধক, আরোগ্যসাধক, সৌভ্রাত্রবিবর্দ্ধক, বুদ্ধিকর ও মঙ্গলপ্রতিপাদক অতএব সাধু ব্যক্তিগণ নিয়মপূর্ব্বক এই আখ্যান শ্রবণ করিবে। ইহা হইতে সর্ব্ব ঋদ্ধি ও সর্ব্ব কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

—ঃ•ঃ—

বাল্মীকি রামায়ণ।

উত্তর কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

শ্রীরাম রাক্ষস বধ করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঋষিগণ সকলে তদীয় প্রতিনন্দন জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বদিগ্‌বাসী কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, কণ্ব ও মেধাতিথির পুত্র; দক্ষিণদিগ্‌বাসী ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ ও বিমুখ; পশ্চিমদিগ্‌বাসী সশিষ্য নৃষঙ্গু, কবষী, ধৌম্য ও কৌষেয় এবং উত্তরদিগ্‌বাসী বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি অযোধ্যায় সমাগত হইলেন। ইঁহারা সকলেই মহাত্মা, সকলেই হুতাশনসমপ্রভ, সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ এবং সকলেই বিবিধশাস্ত্রবিশারদ। রামভবনে সমাগত হইয়া, প্রতিহারমুখে তাঁহার সমীপে আপনাদের আগমননিবেদনজন্য, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দ্বারপালকে কহিলেন, তুমি রামের গোচরে নিবেদন কর, ঋষিগণ আমরা আসিয়াছি। প্রতিহার অগস্ত্যের আদেশে তৎক্ষণাৎ মহাত্মা রামের সমীপে গমন করিল। ঐ ব্যক্তি নয় ও ইঙ্গিত উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ, সুশীল, দক্ষ ও ধৈর্য্যশালী। পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি রামকে সহসা দর্শন করিয়া কহিল, ঋষিসত্তম অগস্ত্য আগমন করিয়াছেন।

রাম বালসূর্য্যসমপ্রভ ঋষিগণের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দ্বারবানকে কহিলেন, তাঁহাদিগকে যথাসুখে এখানে আনয়ন কর। অনন্তর তাঁহারা আসিলে দর্শন করিয়া, তিনি কৃতাঞ্জলি-পুটে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক প্রত্যেককে আদরসৎকারে গোনিবেদন ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। এবং প্রযত চিত্তে অভি-বাদন করিয়া, বসিবার জন্য আসন দিলেন। ঋষিপুঙ্গবেরা সেই কাঞ্চনচিত্রিত, কুশাস্তৃত, মৃগচর্ম্মযুক্ত, অত্যুৎকৃষ্ট মহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম বেদবিৎ মহর্ষিদিগকে শিষ্য ও পুরোগম সহিত, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহাবাহু রঘুনন্দন! তোমাকে সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, কুশলী দেখিতেছি, ইহাতেই আমাদের সর্ব্বত্র কুশল। রাজন্! তুমি যে লোকরাবণ রাবণকে বধ করিয়াছ, ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্যের বিষয়। অথবা, রাম! পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে বধ করা তোমার পক্ষে গুরুতর নহে। যেহেতু তুমি শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিভুবন জয় করিতে পার, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, রাম! তুমি ভাগ্যবলেই পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে সংহার করিয়াছ। ভাগ্যবলেই আমরা আজ তোমাকে সীতার সহিত বিজয়ী দেখিতেছি। ধর্ম্মাত্মন্! সৌভাগ্যবলেই তোমাকে আজি ত্বদীয় হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও মাতৃ-বর্গের সহিত অবলোকন করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমেই প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও দুর্দ্ধর্ষ অকম্পন, এই সকল নিশাচর নিহত হইয়াছে। ইহ সংসারে যাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল প্রমাণ নাই, রাম! তুমি ভাগ্যবলেই সমরে সেই কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়াছ। ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, এই সকল মহাবীর্য্য নিশাচরকেও তুমি ভাগ্যবলে সংহার করিয়াছ। রাবণ দেবগণেরও অবধ্য। তুমি ভাগ্যবলেই তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া, বিজয় লাভ করিয়াছ। যুদ্ধে রাবণকে জয় করা তোমার পক্ষে কিছুই নহে। তথাপি, তাহার পুত্রকে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া সংহার করিয়াছ. ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্য, বলিতে হইবে। বীর! তুমি সৌভাগ্যবলেই, সাক্ষাৎ কালের ন্যায়. শক্রর অভিমুখে ধাবমান সুরশক্র রাবণের হস্তে মুক্ত ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহাবাহু! ইন্দ্রজিৎ সকল ভূতের অবধ্য ও পরম মায়াবী। তাহাকে বধ করিয়াছ, শুনিয়া, আমরা সকলেই তোমার অভিনন্দন করিতেছি। অবধ্য ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া.আমাদের বিস্ময় জন্মিতেছে। তুমি এইপ্রকার সর্ব্বলোকপ্রীতিকর পবিত্র অভয়দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক শক্রজয় করিয়া, সর্ব্বথা বর্দ্ধিত হইতেছ, ইহা নিরতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়।

রাম ভাবিতাত্মা ঋষিগণের ঐ কথা শুনিয়া.অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া. কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন. আপনারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এই দুই মহাবীরকে অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? মহোদর, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, অকম্পন, মহাপাশ, দুর্দ্ধর্ষ দেবান্তক ও নরান্তক, এই সকল মহাবীরদিগকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? অতিকায় ত্রিশিরা ও ধূম্রাক্ষ এই সকল মহাবীর্য্য রাক্ষসকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন? এই ইন্দ্রজিতের প্রভাব কীদৃশ, বল ও পরাক্রম কিরূপ এবং কি কারণেই বা রাবণ অপেক্ষাও ইহার বলবীর্য্যাদি অধিক। যদি আমি এই বৃত্তান্ত শুনিতে পারি, এবং আপনাদেরও যদি ইহা বলিতে থাকে, তাহা হইলে, বলুন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না। ইন্দ্রজিৎ কিরূপে এরূপ বরলাভ করিল যে,ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল? আর পুত্রই বা কিরূপে বলবান্ হইল? তাহার পিতা কিন্তু সেরূপ হইলেন না? ফলতঃ, ইন্দ্রজিৎ কিরূপে পিতা অপেক্ষাও অধিক যোদ্ধা; কি রূপে ইন্দ্রেরও জেতা এবং কি রূপে বরপ্রাপ্ত হইল, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে মুনীন্দ্র! সমস্ত কীর্ত্তন করুন।

দ্বিতীয় সর্গ।

মহাত্মা রামের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, রাম! শ্রবণ কর। ইন্দ্রজিৎ যাহার প্রভাবে শত্রুর অবধ্য হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিত, তাহার সেই অতিমাত্র তেজ ও বলবিষয়ক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিব। হে রঘুনন্দন! প্রথমে তোমাকে রাবণের কুল, জন্ম ও তাহাকে যে বর দেওয়া হয়, বলিতেছি। রাম পূর্ব্বে সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাববিশিষ্ট ও সাক্ষাৎ পিতামহের ন্যায়। কি ধর্ম্ম, কি শীল, কোন বিষয়েই তাঁহার অপার গুণরাশি বর্ণন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, তিনি প্রজাপতির পুত্র, এই নাম মাত্রে তাঁহার বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রজাপতির পুত্র বলিয়া, তিনি দেবগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং বিবিধ পবিত্র গুণের আধারবশতঃ সেই মহামতিকে সকল লোকেই ইচ্ছা পূর্ব্বক ভাল বাসিত। মুনিপুঙ্গব সেই পুলস্ত্য তপঃসাধনলালসায় মহাগিরি মেরুর পার্শ্বে তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ধর্ম্মে মন সমর্পণ ও স্বাধ্যায়সহায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্ব্বক, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি, পন্নগ, রাজর্ষি ও অপ্সর কন্যারা ক্রীড়াপ্রসঙ্গে সেই দেশে সমাগত হইয়া, তদীয় আশ্রমপদে গমন করিয়া, বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ আশ্রমকানন পরম মনোহর ও সকল ঋতুতেই উপভোগযোগ্য। সেই জন্য কন্যা সকল নিত্যই তথায় গমন করিয়া, ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্থানের এই প্রকার রমণীয়তাবশতঃ দ্বিজসত্তম পুলস্ত্য যেখানে ছিলেন, তাহারা তথায় গিয়া, গান, বাদ্য ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই অনিন্দিতা কন্যাগণ তপস্বী ঋষির বিঘ্নসাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে, সেই মহাতেজা মহামুনি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, অতঃপর আমি যাহাকে এখানে দেখিতে পাইব, তাহারই গর্ভ হইবে।

কন্যাগণ সকলে মহাত্মা ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্ম-শাপভয়ে ভীত হইয়া, সেই আশ্রমে আর গমন করিল না। কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা সে কথা না শুনিয়া, আশ্রমপদে প্রবেশ পূর্ব্বক একান্ত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। সে আপনার কোন সখীকেই তথায় আসিতে দেখিল না। প্রজাপতিনন্দন পরমতেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে বিদ্যোতিত হইয়া, তৎকালে স্বয়ং বেদপাঠ করিতেছিলেন। তৃণবিন্দুতনয়া সেই শব্দ-ধ্বনি শ্রবণ ও ঋষিকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুদেহা ও গর্ভবতী হইল। তাহার ঐ গর্ভ স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল। আপনার এই দোষ দর্শনে তাহার উদ্বেগ সঞ্চার হইল। তখন সে, আমার এ কি হইল, জানিতে পারিয়া, পিতার আশ্রমে গমন করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিল।

তৃণবিন্দু কন্যাকে তদবস্থা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আত্মদেহের অসদৃশ এ কি ধারণ করিতেছ? কন্যা দীন-ভাবাপন্ন হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন পিতাকে কহিলেন, তাত! যে কারণে আমার এইপ্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু আমি প্রথমে একাকিনী ভাবিতাত্মা মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীজনের অন্বেষণার্থ গমন করিয়া-ছিলাম। কিন্তু কাহাকেও তথায় আসিতে দেখিলাম না। ঐ সময়েই স্বীয় রূপবিপর্য্যয় দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্রাসবশতঃ এখানে আগমন করিলাম।

তপঃপ্রভাবে বিদ্যোতিতদ্যুতি রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই কথায় ধ্যানপরায়ণ হইয়া, তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষে দর্শন করিলেন, ঋষির কর্ম্মবলেই এই প্রকার ঘটিয়াছে। তখন তিনি ভাবিতাত্মা ঋষির শাপ বিদিত হইয়া, স্বীয় তনয়াকে লইয়া, তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার এই কন্যা স্বীয় গুণেই ভূষিতা। আমি স্বয়ং আহরণ পূর্ব্বক ভিক্ষা স্বরূপ ইহাকে প্রদান করিতেছি। হে মহর্ষে! প্রতিগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক।

তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাম পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলে, এই কন্যা নিত্য আপনার সেবাপরায়ণা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধার্ম্মিক রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই প্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, মহাভাগ মহর্ষি পুলস্ত্য তদীয় কন্যা গ্রহণে সমুৎসুক হইয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন রাজা কন্যাদান করিয়া, স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন। কন্যাও স্বীয় গুণে স্বামীর সন্তোষ সাধন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মুনিপুঙ্গব তদীয় শীল ও বৃত্ত দ্বারা সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা প্রীত হইয়া এই কথা কহিলেন, সুশ্রোণি! আমি গুণগৌরব প্রযুক্ত তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই কারণে অদ্য তোমাকে আত্মানুরূপ পুত্র প্রদান করিব।

ঐ পুত্র উভয় বংশের রক্ষাকর্ত্তা ও পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইবেক। হে দেবি! যেহেতু তুমি আমার অধ্যয়নসময়ে বিশেষরূপে বেদ শ্রবণ করিয়াছ, সেইহেতু, তোমার পুত্রের নাম বিশ্রবা হইবে, সন্দেহ নাই।

ঋষি প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে এই প্রকার কহিলে, সেই দেবী অচিরকাল মধ্যেই পুত্র বিশ্রবাকে প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত, যশোধর্ম্মসমন্বিত, শ্রুতিমান্, সমদর্শী, ব্রতাচারপরায়ণ এবং পিতার ন্যায়, তপস্বী হইলেন।

—[:]—

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর পুলস্ত্যের পুত্র মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপস্বী, সত্যবান্, শীলবান্, দান্ত, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, সর্ব্বভোগে বীতস্পৃহ, এবং নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার এইপ্রকার চরিত্র বিদিত হইয়া, আপনার দুহিতা দেববর্ণিনীকে পত্নীস্বরূপ তাঁহার হস্তে সম্প্রদান

করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজদুহিতাকে প্রতিগ্রহ করিয়া, প্রজাগণের শুভদর্শনসংকল্পপরবশ হইয়া, বিশিষ্টরূপে ভাবী পুত্রের কল্যাণ চিন্তা করত, পরম আহ্লাদ সহকারে উঁহার গর্ভে বীর্য্যসম্পন্ন ও সমুদায় ব্রহ্মগুণ বিশিষ্ট পরমাদ্ভুত পুত্র সমুৎপাদন করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, পিতামহ নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং উঁহার শ্রেয়স্কর-বুদ্ধি দর্শনে, পরিণামে ধনাধ্যক্ষ হইবে, ভাবিয়া, দেবগণ ও ঋষি-গণের সহিত আনন্দ সহকারে এইরূপে তাহার নামকরণ করি-লেন, যেহেতু, বিশ্রবার এই পুত্র তাঁহারই সদৃশ, সেই হেতু, ইহার নাম বৈশ্রবণ বলিয়া বিখ্যাত হইবেক।

মহাতেজা বৈশ্রবণ তপোবনে থাকিয়া, হুতাশন অনলের ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমপদে অবস্থান সময়ে সেই মহাত্মা সংকল্প করিলেন, আমি পরম ধর্ম্ম আচরণ করিব। যেহেতু, ধর্ম্মই পরম গতি। অনন্তর তিনি কঠোর নিয়মে নিয়-ন্ত্রিত হইয়া, আলোচনা সহকারে এক সহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিলেন। তদনন্তর বর্ষসহস্র পূর্ণ হইলে, তিনি বক্ষ্য-মাণ বিধি অবলম্বন করিলেন; কখন জলাহার, কখন বায়ুমাত্র আহার এবং কখন বা অনাহার, এই প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর এক বর্ষবৎ তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গেল। পরমতেজস্বী পিতা-মহ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সমভিব্যাহারে তদীয় আশ্রমপদে পদার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এই কার্য্যে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত! বর গ্রহণ কর। হে মহামতে! তুমি বরদানের যোগ্যপাত্র। তোমার মঙ্গল হউক। তখন বৈশ্র-বণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্! আমি ধনরক্ষক লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি। পিতামহও সুরগণের সহিত আহ্লাদিত হইয়া, প্রীত চিত্তে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবেক। আমিও চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব যম, ইন্দ্র ও বরুণ ইহাদের মধ্যে যাহার পদ গ্রহণে তোমার অভিলাষ,

তাহাই গ্রহণ কর। অথবা, নিধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হও। ফলতঃ তুমি ইন্দ্র, বরুণ ও যম, ইহাদের চতুর্থ হইবে। এক্ষণে সূর্য্যসন্নিভ পুষ্পকনামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া দেবগণের সমান হও। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সুখে থাক। তাত! তোমাকে বরদ্বয় দান করিয়া, আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি। অতএব সকলেই যথাগত প্রস্থান করিব। এই বলিয়া পিতামহ দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন।

পিতামহপ্রমুখ দেবগণ নভস্থলে প্রস্থান করিলে, কুবের কৃতাঞ্জলি হইয়া, প্রযতচিত্তে পিতাকে কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতামহের নিকট অভীপ্সিত বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই দেব প্রজাপতি আমার কোন বাসস্থানবিধান করেন নাই। অতএব প্রভো! আপনিই আমার জন্য এপ্রকার নিবাস সম্যক বিধানে অবলোকন করুন যেখানে থাকিলে, যে কোন প্রাণীর পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুত্র এইপ্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা সেই ধর্ম্মজ্ঞকে বলিলেন, সত্তম! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশে চিত্রকূট নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরদেশে রাক্ষসগণের বাস নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা লঙ্কা নামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রমণীয় ও সুবিস্তৃত। তুমি তথায় গিয়া নিঃসন্দেহে বাস কর, তোমার কল্যাণ হউক। ঐ রমণীয় নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর, পরিখা, যন্ত্র ও শস্ত্রসমূহে সমাবৃত এবং রুক্মবৈদূর্য্যতোরণসম্পন্ন। ইতিপূর্ব্বে রাক্ষসেরা বিষ্ণুভয়ে অভিভূত হইয়া এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করাতে, উহা রাক্ষসশূন্য হইয়াছে। এবং সংপ্রতি শূন্য অবস্থায় পতিত আছে। উহার কেহই প্রভু নাই। পুত্র! তুমি যথাসুখে বাস করিবার জন্য তথায় গমন কর। তথায় বাস করিলে, কোন দোষ বা কাহারই বাধা ঘটিবে না।

ধর্ম্মিষ্ঠ কুবের পিতার এইপ্রকার ধর্ম্মিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া

ভূধরশেখরস্থ লঙ্কায় বাস করিলেন। সহস্র সহস্র নৈঋত তুষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া; তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। তাঁহার পালন গুণে লঙ্কানগরী অচিরকালমধ্যেই ধন ধান্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্রবার পুত্র নৈঋতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ আহ্লাদিতান্তঃকরণে সাগরপরিখা লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে সেই ধর্ম্মাত্মা ধনেশ্বর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া পিতা মাতার নিকট বিনীত হৃদয়ে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দেবগন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করেন, তদীয় পুষ্পক বিমান অপ্সরোগণের নৃত্যে ভূষিত হইয়া উঠে। তিনি স্বয়ং গভস্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইয়া, পিতা মাতার সমীপে সমাগত হয়েন।

—:০:—

চতুর্থ সর্গ।

রাম অগস্ত্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কুবেরের অবস্থিতির পূর্ব্বে লঙ্কায় কি রূপে রাক্ষসগণের অবস্থানাদি সম্ভব হইতে পারে। অনন্তর অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর শিরঃকম্পন ও ত্রেতাগ্নিসমপ্রভ অগস্ত্যের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কুবেরাদির পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষসেরা বাস করিত, ভবদীয় প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, পুলস্ত্য বংশেই রাক্ষসগণের জন্ম হয়। কিন্তু আপনি এক্ষণে অন্য প্রকারেও রাক্ষসগণের জন্ম হইয়াছে, কীর্ত্তন করিলেন। ঐ সকল রাক্ষস কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষাও অধিক বলশালী ছিল? হে ব্রাহ্মন্! কোন্ বলোৎকট রাক্ষস ইহাদের আদি পুরুষ, তাহার নাম কি? এবং কি অপরাধেই বা কি রূপে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাদিগকে বিদ্রাবিত করেন? হে অনঘ! এই সকল ঘটনা বিস্তারক্রমে আমার

নিকট কীর্ত্তন করুন। ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন অন্ধকার নিরাশ করেন, আপনিও তেমনি আমার এই কৌতুহল অপনোদন করুন।

মহামতি অগস্ত্য শ্রীরামের এই সংস্কারসমলঙ্কৃত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্মিত হইয়া, কহিলেন, ব্রহ্মা আদিতে জলের সৃষ্টি করিয়া,তাহাতে স্বয়ং প্রজাপতি রূপে উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ জলের রক্ষার্থ জন্তু সকলের সৃষ্টি করিলেন। জন্তুগণ ক্ষুৎপিপাসা ভয়ে অভিভূত ও আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটস্থ হইয়া, বিনীত বচনে কহিল, আমরা কি করিব? প্রজাপতি সহাস্য আস্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা যত্নপূর্ব্বক এই জল রক্ষা কর। তাহাদের মধ্যে কেহ বুভুক্ষিত, কেহবা অবুভুক্ষিত হইয়াছিল। পিতামহের এই কথা শুনিয়া, কেহ কেহ বলিল, রক্ষা করিব। অন্যান্যেরা কহিল, যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব। তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষা করিব, বলিল, তাহারা রাক্ষস হইবে। আর, যাহারা যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব, বলিল, তাহারা যক্ষ হইবে।

অনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতিরূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাকৃতি অরিন্দম দুই ভাই জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধার্ম্মিক ও তপোবনবাসী হইল এবং হেতি দারপরিগ্রহার্থ নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহামতি অমেয়াত্মা হেতি কালের ভগিনী স্বয়মাগত ভয়া-নাম্নী মহাভয়া কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিল। পরে পুত্রবান্-ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষসপুঙ্গব হেতি ঐ কন্যার গর্ভে বিদ্যুৎ-কেশি নামে সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিল। দীপ্ত সূর্য্যসমদ্যুতি পরমতেজস্বী হেতিপুত্র বিদ্যুৎকেশ জলমধ্যে পদ্মের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ নিশাচর যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, তদীয় দারক্রিয়ার্থ তাহার পিতা হেতি কৃত-সংকল্প হইল। এবং পুত্রের জন্য সন্ধ্যার ন্যায় প্রভাবশালিনী

সন্ধ্যাদুহিতাকে বরণ করিল। হে রঘুনন্দন! অবশ্যই পরকে কন্যাদান করিতে হইবে, ভাবিয়াই, সন্ধ্যা আপনার দুহিতাকে বিদ্যুৎকেশের হস্তে সম্প্রদান করিল। নিশাচর বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যাতনয়াকে লাভ করিয়া, পৌলোমীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সন্ধ্যাদুহিতা লংকটংকটা, সমুদ্র হইতে মেঘমালার ন্যায়, বিদ্যুৎকেশসংসর্গে গর্ভ ধারণ করিল। পরে মন্দর পর্ব্বতে গমন করিয়া, ঘনতিসমপ্রভ গর্ভ প্রসব ও অগ্নিবিসৃষ্ট গঙ্গা গর্ভের ন্যায় ঐ গর্ভ বিসর্জ্জন করিল। গর্ভ বিসর্জ্জন করিয়া, সুরতার্থিনী হইয়া, স্বামীর সহিত বিহার করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ঘনশব্দসমম্বন গর্ভ উৎসৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিল। অনন্তর তাহাদের পরিত্যক্ত শরদর্কসমদ্যুতি ঐ শিশু স্বয়ং আস্য দেশে মুষ্টিনিহিত করিয়া, ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষারোহণে আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন। এই ক্রন্দননাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি উমার সহিত চাহিয়া দেখিলেন, রাক্ষসনন্দন রোদন করিতেছে। অনন্তর ত্রিপুরারি কারুণ্যভাব প্রযুক্ত পার্ব্বতীর প্রেরণাবশংবদ হইয়া, সেই রাক্ষসাত্মজকে মাতার সমান বয়স্ক করিলেন। পরে অক্ষর অব্যয় মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয় কামনাবশম্বদ হইয়া, তাহাকে অমর করিয়া, আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতীও রাক্ষসদিগকে সদ্যগর্ভ ধারণ, সদ্য প্রসব এবং সদ্যই মাতার সমান বয়স লাভ করিবে, বলিয়া বর দিলেন। ঐ রাক্ষসাত্মজের নাম সুকেশ মহামতি মহারাক্ষস সুকেশ প্রভু মহাদেবের নিকট আকাশগামী পুর ও শ্রীলাভ করিয়াই, পার্ব্বতীর বরদান প্রযুক্ত গর্ব্বিত হইয়া, পুরন্দরের ন্যায়, সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল।

পঞ্চম সর্গ।

বিশ্বাবসুর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট গ্রামণী নামে গন্ধর্ব্বের দেববতী নামে কন্যা, দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ যৌবনশালিনী ও ত্রিলোকেই বিখ্যাত। গ্রামণী ধর্ম্মাত্মা সুকেশকে ধার্ম্মিক ও বর লাভ করিতে দেখিয়া মূর্ত্তিমতী রাক্ষসলক্ষ্মীর ন্যায়, আপনার ঐ দুহিতা তাহাকে সম্প্রদান করিল। শিবের বর দান প্রযুক্ত সুকেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। দেববতী তাদৃশ প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইয়া, ধনপ্রাপ্ত নির্দ্ধনের ন্যায়, প্রীতিমতী হইল। অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের ঔরসোৎপন্ন মহাগজ যেমন করেণু সংসর্গে শোভা ধারণ করে, নিশাচর সুকেশও তেমনি দেববতীর সহযোগে বিরাজমান হইল।

রাঘব! অনন্তর কালসহকারে সুকেশ ত্রেতাগ্নিসমবিগ্রহ তিন পুত্র সমুৎপাদন করিল। উহাদের নাম মাল্যবান, সুমালি ও মালি। রাক্ষসাধিপ সুকেশ ত্রিনেত্রসমান এই তিন রাক্ষসপুত্র উৎপাদন করিল। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিন লোক তিন অগ্নি, তিন মন্ত্র অথবা অত্যুগ্র তিন রোগ শরীরে অবস্থিতি করিতেছে। রোগ যেমন উপেক্ষা করিলে, বর্দ্ধিত হয়, সুকেশের ত্রেতাগ্নিসমতেজা ঐ তিন পুত্র তেমনি দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা তিন ভাই পিতার বরপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত ও কৃতনিশ্চয় হইয়া, তপস্যা করিবার নিমিত্ত মেরু-পর্ব্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! তথায় সেই রাক্ষসগণ ঘোর নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক সর্ব্বভূতভয়াবহ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সত্য, আর্জ্জব ও সমগুণসম্পন্ন অলৌকিক তপোবলে দেব, অসুর ও মানুষ সমেত তিনলোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে, বিভু চতুর্মুখ ব্রহ্মা বিমানবর আশ্রয় পূর্ব্বক সুকেশের পুত্রদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া, কহিলেন, আমি বর দিতে আসিয়াছি।

পিতামহ ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত হইয়া, বর দিতে আসিয়াছেন, জানিয়া, তাহারা সকলে বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিকরে নিবেদন করিল, দেব! আমাদের তপস্যায় আরাধিত হইয়া, যদি আমাদিগকে বর দানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমরা যেন অজেয়, শত্রুহন্তা, চিরজীবী ও পরমপ্রভাববিশিষ্ট এবং পরস্পর অনুরক্ত হই। এই বলিয়া তাহারা পরস্পর বর প্রার্থনা করিলে, ব্রাহ্মণবৎসল বিভু ব্রহ্মা তাহাই হইবে, বলিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

এদিকে সুকেশের পুত্রেরা বরলাভ করিয়া, তৎপ্রভাবে নিরতিনির্ভয় হইয়া, সুরাসুরগণের পীড়ন করিতে লাগিল। চারণ ও ঋষিগণের সহিত দেবগণ তাহাদের কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নরকপতিত ব্যক্তিগণের ন্যায়, কাহাকেও রক্ষাকর্তা প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাক্ষসেরা একত্রেই মিলিত ও নিরতি আহ্লাদিত হইয়া, শিল্পিশ্রেষ্ঠ অব্যয় বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, মহামতে! আপনি আত্মতেজসহায়ে ওজ তেজ ও বলবিশিষ্ট মহাত্মা দেবগণের গৃহ নির্ম্মাণ করেন। অতএব হিমালয়, মেরু বা মন্দর পর্ব্বত, এই সকলের মধ্যে যে কোন স্থানে আমাদেরও মনোমত বাসভবন প্রস্তুত করুন। আমাদের ঐ গৃহ, মহেশ্বরগৃহের সদৃশ ও মহত্ত্ববিশিষ্ট হইবে।

তখন মহাবাহু বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রাক্ষসগণের নিবাস নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ সাগরের তীরদেশে ত্রিকূট নামে পর্ব্বত আছে। হে রাক্ষসেশ্বরগণ! এই ত্রিকূটের সদৃশ সুবেলনামে আর এক যে পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যমশেখর জলদসন্নিভ ও শকুনগণেরও দুষ্প্রাপ্য। ঐ শেখরের চতুর্দ্দিক টঙ্ক ছিন্ন। আমি দেবরাজের আজ্ঞায় তথায় লঙ্কানামে নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি। ঐ নগরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত, শতযোজন আয়ত, স্বর্ণময় প্রাচীরে সংবীত ও হেমময় তোরণে আবৃত। হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যেমন

অমরাবতীতে, তোমরা তেমনি লঙ্কানগরীতে বাস কর। এবং বহুসংখ্য নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, সেই লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিয়া, শত্রুগণের দুরাধর্ষ হও। তোমরা সকলেই শত্রুসংহারসমর্থ। রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা বিশ্বকর্ম্মার কথা শুনিয়া, সহস্র সহস্র অনুচর সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গিয়া বাস করিল। লঙ্কা দৃঢ়প্রাকারে পরিবৃত ও শত শত স্বর্ণময় গৃহে অলঙ্কৃত। তাহারা তথায় বাস করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইল।

রাম! ঐ সময়ে নর্ম্মদানাম্নে গন্ধর্ব্বী যদৃচ্ছাক্রমে প্রাদুর্ভূত হয়। তাহার হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তিসমদ্যুতি তিন কন্যা। নর্ম্মদা এই তিন কন্যাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে ঐ তিন রাক্ষসের হস্তে সহর্ষে সংপ্রদান করিল। এইরূপে চন্দ্রনিভাননা মহাভাগা তিন গন্ধর্ব্বকন্যা জননী কর্ত্তৃক ভগদৈবতনক্ষত্রে তিন রাক্ষসেন্দ্রের পত্নীরূপে প্রদত্ত হইল। রাম! সুকেশের পুত্রেরা কৃতদার হইয়া, অপ্সরাদিগের সহিত অমরগণের ন্যায়, ভার্য্যাগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিল। মাল্যবানের ভার্য্যার নাম সুন্দরী, সেই সুন্দরীভার্য্যাতে মাল্যবান্ যে পুত্র সমুৎপাদন করে, শ্রবণ কর। বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এবং অনলানাম্নী কন্যা সুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। সুমালীর ভার্য্যা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতী স্বামীর প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী। মহারাজ! রাক্ষস সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, আনুপূর্ব্বিক্রমে তাহা শ্রবণ কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস ও ভাসকর্ণ এবং রাকা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুম্ভীনসী ইহারা সুমালীর অপত্য বলিয়া পরিগণিত। মালীর স্ত্রী বসুদানাম্নী রূপশালিনী গন্ধর্ব্বী বসুদা দক্ষসুতাসদৃশী, পদ্মপত্রাক্ষী ও মধুরদৃষ্টিশালিনী। হে প্রভো! মালী তাহার গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনল, নিল, হর ও সম্পাতি ইহারা মালীর সন্তান এবং বিভীষণের অমাত্য।

অনন্তর এই তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শত শত পুত্র ও নিশাচরগণে পরিবৃত ও বাহুবীর্য্যে দর্পিত হইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ, ঋষিগণ, যক্ষসমূহ ও নাগগণ, সকলের উৎপীড়ন পুরঃসর বায়ুবৎ জগতের সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই দুরাসদ, রণে মৃত্যুসমান তেজস্বী, বর প্রদান প্রযুক্ত অতিমাত্র গর্ব্বিত এবং সকলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদে সর্ব্বদাই প্রবৃত্ত।

ষষ্ঠ সর্গ।

দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ তাহাদের কর্তৃক বধ্যমান হইয়া, সভয়ে দেবদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি জগৎসৃষ্টির সংহারকর্ত্তা, অজ, অব্যক্তস্বরূপ, এবং সকল লোকের আধার, আরাধ্য ও পরমগুরু। দেবগণ কামারি ও ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়গদ্গদ বচনে কহিলেন, ভগবন্ প্রজাপতে! সুকেশের পুত্রেরা পিতামহের বরে উদ্ধত হইয়া, প্রজা সকল পীড়ন করিতেছে আমাদের শরণভূত আশ্রম সকল অশরণ করিয়াছে এবং তাহারা স্বর্গ হইতে দেবগণকে চ্যুত করিয়া, স্বয়ং স্বর্গে দেববৎ ক্রীড়া করিতেছে। আমিই বিষ্ণু, আমিই ব্রহ্মা, আমিই রুদ্র, আমিই দেবরাজ, আমিই যম ও বরুণ, আমি চন্দ্র ও আমিই সূর্য্য, এই প্রকার কহিয়া, মালী, সুমালী ও মাল্যবান এই তিন সমরোৎসাহী নিশাচর ভূতগণের সহিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে। আমরা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়াছি। অতএব, দেব! আমাদিগকে অভয় আজ্ঞা হউক। রৌদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঐ সকল দেবকণ্টকের সংহার করুন।

পরমপ্রভাব নীললোহিত কপর্দ্দী সুরগণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সুকেশের সাপেক্ষে দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ! তাহারা আমার অবধ্য অতএব তাহাদিগকে আমি বধ করিব

না। কিন্তু যে উপায়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলিব। হে মহর্ষিগণ! তোমরা কালান্তর পরিহার পূর্ব্বক এই উদ্যোমেই সকলের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর নিকট গমন কর তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন। তখন নিশাচর ভয়ার্দ্দিত দেব ও ঋষিগণ জয়শব্দ সহকারে মহেশ্বরের প্রতিনন্দন করিয়া, বিষ্ণুর সমীপে সমাগত হইলেন। এবং সেই শঙ্খচক্রধর দেবকে প্রণাম ও বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্ভ্রান্তবৎ বাক্যে সুকেশের পুত্রগণের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন দেব! সুকেশের ত্রেতাগ্নিসন্নিভ তিন পুত্র বর পাইয়া, আক্রমণ পূর্ব্বক আমাদের স্থান সকল অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট পর্ব্বতের শেখরদেশে লঙ্কানামে যে দুর্গমপুরী প্রতিষ্টিত আছে, ঐ সকল নিশাচর তথায় থাকিয়া আমাদের সকলকে নিপীড়িত করে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের হিতের জন্য তাহাদিগকে সংহার করুন। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনার শরণাপন্ন, আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আমাদের ভয়ে অভয়দাতা দ্বিতীয় নাই। হে ধ্রুব! ভাস্কর যেমন নীহার নিহরণ করেন, আপনি তেমনি সমরে হর্ষাবিষ্ট মদোদ্ধত রাক্ষসদিগকে সানুবন্ধে সংহার করিয়া, সকলের ভয় দূর করুন।

শত্রুগণের ভয়ঙ্কর দেবদেব জনার্দ্দন দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন, আমি জানি, সুকেশ মহাদেবের বরে দর্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পুত্রদিগকেও আমি জানি। মাল্যবান্ তাহাদের জ্যেষ্ঠ। সেই রাক্ষসাধমেরা লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে। আমি নিরতি ক্রোধভরে তাহাদিগকে বধ করিব। সুরগণ! তোমরা বিগতজ্বর হও। প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু এই প্রকার কহিলে, দেবগণ সকলে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

নিশাচর মাল্যবান দেবগণের এই প্রকার উদ্যোগ শ্রুতিগোচর

করিয়া, আপনার সেই দুই বীর ভ্রাতাকে কহিল, অমরগণ ও ঋষিগণ আমাদের সংহারকামনায় মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া, এই প্রকার বলিয়াছে, দেব! সুকেশের অনেকরূপ তনয়গণ বরপ্রদান বলে উদ্ধত ও নিতান্ত উদ্বৃত্ত হইয়া, পদে পদে আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে। হে প্রজাপতে! আমরা সকলে রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া, সেই সকল দুরাত্মার ভয়ে স্ব স্ব গৃহেও থাকিতে পারিতেছি না। অতএব ত্রিলোচন! আমাদের হিতার্থে তাহাদিগকে সংহার করুন। হে প্রহর্ত্তৃবর! হুঙ্কার দ্বারাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলুন। ত্রিদশগণ এইপ্রকার কহিলে, অন্ধকনিসূদন ত্রিলোচন তাহা শুনিয়া, হস্ত ও মস্তক চালনা পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! সুকেশের পুত্রগণ যুদ্ধে আমার অবধ্য। কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহাদের বধোপায় বলিয়া দিব। যাঁহার হস্তে চক্র ও পরিধান পীতবস্ত্র এবং যিনি হরি ও জনার্দ্দন, তোমরা সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হও। দেবগণ কামারি মহাদেবের নিকট এই প্রকার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনানন্তর নারায়ণের আলয়ে গমন ও তাঁহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন নারায়ণ ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা নির্ভয় হও, আমি সেই সকল রাক্ষসের সংহার করিব।

তোমরা দুই জনেই রাক্ষসগণের মধ্যে প্রধান। নারায়ণ ভয়ভীত দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদের বধ করিবেন। এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, চিন্তা কর। নারায়ণের হস্তে হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য সুরবৈরিগণের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, লোকপাল, যমল ও অর্জ্জুন এবং হার্দ্দিক্য, শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই সকল অসুর ও দানব ইহারা সকলেই সত্ত্ববান্ ও বলবান্, সকলেই অপরাজিত ও শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সকলেই মায়াবিৎ, সর্ব্বাস্ত্রকুশল ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর।

নারায়ণ ইহাদের শত শত ও সহস্র সহস্রকে নিহত করিয়াছেন। এ বিষয় অবগত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, তোমাদিগকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। যিনি আমাদিগকে বধ করিতে উৎসুক, সেই নারায়ণকে জয় করা দুষ্কর। সুমালী ও মালী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের কথা শুনিয়া,দুই অশ্বিনীকুমার যেমন ইন্দ্রকে, তেমনি তাহাকে কহিল, আমরা উত্তমরূপে অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, ঐশ্বর্য্যের পরিপালন, স্ব পথে ধর্ম্মের স্থাপন ও অক্ষোভ্য দেবসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক শস্ত্রসহায়ে শত্রুগণের জয় করিয়াছি এবং নিরাময় আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মৃত্যুভয় নাই। নারায়ণ, রুদ্র, শক্র এবং যম ইহারাও সকলে সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে থাকিতে ভয় করে। আর, হে রাক্ষসেশ্বর! আমাদের প্রতি নারায়ণের দ্বেষ করিবার কোন কারণ নাই। দেবগণের দোষেই বিষ্ণুর মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব অদ্যই সকলে পরস্পর সমাবৃত ও মিলিত হইয়া, দেবগণের বিনাশ করিব। তাহাদের হইতেই দোষ সমুত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়াই রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, উদ্যোগ ঘোষণা করত সৈন্যগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর জম্ভবৃত্রাদির ন্যায় ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। রাম! এই রূপে সেই রাক্ষসেরা পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন উদ্যোগ সহকারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাবল। রথ, অশ্ব, গজ, গর্দ্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, বিহঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সৃমর ও চমর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যানারোহণে তাহারা সকলে বলগর্ব্বিত হইয়া, লঙ্কা ত্যাগ করিয়া গমন ও যুদ্ধের জন্য দেবলোকে প্রয়াণ করিল। লঙ্কায় যে সকল প্রাণী বাস করিতেছিল,তাহারা লঙ্কার ভাবী বিনাশ দর্শন করিয়া,ভয়দর্শী ও সর্ব্বথা বিমনস্ক হইল। শত শত ও সহস্র সহস্র নিশাচর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া, প্রযত্নসহকারে কালবিলম্বপরিহারপূর্ব্বক

দেবলোকে প্রস্থান করিলে, দেবগণ তাহাদের যাত্রাসমকালেই সহসা অপক্রান্ত হইলেন।

ঐ সময়ে রাক্ষসগণের বিনাশ সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে কালপ্রেরিত ভয়াবহ উৎপাতসমূহ প্রাদুর্ভূত হইল। মেঘ সকল রাশি রাশি অস্থি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সাগর সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইতে লাগিল। ঘোরদর্শন শিবা সকল অট্টহাস্য করিয়া, ঘননাদসমস্বনে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। অশিবসূচক ভূত সকল যথাক্রমে সম্পাতিত ও দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূরি ভূরি গৃধ্র প্রজ্বলিত শিখামুখে কালের ন্যায়, রাক্ষসগণের উপরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রক্তপাদ কপোত ও সারিকা সকল দ্রুততর গমন করিতে লাগিল। এবং কাক ও দ্বিপাদ বিড়াল সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল।

রাক্ষসেরা বলগর্ব্বিত ও মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্য এই সকল উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিতে লাগিল, নিবৃত্ত হইল না। মাল্যবান্, সুমালী ও মালী এবং তাহাদের পুরঃসর রাক্ষসগণ সকলেই প্রজ্বলিত পাবকপ্রতিম। মাল্যবান্ সাক্ষাৎ মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায়। দেবগণ যেমন ধাতাকে, ঐ সকল নিশাচর তেমনি মাল্যবান্‌কে আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মহাভ্রঘননাদিত সেই রাক্ষসেন্দ্রবল জয়াভিলাষে মালীর বশবর্ত্তী হইয়া, দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এ দিকে প্রভু নারায়ণ দেবদূতপ্রমুখাৎ রাক্ষসগণের এই প্রকার সমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধে কৃতচিত্ত হইলেন। এবং আয়ুধ ও তূণীরসজ্জাবিধান পূর্ব্বক বৈনতেয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সহস্রসূর্য্যসমদ্যুতি বর্ম্ম পরিধান, শরসম্পূর্ণ বিমল ইষুধিদ্বয় আবন্ধন এবং শ্রোণিসূত্র, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সংপূর্ণগিরিসদৃশ গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ

ঙ্কা দ্রুততর যাত্রা করিলেন। তৎকালে সুপর্ণের পৃষ্ঠারূঢ় শ্যামবর্ণ পীতাম্বর হরি, কাঞ্চনপর্ব্বতের শেখরস্থ বিদ্যুদাকীর্ণ মেঘের ন্যায়, শোভমান হইলেন। সিদ্ধগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, মহোরগগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও যক্ষগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। তিনি অসুরসৈন্যের শত্রুরূপে চক্র, খড়্গ, শার্ঙ্গ ও শঙ্খ হস্তে সংগ্রামে অবতরণ করিলেন। সুপর্ণের পক্ষপবনে বল ক্ষুভিত, পতাকা সকল ভ্রমিত ও শস্ত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, সেই রাক্ষসরাজসৈন্য বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে, চঞ্চল-উপল-সকল-সঙ্কুল নীল অচলশেখরের ন্যায়, উহার শোভা হইল। অনন্তর নিশাচরগণ ভগবান্ হরিকে বেষ্টন করিয়া, সহস্র সহস্র আয়ুধে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ সকল আয়ুধ সুশাণিত শোণিত ও মাংসে রূষিত এবং যুগান্তকালীন বৈশ্বানর তুল্য শরীরনাশক।

সপ্তম সর্গ।

অনন্তর নিশাচররূপ মেঘ সকল গর্জ্জনসহকারে অস্ত্রবর্ষণ পূর্ব্বক নারায়ণরূপ পর্ব্বতকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, জলধর সকল যেন বৃষ্টিপাতে ভূধরকে আচ্ছন্ন করিতেছে। বিষ্ণু নির্ম্মল শ্যামবর্ণ এবং রাক্ষসেরা নীলবর্ণ। তাহাতে বোধ হইল, বর্ষমাণ পয়োধর সকল যেন অঞ্জন শৈলকে বেষ্টন করিয়াছে। শলভ সকল যেমন কেদারে, মশক সকল যেমন পাবকে, দংশ সকল যেমন মধুকুম্ভে, মকর সকল যেমন সাগরে অথবা লোক সকল যেমন প্রলয়কালে নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, রাক্ষসগণের শরাসনমুক্ত শর সকল তেমনি বজ্র, বায়ু ও মনের ন্যায় বেগভরে হরিতে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রাণায়াম যেমন ব্রাহ্মণকে নিরুচ্ছ্বাস করে, তেমনি রথারূঢ় রাক্ষসেরা রথসমূহে, গজারূঢ়েরা গজ সকলে, অশ্বারূঢ়েরা অশ্বসমূহে,

পদাতিকেরা অম্বরে থাকিয়া এবং অন্যান্য পর্ব্বতসন্নিভ নিশাচরগণ শক্তি, ঋষ্টি, তোমর ও শরসমূহে নারায়ণের উচ্ছ্বাস হরণ করিল। দুর্দ্ধর্ষ হরি, মীনসমূহে সাগরের ন্যায়, রাক্ষসগণ কর্তৃক তাড়্যমান হইয়া, শার্ঙ্গ ধনু আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের প্রতি শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ঐ সকল শর নিশিত, বজ্রতুল্য ও মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট। তিনি সংপূর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐরূপ শত সহস্র শর বিসর্জ্জন পুরঃসর নিশাচরনিকরকে ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বায়ু যেমন সমুত্থিত মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া, মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, আপনার যতদূর শক্তি, সেই অনুসারে আধ্মান করিলে, ঐ ভীমনির্হ্রাদ শঙ্খ ত্রিলোক অতিমাত্র ব্যথিত করিয়া, শব্দ করিয়া উঠিল। মৃগরাজ যেরূপ অরণ্যমধ্যে মদস্রাবী মাতঙ্গদিগকে ত্রাসিত করে, শঙ্খরাজের ঐ শব্দে রাক্ষসগণ তেমনি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণ কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিল না, মাতঙ্গগণ মদহীন হইল এবং বীরগণ শঙ্খশব্দে দুর্ব্বল হইয়া রথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। ঐ সময়ে শার্ঙ্গধনুর্ব্বিনির্ম্মুক্ত বজ্রতুল্যানন সুপুঙ্খ শর সকল রাক্ষসদিগকে বিদীর্ণ করিয়া, ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ নারায়ণের করবিচ্যুত শরসমূহে ভিদ্যমান হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায়, ভূমিতলে নিপতিত হইল। অচল হইতে গৈরিকধারার ন্যায়, বিষ্ণুচক্রকৃত ব্রণপরম্পরা তাহাদের শরীর হইতে শোণিতরাশি ক্ষরণ করিতে লাগিল। পাঞ্চজন্যশব্দ, শার্ঙ্গশব্দ এবং বিষ্ণুর শব্দ একত্র মিলিত হইয়া, রাক্ষসদিগের শব্দ সকল প্রচ্ছাদিত করিল। ভগবান্ হরি শরসমূহ বিসর্জ্জন করিয়া, নিশাচরগণের কম্পিত কণ্ঠ, শর, ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা ও তূণীর সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। নারায়ণের শক্তিবলে শার্ঙ্গ হইতে শরসমূহ, সূর্য্য হইতে রশ্মিজালের ন্যায়, সাগর হইতে প্রবাহের ন্যায়, পর্ব্বত হইতে নাগেন্দ্রদলের ন্যায়,

এবং মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায়, বিনির্গত হইয়া, শত শত ও সহস্রসহস্র সংখ্যায় সবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন শরভ কর্ত্তৃক সিংহ, সিংহ কর্ত্তৃক দ্বিরদ, দ্বিরদ কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক দ্বীপী, দ্বীপী কর্ত্তৃক কুক্কুর, কুক্কুর কর্ত্তৃক মার্জ্জার, মার্জ্জার কর্ত্তৃক সর্প ও সর্প কর্ত্তৃক আখু সকল আক্রান্ত হয়, তেমনি প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, রাক্ষসেরা কেহ পলায়মান এবং কেহবা মহীতলে শায়িত হইল।

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষস নিধন করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের ন্যায়, পাঞ্চজন্য শঙ্খ পূরণ করিলেন। তখন মহাবল রাক্ষসবল তদীয় শরে বিত্রস্ত ও শংখশব্দে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই রূপে রাক্ষসসৈন্য নারায়ণশরে আহত হইয়া, যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে, সুমালী শরবৃষ্টি করিয়া, যুদ্ধে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। এবং নীহার যেমন ভাস্করকে, তেমনি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে সত্ত্বশালী রাক্ষসেরা ধৈর্য্য ধারণ করিল। অনন্তর সুমালী বলদর্পিত হইয়া, রোষভরে গর্জ্জন পুরঃসর রাক্ষসদিগকে জীবিত করিয়া, অভিপতিত হইল, এবং লম্বমান আভরণ বিমোচন ও হস্তীর ন্যায় হস্ত কম্পন করিয়া, হর্ষভরে বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল। নারায়ণ গর্জ্জনসমকালেই সুমালীর সারথির সহসা প্রজ্বলিতকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বগণ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ পরিভ্রান্ত হইলে, মানুষ যেমন অস্থির হইয়া উঠে, ঐ সকল অশ্ব তেমনি ভ্রান্ত হইয়া, রাক্ষসরাজ সুমালীকে ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

অনন্তর সুমালীর অশ্বেরা তদীয় রথ বিষ্ণুরথের অভিমুখে আকর্ষণ করিলে, মালী মহাবাহু বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে প্রপতমান নিরীক্ষণ করিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া, তাঁহার অভিপতন করিল। তাহার ধনুর্নির্ম্মুক্ত কার্ত্তস্বরবিভূষিত শর সকল, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে পত্ররথনন্দনের ন্যায়, হরির দেহে প্রবেশ

করিতে লাগিল। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন আধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে, বিচলিত হয় না, বিষ্ণু তেমনি মালীর বিমুক্ত সহস্র সহস্র শরে অর্দ্দমান হইয়াও, ক্ষুভিত হইলেন না। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ গদাহস্তে মৌর্ব্বীধ্বনি সহকারে মালীর প্রতি শরজাল বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগ সকল যেমন সুধারস পান করে, নারায়ণের বজ্র ও বিদ্যুৎ সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ঐ সকল শর তেমনি মালীর দেহে পতিত হইয়া, রক্ত পান করিতে লাগিল। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু মালীকে বিমুখ করিয়া, তাহার মৌলি, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বদিগকে পাতিত করিলেন। নিশাচরশ্রেষ্ঠ মালী বিরথ হইয়া, গদাগ্রহণ পূর্ব্বক, ভূধরশেখর হইতে কেশরীর ন্যায়, লম্ফ দিয়া ভূমিতে পতিত হইল। এবং অন্তক যেমন ঈশানকে ও ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচলকে, সেইরূপ গদা দ্বারা গরুড়ের ললাটদেশে আঘাত করিল। গরুড় মালীর গদা দ্বারা আহত ও বেদনাতুর হইয়া, স্বীয় প্রভু নারায়ণকে রণ-পরাঙ্মুখ করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা অতিমাত্র গর্জ্জন করিয়া উঠাতে, এক তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। গর্জ্জনশীল নিশাচর-গণের ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া, হরিহয়ানুজ ভগবান্ হরি গরুড়ে তির্য্যগ্‌ভাবে আরোহণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধভরে, পরাঙ্মুখ হইয়াও, মালীর সংহারমানসে চক্র বিসর্জ্জন করিলেন। সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় আভাসম্পন্ন কালচক্রসন্নিভ উল্লিখিত চক্র স্বকীয় প্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, মালীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে রাহুমস্তক যেমন পতিত হইয়াছিল, মালীর অতীবভীষণ ঐ মস্তক তেমনি চক্রোৎকৃত্ত হইয়া, রুধির বমন করিতে করিতে ধরাতল আশ্রয় করিল। তখন সুরগণ সকলে সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সাধু দেব সাধু, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণসমুচ্চারিত সিংহনাদরব মোচন করিলেন।

মালীকে নিহত দেখিয়া, সুমালী ও মাল্যবান্ উভয়ে শোক-সন্তপ্ত হইয়া, সবলে লঙ্কাভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। তখন

গরুড় আশ্বস্ত ও সন্নিবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, রোষভরে পক্ষপবনে রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও বদনকমল চক্রে ছিন্ন, কাহারও উরস্থল গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলপ্রহারে হৃত, কাহারও মস্তক মুষলাঘাতে বিদারিত, ও অসিপ্রহারে ছিন্ন এবং কেহ বা শরতাড়িত হইয়া, আকাশ হইতে সত্বরে সাগরসলিলে গিয়া নিপতিত হইল। সবিদ্যুৎ মহামেঘ যেমন বজ্র দ্বারা, নারায়ণও তেমনি শরাসনমুক্ত শরবররূপ অশনি দ্বারা মুক্ত ও বিধূতকেশাবিশিষ্ট নিশাচরদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। শরসমূহের আঘাতে আতপত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন, শস্ত্র সকল পতমান, মনোহর পরিচ্ছদ সকল অপধ্বস্ত, অন্ত্র সকল বিনিঃসৃত ও ভয়বশতঃ নেত্র সকল লোল হওয়াতে, সেই রাক্ষসবল নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নৃসিংহ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইয়া, সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরগণের ন্যায়, কুঞ্জরসহিত রাক্ষসগণের রব ও বেগ উভয়ই সমভাব ধারণ করিল। অনন্তর ঐ নিশাচররূপ কালমেঘ সকল হরির বাণজালে আযাম্যমান হইয়া, স্বকীয় শরজাল বিসর্জ্জন পুরঃসর পবনপরিচালিত কালমেঘমালার ন্যায়, ধাবমান হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক চক্রপ্রহারে বিনিকৃত, কাহারও শরীর গদাপ্রহারে সংচূর্ণিত, এবং কেহ বা অসিপ্রহারে দ্বিবিধাবিভিন্ন হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল। বিলম্বমান মণিহার ও কুণ্ডল বিশিষ্ট, নীলমেঘ সদৃশ নিশাচরগণ, নীলপর্ব্বতরাজির ন্যায়, নিপতিত হওয়াতে, দেখিতে পাওয়া গেল, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

—:•:—

অষ্টম সর্গ।

পদ্মনাভ পৃষ্ঠে থাকিয়া, রাক্ষসসৈন্যদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলে, মাল্যবান্, বেলাপ্রতিহত অর্ণবের ন্যায়, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ক্রোধভরে লোহিত লোচনে মৌলি চালিত করিয়া,

সেই পুরুষোত্তমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে নারায়ণ! পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্ম তোমার জানা নাই। সেই জন্যই, যুদ্ধে অকৃত-চিত্ত ও ভয়াক্রান্ত হইলেও আমাদিগকে তুমি, ইতরের ন্যায়, প্রহার করিতেছ। হে সুরেশ্বর! যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখবধরূপ পাপ করে, সেই হন্তা পুরুষ পুণ্যকর্ম্মাদিগের অধ্যুষিত স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না। হে শঙ্খচক্রগদাধর! তোমার যদি নিতান্তই যুদ্ধে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যে বল আছে, প্রদর্শন কর, দেখিব।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ মাল্যবান্, মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায়, অবস্থিতি করিল, দেখিয়া, মহাবল দেবরাজানুজ পদ্মনাভ তাহাকে কহিলেন, দেবগণ তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভয় দিয়াছি, যে, রাক্ষসদিগকে উৎসাদিত করিব। এক্ষণে, সেই প্রতিশ্রুত পরিপালন করিতেছি। সর্ব্বদা প্রাণ দিয়াও দেবগণের প্রিয় করা আমার কর্ত্তব্য পক্ষে পরিগণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা পাতালে প্রবেশ করিলেও, তোমাদিগকে আমি সংহার করিব।

রক্তপদ্মাক্ষ দেবদেব বাসুদেব এই প্রকার কহিলে, রাক্ষস-রাজ মাল্যবান্ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শক্তির আঘাতে তদীয় ভুজান্তর ভেদ করিল। রাক্ষসরাজের ভুজনির্ম্মুক্তা ঘণ্টাকৃতস্বনা উজ্জ্বলিতা শক্তি বাসুদেবের রক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া, মেঘমধ্যস্থ সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। তখন শক্তিধরপ্রিয় পদ্মলোচন হরি সেই শক্তিই উৎকর্ষণ পূর্ব্বক মাল্যবান্‌কে বিশিষ্টরূপে লক্ষ্য করিয়া, নিক্ষেপ করিলেন। উহা গোবিন্দের করনির্ম্মুক্ত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের উৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায়, রাক্ষসদিগকে কামনা করিয়া, অঞ্জনপর্ব্বতে উল্কার ন্যায়, প্রস্থান করিল। এবং রাক্ষসরাজের হারভারবিভাসিত সুবিশাল হৃদয়ে, গিরিকূটে বজ্রের ন্যায়, পতিত হইল। তাহাতে তনুত্রাণ ছিন্ন হইলে, রাক্ষস বিপুল মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর সে পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া,

পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিল। এবং কালায়সনির্ম্মিত, বহুকণ্টকপরিব্যাপ্ত শূল গ্রহণ করিয়া, নারায়ণের স্তনান্তরে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল। অনন্তর রণরাগভরে বাসবানুজ বাসুদেবকে তাড়না করিয়া এক ধনু অপক্রান্ত হইল। তখন আকাশে সাধু সাধু বলিয়া, মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। সে বিষ্ণুকে আঘাত করিয়া, গরুড়কেও প্রহার করিতে লাগিল। বিনতাতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বলবান্ বায়ু যেমন শুষ্কতৃণরাশিকে, তেমনি রাক্ষসকে পক্ষপবনে দূরে অপসারিত করিলেন।

সুমালী স্বীয় পূর্ব্বজকে গরুড়ের পক্ষপবনে বিদ্রাবিত নিরীক্ষণ করিয়া, আপনার সৈন্য সহিত লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষস মাল্যবান্ পক্ষপবনের প্রভাবে উদ্ধূত হইয়া, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে একান্ত লজ্জভরে লঙ্কায় গমন করিল। হে কমলেক্ষণ রাম! এই রূপে ভগবান্ হরি অনেকবার যুদ্ধে সেই রাক্ষসদিগকে ভগ্ন ও তাহাদের মধ্যে প্রধান ও নায়কদিগকে সংহার করিলেন। তাহারা বিষ্ণুর প্রতি যুদ্ধে অশক্ত ও তদীয় প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া,লঙ্কা ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে বাস করিতে গমন করিল। হে রঘুসত্তম! সালকটংকটার বংশোৎপন্ন প্রখ্যাতবীর্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। তুমি যে সকল রাক্ষসকে নিধন করিয়াছ, তাহারা পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। সুমালী, মালী, মাল্যবান্ এবং তাহাদের পুরঃসরগণ, ইহারা সকলেই মহাভাগ এবং সকলেই রাবণ ও কুম্ভকর্ণাদি অপেক্ষা বলবত্তর। শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই দেবকণ্টক সুরশত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারে না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার ক্ষয় নাই ও পরাজয় নাই। তুমি সকলেরর প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা এবং শরণাগত বাৎসল্যগুণে ভূষিত। কালে কালে ধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্ট হইলে, তুমি দস্যুগণের সংহার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাক।

হে নরাধিপ! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত যথাযথ আদ্যোপান্ত অদ্য কীর্ত্তন করিলাম। হে রঘুসত্তম! পুনরায় সপুত্র রাবণের অতুল জন্ম ও প্রভাব সবিশেষ শ্রবণ কর। নিশাচর সুমালী তৎকালে বিষ্ণুভয়ে অভিভূত হইয়া, পুত্রপৌত্রসমভিব্যাহারে,বহুকাল রসাতলে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিলেন।

—[:]—

নবম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নীলজীমূতসঙ্কাশ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলবিশিষ্ট সুমালী নামে সেই নিশাচর পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায়, স্বীয় অবিবাহিত দুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহীতলে বিচরণ করিতে করিতে অবলোকন করিল, পুলস্ত্যের পুত্র পরম বিভবসম্পন্ন ধনেশ্বর কুবের পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পক রথারোহণে গমন করিতেছেন। রাক্ষসগণের মধ্যে মহামতি সুমালী পর্ব্বতপ্রতিম দেবসঙ্কাশ কুবেরকে দর্শন করিয়া, মর্ত্ত্যলোক হইতে রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিলে, আমাদের শ্রেয়োলাভ ও সমৃদ্ধি হইতে পারে।

নীলনীরদসন্নিভ, তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত, কুণ্ডলমণ্ডিত সুমহামতি সুমালী তৎকালে এই প্রকার চিন্তা করিয়া,আপনার কন্যা কৈকসীকে কহিল, পুত্রি! তোমার এই প্রদান কাল,যৌবন ব্যতিক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানভয়ে পাত্রগণ তোমায় পরিগ্রহ করিতেছে না। কিরূপে তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই কৃতবুদ্ধি হইয়া, তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে প্রয়াস পাইতেছি। বৎসে! তুমিও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, সর্ব্বগুণশালিনী। জানি না, কোন্ ব্যক্তি আমার কন্যার

পাণিগ্রহণ করিবে মানাকাঙ্ক্ষী পিতামাত্রকেই ; এই প্রকার কন্যাপিতৃত্ব দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মাতৃকুল, পিতৃকুল, আর যে কুলে দেওয়া যায় সেই কুল, এই তিন কুলকে কন্যা সর্ব্বদা সংশয়ে পাতিত করিয়া থাকে। অতএব পুত্রি! তুমি এক্ষণে স্বয়ং পুলস্ত্যের পুত্র, প্রজাপতির বংশোদ্ভব, মুনিগণের প্রধান, শ্রেষ্ঠগুণবিশিষ্ট বিশ্রবাকে ভজনা কর। বৎসে! তাঁহাকে ভজনা করিলে, তেজে সূর্য্যের সমান এই ধনেশ্বর যাদৃশ, তোমার তাদৃশ পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। কন্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতৃগৌরবপ্রযুক্ত বিশ্রবা যেখানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইল।

রাম! এই সময়ে পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা, চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কৈকসী পিতৃগৌরব-প্রযুক্ত সেই দারুণ বেলা চিন্তা না করিয়া, ঋষির অগ্রে গিয়া, চরণাধোমুখে দণ্ডায়মান হইল। এবং বারংবার অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে লাগিল। পরম উদারস্বভাব ঋষি স্বীয় তেজে দীপ্যমানা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, সুশ্রোণী কৈকসীকে দর্শন করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে কি জন্য বা কোন কার্য্যানুরোধে এখানে আসিলে, শোভনে! যথার্থ বল। সেই কন্যা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, ভগবন্! আপনি স্বীয় প্রভাবেই আমার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। হে ব্রহ্মর্ষে! আমি পিতার আজ্ঞায় আসিয়াছি, জানিবেন। আমার নাম কৈকসী, স্বয়ং জানিতে আজ্ঞা হউক।

তখন ঋষি ধ্যানবলে অবগত হইয়া, এই প্রকার কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত কারণ আমার বিশেষ রূপে বিদিত হইয়াছে। অয়ি মত্তমাতঙ্গগামিনি! তুমি আমা হইতে পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু তুমি দারুণ বেলায় আমার সকাশে সমাগত হইয়াছ। অতএব যাদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, শ্রবণ কর।

অয়ি সুশ্রোণি! তুমি দারুণ প্রকৃতি, দারুণাকৃতি ও দারুণাভিজনপ্রিয় ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের জননী হইবে।

কৈকসী এই কথা শুনিয়া, প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী ঋষি, আপনা হইতে ঈদৃশ দুরাচার পুত্র লাভের ইচ্ছা করি না। অতএব অনুগ্রহ বিতরণে আজ্ঞা হউক।

কন্যা এই প্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা, পূর্ণচন্দ্র রোহিণীর ন্যায়, পুনরায় তাহাকে কহিলেন, আয় শুভাননে! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধর্ম্মাত্মা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাম! সেই কন্যা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, কোন সময়ে অতীব দারুণ ও বীভৎসাকৃতি এক রাক্ষস প্রসব করিল। ঐ রাক্ষসের গ্রীবা দশ, দংষ্ট্রা বিশাল, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, ভুজ বিংশতি, আস্য বৃহৎ ও কেশকলাপ প্রদীপ্ত। নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, উল্কামুখী ও ক্রব্যাদ সকল অপসব্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবতা রুধির বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মেঘ সকল খরনিস্বনে প্রাদুর্ভূত হইল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। মহোল্কা সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। সুদারুণ বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হইল। অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর পিতামহসম পিতা এই বলিয়া পুত্রের নাম করণ করিলেন, যে, এই পুত্র দশগ্রীব হইয়াছে, অতএব ইহার নাম দশগ্রীব হইল। দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিল। যাহার দেহ অপেক্ষা বিপুলদেহ দ্বিতীয় নাই। কুম্ভকর্ণের পর বিকৃতাননা শূর্পণখা সমুৎপন্ন হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর শেষ বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। হে মহাসত্ত্ব! বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিলে, আকাশে দেবগণের দুন্দুভিনাদসহকৃত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। এবং অন্তরীক্ষে বারংবার সাধুবাদ হইতে

লাগিল। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ উভয়েই প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন। তৎকালে তাঁহারা উভয়লোকের উদ্বেগসমুৎপাদন পূর্ব্বক সেই মহারণ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণ নিত্য অসন্তুষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া, ধর্ম্মবৎসল ঋষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মে ব্যবস্থিত, স্বাধ্যায়নিরত, সংযতাহার ও বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া, কাল করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ধনেশ্বর দেব বৈশ্রবণ পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পকারোহণে সমাগত হইলেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈকসী রাক্ষসী রাবণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, পুত্র! অবলোকন কর; তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ তেজে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। আর, তুমি নিজে এই প্রকার হীন দশা ভোগ করিতেছ, দেখ। কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃভাব সমান, অর্থাৎ তোমরা উভয়েই এক পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। বৎস দশগ্রীব! তোমার পরাক্রমের সীমা নাই। অতএব যাহাতে তুমিও বৈশ্রবণের সমান হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্ন কর। প্রতাপবান্ দশগ্রীব জননীর এই কথা শুনিয়া, অমর্ষ বশে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, তেজোবলে ভ্রাতার সমান বা অধিক হইব; আপনি হৃদ্‌গত সন্তাপ ত্যাগ করুন। অনন্তর দশগ্রীব সেই ক্রোধে অনুজের সহিত দুষ্করকার্য্যানুষ্ঠানে অভিলাষী ও তপশ্চরণে কৃতচিত্ত হইয়া, আমি তপস্যাসহায়ে অভিলষিত লাভ করিব, এই প্রকার সংকল্প ও স্থির নিশ্চয় করিয়া, আত্মসিদ্ধির জন্য পরম পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে আগমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, সেই উগ্রবিক্রম নিশাচর কুম্ভকর্ণের সহিত অতুল তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং বিভু পিতামহের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। পিতামহও তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জয়াবহ বর সকল প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সেই তিন মহাবল ভ্রাতা কি প্রকারে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন!

তখন অগস্ত্য মুনি সুপ্রীতমনা রামকে কহিলেন, বনমধ্যে ভ্রাতৃগণ যথোক্ত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ নিয়মাচরণ ও ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া মেঘের জলে সিক্ত হইতে থাকিলেন, এবং শিশির কালে নিরন্তর জলমধ্যে অবগাহন করিয়া রহিলেন। এই প্রকারে তাঁহার দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল; এই দশ সহস্র বৎসর কাল তিনি ধর্ম্ম পথে অবস্থিত হইয়া তপস্যাচরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচারী হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে পর অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে থাকিল; এবং দেবগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিভীষণ ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধশিরাঃ হইয়া ধ্যাননিমগ্নচিত্তে পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্যের আরাধনা করিলেন। এই রূপে নিয়মাচারী হইয়া বিভীষণ নন্দনবনস্থিত দেবতার ন্যায় পরমানন্দে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। দশানন নিরাহারে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। এই দশসহস্র বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলেই এক এক মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহার নবসহস্র বৎসর অতীত এবং একে একে তাঁহার নয় মুণ্ড ও অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর দশমসহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। পিতামহ অতীব তুষ্ট হইয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহি-

লেন, দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার যে বর অভিলষিত হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর। আমি তোমার কোন্ কামনা সিদ্ধ করিব? তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল না হউক।

তখন দশগ্রীব প্রহৃষ্টচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে দেব ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! চিরকালই জীবের মরণ ভিন্ন আর কিছুতেই ভয় নাই; সুতরাং মৃত্যুর সমান শত্রুও আর নাই; অতএব আমি অমর বর প্রার্থনা করি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কহিলেন, তুমি সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইতে পারিবে না; অতএব অন্যবর প্রার্থনা কর।

রাম! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই কথা কহিলে পর দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে লোকপতে! হে নিত্যস্বরূপ! আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবগণের অবধ্য হই। হে দেবপূজ্য! এতদ্ভিন্ন মানুষাদি অন্যান্য প্রাণীকে আমি কোন ভয়ই করি না। আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করি।

রাক্ষস দশগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সহিত ধর্ম্মাত্মা দেব পিতামহ কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। রাম! পিতামহ দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, অনঘ! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আরও যে বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যে কয় মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, ঐ সকল মুণ্ড যেমন ছিল পুনর্ব্বার তেমনই হইবে। সৌম্য! তোমাকে আরও এক দুষ্প্রাপ্য বর দিতেছি যে তুমি স্বেচ্ছানুসারে মনঃকাল্পত যে কোন রূপই ধারণ করিতে পারিবে। পিতামহ এই কথা বলিলে পর দশগ্রীবের আহুত মুণ্ড সকল তৎক্ষণমাত্রে পুনর্ব্বার উত্থিত হইল।

রাম! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা কহিয়া পরে বিভীষণকে কহিলেন, বৎস বিভীষণ! তুমি যে রূপ সংযতচিত্তে

ধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত! হে ধর্ম্মাত্মা! বর প্রার্থনা কর।

তখন রশ্মিজালপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় নিয়ত সর্ব্বসদ্‌গুণ-পরিশোভিত ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ লোকগুরু আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তখন আমি যে বর প্রার্থনা করি শ্রবণ করুন। হে সুব্রত! মহাপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধর্ম্মেতেই মতি থাকে। আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করি নাই, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। আর যে কোন আশ্রমে আমার যে কোন বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, সমস্তই যেন ধর্ম্মবুদ্ধিই হয়, এবং যেন আমি ধর্ম্মই পালন করি। হে পরমধর্ম্মাত্মা! এই আমার পরম অভীষ্ট বর। ধর্ম্মাভিরত ব্যক্তিদিগের সংসারে দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই।

তখন প্রজাপতি অধিকতর পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যখন স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল, তখন তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত অবশ্যই হইবে। হে শত্রুনাশন! আমি আরও বলিতেছি, যেহেতু রাক্ষসকুলে উৎপন্ন হইয়াও, তোমার কখনই অধর্ম্মে মতি হয় না, এই জন্য আমি তোমাকে অমর বর দান করিলাম।

বিভীষণকে এই কথা বলিয়া প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো! আপনি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিবেন না। আপনি অবগতই আছেন, এই দুষ্টাত্মা ত্রিলোক ত্রাসিত করিয়াছে; নন্দনবনে মহেন্দ্রানুচর সপ্ত অপ্সরোদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন কত শত ঋষি ও মানুষকে আহার করিয়াছে। ব্রহ্মন্! এই রাক্ষস যখন বর প্রাপ্ত না হইয়াই এই

সকল কার্য্য করিয়াছে, তখন বর পাইলে নিশ্চয়ই ত্রিভুবন ভক্ষণ করিবে। অতএব হে অমিতদ্যুতে! বরব্যাজে ইহাকে অচৈতন্য প্রদান করুন; তাহা হইলেই ত্রিলোকের মঙ্গল, এবং ইহারও সম্মান রক্ষা করা হইবে।

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র দেবী সরস্বতী আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! আমি এই আগমন করিয়াছি; আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। দেবী সরস্বতীকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, সরস্বতি! দেবতারা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তুমি এই রাক্ষসের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া সেইরূপ বাক্য বল।

তখন বাগ্‌দেবী যে আজ্ঞা বলিয়া কুম্ভকর্ণের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

কুম্ভকর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবদেব! আমার ইচ্ছা, আমি বহু বর্ষ নিদ্রা যাই। ব্রহ্মা বলিলেন, তথাস্তু। এই কথা বলিয়াই তিনি দেবগণের সমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মা সমভিব্যাহারে দেবগণ আকাশে উত্থিত হইলে পর যখন সরস্বতী কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন দুর্ম্মতি কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ আমার মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য নিঃসৃত হইল কেন। আমি বোধ করি, তৎকালে আগত দেবগণই আমাকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

রাম! ভ্রাতৃত্রয় এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রদীপ্ত তেজ ধারণ পূর্ব্বক শ্লেষ্মাতক বনে যাইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ।

এদিকে নিশাচরত্রয় বর লাভ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া সুমালী ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুজীবীবর্গের সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে উত্থিত হইল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর প্রভৃতি সুমালীর সচিবগণ সত্বর হইয়া উত্থিত হইল। সুমালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সচিবগণে পরিবৃত হইয়া দশগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার চিরাভিলষিত মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। আজ তুমি ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মার নিকট অত্যুত্তম বর লাভ করিলে। মহাবাহো! যাহার জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ আমাদিগের সেই নারায়ণজনিত ভয় বিদূরিত হইল। আমরা বার বার বিষ্ণুর নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক সকলে একত্র রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। লঙ্কা আমাদিগেরই; রাক্ষসেরাই লঙ্কার অধিবাসী ছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান্ ধনাধিপতি কুবের হইয়া অধিকার করিয়াছে। অনঘ! সাম, কি দান, কি বল দ্বারাই হউক্, যদি পারা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লঙ্কা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তাত! তুমিই লঙ্কার রাজা হইবে, সন্দেহ নাই। রাক্ষসবংশ নিমগ্ন হইয়াছিল; মহাবাহো! তুমিই ইহাকে উদ্ধার করিলে। হে মহাবল! সুতরাং তুমিই আমাদিগের সকলের প্রভু হইবে। তখন দশানন সমাগত মাতামহকে কহিলেন, ধনেশ আমার গুরু, অতএব আপনি এরূপ বলিবেন না।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা প্রহস্ত রাবণকে বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে মহাবাহো দশগ্রীব! আপনার এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় না। বীরগণের সৌভ্রাত্র নাই, তাহার প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রজাপতি কশ্যপের

ভার্য্যা দুই রূপবতী ভগিনী অদিতি ও দিতি উভয়ে পরস্পর অনুরক্তা ছিলেন। অদিতি কশ্যপের ঔরসে ত্রিভুবনেশ্বর দেবতা-দিগকে, আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! প্রথমে পর্ব্বতকাননশোভিত এই পৃথিবী দৈত্যদিগেরই অধিকার ছিল এবং দৈত্যেরাই প্রভু ছিল। পশ্চাৎ প্রভাবশালী বিষ্ণু ঐ সকল দৈত্যদিগকে সমরে সংহার করিয়া এই অব্যয় ত্রিলোককে দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত করেন। আপনিই যে কেবল বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এরূপ নহে; সুর ও অসুরেরাও ইহা করিয়াছিল। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, আপনি তাহা করুন।

এই কথা শুনিয়া দশানন প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি স্বীকার করিলাম। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব সেই আনন্দেই সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার সমীপবর্ত্তী কাননে গমন করত ত্রিকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া বাক্যপণ্ডিত প্রহস্তকে দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র যাইয়া আমার নাম করিয়া যক্ষরাজ কুবেরকে সৌহার্দ্দপুরঃসর বলিবে, রাজন্! এই লঙ্কা মহাবল রাক্ষস-দিগেরই পুরী, কিন্তু আপনি ইহা অধিকার করিয়াছেন; সৌম্য! এই কার্য্য আপনার উচিত হয় নাই। অতএব হে অতুলবিক্রম-শালিন্! আজ যদি আপনি আমাদিগকে লঙ্কা প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি তুষ্ট হইব, আপনারও ধর্ম্ম পালন করা হইবে।

অনন্তর প্রহস্ত ধনেশ্বর কুবের কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া পরমোদার বিত্তপতি কুবেরকে কহিল, হে সুব্রত! হে মহাবাহো! হে সর্ব্বশস্ত্রভৃৎশ্রেষ্ঠ! আপনার ভ্রাতা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে বিশালাক্ষ! পূর্ব্বে সুমালী প্রভৃতি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ এই রম্য লঙ্কানগরী

ভোগ করিতেন। হে বিশ্রবাত্মজ! সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি এক্ষণে এই পুরী যাচ্ঞা করিতেছেন; আপনি সৌহার্দ্দসহকারে তাঁহাকে ইহা প্রত্যর্পণ করুন।

প্রহস্তের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিৎশ্রেষ্ঠ দেব কুবের প্রহস্তকে কহিলেন, হে নিশাচর! রাক্ষসগণ পরিত্যাগ করিলে পর, পিতা আমাকে এই রাক্ষসশূন্যা লঙ্কা অর্পণ করিয়াছেন; আমি দান মানাদি বিবিধ উপায়ে ইহ'তে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছি। তুমি যাইয়া দশাননকে বল, যে এই নগরী ও রাজ্য যেমন আমার, তোমারও তেমনি; হে মহাবাহো! তুমিও স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর। আমার রাজ্য ও সম্পত্তিতে আমার সহিত তোমারও সমান অধিকার আছে।

প্রহস্তকে এই কথা বলিয়া ধনপতি কুবের পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, রাবণের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। কহিলেন, পিতঃ! দশানন এইমাত্র আমার নিকট দূত পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছে, লঙ্কাপুরী প্রত্যর্পণ করুন; পূর্ব্বে রাক্ষসেরাই লঙ্কার অধিবাসী ছিল। হে সুব্রত! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যাহা কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন।

এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান কুবেরকে কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর। মহাবাহু দুর্ম্মতি দশগ্রীব আমার সমীপেও এই কথা কহিয়াছিল; আমি তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম এবং অনেক বলিয়াও ছিলাম। আমি ক্রোধ করিয়া আরও বলিয়াছিলাম যে তুমি উচ্ছিন্ন হইতে যাইতেছ। যাহা হউক্ পুত্র! এক্ষণে তোমাকে মঙ্গল ও ধর্ম্মসংযুক্ত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। অতি দুর্ম্মতি দশানন বর প্রদান হেতু গর্ব্বিত হইয়া আর মান্যামান্য বিবেচনা করে না; আমার শাপে সে অতি দারুণ প্রকৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মহাবাহো! তুমি লঙ্কা ত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অনুজীবিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে

গমন পূর্ব্বক বাসার্থ তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন কর। তথায় সকল নদীর প্রধানা মনোহারিণী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে; সূর্য্যসঙ্কাশ কাঞ্চনময় পদ্ম এবং কুমুদ, উৎপল ও অন্যান্য নানাবিধ জলজপুষ্পে মন্দাকিনীর জল আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ পর্ব্বতবাসী বিহারশীল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, উরগ ও কিন্নরগণ মন্দাকিনীর জলে বিহার করিতেছে। কুবের! রাক্ষস দশাননের সহিত বিরোধ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। জানিতেই ত পারিতেছ, সে কিরূপ পরম বর লাভ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া কুবের গুরু বোধে সেই পিতৃবাক্য গ্রাহ্য করিয়া, পুত্র ও অমাত্যগণ এবং সমস্ত বাহন ও ধন লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রহস্ত হৃষ্টচিত্তে অনুজ ও অমাত্যগণবেষ্টিত মহাবল দশাননের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, লঙ্কাপুরী এক্ষণে শূন্য হইয়াছে; ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদিগের সহিত প্রবেশ করিয়া তথায় নিজ ধর্ম্ম পালন করুন।

প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া, মহাবল দশগ্রীব ভ্রাতৃগণ এবং সৈন্য ও অনুজীবিগণের সহিত লঙ্কানগরী প্রবেশ করিলেন। দেবারি দশানন কুবেরপরিত্যক্ত সুবিভক্তমহাপথা লঙ্কাপুরীতে স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাক্ষসেরা তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। অভিষিক্ত হইয়া দশানন লঙ্কায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। লঙ্কা নীলমেঘসঙ্কাশ রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ও দিকে ধনেশ্বর কুবেরও পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া শশিশুভ্র পুরন্দরের অমরাবতীর ন্যায় সুচারুসমলঙ্কৃত প্রাসাদপরম্পরায় বিভূষিত নগরী স্থাপন করিলেন।

—:০:—

রাক্ষসেন্দ্র দশানন অভিষিক্ত হইয়া, ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভগিনীর সম্প্রদানবিষয়ে পরামর্শ করিয়া ভগিনী রাক্ষসী শূর্পণখাকে কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্প্রদান করিলেন।

রাম এইরূপে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দশগ্রীব পরে মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে দিতির পুত্র ময়কে দেখিতে পাইলেন। তাহার সমভিব্যাহারে এক কন্যা ছিল। দেখিয়া নিশাচর দশগ্রীব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এই মৃগমনুষ্যশূন্য বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন? এই মৃগশাবাক্ষীই বা আপনার সঙ্গে কেন?

রাম! তখন ময় প্রশ্নকারী নিশাচর রাবণকে কহিলেন, যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শুনিয়াছ কি না বলিতে পারি না, হেমা নামে এক অপ্সরা আছে। দেবগণ দেবরাজের শচীর ন্যায় সেই হেমাকে আমায় দান করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আসক্ত হইয়া দশ শত বৎসর অতিবাহন করিলাম। অনন্তর সে দেবকার্য্যের অনুরোধে ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য দেবলোকে গমন করিল। কিন্তু আমি তাহার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার বজ্রবৈদূর্য্যবিচিত্রিত সুবর্ণময় পুরীতে বাস করিলাম, ঐ পুরী আমি মায়াবলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি আমার কন্যাকে লইয়া ঐ পুরী হইতে এই বনে আগমন করিয়াছি।

রাজন্! ইনি আমার ঔরসে হেমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইঁহার বর অন্বেষণার্থ আগমন করিয়াছি। মানলিপ্সু পিতৃগণের পক্ষে কন্যা দুঃখস্বরূপ, অবিবাহিতা কন্যা দুই কুল সংশয়িত করিয়া থাকে। তাত! ভার্য্যা হেমার গর্ভে আমার দুই পুত্রও জন্মিয়াছিল। প্রথম মায়াবী, তদনন্তর দুন্দুভি। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে,

তোমাকে এই সমস্তই কহিলাম। বৎস! এক্ষণে কি তোমার পরিচয় পাইতে পারি?

এই কথা শুনিয়া নিশাচর দশানন উত্তর করিলেন, আমি পৌলস্ত্য বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, যে বিশ্রবা মুনি ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র, আমি তাঁহার পুত্র।

রাম! রাক্ষসরাজ রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবশ্রেষ্ঠ ময় তাঁহাকে মহর্ষির পুত্র জানিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর দানবরাজ ময় রাক্ষসরাজকে কর দ্বারা কন্যার কর ধারণ করাইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, রাজন্! ইনি হেমার গর্ভসম্ভূতা আমার ঔরসজাতা কন্যা; ইঁহার নাম মন্দোদরী, তুমি ইহাকে ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ কর। রাম! দশগ্রীব বলিলেন, বাঢ়ম্। এবং সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া মন্দোদরীর পাণি গ্রহণ করিলেন। রাম! রাবণ যে ঋষির নিকট অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, ময় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ব্রহ্মবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরমতপস্যালব্ধ পরমাদ্ভুত শক্তিও দান করিলেন। রাবণ লক্ষ্মণকে সেই শক্তিই প্রহার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, লঙ্কার অধীশ্বর প্রভাবশালী দশানন এইরূপে দার পরিগ্রহ করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়েরও বিবাহ দিলেন। বৈরোচনের বজ্রজ্বালা নামে এক দৌহিত্রী ছিল; রাবণ তাহাকে কুম্ভকর্ণের ভার্য্যা করিয়া দিলেন। বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের দুহিতা ধর্ম্মজ্ঞা সরমাকে পত্নী লাভ করিলেন। সরমা মানসসরোবরের তীরে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ সময় বর্ষারম্ভবশতঃ মানস সরোবর কন্যার নিকট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। তদ্দর্শনে কন্যার মাতা স্নেহভরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহেন, "সরঃ মা বর্দ্ধস্ব" (সরোবর! তুমি বর্দ্ধিত হইও না।) তাহা হইতেই কন্যার নাম সরমা হয়।

যাহা হউক, এই প্রকারে কৃতদার হইয়া নিশাচর দশানন, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ স্ব স্ব ভার্য্যা লইয়া নন্দনবনে গন্ধর্ব্বদিগের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মন্দোদরী মেঘনাদনামক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাকেই তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক। রাবণনন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়া জলদের ন্যায় গভীররবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। রাঘব! তাহার সেই ক্রন্দন-শব্দে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ সকলেই স্তম্ভিত হইল। তাহাতেই পিতা তাহার মেঘনাদ নাম রাখিলেন। রাম! রাবণনন্দন মেঘনাদ উৎকৃষ্ট স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া অরণিনিহিত পাবকের ন্যায়, রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল এবং মাতাপিতার পরম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ।

এদিকে প্রগাঢ় নিদ্রা কিছুকালের পর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জৃম্ভাদিরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে আশ্রয় করিল। তখন কুম্ভকর্ণ আসনোপবিষ্ট ভ্রাতার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি; আপনি আমার গৃহ নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ শিল্পী সকল কুম্ভকর্ণের জন্য একযোজন বিস্তৃত, দুইযোজনদীর্ঘ, স্ফটিকময় ও সুবর্ণময় বিচিত্র স্তম্ভ সকলে সুশোভিত আলয় নির্ম্মাণ করিল। উহার সোপান বৈদূর্য্য, তোরণ হস্তিদন্ত ও বেদি স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত হইল এবং কিঙ্কিণীজাল দ্বারা আলয় বেষ্টন করা হইল। ফলতঃ, রাবণ সর্ব্বসুখময় অতি মনোহর ভবনই নির্ম্মাণ করাইলেন। পবিত্র সুমেরুগুহার ন্যায় উহার সর্ব্বত্রই সুখে বাস করা যাইতে পারে। মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐ ভবনমধ্যে শয়ান হইয়া

বহুসহস্রবৎসর নিদ্রা যাইতে লাগিল, একবারও জাগরিত হইল না।

কুম্ভকর্ণ এইরূপে নিদ্রায় অভিভূত রহিল। এদিকে দশানন অবাধে দেব, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দনাদি যে কোন বিচিত্র উদ্যান আছে, দশগ্রীব ক্রোধভরে গমন করিয়া সমস্তই ভগ্ন করিতে লাগিলেন। গজের ন্যায় নদীতে ক্রীড়া, বায়ুর ন্যায় বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং উৎসৃষ্ট বজ্রের ন্যায় পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিতে থাকিলেন।

দশগ্রীব ঈদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অবগত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর কুবের স্বীয় কুলোচিত আচরণ পর্য্যালোচন পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনার্থ রাবণকে হিতোপদেশ দান করিবার জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কায় গমন করিয়া প্রথমতঃ বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং রাজা কুবেরও আত্মীয়বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দূতকে দেখাইয়া দিলেন, দশানন সভায় উপবেশন করিয়া আছেন। তখন দূত স্বীয়তেজে জাজ্বল্যমান সভাস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে সমীপস্থ হইল। তদনন্তর উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দশগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা আপনাদিগের উভয়ের সমুচিত ও বংশের সমুচিত যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। যাহা করিয়াছ, যথেষ্টই হইয়াছে; এক্ষণে সচ্চরিত্র সংগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে; যদি পার, এক্ষণে অবিচলিতভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমি দেখিয়াছি, নন্দন ভগ্ন হইয়াছে, আমি দেখিয়াছি, অনেক ঋষি নিহত হইয়াছেন। দেবতারা যে তোমার বিনাশের সম্যক্ উদ্যোগ করিতেছেন, আমি তাহাও শ্রবণ করিয়াছি। রাক্ষসরাজ! যদিও তুমি অনেকবার আমাকে

অগ্রাহ্য করিয়াছ, তথাপি বালক অবাধ্য হইলেও তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করা আত্মীয় স্বজনের অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি নিয়মধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়শিখরে গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে আমি উমার সহিত দেব মহাদেবকে দেখিতে পাইলাম। রুদ্রাণী তথায় অনুপম রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং ইনি কে, এইমাত্র মনে করিয়াই আমি তাঁহার প্রতি বাম চক্ষু নিক্ষেপ করিলাম, আমার অন্য কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। কিন্তু দেবীর দিব্য প্রভাবে তৎক্ষণমাত্রে আমার বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল; এবং ধূলিধ্বস্ত তেজের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। তদনন্তর আমি হিমালয়ের অপর এক সুবিস্তীর্ণ প্রদেশে গমন করিয়া বাক্ সংযমন পূর্ব্বক অষ্টশতবৎসর মহাব্রত ধারণ করিলাম। এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে পর দেব মহেশ্বর প্রসন্নচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, হে সুব্রত! হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার এই ব্রতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ধনাধিপ! এক আমি এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলাম, আর এক তুমি করিলে। এই দুইজন ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই, যে ঈদৃশ ব্রত ধারণ করিতে সমর্থ হয়। আমিই এই সুদুষ্কর ব্রতের প্রথমাবতারণ করিয়াছিলাম। অতএব হে সৌম্য ধনেশ্বর! তুমি আমার সখা হও। অনঘ! তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে জিতিয়া লইয়াছ; এক্ষণে আমার সখা হও। তোমার বাম লোচন দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং দেবীর রূপ দর্শন জন্য পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। এই জন্য তোমার আর একটী নাম হইল একাক্ষিপিঙ্গল।

দশানন এই রূপে শঙ্করের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমি তোমার দুষ্ট বুদ্ধির কথা শুনিতে পাইলাম। সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি কুলের কলঙ্কজনক অধর্ম্ম সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।

নিশ্চয় জানিও, দেব ও দেবর্ষিগণ একত্রিত হইয়া তোমার বধোপায় চিন্তা করিতেছেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীবের লোচন কোপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি হস্তে হস্ত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন, দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি সমস্তই অবগত হইলাম। তোমার ত জীবন গিয়াছেই; আমার ভ্রাতা যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিও থাকিতেছেন না। নিশ্চয়ই আমাকে হিতোপদেশ দান করা ধনাধিপতির অভিপ্রায় নহে; মূঢ়, আমাকে জানাইতেছেন যে তিনি শঙ্করের সখা হইয়াছেন। দূত! এতদিন আমি তাঁহার অনেক কথা সহ্য করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে আমি আর তাহা সহ্য করিব না। এতদিন আমি মনে করিতাম যে তিনি গুরু জন, সুতরাং তাঁহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি স্থির করিলাম তাঁহাকে বিনাশ করাই উচিত। আমি বাহুবল অবলম্বন করিয়া আজ ত্রিলোকই জয় করিব, আজ আমি এক তাঁহারই বিনাশ প্রসঙ্গে চারি লোকপালকেই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই কথা বলিয়া দশানন খড়্গ দ্বারা দূতকে বিনাশ করিলেন, এবং উহার মৃতদেহ দুরাত্মা রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য অর্পণ করিলেন।

তদনন্তর রাবণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যক্ষেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

—(:)—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর নিত্যবলদর্পিত দশানন অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধে যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ এবং নিয়ত সমরগৃধ্নু বীর ধূম্রাক্ষের সমভি-

ব্যাহারে যাত্রা করিলেন। বিবিধ নগর, নদী, শৈল, বন, উপবন সকল মুহূর্ত্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হই· লেন। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া পরম উদ্যোগ সহকারে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক কৈলাসে শিবির স্থাপন করিলে পর, তাঁহাকে রাজার ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, যক্ষগণ যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখীন হইতে পারিল না। তাহারা রাজাকে তাঁহার ভ্রাতার কার্য্য নিবেদন করিল এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল।

অনন্তর সাগরের ন্যায় সৈন্যসমূহ যেন কৈলাসপর্ব্বত বিচ· লিত করিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পরেই যক্ষ ও রাক্ষসদিগের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবিলম্বেই রাক্ষসমন্ত্রিগণ সকলেই ব্যথিত হইয়া পড়িল। সৈন্য ঈদৃশ ব্যথিত হইয়া উঠিল, দর্শন করিয়া নিশাচর দশানন বারম্বার হর্ষনাদ করিয়া ক্রোধভরে ধাবিত হইলেন। রাবণের এক এক মন্ত্রী এক এক সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা কাতর হইলে পর দশগ্রীব সহস্র সহস্র গদা মুষল খড়্গ পট্টিশ ও তোমরের প্রহার সহ্য করিতে করিতে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে এত প্রহার সহ্য করিতে হইল যে তাঁহার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অবকাশ রহিল না। তিনি মেঘবিগলিত জলধারার ন্যায়, শস্ত্রধারা দ্বারা প্রতিহত হইতে লাগিলেন। মেঘসিক্ত ভূধরের ন্যায় তিনি রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু যক্ষদিগের অসংখ্য শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াও দশগ্রীব ব্যথা বোধ করিলেন না। মহাবল দশগ্রীব কালদণ্ডোপম গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক অনেক যক্ষকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বাতপ্রদীপ্ত অগ্নি যেমন বিস্তীর্ণ শুষ্ক তৃণ ও বিশীর্ণ শুষ্ক ইন্ধনদাহ করে,দশানন তেমনি যক্ষসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন মেঘ অপসারণ করে, মহোদর এবং শুকাদি সচিব· গণও তেমনি যক্ষদিগকে স্বল্পাবশিষ্ট করিয়া ফেলিল। আহত

হইয়া কত শত যক্ষ ভগ্নাঙ্গ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইল, ক্রোধে যেরূপ দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, রণস্থলে ভূপতিত হইয়াও সেই রূপে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া রহিল। কত শত যক্ষ পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; তাহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র পড়িয়া গেল; এই ভাবে তাহারা প্রবাহভগ্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। যক্ষযোদ্ধাগণ ধাবন পূর্ব্বক শত্রু হস্তে নিহত হইয়া আকাশপথে দলে দলে স্বর্গে গমন করিতে- লাগিল; ঋষিগণও আকাশে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতে ছিলেন, অতএব তৎকালে আকাশতলে যক্ষ ও ঋষিদিগের স্থান সন্নিবেশ হইল না।

মহাবল প্রধান প্রধান যক্ষ সকল এই রূপে ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া ধনাধিপতি মহাবাহু কুবের অপরাপর যক্ষদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাম! এই সময় সংযোধকণ্টকনামক যক্ষ কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রভূত বলবাহন সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। ঐ যক্ষ বিষ্ণুর ন্যায় চক্র দ্বারা রণস্থলে মারীচকে প্রহার করিল। মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায়, পর্ব্বত- পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার চৈতন্য লাভ করিয়া নিশাচর মারীচ যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অনতিবিলম্বেই যক্ষ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর রাবণ কুবেরপুরীর বৈদূর্য্যরজতমণ্ডিত তোরণের মধ্যে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। নিশাচর দশগ্রীব উহার মধ্যে প্রবেশ করি- লেন দেখিয়া সূর্য্যভানুনামক দ্বারপাল তাঁহাকে নিবারণ করিল। কিন্তু যক্ষ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তিনি প্রবেশ করিলেন। রাম! যখন নিবারিত হইয়াও দশানন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তখন যক্ষ তোরণ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল। আহত হইয়া দশাননের গাত্র হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে

লাগিল, বোধ হইল যেন শৈল হইতে ধাতুনিস্রাব হইতেছে। শৈলশিখরোপম তোরণ দ্বারা আহত হইয়াও বীর দশগ্রীব ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইলেন না। প্রত্যুত সেই তোরণ দ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন; আহত হইয়া যক্ষ আর দৃষ্ট হইল না; তাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসের পরাক্রম দর্শনে যুদ্ধপরিশ্রান্ত যক্ষগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবর্ণ মুখে পলায়ন করিয়া কতক গুহামধ্যে, কতক বা নদীগর্ভে প্রবেশ করিল।

— ঃ•ঃ —

পঞ্চদশ সর্গ।

সহস্র সহস্র মহাবল যক্ষ সকল বিত্রস্ত হইয়াছে দর্শন করিয়া ধনাধিপতি কুবের মাণিভদ্র নামক মহাযক্ষকে কহিলেন, যক্ষেন্দ্র! তুমি দুর্ব্বৃত্ত পাপচেতা রাবণকে রণে সংহার কর এবং যুধ্যমান বীর যক্ষদিগের অধিনেতা হও। এই কথা শ্রবণ করিয়া সুদুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি সহস্র যক্ষসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষগণ রাক্ষসদিগকে আক্রমণ করিয়া গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর সকল প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে অগ্রে প্রহার কর; না, আমি ইচ্ছা করি না, তুই অগ্রে প্রহার কর; এইরূপ বলিতে বলিতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ শ্যেনের ন্যায় লঘুবিক্রম সহকারে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মর্ষি সকল ঐ তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একাকী প্রহস্ত রণে সহস্র যক্ষকে নিপাত করিল; মহোদরও আর এক সহস্র বিনাশ করিল। রাজন্! যুদ্ধপ্রবৃত্ত মারীচও নিমেষমধ্যে দুই সহস্র নিপাত করিল। হে পুরুষব্যাঘ্র! যক্ষগণ সরলযোধী, আর রাক্ষসগণ মায়াযোধী; সুতরাং উভয়ের সমকক্ষতা হইবে কেন? অগত্যা রাক্ষসেরাই রণে প্রাধান্য লাভ করিল। মাণিভদ্র

ধূম্রাক্ষের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গদা দ্বারা মস্তকে আহত হইল, কিন্তু বিচলিত হইল না। প্রত্যুত গদা ভ্রমণ করাইয়া ধূম্রাক্ষের মস্তকে প্রহার করিল; ধূম্রাক্ষও বিহ্বল হইয়া পতিত হইল। উহাকে আহত ও রুধিরসিক্ত কলেবরে পতিত হইতে দর্শন করিয়া দশানন মাণিভদ্রের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। দশানন ক্রোধভরে দৌড়িয়া আসিলেন দর্শন করিয়া যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র তাঁহাকে তিন শক্তি প্রহার করিলেন। প্রহৃত হইয়া দশগ্রীব মাণিভদ্রের মুকুটে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তাহার মুকুট এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল; সেই পর্য্যন্ত মাণিভদ্র যক্ষের পার্শ্বমৌলি নাম হইল।

এইরূপে মহাবল মাণিভদ্র পরাভূত হইলে পর, ঐ পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের তুমুল জয়শব্দ স্ফীত হইয়া উঠিল। অনন্তর শুক্র ও প্রোষ্ঠপদনামক মন্ত্রিদ্বয় এবং শঙ্খ ও পদ্মনামক নিধিদ্বয় সমভিব্যাহারে ধনাধ্যক্ষ যক্ষরাজ কুবের দূরে দৃষ্ট হইলেন। বিশ্রবার অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্রস্বভাববশতঃ রাবণ প্রণামাদি করিয়া গুরু-মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না; ঈদৃশ ভ্রষ্টমর্য্যাদ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া ধীমান্ কুবের ব্রহ্মবংশের সমুচিত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দুর্ম্মতে! আমি বারম্বার তোমাকে নিষেধ করিলাম, কিন্তু তুমি যখন কিছুতেই শুনিলে না, তখন ইহার পর দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক নরকস্থ হইয়া আমার হিতোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ বিষপান করিয়া তৎকালে জানিতে না পারে যে বিষপান করিয়াছি, সে পরিণামে নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল অবগত হইয়া থাকে। কোন প্রাকৃত কারণবশতঃ এক্ষণে দেবতারা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, সেই জন্যই অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, তোমার হিতাহিত বোধ হইতেছে না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, বিপ্র ও আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের অবমাননা করে, সে যমরাজের আয়ত্ত হইয়া পরে সেই কর্ম্মের ফল জানিতে

পারে। শরীর অস্থির, অতএব শরীর লাভ করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ না করে, মৃত্যুর পর যথোচিত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। অথবা হে দুর্ব্বুদ্ধে! নিজ ইচ্ছায় কাহারও কোন প্রবৃত্তিই হয় না; যে যেরূপ কর্ম্ম করে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে; সংসারে লোক পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবেই সমৃদ্ধি, রূপ, বল, পুত্র, বিত্ত ও বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। অতএব, তোমার যখন এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, তখন তোমাকে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবে। আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করি না; সাধুদিগের কর্ত্তব্যও এই।

যক্ষরাজ কুবের অমাত্যদিগকেও এই কথা বলিয়া রাবণের অমাত্য মারীচ প্রভৃতিকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে পরাঙ্মুখ হইয়া মারীচাদি সকলেই পলায়ন করিল। অনন্তর মহাবল যক্ষাধিপতি দশগ্রীবের মস্তকে গদাঘাত করিলেন; কিন্তু দশানন স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। রাম! তাহার পর যক্ষাধিপতি কুবের ও রাক্ষসাধিপতি দশানন উভয়ে বিহ্বল ও পরিশ্রান্ত না হইয়া মহারণে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুবের রাবণের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; রাক্ষসরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসেশ্বর রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া কুবেরের বিনাশজন্য শত সহস্র রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দশানন কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্ব্বত, কখন সাগর, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ, কখন বা দৈত্যরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রভূত শরধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু স্বয়ং একবারেই দৃষ্ট হইলেন না।

রাম! অনন্তর দশানন মহাস্ত্র মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া কুবেরের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে ধনাধিপতি শোণিতাক্তকলেবর ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তৎক্ষণমাত্রে পদ্মাদি নিধিগণ

তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নন্দনবনে আনয়ন করিয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ আনন্দিতচিত্তে জয়চিহ্ন স্বরূপে তাঁহার পুষ্পক বিমান গ্রহণ করিলেন। ঐ বিমানের স্তম্ভ সকল কাঞ্চননির্ম্মিত ও তোরণ মণি দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহা মুক্তাজালে সমাচ্ছন্ন; কামগামী, কামরূপী, মেঘের ন্যায় বেগসম্পন্ন এবং আকাশ বিচরণে সমর্থ। উহাতে সর্ব্বকামফলপ্রদ বিবিধ পাদপ সকল বিরাজমান। উহার সোপানশ্রেণী মণি ও কাঞ্চন এবং বেদি তপ্ত কাঞ্চন দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহাকে যখন দর্শন করা যায় তখনই চক্ষু ও মনের পরিতৃপ্তি জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় বাসনার উপযোগী করিয়া বহুআশ্চর্য্যসমন্বিত বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত ঐ অক্ষয় অনুত্তম সুমনোহর বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই ঐ বিমান সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক।

সুদুর্ম্মতি রাক্ষসরাজ দশানন ঐ বীর্য্যনির্জ্জিত কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া, অহঙ্কারবুদ্ধিবশতঃ মনে করিলেন, ত্রিভুবন জয় করিয়াছি। যাহা হউক, এই রূপে দেব কুবেরকে জয় করিয়া রাবণ কৈলাস পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন।

কিরীটহারধারী প্রতাপশালী নিশাচর দশগ্রীব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বিপুল বিজয় লাভ করত পরম বিমানে উপবিষ্ট হইয়া বেদিস্থিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতা ধনাধিপতিকে জয় করিয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান মহৎ শরবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইলেন, সুবর্ণময় মহৎ শরবন চতুর্দ্দিকে কিরণজাল বিস্তার করত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। রাম!

দশগ্রীব ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক কোন এক মনোরম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বিমানের গতি রোধ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসরাজ মন্ত্রিগণের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই বিমান স্বভাবতঃ কামগামী; তথাপি ইহার গতি রোধ হইবার কারণ কি? পর্ব্বতের উপর আসিয়া পুষ্পক আমার ইচ্ছামত গমন করিতেছে না কেন? ইহা কাহার কার্য্য? অনন্তর নিপুণ বুদ্ধিমান মারীচ বলিল, পুষ্পক যে আর গমন করিতেছে না, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে। অথবা এই বিমান কুবের ভিন্ন অপর কাহাকেও বহন করে না; এই জন্যই কুবেরের অধিকারচ্যুত হইয়া নিশ্চল হইয়াছে।

মারীচ এইরূপ বলিতেছে, ইতিমধ্যে দেব শঙ্করের অনুচর করালরূপী কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বামনাকৃতি বিকটমূর্ত্তি মুণ্ডকেশ খর্ব্ববাহু বলবান্ নন্দিকেশ্বর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, দশগ্রীব! প্রতিনিবৃত্ত হও; শঙ্কর এই শৈলে বিহার করিতেছেন। কি সুপর্ণ, কি নাগ, কি যক্ষ, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস সকল প্রাণীকেই এই পর্ব্বতে আগমন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

নন্দীর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের কুণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্কর কে, এই বলিয়া তিনি বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শূন্য হইতে শৈলপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নন্দী সমুজ্জ্বল শূলে ভর দিয়া দেব শংকরের অবিদূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মুখ বানরের মুখের সদৃশ। দেখিয়াই নিশাচর দশানন অবজ্ঞা করিয়া তোয়পূর্ণ তোয়দের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া শংকরের আজ্ঞায় নন্দী সমাগত রাক্ষস দশগ্রীবকে কহিলেন, দশানন! তুমি আমায় বানররূপী দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করত অশনিপাত সদৃশ উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিলে; এই জন্য আমার ন্যায় বীর্য্যবান্ এবং

আমারই ন্যায় আকৃতি ও তেজঃসম্পন্ন, নখদংষ্ট্রায়ুধ, ক্রূরস্বভাব, মনের ন্যায় বেগগামী, যুদ্ধোন্মত্ত, বলদর্পিত, জঙ্গম পর্ব্বত সদৃশ বানরগণ তোমার বংশ বিনাশার্থ জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা একত্রিত হইয়া অমাত্য ও পুত্রগণ সহিত তোমার প্রবল দর্প ও অহংকার দূর করিবে। নিশাচর! আমিই এখনি তোমাকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস করা অনর্থক; তুমি নিজকর্ম্মনিবন্ধনই বিনষ্ট হইয়া আছ।

সেই মহাত্মা দেব নন্দী এই কথা বলিলে পর, দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু পর্ব্বতপৃষ্ঠসমাগত মহাবল দশানন নন্দীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, আমি যাইতেছিলাম; পর্ব্বত! তোমার জন্যই আজ আমার পুষ্পকের গতিরোধ হইয়াছে; অতএব আমি তোমার মূলোৎপাটন করিব। শংকরের এত কি প্রভাব যে তিনি নিত্য রাজার ন্যায় বিহার করিবেন? মহা বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কি তাহা জানিতে পারিতেছেন না।

রাম! এই কথা বলিয়া দশানন বাহুবিস্তার পূর্ব্বক সবেগে পর্ব্বত উৎপাটন করিলেন; পর্ব্বত কম্পিত হইতে থাকিল। পর্ব্বতের কম্পনে মহাদেবের অনুচরগণও বিচলিত হইল; দেবী পার্ব্বতীও মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বিচলিত হইতে থাকিলেন। অনন্তর সর্ব্বদেবপ্রবর মহাদেব পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ পর্ব্বতকে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন, তাহাতে দশাননের স্তম্ভসদৃশ প্রকাণ্ড বাহু সকল নিষ্পিষ্ট হইয়া অতীব ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দশগ্রীবের অমাত্য সকল বিস্মিত হইল। রাক্ষস দশগ্রীব রোষ ও বাহুর বেদনা নিবন্ধন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহাতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অমাত্যগণ মনে করিল, যেন যুগান্তকালে বজ্রনিষ্পেষের

শব্দ হইল। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ পথে গমনাগমন করিতে-ছিলেন, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও স্খলিতপদ হইয়া পতিত হইলেন। সমুদ্র সকল সংক্ষুব্ধ ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল; এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এ কি?

অনন্তর দশগ্রীবের মন্ত্রিগণ বলিলেন, দশানন! আপনি উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে তুষ্ট করুন; এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর পরিত্রাণ দেখি না। আপনি প্রণত হইয়া অশেষ স্তুতি সহকারে তাঁহারই শরণাগত হউন; দেব শংকর আশু তোষ; তিনি অবশ্যই আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

অমাত্যদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন প্রণতি পূর্ব্বক বিবিধ বিনীত বাক্য ও স্তুতি দ্বারা বৃষধ্বজের তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি এক সহস্র বৎসর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর রাম! বিভু মহাদেব তুষ্ট হইয়া শৈলাগ্রে অবস্থিতি পূর্ব্বক দশাননের বাহু সকল মুক্ত করিয়া কহিলেন, আমি তোমার বীর্য্য, সাহস ও স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। পর্ব্বত দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তুমি যে সুদারুণ চীৎকার করিয়াছ, তাহাতে বিদ্রাবিত হইয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে; রাজন্! এই জন্য তুমি রাবণ নামে বিখ্যাত হইবে। সংসারে দেবতা, মানুষ, যক্ষ ও অন্যান্য সকলেই তোমাকে লোকরাবণ রাবণ বলিয়া ডাকিবে। হে পুলস্ত্যনন্দন! এক্ষণে তোমার যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন কর; হে রাক্ষসাধিপতে! আমি অনুমতি করিতেছি তুমি গমন কর।

শম্ভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কেশ্বর দশানন কহিলেন, হে মহাদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে বর দান করুন। আমি যে বর লাভ করিয়াছি তাহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ কি অন্য কোন মহাবল প্রাণীর হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে না। দেব! আমি মানুষদিগকে গ্রাহ্যই করি না, আমার মতে তাহারা অতি ক্ষুদ্র; হে

ত্রিপুরান্তক! ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘ পরমায়ুও প্রদান করিয়াছেন। তাহার কিছুকাল গত হইয়াছে; এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে অবশিষ্ট ভাগও এইরূপ অপ্রতিহত ও অপরাজিতভাবে যথেচ্ছাচার করিয়াই অতিবাহন করিতে পারি; আপনি আমাকে এই বর দান করুন; এবং যাহাতে এইরূপ করিতে পারি, তজ্জন্য আপনি আমাকে কোন অস্ত্রও প্রদান করুন।

রাবণের এই কথা শুনিয়া, শংকর তাঁহাকে চন্দ্রহাসনামক বিখ্যাত সমুজ্জ্বল খড়্গ দান করিলেন; তাঁহার অবশিষ্ট পরমায়ুভাগও অজেয় করিয়া দিলেন। এইরূপ খড়্গ ও বরদান করিয়া বলিলেন, রাবণ! তুমি কখনও খড়্গকে অবজ্ঞা করিও না, যদি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে সন্দেহ নাই।

মহেশ্বরের নিকট এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া, রাবণ মহেশ্বরকে প্রণাম করত পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন। রাম! তদনন্তর রাবণ ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক মহাবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের উপর উৎপাত করিয়া পৃথিবীপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কতক তেজস্বী শূর ও যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া সবলে বিনষ্ট হইলেন। আর কতক বিজ্ঞ বিবেচক ক্ষত্রিয় বলদর্পিত রাবণকে অজেয় জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম! মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিতে করিতে একদা হিমালয়ের কাননে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি ঐ কানন মধ্যে কৃষ্ণাজিনপরিধানা জটাধারিণী তপোনুষ্ঠাননিরতা সাক্ষাৎ দেবকামিনীর ন্যায় দীপ্যমানা এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। কঠোরব্রতচারিণী

কন্যাকে অনুপমরূপবতী দর্শন করিয়াই রাবণ কামমোহে আক্রান্ত হইয়া হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তোমার এই যৌবন কাল; কি কারণে তুমি যৌবনের বিপরীত আচরণ করিতেছ? ঈদৃশ আচরণ তোমার রূপেরও সমুচিত নহে। ভীরু! লোকের কামোন্মাদ জন্য তোমার সেই অনুপম রূপ। অতএব তপশ্চরণ করা তোমার উচিত হয় না; বিবেচক ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্তই এই। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা; কি ব্রত আচরণ করিতেছ? হে চারুবদনে! তোমার স্বামী কে? ভীরু! তোমাকে যে ব্যক্তি ভোগ করে পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান্। আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমাকে সমস্তই বল; কি ফল প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশ করিতেছ।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই যশস্বিনী তপোধনা কন্যা তাঁহার যথাবিধি আতিথ্যসৎকার করিয়া উত্তর করিলেন, বৃহস্পতির পুত্র বৃহস্পতিরই তুল্য বুদ্ধিমান্ অমিতদ্যুতি কুশধ্বজনামক ব্রহ্মর্ষি আমার জনক। সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতেন; আমি তাঁহার বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম; আমার নাম বেদবতী। আমার উৎপত্তির পর দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যাইয়া নিয়ত পিতার নিকট আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসেশ্বর! তাহাদিগকে আমায় সংপ্রদান করিতে পিতার অভিরুচি হইল না; হে মহাবাহো! তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরেশ্বর ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণুকে জামাতা করাই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমায় দান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু ক্রুদ্ধ হইল এবং একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় সেই পাপাত্মা, পিতাকে সংহার করিল। আমার মহাভাগা জননীও কাতর হইয়া আমার পিতার শব দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণের

প্রতি পিতার যে মনোভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ সফল করিবার নিমিত্তই আমি এই ব্রতাচরণ করিতেছি; আমি মনে করিয়াছি নারায়ণকেই বিবাহ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। হে রাক্ষসপুঙ্গব! আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। নারায়ণই স্বামী; পুরুষোত্তম নারায়ণ ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বরণ করিব না। নারায়ণকে পাইবার জন্যই আমি এই ঘোর ব্রতাচরণ করিতেছি। পৌলস্ত্যনন্দন! তুমি যে কে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি; ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, আমি তপোবলে সমস্তই জানিতে পারি।

রাম! কন্দর্পশরপীড়িত রাবণ বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুমহাব্রতচারিণী কন্যাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! তুমি আত্মাভিমানিনী; সেই জন্যই তোমার তপস্যায় এতাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। হে মৃগশাবলোচনে! পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগের পক্ষেই শোভা পায়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্না; তোমার মুখে ঈদৃশ বাক্য ভাল শুনায় না। ভীরু! তুমি ত্রিলোকের সুন্দরী; তোমার যৌবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কার অধিপতি; আমার নাম দশানন; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া যথাসুখে অশেষ ভোগ উপভোগ কর। তুমি যে বিষ্ণুর নাম করিতেছ, সে কে? ভদ্রে! তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সে কখনই বীর্য্য, কি তপস্যা, কি ভোগ, কি বল, কিছুতেই আমার সমান হইবে না।

নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে পর কন্যা বেদবতী উত্তর করিলেন, এরূপ কথা মুখেও আনিও না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি এবং সকলেরই পূজিত; এক তুমি ভিন্ন রাক্ষসরাজ! কোন্ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে?

বেদবতী কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর রাবণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিলেন। তখন বেদবতী ক্রুদ্ধ

হইয়া হস্ত দ্বারাই নিজ কেশ গ্রহণ করিলেন; তাঁহার হস্তই অসি হইয়া তাঁহার কেশ ছেদন করিল। অনন্তর বেদবতী সত্বর অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক মরণার্থ উদ্যত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নিশাচরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, রে অনার্য্য! তুমি আমার ধর্ষণা করিলে; সুতরাং আমি আর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব নিশাচর! তোমার সমক্ষেই আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব। তুমি পাপাত্মা, বনমধ্যে আমায় ধর্ষণা করিলে। এই জন্য তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব। স্ত্রীলোক পাপাসক্ত পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না; আমি তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিলেও, অনর্থক আমার তপস্যার অপচয় হইবে। আমি যদি অল্পমাত্রও দান, পুণ্যাচরণ বা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই বলেই আমি অযোনিজা ও পতিব্রতা হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইব। এই কথা বলিয়া বেদবতী কন্যা প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমনি আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। রাম! তোমার এই ভার্য্যাই সেই বেদবতী, জনকের কন্যা রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাবাহো! তুমিও সনাতন বিষ্ণু। তুমি যে শৈলপ্রমাণ শত্রুকে মারিয়াছ, তোমার এই ভার্য্যাই পূর্ব্বে তাঁহাকে ক্রোধে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তোমার বলবীর্য্য উপলক্ষ করিয়া ইনিই তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন। বেদি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায়, এই মহাভাগা এই মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হইতে হলমুখে উৎপন্ন হইয়াছে। সত্যযুগে ইনি বেদবতী ছিলেন; এক্ষণে বর্ত্তমান ত্রেতাযুগে ইনি মহাত্মা জনকের মিথিলবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।

— [:] —

অষ্টাদশ সর্গ।

বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে পর রাবণ পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উশীরবীজনামক প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মরুত্ত রাজা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা সংবর্ত্তনামক ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে যাজন করাইতেছেন। দেবগণ হবির্ভাগ প্রত্যাশায় তথায় অপরোক্ষ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বরদানপ্রযুক্ত অজেয় সেই নিশাচর রাবণকে দর্শন করিয়া দেবগণ তৎকৃত ধর্ষণাভয়ে পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন। ইন্দ্র ময়ূর হইলেন, ধর্ম্মরাজ কাক হইলেন, কুবের কৃকলাস হইলেন এবং বরুণ হংস হইলেন। হে অরিনিসূদন! অন্যান্য দেবগণও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর রাবণ অশুচি সারমেয়ের ন্যায়, যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণ রাজা মরুত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হয় আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছি। তখন মরুত্ত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তচ্ছ্রবণে উচ্চৈ হাস্য করিয়া রাবণ বলিলেন, রাজন্! আমায় দেখিয়াও যে তোমার ভয় হইল না, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। আমি কুবেরের অনুজ, তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না। ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি কে আছে যে, আমার বল অবগত নহে; আমি আমার ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া এই বিমান কাড়িয়া লইয়াছি।

অনন্তর মরুত্ত নৃপতি রাবণকে কহিলেন, তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়াছ; ধন্য তুমি! ত্রিলোকে তোমার ন্যায় প্রশংসনীয় ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। মূঢ়! অধর্ম্মসহিত কার্য্য বা লোকের হিংসারূপ কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া দুষ্কর্ম্মই করিয়াছ,

তাহাতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না। তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে কি পুণ্য আচরণ করিয়া বরলাভ করিয়াছ, তাহাতে আমি শ্রবণ করি নাই। যাহা হউক, দাঁড়াও, আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবে না। দুর্ব্বুদ্ধে! আজ নিশিত বাণ সমূহ দ্বারা তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

অনন্তর রাজা মরুত্ত শর ও শরাসন গ্রহণ করত যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন; কিন্তু সংবর্ত্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহর্ষি সংবর্ত্ত স্নেহসংযুক্ত বাক্যে রাজা মরুত্তকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এই মাহেশ্বর যজ্ঞ যদি অসংপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে কুল দগ্ধ করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি কি কখনও যুদ্ধ করে; না দীক্ষিত ব্যক্তি কখন ক্রুদ্ধ হয়? জয় বিষয়ে নিত্য সন্দেহই আছে, এই রাক্ষসও অজেয়।

রাজা মরুত্ত গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞে মনোভিনিবেশ করিলেন। তখন মরুত্ত নির্জ্জিত হইয়াছেন বোধ করিয়া শুক উচ্চৈঃ হর্ষধ্বনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোষণা করিলেন, রাবণের জয় হইল। অনন্তর রাবণ যজ্ঞোপস্থিত মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীপর্য্যটনার্থ যাত্রা করিলেন।

রাবণ গমন করিলে পর ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া সেই সেই প্রাণিদিগকে কহিলেন, ইন্দ্র হর্ষ বশতঃ নীলপুচ্ছসম্পন্ন ময়ূরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; সর্প হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। আমার এই যে সহস্র নেত্র, তোমার পুচ্ছে এইরূপ সহস্র নেত্র হইবে; আর আমি বারি বর্ষণ করিলেই তোমার আনন্দ জন্মিবে; আমার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপে তোমায় এই বর দান করিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর দান করিলেন।

রাজন্! পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল। দেবরাজের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ময়ূরেরা সকলেই চলিয়া গেল। রাম! অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রাগ্বংশোপবিষ্ট বায়সকে কহিলেন, পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বিবিধ পীড়াদ্বারা অপরাপর প্রাণীকে পীড়িত করিয়া থাকি, আমার প্রসন্নতাহেতু ঐ সকল রোগ তোমাকে আক্রমণ করিবে না; ইহাতে সংশয় নাই। হে বিহঙ্গম! আমি বর দান করিতেছি, তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না; মনুষ্যেরা তোমায় না মারিলে, তুমি মরিবে না। মানবগণ আমার আমার আলয়ে গমন করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় যাতনা ভোগ করে; তুমি ভোজন করিলেই তাহারা আত্মীয় স্বজনের সহিত পরিতৃপ্ত হইবে।

বরুণদেব গঙ্গাজলবিহারী পক্ষিপ্রবর হংসকে প্রীতি সংস্কৃত বাক্যে কহিলেন, সৌম্য! শ্রবণ কর; তোমার বর্ণ বিশুদ্ধফেন ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল শুভ্র হইবে। তুমি আমার শরীরভূত সলিল প্রাপ্ত হইলেই নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং অতুল আনন্দ লাভ করিবে। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দান করিলাম। রাম! পূর্ব্বে হংসেরা সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ ছিল না। তাহাদিগের পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ ও শ্যামবর্ণ ছিল।

অনন্তর কুবের গিরিস্থিত কৃকলাসকে কহিলেন, আমিও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সুবর্ণ বর্ণ দান করিতেছি। আমার প্রসন্নতানিবন্ধন তোমার মস্তক নিত্য স্বর্ণবর্ণ এবং তোমার দেহও কাঞ্চনবর্ণ হইবে।

এই রূপে বর দান করিয়া দেবগণ মরুত্ত রাজার সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সমাপন করত স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

মরুত্ত রাজাকে জয় করিয়া রাক্ষসাধিপতি দশানন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ রাজার নগরীতে গমন করিলেন। মহেন্দ্র-বরুণোপম রাজাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিলেন, হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে আমরা পরাজিত হইয়াছি, নতুবা আমি কিছুতেই ছাড়িব না। স্বভাবতঃ নির্ভীক ও মহাবলশালী হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রাজ্ঞ রাজগণ শত্রুর বরবল বিবেচনা করত পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সকলেই বলিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। রাজা দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি রাজগণ সকলেই বলিলেন, আমরা পরাজিত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্যপালিতা অযোধ্যায় গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় বলশালী পুরুষশার্দ্দূল রাজা অনরণ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ দান কর, অথবা বল, যে আমি পরাজিত হইয়াছি। অযোধ্যাধিপতি অনরণ্য পাপাত্মা রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, রাক্ষসাধিপতে! দাঁড়াও, আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ দান করিব, তুমি প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তুত হইতেছি। অনন্তর রাজা অনরণ্যের সুমহাসৈন্য রাক্ষসের বধোদ্যত হইয়া বহির্গত হইল, কিন্তু তাহারা ঐ রাক্ষসের নাম শ্রবণেই মৃতকল্প হইয়াছিল। দশসহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও বহু সহস্র পদাতি মেদিনী আচ্ছাদন করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হে যুদ্ধবিশারদ! হে নরোত্তম! তাহার পর রাজা অনরণ্য ও রাক্ষসরাজ রাবণের তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজার সৈন্য রাবণের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হুতাশনে আহুত হব্যের ন্যায় ক্ষয় পাইতে লাগিল। প্রজ্বলিত পাব-

কের ন্যায়, তাহারা সেই রাক্ষসসৈন্যমধ্যে সংকুলভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যুত্তম বিক্রমসহকারে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইল। রাজা অনরণ্য দেখিলেন, মহাসাগরপ্রবিষ্ট বননদী সকলের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সৈন্যই লোপ পাইল। তখন তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রশরাসন সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিস্ফারিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ রাজা অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য রাক্ষসরাজের মস্তকে অষ্টশত বাণ পাতিত করিলেন। কিন্তু গিরিশিখরপতিত বারিধারার ন্যায় ঐ সকল বাণ পতিত হইয়া রাবণের অঙ্গের কোন স্থানেই বিদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা অনরণ্যের মস্তকে চপেটা ঘাত করিলেন, অমনি রাজা রথ হইতে ভূতলে পতিত হই-লেন। অরণ্য মধ্যে বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া সালবৃক্ষ যেমন পতিত হয়, রাজা অনরণ্য তেমনি বিহ্বল ও কম্পিত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন ভূপতিকে কহিলেন, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার কেমন ফল পাইলে? রাজন্! আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি নাই, বোধ হয়, তুমি বিষয়ভোগে আসক্ত থাকিয়া আমার বলের কথা শ্রবণ কর নাই।

তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বল্পপ্রাণ অনরণ্য উত্তর করিলেন, আমার ক্ষমতা কি? কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। নিশাচর! তুমি আত্মপ্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার নাই, কালই আমাকে বিনাশ করিয়াছে; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়াছ। এক্ষণে আমার প্রাণ ক্ষয় উপস্থিত, অতএব আমি এখন আর কি করিতে পারি? কিন্তু নিশাচর! আমি বিমুখ হই নাই, তোমার সাথে সমর করি

যাই বিনষ্ট হইলাম। যাহা হউক, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের অবজ্ঞা করিলে; এই জন্যই বলিতেছি, যদি দান, হোম বা পুণ্যাচরণ ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য সত্য হউক। নিশাচর! মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে রাম নামে দশরথের পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমার প্রাণ হরণ করিবেন। রাজা অনরণ্য এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করিবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে বাজিয়া উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর রাজা অনরণ্য স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের পর রাক্ষসরাজও চলিয়া যাইলেন।

— (:) —

বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পুনর্ব্বার মানবমণ্ডলী বিত্রাসিত করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং একদা এক বন মধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে দেখিতে পাইলেন। তখন নিশাচর দশগ্রীব তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমিতপ্রভ মহাতেজা, দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পুষ্পকপৃষ্ঠস্থ রাবণকে কহিতে লাগিলেন, হে বিশ্রবানন্দন সৌম্য রাক্ষসাধিপতে! হে সৎকুলসম্ভূত! আমি তোমার প্রবল পরাক্রম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিষ্ণু বহুতর দানবাদি বিনাশ করিয়া অনেক বার আমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন; তুমিও অনেকানেক গন্ধর্ব্ব ও উরগদিগকে পরাজয় করিয়া অনেকানেক ঘোরতর সমর করিবে, তদ্দর্শনে আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব। এক্ষণে আমি তোমায় কিছু বলিব, যদি ইচ্ছা হয় ত শ্রবণ কর। বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগ কর। তুমি দেবলোকের অবধ্য হইয়া মানুষদিগকে বিনাশ করিতেছ কেন? মানুষেরা মৃত্যুর অধীন;

অতএব স্বভাবতই তাহারা মরিয়া আছে। দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া তোমার মানুষ বিনাশ করা কর্ত্তব্য হয় না। কিসে মঙ্গল হইবে, মানুষের সে জ্ঞান নাই; আর শত শত জরা ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ ও দুঃখ নিত্যই তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছে; তাদৃশ মানুষ বিনাশে আয়াস করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? মানুষ সর্ব্ব বিষয়েই নানাবিধ অনিষ্ট দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মানুষের সহিত রণ করিতে প্রয়াস স্বীকার করেন না। মানুষ ক্ষুৎপিপাসা ও জরাদি দ্বারা দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াই ক্ষয় পাইতেছে এবং শোক দুঃখে নিরন্তরই কাতর হইয়া আছে; অতএব তুমি আর বৃথা মানুষ ক্ষয় করিও না। হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! দেখ মানুষ এতই মূঢ় যে কখন যে তাহার দুঃখ ও কখনই বা শোক উপস্থিত হইবে সে তাহা জ্ঞাত নহে, অথচ বিবিধ তুচ্ছ ভোগে আসক্ত হইয়া থাকে। মানুষ কেহ কোথাও আনন্দিত হইয়া নৃত্য বাদ্যাদি করিতেছে, আবার কোথাও আর কেহ কাতর হইয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে রোদন করিতেছে। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, পুত্রস্নেহ এবং ভার্য্যা বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্তু দ্বারা বিমোহিত; সুতরাং অধঃপতিত হইয়া মানুষ আপনাকে জানিতে পারে না। অতএব এতাদৃশ মোহনিপীড়িত মানুষকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? হে সৌম্য! সমস্ত মানুষলোক তোমার জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সকল মানুষকেই অবশ্য যমলোকে গমন করিতে হইবে, সুতরাং মানুষমাত্রেই যমের অধীন। অতএব হে পরপুরঞ্জয় পৌলস্ত্য! তাঁহাকে জয় করিলেই তোমার সকলকে জয় করা হইবে সন্দেহ নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন স্বীয় তেজ দ্বারা প্রদীপ্যমান দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! হে দেবগন্ধর্ব্বলোকে বিহারপ্রিয়! হে সমরদর্শনপ্রিয়! আমি

এক্ষণে বিজয়ার্থ রসাতলে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। রসাতলজয়ের পর ত্রিলোক জয় করত নাগদিগকে স্ববশে স্থাপন করিয়া অমৃতের জন্য সর্ব্বরসের আকর সমুদ্র মন্থন করিব।

তখন ভগবান্ নারদ ঋষি দশগ্রীবকে কহিলেন, তুমি যদি রসাতলেই গমন করিবে, তবে এ পথে কোথায় যাইতেছ? হে শত্রুকর্ষণ! এই সুদুর্গম দুর্দ্ধর্ষ পথ যে প্রেতরাজ যমের পুরীতে গিয়াছে। তচ্ছ্রবণে দশানন শারদীয় মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করত, ভালই হইয়াছে বলিয়া, কহিলেন, হে মহাব্রহ্মন্! যদি তাহাই হইল, তবে এখন আমি যমেরই বিনাশার্থ উদ্যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকেই গমন করি, যে দিকে সূর্য্যনন্দন যমরাজ বাস করেন। আমি যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে, চারি লোকপালকেই জয় করিব। অতএব আমি এই প্রেতরাজ যমের প্রতি যাত্রা করিলাম, তিনি জীবদিগকে ক্লেশ দান করেন, আমি তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিব।

এই কথা বলিয়া দশগ্রীব নারদ মুনিকে প্রণাম করত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। তখন মহাতেজা মহর্ষি নারদ নির্ধূম পাবকের ন্যায় হইয়া ক্ষণ কাল ধ্যাননিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিলেন, আয়ুর শেষ হইলে যিনি ইন্দ্রাদি ত্রিলোকের ক্লেশ দান করেন, দশানন সেই কালকে কিপ্রকারে জয় করিবে; যিনি প্রাণিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির সাক্ষী, এবং যিনি দ্বিতীয় অগ্নি স্বরূপ; যে মহাত্মার অনুগ্রহে জীবগণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করে; যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে; এই রাক্ষসেন্দ্র কি করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট গমন করিবে; যিনি লোকের ধাতা ও বিধাতা; যিনি সুকৃত দুষ্কৃতের ফলদাতা এবং যিনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, রাবণ তাঁহাকে কি করিয়া জয় করিবে। কালই ত সর্ব্ব উপায়; দশানন অবশ্যই কালাতিরিক্ত কোন রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কালকে জয় করিবে। সুতরাং

আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব আমি যম ও রাক্ষসের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দর্শনার্থ যমের আলয়ে গমন করি।

একবিংশ সর্গ।

দ্রুতগামী মহর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, যাহা ঘটিয়াছে, বলিবার নিমিত্ত যমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দেব বৈবস্বত সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপে অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া প্রাণিদিগের যাহার যেরূপ সংবিধান করিতেছেন।

যম মহর্ষি নারদকে সমাগত দর্শন করিয়া যথাসুখে উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার মঙ্গল ত? আপনার ধর্ম্মের ত অপচয় হইতেছে না। হে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত! আপনার আগমনের কারণ কি? তখন ভগবান্ নারদ ঋষি উত্তর করিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। হে পিতৃরাজ! তুমি সুদুর্জ্জেয়; কিন্তু দশগ্রীব নামে নিশাচর বিক্রম দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিবার জন্য আগমন করিতেছে। প্রভো! এই কারণেই আমি সত্বর আগমন করিলাম। দেখিব, আজ তোমার দণ্ডাস্ত্রের কি অবস্থা হয়।

ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইল সেই নিশাচরের সমুজ্জ্বল বিমান নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দূরে আগমন করিতেছে। অনতিবিলম্বেই মহাবল দশানন সেই পুষ্পক বিমানের প্রভায় তৎপ্রদেশ আলোকিত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর দশগ্রীব দেখিলেন, তথায় প্রাণিগণ সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করিতেছে। যমের সৈনিক এবং অনুচরদিগকেও দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন ঘোররূপী চণ্ডপ্রকৃতি ভয়ানক যমকিংকর সকল প্রাণিদিগকে আঘাত ও বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিতেছে। তাহারা নিরন্তর কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে। কত শত দেহীকে দারুণ

কৃমি ও কতশত দেহীকে কুক্কুরগণ দংশন করিতেছে; তাহারা বিবিধ শ্রোত্রবিদারক ভয়ঙ্কর বাক্যে কাতরোক্তি করিতেছে। কত প্রাণীকে শোণিতজলা বৈতরণী পার করান হইতেছে; আর কত প্রাণী সুতপ্ত বালুকায় বারম্বার দগ্ধ হইতেছে। কত অধার্ম্মিকের দেহ অসিপত্রবনে বিদ্ধ হইতেছে; কত পাপী রৌরব, লবণনদী ও ক্ষুরধারে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কত কঙ্কালাবশিষ্টদেহ কৃশ দীনচেতা বিবর্ণমুখ মুক্তকেশ নারকী ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়া জল জল শব্দে চীৎকার করিতেছে। কত পাপী মলিন ধুলিধূষরিত রুক্ষ গাত্রে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রাবণ পথিমধ্যে ঈদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দেহীকে দেখিতে পাইলেন। আবার অন্যত্র দর্শন করিলেন, কত শত দেহী নিজ নিজ সুকৃত প্রভাবে অত্যুৎকৃষ্ট ভবন সকলের মধ্যে গীত ও বাদ্যসহকারে আমোদ প্রমোদ করিতেছে। স্ব স্ব কার্য্যের ফল স্বরূপে গোদানকর্ত্তা বিবিধ গোরস, অন্নদাতা উৎকৃষ্ট অন্ন এবং গৃহদাতা উৎকৃষ্ট গৃহ সকল ভোগ করিতেছে। আর কত শত পুণ্যাত্মা স্ব স্ব দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সুবর্ণ ও মণি মুক্তায় অলঙ্কৃতা প্রমদাগণের সহিত বিহার করিতেছেন। মহাবাহু রাবণ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন।

অনন্তর, যে সকল দেহী স্ব স্ব পাপকর্ম্ম জন্য যাতনা পাইতেছিল, বলবান্ রাবণ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রাণিগণ নিশাচর দশানন কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া, মুহূর্ত্তকালের জন্য অভাবনীয় অচিন্তিত সুখ অনুভব করিল।

বলবান্ রাক্ষস প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে পর, প্রেতপ্রহরী সকল অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজের শূরবীর যোদ্ধাগণ কলকলা শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধাবিত হইল। শতসহস্র বীর পুষ্পকের উপর এককালে শত সহস্র প্রাস, পরিঘ, শূল, মুষল, শক্তি ও তোমর বর্ষণ করিল। তাহারা নিমেষমধ্যেই মধুচক্রের ন্যায়, পুষ্পক বিমানের আসন,

প্রাসাদ, বেদি ও তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু বিমান দেবতার বাহন; ব্রহ্মতেজ দ্বারা উহা অক্ষয়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং যতবার ভাঙ্গিতে লাগিল, ততবারই আবার পূর্ব্বের ন্যায় নূতন হইতে লাগিল। যমসৈন্যের কত বীর যে অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার ইয়ত্তা হইল না। অনন্তর দশানন এবং তাঁহার মহাবীর অমাত্যগণ সাধ্যমত বলপ্রয়োগ করিয়া শত শত বৃক্ষ, শৈল, ও প্রাসাদখণ্ড সকল নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সর্ব্বাস্ত্র দ্বারা সমাহত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতসিক্ত হইয়া, মহাযুদ্ধ করিল। রাবণের ও যমের মহাবল অমাত্যগণ বিবিধ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিল। অবশেষে যমের যোদ্ধাগণ রাবণের অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূল বর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকেই আক্রমণ করিলেন। অনন্তর রাবণ সর্ব্বাঙ্গে শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া পুষ্পক বিমানের উপর পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবল রাবণও শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও বাণ এবং অস্ত্রবলে শিলা ও বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন। যমসৈন্যের মধ্যে বৃক্ষ, শিলা ও অস্ত্র সকলের ঘোরবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু যমযোধগণ বৃক্ষাদি ছেদন ও অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করিয়া একবারে শত সহস্র জন এক রাবণকে প্রহার করিতে থাকিল। পর্ব্বতকে মেঘের ন্যায়, সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবিড়রূপে তাহার উপর সহস্র সহস্র ভিন্দিপাল ও শূল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ ছিন্নকবচ ও শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই স্বস্থ হইয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন এবং দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া থাক, থাক, বলিয়া শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন-

ত্তর ইন্দ্রশত্রু দশানন কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরবিজয়ে শঙ্করের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত বাণ ত্যাগ করি-করিলেন। ধূম ও জ্বালামণ্ডলসম্পন্ন ঐ বাণের রূপ গ্রীষ্মকালে বনদাহনার্থ পরিবর্দ্ধনশীল দাবাগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জ্বালামণ্ডলপরিবেষ্টিত ঐ শর পরিত্যক্ত হইয়া গুল্ম ও বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ করিতে করিতে রণস্থলে প্রধাবিত হইল; ক্রব্যাদ পশু পক্ষী সকল উহার অনুগমন করিতে লাগিল। যমের সৈন্য সকল ঐ রাবণের তেজে দগ্ধ হইয়া, ইন্দ্রধ্বজ সকলের ন্যায় রণমুখে নিপতিত হইল। তখন সচিবসহকৃত ভীমবিক্রম দশানন যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া উচ্চৈঃশব্দ করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

তাঁহার সেই সুমহাশব্দ শ্রবণ করত মহাত্মা যমরাজ বুঝিতে পারিলেন, শত্রুর জয় ও নিজসৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে। যোদ্ধা সকল নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, আমার রথ আনয়ন কর। তাঁহার সারথিও ব্যগ্র হইয়া তাঁহার মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তখন মহাতেজা যমরাজ ঐ রথে আরোহণ করিলেন। যিনি এই চরাচর ত্রৈলোক্য নাশ করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিলেন। যমের জ্বলদগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিতি করিতে লাগিল। সর্ব্বলোকভয়াবহ কালকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া তৎকালে ত্রিলোক বিচলিত হইয়া উঠিল; এবং দেবতাগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সারথি রুচিরকান্তি অশ্বদিগকে চালনা করিল; রাক্ষসরাজ রাবণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন রথ ঘোর শব্দ করিয়া তথায় যাত্রা করিল। যথায় যুদ্ধ হইতে-

ছিল, ইন্দ্রের অশ্ব তুল্য মনোবেগ অশ্ব সকল মুহূর্ত্তমধ্যেই যমকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মৃত্যুসহিত তাদৃশ ভয়ংকর রথ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সকলেই সহসা পলায়ন করিল। অল্পবলবশতঃ ভয়ে কাতর ও বিচেতন হইয়া, আমরা এস্থলে আর যুদ্ধ করিতে পারিব না বলিয়া দশ দিকে ধাবিত হইল। তাদৃশ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রথ দর্শন করিয়াও দশগ্রীব কিন্তু ব্যাকুল বা ভীত হইলেন না। যমরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়াই ক্রোধভরে শক্তি ও তোমর সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণও কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া, মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তেমনি যমের রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নিশাচর দশগ্রীবের বিশাল বক্ষস্থলে নিরন্তর শত শত মহাশক্তি পতিত হইতে লাগিল; তিনি কোন মতেই তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না; সুতরাং ঈষৎ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক দশদিন যুদ্ধ করিয়া শত্রুকর্ষণ যমরাজ সমরে শত্রুকে হতজ্ঞান ও ক্ষণ কালের জন্য বিমুখ করিয়া দিলেন। বীর! ঐ দশ দিন সমরে একবারও নিরস্ত না হইয়া পরস্পর জয় প্রত্যাশায় যম ও দশানন তুমুল সমর করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ ও প্রেতরাজ উভয়ে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যেন ত্রিলোকের প্রলয় উপস্থাপন করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ ইন্দ্রশরাসনসদৃশ শরাসন আকর্ষণ করিয়া আকাশকে অবকাশশূন্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি চারি বাণে মৃত্যুকে ও সাত বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা সহকারে শত সহস্র বাণে যমের মর্ম্মস্থান সকলে আঘাত করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় যমের মুখবিবর হইতে জ্বালামণ্ডলপরিব্যাপ্ত নিশ্বাসসহকৃত ধূমোদ্গারী কোপাগ্নি বহির্গত হইল। দেবদানবদিগের সন্নিধানে সেই

আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া মৃত্যু ও কাল আনন্দিত এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মৃত্যু অতীব কোপভরে যমরাজকে কহিলেন, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন; আমি এখনই এই পাপাত্মা রাবণকে বিনাশ করিব। এখনই এই রাক্ষস আর থাকিবে না; স্বভাবতঃ আমার প্রভাবই এইরূপ। মহারাজ! আমি হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্ধি, ধূমকেতু, বিরোচন-নন্দন বলি, মহারাজ বৃত্র ও বাণ দৈত্য, কত শত শাস্ত্রবিদ্ রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, পন্নগ, দৈত্য, যক্ষ ও অপ্সরো-গণকে সংহার করিয়াছি। অধিক কি, মহারাজ! যুগান্ত-পরিবর্ত্তনকালে আমি পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষ সকলের সহিত মহা-সাগরবেষ্টিত পৃথিবীকেই ধ্বংস করিয়াছি। এই সকল এবং অন্যান্য অনেকানেক দুর্দ্ধর্ষ মহাবল আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, এই নিশাচর ত সামান্য। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ! আমাকে আজ্ঞা করুন; আজ্ঞামাত্রেই আমি ইহাকে বিনাশ করিব। যেমন কেন বলবান্ হউক্ না, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই আর জীবিত থাকিবে না। আমি নিজের বল ব্যাখ্যা করিতেছি না; স্বভাবত আমার স্বরূপই এই। হে যমরাজ! অতএব আমি দৃষ্টি করিলেই এই নিশাচর আর থাকিবে না।

মৃত্যুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ তৎকালে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, তুমি থাক, আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অনন্তর সূর্য্যনন্দন বিভু যমরাজ কুপিত ও রক্তনয়ন হইয়া হস্তে অমোঘ কালদণ্ড তুলিয়া লইলেন। যাহার পার্শ্বে কালপাশ সকল নিবদ্ধ পাবক ও অশনিসঙ্কাশ সেই কাল মুদ্গর মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুদ্গর দ্বারা স্পৃষ্ট ও আহত হইবার কথা দূরে থাকুক, ঐ মুদ্গর দর্শনমাত্রেই প্রাণিদিগের প্রাণ বিদূরিত হইয়া থাকে। মহাবল যমরাজ গ্রহণ করিলে পর ঐ মুদ্গর সর্ব্বতঃ অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া নিশাচর দশাননকে যেন দগ্ধ করত স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তখন

রণস্থলস্থিত সকলেই বিত্রস্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল; দেবগণও উদ্যতদণ্ড যমকে দর্শন করিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে যমরাজ রাবণের উপর দণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইলে পর, ব্রহ্মা যমের নিকট সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! অমিতবিক্রম বৈবস্বত নিশাচরকে দণ্ড প্রহার করিও না, করিও না। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে বর দান করিয়াছি। অতএব আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা করা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কোন দেবতা বা মনুষ্য আমাকে অমান্য করে, তাহার ত্রিলোক অমান্য করা হয়, সন্দেহ নাই। আমার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে আমার প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যে কোন পদার্থের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই ত্রিলোকভয়ঙ্কর দণ্ড পরিত্যাগ করিবে, দণ্ড তাহাকেই বিনাশ করিবে; তদ্বিষয়ে ইতর বিশেষ নাই। আমিই সর্ব্বভূতের মৃত্যুসাধনার্থ এই অপরিমিততেজঃসম্পন্ন কালদণ্ডকে সর্ব্বভূতেরই পক্ষে অব্যর্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সৌম্য! রাবণের মস্তকে এই দণ্ড পাতিত করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। এই দণ্ড মস্তকে পতিত হইলে মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকে, এমন কেহও কিছুই নাই। এক্ষণে যদি এই দণ্ড পতিত হইলে এই রাক্ষস মরে, তাহা হইলে উভয়পক্ষেই আমার বাক্য মিথ্যা হয়। অতএব লঙ্কেশ্বরের প্রতি যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছ, তাহা নিবর্ত্তন কর; যদি লোকস্থিতি রক্ষা করা তোমার উচিত হয়, তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা করিও না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যম উত্তর করিলেন, এই আমি দণ্ড প্রতিসংহার করিলাম; আপনিই আমাদিগের প্রভু। কিন্তু বরপ্রদানহেতু যদি আমি আজ এই নিশাচরকে সংহার করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এই যুদ্ধে কি প্রতিকারই বা করিতে পারি। অতএব এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি রথ ও অশ্বের সহিত

ঐস্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন দশানন যমকে জয় করিয়া আপনার নাম ঘোষণা করত পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক যম-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার সমভি-ব্যাহারে দেবর্ষি নারদও ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত আনন্দিত-চিত্তে দেবলোকে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

দেবশ্রেষ্ঠ যমকে জয় করিয়া রাবণ যুদ্ধের শ্লাঘা করিতে করিতে নিজ অনুচরবর্গকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসগণ রুধিরসিক্তাঙ্গ ও বহুপ্রহারে জর্জ্জরীকৃত রাবণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল। অনন্তর মারীচাদি অমাত্যগণ জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া সকলেই পুষ্পকে আরোহণ করিল; দশানন তাহাদিগের ভয় সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বরুণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, দৈত্য ও উরগ-দিগের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার নিমিত্ত সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বাসুকিপালিতা ভোগবতী নগরীতে গমন পূর্ব্বক নাগলোক বশীভূত করত আনন্দিত হইয়া মণিময়ী পুরীতে যাত্রা করিলেন। ঐ পুরীতে নিবাতকবচ নামে বরপ্রাপ্ত দৈত্যগণ বাস করে; রাক্ষসেরা তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন সেই সুবিক্রমশালী রণদুর্ম্মদ দৈত্যেরা সকলেই বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। অনন্তর দৈত্য ও রাক্ষসগণ শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে উভয় পক্ষে কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল যুদ্ধ হইল। কোনপক্ষেই জয় পরাজয় হইল না। অনন্তর ত্রিলোকের গতি অব্যয় পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া

তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং নিবাতকবচদিগের সমরব্যাপার নিবারণ করিয়া বৃদ্ধ পিতামহ বুঝাইয়া কহিলেন, সুরাসুর কেহই এই রাবণকে সমরে পরাজয় করিতে পারিবে না; দেবদানবগণ তোমাদিগকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব এই রাক্ষসের সহিত তোমাদিগের মিত্রতা করাই কর্ত্তব্য। মিত্র-দিগের সকল বিষয়েই পরস্পর সমান অধিকার হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে অগ্নিসাক্ষী করত নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাহারাও তাঁহার সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। এইরূপ সমাদরে রাবণ তথায় নিজ-নগরীর ন্যায় পরম সুখে আরও এক বৎসর বাস করিলেন। ঐ সময় বন্ধুভাবে আনুগত্য করিয়া দশানন এক শত মায়া প্রাপ্ত হইলেন।

তথা হইতে বিদায় হইয়া লঙ্কেশ্বর বরুণরাজের নগরী অন্বেষ-ণার্থ রসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালকেয়-দিগের বাসস্থান অশ্মনগরে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত কালকেয়-দিগকে বিনাশ করিয়া সমরে লেলিহানজিহ্ব বলদর্পিত শূর্প-ণখার পতি শ্যালক বিদ্যুজ্জিহ্ব দানবকে অসি দ্বারা ছেদন করিলেন। তাহাকে বিনাশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই চতুঃশত দান-বকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ শুভ্রমেঘসঙ্কাশ কৈলাসসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বরুণালয় দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে সুরভি গাভী অবস্থিতি করিতেছেন; উঁহার স্তন হইতে নিরন্তর দুগ্ধ ধারা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ দুগ্ধের ধারা হইতেই ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষীরোদ হইতেই আমার শীতরশ্মিচন্দ্রমা উত্থিত হইয়াছেন; ফেনপায়ী পরমর্ষিগণ এই ক্ষীরোদকেই অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অমৃত ও সুধা-ভোজীদিগের স্বধাও ক্ষীরোদ হইতে উৎপন্ন। যাঁহার ক্ষীর ধারা

হইতে ঈদৃশ ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে; যিনি মহাবৃষের জননী; ত্রিলোক যাঁহাকে সুরভি বলিয়া জানে; রাবণ সেই পরম অদ্ভুত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবিধসৈন্যে সুরক্ষিত ভয়ংকর বরুণপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, শারদাভ্র সদৃশ অপূর্ব্ব বরুণালয় শত শত জলধারায় সমাকীর্ণ, এবং উহার অধিবাসীবর্গ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট।

অনন্তর বরুণের বলাধ্যক্ষগণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দশানন তাহাদিগকে সংহার করিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র তোমাদিগের রাজাকে যাইয়া বল গে, রাবণ সমরপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর; অথবা কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া বল যে পরাজিত হইয়াছি। তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয়ই নাই।

রাম! ইতিমধ্যে মহাত্মা বরুণের নবোদিতভাস্করকান্তি সমরবিশারদ পুত্র ও পৌত্রগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে কামগামী রথ সকল যোজনা করিয়া তাঁহাদিগের বলাধ্যক্ষ গো আর পুষ্করের সহিত সমরের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর জলাধিপতির পুত্রগণ ও ধীমান্ রাবণের লোমাঞ্চজনক দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নিশাচর দশগ্রীবের মহাবীর্য্যশালী অমাত্যগণ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের তাদৃশ মহতীসেনা সংহার করিল। তখন নিজসৈন্যদিগকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া এবং শরজালে নিপীড়িত হইয়া বরুণের পুত্রগণ ক্ষণকালের জন্য সংগ্রাম হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা এতক্ষণ ভূতলে থাকিয়াই সমর করিতেছিলেন, আর রাবণের অমাত্যগণ আকাশস্থিত পুষ্পকের উপর হইতে শর বর্ষণ করিতেছিল। অতএব বিবেচনা করিয়া এক্ষণে তাঁহারাও শীঘ্রগামী রথারোহণে আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর তুল্য স্থান পাইয়া দেব ও দানবের ন্যায় উভয় পক্ষের তুমুল আকাশযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে বরুণপুত্রগণ পাবকসঙ্কাশ শরনিকর দ্বারা রাবণকে সংগ্রামে বিমুখ

করিয়া আনন্দে বিবিধ শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন রাজাকে বিমুখীকৃত দর্শন করত কুপিত হইয়া মহোদর মৃত্যুশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক রণাকাঙ্ক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে সে রণস্থলে বরুণপুত্রদিগের পবনোপম কামগামী রথসকলে গদা প্রহার করিল। গদাহত হইয়া রথ সকল ভূতলে পতিত হইল; মহাত্মা বরুণের বীরপুত্রগণ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশতলেই দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; স্ব স্ব মাহাত্ম্যবশতঃ পতিত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা কুপিত হইয়া ধনুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ মহোদরকে বিদ্ধ করিলেন; পশ্চাৎ সকলে একত্রিত হইয়া রাবণকে বেষ্টন করিলেন। মেঘ সকল যেমন ধারা সহস্র দ্বারা মহাগিরিকে বিদ্ধ করে, তাঁহারা তেমনি রোষভরে চাপবিনির্ম্মুক্ত বজ্রসংকল্প সুদারুণ বাণ সমূহ দ্বারা রাবণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দশানন অতি প্রবৃত্ত কালাগ্নির ন্যায় কুপিত হইয়া ঘোর শরবর্ষণ করত বরুণপুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকের উপরিভাগে থাকিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ বিবিধ বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও প্রকাণ্ড শতঘ্নী সকল নিক্ষেপ করিলেন। মহাপঙ্কপতিত পূর্ণবয়স্ক হস্তীর ন্যায় সেই শস্ত্রবর্ষণেই পাদযোধী বরুণপুত্রগণ সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অবসন্ন ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, দর্শন করিয়া মহাবল রাবণ আনন্দে মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি গর্জ্জন করিয়া নিশাচর দশগ্রীব, ধারাপাত দ্বারা মেঘের ন্যায়, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা বরুণপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন; অনুচরবর্গ সত্বর তাঁহাদিগকে লইয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময় দশানন তাহাদিগকে কহিলেন, বরুণকে যাইয়া সংবাদ দাও। তখন বরুণের প্রহাসনামক মন্ত্রী রাবণকে

কহিলেন, আপনি যাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন, সেই মহারাজ জলাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শ্রবণার্থ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব বীর! যখন রাজা উপস্থিত নাই, তখন আর আপনার বৃথা শ্রম করিবার প্রয়োজন কি? যে বীর কুমার সকল উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ত পরাজিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ নিজ নাম ঘোষণা করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাবণ আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

—[:]—

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর দশানন অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অশ্মনগরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দশগ্রীব তথায় এক পরম সমুজ্জ্বল ভবন দেখিতে পাইলেন। উহা মুক্তাজালে বিভূষিত; উহার শত শত তোরণ বৈদূর্য্যে ও স্তম্ভ সুবর্ণে বিনির্ম্মিত এবং সর্ব্বত্রেই বেদিকা। ঐ মহেন্দ্রভবন সদৃশ ভবনের কিঙ্কিণীজালবেষ্টিত সোপানশ্রেণী বজ্র ও স্ফটিক নির্ম্মিত; এবং উহার মধ্যে বিস্তর উৎকৃষ্ট আসন সকল স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ মনোহর উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া প্রতাপশালী দশানন ভাবিলেন, মেরুমন্দর সদৃশ এই ভবন কাহার? এবং কহিলেন, প্রহস্ত! যাও জানিয়া আইস এই ভবন কাহার। এই কথা শুনিয়া প্রহস্ত ঐ উৎকৃষ্ট ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দেখিল, তথায় জনপ্রাণীও নাই। তৎপর দ্বিতীয় কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে একে একে সপ্তম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সে এক পাবকশিখা দেখিতে পাইল। তাহার পর এক পুরুষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ঐ পুরুষ হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রহস্তের দেহ

লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে আরও দেখিল, পাবকজ্বালামধ্যে এক হেমপদ্মের মাল্যধারী পুরুষ সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন; সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য; এই পুরুষকে দর্শন করিয়া প্রহস্ত হতজ্ঞান হইল।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া নিশাচর প্রহস্ত সত্বর ভবন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিল এবং রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাম! অনন্তর ভিন্নাঞ্জনরাশিসঙ্কাশ দশগ্রীব পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভবন মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন; অমনি এক চন্দ্রমৌলি প্রকাণ্ডকায় ভয়ানক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দ্বার রোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার জিহ্বা অগ্নিশিখাময়; চক্ষু রক্তবর্ণ; দশনপংক্তি সুন্দর; ওষ্ঠ বিম্বসদৃশ; গঠন মনোহর; নাসিকা ভীষণ; গ্রীবা কম্বু-সদৃশ; হনুপ্রদেশ অত্যুন্নত; শ্মশ্রু নিবিড়; অস্থি সকল মাংস-নিহিত; এবং দংষ্ট্রা বৃহৎ, তাঁহাকে দর্শন করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তিনি লৌহমুদ্গর হস্তে লইয়া দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণের কলেবর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকিল। রাম! এইরূপ অনভীষ্ট দুর্নিমিত্ত সকল প্রত্যক্ষ করিয়া দশগ্রীব ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে থাকিলে, ঐ পুরুষই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নিশাচর! কি ভাবিতেছ বল; তোমার কোন শঙ্কা নাই। হে বীর রজনীচর! আমি তোমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব। রাক্ষসকে এই কথা বলিয়া সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে; না তোমার আর কোন অভিপ্রায় আছে? পুরুষের এই কথা শুনিয়া রাবণের লোম সকল ঊর্দ্ধগত হইয়া উঠিল। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাবণ উত্তর করিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এই গৃহে কোন্ ব্যক্তি বাস করেন, বল; আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা তোমার যেরূপ অভিরুচি

হয়। তখন সেই পুরুষ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, এই ভবন মধ্যে দানবরাজ বাস করেন। তিনি পরম উদারচিত্ত, শূর, অব্যর্থপরাক্রম, বীর, বহুগুণসম্পন্ন, পাশহস্ত যমের সদৃশ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, রণে অপরাঙ্মুখ, চণ্ডকোপ, দুর্জ্জয়, শত্রুবিজয়ী, গুণের সাগর, প্রিয়বাদী, আশ্রিতপ্রতিপালক, নিয়ত গুরু ও বিপ্রপ্রিয়, কালবিৎ, মহাবলবান্, সত্যবাদী, সৌম্যমূর্ত্তি, দক্ষ, সর্ব্বগুণশালী, শূর ও বেদাধ্যয়নতৎপর। তিনি পাদচারে বিচরণ করেন, আবার বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হন, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া থাকেন, সূর্য্যের ন্যায় তাপ দান করেন। দেব, পন্নগ, কি পতত্রী, কি অন্যান্য প্রাণী; তিনি স্বপ্নেও কাহাকে কখনও ভয় করেন না, তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে মহাবল রাক্ষসরাজ! যদি বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিরুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আসিয়া প্রবেশ কর, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর বিলম্ব করিও না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব প্রবেশ পূর্ব্বক বলির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ পাবকসদৃশ ও দিবাকরের ন্যায় দুঃপ্রেক্ষ্য বিশ্বরূপী দানবরাজ বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখিয়াই উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবাহো দশগ্রীব! আমি তোমার কোন কামনা পূর্ণ করিব বল। রাক্ষসরাজ! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি যথার্থ করিয়া বল।

বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ নিত্য দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই পুরাকালের সমস্ত দানবেন্দ্র ও অন্যান্য মহাবলশালী ব্যক্তিদিগকে পরাজয় করিয়া

ছিলেন। তিনিই আমাকেও বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি কৃতান্ত, তাঁহাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। লোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে? যিনি দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব ভূতের সংহার ও সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বভূত স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি বিধাতা ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি তাঁহাকে জান না, আমিও তাঁহাকে জানি না। তিনি ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি কলি, এবং তিনিই সর্ব্বভূত সংহারকর্ত্তা কাল। তিনিই ত্রিলোকের সংহার ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই স্থাবর অস্থাবর সর্ব্বভূত সংহার; আবার তিনিই অনাদি অনন্ত জগৎ সংসার সৃষ্টি করেন। তিনি মহেশ্বর। নিশাচর! সেই লোকেশ্বরই যজ্ঞ, দান ও হোম সমস্ত বিধান ও পালন করিতেছেন। এতাদৃশ মহাভূতকে ত্রিভুবনে কেহই অবগত নহে। হে পৌলস্ত্য! তাঁহারে তুমিও জান না; আমিও জানি না; প্রাচীনেরাও কেহই জানিতেন না। রজ্জুদ্বারা পশুর ন্যায় সেই মহাভূতই সকল ভূতকে চালন করিতেছেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি প্রহ্লাদি, কূট বৈরোচন, মৃদু, যমল, অর্জ্জুন, কংশ, কৈটভ, ও মধু ইহারা সূর্য্যস্বরূপে তাপ দান করিতেন; জ্যোতিঃস্বরূপে দীপ্তি পাইতেন; বায়ুস্বরূপে প্রবাহিত হইতেন এবং ইন্দ্রস্বরূপে বর্ষণ করিতেন। সকলেই শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান ও সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। সকলেই অতি মহাত্মা ও যোগধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও যথান্যায়ে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সকলেই স্বপক্ষীয়দিগের প্রতিপালক ও বিপক্ষদিগের নাশকর্ত্তা ছিলেন। যুদ্ধকার্য্যে ত্রিলোকে তাঁহাদিগের সমান কেহই ছিলেন না। সকলেই শূর, অভিজ্ঞাস্ত্রসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ এবং সময়ে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। সকল মহাত্মাই স্বর্গের রাজত্ব এবং যুদ্ধে সহস্র সহস্র বার সকল দেবতাকেই জয়

করিয়াছিলেন। সকলেই দেবগণের অপকারে সতত প্রবৃত্ত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগকে পালন করিতেন। সকলেই দর্পে উন্মত্ত. সকলেই দাম্ভিক এবং সকলেই নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করে, কি উপায়ে তাহার বিনাশ হইবে, দেবতাদিগের অধীশ্বর ভগবান্ হরিই তাহা জানেন। হরিই এই জগৎপ্রপঞ্চপ্রকাশ, আবার হরিই ইহাকে সংহার করিয়া আপনি আপনাতেই অবস্থিতি করেন। উক্তবিধ কামরূপী মহাবল মহাত্মা দানবেন্দ্রগণ সকলেই সেই হরির হস্তেই নিহত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, যে অপরাপর রণদুর্দ্ধর্ষ অজেয় মহাপ্রাণিদিগের কথা শ্রবণ করা যায়, সেই কৃতান্তরূপী হরিই তাহাদিগের ও সকলকেই সংহার করিয়াছেন।

এই কথা কহিয়া দানবরাজ রাক্ষসরাজকে কহিলেন, বীর! ঐ যে প্রদীপ্তপাবকসঙ্কাশ কুণ্ডল দেখিতেছ, অগ্রে তুমি ঐ কুণ্ডল আমার নিকট লইয়া আইস। হে মহাবলশালিন্! পশ্চাৎ আমার কিসে মুক্তি হইতে পারিবে আমি তোমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। হে মহাবাহো! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম কর; রাবণ! বিলম্ব করিও না। হে রঘুনন্দন! মহাবল নিশাচর রাবণ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া গমন করিলেন, এবং যেস্থানে ঐ মহৎ দিব্য কুণ্ডল ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত রাবণ অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কুণ্ডল আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে উহা চালিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাতে লজ্জিত হইয়া মহাবল দশগ্রীব পুনর্ব্বার যত্নসহকারে আকর্ষণ করিয়া যেমন উৎপাটন করিলেন, অমনি ছিন্নমূল সাল বৃক্ষের ন্যায় পতিত ও রুধিরপ্রবাহে প্লাবিত হইলেন। এই সময়ে পুষ্পকে রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অনন্তর নিশাচর রাবণ মুহূর্ত্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া উত্থান পূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বলি তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিকটে

আসিয়া আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর! তুমি যে মণিভূষিত কুণ্ডল উত্তোলন করিলে, উহা আমার পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণভূষণ ছিল। তিনি যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে এই কুণ্ডল এই স্থানে পতিত হইয়াছিল; আর এক মণি এই পর্ব্বতসানুতে নিপতিত হইয়াছিল। কুণ্ডলের পশ্চাৎ তাঁহার মুকুটও বেদীসমীপে ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার যম, কি মৃত্যু, কি ব্যধি, কি প্রাণহানিজনক অন্য কোন পদার্থই ছিল না। দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কি প্রত্যূষ, কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু ছিল না; আর্দ্র, কি শুষ্ক পদার্থ, কি কোনরূপ শস্ত্রেও তাঁহার প্রাণনাশ সাধিত হইত না। রাক্ষসেশ্বর! তিনি অবশেষে প্রহ্লাদের সহিত দারুণ বিবাদ করিলেন। পুরুষপ্রধান মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার বিবাদ হইলে পর, নৃসিংহাকৃতি এক সর্ব্বলোকভয়ংকর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই গম্ভীরমূর্ত্তি দারুণ নৃসিংহ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সর্ব্ব জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে দুই বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া নখাঘাতে তাঁহার জীবন বিনাশ করিলেন। সেই পুরুষই দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিই নিরঞ্জন বাসুদেব। আমি সেই দেবাদিদেবের কথা বলিতেছি, যদি তোমার চিত্তে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে পরম ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যে পুরুষ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সহস্র সহস্র বৎসরে সহস্র ইন্দ্র, অযুত দেবতা, ও শত শত পরমর্ষিকে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, সর্প ও বৃশ্চিক সকল যাঁহার লোম, যাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও বেগ অতি প্রচণ্ড, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ংকর ও আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য। যিনি কখনই সমরে পরাঙ্মুখ হন না; এবং যিনি সকল পাপীর শাসনকর্ত্তা; আমি সেই ভীষণদংষ্ট্র ঊর্দ্ধরোমা স্থূল অগ্নিশিখোদ্-

-ধারী ভয়ানকমূর্ত্তি পাশহস্ত মৃত্যুসহচর প্রেতাধিপতি যমকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয়ও করিয়াছি। হে দানব-রাজ! তৎকালে আমার কোন ভয় বা ব্যথাই হয় নাই। আপনি যে পুরুষের কথা কহিতেছেন, কই আমি ত তাহাকে জানি না; অতএব আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচননন্দন বলি কহিলেন, এই পুরুষ ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু ও মহাদ্যুতি নরসিংহ। ইনি ক্রতুধামা, সুধামা ও ভয়ঙ্কর পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ আদিত্য সদৃশ পুরাণ পুরুষো-ত্তম। ইনি নীলমেঘসঙ্কাশ সুরশ্রেষ্ঠ সুরাধিপতি। হে মহাবাহো! ইনি মালামালী, যোগী ও ভক্তজনপ্রিয়। এই প্রভুই সর্ব্বলোক সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন; আবার ইনিই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। ইনিই যজ্ঞ, ইনিই যাজ্য এবং ইনিই চক্রায়ুধধর হরি। ইনি সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বরূপী, মহাভুজ, বলদেব, বীরহা, বীরচক্ষুষ্মান্, ত্রৈলোক্যগুরু এবং অব্যয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ সকলে ইঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি এই পুরুষকে জানিয়াছেন, তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ইঁহাকে স্মরণ, ইঁহাকে শ্রবণ এবং ইঁহার আরাধনা করিলে, ইঁহা হইতে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের লোচন রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল রাবণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া সেই মহাপুরুষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া মুষলধারী প্রভু নারায়ণ মনে ভাবিলেন, ব্রহ্মার প্রিয়সাধনার্থ এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। রাম! এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। রজনীচর রাবণ আর সে স্থানে সে পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি উচ্চৈ আনন্দধ্বনি করিয়া পাতাল হইতে বহি-

র্গত হইলেন। যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর চিন্তা করিয়া সূর্য্যলোকে গমন করিলেন। সুমেরুর মনোরম প্রধান শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া অবাধ আকাশে অবস্থিত সূর্য্যাশ্বসদৃশ দ্রুতগামী দিব্য পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে সূর্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় দিব্যকাঞ্চনকেয়ূরধারী, রক্তাম্বরবিভূষিত সর্ব্বপাবন সর্ব্বতেজোময় দেব দিবাকর অবস্থিতি করিতেছেন। দিব্যকুণ্ডলযুগলে তাঁহার বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত। তিনি কেয়ূর ও নিষ্কাভরণ এবং রক্ত পদ্মের মালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি সহস্র কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। রাক্ষসরাজ সেই অনাদি, অনন্ত, অমধ্য, উচ্চৈশ্রবাবাহন, দেবশ্রেষ্ঠ আদিদেব, লোকসাক্ষী, জগৎপতি আদিত্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে কহিলেন, হে অমাত্য! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে যাইয়া সূর্য্যকে আমার এই আদেশ জ্ঞাপন কর, যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর, না হয়, বল যে আমি পরাজিত; এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ অবলম্বন কর।

রাবণের বাক্যক্রমে রাক্ষস প্রহস্ত সূর্য্যের সমীপে গমন করিল; দেখিল পিঙ্গল ও দণ্ডীনামে দুই দ্বারপাল দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছে। প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তেজঃপ্রভায় প্রদীপিত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর দণ্ডী রবির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক সম্বাদ প্রদান করিল। ধীমান্ সূর্য্যদেব দণ্ডীর মুখে রাবণের

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি যাইয়া হয় রাবণকে জয় কর, না হয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি। কালোচিত বোধে তোমার ঐ নিশাচরসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে, তাহাই করিবে।

সূর্য্যের আদেশক্রমে দণ্ডী মহাবল লঙ্কেশ্বরের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে সূর্য্যের বাক্য জ্ঞাপন করিল। রাক্ষসরাজ দশানন দণ্ডীর মুখে সূর্য্যের বাক্য শ্রবণ করত নিজ বিজয় ঘোষণা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

—(:)—

ষড়্বিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর মনোরম মেরুশৃঙ্গে রজনীযাপন করিয়া চিন্তা পূর্ব্বক সোমলোকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্যমাল্যধারী দিব্যানুলেপনমণ্ডিত দিব্যপুরুষ প্রধান প্রধান অপ্সরোগণে পরিসেবিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন। তিনি রতিশ্রমে অপ্সরোদিগের ক্রোড়ে তন্দ্রিত হইয়া তাহাদিগের চুম্বনে প্রবোধিত হইতেছেন। অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে দেবর্ষি পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনকার মঙ্গল ত? যাহা হউক্ আপনি আবশ্যক সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। এই যে ব্যক্তি অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় গমন করিতেছে, এবং উপস্থিত ভয় বুঝিতে পারিতেছে না, এই ব্যক্তি কে? রাবণের এই কথা শুনিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, হে বৎস মহামতে! প্রকৃত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি ব্রহ্মাকে তুষ্ট ও সর্ব্বলোক উপার্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সুখময় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতেছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি যেমন তপোবলে বিবিধ পুণ্যলোক উপার্জ্জন করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ সোমপান করিয়া কর্ম্মোপার্জ্জিত পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন।

রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি বীর এবং তোমার পরাক্রম অব্যর্থ; বলবান্ ব্যক্তিগণ ঈদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। অনন্তর রাবণ এক মহাকায় মহাবেগসম্পন্ন রথ দেখিতে পাইলেন। ঐ রথ স্বীয় প্রভায় যেন জ্বলিতেছিল, এবং ভিতরে গভীর বাদিত্রের শব্দ হইতেছিল। তখন দশানন ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! কে ঐ সমুজ্জ্বল কান্তি মহাদ্যুতি পুরুষ সুমধুর গান ও নৃত্যকারী কিন্নরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম পর্ব্বত কহিলেন, এই ব্যক্তি শূর ও যোদ্ধা; সংগ্রামে ইনি কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। এই রণবিজয়ী কৃতী শূর পুরুষশ্রেষ্ঠ এক্ষণে প্রভুর জন্য সমরে প্রবৃত্ত ও বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া যুদ্ধে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছেন; অবশেষে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ইন্দ্রালয়ে বা অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন; কিন্নরাদিগণ সকল নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই নরশ্রেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিতেছে। রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্যসন্নিভ আবার কোন্ ব্যক্তি গমন করিতেছেন? রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, রাজন্! ঐ যে সর্ব্বসুবর্ণময় বিমানে বিচিত্রবাসা বিচিত্রভূষণধারী চন্দ্রানন পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, মহারাজ! উনি সুবর্ণদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে অসীমকান্তি ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্রগামী বিমানযোগে গমন করিতেছেন। পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা গমন করিতেছেন, আপনি বলুন, আমি আজ যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছি, ইহার মধ্যে কোন্ রাজা আমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারিবেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মানুসারে আমার পিতৃস্বরূপ; অতএব আপনি তাদৃশ ব্যক্তিকে বলিয়া দিউন। রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, মহারাজ! এই সকল রাজা স্বর্গার্থী; যুদ্ধার্থী নহেন। যে ব্যক্তি আপনাকে যুদ্ধদান করিতে পারিবেন বলিতেছি শ্রবণ

কর। মান্ধাতা নামে বিখ্যাত যে সপ্তদ্বীপেশ্বর মহাবল মহারাজ, তিনিই তোমায় যুদ্ধ দান করিবেন। পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে সুব্রত! আপনি আমাকে বলুন, সেই রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ যেখানে, আমি এখনি সেই স্থানেই যাইব। রাবণের বাক্য শুনিয়া পর্ব্বত মুনি উত্তর করিলেন, যুবনাশ্বের পুত্র আসমুদ্র পৃথিবীর জেতা রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতাও এখনি এই স্থানে আগমন করিবেন। বলিতে বলিতেই ত্রিলোকমধ্যে বরলাভদর্পিত মহাবাহু রাবণ দেখিতে পাইলেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর মহাবীর নরোত্তম অযোধ্যাধিপতি দিব্যগন্ধ ও মাল্যানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক অনুপম রূপে দীপ্তিমান্ হইয়া ইন্দ্রের বিমান সদৃশ ভাস্বর বিচিত্র কাঞ্চন-বিমানারোহণে গমন করিতেছেন। দেখিয়াই দশগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে যুদ্ধ দান কর। এই কথা শুনিয়া রাজা মান্ধাতা হাস্য পূর্ব্বক দশাননকে কহিলেন, নিশাচর! যদি জীবন তোমার অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতার কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন, তুমি ত মানুষ; যে রাবণ বরুণ, কুবের ও যমের সহিত সমর করিয়া ব্যথিত হয় নাই, সে তোমাকে ভয় করিবে কেন? এই কথা কহিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে সংগ্রামার্থ আদেশ করিলেন। অনন্তর দুরাত্মা রাবণের রণবিশারদ অমাত্যগণ কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বলশালী রাজা মান্ধাতা শিলাশাণিত কঙ্কপত্র বাণগণ দ্বারা প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতিকে আঘাত করিলেন। অনন্তর প্রহস্ত বাণবর্ষণ করিয়া নৃপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু বাণ সকল নিকটে না আসিতে আসিতেই রাজসত্তম মান্ধাতা সমস্ত ছেদন করিলেন। অগ্নি কর্ত্তৃক তৃণরাশির ন্যায়, মান্ধাতা কর্ত্তৃক রাক্ষসসৈন্য শত শত ভুষুণ্ডী, ভল্ল, ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর নৃপবর অধিকতর কুপিত হইয়া, কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে, প্রহস্তকে তেমনি পঞ্চ মহাবেগসম্পন্ন তোমর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর সাক্ষাৎ যমোপম এক মুদ্‌গর বারম্বার ঘূর্ণন করিয়া তিনি রাবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; মুদ্‌গর মহাবেগে যাইয়া বজ্রের ন্যায় রাবণের রথোপরি পতিত হইল এবং ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রাবণকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। তখন পূর্ণচন্দ্রসঙ্গমে লবণসাগরের জলপ্রবাহের ন্যায় রাজা মান্ধাতার হর্ষ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সমস্ত রাক্ষসসৈন্য হতজ্ঞান হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। এবং রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর চেতনা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লঙ্কেশ্বর লোকরাবণ রাবণ মান্ধাতার কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছাপন্ন দর্শন করিয়া মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বিবিধ বাক্য ও ভাবভঙ্গিতে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া নৃপতি মান্ধাতা দেখিলেন, অমাত্য বর্গ ও নিশাচরগণ শত্রুর পূজা করিতেছে। দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং চন্দ্রার্কসদৃশ কান্তি ধারণ পূর্ব্বক মহাশরজাল বর্ষণ করিয়া রাক্ষসসৈন্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসনের ও বাণের শব্দে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য সাগরের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল। এইরূপে নররাক্ষসের তুমুল সমর হইতে লাগিল। অনন্তর নররাজ ও রাক্ষসরাজ বীরাসনে অবস্থিত হইয়া শরাসন ও খড়্গ হস্তে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মান্ধাতা রাবণকে ও রাবণ মান্ধাতাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়েই মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। রাবণ কার্ম্মুকে রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। রাজা মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করি-

লেন। দশগ্রীব গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিক্ষেপ এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্র দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। অবশেষে মান্ধাতা সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাবণও তপস্যা দ্বারা আরাধিত রুদ্রদেবের বরলব্ধ ত্রিলোকভয়ংকর দিব্য পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ত্রিলোকের ভয়জনক ঐ ঘোররূপ মহাস্ত্র দর্শন করিয়া, চরাচর সমস্ত ভূত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সচরাচর ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল; দেবতারাও সকলে কম্পিত হইতে থাকিলেন। নাগলোক সমস্ত লুক্কায়িত হইল।

অনন্তর ধ্যানযোগে দেখিতে পাইয়া মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য ও গালব উভয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিরস্কার পূর্ব্বক রাজসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসরাজ রাবণকে নিবারণ করিলেন। তখন মান্ধাতা ও রাবণ পরস্পর মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, যিনি যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই পথেই প্রস্থান করিলেন।

—:০:—

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহর্ষিদ্বয় প্রস্থান করিলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ বায়ুমার্গের প্রথম অংশ দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিলেন। এই স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত হংসগণ বাস করে। তাহার পর তিনি দ্বিতীয় অংশে আরোহণ করিলেন; উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে ত্রিবিধ মেঘ এবং ত্রিবিধ আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম পক্ষী সকল একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করে। অনন্তর দশানন দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় অংশে আরোহণ করিলেন; উহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন, মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ এই স্থানে বাস করেন। সত্বর তৃতীয় কক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ চতুর্থ কক্ষায় আরোহণ করিলেন; ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় বসতি করে। অনন্তর দশানন সত্বর পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ

করিলেন, উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই কক্ষায় সরিদ্বরা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন; এবং কুমুদাদি কুঞ্জরগণও এই কক্ষায় বাস করে। এই সকল কুঞ্জরই জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা গঙ্গাতোয়ে ক্রীড়াশীকর সকল পরিত্যাগ করে। তদনন্তর ঐ সকল শীকর রবিকিরণযোগে পরিভ্রষ্ট ও বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধীকৃত হইয়া পুণ্যজলরূপে পতিত হয় এবং হিমও বর্ষণ করে। রাঘব! রাবণ এই পঞ্চম বায়ু কক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক ষষ্ঠ কক্ষায় আরোহণ করিলেন। উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। গরুড় জ্ঞাতি ও বান্ধবগণে পূজিত হইয়া ঐ কক্ষায় বাস করে। এই দশ সহস্র যোজনের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দশানন সপ্তম কক্ষায় আরোহণ করিলেন; ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব অষ্টম কক্ষায় উপস্থিত হইলেন। আকাশগঙ্গানামে বিখ্যাতা গঙ্গা এই কক্ষায় মহাশব্দে মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু আদিত্যপথে এই আকাশগঙ্গাকে ধারণ করিয়া আছেন। অষ্টম কক্ষার পর চন্দ্রমা অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানের পরিমাণ অশীতি সহস্র যোজন। ভগবান্ চন্দ্রমা গ্রহনক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া শত সহস্র কিরণ লোক সকল আলোকিত করিয়া সর্ব্বভূতের সুখসাধন করিতেছে।

দশাননকে দেখিয়াই চন্দ্রমা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শীতাগ্নি দ্বারা রাবণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নিভয়ে পীড়িত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তখন জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রহস্ত রাবণকে কহিল, রাজন্! আমরা শীতে নিহত হইলাম; অতএব এস্থান হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইল। রাজন্! চন্দ্রের রশ্মিপ্রভাবে রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে; শীতাংশুর স্বভাবই এই যে তিনি দহনাত্মক। প্রহস্তের এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। এবং শরাসন উদ্যত করিয়া বিস্ফারণ পূর্ব্বক নারাচসমূহ দ্বারা চন্দ্রমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময় ব্রহ্মা সত্বর চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিলেন, সাক্ষাৎ বিশ্রবার পুত্র মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি সত্বর এই স্থান হইতে গমন কর; সৌম্য! চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না। মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ নিয়ত লোকের হিতার্থী আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; প্রাণত্যাগ উপস্থিত হইলে, এই মন্ত্র তোমার অবলম্বন হইবে। যে ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। এই কথা শুনিয়া দশানন কৃতাঞ্জলিপুটে দেব কমলযোনিকে কহিলেন, হে লোকনাথ! হে মহাব্রত! হে দেব! হে ধার্ম্মিক! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে অস্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন। মহাভাগ! আমি ঐ মন্ত্র জপ করিয়া সকল দেবতারই ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। হে দেবেশ! আমি আপনার প্রসাদে সমস্ত অসুর, দানব এবং পতত্রিদিগেরও অজেয় হইব, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশাননকে কহিলেন, রাক্ষসাধিপতে! তোমার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই এই মন্ত্র জপ করিবে; নিত্য জপ করিবে না। রাক্ষসরাজ! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিবে; জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে। কিন্তু জপ না করিলে তোমার সিদ্ধি হইবে না। মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর; মন্ত্র জপ করিলেই তুমি সমরে বিজয়লাভ করিতে পারিবে।—হে দেবদেবেশ! হে সুরাসুরনমস্কৃত! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতভব্য! হে মহাদেব! হে হরিপিঙ্গললোচন! তুমি বালক অথচ বৃদ্ধরূপী; ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার পরিধেয় ও উত্তরীয়। তুমি অর্চ্চনীয় দেবতা; তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর, হরিতনেমী, যুগান্তাগ্নি ও বলদেব। তুমি গণেশ, তুমি লোকশম্ভু, তুমি লোকপাল, তুমি মহাভুজ।

তুমি মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী, মহেশ্বর। তুমি কাল, বলরূপী, নীলকণ্ঠ, মহোদর। তুমি দেবান্তক, তপোন্ত, পশুপতি ও অব্যয়। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর ও হরি। তুমি জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, কুলটী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগত, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা ও অব্যয়গুরু। তুমি দেব, কমণ্ডলুধর, পিণাকী, ধূর্জ্জটির মাননীয়, চণ্ড, ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সামগাতা, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাবান্, পণববান্ ও তূণবান্। তুমি অমর ও বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান্ উমাপতি ও অনিন্দিত। তুমি ভগদেবের অক্ষিবিনিপাতক ও পূষার দশননাশন। তুমি জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনি, দীপ্ত ও বিশাম্পতি। তুমি উন্মাদকারী ও বেপনকারী; তুমি চতুর্থ ও লোকসত্তম। তুমি বামন, বামনদেব ও প্রাক্ প্রদক্ষিণ শমন। তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী ও স্বয়ংকুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্তস্তম্ভনকর্ত্তা ও বসুদিগের স্তম্ভনকারী। তুমি ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু ও মধুকর। তুমি বানস্পত্য, বাজসন ও নিয়ত সর্ব্বাশ্রমপূজিত। তুমি জগতের ধাতা ও কর্ত্তা। তুমি পুরুষ, শাশ্বত ও সত্য। তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, বহুরূপ ও অযুত সূর্য্যপ্রভ। তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রচিহ্নিতজটাধারী। তুমি নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণেন্দুসদৃশবক্ত্র; ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বভূতনিনাদী ও সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষক। তুমি মোহন, বন্ধন ও সর্ব্বদা মহানিধন স্বরূপ। তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম।

দশানন! আমি এই একশত অষ্টসংখ্যক পবিত্র পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সর্ব্বপাপহর, পুণ্যজনক ও রক্ষার্থীদিগের রক্ষাবিধাতা। জপ করিলে এই সকল নাম শত্রুবিনাশ করে।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

লোকপিতামহ কমলযোনি রাবণকে উক্তরূপ বর প্রদান করিয়া সত্বর ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণও বরপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে লোকরাবণ রাবণ অমাত্যদিগের সমভি-ব্যাহারে পশ্চিমসাগরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সাগরের দ্বীপে এক পাবকপ্রতিম জাম্বূনদসমপ্রভ মহাপুরুষ একাকী অব-স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আকার প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ংকর। দেবগণের মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রহদিগের মধ্যে যেমন দিবাকর, শরভদিগের মধ্যে যেমন সিংহ, হস্তিদিগের মধ্যে যেমন ঐরা-বত, পর্ব্বত সকলের মধ্যে যেমন সুমেরু এবং বৃক্ষের মধ্যে যেমন পারিজাত, পুরুষের মধ্যে তেমনি সেই মহাবল পুরুষকে দর্শন করিয়া মহাবল দশগ্রীব কহিলেন, আমায় যুদ্ধ দান কর। তাঁহার লোচন সকল গ্রহমালার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল; এবং দন্তসংদশন জন্য বজ্রের ন্যায় শব্দ হইয়া উঠিল। তিনি অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বিবিধ শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ লম্বহস্ত, ভীষণমূর্ত্তি, করালদংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিক-টাকার, কম্বুগ্রীব, বিশালবক্ষা, ভেকোদর, সিংহবদন, কৈলাস-শিখরসঙ্কাশ, পদ্মসদৃশ রক্তিমচরণ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদ-সম্পন্ন, মহাকায়, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী; করালরূপী, বদ্ধতূণীর, ঘণ্টানিবদ্ধচামরধারী, শিখাজালপরিব্যাপ্ত, কিঙ্কিণী-জালের শব্দসঙ্গত, কণ্ঠে লম্বমান পদ্মমাল্যধারী, সাক্ষাৎ ঋগ্-বেদের ন্যায় শোভাসম্পন্ন; পদ্মমালাবিভূষিত, অঞ্জনগিরি-সঙ্কাশ, সুবর্ণগিরিসদৃশপ্রভাসম্পন্ন মহাপুরুষকে উপর্য্যুপরি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ সকল প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন তরক্ষুর আক্রমণে সিংহ, বৃষের আক্রমণে হস্তী, নাগেন্দ্রদিগের আক্রমণে সুমেরু এবং নদীর বেগে মহাসাগর বিচলিত হয় না,

মহাপুরুষ তেমনি প্রহারে কম্পিত না হইয়া দশাননকে কহিলেন, দুর্ম্মতে নিশাচর! তোমার যুদ্ধস্পৃহা নিবারণ করিব। রাম! রাবণের যেপ্রকার সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর বেগ ছিল; তাদৃশ সহস্র সহস্র বেগ ঐ পুরুষে বর্ত্তমান। জগতের সর্ব্বসিদ্ধির হেতুভূত ধর্ম্ম ও তপস্যা তাঁহার ঊরুযুগল; মন্মথ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটিদেশ, মরুদ্গণ তাঁহার বস্তির উভয় পার্শ্বে, অষ্টবসু তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষিদেশে, দিক্ সকল তাঁহার পার্শ্বাদিভাগে, মারুত সমুদায় তাঁহার সন্ধিস্থল সকলে, ভগবান্ রুদ্র তাঁহার পৃষ্ঠে ও ব্রহ্মা তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। পিতৃগণ তাঁহার পৃষ্ঠ এবং পিতামহগণ তাঁহার হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছেন। গোদান, ভূমিদান, সুবর্ণদান ও বরদানাদি পুণ্যকর্ম্ম সকল তাঁহার কক্ষলোম; এবং হিমালয় হেমকূট, মন্দর ও মেরু তাঁহার অস্থি। বজ্র তাঁহার করতল; ও আকাশ তাঁহার দেহ। সন্ধ্যা ও জলবাহী মেঘ সকল তাঁহার গ্রীবায়, ধাতা ও বিধাতা তাঁহার দুই বাহুতে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সকল বিষবীর্য্যোদ্গারী নাগ হস্তের নখ আশ্রয় করিয়া আছে। অগ্নি তাঁহার মুখ, রুদ্রগণ তাঁহার স্কন্ধে এবং পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতু সকল তাঁহার দংষ্ট্রায়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তাঁহার নাসারন্ধ্রে, এবং বায়ু সকল তাঁহার রন্ধ্রসমূহে অবস্থিতি করিতেছেন। বীণাপাণি দেবী সরস্বতী তাঁহার গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার দুই কর্ণ এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দুই নেত্র। রাম! নিখিল বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তারকাপুঞ্জ, সাধুবাক্য, তেজ ও তপস্যা, এই সকলও ঐ পুরুষের শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

অনন্তর এই পুরুষ অবলীলাক্রমে রাবণকে বজ্রহস্তে প্রহার করিলেন। হস্তপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া দশানন তৎক্ষণমাত্রে ধরাতলে পতিত হইলেন। রাক্ষস পতিত হইল দেখিয়া ঋগ্বেদ-

প্রতিম, পর্ব্বতসন্নিভ, পদ্মমালাবিভূষিত ঐ মহাপুরুষ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নিজবাসভবন পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বেই গাত্রোত্থান করিয়া দশগ্রীব অমাত্যবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রহস্ত! হে শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ! সেই পুরুষ অকস্মাৎ কোথায় গমন করিল, বল। রাবণের এই কথা শুনিয়া নিশাচরগণ উত্তর করিল, দেবদানবের দর্পহারী সেই নর পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়াই দুর্ম্মতি দশানন বিক্রম-সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্পের প্রতি গরুড়ের ন্যায়, বেগে সত্বর বিলদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি নীলাঞ্জনচয়োপম, কেয়ূরধারী, শূর, রক্তমাল্য বিভূষিত, রক্তানুলেপনে অনুলিপ্ত, বিবিধ সুবর্ণ ও রত্নালঙ্কারে অলংকৃত পুরুষদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এইরূপ তিনকোটি মহাত্মা তথায় নৃত্য করি-তেছেন। তাঁহারা সকলেই নির্ভীকচিত্ত ও সুন্দরমূর্ত্তি; যেন পাবকের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন। ভীম পরাক্রম দশানন ঈদৃশ তিনকোটি মহাত্মার মধ্যে পতিত হইয়াও ভীত হইলেন না; দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে নরকে দর্শন করিয়া-ছিলেন, চতুর্দ্দিকেই সেইরূপ পুরুষদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের সকলেরই একই বর্ণ, একই বেশ ও একই রূপ। সকলেই মহাতেজস্বী; সকলেই চতুর্ভুজ এবং সক-লেই মহোৎসাহসম্পন্ন। স্বয়ম্ভুর নিকট বর প্রাপ্ত হইলেও, এই সকল পুরুষকে দর্শন করিয়া দশাননের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিনি সত্বর ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া আর এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, এক সুধাধব-লিত ভবন মধ্যে মহার্হ পর্য্যঙ্কোপরি এক পরম পুরুষ শয়ন পূর্ব্বক পাবকে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

দিব্যমাল্যধারিণী, দিব্যচন্দনলিপ্তা, দিব্যাভরণভূষিতা, দিব্যাম্বরধরা, ত্রৈলোক্যের ললামভূতা, পদ্মহস্তা ত্রিলোকসুন্দরী লক্ষ্মীদেবী বালব্যজন হস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতেছিলেন। সচিবগণ কেহই সঙ্গে ছিল না, তথাপি দুর্ম্মতি দশানন ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিংহাসনোপবিষ্টা চারুহাসিনী সাধ্বীকে দর্শন করত মন্মথের বশীভূত হইয়া, কালপ্রেরিত ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে ধারণ করিতে যায়, তেমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যুক্ত হইল। অমনি ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া পাবকাবগুণ্ঠিত মহাবাহু পরম পুরুষ অবগুণ্ঠনবসন অপসারণ পূর্ব্বক নিশাচর রাবণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করত উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। লোকরাবণ রাবণ অকস্মাৎ তাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। রাবণ পতিত হইলেন, দেখিয়া পরম পুরুষ কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান কর; আপাততঃ তোমার মৃত্যু হইতেছে না; প্রজাপতির বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; নিশাচর! সেই জন্যই এখন জীবিত রহিয়াছ। রাবণ! তুমি নির্ভয়ে গমন কর; এক্ষণে তোমার মরণ হইতেছে না। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেবকণ্টক রাবণ ভীত হইয়া পড়িলেন; এবং পরম পুরুষের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া লোমাঞ্চিতকলেবরে তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর্য্যশালিন্! আপনি কে? দেখিতেছি, আপনি প্রলয়াগ্নিসদৃশ। দেব! বলুন আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, দেব হাস্য করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, দশগ্রীব! আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি; অবিলম্বেই তুমি আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রজাপতির বর আছে, আমায় মৃত্যুর পথবর্ত্তী হইতে হইবে না। অন্যের কথা কি, দেবতাদিগের মধ্যেও আমার সমান কেহই উৎপন্ন হন নাই,

হইবেনও না। এমন কে আছে যে নিজবীর্য্যবলে প্রজাপতির বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে? প্রজাপতির বাক্যের অন্যথা নাই; তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নিরর্থক। ত্রৈলোক্যে এরূপ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যিনি আমার বর বিফল করিতে পারেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি অমর; সেই জন্যই আমি আপনাকে ভয় করি নাই। যাহা হউক্, যদি আমার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে যেন আপনার ভিন্ন অন্যের হস্তে না হয়। প্রভো! আপনার হস্তে মরণই আমার পক্ষে যশস্কর, সুতরাং শ্লাঘনীয়।

অনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশানন ঐ পরম পুরুষের শরীর মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইলেন। আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমুদ্র সকল, পর্ব্বত সকল, সমস্তবেদ, সমস্ত বিদ্যা, তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গগণ এবং অন্যান্য দেবতা, দৈত্য ও রাক্ষসগণ সমস্তই সেই শয়ান পরম পুরুষের দেহমধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলেন, তিনি কে? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কে? দেবদানবদিগের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য উত্তর করিলেন, হে সনাতন দেবদেব! বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলাম, ইনি ভগবান্ কপিল দেব। আর নৃত্যকারী সেই তিন কোটি পুরুষ সকলেই দেবতা, এবং তেজ ও প্রভাবে নররূপী কপিল দেবেরই সমান। রাম! পরম পুরুষ পাপনিশ্চয় রাবণকে ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই, সেই জন্যই রাবণ তৎকালে ভস্মসাৎ হন নাই; অচলসঙ্কাশ রাবণ মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন মাত্র। খল ব্যক্তি যেমন রহস্য

ভেদ করে, পরম পুরুষ তেমনি রাবণকে কেবল বাক্যবাণ দ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক মহাতেজা নিশাচর রাবণ অনেকক্ষণের পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রিগণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানেই আগমন করিলেন।

—[:]—

ঊনবিংশ সর্গ।

অনন্তর নিরতিহৃষ্টাত্মা রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথিমধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দেবকন্যা ও দানবকন্যা সকল হরণ করিতে লাগিলেন। বিবাহিতাই হউক, আর কুমারিকাই হউক, তিনি যে কামিনীকে কমনীয়া দেখিতে পাইলেন, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া, তাহাকেই বিমানে তুলিয়া লইলেন। এইরূপে দশগ্রীব বিস্তর পন্নগকন্যা, দেবকন্যা, মানুষকন্যা, যক্ষকন্যা ও দানবকন্যাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইলেন। তাঁহারা সকলেই সমান দুঃখিনী হইয়া শোকাগ্নি ও ভয়জনিত অগ্নিশিখাসদৃশ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অনিন্দিতা অনপরাধিনী কামিনীদিগের অশিব শোকাশ্রুধারা দ্বারা নদীপ্রবাহ সঙ্কুল সাগরের ন্যায়, বিমান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা ও দানবকন্যা সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সকল দীর্ঘকেশী, সুচারুসর্ব্বাঙ্গী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, পীনস্তনী, ভয়রুমধ্যা, রথকুবরসদৃশনিতম্বিনী, মনোহারিণী, দেবমূর্ত্তি, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, শোক দুঃখ ও ভয়ত্রস্তা, হতচেতনা, সুমধ্যমা কামিনীদিগের দীর্ঘনিশ্বাসে পুষ্পক বিমান যেন সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিনিরুদ্ধ হইয়া পুষ্পক যেন অগ্নিহোত্র গৃহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাবণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ঐ সকল শ্যামাঙ্গী কুলকামিনীদিগের মুখ ও নেত্র, সিংহা-

জাতা মৃগীর ন্যায়, কাতর ও ম্লান হইয়া উঠিল; এই ভাবে তাঁহারা সকলেই শোক করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, নিশাচর কি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে! কেহ কেহ বা ভাবিতে লাগিলেন, আমাদিগকে কি রাবণ বিনাশ করিবে! এইরূপে মাতা, পিতা, ভর্ত্তা বা ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া কামিনীগণ সকলেই দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে; কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল হায়! শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আমার ভ্রাতার কি হইবে! আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমার কি হইবে। কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল, স্বামীর বিরহে আমার কি দশা হইবে। হে মৃত্যো! আমি তোমার স্তব করিতেছি, তুমি দুঃখভাগিনী আমাকে গ্রহণ কর। হাঃ! পূর্ব্ব জন্মে কি ঘোর পাতকই করিয়াছিলাম; এই জন্যই আমরা এক্ষণে ঈদৃশ দুঃখ-সাগরে পতিত হইলাম; এই দুঃখের যে অবসান হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অহো! মানুষজাতিকে ধিক্; মানুষের ন্যায় অধম আর কেহই নাই; কারণ মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল; আহা! সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন বিলুপ্ত হয়, নিশাচর রাবণ তেমনি আমাদিগের ভর্ত্তাদিগকে নিমেষমাত্রেই সংহার করিল! অহো! এই রাক্ষসের বল কি অসীম; সেই জন্যই এ যথেচ্ছ শস্ত্রাঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে! কি ভয়ানক; দুষ্কর্ম্মে নিরত হইয়া নিশাচরের লজ্জা হইতেছে না! এ যেমন দুর্ব্বৃত্ত, ইহার বিক্রমও সেইরূপ। যাহা হউক, রাক্ষসাধম যে পরদারে আসক্ত হইয়া পরদার হরণরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, ইহা কখনই উচিত নহে। অতএব এই দুর্ম্মতি নিশাচর স্ত্রীর জন্যই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। সাধ্বী রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র স্বর্গদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল; এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পতিব্রতা সাধ্বীদিগের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া

দশানন নিহতভেজ নিষ্প্রভ ও উন্মনা হইলেন। যাহা হউক, ঐ সকল কামিনীর উক্তরূপ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দশানন নিজনগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন; নগরবাসী রাক্ষসগণ তাঁহার সমুচিত সমাদর করিল।

এই সময় রাবণের ভগিনী ভীষণাকৃতি কামরূপিণী নিশাচরী শূর্পণখা সহসা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন রাবণ ভগিনীকে উত্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর। অনন্তর নিশাচরী বাষ্পরুদ্ধলোচনে উত্তর করিল, রাজন্! তুমি বলবান; বলপ্রকাশ করিয়াই আমাকে বিধবা করিয়াছ। রাজন্! তুমি বীর্য্যপ্রভাবে রণে কালকেয় নামক চতুর্দ্দশ সহস্র দানবকে সংহার করিয়াছ। তন্মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মহাবল স্বামী ছিল। রাজন্! তুমি তাহাকেও সংহার করিয়াছ; তুমি আমার নামমাত্রে ভ্রাতা; বাস্তবিক কিন্তু তুমি আমার পরম শত্রু। রাজন্! তুমি ভ্রাতা হইয়া, স্বয়ং আমাকে বিনাশ করিলে! এক্ষণে তোমার জন্য আমায় চিরকাল বিধবা নাম সহ্য করিতে হইবে! রাজন্! ভগিনীপতিকে সমরে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তুমি তাহাকেও বিনাশ করিয়াছ; তোমার লজ্জা হইতেছে না।

ভগিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা কহিলে পর দশানন স্নিগ্ধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভগিনি! তোমার রোদন করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাহাকেও ভয় করিও না। আমি দান, মান ও বিবিধ অনুগ্রহ দ্বারা নিরন্তর তোমার তুষ্টি বর্দ্ধন করিব। ভদ্রে! আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষায় নিয়ত শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ করিতে করিতে, কে আত্মীয়, আর কে পর আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না। আমি যুদ্ধে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, সুতরাং ভগিনীপতি বলিয়া আমার বোধ ছিল না। এই জন্যই আমি

তোমার স্বামী নিজ ভগিনীপতিকে সমরে সংহার করিয়াছি। যাহা হউক, উপস্থিত অবস্থানুসারে তোমার যে হিত করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমি তাহাই করিব। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট সতত বাস কর। মহাবল খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধীশ্বর হইবেন; তিনিই তোমার যথাভিলষিত অন্নবস্ত্রাদি দান করিবেন। আমাদিগের মাতৃষ্বসেয় ভ্রাতা খর সর্ব্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন। এই বীর শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যের শাসন কর্ত্তা হইয়া গমন করিতেছেন। মহাবল দূষণ ইঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন। দণ্ডকারণ্যে খর তোমার যে কোন বাক্য রক্ষা করিবেন, ইনি কামরূপী রাক্ষসদিগের অধিনায়ক হইবেন। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব বীর্য্যশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে খরের অনুগামী হইতে আদেশ করিলেন। খর ঐ সমস্ত ঘোরদর্শন রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া অকুতোভয়ে সত্বর দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে থাকিলেন। শূর্পণখাও ঐ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

—(:)—

ত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে খরকে সুমহৎ সৈন্য প্রদান ও ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া দশানন সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বলবান্ রাক্ষসরাজ দশগ্রীব অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলানামক উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলেন, দেবায়তন শত শত যূপকাষ্ঠে সমাকীর্ণ, এবং যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। তদনন্তর তিনি কৃষ্ণাজিনবাসা শিখা ও কমণ্ডলুধারী নিজপুত্র ভয়ঙ্কর মেঘনাদকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিংশতি বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! এ কি আরম্ভ করিয়াছ আমাকে যথার্থ করিয়া

রল। তখন, মেঘনাদ মৌনব্রত ভঙ্গ করিলে পাছে যজ্ঞের হানি হয়, এই জন্য মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক শুক্রাচার্য্য রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ দশাননকে কহিলেন, রাজন্! আমি বলিতেছি, তুমি যথা কথা শ্রবণ কর। তোমার পুত্র বহুবিস্তৃত শতকোটি যজ্ঞের ফল-প্রাপ্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত মাহেশ্বরযজ্ঞকেও তোমার পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিবিধ দুর্ল্লভ বর লাভ করিয়াছেন। অন্তরীক্ষচারী কামগামী অন-পায়ী দিব্যরথ ও তামসীনামে মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মায়া দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারা যায়। রাক্ষসেশ্বর! সংগ্রামে মেঘনাদ এই মায়াপ্রয়োগ করিলে, দেবাসুরেরাও ইঁহার গতি জানিতে পারিবে না। মহারাজ! এতদ্ভিন্ন মেঘ-নাদ বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর, সুদুর্জ্জয় শরাসন এবং সংগ্রামে শত্রু-নিবর্হণ অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। দশানন! এই সমস্ত বর লাভ করিয়া তোমার পুত্র এবং আমি আমরা উভয়েই অদ্য যজ্ঞ সমাপ্তি দিবসে তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থিতি করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দশানন কহিলেন, পুত্র! ভাল কাজ কর নাই; কারণ তুমি বিবিধ সম্ভার দ্বারা আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেব-গণের পূজা করিয়াছ; যাহা হউক, যাহা করিয়াছ, ভালই করি-য়াছ, ইহাতে অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে,সন্দেহ নাই। সৌম্য! এক্ষণে আইস স্বভবনে গমন করি।

অনন্তর দশানন স্বভবনে উপস্থিত হইয়া পুত্র মেঘনাদ ও ভ্রাতা বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিমান হইতে সুলক্ষণা, সর্ব্ব বস্তুর সারস্বরূপিণী, বাষ্পগদ্গদভাষিণী দেব দানব ও রাক্ষস-কামিনীদিগকে অবতারণ করাইলেন। তখন রাবণ তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কহি-লেন, যশ, অর্থ ও বংশনাশক ঈদৃশ কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয় জানিয়াও আপনি নিজের ইচ্ছাতেই এই রূপে পরস্ত্রী

হরণ করিতেছেন। আপনি বন্ধুবান্ধবদিগের অবমাননা করিয়া এই সকল উৎকৃষ্ট কামিনীদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু রাজন্! আপনার অবমাননা করিয়া মধুদৈত্য কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাবণ কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যে মধুর নাম করিলে. সে কে? তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে উত্তর করিলেন, শ্রবণ করুন; আপনার এই পাপকর্ম্মের ফল ফলিয়াছে। আমাদিগের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ বৃদ্ধ ও বিশেষ বিজ্ঞ। তিনি আমাদিগের জননীর জ্যেষ্ঠ তাত; সুতরাং আমাদিগের মাতামহ। তাঁহার কন্যার কন্যার নাম কুম্ভীনসী। কুম্ভীনসী আমাদিগের কনিষ্ঠা মাতৃষসা অনলার গর্ব্ভসম্ভূতা; সুতরাং সে ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ভগিনী। রাজন্! বলবান্ মধু রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে। আপনার পুত্র তৎকালে যজ্ঞে প্রবৃত্ত ছিল; আমিও সলিল মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলাম; কুম্ভকর্ণ ও নিদ্রিতই ছিলেন। এই সময় মধু রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অমাত্যদিগকে বিনাশ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষিতা হইলেও, আমাদিগের অবমাননা করত কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। মহারাজ! পরে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও আমরা ক্ষমা করিয়াছি; মধুকে বিনাশ করি নাই; কারণ আমাদিগের কুম্ভীনসীকে ত এক জনকে অবশ্যই সম্প্রদান করিতে হইত। যাহা হউক, মহারাজ! আপনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, এক্ষণে লোকে জানিতে পারিল যে, তাহার ফল এখনই ফলিয়াছে।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ দৌরাত্ম্যবশতঃ উচ্ছল সাগরের ন্যায়, অতীব উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশগ্রীব লোহিতলোচনে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র আমার রথ সজ্জীভূত কর; বীরগণও সজ্জীভূত হউক্; আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই নানা প্রহরণ ও অস্ত্র শস্ত্র হইয়া স্ব স্ব বাহনে

আরোহণ করুক। যে রাবণকে ভয় করে নাই, আজই সেই মধুকে সমরে সংহার করিয়া, পশ্চাৎ বন্ধুবান্ধবগণের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ দেবলোকে গমন করিব।

অনন্তর প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে গঠিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণীপরিমিত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। সৈনিকদিগকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ সেনার অগ্রভাগে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাৎভাগে যাত্রা করিলেন। কেবল ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কাতেই থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সমস্ত প্রধান প্রধান রাক্ষসই মধু রাক্ষসের নগরোদ্দেশে গমন করিল। রাক্ষসগণ কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অশ্বে, কেহ সমুজ্জ্বলকান্তি শিশুমারে, কেহ কেহ বা মহোরগে আরোহণ করত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাত্রা করিল। দেবতাদিগের সহিত যাহাদিগের শত্রুতা ছিল, তাদৃশ শত শত দৈত্য রাবণকে যুদ্ধপ্রস্থিত দর্শন করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইল।

অনন্তর দশানন মধুর নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় মধুকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। তখন কুম্ভীনসী নম্রতাসূচক অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, মস্তক দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের চরণযুগল স্পর্শ করিল। দশগ্রীব তাহাকে উত্থাপন করিয়া করিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ; বল, তোমার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব।

কুম্ভীনসী উত্তর করিল, হে মহাভুজ! হে রাজন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; হে মানদ! তাহা হইলে আমার ভর্ত্তার প্রাণ বিনাশ করিবেন না; কথিত আছে, সংসারে কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে ঈদৃশ ভয় আর কিছুই নাই। সকল ভয় অপেক্ষা বৈধব্যভয়ই মহাভয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য করুন, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে গ্রাহ্য করুন। হে মহারাজ! আপনি নিজেই আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার কোন ভয় নাই।

অনন্তর রাবণ হৃষ্ট হইয়া তৎস্থানস্থিতা ভগিনীকে কহিলেন, তোমার ভর্ত্তা কোথায়; তাঁহাকে শীঘ্র সংবাদ দেও যে আমি আসিয়াছি; আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ার্থ দেবলোকে গমন করিব। তোমার প্রতি দয়া ও সৌহার্দ্দহেতু আমি মধুর বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

এই কথা শুনিয়া নিশাচরী কুম্ভীনসী প্রসুপ্ত স্বামীকে জাগরিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে তাহাকে কহিল, আমার ভ্রাতা মহাবল দশানন আগমন করিয়াছেন। তিনি দেবলোক জয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব নিশাচর! তুমি ইহার সাহায্যার্থ বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত গমন কর। ইনি প্রণয়বশতঃ তোমার সহায়তা সহায়তা করিতেছেন, অতএব ইহার প্রয়োজন সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

কুম্ভীনসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর মধু কহিল, আমি অবশ্যই তাঁহার [illegible] [illegible]রিব। তদনন্তর মধু রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত [illegible]। [illegible]ধানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজা [illegible] পূজা প্রাপ্ত হইয়া বীর্য্যবান্ দশানন, মধুর গৃহে এক রাত্রি ব[illegible] [illegible] দিন গমনার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তদনন্তর কুবেরনিবাস কৈ[illegible]স পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রসঙ্কাশ রাক্ষসেন্দ্র দশগ্রীব সেনা নিবেশিত করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

দশানন সূর্য্যাস্ত সময়ে সসৈন্যে কৈলাসপর্ব্বতে উপনীত হইয়া সেনা নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পর্ব্বতের সমানবর্ণ নিশাকর উদিত হইলে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন

ঐ সুমহৎ সৈন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই সময় মহাবীর্য্য দশানন শৈলশিখরে শয়ন করিয়া চন্দ্র ও বিবিধ পাদপনিকর দ্বারা সমুদ্দীপিত পর্ব্বতশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রস্ফু-টিত রক্তবর্ণ কর্ণিকার বন, কদম্ব ও বকুল বৃক্ষরাজি, প্রস্ফুটিত পদ্ম বন ও মন্দাকিনীর জল এবং চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল, পনস ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা সমুদ্ভাসিত বনান্তর মধ্যে অনুরাগসম্পন্ন মধুরকণ্ঠ কিন্নর সকল মদনে উন্মত্ত ও একত্রিত হইয়া মনের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক গান করিতেছিল। মদজনিত রক্তা-পাঙ্গ মদমত্ত বিদ্যাধরগণ কামিনীদিগের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া ও উচ্চৈঃ হাস্য করিতেছিল। কুবেরালয়ে গানকারী অপ্সরো-গণের গীতিশব্দ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতেছিল। মধু ও আসবগন্ধি বৃক্ষ সকল পবনে চালিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত পর্ব্বতকে সুবাসিত করিতেছিল। মধু ও পুষ্পপরাগে প্রভূত বায়ু গন্ধ বহন করত কাম উদ্দীপিত করি[illegible] সুখস্পর্শভাবে
উপস্থিত
বহিতে লাগিল। মহাবলশা[illegible] রাবণ সঙ্গীত, পুষ্প-
ভগিনীকে
সমৃদ্ধি, বায়ুর শীতল[illegible] শোভাসম্পত্তি, রাত্রিকাল ও
অঙ্গুলি
চন্দ্রোদয় নয়নযুগল স্প[illegible] বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন ; এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে অপ্সরাপ্রধানা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা দিব্যচন্দন-দিগ্ধাঙ্গী রম্ভা ঐ স্থানে সৈন্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে-ছিল। দিব্যপুষ্পে বিভূষিতা হইয়া রম্ভা বিহারোপযুক্ত দিব্য-বেশ ভূষা করিয়াছিল। তাহার নয়নযুগল অতীব মনোহর এবং মেখলাদামভূষিত পীন নিতম্ব রতির উপায়ন স্বরূপ। হরিচন্দনাদির আর্দ্রতিলক এবং ষড় ঋতুর কুসুমনির্ম্মিত বিবিধ অলংকার ধারণ করিয়া রম্ভা কান্তি, শ্রী ও প্রশংসাবিষয়ে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। এবং নীরপূরিত নীরদের ন্যায় নীল বসনে অবগুণ্ঠিতা ছিল। তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল-

সদৃশ, ভ্রূযুগল সুন্দর শরাসনের তুল্য, উরুদ্বয় করিকরোপম এবং করতলযুগল মসৃণ ও কোমল।

রাবণ দেখিতে পাইলেন, রম্ভা সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, অমনি তিনি কামের বশবর্ত্তী হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লজ্জিতা রম্ভার হস্ত ধারণ করিয়া লজ্জিত ভাবে কহিলেন, সুন্দরি! কোথায় গমন করিতেছ। তুমি নিজের ইচ্ছায় কাহার সম্ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে যাইতেছ। কোন্ ব্যক্তির সৌভাগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমারে উপভোগ করিবে। আজ কোন্ ব্যক্তি অমৃত রসের ন্যায়, তোমার পদ্মোৎপলসুগন্ধি আননরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে! ভীরু! তোমার এই সুবর্ণকুম্ভসদৃশ পরস্পরসংঘট্টিত সুন্দরদর্শন পীবর কুচযুগল কাহার বক্ষঃস্থলে স্পর্শসুখ প্রদান করিবে? ভামিনি! কোন্ ব্যক্তি আজ তোমার এই স্বর্ণদামবিমণ্ডিত স্বর্ণচক্রসদৃশ স্বর্গসুখপ্রদ জঘনস্থলে আরোহণ করিবে? ইন্দ্রই বল, বিষ্ণুই বল, অথবা অশ্বিনীকুমারই বল, আমা অপেক্ষা প্রধান পুরুষ আর কে আছে! অতএব ভীরু! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছ, ইহা তোমার উচিত হয় না। হে সুনিতম্বিনি! আইস, সুন্দর শিলাতলে বিশ্রাম কর। আমা ভিন্ন ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান্ আর কেহ নাই। দেখ, আমি ত্রৈলোক্যেশ্বরেরও অধীশ্বর ও বিধাতা রাবণ; এইরূপে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমায় যাচঞা করিতেছি; সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর।

এই কথা শুনিয়া রম্ভা কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! প্রসন্ন হউন। এরূপ বাক্য বলা আপনার উচিত হয় না, আপনি আমার গুরুজন। বরং অন্যে যদি আমার অবমাননা করে, তাহা হইলে, আমাকে আপনারই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পুত্রবধূ; আমি আপনাকে যথার্থই বলিতেছি। এই বলিয়া রম্ভা অধোমুখে নিজ

চরণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাবণকে দেখিয়াই তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

অনন্তর দশানন রম্ভাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হইতে, তাহা হইলে আমার পুত্র বধূ হইতে। রম্ভা বলিল, আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যাই বটি। রাক্ষস! আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার পুত্রেরই ভার্য্যা। আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্র নলকূবর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত। তিনি ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের, বীর্য্যে ক্ষত্রিয়ের, ক্রোধে অগ্নির ও ক্ষমাগুণে বসুমতীর সমান। আজ আমি সেই লোকপালপুত্রের সহিত সঙ্কেত করিয়াছি। তাহার উদ্দেশেই আজ আমার এই সমস্ত বেশ ভূষাও বিরচিত হইয়াছে। আজ তিনি ভিন্ন অন্য কাহাতে আমার মনও নাই। রাজন্! আমি আজ তাঁহার নিকট সত্য করিয়াছি; অতএব আপনি আমায় পরিত্যাগ করুন। সেই ধর্ম্মাত্মা আমার প্রতীক্ষায় অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিঘ্ন করা আপনার কর্ত্তব্য হয় না; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করুন। রাক্ষসরাজ! সাধুগণ যে পথ অবলম্বন করেন, আপনিও সেই পথ অবলম্বন করুন। আপনি আমার মাননীয়, আমিও আপনার পালনীয়া।

এই কথা শুনিয়া দশানন বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আপনার পুত্রবধূ, তুমি যে এই কথা বলিলে, যাহারা এক জনের পত্নী, এ কথা তাহাদিগের পক্ষেই সঙ্গত। দেবতাদিগের মধ্যে চিরন্তন ব্যবস্থাই এই যে, অপ্সরাদিগের পতি নাই; তাহারা এক জনের কলত্র নহে। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রম্ভাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া কামভোগে আসক্ত হইয়া বিহার আরম্ভ করিলেন। রতিভুক্ত হইয়া রম্ভার মাল্য ও ভূষণ বিভ্রষ্ট হইল; এবং সে গজরাজের ক্রীড়ানিবন্ধন উন্মথিতা নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার কেশাগ্র আলুলায়িত ও

বিস্রস্ত হইয়া পড়িল; এবং করপল্লব কম্পিত হইতে থাকিল, বোধ হইল যেন কুসুমশালিনী বল্লরী বায়ুবলে পরিচালিতা হইতেছে।

অনন্তর রম্ভা কম্পিত কলেবরে লজ্জিত ও ভীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পাদযুগলে পতিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া মহাত্মা নলকূবর বলিলেন, ভদ্রে! এ কি? তুমি আমার চরণে পতিত হইলে কেন? তখন রম্ভা কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে আমূলত সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, দেব! দশানন স্বর্গলোক গমনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছেন। অরিন্দম! আমি আপনার নিকট আসিতেছিলাম, এই সময় তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই আমাকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার নিকট গমন করিতেছ? আমি তাঁহাকে সমস্তই সত্য কথা কহিলাম; এবং দেব! আমি আপনার পুত্রবধূ বলিয়া বারম্বার আমায় পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি কামমোহে হতজ্ঞান হইয়া আমার কথা শ্রবণ করিলেন না; সমস্ত বাক্যই অগ্রাহ্য করিয়া আমায় ধর্ষণা করিয়াছেন। অতএব হে সুব্রত! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করা তোমার উচিত হইতেছে। স্ত্রীর বল কখনই পুরুষের বলের সমান নহে।

এই কথা শুনিয়া কুবেরনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং রাবণ ধর্ষণা করিয়াছেন, শুনিয়া, সত্যমিথ্যা অবগত হইবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে রাবণেরই কর্ম্ম জানিতে পারিয়া, ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণমাত্রে হস্তে জলগ্রহণ করিলেন; এবং যথাবিধানে আচমন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, রম্ভে! তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও যেহেতু রাবণ

তোমাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াছে, সেইহেতু আমি তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছি; সে যেন আর কোন যুবতীকেই ধর্ষণ করিতে না পারে। সে যদি কখনও কামার্ত্ত হইয়া কোন কামিনীকে বলাৎকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্র তাহার মস্তক শতধা চূর্ণীকৃত হইবে। জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভ এই শাপ উচ্চারিত হইবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। লোকের অবস্থা আর নিশাচর রাবণের মৃত্যু অবগত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও পরম আনন্দিত হইলেন। রাবণ সেই লোমাঞ্চকর শাপ শ্রবণ করিয়া সেই পর্য্যন্ত অকামাকামিনী সম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সকল পতিব্রতা কামিনীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা নলকুবরপ্রদত্ত মনোমত অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা দশানন সৈন্যবল ও বাহনসহ কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবলোক গমনকালে চতুর্দ্দিকে ভিদ্যমান সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের মহাশব্দ হইতে লাগিল। রাবণ আগমন করিতেছেন, শ্রবণ করিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে বিচলিত হইলেন; এবং ঐ সমবেত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হও। যুদ্ধে ইন্দ্রেরই সমান সুমহাবল দেবগণ ইন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বর্ম্ম পরিধান করত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। ইন্দ্র কিন্তু রাবণের ভয়ে ভীত ও কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিষ্ণো। এক্ষণে রাবণের সম্বন্ধে কি করিব? অহো! অতি বলবান্ নিশাচর রাবণ যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে; অন্য কারণ নহে, সে কেবল বরপ্রদান হেতুই

বলবান্ হইয়াছে। কমলযোনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি যেমন আপনার বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি সেইরূপই করুন। হে দেবদেবেশ মধুসূদন! সরচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনা ভিন্ন আর অন্য গতি ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় নাই। আপনি পদ্মনাভ সনাতন শ্রীমান্ নারায়ণ, এই সমস্ত লোক, এবং আমি দেবরাজ তোমাতেই অবস্থাপিত রহিয়াছি। তুমিই এই সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ। ভগবন্! যুগক্ষয়ে সমস্ত আপনাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব দেবদেব! আমি যাহাতে জয়ী হইতে পারি, আপনি যথার্থ উপদেশ করুন। বিভো! আপনি অসি ও চক্র লইয়া রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করুন।

ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেব বিভু নারায়ণ কহিলেন, ভয় করিও না; যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বরদানপ্রযুক্ত রাবণ এক্ষণে দুর্জ্জয় হইয়াছে; সুরাসুর সমস্ত একত্রিত হইয়াও দুষ্টাত্মা রাবণকে পরাজয় বা বিনাশ করিতে পারিবে না। আমি দেখিতেছি, বলদর্পিত রাবণ পুত্রের সমভিব্যাহারে অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিবে। দেবরাজ! তুমি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে আমি রাবণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না। শত্রুকে সংহার না করিয়া বিষ্ণু কখন সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না, কিন্তু রাবণ বর দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং তাহার এক্ষণে বিনাশ হইবে না। যাহা হউক, শতক্রতো! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সত্বরই এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব। কাল উপস্থিত হইলে, আমিই রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগকে তুষ্ট করিব। হে শচীপতে দেবরাজ! আমি তোমাকে এই প্রকৃত কথা কহিলাম। হে মহাবল! তুমি যাইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ মরুদ্‌গণ,বর্ম্ম পরিধান করত সসজ্জ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে রাক্ষস-দিগকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় সেই উষাকালে ঘোরযুদ্ধ প্রবৃত্ত রাক্ষসসৈন্যের তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; তাহাতে সহসা সকলেই জাগরিত হইয়া, রাক্ষসযোদ্ধাগণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক অতীব হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধাভিমুখেই ধাবিত হইল। সেই অক্ষয় রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিয়া দেবসৈন্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর তুমুল শব্দ সহকারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা দেবগণ এবং রাক্ষস ও দানবগণের ভয়ানক সমর আরম্ভ হইল। এই সময় রাবণের অমাত্য ঘোরদর্শন সাহসিক বীর রাক্ষসগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহা-দংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, দেবান্তক ও নরান্তক,এই সকল মহাবীর্য্যশালী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাব-ণের মাতামহ মহাবল সুমালী যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং বায়ু যেমন জলধরপটল নাশ করে, তেমনি অতীব কুপিত হইয়া, বিবিধ শাণিত অস্ত্র দ্বারা দেবসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। রাম! এইরূপে নিশাচরেরা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত দেবসৈন্য সিংহবিদ্রাবিত মৃগযূথের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় বলবান্ মহাবীর সাবিত্র-নামক অষ্টম বসু সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শত্রুদিগের ত্রাসোৎ-পাদন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর্য্য ত্বষ্টা ও পূষা নামক আদিত্যদ্বয়ও এই সময় এক সঙ্গেই নির্ভয়ে রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দেবগণ রাক্ষসদিগের কীর্ত্তি সহিতে না পারিয়া রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাক্ষসেরাও শত সহস্র ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থিত দেবতাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মহা-

বাণ বর্ষণ এবং শত শত সুদারুণ শূল ও প্রাস দ্বারা নিরন্তর আহত হইয়া দেবতারা একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না।

সুমালী এইরূপে দেবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলে, অষ্টম বসু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, এবং নিজসৈন্যগণের সমভিব্যাহারে প্রহারকারী সুমালী রাক্ষসকে বিক্রমসহকারে নিবারণ করিলেন। অনন্তর সমরে অপরাঙ্মুখ সুমালী ও অষ্টম বসুর অতি তুমুল লোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাত্মা বসু বাণগণ দ্বারা সুমালীর আকাশচারী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে রণস্থলে শত বাণ দ্বারা রথ চূর্ণ করিয়া সাবিত্র সুমালীর বধার্থ হস্তে গদা গ্রহণ এবং সুমালীর মস্তকে ঐ কালদণ্ডোপম প্রদীপ্ত গদা নিপাতিত করিলেন। উল্কাপ্রতিম ঐ গদা নিশাচরের উপর পতন কালে, গিরির উপর পতমান ইন্দ্রপরিক্ষিপ্ত মহাশনির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিমেষমাত্রেই ঐ গদা দ্বারা সুমালী রণস্থলে ভস্মীভূত হইল, তখন তাহার অস্থি, কি মস্তক, কি মাংস, কিছুই আর দৃষ্ট হইল না।

— (:) —

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বসু সুমালীকে ভস্মসাৎ করিল দেখিয়া, দেবগণ রাক্ষসসৈন্য নিপীড়ন করিতে লাগিলেন; নিপীড়িত হইয়া সমস্ত সৈন্য চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলবান রাবণনন্দন মেঘনাদ সমস্ত রাক্ষসদিগকে বিনিবর্ত্তন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। মহারথ মেঘনাদ কামগামী মহার্হ রথে আরোহণ করিয়া কাননের দিকে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দেবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল। যুদ্ধে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নানাপ্রহরণধারী সে ঐ দেব-

সৈন্য সমস্তই ভয়ে পলায়ন করিল। কেহই তাহার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে পারিল না। তখন শরবিদ্ধ বিত্রস্ত দেব-সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, দেবগণ! ভীত হইও না; পলায়ন করিও না, যুদ্ধে প্রত্যাগমন কর; আমার এই অপরাজেয় পুত্র যুদ্ধার্থে গমন করিতেছেন।

অনন্তর শক্রনন্দন দেব জয়ন্ত অদ্ভুতনির্ম্মাণ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিমুখী হইলেন। তখন সমস্ত দেবগণ সেই শচীনন্দনকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, রাবণনন্দনকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহেন্দ্রনন্দন ও রাবণনন্দন, এবং তৎপক্ষীয় দেব ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, দেবরাক্ষসগণের যুদ্ধের ন্যায়ই হইতে লাগিল। তদনন্তর রাবণনন্দন জয়ন্তের সারথি মাতলির পুত্র গোমুখের উপর বিস্তর সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শচীপুত্র জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের সারথিকে এবং তাহাকেও সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিলেন। রাবণনন্দনও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ভ্রুকুটীবদ্ধ বিস্ফারিত লোচনে শরবর্ষণ করত ইন্দ্রনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া, দেবসৈন্যের উপর সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ এবং শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশু ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণতনয় এই রূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, মহা অন্ধকার উৎপন্ন হইল; তাহাতে ত্রিলোক ব্যথিত হইয়া উঠিল। এই সকল ইন্দ্রনন্দনের সমন্তাদ্বর্ত্তী দেবসৈন্য শরজালে প্রপীড়িত হইয়া বিবিধপ্রকারে চঞ্চল হইয়া পড়িল। দেবতা কি রাক্ষসগণ উভয় পক্ষেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল না। বিপর্য্যস্ত হইয়া সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে থাকিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত হইয়া দেবতারা দেবতাদিগকে, এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল। কতক বা পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে পুলোমানামক বীর দানবরাজ শচীপুত্রকে

গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে লইয়া গেল। পুলোমা শচীর জন্মদাতা; সুতরাং জয়ন্তের মাতামহ; নিজ দৌহিত্রকে লইয়া সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। জয়ন্ত অদৃশ্য হইলেন দেখিয়া দেবগণ কাতর ও ব্যথিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিলেন। নিরতিক্রুদ্ধ রাবণনন্দন তদ্দর্শনে নিজদলবলে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল।

এই রূপে পুত্র অদৃশ্য হইলেই, দেবগণও পলায়ন করিতে লাগিলেন, দর্শন করিয়া দেবরাজ মাতলিকে আজ্ঞা করিলেন, আমার রথ আনয়ন কর। মহাভীষণ মহারথ সজ্জিত হইয়াছিল; এক্ষণে দেবরাজের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মাতলি সেই মহাবেগ রথ সত্বর চালনা করিয়া আনিলেন। মহাবল পুরন্দর সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলে পর রথের সম্মুখে বিদ্যুৎসহকৃত মহাবল মহামেঘ সকল বায়ুবলে চঞ্চল হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং গন্ধর্ব্বগণ বিবিধ বাদ্য বাদন ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবরাজ নানাস্ত্রধারী রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমার ও মরুদগণসমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিলে বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল; দিবাকর অদৃশ্য হইলেন; এবং মহোল্কা সকল পতিত হইতে লাগিল।

এ দিকে প্রতাপশালী শূর দশাননও মহাকায় লোমাঞ্চজনক ভীষণ পন্নগগণে পরিবেষ্টিত, ঐ সকলের নিশ্বাসপবনে যেন প্রদীপিত, বিশ্বকর্ম্মার বিনির্ম্মিত দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। তিনি দৈত্য ও নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ঐ দিব্য রথ আরোহণে মহেন্দ্রের অভিমুখীন হইলেন। এবং পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল। মেঘনাদও যুদ্ধস্থল হইতে বহির্গত হইয়া বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন।

অনন্তর মেঘ সকল যেমন জলবর্ষণ করে, তেমনি শর বর্ষণ করিয়া দেব ও রাক্ষসগণ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ করিতেছে; কিছুই অবগত হইল না; যাহাকে নিকটে পাইতে লাগিল; বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করত তাহারই সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে কুপিত হইয়া দন্ত, পাদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর সকলের দ্বারা যাহাকে তাহাকে প্রহার করিয়া দেবতাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে থাকিল। কিন্তু অবশেষে মহাঘোর রুদ্রদিগের সহিত মহা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সে বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসসৈন্য মরুদ্‌গণ সহকৃত দেবতাদিগের সহিত মহাঘোর সংগ্রাম করিয়া শেষে নানাপ্রহরণাঘাতে দূরীকৃত হইল। কেহ কেহ ছিন্ন ও বিনিহত হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল; কেহ কেহ বা স্ব স্ব বাহনের পৃষ্ঠেই পতিত রহিল। কতক বা উত্থিত হইয়া; কেহ রথ, কেহ নাগ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ পন্নগ, কেহ তুরগ, কেহ শিশুমার, কেহ বরাহ, কেহ পিশাচবদন, এবং কেহ কেহ বা পন্নগদিগকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অর্দ্ধমূর্চ্ছিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আর, কতক বা দেবগণ কর্ত্তৃক শস্ত্রচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাক্ষসেরা নিহত হইয়া ভূমিতলে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, রণকর্ম্ম যেন চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রণস্থলে শোণিতোদকপ্রবাহিণী, কাক ও গৃধ্রগণে সমাকুল, শস্ত্র রূপ গ্রাহসম্পন্না নদী প্রবাহিত হইল। এই সময় প্রতাপশালী দশানন, দেবতারা সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিলেন, দর্শন করত অত্যন্ত কুপিত হইয়া সত্বর সেই মহাপ্রবৃদ্ধ দেবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমরে দেবতাদিগকে প্রহার করিতে করিতে ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রও সুমহারাবী শরাসন আকর্ষণ করিলেন; ঐ শরাসন আকৃষ্ট হইলে উহার মহাশব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। পুরন্দর ঐ সুমহাশরাসন

বিস্ফারণ করিয়া রাবণের মস্তকে শত শত পাবক ও সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু রাক্ষসরাজ দশাননও কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত শত শত বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

ঘোরতর শরবর্ষণ পূর্ব্বক উভয়ে এই রূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; সুতরাং তখন আর কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইল না।

—:•:—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

এই রূপে অন্ধকারসৃষ্ট হইলে পর বলোন্মত্ত দেব ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই ঘোরতর অন্ধকারে কেবল ইন্দ্র, রাবণ আর মেঘনাদ, এই তিন জনের দৃষ্টি ব্যাঘাত হইল না। যাহা হউক, ক্ষণ মধ্যেই নিজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল দর্শন করত দশানন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং অত্যুচ্চ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। এই রূপে দুর্দ্ধর্ষ দশগ্রীব রথস্থিত সারথিকে কহিলেন, তুমি আমার শক্রসৈন্যমধ্যে উহার প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া চল। আমি এখনই নানা শস্ত্র বর্ষণ করিয়া সকল দেবতাকেই যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি ইন্দ্রকে, কুবেরকে, বরুণকে ও যমকে বিনাশ করিব; তাহার পরেই সমস্ত দেবতাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং সর্ব্বোপরি অবস্থিতি করিব। নিরুৎসাহ হইও না, শীঘ্র আমার রথ চালন কর। আমি তোমাকে আজ দুই বার বলিলাম, তুমি আমার শক্রসৈন্যের পর পার পর্য্যন্ত লইয়া চল। আমরা এক্ষণে নন্দনবনের নিকট অবস্থিতি করিতেছি, তুমি আমায় উদয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত লইয়া চল।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি শক্রসৈন্যের মধ্য দিয়া মনোবেগগামী তুরঙ্গদিগকে চালনা করিল। তখন দশাননের

সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেবরাজ রথের উপর হইতে দেবতা-দিগকে কহিলেন, দেবগণ! আমার মনোগত অভিপ্রায় বলি-তেছি, শ্রবণ কর। দশাননকে জীবিত অবস্থায়ই ধারণ করিয়া বন্দী করিতে হইবে। এই অতিবলশালী দশানন বায়ুবেগ রথে আরোহণ করত, পর্ব্বকালীন প্রবৃদ্ধবেগ সাগরের ন্যায় সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে এক্ষণে বিনাশ করা অস-ম্ভব; বরদানহেতু এক্ষণে ইহার মৃত্যু হইবে না। অতএব আইস, আমরা রাবণকে বন্দী করি; তজ্জন্য সকলেই সমরে যত্নবান হও। যেমন বলিকে বদ্ধ করাইয়া আমি ত্রিলোক ভোগ করিতেছি, আমার ইচ্ছা আজি সেইরূপ এই পাপাত্মাকেও বন্ধন করিব।

এই কথা বলিয়া দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করত সংগ্রাম করিতে লাগি-লেন। অপরাঙ্মুখ রাবণ উত্তর দিক্ এবং পুরন্দর দক্ষিণ দিক্ দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শতযোজন পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ শরবর্ষণ করত সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পুরন্দর নিজসৈন্যদিগকে বধ্যমান দর্শন করত নির্ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাবণকে নিবারণ করিলেন। ক্ষণ পরেই হা! হত হইলাম; ইন্দ্র রাবণকে ধারণ করিল, এই বলিয়া দানবশ্রেষ্ঠগণ সকলে মহা চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রণারো-হণে সেই সুদারুণ দেবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে পূর্ব্বপ্রাপ্ত পশুপতিপ্রদত্ত মহামায়া আশ্রয় করিয়া ক্রোধভরে প্রবেশ করত দেবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল; পশ্চাৎ সকল দেবতাকেই পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। ইন্দ্রও শত্রুর পুত্র মেঘনাদকে দেখিলেন, তাহার গাত্রে কবচ ছিল না; দেবগণ তাহার উদ্দেশে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু

কিছুতেই মেঘনাদের ভয় হইল না। সে সম্মুখপাতী মাতলিকে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শর দ্বারা প্রহার করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা পুরন্দরকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করত সারথিকে বিদায় করিলেন; এবং ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রাবণনন্দনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাবণনন্দন মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া আকাশে থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়ায় মুগ্ধ করত শত শত শর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিল যে ইন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন রাবণতনয় তাঁহাকে মায়া দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। মহেন্দ্রকে বল পূর্ব্বক মহারণস্থল হইতে লইয়া চলিল, দেখিয়া, দেবতারা সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, কি হইল! রণজেতা মায়াবী মেঘনাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; মহেন্দ্র বিবিধ বিদ্যা জানিলেও ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া লইয়া গেল।

যাহা হউক, এই সময় দেবগণ সকলেই কুপিত হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে আচ্ছন্ন করিলেন; তাহাতে রাবণ সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। আদিত্যগণ ও বসুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত ও তাহাঁদিগের প্রহারে কাতর হইয়া তিনি আর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না।

পিতাকে এইরূপে সমরে প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত ও কাতর দেখিয়া পুত্র মেঘনাদ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, পিতঃ! আসুন; সমরকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন। জানিবেন, আমাদিগের জয় হইয়াছে। আপনি সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হউন। এই যে সুরসেনার অধিনায়ক ত্রৈলোক্যাধিপতি মহেন্দ্র, আমি দৈববলে ইঁহাকে ধারণ ও দেবগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছি। আপনি এক্ষণে নিজবলে শত্রুকে বশে রাখিয়া যথেচ্ছ ত্রিলোক ভোগ করুন। আর বৃথা পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সমরে আর কোনও ফল নাই।

রাবণনন্দনের এই বাক্য শুনিতে পাইয়া দেবগণ রণকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন; এবং ইন্দ্রবিহীন হইয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন।

অনন্তর নিশাচরেন্দ্র প্রথিতযশা বিপুলতেজস্বী দশানন নিজ পুত্রের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, আদরসহকারে পুত্রকে কহিলেন, মহাবল ব্যক্তির যেরূপ উপযুক্ত তাদৃশ বিবিধ পরাক্রমের কার্য্য দ্বারা তুমি আমার বংশের গৌরববৃদ্ধিকারক। তুমি আজ তাদৃশ পরাক্রমেই অতুল বলশালী দেবরাজ ও সমস্ত দেবতাদিগকেই জয় করিলে। যাহা হউক; ইন্দ্রকে রথে তুলিয়া লইয়া যাও; সৈন্যপরিবৃত্ত হইয়া এ স্থান হইতে নগরী যাত্রা কর। আমিও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎই গমন করিতেছি।

অনন্তর রাবণনন্দন দেবরাজকে গ্রহণ করত সৈন্য ও বাহন সমভিব্যাহারে নিজভবনে উপস্থিত হইয়া, কৃতযুদ্ধ সৈনিকদিগকে বিদায় দান করিলেন।

— [:] —

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণের পুত্র অতিবল দেবরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইলে পর, দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশেই থাকিয়া প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত রাবণকে সামসহকৃত বাক্যে কহিলেন, বৎস রাবণ! তোমার পুত্রের সমরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অহো! ইহার কি আশ্চর্য্য বিক্রম, কি অদ্ভুত বল! তোমারই সমান, কিম্বা অধিকও হইবে। তুমিও স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে; অতএব আমি তোমাদিগের পিতাপুত্রের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। বৎস দশানন!

তোমার এই বীর্য্যবান্ অতিবলশালী পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত এবং সর্ব্বদা যোদ্ধা, বলবান্ ও সকলের দুর্জ্জয় হইবে। রাবণ! তুমি ইহারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগকে স্ববশে স্থাপন করিলে। অতএব মহাবাহো! তুমি এক্ষণে পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্ত কর; ইঁহার মুক্তির বিনিময় স্বরূপ দেবতারা তোমাকে কি প্রদান করিবেন, বল।

অনন্তর যুদ্ধজেতা ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, প্রজাপতে! আপনি যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে, আমি অমর বর প্রার্থনা করি। তখন মহাতেজা প্রজাপতি মেঘনাদকে বলিলেন, ভূমণ্ডলে পক্ষী, চতুষ্পদ কি অন্যান্য মহা ওজস্বী প্রাণিদিগের মধ্যে কেহই কুত্রাপি একবারে অমর নাই।

লোকনাথ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ তাঁহাকে কহিলেন, তবে ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্ত্তে আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি শ্রবণ করুন। যে কোন সময়ে আমি শত্রুজয়ার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া যথাবিধানে অগ্নিতে হোম করিব, তখনই যেন অগ্নি হইতে আমার নিমিত্ত অশ্বসহিত রথ উত্থিত হয়; এবং আমি যতক্ষণ সেই রথে থাকিব, ততক্ষণ যেন আমি অমর হই; দেব! এই বরই আমি স্থির করিলাম। যদি জপ ও অগ্নিতে হোম সমাপন না করিয়া আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে যেন আমার বিনাশ হয়। দেব! সকলে তপস্যা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আমি বিক্রম দ্বারা অমরত্ব লাভ করিব। পিতামহ কহিলেন, তথাস্তু। তখন মেঘনাদ ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিল; দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন।

রাম! অনন্তর ইন্দ্র নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহার দেবকান্তি লোপ পাইল; তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, শতক্রতো! এখন ভাবিতেছ বটে, কিন্তু তখন তাদৃশ

দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে কেন? দেবরাজ! আমি মনো দ্বারা কতকগুলি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের সকলেরই বর্ণ, বাক্য ও রূপ সর্ব্বপ্রকারেই একপ্রকার হইয়াছিল; আকৃতি কি লক্ষণে তাহাদিগের কোন ইতর বিশেষ ছিল না। তদনন্তর আমি একাগ্রমনে সেই সকল প্রজার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম; এবং তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন করিয়া এক স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে যাহার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট আমি তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইলাম; এবং ঐ সকল রূপ গুণ একত্রিত করিয়া অহল্যা নামে স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। হল শব্দের অর্থ বিরূপতা; সেই বিরূপতা হইতে জন্মে যে নিন্দা তাহার নাম হল্য; আমার সৃষ্ট ঐ স্ত্রীতে হল্য ছিল না বলিয়া সে অহল্যা নামে বিখ্যাত হইয়াছে; আমি তাহার ঐ নাম রাখিয়াছিলাম। হে দেবেন্দ্র! হে সুরশ্রেষ্ঠ! সেই নারীকে সৃষ্টি করিয়া আমার চিন্তা হইল, এ কাহার পত্নী হইবে। শক্র! তুমি কিন্তু তৎকালে আপন পদের অহঙ্কারে তাহাকে তোমার নিজেরই পত্নী জ্ঞান করিয়াছিলে। আমি তাহাকে মহাত্মা গৌতমের নিকট ন্যাস স্বরূপে রক্ষা করিলাম। অনেক বৎসরের পর গৌতম পুনর্ব্বার তাহাকে আমায় ফিরাইয়া দিলেন। অনন্তর আমি মহামুনি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহারই সহিত অহল্যার বিবাহ দিলাম। অনন্তর মহামুনি অহল্যার সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে আমি অহল্যাকে গৌতমের সহধর্ম্মিণী করিলে পর, দেবতারা সকলেই হতাশ হইলেন। কিন্তু তুমি কামের বশীভূত ও কুপিত হইয়া মুনির আশ্রমে যাইয়া দেখিলে, অহল্যা অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। তখন তুমি কামান্ধতা এবং ক্রোধবশতঃ তাহার সতীত্ব হরণ করিলেন। ঐ সময় গৌতম তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই মহাতেজা মহামুনি কুপিত হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন, যে, শক্র! তোমার

দশাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর সতীত্ব লোপ করিয়াছ; এই জন্য তুমি সমরে শত্রু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইবে। আর মূঢ়মতে! তুমি যে এই পাপের সৃষ্টি করিলে, তোমার দোষে অদ্যাবধি মানুষলোকে এই পাপ প্রচলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যে ব্যক্তি এই পাপ করিবে, সে ঐ পাপের অর্দ্ধভাগী হইবে; অপর অর্দ্ধ তোমাতে পতিত হইবে। আরও বলিতেছি, যে যে দেবতার রাজা হইবে, তাহারই পদ চিরস্থায়ী হইবে না। আমি এই অভিসম্পাত করিলাম।

শক্র! মহামুনি গৌতম তৎকালে তোমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তদনন্তর ঐ সুমহাতপা মহর্ষি নিজ-ভার্য্যাকেও অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, দুর্ব্বিনীতে! আমার এই আশ্রমসমীপেই তোমার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হউক। তুমি রূপযৌবনসম্পন্না, কিন্তু তোমার চিত্ত অস্থির; অতএব লোকে আর তুমিই কেবল একা রূপবতী থাকিবে না। সকল সৃষ্ট বস্তুই তোমার রূপ ভাগ করিয়া লইবে; তোমার এই অসামান্য রূপ লইয়া এই অনর্থ ঘটিয়াছে। সেই অবধিই সকল সৃষ্ট পদার্থই সুন্দর হইয়াছে। অনন্তর অহল্যা মহর্ষি গৌতমের কোপশান্তি করিতে লাগিলেন। কহিলেন, ব্রহ্মন্! দেবরাজ আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমার সতীত্ব লোপ করিয়াছেন; সুতরাং আমি না জানিয়াই পাপ করিয়াছি; ইচ্ছা করিয়া করি নাই। অতএব হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

অহল্যা এই কথা কহিলে পর গৌতম কহিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশে এক মহাতেজা মহারথ জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকে রামনামে বিখ্যাত হইবেন। মানুষরূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু সেই রাম ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধনার্থ বনে আগমন করিবেন; ভদ্রে! তুমি যখন তাঁহার দর্শন পাইবে, তখন তোমার পাপ দূর হইবে। যে পাপ করিয়াছ, তিনিই সেই পাপের মোচন করিতে পারি-

বেন। তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিয়া, তুমি অবশেষে পুনর্ব্বার আমার নিকট উপস্থিত হইবে। বরবর্ণিনি! তখন তুমি আবার আমার সহিত কাল যাপন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া সেই রাজর্ষি পুনর্ব্বার নিজ আশ্রমমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও সেই অবধি সুমহৎ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শক্র! সেই মুনির অভিসম্পাতনিবন্ধনই তোমার এই সকল ঘটিয়াছে। অতএব মহাবাহো! পূর্ব্বে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর। বাসব! সেই অভিসম্পাতনিবন্ধনই তুমি শক্র কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণেই হও নাই। এক্ষণে তুমি শীঘ্র সংযত হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ কর। সেই যজ্ঞ দ্বারা শুচি হইলে পুনর্ব্বার দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। দেবরাজ! মহারণে তোমার পুত্রও বিনষ্ট হয় নাই; তাহার মাতামহ তাহাকে লইয়া গিয়া মহাসাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন।

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার দেবগণের রাজা হইয়া স্বর্গরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের এতাদৃশ বল আমি এই কীর্ত্তন করিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিল।

অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই বলিল, আশ্চর্য্য। রামের পার্শ্বোপবিষ্ট বিভীষণ রামকে কহিলেন, আজ অনেক দিনের পর আমার প্রাচীন বৃত্তান্ত পুনঃস্মরণ হইল। তখন রাম অগস্ত্যকে কহিলেন, আপনার বাক্য সমস্তই সত্য বটে, আমি বিভীষণের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অনন্তর অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সর্ব্বলোকের কণ্টকস্বরূপ রাবণ পুত্রসমভিব্যাহারে এই রূপে রণে দেবরাজ বাসবকে জয় করিয়া অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার প্রণত হইয়া বিস্ময়বশতঃ ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! হে ভগবন্! ক্রূর রাক্ষস রাবণ যখন মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কি মেদিনী লোকশূন্যা ছিলেন? সমগ্র মেদিনীমণ্ডলে কি তৎকালে কোন রাজা কি রাজপুত্রই ছিলেন না, যে রাবণের দণ্ড করেন? অথবা তখন সকল রাজাই হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন? শুনিতেছি রাবণ ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকলের দ্বারা সকল রাজাকেই দূরীকৃত করিয়াছিলেন!

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া, রুদ্রদেবকে প্রজাপতির ন্যায়, রামচন্দ্রকে কহিলেন, পার্থিবশ্রেষ্ঠ! রাবণ এই রূপে রাজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাক্ষাৎ স্বর্গপুরীর ন্যায় মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন; ভগবান্ অগ্নিদেব নিয়ত ঐ পুরীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ পুরীর রাজার নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন অগ্নির ন্যায়ই তেজস্বী ছিলেন; এবং ঐ পুরীতে অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে স্থাপিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেন। এক দিন মহাবল হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে ক্রীড়া করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিনেই রাক্ষসরাজ রাবণ মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা অর্জ্জুন কোথায়? তোমরা আমাকে শীঘ্র নিশ্চয় করিয়া বল। আমি রাবণ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। তোমরা তাহাকে সর্ব্বাগ্রে আমার আগমন সংবাদ দান কর। রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুপণ্ডিত অমাত্যগণ তাহাকে কহিলেন, রাজা নগরীতে উপস্থিত নাই। পৌরজনের মুখে অর্জ্জুনের অনুপস্থিতি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশ্র-

বার পুত্র দশানন নগরী হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক হিমবৎ সদৃশ বিন্ধ্য পর্ব্বতে গমন করিলেন; বিন্ধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখি- লেন উহা মহামেঘের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হইয়াছে; যেন মেদিনীমণ্ডল বিদারণ করিয়া উদিত হইয়াছে; যেন অম্বরতল বিলিখন করিতেছে। ঐ পর্ব্বতের সহস্র সহস্র শিখর; সিংহ- গণ উহার কন্দর মধ্যে বাস করিতেছে। শত শত শ্বেতবর্ণ জল- প্রপাত উহা হইতে পতিত হইতেছে। যেন পর্ব্বত অট্টহাস্য করিতেছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও কিন্নরগণ স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ঐ অত্যুচ্চ পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছে। অতএব উহা যেন স্বর্গের ন্যায় হইয়াছে। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছতোয়া নদী সকল প্রবা- হিত হইতেছে, তাহাতে পর্ব্বত চঞ্চল জিহ্বাসম্পন্ন সহস্র ফণা- বিশিষ্ট নাগরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাক্ষসরাজ রাবণ হিমবৎসদৃশ ঊর্দ্ধব্যাপী দরীসম্পন্ন বিন্ধ্য পর্ব্বত দেখিতে দেখিতে নর্ম্মদায় গমন করিলেন। ঐ পুণ্যা পশ্চিমসাগরবাহিনী নর্ম্মদার জল উপলখণ্ডোপরি দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উষ্মা- ভিতপ্ত মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দূল, ঋক্ষ ও গজরাজ সকল পতিত হইয়া উহার জল আলোড়ন করিতেছে; এবং চক্রবাক, কারণ্ডব, হংস, জলকুক্কুট ও সারস সকল উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া নিয়ত মত্তভাবে রব করিতেছে। মনোহারিণী নর্ম্মদা যেন উৎকৃষ্ট কামিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রস্ফুটিত বৃক্ষ সকল উহার ভূষণ; চক্রবাকমিথুন উহার স্তন; বিস্তীর্ণ পুলিন উহার নিতম্ব দেশ; হংসশ্রেণী উহার মেখলা, পুষ্পরেণু উহার অনুলেপন; জলফেণা উহার শুভ্র দুকূল, অবগাহনসুখ উহার স্পর্শসুখ; প্রফুল্ল উৎপল উহার শুভ্রনেত্র। রাক্ষসপুঙ্গব দশানন বিমান হইতে অবতরণ করত কামিনীস্বরূপিণী ঐ সরিদ্বরা নর্ম্মদায় অবগাহন করিয়া উহার নানামুনিনিষেবিত মনোরম পুলিনদেশে অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলেন। এবং নর্ম্মদা- দর্শনে আনন্দিত হইয়া গঙ্গার ন্যায় নর্ম্মদার প্রশংসা করত

বিলাসসহকারে অমাত্য শুক সারণকে কহিলেন, দেখ, তীক্ষ্ণ-তাপদাতা দিবাকর সহস্র রশ্মিজালে ব্রহ্মাণ্ডকে সুবর্ণময় করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু দেখ, ইনি যেন এক্ষণে আমায় এই স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়াই চন্দ্রের ন্যায় শীতরশ্মি ধারণ করিয়াছেন; আমার ভয়ে বায়ুও নর্ম্মদার জল-সংযোগে শীতল, এবং সুগন্ধি ও শ্রম নাশক হইয়া, অতি সাবধানে প্রবাহিত হইতেছে। নক্র, মীন ও বিহঙ্গমসমন্বিত উর্ম্মি-মালিনী এই সরিদ্বরা নর্ম্মদাও ভীতা কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। তোমরা সমরে বিবিধ রাজগণ কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া চন্দনের ন্যায় রুধির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়াছ। অতএব সার্ব্বভৌমপ্রভৃতি মত্তমাতঙ্গ সকল যেমন গঙ্গায় অবগাহন করে, তোমরা তেমনি সকলেই এই মঙ্গলকারিণী স্বাস্থ্যদায়িনী নর্ম্মদায় অবগাহন কর। এই মহানদীতে স্নান করিলে পর তোমরা পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। আমিও ইহার শরদিন্দুসদৃশ পুলিনদেশে শ্রদ্ধাসহকারে পিণাকপাণি মহাদেবের অর্চ্চনার্থ পুষ্পোপহার কল্পনা করিব।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি অমাত্যগণ নর্ম্মদায় অবগাহন করিল। বামন অঞ্জন ও পদ্মাদি গজরাজগণ কর্ত্তৃক গঙ্গার ন্যায় ঐ সকল প্রধান প্রধান রাক্ষসরূপ গজ কর্ত্তৃক নর্ম্মদা বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল রাক্ষসসকল নর্ম্মদায় অবগাহন করত উত্থিত হইয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্পোপহার আহরণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাক্ষসেরা নর্ম্মদার শুভ্র মেঘসদৃশ কান্তি মনোরম পুলিনদেশে পুষ্পের পর্ব্বত করিয়া তুলিল। এইরূপে পুষ্প সঞ্চিত হইলে পর, রাক্ষসরাজ রাবণ গঙ্গায় মহাগজের ন্যায়, স্নানার্থ নর্ম্মদায় অবগাহন করিলেন। এবং স্নানকরত অনুত্তম জপ্য মন্ত্র জপ করিয়া সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। তদনন্তর আর্দ্র বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ শুক্লবসন

পরিধান করিলেন। অনন্তর তিনি পূজার স্থান নির্ণয়ার্থ কর-পুটে পুলিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসসকল মূর্ত্তিমান অঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। রাবণ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানে নীত হইতে লাগিল। অনন্তর রাবণ বালুকাবেদির উপর সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, বিবিধ গন্ধ ও অমৃতগন্ধি পুষ্প সকলের দ্বারা অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর চন্দ্রবিভূষণ বরপ্রদ আর্ত্তিহর দেবদেব মহাদেবের পূজা সমাপন করিয়া, রাক্ষসেশ্বর দশগ্রীব লিঙ্গের সম্মুখে গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ নর্ম্মদাপুলিনে যে স্থানে পুষ্পোপহার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরে মাহিষ্মতীর অধিপতি বিজয়িশ্রেষ্ঠ মহাপ্রতাপ রাজা অর্জ্জুন প্রমদাদিগের সমভিব্যাহারে নর্ম্মদার জলে বিহার করিতেছিলেন। তৎকালে অর্জ্জুননৃপতি স্ত্রীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া, সহস্রকরেণুপরিবৃত কুঞ্জরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন। নিজ সহস্র বাহুর বল কত জানিবার জন্য হৈহয়পতি এই সময় বাহুসমূহ দ্বারা নর্ম্মদার বেগ রোধ করিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের ভুজ নিকর দ্বারা বদ্ধ হইয়া নর্ম্মদার নির্ম্মলজল কূল প্লাবিত করিয়া, প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বর্ষাকালেরন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া জলপ্রবাহ মৎস্য, নক্র ও মকর এবং বহুতর পুষ্পরাশি ও কুশাসন সকলে সমাকুল হইয়া ধাবমান হইল। ঐ জলপ্রবাহ অর্জ্জুনকর্তৃক যেন রাবণের প্রতিই প্রেরিত হইয়া, রাবণের সমস্ত পুষ্পোপহার ভাসাইয়া লইল। তৎকালে রাবণের পূজা অর্দ্ধমাত্র হইয়াছিল। তিনি

ঐ অর্দ্ধ সমাপ্ত পূজার নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা কামিনীর ন্যায় নর্ম্মদাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, নর্ম্মদা পশ্চিম দিকে সাগরস্ফীতির ন্যায়,বৃদ্ধি পাইয়া, পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; আর পশ্চাৎ দিকে নির্ব্বিকারা অঙ্গনার ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে; এবং তথায় পক্ষী সকল নিরুদ্বিগ্ন ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে। অনন্তর দশানন মুখে কোন কথা না কহিয়া, নদীবেগের কারণ অবগত হইবার জন্য দক্ষিণ অঙ্গুলির দ্বারা শুক সারণকে সঙ্কেত করিলেন। তখন রাবণের আজ্ঞা পাইয়া দুই ভ্রাতা মহাবীর শুক ও সারণ আকাশ পথ অবলম্বন করত পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ দুষ্ট নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন পথ গমন করিয়া দেখিতে পাইল, এক পুরুষ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে জলক্রীড়া করিতেছেন। তিনি দেখিতে প্রকাণ্ড সালবৃক্ষের সদৃশ; তাঁহার কেশপাশ সলিলে ভাসমান হইতেছে। তিনি মধুপানে মত্ত হইয়াছেন; তাঁহার লোচনযুগল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। সুমেরু যেমন সহস্র পাদ দ্বারা মেদিনী ধারণ করিয়াছেন, ঐ পুরুষ তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা নদী বেগ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সহস্র সহস্র সুন্দরী যুবতী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে; যেন সহস্র মদমত্তা করেণু করিরাজকে ধরিয়া রহিয়াছে। সেই অতিভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া নিশাচর শুক ও সারণ প্রত্যাগমন করত রাবণকে সমুদায় নিবেদন করিল। কহিল, রাক্ষসরাজ! কে এক মহৎ সালপ্রমাণ পুরুষ সেতুর ন্যায় নর্ম্মদাকে রুদ্ধ করিয়া কামিনীদিগকে ক্রীড়া করাইতেছে; নর্ম্মদানদীর জল সেই পুরুষেরই সহস্রবাহু দ্বারা রুদ্ধ হইয়া মুহুর্মুহু সাগরস্ফীতির ন্যায় তরঙ্গ সকল উৎক্ষেপণ করিতেছে।

শুক সারণের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অর্জ্জুন, এই কথা বলিয়া রাবণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলেন।

রাক্ষসরাজ দশানন অর্জ্জুনাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলে, বায়ু ধূলি মিশ্রিত হইয়া মহা শব্দকরত প্রচণ্ডবেগে বহিতে আরম্ভ করিল। মেঘ সকলও বারিবিন্দুবর্ষণ পূর্ব্বক একবার মাত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাক্ষসরাজ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ এবং শুক সারণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনতি-দীর্ঘ কাল মধ্যেই অঞ্জনসঙ্কাশ বলবান্ নিশাচরাধিপতি সেই ভীষণ নর্ম্মদাতে উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ স্থানে করেণুগণ-পরিবৃত মহাগজের ন্যায় স্ত্রীগণপরিবেষ্টিত রাজা অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলদর্পিত রাক্ষসরাজের লোচন সকল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি রাজা অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, হৈহয়াধিপতিকে সংবাদ দেও, যে, রাবণ নামে রাক্ষসাধিপতি আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অর্জ্জুনের মন্ত্রীগণ সশস্ত্র উত্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রাবণ! তুমি ত যুদ্ধের কাল বিলক্ষণ অবগত আছ। আমাদিগের রাজা এক্ষণে মধুপানে মত্ত হইয়া স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছেন। তুমি এই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ! অতএব দশগ্রীব! তুমি এক্ষণে ক্ষমা করিয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, অথবা যদি তোমার রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে একান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, এবং যদি যুদ্ধতৃষ্ণায় তৃষিত হইয়া তুমি ব্যস্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে অগ্রে যুদ্ধে আমাদি-গকে বিনাশ কর। তাহার পর রাজা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে।

অনন্তর রাবণের ক্ষুধিত অমাত্যগণ রাজার অমাত্যদিগের কতক বিনাশ কতক বা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নর্ম্মদার তীরে রাবণের অমাত্য ও অর্জ্জুনের অমাত্যগণের মহান্ হলহলা শব্দ সমুত্থিত হইল। অর্জ্জুনপক্ষীয় যোধগণ সমন্তাৎ

ধাবিত হইয়া শত শত বাণ, প্রাস, শূল, তোমর, এবং বজ্র ও কর্পণ দ্বারা রাবণ ও তাঁহার অমাত্যদিগকে নিপীড়ন করিতে থাকিল। রাজা অর্জ্জুনের যোদ্ধগণের বেগ অতীব প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, এবং তাহারা নক্র, মীন ও মকরাদিপরিপূরিত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর প্রহস্ত ও শুক সারণ প্রভৃতি রাবণামাত্যগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশ-করত অর্জ্জুনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন দূতগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রীড়াপ্রবৃত্ত রাজা অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে রাবণের ও তাঁহার মন্ত্রীগণের ঐ কার্য্য নিবেদন করিল। এই কথা শ্রবণ করত রাজা অর্জ্জুন, ভয় করিও না, স্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া, গঙ্গাসলিল হইতে হস্তীর ন্যায় জল হইতে উত্থিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই অর্জ্জুন-রূপ অগ্নি মহাভীষণ যুগান্তাগ্নির ন্যায়; প্রজ্বলিত হইতে থাকিল। অনন্তর হেমাঙ্গদধারী ভূপতি অর্জ্জুন সত্বরে গদাগ্রহণ করিয়া, অন্ধকারের অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষসদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি মহাগদা উদ্যত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে গরুড়ের বেগ অবলম্বন পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। অনন্তর মুষলহস্ত দর্পোদ্ধত প্রহস্ত সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং হস্তস্থিত লৌহবদ্ধ মুষল ক্রোধভরে নিক্ষেপ করত অন্তকের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। করচ্যুত ঐ মুষলের অগ্র ভাগে অশোক পুষ্পশিখার ন্যায় অগ্নি জ্বলিতে থাকিল। তখন মুষল আসিতেছে দেখিয়া রাজা অর্জ্জুন কোনরূপে বিচলিত না হইয়া, অতি নৈপুণ্যের সহিত গদা দ্বারা ঐ মুষল ব্যর্থ করিলেন। পশ্চাৎ হৈহয়াধিপতি ঐ পঞ্চ শত হস্ত দীর্ঘ গুর্ব্বী গদা উদ্যত করিয়া প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন, অবিলম্বেই প্রহস্ত অতিবেগ সংযুক্ত গদা দ্বারা আহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রাহত গিরি-

কূটের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। প্রহস্ত পতিত হইল দেখিয়া মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। এই রূপে অমাত্য সকল পলায়িত এবং প্রহস্ত নিহত হইলে পর, রাবণ সত্বর নৃপশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর সহস্রবাহু মনুষ্যরাজ অর্জ্জুন ও বিংশতিবাহু রাক্ষসরাজ দশাননের লোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই সংক্ষুব্ধ মহাসাগর, দুই জঙ্গম পর্ব্বত, দুই তেজস্বী আদিত্য, দুই প্রদাহকারী পাবক, দুই বলোদ্ধত হস্তী, ও দুই বলদর্পিত সিংহ, এবং সাক্ষাৎ রুদ্র ও কালের সদৃশ রাবণ ও অর্জ্জুন গদাগ্রহণ পূর্ব্বক দুই মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে শুষ্মিনী গাভীর জন্য দুই মহাবৃষভের ন্যায়, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত সকল যেমন অনেক বজ্রপ্রহার সহ্য করে, তাঁহারা দুই জনে তেমনি বাহুপ্রহরে সহ্য করিতে লাগিলেন। শত শত অশনিশব্দের যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তাঁহাদিগের দুই জনের গদাপ্রহারশব্দেও তেমনি দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। অর্জ্জুনের গদা রাবণের বক্ষস্থলে পাত্যমান হইয়া বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আকাশতল সুবর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল। এই রূপে রাবণের গদাও মুহুর্মুহ অর্জ্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া, মহাগিরিপৃষ্ঠে মহোউল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। অর্জ্জুনও ক্লান্ত হন না; রাবণও ক্লান্ত হন না। পুরাকালে বলি ও বাসবের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল। যেমন দুই বৃষ শৃঙ্গ দ্বারা, এবং যেমন দুই হস্তী দন্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করে, তেমনি নররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে গদা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিত হইয়া সংপূর্ণ বলপূর্ব্বক, রাবণের বিশাল বক্ষস্থলে গদা প্রহার করিলেন। কিন্তু রাবণ বরদান দ্বারা রক্ষিত ছিলেন; সুতরাং রাবণের বক্ষস্থলে যেন দুর্ব্বল ব্যক্তি কর্তৃক পাতিত ও দ্বিধাভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তথাপি রাবণ

অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা আহত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চারি হস্ত দূরে অপসরণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। এই রূপে রাবণকে বিহ্বল হইতে দেখিবামাত্র অর্জ্জুন সহসা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, সর্পকে গরুড়ের ন্যায়, তাঁহাকে ধারণ করিলেন। নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা বল পূর্ব্বক ধারণ করত রাবণকে বন্ধন করিলেন। দশগ্রীব বদ্ধ হইলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া অর্জ্জুনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা অর্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া, মৃগকে ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়, ও হস্তীকে ধারণ করিয়া সিংহের ন্যায় মহানন্দে মেঘবৎ মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। এ দিকে প্রহস্ত স্বস্থ হইয়া রাবণকে বদ্ধ দেখিয়া ক্রোধভরে হৈহয়াধিপতির প্রতি ধাবমান হইল। তখন বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের বেগ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিরন্তর এইরূপ বলিতে বলিতে রাক্ষসগণ তৎকালে রণস্থলে শত শত মুষল ও শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রু-নিসূদন মহারাজ অর্জ্জুন কিন্তু অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া দেবারিদিগের ঐ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সহ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর বায়ু যেমন মেঘ সকলকে দূরীকৃত করে, হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন তেমনি সুদুঃসহ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষসদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করত তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন। এই রূপে নিশাচরদিগকে ত্রাসিত করিয়া তিনি সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া রাবণকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজনগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

বলিকে বন্ধন করাইয়া পুরন্দরের ন্যায়, মহারাজ অর্জ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া নিজনগরী প্রবেশ করিলেন; তৎকালে দ্বিজ ও পৌরজন তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর স্বর্গে পুলস্ত্য দেবগণের মুখে বায়ুধারণের ন্যায় অসম্ভাবিত রাবণধারণ বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর্য্যশালী মহর্ষি অপত্যস্নেহবশতঃ বিক্লব হইয়া মাহীষ্মতীর অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। বায়ুতুল্যগতি মনোবেগগামী দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য আকাশপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অমরাবতী মধ্যে ব্রহ্মার ন্যায়, হৃষ্ট পুষ্ট জনে সমাকীর্ণা, অমরাবতী সদৃশী মাহীষ্মতী পুরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। পাদচারী আদিত্যের ন্যায় সেই সুদুর্দ্দর্শ ঋষিকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রতিহারী সকল রাজা অর্জ্জুনের নিকট যাইয়া সংবাদ প্রদান করিল। তাহাদিগের বাক্য হইতে পুলস্ত্য আসিতেছেন, বুঝিতে পারিয়া হৈহয়াধিপতি মস্তকে অঞ্জলি বিরচন পূর্ব্বক সেই তপস্বীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজার পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক লইয়া, পুরন্দরের অগ্রে অগ্রে সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায়, তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর উদয়োন্মুখ আদিত্যের ন্যায় সেই তপস্বীকে সমাগত দর্শন করিয়া রাজা অর্জ্জুন মহাদেবকে ইন্দ্রের ন্যায় সসম্ভ্রম চিত্তে প্রণাম করিলেন। পশ্চাৎ মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, হৈহয়াধিপতি হর্ষগদ্‌গদ বাক্যে পুলস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার দর্শন দুর্লভ। আজ যখন আমি আপনার দর্শন পাইলাম, তখন আমার মাহীষ্মতী পুরী অমরাবতী হইল! দেব! আজ যখন আমি আপনার দেবগণবন্দ্য চরণযুগল বন্দনা করিলাম, তখন আমার ব্রত সফল, জন্ম সফল ও তপস্যা সফল এবং সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হইল। ব্রহ্মন্! আমার এই রাজ্য, এই সকল পুত্র, এই মহিষী এবং আমি স্বয়ং আপনার আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া আছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কার্য্য করিব।

তখন পুলস্ত্য হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম, অগ্নিহোত্র ও পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! হে কমলপত্রাক্ষ! হে পূর্ণচন্দ্রনিভানন! তুমি যখন দশগ্রীবকে জয় করিয়াছ, তখন তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে বায়ু ও সাগর নিস্পন্দ হইয়া থাকে, তুমি আমার সেই দুর্জ্জয় পৌত্রকে রণে বন্ধন করিয়াছ। তুমি আমার পৌত্রের যশ গ্রাস করিয়া নিজ নাম-ঘোষিত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আমি বলিতেছি, তুমি দশাননকে পরিত্যাগ কর।

পুলস্ত্যের এই আজ্ঞা শ্রবণ করত রাজা অর্জ্জুন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে রাক্ষসরাজকে মুক্ত করিলেন। দেবশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া পৃথিবীপতি অর্জ্জুন দিব্য আভরণ ও মাল্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা ও অগ্নিসাক্ষী পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরস্পর হিংসানিবারক সখ্য স্থাপন করিলেন; পশ্চাৎ ব্রহ্মপুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পুলস্ত্যের নিকট মুক্তি পাইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশাননও তাঁহার নিকট আতিথ্য প্রাপ্ত ও তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সলজ্জচিত্তে প্রস্থান করিলেন। পিতামহপুত্র মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্যও দশগ্রীবকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

রাম! মহাবল রাবণ এই রূপে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের নিকট পরাজয় প্রাপ্ত ও পুলস্ত্য কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রঘুনন্দন! দেখ, বলবান্ হইতেও অধিকতর বলবান্ আছে; সুতরাং যদি নিজ মঙ্গল লাভে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। যাহা হউক, রাক্ষস জাতির রাজা দশানন সহস্রবাহু অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার রাজাদিগের উপর উৎপাত ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

অর্জ্জুনের নিকট তাদৃশ পরাস্ত হইয়াও নিজের প্রতি রাক্ষস-রাজ রাবণের অবজ্ঞা হইল না; তিনি মুক্তি পাইয়াই পুনর্ব্বার সমস্ত মেদিনীমণ্ডল বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কি রাক্ষস, কি মানুষ, যাহাকেই বলবান্ শুনিতে পান, দর্পিত দশানন তাহারই নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করেন। কিয়ৎকালের পর একদিন তিনি বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে গমন করিয়া হেমমালাধারী বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তখন তার, তারার পিতা সুষেণ এবং যুবরাজ সুগ্রীব রাক্ষসাধিপতিকে কহিলেন, রাক্ষসেন্দ্র! যিনি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন, তিনি এস্থানে উপস্থিত নাই; আর কোন বানরই বা যুদ্ধে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক, রাবণ! বালী চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিয়া এই মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগমন করিবেন, অতএব তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; দশানন! যাহারা তেজস্বী বানর-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল, ঐ তাহা-দিগের শঙ্খসদৃশ অস্থিরাশি রহিয়াছে দর্শন কর। নিশাচর রাবণ! যদি তুমি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তাহা হইলেও যদি তুমি রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার জীবন সেই পর্য্যন্তই জানিবে। হে বিশ্রবানন্দন, এই বেলা বিচিত্র জগৎ দর্শন করিয়া লও; মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর, তাহার পর তোমার জীবন দুর্লভ হইবে। অথবা যদি তোমার মরণে ত্বরা থাকে, তাহা হইলে, দক্ষিণ সাগরে গমন কর, তথায় প্রভূত পাবকের ন্যায় বালিকে দেখিতে পাইবে।

এই কথা শুনিয়া লোকরাবণ রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, তরুণার্কসদৃশ লোহিতবদন হেমগিরিসঙ্কাশ বালী

এক মনে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছেন। তখন রাবণ পুষ্পক হইতে অবরোহণ করিয়া বালিকে ধরিবার অভিপ্রায়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। বালী কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন; এবং বুঝিতেও পারিলেন যে তাঁহার অভিপ্রায় মন্দ; তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না; পাপমতি রাবণকে দেখিতে পাইয়াও, বালি শশককে দেখিয়া সিংহের ন্যায়, এবং সর্পকে দেখিয়া গরুড়ের ন্যায়, গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাপচেতা রাবণ আমাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে আগমন করিতেছে; আমি ইহাকে কক্ষমধ্যে পূরিয়া তিন সাগর ভ্রমণ করিব। সকলেই দেখিবে, শত্রু রাবণ আমার কক্ষমধ্যে গরুড়গ্রস্ত সর্পের ন্যায় লম্বমান হইতেছে; তাহার উরু, কর ও অম্বর স্রস্তভাবে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া বালী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; এবং বেদমন্ত্র সকল জপ করত পর্ব্বতরাজের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বলদর্পিত বানররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই রূপে সাবধান হইয়া কার্য্যসিদ্ধি ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। বালী পশ্চাৎপৃষ্ঠ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তথাপি যেমন দেখিতে পাইলেন যে রাবণ হস্তের মধ্যে আগমন করিয়াছেন, অমনি, রে পাপাত্মন্! বলিয়া, ভুজঙ্গকে গরুড়ের ন্যায়, তিনি তাঁহাকে ধারণ করিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ধরিবারজন্য আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বানররাজ বালী তাঁহাকে ধারণ করত কক্ষমধ্যে পূরিয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে পীড়ন ও মুহুর্মুহু নখাঘাতে যাতনা দান করিতে করিতে, হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন; বোধ হইল যেন বায়ু মেঘ হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই রূপে দশানন হ্রিয়মাণ হইলে, তাঁহার অমাত্যবর্গ তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য, আকাশপথে দ্রুতবেগে বালির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তাহারা এই রূপে অনু-

গমন করিলে, আকাশমধ্যস্থ বালি মেঘমালানুগত গগনতলস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যাহা হউক, রাক্ষসেরা বালির নিকটে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল না; তাহারা তাঁহার বাহু ও উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। জীবিতলাভার্থী মাংসশোণিতময় শরীরীর কথা দূরে থাকুক, বালি যখন গমন করিতেন, তখন পর্ব্বত সকলও তাঁহার পথ হইতে অপসৃত হইত। যাহা হউক, পক্ষী সকলও যেখানে উঠিতে পারে না, মহাবেগসম্পন্ন বানররাজ বালি তাদৃশ ঊর্দ্ধ আকাশমার্গ দ্বারা গমন করিয়া একে একে অপর তিন সাগরে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিলেন। খেচর সত্তম বালী খেচরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, রাবণকে লইয়া প্রথমতঃ পশ্চিম সমুদ্রে গমন করিলেন। ঐ সাগরে সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান ও জপ করিয়া তথা হইতে দশাননকে লইয়া উত্তর সাগরে গমন করিলেন। সেই মহাকপি শত্রুকে বহন করত বায়ু ও মনের ন্যায় বেগে বহু সহস্র যোজন অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তথায় সন্ধ্যা বন্দনা করিয়া রাবণকে বহন করত পূর্ব্ব সাগরে গমন করিলেন। সেই সাগরেও সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া বাসবনন্দন বানররাজ বালী রাবণকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। বানররাজ চতুঃসাগরেই সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রাবণের বহননিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিজ কক্ষদেশ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া, কপিসত্তম বারম্বার হাস্য পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি কোথায় রহিয়াছ? তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাক্ষসরাজ শ্রমজনিত লোললোচনে বানররাজকে কহিলেন, হে মহেন্দ্রপ্রতিম বানররাজ। আমি রাক্ষসেন্দ্র রাবণ; আজ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট পরাজিত হইলাম। অহো, তোমার কি বল! কি বীর্য্য! কি গাম্ভীর্য্য! তুমি আমায় ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া এইরূপ

অপরিশ্রান্তভাবে এতাদৃশ দ্রুতবেগে চতুঃসাগর ভ্রমণ করাইলে! বীর! আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে, তোমাভিন্ন এরূপ বীর কে আছে? কপে! বুঝিলাম, ত্রিবিধ প্রাণীরই গতি এইরূপ। যাহা হউক, তোমার বেগ মন, অনিল ও গরুড়ের সদৃশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তোমার বল বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব বানররাজ! আমার ইচ্ছা, আমি অগ্নির সমক্ষে তোমার সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা সংস্থাপন করিব। হরীশ্বর! অদ্য হইতে স্ত্রী, পুত্র, নগর, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজ্য সমস্তই আমাদিগের উভয়ের সাধারণ হইবে। অনন্তর হরীশ্বর ও রাক্ষসেশ্বর উভয়ে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করত আলিঙ্গন ও পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে গুহামধ্যে সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কিষ্কিন্ধ্যামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় রাবণ এক মাস কাল, সুগ্রীবের ন্যায় কালযাপন করিলেন। পরে ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থী অমাত্যগণ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল।

প্রভো রামচন্দ্র! পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল; বালী এইরূপে রাবণকে পরাজয় ও অপমানিত করিয়া অগ্নিসমক্ষে তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাম! বালীর অতুল অতি মহৎ বল ছিল। অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে, তুমি সেই বালিকেও তেমনি দগ্ধ করিয়াছ।

—[:]—

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত ভাবে দক্ষিণদিগ্‌বাসী অগস্ত্য মুনিকে যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিলেন, আপনি বলিলেন, রাবণের ও বালীর বলের তুলনা ছিল না; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, তাহাদিগের বল হনুমানের বলের সমান ছিল না। শৌর্য্য, দাক্ষিণ্য, বল, ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, নীতি, উপায়, বিক্রম ও প্রভাব

সমগ্র একত্র হনুমানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাগর দর্শনমাত্র কপিসৈন্য অবসন্ন হইয়া পড়িল, দেখিয়া মহাবাহু হনুমান তাহাদিগকে আশ্বাসদান করিয়া শতযোজন সাগর লঙ্ঘন এবং লঙ্কানগরী ধর্ষণ ও রাবণের অন্তঃপুরে সীতার দর্শন পাইয়া সীতাকে আশ্বাসদান করিয়াছিল। একাকী হনুমান্ রাবণের সেনাগ্রচারী মন্ত্রিনন্দন ও কিংকরদিগকে এবং অক্ষ কুমারকে সংহার করিয়াছিল। পাবক যেমন মেদিনী দাহ করে, হনুমান তেমনি ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রাবণকে তিরস্কার করিয়া, লঙ্কা ভস্মসাৎ করিয়াছিল। হনুমান যুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, স্বয়ং কাল, কি ইন্দ্র, কি বিষ্ণু, কি কুবের কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। আমি এই হনুমানেরই বাহুবীর্য্যপ্রভাবে লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হনুমান যদি বানররাজ সুগ্রীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদমাত্র আনয়ন করিতেই বা কে সমর্থ হইত? হনুমান এতাদৃশ বলবীর্য্যশালী, কিন্তু বালীর সহিত যখন সুগ্রীবের শত্রুতা হইয়াছিল, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়সাধনার্থ, লতাসমূহের ন্যায় বালীকে দগ্ধ করে নাই কেন? আমার বোধ হয় হনুমান নিজের বল নিজে জানিতে পারে নাই; সেই জন্যই প্রাণপ্রিয় বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়াও সহ্য করিয়াছিল। হে দেবপূজিত ভগবন্! আপনি আমাকে হনুমানের ঈদৃশ কার্য্যসম্বন্ধে যথাকথা বিজ্ঞাপন করুন।

রাঘবের যুক্তিসুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য ঋষি হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি হনুমানের সম্বন্ধে যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য। বল, গতি ও বুদ্ধি বিষয়ে হনুমানের সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। কিন্তু হে শত্রুসূদন! যাহাদিগের অভিশাপ কখনই ব্যর্থ হয় না, তাদৃশ মহর্ষিগণ হনুমানকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের সমস্ত বল জানিতে পারিবে না। বাল্যকালেও হনু-

মান বাল্যস্বভাববশতঃ যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল, আমি তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। যাহা হউক, রাঘব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে একান্তই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তুমি মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর। সূর্য্যের বরপ্রদাননিবন্ধন স্বর্ণময় সুমেরু নামে যে পর্ব্বত আছে, হনুমানের পিতা কেশরী সেই পর্ব্বতে রাজত্ব করিয়া থাকে। বিখ্যাতা অঞ্জনা কেশরীর অভিমতা পত্নী; পবনদেব এই অঞ্জনার গর্ভে অনুত্তম পুত্র উৎপাদন করিলেন। বরাঙ্গনা অঞ্জনা ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে তৎক্ষণ মাত্রে ধান্যাগ্রসমবর্ণ এই হনুমানকে প্রসব করত প্রস্থান করিল। মাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সদ্যপ্রসূত হনুমান ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া, শরবনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকিল। এই সময় দিবাকর জবাপুষ্পের রাশির ন্যায় উদিত হইলেন দেখিয়া হনুমান্ ফলভ্রমে তাঁহার প্রতি লম্ফ প্রদান করিল। বালার্কের ন্যায় মূর্ত্তিমান হনুমান বালার্ক ধারণার্থ বালার্কের অভিমুখী হইয়া গগনে উত্থিত হইল। বালস্বভাব এই হনুমান আকাশে আরোহণ করিলে দেব, দানব ও যক্ষগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, বায়ুনন্দন যেরূপ বেগে অত্যুচ্চ আকাশপথে গমন করিতেছে, বায়ু, গরুড় বা মনও সেরূপ বেগবান্ নহে। যদি শিশুকালেই ইহার এরূপ গতিবেগ হইল, তাহা হইলে, যুবা ও বলবান্ হইয়া এ কিরূপ হইবে!

রাম! পুত্র সূর্য্যের তেজে দগ্ধ না হয়, এইজন্য বায়ু, তুষার-রাশি সংযোগে শীতল হইয়া, আকাশগামী পুত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হনুমান্ বালচপলতাবশতঃ আকাশে উত্থিত হইয়া, পিতার সাহায্যে বহুসহস্র যোজন অতিক্রম করত দিবাকরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। এ শিশু; সুতরাং ইহার দোষাদোষ বোধ নাই; আর ইহা দ্বারা উত্তর-

কালে অতি মহৎ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই, তৎকালে দিবাকর হনুমানকে দাহ করেন নাই। ঐ দিবসেই ঐ সময়ে রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল, হনুমান সূর্য্যের রথের উপর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া, উহাকে স্পর্শ করিলেন। চন্দ্রার্কবিমর্দ্দন সিংহিকা-নন্দন রাহু হনুমান্ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ঐ স্থান হইতে প্রত্যা-বৃত্ত হইল, এবং ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়া রোষভরে জ্রুকুটি-বন্ধন করত দেবগণপরিবৃত পুরন্দরকে কহিল, হে বলবৃত্রঘাতিন্ বাসব! তুমি আমার বুভুক্ষাশান্তির জন্য চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমায় প্রদান করিয়াছিলে; তবে এখন কিজন্য অন্যকে দান করিলে? আজপর্ব্বদিবসে আমি সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; ঐ সময় আর এক রাহু আসিয়া বলপূর্ব্বক সূর্য্যকে ধারণ করিল।

রাহুর বাক্য শুনিয়া কাঞ্চনমালাধারী বাসব সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইলেন। এবং নানা বেশভূষায় বিভূষিত সুবর্ণ-ঘণ্টাস্বরূপ অট্টহাসশালী সমুন্নতকায় মদস্রাবী কৈলাসশৃঙ্গাকার চতুর্দ্দন্ত হস্তিরাজ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অগ্রে লইয়া হনুমানও সূর্য্যের নিকট গমন করিলেন; ইন্দ্রকে পশ্চাৎ ফেলিয়া রাহু সর্ব্বাগ্রে অতিবেগে গমন করিল; কিন্তু কৈলাস-শৃঙ্গাকার হনুমানকে দর্শন করিয়াই পলায়ন করিল। অনন্তর হনুমান্ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করত ফলবোধে সিংহিকানন্দন রাহু-কেই ধরিবার জন্য বেগে আরও উর্দ্ধে উত্থিত হইল। রাম! সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া হনুমান্ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাহু অধোমুখে ধাবমান হইল, এবং ইন্দ্রকে রক্ষাকর্ত্তা নিশ্চয় করিয়া ভয়ে বার বার ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রাহু দৃষ্টিপথে পতিত হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র স্বর শ্রবণে তাহার স্বর বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, ভয় নাই; আমি এখনই ইহাকে সংহার করিতেছি। অনন্তর মহা-

ন্যায় ঐরাবতকে দর্শনকরিয়া পবননন্দন ফলবোধে ঐ গজরাজের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। সে যখন ধাবমান হইয়া, ইন্দ্রাদির মস্তকোপরি উত্থিত হইল, তখন তাহার রূপ দেখিতে অতীব ভীষণ হইল। এই রূপে তাহাকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, শচীপতি পুরন্দর অত্যন্ত কুপিত হইয়া বেগে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে প্রহার করিলেন। ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা আহত হইয়া হনুমান গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইল, পতিত হইলে তাহার বাম হনু ভগ্ন হইল।

হনুমান ইন্দ্রের বজ্রতাড়ননিবন্ধন বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকের অহিতসাধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। প্রাণীদিগের অন্তরস্থ বায়ু সঞ্চরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শিশুপুত্রকে লইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বর্ষারোধ করিয়া পুরন্দর যেমন সর্ব্ব প্রাণীরে পীড়ন করেন, বায়ু তেমনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর রোধ করিয়া মল ও মূত্রাশয়ে অসহ্য যাতনা দান করিতে লাগিলেন। বায়ুর প্রকোপবশতঃ সর্ব্বভূতের শ্বাস রুদ্ধ হইল। এবং অঙ্গসন্ধি সকল যেন ভিদ্যমান হইতে থাকিল। সুতরাং সকলেই কাষ্ঠের স্বরূপ হইয়া উঠিল। বায়ুপ্রকোপনিবন্ধন স্বাধ্যায়, বষট্কার, ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্ম সমস্ত লোপ পাইল; সুতরাং ত্রিলোক যেন নরকস্থ বোধ হইতে লাগিল। প্রাণীমাত্রই যেন মহোদর রোগে গ্রস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর দুঃখকাতর দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ সুখলাভ প্রত্যাশায় পিতামহ ব্রহ্মার নিকট ধাবিত হইল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "হে প্রজানাথ! আপনিই চতুর্ব্বিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং আপনিই আমাদিগের জীবনোপায় স্বরূপে আমাদিগকে বায়ু দান করিয়াছেন। কিন্তু জানি না, আমাদিগের প্রাণের অধিপতি বায়ু আজ কি কারণে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীগণের ন্যায়, আমাদিগকে রুদ্ধ করিয়া যাতনা দান করিতেছেন। আমরা বায়ু কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া

আপনার শরণাগত হইলাম। হে দুঃখহারিন্‌! আপনি আমাদিগের বায়ুনিরোধজনিত দুঃখ নিবারণ করুন।

প্রজানাথ প্রজাপতি প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত, কারণ আছে, বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন, এবং প্রজাদিগকে রোধ করিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ কর; তোমাদিগের যাহা হিতজনক, তাহা শ্রবণ করাও তোমাদিগের কর্ত্তব্য। আজ অমরেশ্বর ইন্দ্র রাহুর বাক্য শুনিয়া বায়ুর পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন; সেই জন্যই বায়ু কুপিত হইয়াছেন। অশরীরী বায়ু শরীরীদিগকে পালন ও তাহাদিগের অন্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকেন। বায়ু ব্যতিরেকে শরীর কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া উঠে। বায়ুই প্রাণ; বায়ুই সুখ; বায়ুই নিখিল জগৎ। বায়ু-পরিত্যক্ত হইলে, জগৎ সুখলাভ করিতে পারে না। দেখ, জগৎ এইমাত্র জীবনস্বরূপ বায়ু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও রুদ্ধশ্বাস হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব চল, যেখানে আমাদিগের যাতনাদায়ক বায়ু অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানে গমন করি। অদিতির পুত্র বায়ুকে প্রসন্ন না করিয়া আমাদিগের অনর্থক নষ্ট হওয়া বিধেয় নহে।

অনন্তর প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ ও গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে বায়ু সুরেন্দ্রাভিহত নিজ পুত্রকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

অনন্তর বায়ুক্রোড়স্থিত বৈশ্বানর ও কাঞ্চনবর্ণসমপ্রভ বালককে দর্শন করিয়া চতুরানন, এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেরই দয়া হইল।

একচত্বারিংশ সর্গ।

বায়ু পুত্রের বিনাশে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। পিতামহকে দেখিয়া, মৃত শিশুকে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহার সম্মুখে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। এবং তিন বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া, তাঁহার পদযুগলে পতিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার কুণ্ডল, মৌলি, মাল্য ও স্বর্ণভূষণ সমস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বেদবিৎ ব্রহ্মা পাদপতিত পবনকে সমুত্থাপিত করিয়া, লম্বাভরণ-ভূষিত হস্ত দ্বারা সেই মৃত শিশুকে স্পর্শ করিলেন। পদ্মযোনির স্পর্শমাত্র, শিশু, সলিলসিক্ত শস্যের ন্যায়, লীলাসহকারে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল। গন্ধবহ বায়ু তাহাকে জীবিত দেখিয়া, হর্ষভরে পূর্ব্বের ন্যায়; সকল ভূতে অনিরোধে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনুজসহিত পদ্মিনী যেমন শীতবাতবিনির্ম্মুক্ত হইলে, প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজা সকল মরুদ্রোধ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, আহ্লাদিত হইল।

অনন্তর যশোবীর্য্য,ঐশ্বর্য্য, শ্রী ও জ্ঞানবৈরাগ্য এই ত্রিবিধ যুগ্ম-সম্পন্ন, ত্রিমূর্ত্তিপ্রধান, ত্রিলোকনিলয় ও ত্রিদশার্চ্চিত দেবতা ব্রহ্মা মরুতের প্রিয়কামনায় কহিতে লাগিলেন, হে মহেন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর ও ধনেশ্বর! তোমরা সকলেই যদিও অবগত আছ, তথাপি, সমস্ত বলিব, শ্রবণ কর। এ বিষয় বিশিষ্টরূপ উপকারজনক। এই শিশু ভবিষ্যতে তোমাদের কার্য্য করিবে। অতএব তোমরা সকলে বায়ুর তুষ্টির জন্য এই শিশুকে বর প্রদান কর। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র প্রীতিযুক্ত হইয়া, প্রফুল্ল বদনে পদ্ম-ময়ী মালা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক এইপ্রকার কহিতে লাগিলেন,আমার করনির্ম্মুক্ত বজ্র দ্বারা ইহার হনু ভগ্ন হইয়াছে। অতএব এই কপিশার্দ্দূল হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবেক। আমি ইহাকে পরমাদ্ভুত বর প্রদান করিব। আজি হইতে এই হনুমান আমার বজ্রের অবধ্য হইবে।

অনন্তর তিমিরারি সূর্য্য কহিলেন, আমি ইহাকে স্বকীয় তেজের শততম অংশ প্রদান করিতেছি। আর, যখন শাস্ত্রাধ্যয়নে ইহার সামর্থ্য হইবে, তখনই আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব। তদ্দ্বারা ইহার বাগ্মিতা জন্মিবেক।

বরুণ ও বর দিয়া কহিলেন, আমার পাশ হইতে ও জল হইতে অযুত শত বর্ষেও ইহার মৃত্যু হইবে না।

যম আপনার দণ্ডের অবধ্যত্ব ও আরোগত্ব বর দান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতেছি, এই হনুমান্ যুদ্ধে বিষণ্ণ ও আমার এই গদাতেও নিধন প্রাপ্ত হইবে না।

তৎকালে একাক্ষিপিঙ্গল ধনদও এই প্রকার কহিলেন, এই হনুমান আমার ও আমার অস্ত্র সকলের অবধ্য হইবে। শঙ্করও ইহাকে এই প্রকার পরম বর প্রদান করিলেন।

মহারথ বিশ্বকর্ম্মা বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই হনুমান আমার কৃত দিব্য শস্ত্র সকলের অবধ্য ও চিরজীবী হইবেক।

ব্রহ্মা কহিলেন, এই কপিশার্দ্দূল দীর্ঘায়ু মহাতেজা ও সমুদায় ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য হইবে।

অনন্তর জগদ্গুরু চতুর্ম্মুখ সুরগণের বরসমূহে হনুমানকে অলংকৃত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বায়ুকে কহিলেন, হে মারুত! তোমার এই পুত্র মারুতি শত্রুগণের ভয়ংকর ও মিত্রপক্ষের অভয়ঙ্কর এবং সকলের অজেয়, কামরূপ, কামচারী, কামগামী, প্লবগগণের শ্রেষ্ঠ, অব্যাহতগতি ও কীর্ত্তিমান হইবে। এবং যুদ্ধে রাবণের উৎসাদনার্থ রামের প্রীতিকর রোমহর্ষকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে।

পিতামহপুরোগম অমরগণ সকলে বায়ুকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া, যথাগত প্রস্থান করিলেন। তখন বায়ুও পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে আনয়ন ও অঞ্জনাকে বরদানবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া, বিনির্গত হইলেন। রাম! এদিকে হনুমান্ বর পাইয়া, সেই বরদানবলে বলীয়ান্ হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ বেগে পূর্ণ অর্ণব সাদৃশ্য ধারণ করিল। এবং বেগপূর্ণ হইয়া মহর্ষিগণের আশ্রমে নির্ভয়ে অত্যাচার করিতে লাগিল। সেই শান্তগুণশালী ঋষিগণের স্রুক্‌ভাণ্ড, অগ্নিহোত্র ও বল্কল সকল ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও

বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে এই মহাবল হনুমান্ পিতামহের বরে ব্রহ্মশাপের অবধ্য হইয়া, উল্লিখিতরূপ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। ঋষিগণ বরদানবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। এই জন্য, ব্রহ্মার বরসামর্থ্যবশতঃ তৎসমস্ত সহ্য করিলেন। কেশরী ও বায়ু প্রতিষেধ করিলেও, এই হনুমান্ মর্য্যাদা লংঘন করিতে লাগিল। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তদ্দর্শনে ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশসমুদ্ভূত নাতিক্রুদ্ধ ও নাতিমন্যু মহর্ষিগণ, ইহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, হে প্লবঙ্গম! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে মোহিত হইয়া, দীর্ঘকাল তুমি তাহা জানিতে পারিবে না। যে সময়ে কোন ব্যক্তি তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে, সেই সময়েই তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। মহর্ষিগণের বাক্যবলে এই রূপে তেজে অপহৃত হইলে, এই হনুমান্ শান্তমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঐরূপ আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল।

বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজা তেজে ভাস্কর সমান ও সমুদায় বানরের রাজা ছিলেন। সেই বানরমহেশ্বর ঋক্ষরজা অনেক দিন রাজত্ব করিয়া, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অস্তমিত হইলে, মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণ বালীকে রাজা ও সুগ্রীবকে যুবরাজ করিল। অনল ও অনিলের ন্যায়, বালী ও সুগ্রীবে বাল্যকাল হইতেই একপ্রকার ও ছিদ্রবর্জ্জিত সখ্য সমুৎপন্ন হয়। রাম! যৎকালে বালী ও সুগ্রীবের শত্রুতা সজ্ঘটিত হয়, তখন শাপবশে এই হনুমান্ আত্মবল বিদিত ছিল না। সুগ্রীবও বালী কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ হইয়া, ইহার বল বিদিত ছিল না। সেইরূপ, হনুমানও নিজের বল অবগত ছিল না। যাহা হউক, ঋষিশাপে আত্মবলপরিজ্ঞান পরিহৃত হইলে, তৎকালে এই কপিসত্তম সুগ্রীবের সহিত বনমধ্যে কুঞ্জর রুদ্ধ সিংহের ন্যায়, অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিলোকে কোন লোকই পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সৌশীল্য,

মাধুর্য্য, নয়ালয়, গাম্ভীর্য্য, চাতুর্য্য, সুবীর্য্য ও ধৈর্য্য এই সকল গুণে হনুমানের অপেক্ষা অধিক বিশিষ্ট নহে। পুনশ্চ, এই অপ্রমেয়স্বরূপ মারুতি ব্যাকরণশিক্ষা মানসে সূর্য্যোন্মুখ ও জিজ্ঞাসাকাম হইয়া, মহাগ্রন্থ ধারণ করিয়া, উদয়গিরি হইতে অস্তগিরিতে গমন করিয়াছিল। এবং সূত্র, বৃত্তি, অর্থপদ ও সংগ্রহ সহিত ঐ মহার্থ গ্রন্থে সিদ্ধিলাভও করিয়াছে। শাস্ত্রে, বৈশারদে বা ছন্দোগতিতে কেহই ইহার সমকক্ষ নহে। এই কপিসত্তম সকল বিদ্যা ও তপোবিধানে সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। প্রলয়কালে রসাতলপ্রবেশোদ্যত সাগরের ন্যায়, সকল লোক দহনোদ্যত পাবকের ন্যায়, এবং প্রজাক্ষয়ে সমুদ্যত কৃতান্তের ন্যায়, এই হনুমানের সম্মুখে অবস্থিতি করা কাহারও সাধ্য নহে। রাম! তোমার জন্য দেবগণ এই হনুমানের ন্যায়, সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, তার, তারেয়, নল ও অন্যান্য মহাকপীশ্বরগণের সৃষ্টি করেন; তদ্ভিন্ন তোমার জন্য, তাঁহারা গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুদংষ্ট্র, মৈন্দ, জ্যোতির্ম্মুখ ও নল প্রভৃতি ঋক্ষগণেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায়ই কহিলাম। হনুমান বাল্যকালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাও এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম।

অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া, রাম, লক্ষ্মণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য রামকে কহিলেন, তুমি সমস্তই শুনিলে। আমরাও তোমাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম। এক্ষণে গমন করিব। উগ্রতেজা মহর্ষি অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া, রাম প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া, কহিলেন, অদ্য আপনাদিগকে দর্শন করিয়াই দেবগণ, পিতৃগণ ও প্রপিতামহগণ সকলেই সবান্ধবে আমার প্রতি তুষ্ট হইলেন। অধুনা, আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। এই জন্য, আমি সবিশেষ উৎসুক হইয়া, যাহা বলিতেছি, আপনা-

দিগকে অনুকম্পাপ্রদর্শনপুরঃসর আমার নিমিত্ত তাহা করিতে হইবে। আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া, পৌর ও জানপদদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে স্থাপন করিয়াছি। ভবাদৃশ সাধুগণের প্রভাবে যজ্ঞপরম্পরার অনুষ্ঠান করিব। আপনারা সকলেই মহাবীর্য্য ও আমার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। অতএব আমার যজ্ঞে আপনাদিগকে নিত্য সদস্য হইতে হইবে। তপোবলে আপনাদের সমস্ত কলুষ প্রক্ষালিত হইয়াছে। আপনাদিগকে আশ্রয় করিলে আমি পিতৃলোকের অনুগ্রহভাজন ও পরম নির্বৃত হইব। অতএব যজ্ঞসময়ে আপনাদিগকে পরস্পর মিলিত হইয়া, এখানে পদার্পণ করিতে হইবে। অগস্ত্যপ্রমুখ ঐ সংশিতব্রত ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া, তথাস্তু বলিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ সকলে এই প্রকার কহিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রতিপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, রাম বিস্মিত হইয়া, যজ্ঞবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভাস্কর অস্তগমন করিলে, সেই নরোত্তম রাম নৃপ ও বানরদিগকে বিদায় দিয়া যথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাসমাধানানন্তর রজনীর সমাগমে অন্তঃপুরবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

—:•:—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বিদিতাত্মা রাম ধর্ম্মানুসারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, পুরবাসীগণ সেই প্রথমরাত্রি নিরতিশয় আমোদে অতিবাহিত করিল। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতঃকালে নৃপতিবোধক বন্দিগণ সৌম্যবেশে রাজভবনে সমুপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই কিন্নরের ন্যায়, মধুরকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত। তাহারা একান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, এই বলিয়া রাজা রামের যথাবৎ বন্দনা করিতে লাগিলে, হে বীর! হে সৌম্য! হে কৌশল্যানন্দন!

জাগরিত হউন। হে নরাধিপ! আপনি শয়ন করিলে, সমস্ত জগৎ শয়ন করে। আপনার বিক্রম বিষ্ণুতুল্য, রূপ অশ্বিনীকুমার তুল্য, বুদ্ধি বৃহস্পতির তুল্য; প্রজাপালন প্রজাপতির তুল্য, ক্ষমাগুণ পৃথিবীতুল্য, তেজ ভাস্কর তুল্য, বেগ বায়ুতুল্য ও গাম্ভীর্য্য সাগরতুল্য। এবং আপনি স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প্য ও চন্দ্রের ন্যায় সৌম্যভাবাপন্ন। হে নরাধিপ! আপনি যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, ধর্ম্মনিত্য ও প্রজাগণের পরম উপকারী, পূর্ব্বে কোন রাজাই এরূপ ছিলেন না এবং পরেও হইবেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ! কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী কখনও আপনারে ত্যাগ করেন না। এবং শ্রী ও ধর্ম্ম নিত্য আপনাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বন্দিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ মধুর বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিতে লাগিল। এবং সূতগণ দিব্য স্তবমালা পাঠ করিয়া, রামকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম তাহাদের পরিকীর্ত্তিত স্তুতি দ্বারা জাগরিত হইলেন। হরি নারায়ণ যেমন সর্পশয্যা হইতে উত্থান করেন, তিনিও তেমনি শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদন যুক্ত শয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। মহাত্মা রাম সমুত্থিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, শুভ্র সলিলভাজনসমূহে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। তিনি কৃতোদক ও শুচি হইয়া, যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ইক্ষ্বাকুসেবিত পরমপবিত্র দেবাগারে সত্বর গমন করিলেন। তথায় দেবগণ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া, বাহ্য কক্ষান্তরে বিনির্গত হইলেন। প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম বশিষ্ঠপ্রমুখ মহাত্মা মন্ত্রিগণ পুরোহিতের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। নানাজনপদেশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, ইন্দ্রের পার্শ্বে অমরগণের ন্যায়, রামের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহাযশা লক্ষ্মণ ইঁহারা তিনজনে হৃষ্ট হইয়া, তিন বেদ যজ্ঞের ন্যায়, তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিঙ্কর সহর্ষে

সমাগত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রফুল্ল বদনে পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুগ্রীবপ্রমুখ কামরূপ মহাবীর্য্য মহাতেজা বিংশতি বানর তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণ চারিজন রাক্ষসে পরিবারিত হইয়া, গুহ্যকগণ ধনেশের ন্যায়, রামের উপাসনা করিতে লাগিল। মহাবংশোৎপন্ন নিগমরূঢ় বিচক্ষণ মানবগণ মস্তক দ্বারা বন্দনাপুরঃসর তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঋষিগণে নিত্য পরিবৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন, রামও তেমনি মহাবীর্য্য রাজগণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ এবং শ্রীমান্ ঋষিপ্রবরগণে পরিবৃত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। এই রূপে সকলেই উপাসনা করাতে, দেবরাজ অপেক্ষাও তাঁহার শোভাধিক্য প্রাদুর্ভূত হইল। পুরাণবিৎ মহাত্মারা তথায় উপবিষ্ট ঐ সকল লোকের সমক্ষে ধর্ম্মসংযুক্ত বিবিধ মধুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম এই সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্! বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজা। কিন্তু আপনি তাহাদের মাতৃনাম কীর্ত্তন করিলেন না। যাহা হউক, তাহাদের জননী কে, গৃহ কোথায় এবং কি রূপেই তাহাদের নামকরণ হইল, এই সমুদায় জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাম এই প্রকার কহিলে, অগস্ত্য বলিলেন, রাম! পূর্ব্বে নারদ আমার আশ্রমে আগমন করিয়া, যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সংক্ষেপে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই অতিধর্ম্মপরায়ণ দেবর্ষি কোন সময়ে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে আমার আশ্রমে আগমন করিলে, আমি বিধিবিহিত কর্ম্মানুসারে যথান্যায়ে তাঁহার অর্চ্চনা করিলাম। অনন্তর আমি কৌতুকপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা

করিলে, তিনি সুখাসীন হইয়া, কহিলেন, মহর্ষে! শ্রবণ কর। মেরু নামে পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ পরমসুন্দর, স্বর্ণময় ও সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন। উহার মধ্যম শৃঙ্গ সমুদায় দেবতার পূজিত। ঐ শৃঙ্গে ব্রহ্মার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। চতুর্ম্মুখ পদ্মযোনি সেই সভায় সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যোগ অভ্যাস করিবার সময়ে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রু-সলিল বিগলিত হয়। লোককর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র রাম! সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর প্রাদুর্ভূত হইল। হে নরোত্তম! মহাত্মা ব্রহ্মা উৎপন্নমাত্র ঐ বানরকে প্রিয় বাক্যে বিশেষরূপে আশ্বস্ত করিয়া, কহিলেন, দেবগণ যেখানে সর্ব্বদা বাস করেন, তুমি সেই সুবিস্তীর্ণ শৈলে গমন কর। হে বানর-শ্রেষ্ঠ! তুমি সেই রমণীয় গিরিবরে বহুবিধ ফলমূল ভক্ষণ করত নিত্য আমার অন্তিকে বিচরণ করিবে। কিয়ৎকাল এই রূপে অবস্থিতি করিলে, শ্রেয়োলাভ করিবে।

ব্রহ্মা এই প্রকার কহিলে, হে রাঘব! বানরশ্রেষ্ঠ মস্তক দ্বারা তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, সেই দেবদেব আদিদেব জগৎপতি লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে কহিল, হে দেব! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তদনুরূপেই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইব। বানরপুঙ্গব পিতামহকে এই প্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ ফলপুষ্পা-চ্ছন্ন দ্রুমষণ্ডে গমন করিল। তথায় বনমধ্যে ফল ভক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট মধু ও বিবিধ পুষ্প সংগ্রহ করত প্রতিদিন ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিতে লাগিল। রাম! এইরূপে সে উৎকৃষ্ট ফল ও পুষ্প সকল গ্রহণ পূর্ব্বক দেবদেব ব্রহ্মার পাদমূলে আসিয়া নিবেদন করে। উল্লিখিত প্রকারে পর্ব্বত পর্য্যটন করিতে করিতে তাহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

হে রাঘব! অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ-রজা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, উত্তরমেরুশিখরে গমন করিল।

তথায় বিবিধবিহগনিনাদিত সুনির্ম্মলসলিলসম্পন্ন সরোবর প্রতিষ্ঠিত আছে। ঋক্ষরজা, হৃষ্টচিত্তে কেশর সকল কম্পিত করিয়া, সেই সরোবরের তীরে উপবেশন করিল। অনন্তর সেই সরোবরে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিল, কে এ আমার মহাশত্রু জলমধ্যে বাস করিতেছে। এইরূপে জলমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ক্রোধাবিষ্ট ও নিতান্ত অসহমান হইয়া, চিন্তা করিল, এই দুরাত্মা ও দুর্ম্মতির পুষ্কল গৃহ বিনাশ করিব। মনে মনে এই প্রকার চিন্তানন্তর সে বানর-চাপল্যবশতঃ লম্ফ দিয়া, হ্রদ মধ্যে পতিত হইল। পুনরায় উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেই হ্রদ হইতে উত্থান করিল। রাম! উত্থানসমকালেই সেই বানরসত্তম স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইল। তাহার ঐ রমণীমূর্ত্তি পরম সুন্দর, মনোজ্ঞ ও লাবণ্যললিত। তাহার জঘন বিস্তীর্ণ ভ্রূ সুন্দর, কেশপাশ নীল কুন্তলে বেষ্টিত, বদনমণ্ডল মুগ্ধভাবাপন্ন ও স্মিতলাঞ্ছিত, স্তনতট পীন, এবং সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। সকলের চিত্তপ্রমাথিনী ত্রৈলোক্যসুন্দরী ঐ রমণী হ্রদতীরে ঋজু যষ্টিলতার ন্যায়, পদ্মহীনা রমার ন্যায়, নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় অথবা লক্ষ্মী অপেক্ষাও অসীমসৌন্দর্য্যশালিনী দেবী পার্ব্বতীর ন্যায়, সমস্ত দিক্ বিদ্যোতিত করিয়া, শোভা পাইতে লাগিল।

এইসময়ে সুরনায়ক দেব ইন্দ্রদেব ব্রহ্মার পাদযুগল বন্দনান্তে ঐ পথে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। এবং আদিত্যও সেই সময়ে পরিভ্রমণপ্রসঙ্গে সেই তনুমধ্যমার অধিষ্ঠিত ঐ প্রদেশে সমাগত হইলেন। তাহারা উভয়েই একদা ঐ সুরসুন্দরীকে দর্শন করিলেন। এবং তাহাকে দর্শন করিয়া, কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইলেন। অধিক কি, তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, সেই সুরেন্দ্রদ্বয়ের পন্নগবৎ সর্ব্বাঙ্গ ক্ষুভিত এবং ধৈর্য্যও বিচলিত হইল। তখন দেবরাজ তাহার মস্তকে স্বীয় বীর্য্য পাতিত করিলেন। ঐ বীর্য্য সেই নারীকে প্রাপ্ত না হইয়া, সংনিবৃত্ত হইল। তাহাতে, ঐ

রমণী পরমপ্রভুশক্তিবিশিষ্ট বানরপতি বানরকে প্রসব করিল। অমোঘরেতা মহামতি ইন্দ্রের বীর্য্য রমণীর বাল অর্থাৎ কেশপাশে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য তাহার গর্ভোৎপন্ন ঐ পুত্রের নাম বালী হইল। ঐ সময়ে ভাস্করও কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ রমণীর গ্রীবাদেশে স্বীয় বীর্য্য নিষিক্ত করিলেন। তাহাতে, ঐ গ্রীবাদেশেই সন্তান সমুৎপন্ন হইল। ভাস্কর সেই বরতনু রমণীকে কোন কথাই বলিলেন না। ঐ রূপে বীর্য্যনিষেক করাতে তাঁহার মদননিবৃত্তি হইয়া গেল। সে যাহা হউক, গ্রীবাদেশে বীর্য্য পতিত হওয়াতে, সুগ্রীবের জন্ম হইল।

এই রূপে মহাবলবীর্য্যশালী দুই বানরেন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র বানরেন্দ্র বালীকে কাঞ্চনময়ী গুণসম্পন্না, অক্ষয় মালা প্রদান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। এবং সূর্য্যও পবননন্দন হনুমানকে স্বীয় পুত্র সুগ্রীবের কার্য্যসচিব রূপে নিয়োগ করিয়া, আকাশে সমাগত হইলেন। হে নৃপ! ঐ রাত্রির অবসানে ভাস্কর সমুদিত হইলে, ঋক্ষরজা আপনার বানররূপ পুনরায় প্রাপ্ত হইল। এই রূপে সে বানর হইয়া, আপনার সেই পিঙ্গললোচন, মহাবল, কামরূপী, বানরশ্রেষ্ঠ দুই পুত্রকে অমৃততুল্য মধুপান করাইল। অনন্তর তাহাদিগকে লইয়া, ব্রহ্মার আবাসে সমাগত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা পুত্র সমভিব্যাহারী পুত্র ঋক্ষরজাকে দর্শন করিয়া, অনেক সান্ত্বনা করিলেন। সান্ত্বনা করিয়া, পশ্চাৎ দেবদূতকে আদেশ করিলেন, দূত! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পরম মনোহারিনী কিষ্কিন্ধ্যানাম্নী নগরীতে গমন কর। ঐ সুবর্ণসম্পন্না মহতী রমণীয়া নগরী এই ঋক্ষরজার উপযুক্ত। তথায় বহুসংখ্য বানরযূথ বাস করে। এতদ্ভিন্ন, আরও কামরূপী অন্যান্য বানরগণ ইহাতে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ নগরী বহুরত্নসমাকীর্ণ, দুর্গম, চাতুর্ব্বর্ণ্যপুরস্কৃত, পরম পবিত্রভাবাপন্ন এবং পণ্যশালিনী। বিশ্বকর্ম্মা আমার আদেশে এই দিব্য শোভন কিষ্কিন্ধ্যা নির্ম্মাণ করিয়া

ছেন। তুমি তথায় সপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষরজাকে স্থাপন এবং যূথপাল বানরদিগকে অন্যান্য প্রাকৃত বানরগণের সহিত বিশেষ রূপে আহ্বান করিয়া, তাহাদের সকলের যথাবিধি অভ্যর্থনাসহকারে ইহাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত কর। এই ধীমান বানরশ্রেষ্ঠের দৃষ্টমাত্রেই সেই সকল বানর চিরকালের জন্য ইহার বশানুগামী হইবেক।

ব্রহ্মা এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবদূত ঋক্ষরজাকে পুরস্কৃত করিয়া, পরম রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রয়াণ করিলেন। এবং অনিলগতিতে তথায় প্রবেশ করিয়া, পিতামহের নিয়োগ-ক্রমে বানরোত্তম ঋক্ষরজাকে রাজা করিলেন। ঋক্ষরজা রাজোচিত অভিষেকবিধানে স্নাত, অভ্যর্চ্চিত, মুকুটযুক্ত, সুন্দর রূপে অলংকৃত ও অভিষিক্ত হইয়া, মুদিতমানসে সমুদায় বানর-গণের আজ্ঞাকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্তা পৃথি-বীতে যে সকল বানর ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞানু-বর্ত্তী হইল। এই রূপে এই ঋক্ষরজাই বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও মাতা। তোমার কল্যাণ হউক। যে বিদ্বান ব্যক্তি এই উপা-খ্যান শ্রবণ করায়, ও যে ইহা শ্রবণ করে, তাহাদের মানসিক হর্ষবৃদ্ধিকর সমুদয় কার্য্যার্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিভো! আমি এই সমস্ত ঘটনা বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথ কীর্ত্তন এবং রাক্ষস ও বানরেশ্বরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বীর রাঘব ভ্রাতৃগণের সহিত এই অত্যুৎকৃষ্ট পৌরাণিক দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হই-লেন। অনন্তর তিনি ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আপনার প্রসাদে আমি মহতী পুণ্যকথা শ্রবণ করিলাম। হে মুনিপুঙ্গব! এ বিষয়ে আমার অতিমাত্র কৌতূহল সমুৎপন্ন

হইয়াছে। হে দ্বিজ! বালী সুগ্রীবের উৎপত্তি যেরূপ দিব্য-ভাবাপন্ন, হে ব্রহ্মর্ষে! তাহাতে, ঐ সুরেন্দ্রতনয় দুই জনেই যে, বলিশ্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র বিস্ময় নাই।

রাম এইপ্রকার কহিলে, কুম্ভযোনি বলিলেন, হে মহাবাহু! পূর্ব্বে এই রূপেই বালী ও সুগ্রীবের জন্ম সংঘটিত হয়। রাজন্! অধুনা, আর একটী সনাতনী দিব্য কথা শ্রবণ করুন। রাম! পূর্ব্বে রাবণ যেজন্য সীতাকে হরণ করে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিব। মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। রাম! পূর্ব্বে সত্য-যুগে রাক্ষসপতি রাবণ বিনয়াবনত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভি-বাদন পূর্ব্বক প্রজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাববিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্তকলেবর ও স্বীয় তেজে অতিমাত্র প্রজ্বলিত, স্বস্থানো-পবিষ্ট সত্যবাদী ঋষি সনৎকুমারকে নিবেদন করিয়াছিল, ইহ-লোকে দেবগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এমন প্রবল ও অতিমাত্র বলশালী; দেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, সমরে শত্রুদিগকে পরাজয় করেন এবং দ্বিজগণ যাঁহাকে নিত্য পূজা ও যোগিগণ যাঁহার সর্ব্বদা ধ্যান করেন, হে ভগবন্! হে তপোধন! এ বিষয় বিস্তারক্রমে আমায় বলিতে আজ্ঞা হউক।

ধ্যানদৃষ্টি মহাযশা সনৎকুমার রাবণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, প্রেমভরে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। যিনি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, সুরা-সুরগণ নিত্য যাঁহাকে প্রণাম করেন, যিনি পরমপ্রভাবশালী হরি ও নারায়ণ, বিশ্ব জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিতে প্রাদু-র্ভূত হইয়াছেন, যিনি এই স্থাবরজঙ্গম দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া-ছেন, বিবুধগণ ধরে বিধিপূর্ব্বক সেই হরিকেই আশ্রয় করিয়া, অমৃতপান ও সকললোকের সম্মানিত হইয়া, তাঁহারই উপাসনা করেন। যোগিগণ পুরাণ, বেদ, পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞ সকল সহায়ে তাঁহারই যাগ ও তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। দৈত্য,

দানব ও রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সুরবৈরীসমূহ, সকলকেই তিনি সংগ্রামে জয় করেন, এবং সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহামুনি সনৎকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক পুনরায় কহিল, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অন্যান্য সুরবৈরীগণ যাহারা হরির হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? এবং কিজন্যই বা হরি তাহা-দিগকে সংহার করেন।

মহামুনি সনৎকুমার রাবণের কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করি-লেন, দেবতারা যাহাদের সংহার করেন, তাহারা নিত্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বসুধাতলে জন্ম গ্রহণ করে। এই রূপে পূর্ব্বার্জ্জিত সুখ ও দুঃখে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। রাজন্! ত্রিলোকীনাথ চক্রধর জনার্দ্দন যে যে নরেন্দ্রকে নিপাতিত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহার নিলয়ে গমন করিয়াছে। তাঁহার ক্রোধও বরের সমান।

নিশাচর দশানন মহামুনি সনৎকুমারের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

দুরাচার রাবণ এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলে, মহামুনি সনৎকুমার পুনরায় অন্যবিধ বাক্যপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। কহি-লেন, মহাবাহো! তুমি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছ, মহা-যুদ্ধে তাহা সিদ্ধ হইবে। তোমার সুখলাভ হউক। কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।

মহাবাহু রাঘব এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাকে পুন-

রায় কহিলেন, তিনি কি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত, সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করুন।

মুনি সনৎকুমার রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাক্ষসপুঙ্গব! শ্রবণ কর, তোমাকে সমস্ত কহিব। সেই দেব নারায়ণ সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, এবং সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, পর্ব্বতসমূহে, অরণ্যসকলে, সমুদায় স্থাবরে, নদী-সমূহে এবং সমস্ত নগরীতে বিদ্যমান। তিনি ওঙ্কার, সত্য, সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধরদেব, তিনিই দিন, রাত্রি, উভয়সন্ধ্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, ও সলিল। তিনিই লোকসকলের বিদ্যোতন, প্রজ্বালন, সমুদ্-ভাবন, সৃজন, সংহরণ ও শোষণ করেন। তিনিই অব্যয়, লোকনাথ, পুরাণ ও একমাত্র ভয়নাশক বিষ্ণু। এবং নানা প্রকারে লীলা করিয়া থাকেন। অথবা দশানন! এই রূপে অধিক বলিয়া আর প্রয়োজন কি? তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়াআছেন। সেই নীলোৎপলদলশ্যাম নারায়ণ। কিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিধান পূর্ব্বক,বর্ষাকালীন আকাশবিহারী সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় বিরাজমান হয়েন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীবৎস,লোচনযুগল পরমশ্রীবিশিষ্ট পঙ্কজের ন্যায়, এবং কলেবর মেঘের ন্যায়, শ্যামলবর্ণ। তাঁহার শোভার সীমা নাই। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার দেহ আবরণ পূর্ব্বক, মেঘে সৌদামিনীর ন্যায়, তাঁহার কলেবরে বাস করিতেছে। সুর, অসুর বা পন্নগগণ, কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, সেই ব্যক্তি কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ। তাত! কি যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি ইজ্যা, কিছুতেই সেই ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। যাহারা তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহাতে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া, একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং

জ্ঞানবলে যাহাদের সমস্ত পাতক এক কালেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়. তোমার যদি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে. তাহা হইলে, সমস্ত সবিশেষ বলিব, অভিরুচি হয়, শ্রবণ কর।

সত্যযুগের অবসান হইলে, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, সেই দেব নারায়ণ দেব ও মনুষ্যগণের হিতার্থ নৃপবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবেন। পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথন নামে যে রাজা হইবেন, তাঁহার রাম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। রাম মহাতেজা, মহাসত্ত্ব, ক্ষমায় পৃথিবীর সমান ও সমরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য। প্রভু নারায়ণ এই রূপে রাম নামে মানবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবেন। ধার্ম্মিক মহামনা বিভূ রাম পিতার নিয়োগে ভ্রাতার সহিত দণ্ডকে বিচরণ করিবেন। তদীয় পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাতা। তিনি জনকের দুহিতা এবং বসুধাতল হইতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি রূপে সংসারমধ্যে অদ্বিতীয়া, সর্ব্বলক্ষণে লক্ষিতা, এবং প্রভা যেমন চন্দ্রের, তিনিও তেমনি ছায়ার ন্যায়, রামের অনুগতা। তিনি শীলাচারগুণসম্পন্না, সাধ্বী ও ধৈর্য্যশালিনী, এবং সহস্রাংশুর রশ্মির ন্যায় ও রাম যেন একমূর্ত্তির ন্যায়, বিরাজমানা। রাবণ! এই আমি তোমার নিকট নিত্য অব্যয় দেবদেব পরব্রহ্মরূপী নারায়ণের বৃত্তান্ত সবিস্তারে সমুদায় বলিলাম।

হে রাঘব! প্রতাপশালী মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাবণ এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, তোমার সহিত বিরোধবাসনায় চিন্তাপর হইল। সে সনৎকুমারের বাক্য বারংবার চিন্তাকরত আহ্লাদিত হইয়া, যুদ্ধকামনায় বিচরণ করিতে লাগিল।

রাম বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে এই কথা শ্রবণ করিয়া,শিরশ্চালন সহকারে নিরতি বিস্ময়ের বশীভূত হইলেন। এইরূপে নরেশ্বর রাম ঐ কথা শুনিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, সবিস্ময়লোচনে পুনরায়

জ্ঞানীগণাগ্রগণ্য অগস্ত্যকে কহিলেন, পৌরাণিক আখ্যান সকল কীর্ত্তন করুন।

—[:]—

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

পিতামহ ঈশ্বরকে যেমন, মহাতেজা মহাযশা অগস্ত্য তেমনি প্রণত রামকে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সত্য-পরাক্রম রামকে কহিলেন, শ্রবণ কর। এই বলিয়া মহাতেজা প্রবলপ্রভাব অগস্ত্য কথাশেষ কীর্ত্তন করিলেন। সেই মহামতি অগস্ত্য প্রীতহৃদয়ে যথাখ্যান, যথাশ্রুত ও যথাবৃত্ত রামকে কহিতে লাগিলেন, মহাবাহো মহামতি রাম! দুরাশয় রাবণ এই জন্যই জনকদুহিতা সীতাকে হরণ করিয়াছিল। হে মহাবাহো সুমহা-যশা! হে দুর্দ্ধর্ষ! নারদ গিরিবরশ্রেষ্ঠ মেরু পর্ব্বতে আমার নিকট এই আখ্যান কীর্ত্তন করেন। হে রাঘব! সুমহাতেজা নারদ দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, ঋষি ও অন্যান্য মহামন্ত্রিগণের সমক্ষে সহাস্য আস্যে পুনরায় এই কথাশেষ বর্ণন করিয়াছিলেন। হে মানদ! হে রাজেন্দ্র! তুমি সেই মহাপাতকবিনাশিনী কথা শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! যে কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত দেবগণ সকলেই হর্ষভরে পর্য্যাকুললোচন দেবর্ষি নারদকে বলিয়া-ছিলেন, যে, যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক নিত্য এই কথা শ্রবণ করা-ইবে বা করিবে, রাম! সে পুত্রপৌত্রবান্ হইয়া, স্বর্গলোকে মহিত হইবে।

—(:)—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই বলদর্পিত নিশাচর রাবণ নিরতিশয়শৌর্য্যশালী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, বিজয়বাসনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে

লাগিল। দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের মধ্যে যাহাকে অতি বলাধিক শুনিতে পায়, তাহাকেই যুদ্ধকামনায় আহ্বান করে। হে পৃথিবীপতে! এই রূপে দশানন পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোক হইতে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তিনি দ্বিতীয় অংশুমানের ন্যায়, মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, গমন করিতেছেন। রাবণ প্রীত হৃদয়ে তাঁহার অভিসরণ ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া, হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিবেদন করিল, ভগবন্! ব্রহ্মভুবন পর্য্যন্ত সমুদায় লোক অনেকবার আপনি দর্শন করিয়াছেন। হে মহাভাগ! তাহাদের মধ্যে কোন্ লোকের মানব সকল অধিকতর বলবান্। আমি তাহাদের সহিত যদৃচ্ছায় ও যথাকামে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

দেবর্ষি নারদ মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে। তথায় যে সকল লোক বাস করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রসংকাশ, অতিমাত্রমহাবল, মহাকায়, মহাবীর্য্য ও মেঘবৎ গম্ভীরনিস্বন। এবং সকলেই মহাশ্রীমান্, ধৈর্য্যশালী ও মহাপরিঘতুল্যবাহুবিশিষ্ট। হে রাক্ষসাধিপ! তুমি বলবীর্য্যসম্পন্ন যাদৃশ ব্যক্তিগণের কামনা করিতেছ, আমি সেই শ্বেতদ্বীপে তাদৃশ মানব সকল দর্শন করিয়াছি।

নারদের কথা শুনিয়া, দশানন প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবর্ষে! সেই শ্বেতদ্বীপের মনুষ্যগণ কিজন্য বলবান্ হইয়া থাকে এবং সেই সকল মহাত্মারা কিরূপেই বা তথায় বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন? হে প্রভো! আপনি যথাযথ এই সমুদায় আমাকে বলুন। আপনি সমস্ত জগৎ সর্ব্বদা হস্তামলকবৎ দেখিয়া থাকেন!

রাবণের কথা শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন, তাহারা সকলেই নিত্য অনন্য চিত্তে নারায়ণপরায়ণ। এবং তচ্চিত্ত ও তৎপর

হইয়া, একান্ত ভাবে নারায়ণেরই আরাধনা করে। ফলতঃ তাহারা সর্ব্বদাই তচ্চিত্ত ও তদ্গতপ্রাণ এবং সকলেই অতিমাত্র মহাত্মা; সেই কারণে শ্বেতদ্বীপে বাস প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকনাথ চক্রধর দেব বিষ্ণু শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ করিয়া, যাহাদের সংহার করেন, তাহারা ত্রিবিষ্টপে বাস করিয়া থাকে। তাত! যজ্ঞফল, তপস্যা, সংযম বা উৎকৃষ্ট দানফল, কিছুতেই সেই সুখময় লোক লাভ করা যায় না।

দশগ্রীব নারদের কথা কর্ণগোচর করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অনেক ক্ষণ এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। অনন্তর দশানন নারদকে আমন্ত্রণ করিয়া, শ্বেতদ্বীপের উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন। নারদ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, কৌতূহলসমন্বিত হইয়া, পরমাশ্চর্য্য সন্দর্শন বাসনায় ত্বরা পূর্ব্বক তথায় যাত্রা করিলেন। তিনি নিত্য কেলিপরায়ণ ও সমরপ্রিয়। হে রঘুনন্দন! দশানন ঘোরতর সিংহনাদে দশদিক বিদারিত করিয়া, রাক্ষসগণের সহিত শ্বেত দ্বীপে গমন করিতে লাগিলেন। নারদ তথায় গমন করিলে, সেই মহাযশা দশাননও ঐ দ্বীপে সমাগত হইলেন। এই মহাদ্বীপ দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। তথায় গমন করিয়া, বলীয়ান রাবণের পুষ্পক রথ সেই দ্বীপের তেজে বায়ুবেগে সমাহত হইয়া, বাতাহত মেঘের ন্যায়, স্থির থাকিতে পারিল না। রাক্ষসরাজের সচিবগণও সেই দুষ্প্রেক্ষ্য দ্বীপে উপনীত হইয়া, ভীত ও জাতসাধ্বস হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! আমরা সকলেই মোহাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাশূন্য ও বিচেতন হইয়া পড়িয়াছি। তজ্জন্য কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, কিরূপে যুদ্ধ করিব? এই বলিয়া, তাহারা সকলেই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দশানন ঐ সকল রাক্ষসের সহিত হেমভূষিত পুষ্পক বিমান বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর পুষ্পক রথ গমন করিলে,

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাভয়ংকর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, একাকীই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশসমকালেই তত্রত্য রমণীগণের দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইলেন। তন্মধ্যে কোন রমণী সস্মিতবদনে তাঁহার হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছ, বল। তুমি কে, কাহার পুত্র এবং কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, নির্দ্দেশ কর।

রাজন্! রাজা রাবণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, সক্রোধে কহিলেন, আমি, বিশ্রবার পুত্র রাক্ষস রাবণ। সংগ্রামের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দুরাত্মা রাবণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, সেই সকল যুবতীজন সুস্বনে হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর তাহাদের মধ্যে একজন রমণী কুপিত হইয়া, বালকের ন্যায়, অনায়াসে রাবণকে গ্রহণ ও তাঁহার মধ্যদেশ ধারণ করিয়া, তাঁহাকে সখীমধ্যে ঘুরা-ইতে আরম্ভ করিল। এবং অপরা সখীকে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি অবলোকন কর, আমি এই অতি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভ বিংশতিবাহু দশাননকে ধারণ করি-য়াছি। তখন ভ্রমণালস রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিদ্বান্ ও বলবান্ রাবণ ঘুরিতে ঘুরিতে, রোষাবিষ্ট হইয়া, কোন সুন্দরী রমণীর হস্তে অতিমাত্র দংশন করিলেন। তখন সেই রমণী হস্তবেদনাবশতঃ ধূনন পূর্ব্বক সেই ক্ষুদ্র কীটকে ছাড়িয়া দিল। তদ্দর্শনে অপরা স্ত্রী রাক্ষসরাজকে গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশ পথে উৎপতিত হইল। রাবণ নিতান্ত কুপিত হইয়া, তাহাকেও নখের অতিমাত্র আঘাতে বিদারিত করিলেন। এবং তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ বিনির্দ্ধূত হইয়া, সাগরসলিলে পতিত ও ভয়ে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, উঠিলেন। বজ্রবিদারিত পর্ব্বতশেখর যেমন তিনিও তেমনি বিনিপাতিত হইয়া, সাগরজলে পতিত হই-লেন। এই রূপে রাজা রাবণ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতিগণ

কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া, ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মহাতেজা নারদ রাবণকে ধর্ষিত দেখিয়া, সবিস্ময়ে হাস্য ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

হে মহাবাহো! দুরাত্মা রাবণ এই কারণেই তোমার হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সবিশেষ জানিয়া, সীতাকে হরণ করিয়াছিল। তুমি শংখচক্রধর দেব নারায়ণ। তোমার হস্তে শার্ঙ্গধনু, পদ্ম ও বজ্রাদি আয়ুধ সকল বিরাজমান। সমস্ত দেবতা তোমায় নমস্কার করেন। তুমি শ্রীবৎসচিহ্নিত, সর্ব্বদেবাভিপূজিত, পদ্মনাভ, মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ হৃষীকেশ। রাবণের বধের জন্য মানুষীতনু আশ্রয় করিয়াছ। আপনাকে নারায়ণ বলিয়া কি তোমার জ্ঞান হইতেছে না? হে মহাভাগ! আর আত্মবিস্মৃত হইও না। আপনাকে স্মরণ কর। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। এবং তুমি ত্রিগুণ, ত্রিবেদী, ত্রিধামা, ত্রিকালকর্ম্মা ত্রিবেদ্য, ও ত্রিদশারিবিমর্দ্দন। তুমি পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধবিক্রমসহায়ে লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া আছ। তুমি বলিবন্ধনকারণে শ্রীমান্ মহেন্দ্রানুজরূপে অদিতির গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি সনাতন বিষ্ণু। লোকদিগকে অনুগ্রহ বিতরণ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছ।

হে সুরসত্তম! সুরাসুরগণের সেই এই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। পাপমতি রাবণ সপুত্র বলবান্ধবে নিহত হইয়াছে, তপোধন ঋষিগণ ও সুরগণ সকলেই তজ্জন্য সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়াছেন। হে সুরেশ্বর! তোমার প্রসাদে সমস্ত জগৎ বিশিষ্টরূপ শান্তিলাভ করিয়াছে। সীতা সাক্ষাৎ মহাভাগা লক্ষ্মী, পাতাল হইতে সমুত্থিতা হইয়াছেন। হে প্রভো! ইনি তোমারই জন্য জনকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা রাবণ ইঁহাকে লঙ্কায় আনিয়া, মাতার ন্যায়, পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিল। পরমযশস্বি রাম! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণন

করিলাম। দীর্ঘজীবী নারদ আমার সকাশে এইরূপ কীর্ত্তন করেন। সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, দশানন অনতিকাল মধ্যেই তৎসমস্ত অশেষরূপে সমাহিত করেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বিপ্রসান্নিধ্যে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রদত্ত অন্ন অক্ষয় হইয়া, পিতৃগণের সমীপে সমাগত হয়।

রাজীবলোচন রাম ভ্রাতৃগণের সহিত এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীবপ্রমুখ বানরগণ, বিভীষণপ্রমুখ নিশাচরগণ, অমাত্যপ্রমুখ নরপতিগণ এবং অন্যান্য সমাগত বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ধার্ম্মিক শূদ্রগণ সকলেই উৎফুল্ললোচন ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অতিমাত্র প্রীতিভরে রামকে দেখিতে লাগিলেন। তখন মহাতেজা অগস্ত্য রামকে কহিলেন, রাম! আমাদের দর্শন ও সভাজন হইয়াছে। অধুনা, আমরা গমন করিব। এই বলিয়া, তাঁহারা প্রতিপূজিত হইয়া, সকলে যথাগত গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

মহাবাহু রাম এইরূপে পৌর ও জানপদসমূহে যথাবিধানে কার্য্য সকল শাসন করত দিনযাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া, মিথিলাপতি জনককে কহিলেন, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি। আমরা আপনারই পালিত। এবং আমি আপনারই উগ্রতেজঃসহায়ে রাবণকে সংহার করিয়াছি। রাজন্! ইক্ষ্বাকু ও মৈথিলবংশীয়গণের পরস্পর সম্বন্ধপ্রীতির তুলনা নাই। অতএব, হে পার্থিব! আপনি রত্নজাত গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় পুরে গমন করুন। ভরত সহায়ার্থ আপনার অনুগামী হইবেন।

রাজা জনক তাহাতে সম্মত হইয়া, রামকে কহিলেন, রাজন্!

আমি তোমার দর্শনে ও নয়ে প্রীত হইয়াছি। আমার জন্য এই যে রত্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে, আমি স্বীয় দুহিতাদ্বয়কে তৎসমস্ত প্রদান করিতেছি।

অনন্তর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে, রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিনয় সহকারে পরমপ্রভাবশালী মাতুল কৈকেয়কে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, ভরত ও লক্ষ্মণ সকলেই আপনার অধীন। হে পুরুষর্ষভ! আপনিই আমাদের গতি। বৃদ্ধ রাজা আপনার জন্য সন্তপ্ত হইতে পারেন। হে পার্থিব! এই জন্য অদ্যই আপনার প্রস্থান করা উচিত বোধ হইতেছে। লক্ষ্মণ বহুল ধন ও বিবিধ রত্ন লইয়া, অনুযাত্র স্বরূপ আপনার অনুগমন করিবে। যুধাজিৎ তাহাই হইবে, বলিয়া কহিলেন, হে রাঘব! রত্ন ও ধন সমস্ত তোমাতেই অক্ষয় হইয়া থাকুক। অনন্তর রাম প্রথমে অভিবাদনসহকারে প্রদক্ষিণ করিলে, পরে কেকয়-বর্দ্ধন যুধাজিৎ,রাজা ভাবিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, লক্ষ্মণকে সহায় করত, স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহিত এই রূপে গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম মাতুলকে বিদায় দিয়া, আপনার বয়স্য কাশী-পতি অকুতোভয় প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিলেন, তুমি পরম সৌহার্দ্দ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছ। এবং ভরতের সহিত আমার অভিষেকে উদ্যোগও করিয়াছ। অতএব রাজন্! অদ্য তুমি সুন্দর প্রাকার ও সুশোভন তোরণসম্পন্ন, পরমমনোহর ও সুরক্ষিত বারাণসী নগরীতে গমন কর। কাকুৎস্থ রাম এই বলিয়া, উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থান করিয়া, তাঁহারে উরোগত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধন রাম বিদায় প্রদান করিলে, অকুতোভয় কাশীরাজ তৎকর্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া, সত্বর কাশী যাত্রা করিলেন। রাম কাশিপতিকে বিদায় দিয়া,অন্যান্য উপস্থিত তিন শত রাজাকে সহাস্য আস্যে মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনারা সকলেই স্বকীয় তেজে আমার

প্রতি সমান প্রীতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এবং ধর্ম্ম নিশ্চয়বশতঃ সর্ব্বদা সত্যও পালন করিয়াছেন। আপনারা মহাত্মা। আমি আপনাদেরই অনুভাব ও তেজে দুরাচার, দুর্ব্বুদ্ধি ও রাক্ষসাধম রাবণকে সংহার করিয়াছি। ফলতঃ, রাবণ আপনাদেরই তেজে পুত্র, মিত্র ও অমাত্যগণ সহিত নিহত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে হেতুমাত্র। জনকদুহিতা সীতা বন হইতে অপহৃতা হইয়াছেন, শুনিয়া, মহামতি ভরত আপনাদের সকলকে সমানয়ন করিয়াছেন। মহানুভব আপনারা সমুদায় রাজাই উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। অনেক দিন হইল, আপনারা এখানে আসিয়াছেন। এইজন্য আপনাদের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করাই আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ মনে হইতেছে।

তখন ঐ সকল নরপতি নিরতি হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাম! সৌভাগ্যবলেই আপনি বিজয়ী ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সৌভাগ্যবলেই সীতা প্রত্যাহৃতা হইয়াছেন। এবং সৌভাগ্যবলেই শত্রু দশানন পরাজিত হইয়াছে। রাম! আমরা যে আপনাকে বিজয়ী ও নিঃসপত্ন দেখিতেছি, ইহাই আমাদের পরম অভীষ্ট ও ইহাই আমাদের পরম আনন্দ। আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যেহেতু, আপনি সকল লোকের অভিরাম রাম। আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আমরা ঈদৃশী প্রশংসা পরিজ্ঞাত নহি। এক্ষণে সকলে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আপনি সর্ব্বদাই আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন। হে মহাবাহো! আমরাও যাহাতে আপনার প্রতি নিরতিপ্রীতিমান্ হইয়া, এই রূপে আপনার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারি. হে মহারাজ! আমাদের উপর আপনার যেন নিত্য সেইরূপ প্রীতি থাকে। রাম তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন নরপতিগণ সকলেই অতিমাত্র হর্ষিত ও গমনে উৎসুক হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রামের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

এবং রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া, স্ব স্ব রাজ্যে সমাগত হইলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

এই রূপে মহামতি নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী ও অশ্বসমূহে পৃথিবী কম্পিত করিয়া, দশ দিকে প্রস্থান করিলেন। প্রহৃষ্টবলবাহনশালিনী অনেক অক্ষৌহিণী রামের যুদ্ধসাহায্য জন্য সবিশেষ সমুদ্যত হইয়া, ভরতের আজ্ঞায় অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল। সেই সকল বলদর্পসমন্বিত মহীপাল পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধে রাম ও রাবণকে সম্মুখীন দেখিতে পাইলাম না। রাবণবধ হইলে পর ভরত অনর্থক আমাদিগকে আনয়ন করিলেন। যদি পূর্ব্বে আনিতেন, তাহা হইলে, অতি সত্বর নিশাচরগণ এই সকল নরপতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সাগরপারে রামের বা লক্ষ্মণের বাহুবলপরিরক্ষিত ও বিগতজ্বর হইয়া, সুখে যুদ্ধ করিতাম। ঐ সকল সমবেত নরপতিগণ এইরূপ ও অন্যরূপ কথা সকল কীর্ত্তন করিতে করিতে হর্ষভরে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রুদ্ধ ও হর্ষিত, ধনধান্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন, সর্ব্বাবয়বে পরিপূর্ণ, বিবিধবস্তুশালী, সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যে পূর্ব্ববৎ অক্ষত শরীরে গমন করিয়া, রামের প্রিয়কামার্থ বিবিধ রত্ন উপহার প্রদান করিলেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহারা রামকে বহুসংখ্য অশ্ব, যান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, অত্যুৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ অজাবিক ও বহুবিধ রথ দান করিলে, মহাবল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেই পুরুষর্ষভগণ রমণীয় নগরী অযোধ্যাতে সমাগত হইয়া, সেই সকল বিচিত্র রত্ন রামের গোচরে সমুপস্থিত করিলেন। মহামতি রাম তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ

করিয়া, পরমপ্রীতিমান্ হইয়া, কুম্ভকর্ণ রাজা সুগ্রীবকে দান করিলেন। এবং বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস ও বানর, যাহাদের সহায়ে জয়শালী হইয়াছেন, তাহাদিগকেও যথাযথ প্রদান করিলেন। ঐ সকল মহাবল বানর ও নিশাচরগণ রামের প্রদত্ত রত্ন সমস্ত মস্তকে ও বাহুতে ধারণ করিল।

ঐ সময়ে মহারথ ও মহাবীর্য্য পদ্মপলাশলোচন রাজা রাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্‌কে অঙ্কে আরোপিত করিয়া, সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, অঙ্গদ তোমার সুসন্তান ও হনুমান্ তোমার সুমন্ত্রী। হে সুগ্রীব! ইহারা দুই জনে আমারও মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত ও হিতানুষ্ঠানে নিরত। অতএব হে হরীশ্বর! তোমার জন্য ইহাদের নানাপ্রকারে পূজা করা কর্ত্তব্য। মহাযশা রাম এই বলিয়া, আপনার অঙ্গ হইতে মহামূল্য আভরণ সকল মোচন করিয়া, অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে তৎসমস্ত পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, ধূম্র, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ, সন্নাদ, দরীমুখ দধিমুখ, ইন্দ্রজানু, এই সকল মহাবীর্য্য মহাবল যূথপতিপ্রধান ও যূথপতি বানরদিগকে সম্ভাষণ ও নেত্রদ্বারা যেন পান করিয়া, মধুর কোমল শান্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই আমার সুহৃৎ; শরীর ও ভ্রাতা স্বরূপ। হে কাননবাসিগণ! তোমরাই আমাকে বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজা সুগ্রীবই ধন্য এবং তোমাদের ন্যায় বন্ধুশ্রেষ্ঠগণই ধন্য! এই বলিয়া নরবর রাম তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য বিধানে মহামূল্য বসন ও ভূষণ সমস্ত দান ও আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ তথায় বিবিধ সুগন্ধি মধু, সুমৃষ্ট মাংস, এবং বহুবিধ ফল মূল ভক্ষণ করত সুখে অবস্থিতি করিল। এইরূপে তাহাদের এক মাসেরও অধিক অতীত হইয়া গেল। কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহাদের তাহা মুহূর্ত্তের ন্যায় মনে হইল। রামও সেই সকল কামরূপী বানর, মহাবল রাক্ষস ও মহাবীর্য্য ঋক্ষগণের সহিত

নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তাহাদের দ্বিতীয় শিশির মাস অতিবাহিত হইল। তাহারা সকলেই নিরতিশয় হর্ষ ও নিরতি প্রীতিযোগ ভোগ করিয়া, রমণীয় ইক্ষ্বাকুনগরীতে রামের প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সুখে সময় যাপন করিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এই রূপে অযোধ্যায় কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর মহাতেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি সুরাসুরেরও দুরাক্রমণীয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর। হে মহাবাহো! তুমি অঙ্গদকে প্রীতিচক্ষে দর্শন করিবে। সুমহাবল হনুমান্, নল, শ্বশুর সুষেণ, বলিশ্রেষ্ঠ তার, দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল শরভ, দুর্দ্ধর্ষ মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, সুবিক্রান্ত ঋষভ, সুপাটল, কেশরি, শরভ ও শুম্ভ এবং এই যে সকল বানরবীর আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সুগ্রীব! তুমি ইহাদিগের সকলকেও প্রীতিসহকারে প্রতিপালন করিবে; কখনই ইহাদিগের কোন বিপ্রিয়াচরণ করিবে না।

সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত রামচন্দ্র তদনন্তর মধুরবাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, আমি জানি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ। পুরবাসী জন, অমাত্য রাক্ষসগণ এবং তোমার ভ্রাতা কুবেরও তোমাকে ভাল বাসেন; অতএব যাও, ধর্ম্মানুসারে লঙ্কারাজ্য পালন কর। রাজন্! কখনও অধর্ম্মে অভিরুচি করিও না। যে সকল রাজা সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। আর, রাজন্! আমাকে ও

সুগ্রীবকে তুমি পরম প্রীতি সহকারে সর্ব্বদা স্মরণ কর ; ইহাই আমার প্রার্থনা। এক্ষণে তুমি শোকশূন্য হইয়া গমন কর।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ সাধু সাধু বলিয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং কহিতে লাগিল, মহাবাহো রামচন্দ্র! সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় আপনার বুদ্ধি ; বীর্য্যও আপনার সেইরূপ অদ্ভুত ; মাধুর্য্যও তাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, হনুমান প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন্! আপনাতে যেন নিয়ত আমার পরম স্নেহ থাকে, বীর! আপনাতে আমার ভক্তিও যেন নিশ্চলা হয় ; আমার মন যেন অন্য কাহাতেও আসক্ত না হয়। বীর! মহীতলে যত কাল রামকথা প্রচলিত থাকিবে, তত কাল যেন আমার দেহে জীবন থাকে, ইহার যেন অন্যথা না হয়। হে রঘুনন্দন! হে নরর্ষভ! অপ্সরোগণ যেন আমাকে আপনার এই চরিত ও কথা নিয়ত শ্রবণ করায়, বীর! বায়ু যেমন মেঘলেখা হরণ করে, আমি তেমনি আপনার সেই চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করিব।

হনুমান এই কথা কহিলে পর রাম সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নেহভরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, কপিপ্রবর! যাহা বলিলে, তাহাই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। লোকে আমার এই চরিত যত কাল প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তোমার কীর্ত্তি থাকিবে এবং তোমার প্রাণও তত দিন তোমার শরীরে অবস্থিতি করিবে। যতদিন লোক থাকিবে, আমার কথাও ততদিন থাকিবে। কপে! তুমি আমার যে সকল উপকার করিয়াছ, তাহার এক একটীর জন্য আমি প্রাণ দান করিয়াও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি ; কিন্তু তুমি শেষ যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য আমায় চিরকাল ঋণী থাকিতে হইবে। অথবা তোমার উপকার আমাতে

জীর্ণই হউক, কারণ লোক বিপদে পড়িলেই প্রত্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র বৈদূর্য্যময় তরলমণি-বিশিষ্ট চন্দ্রপ্রভ হার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। শিখরদেশে চন্দ্রমা উদিত হইলে শৈল-রাজ সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, বক্ষস্থলে ঐ হার ধারণ করিয়া মহাকপি হনুমান্ সেইরূপ শোভিত হইলেন।

রাঘবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরগণ একে একে উত্থান করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে রাঘবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে লাগিল। সুগ্রীব ও ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রামকে অতীব গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং তিন জনেই বাষ্পজলে বিধুর হইয়া পড়িলেন। রাঘবকে পরিত্যাগ করিতে অন্যান্য বানর এবং রাক্ষসগণও সকলেই বাষ্পবিক্লব অশ্রুজলে পূর্ণচক্ষু, উন্মনা ও মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইল।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাত্মা রাঘবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, বানরাদি সকলে, দেহ ত্যাগ করিয়া দেহীর ন্যায়, স্ব স্ব নিলয়ে প্রস্থান করিল।

অনন্তর রাক্ষস, ঋক্ষ, ও বানরগণ; রঘুবংশবর্দ্ধন রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিয়োগজনিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে, যে যে দেশের অধিবাসী, সে সেই দিকে গমন করিল।

একপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় করিয়া যথাসুখে ভ্রাতৃদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অন্তরীক্ষে এই মধুর বাক্য শুনিতে পাইলেন যে, সৌম্য রামচন্দ্র! আপনি সৌম্যবদনে আমাকে নিরীক্ষণ করুন। প্রভো! জানিবেন, আমি পুষ্পক, কুবেরভবন হইতে উপস্থিত

হইয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে কুবেরের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, মহাত্মা নরনাথ রামচন্দ্র যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করিয়া তোমায় জয় করিয়া লইয়াছেন। দুষ্টাত্মা রাবণ স্বজন,পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত হওয়াতে আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে। সৌম্য! পরমাত্মা রাম যখন লঙ্কায় তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন, তখন তুমি সেই রামকেই বহন কর; আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি। তুমি সর্ব্বলোকে গমন করিবার উপযুক্ত বাহন; আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি রঘুনন্দন রামকেই বহন কর; অতএব কোনরূপে দুঃখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন কর। হে রঘুনন্দন! আমি মহামতি ধনদের এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আপনি কোন আশঙ্কা না করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। আমি সর্ব্বলোকের অধৃষ্য; কুবেরের আদেশক্রমে আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক প্রভাব সংস্কারে বিচরণ করিব।

মহাবল রামচন্দ্র পুষ্পকের এই কথা শ্রবণ করিয়া, পুনরাগত আকাশস্থিত পুষ্পককে দর্শন করত কহিলেন, বিমানবর পুষ্পক! যদি এইরূপই হয়, স্বচ্ছন্দে আগমন কর। যখন ধনেশ্বর অনুমতি করিয়াছেন, তখন ইহাতে আমাদিগের সচ্চরিত্র অতিক্রম রূপ দোষ হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া মহাবাহু রাঘব লাজ এবং সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপ দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে গমন কর, যখন স্মরণ করিব তখন আসিবে। সৌম্য! আকাশে গমন কালে আমাদিগের বিয়োগজন্য কোন দুঃখ করিও না। দিগ্‌দিগন্তে গমনকালীন তোমার যেন প্রতিঘাত না হয়। পুষ্পক রামের নিকট পূজাপূর্ব্বক বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, তথাস্তু বলিয়া ঐ স্থান হইতে নিজ অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল।

পুণ্যময় পুষ্পক বিমান এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, পর, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, বীর! দেবরূপী আপনার রাজত্বকালে আমরা কতবার মানুষাতিরিক্ত প্রাণী এবং পদার্থ সকলকেও মানুষের ন্যায় কথা কহিতে দেখিলাম। আপনি যে কয় মাস রাজা হইয়াছেন, ইহার মধ্যে প্রজাদিগের কোন রোগই হয় নাই। অতিবৃদ্ধ প্রাণিদিগেরও মৃত্যু হয় নাই। নারী সকল নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিতেছে, মনুষ্যগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে। রাজন্! পুরবাসীদিগের আনন্দও অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবরাজ যথাকালে অমৃতময় বারিবর্ষণ করিতেছেন। বায়ুও নিয়ত সুখস্পর্শ সুখজনক ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক রূপে প্রবাহিত হইতেছে। হে নরেশ্বর! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই বলিতেছে যে, চিরকাল যেন আমাদিগের এইরূপ রাজাই হয়।

ভরতের মুখবিনিঃসৃত এই সকল সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, নৃপসত্তম রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভূষিত পুষ্পককে বিদায় দান করিয়া, চন্দন, অগুরু, চূত, উত্তুঙ্গ কালেয়ক ও দেবদারু বনে সমন্তাৎ উপশোভিত চম্পক, অগুরু, পুন্নাগ, মধূক, পনস, অসন, বিধূমপাবকসদৃশ পারিজাত, লোধ্র, নীপ, অর্জ্জুন, নাগ, সপ্তপর্ণ, মুক্তক, মন্দার, কদলী ও বিবিধ লতাগুল্মজালে সমাবৃত এবং প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম ও কোবিদার আর সর্ব্বর্ত্তু কুসুমসম্পন্ন সুন্দরদর্শন ফলবান সুমনোরম দিব্যরসগন্ধবিশিষ্ট নবপল্লবাঙ্কুর সমন্বিত অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ পরিশোভিত অশোকবনে প্রবেশ করিলেন। অশোকবনমধ্যে শিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত মনোরম পুষ্পপল্লবভূয়িষ্ঠ মত্তভ্রমরসমাচ্ছন্ন বিবিধ দিব্য বৃক্ষ সকল সঞ্জাত

রহিয়াছে। চূত বৃক্ষের ভূষণস্বরূপ কোকিল, ভৃঙ্গরাজ ও নানা বর্ণের নানা পক্ষী সমগ্র কানন বিচিত্রিত ও শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। কানন মধ্যে যে সকল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে, তন্মধ্যে কতক সুবর্ণকান্তি, কতক অগ্নিশিখাসমপ্রভ, কতক নীলাঞ্জনসন্নিভ। তথায় কত প্রকার কতশত পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বিবিধ মাল্য উপকল্পিত রহিয়াছে। এবং বিবিধাকার দীর্ঘিকাসকল সুন্দর স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। ঐ সমস্ত দীর্ঘিকার সোপানশ্রেণী মাণিক্যে এবং অন্তর কুট্টিম সকল স্ফটিকে বিনির্ম্মিত। সকল দীর্ঘিকাতেই পদ্ম ও উৎপলের বন হইয়া আছে। এবং দাত্যূহ, শুক, হংস ও সারস, সকল রব করিতেছে। চক্রবাক সকলে সকল দীর্ঘিকারই শোভা হইয়াছে। তীর সমস্ত বিবিধবর্ণ পুষ্পসমন্বিত পাদপনিকরে পরিশোভিত হইয়া আছে। সমগ্র কানন শিলাভিত্তিসম্পন্ন বিবিধাকার প্রাকার সকলে বেষ্টিত রহিয়াছে, বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ অসংখ্য শার্দ্দূলপক্ষী ঐ বন মধ্যে বাস করিতেছে। কাননে সমস্ত বৃক্ষই পুষ্পিত। সংঘর্ষজাত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল হইতে পতিত বিবিধবর্ণ পুষ্পে তত্রত্য শিলাতল, তারাগণ দ্বারা নভস্থলের ন্যায় বিচিত্র হইয়া আছে। রামের ঐ অশোকবন ইন্দ্রের নন্দন ও কুবেরের ব্রহ্মনির্ম্মিত চৈত্ররথ কাননের ন্যায়, নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহসম্পন্ন, লতাসনযুক্ত সুসমৃদ্ধ অশোক বনে প্রবেশ করিয়া, সুগঠিত, পুষ্পরাজিসুশোভিত উৎকৃষ্ট আস্তরণ সমাচ্ছন্ন অনুত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। এবং শচীকে পুরন্দরের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে উপবেশন করাইয়া বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু পান করাইলেন। অবিলম্বেই রামচন্দ্রের আহারার্থ কিংকরগণ বিবিধ সুপক্ক মাংস ও নানাপ্রকার ফল আনয়ন করিল। অনন্তর সুনিপুণা রূপবতী নৃত্যগীতবিশারদা সুন্দরদর্শনা অপ্সরাসকল মধুপানে ঈষৎ মত্ত

হইয়া কিন্নরীগণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তোষকপ্রবর ধর্ম্মাত্মা রাঘব ঐ সকল পরম-ভূষিতা মনোরমা রমণীদিগকে তুষ্ট করিলেন, সীতা সতী উপ-বিষ্ট হইয়া অরুন্ধতীর সহিত উপবিষ্ট তেজস্বী বশিষ্ঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সুরসম রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হইয়া, সুরসুতাসদৃশী সীতাকে এই রূপে দিন দিন তুষ্ট করিতে লাগিলেন। সীতা ও রাঘব এই রূপে বিহার করিতে থাকিলেন। অনন্তর সর্ব্বভোগী সুখপ্রদ শিশিরকাল অতিবাহিত হইল। বিবিধ ভোগ উপভোগ করত মহাত্মা রামচন্দ্র ও জানকী দশসহস্র বৎসর বিহার করিলেন। অনন্তর শিশিরকাল অতিবাহিত হইল।

একদিন ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মকার্য্য সকল সমাধা করিয়া অপরাহ্ণ যাপন করিবার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সীতাও পূর্ব্বাহ্ণে কর্ত্তব্য দেবকার্য্য সকল সমাধা করিয়া, বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে শ্বশ্রূদিগের সকলেরই পরিচর্য্যা করিলেন, পশ্চাৎ দিব্যাভ বিচিত্র বসন পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়া, স্বর্গে সমুপবিষ্ট পুরন্দরের নিকট শচীর ন্যায় রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র পত্নীকে কল্যাণময় গর্ভলক্ষণ সমাপন্না দর্শন করিয়া, অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, সাধু সাধু। পরে তিনি সুরসুতোপমা বরবর্ণিনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! তোমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত স্পষ্টই প্রকাশ হইয়াছে। বরারোহে! তোমার কিসে ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্ অভিলাষ সম্পাদন করিব। তখন জানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে কহিলেন, রাঘব! আমি পবিত্র তপোবন সকল দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমার বাসনা হইয়াছে, আমি গঙ্গাতীরোপবিষ্ট উগ্রতেজা ফলমূলভোজী ঋষিদিগের চরণ বন্দনা করিব। কাকুৎস্থ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি ফলমূলভোজী

ঋষিদিগের তপোবনে একরাত্রিও বাস করিব। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, তাহাই হইবে। বৈদেহি! তুমি নিশ্চিন্ত হও। কল্যই গমন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র জনকাত্মজা মৈথিলীকে এইকথা কহিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত অন্তঃপুর মধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মধ্য কক্ষায় আগমন করিলেন।

—[:]—

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, বিচক্ষণ পারিষদ সকল চারিদিকে উপবিষ্ট হইয়া, বিবিধ কথা দ্বারা হাস্য করাইতে লাগিল। বিজয়, মধুমত্ত, কশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজী, কালিয়, ভদ্র, উদন্তবক্ত্, ও সুমাগধ ইহারা হর্ষ সহকারে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক বিবিধ কথা কহিতে লাগিল।

অনন্তর কোন কথাসূত্রে রামচন্দ্র কহিলেন, ভদ্র! নগরে ও রাজ্যমধ্যে আমার, সীতার, ভরতের, লক্ষ্মণের, শত্রুঘ্নের ও মাতা কৈকয়ীর সম্বন্ধে নাগরিক ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে? রাজারা ধর্ম্মাদিবিচারবিহীন হইলে, লোকালয়ে এবং বনও নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

রাম এই কথা কহিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, রাজন্! পুরবাসীজনেরা ভাল কথাই কহিয়া থাকে। বিশেষতঃ হে পুরুষর্ষভ! দশকন্ধর নিধন দ্বারা উপার্জ্জিত বিজয়-ব্যাপার সম্বন্ধেই পৌরজনেরা বিশেষ আন্দোলন করিয়া থাকে।

রামভদ্রের এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কোন বিষয় গোপন না রাখিয়া সমস্ত বিষয় যথাবৎ উল্লেখ কর। পুরবাসীদিগের ভাল মন্দ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, ভাল কার্য্যই করিব,

মন্দকার্য্য কদাপি করিব না। নগরে ও জনপদে প্রজাগণ আমার যে কোন অন্যায় কার্য্যের কথা কহিয়া থাকে, তুমি কোন আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর।

রাঘবের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভদ্র সমাহিত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সুরুচির বাক্যে নিবেদন করিল, রাজন্! চত্বর, আপণ, রথ্যা, বন ও উপবন সকলে পৌরজনেরা যে সকল ভাল ও মন্দ কথা কহিয়া থাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাম অতি অদ্ভুত কার্য্যই করিয়াছেন, সমুদ্রে সেতুবন্ধন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি দেব, কি দানব কেহই কখনও শ্রবণ করেন নাই। রাম দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বল ও বাহনের সহিত বিনাশ করিয়াছেন, এবং বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। রাম যুদ্ধে রাবণকে সংহার করত সীতাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু রাবণ যে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ না হইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে সীতাকে পুনর্ব্বার গৃহে আনয়ন করিয়াছেন। রাবণ যাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিল, সেই সীতার সম্ভোগে রামের হৃদয়ে কি সুখানুভব হইতে পারে! রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতেও লইয়া গিয়া অশোক বনিকাতে স্থাপন করিয়াছিল, এবং সীতা রাক্ষসের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। ঈদৃশ সীতার প্রতি রামের ঘৃণা হইতেছে না কেন? এখন হইতে আমাদিগকেও স্ত্রীর অপরাধ সহ্য করিতে হইবে; কারণ রাজা যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগকেও তাহার অনুবর্ত্তন করিতে হয়।

রাজন্! নগর ও সমস্ত জনপদে পুরবাসী ও প্রজাবর্গ এইরূপ বিবিধ কথা কহিয়া থাকে।

ভদ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঘব অতীব কাতর হইয়া সমস্ত বয়স্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, প্রজাগণ আমার সম্বন্ধে এই সকল কথাই কহিয়া থাকে? তাহাতে সকলেই

ভূমিতে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক দীনচেতা রাঘবকে উত্তর করিল, রাজারা এইরূপই বলিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

তখন শত্রুনিসূদন কাকুৎস্থ বয়স্যদিগের সকলেরই মুখবিনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলকেই বিদায় দান করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বয়স্যদিগকে বিদায় করত রঘুনন্দন রামচন্দ্র বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া সমীপোপবিষ্ট দ্বারপালকে আদেশ করিলেন। তুমি সত্বর সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, ভরত ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে এই স্থানে আনয়ন কর।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত লক্ষ্মণের গৃহে উপস্থিত হইয়া অবাধে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া সুমিত্রাসুত লক্ষ্মণকে কহিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া তথায় গমন করুন। তখন সৌমিত্রি রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ করত তথাস্তু বলিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সত্বর রাঘবের নিকেতনে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ যাত্রা করিলেন, দর্শন করিয়া দ্বারপাল ভরতের নিকট গমন করত, কৃতাঞ্জলিপুটে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহাবল ভরত দ্বারপালের মুখে রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থান পূর্ব্বক পদব্রজেই যাত্রা করিলেন। ভরত যাত্রা করিলেন, দেখিয়া দ্বারপাল সত্বর কৃতাঞ্জলিপুটে শত্রুঘ্নের ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আসুন, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। লক্ষ্মণ এবং মহাযশা ভরত অগ্রেই গমন করিয়াছেন। দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করত শত্রুঘ্ন মস্তক অবনমন পূর্ব্বক

প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া রাঘবের নিকট যাত্রা করিলেন।

অনন্তর দ্বারপাল প্রত্যাগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, আপনার ভ্রাতৃগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। রামচন্দ্র এতক্ষণ অবাঙ্মুখে কাতরচিত্তে ব্যাকুল ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। এক্ষণে কুমারেরা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্বর কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমার জীবন ইঁহাদিগেরই আশ্রিত; ইঁহারাই আমার প্রিয়তম প্রাণ।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া শুক্লবাসা কুমারগণ সমাহিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখ রাহুগ্রস্ত শশী ও সন্ধ্যাকালীন দিবাকরের ন্যায় নিষ্প্রভ, এবং বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নযুগল পরিম্লান পদ্মের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। অনন্তর তাঁহারা সকলে সত্বর হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদযুগলে প্রণাম করত একাগ্রচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল রামচন্দ্র নেত্রবারি মার্জ্জন করিলেন, এবং বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করত কুমারদিগকে উত্তোলন করিয়া, আসনে উপবেশন কর বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন; হে নরেশ্বরগণ! আমি তোমাদিগের সহায়েই রাজ্য পালন করিতেছি। তোমরা শাস্ত্রার্থ শিক্ষা করিয়াছ; এবং বুদ্ধিও তোমাদিগের পরিপক্ক হইয়াছে। অতএব আমি তোমাদিগকে আমার যে কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহার অনুসরণ কর।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে তাহারা মনোযোগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজা কি কথাই বলিবেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

কুমারেরা সকলেই কাতরচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, অনন্তর রামচন্দ্র পরিশুষ্কবদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক; পৌরজনেরা সীতা ও আমার সম্বন্ধে যে রূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, বলিতেছি;—তোমরা সকলেই শ্রবণ কর; শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের মন যেন অন্যথা না হয়। পৌরজন মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ ঘটিত হইয়াছে। জনপদবাসীরাও আমার অত্যন্ত কুৎসা করিয়া থাকে; সেই অপবাদ ও কুৎসা আমার মর্ম্মস্থান সকল ছেদন করিতেছে। আমি মহামতি ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সীতাও মহামতি জনকদিগের বংশে উৎপন্না হইয়াছেন। সৌম্য লক্ষ্মণ! যেরূপে নির্জ্জন দণ্ডক বনে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছিল, এবং আমি যে রূপে তাহাকে সংহার করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছ। তখনই আমি সীতার সম্বন্ধে ভাবনা করিয়াছিলাম যে, ইনি এই রাক্ষসগৃহে বাস করিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে কি করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাইব। অনন্তর আমার বিশ্বাসের জন্য সীতা বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৌমিত্রে! তোমার সমক্ষেই দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি ও আকাশস্থিত বায়ু সীতাকে অপাপা বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। সমুদায় ঋষি ও দেবগণের সমক্ষে চন্দ্র সূর্য্যও জনকাত্মজাকে অপাপা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। লঙ্কাদ্বীপে এই রূপে সীতার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র সীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন; আমার অন্তরাত্মাও চিরকালই জানে যে যশস্বিনী সীতার চরিত্র বিশুদ্ধ, অতএব তখন আমি সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে উপস্থিত পৌরজনের ও প্রজাবর্গের অপবাদরূপ মহাদুঃখ আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছে। সংসারে যে প্রাণীর কলঙ্ক ঘোষিত হয়,

যতদিন সেই ঘোষণা থাকে, ততদিন সে নিরয়গামী হইয়া থাকে। দেবগণ অকীর্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন ; কীর্ত্তি সকল লোকেই পূজিত হইয়া থাকে। সুমহাত্মা ব্যক্তিরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন সমস্তই কীর্ত্তির জন্য। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! জনকাত্মজার কথা কি, আমি অপবাদের জন্য প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব তোমরা দেখ, আমি শোকের সাগরে নিপতিত হইয়াছি। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমি এ যাবৎ কখনই ঈদৃশ দুঃখ অনুভব করি নাই। সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশান্তরে বিসর্জ্জন করিয়া আইস। গঙ্গার অপরপারে তমসানদীর তীরে সুমহাত্মা বাল্মীকি মুনির দিব্যসঙ্কাশ আশ্রম আছে। হে রঘুনন্দন! তুমি সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে ; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। সীতাসম্বন্ধে আমি যাহা আদেশ করিলাম, তুমি তদ্বিষয়ে কোন প্রত্যুত্তরই করিও না। সৌমিত্রে! তুমি অবশ্যই গমন করিবে! এবিষয়ে কোন তর্ক বিতর্ক করিবার তোমার প্রয়োজন করে না। যদি তুমি এবিষয়ে আমাকে নিবারণ কর তাহা হইলে আমি অতীব অসন্তুষ্ট হইব। আমি তোমাদিগকে আমার চরণের ও জীবনের দিব্য দিতেছি যে তোমরা এ সম্বন্ধে আমাকে অনুনয় বিনয় করিও না। যদি কর তাহা হইলে তোমাদের আমার ইষ্টব্যাঘাত করা হইবে, সুতরাং আমি তোমাদিগকে নিয়ত অহিতকারী জ্ঞান করিব। যদি তোমরা আদেশানুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে তোমরা আমাকে মান্য কর। সীতাকে এ স্থান হইতে দূরীকৃত কর। আমার আদেশ প্রতিপালন কর। সীতা আমাকে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে আমি গঙ্গাতীরস্থিত আশ্রমসকল দর্শন করিব। একণে তাঁহার অভিলাষ সম্পাদিত হউক্।

এই কথা বলিতে বলিতে ধর্ম্মাত্মা রামের লোচনযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শোকাকুলিতচিত্তে হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নিজ আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেন।

—:•:—

ষটপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে দীনচেতা লক্ষ্মণ পরিশুষ্ক বদনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন, সত্বর উৎকৃষ্ট রথে তুরঙ্গম সকল যোজনা কর; রথের উপর সীতার বসিবার উপযুক্ত শুভ আসন বিস্তার কর। রাজার অনুমতিক্রমে আমি সীতাকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইব। তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর।

তখন সুমন্ত্র যে আজ্ঞা বলিয়া উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমযুক্ত সুখকর আসনোপেত সুরম্য সুপরিস্কৃত রথ আনয়ন করিয়া মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধন সৌমিত্রিকে কহিলেন, প্রভো! এই রথ আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতে আজ্ঞা হউক্।

সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করত নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাজগৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আপনি রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে আশ্রম দর্শন করিবেন; রাজাও তদ্বিষয়ে আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আপনাকে আশ্রমে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমায় আদেশ করিয়াছেন। অতএব হে বিদেহনন্দিনি! রাজার আদেশ ক্রমে আপনি আমার সহিত গঙ্গাতীরস্থিত ঋষিদিগের আশ্রম সকল দর্শন করিতে যাত্রা করুন! আমি আপনাকে মুনিজননিষেবিত অরণ্যে লইয়া যাইব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী অতুল

আনন্দ লাভ করিলেন; এবং যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তিনি বিবিধ মহামূল্য বসন ও রত্ন সকল গ্রহণ করত গমনের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ এবং মহামূল্য বস্ত্র ও বিবিধ ধন দান করিব। সৌমিত্রি তথাস্তু বলিয়া সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের আজ্ঞা স্মরণ করত শীঘ্রগামী তুরঙ্গম যোগে যাত্রা করিলেন। এই সময় সীতা লক্ষ্মীবৰ্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি বিবিধ অশুভ দর্শন করিতেছি। আমার দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করিতেছে ও গাত্র কম্পিত হইতেছে; সৌমিত্রে! আমার হৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। মনমধ্যে বিষম উৎকণ্ঠাও উপস্থিত হইতেছে; আমি একান্ত অস্থিরও হইয়াছি! হে পৃথুলোচন! আমি পৃথিবীও শূন্য দর্শন করিতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল! তোমার ভ্রাতার কোনরূপ অমঙ্গল হইবে না ত! আমার সমুদায় শ্বশ্রূগণের, এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের যেন মঙ্গল হয়। এই বলিয়া সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অশুভের কথা শ্রবণ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া মেদিনীকে প্রণাম করিলেন; এবং হৃদয় শুষ্ক হইলেও মুখে হৃষ্টভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, সকলের মঙ্গল হউক্।

অনন্তর গোমতীর তীরে আশ্রমস্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ সেরাত্রি ঐ স্থানে বাসগ্রহণ করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান করিয়া সুমিত্রানন্দন সারথিকে কহিলেন, শীঘ্র রথ যোজনা কর। আজ আমি ওজস্বী মহাদেবের ন্যায় মস্তকে ভাগীরথীর জল ধারণ করিব। তখন সুমন্ত্র মনোজব-অশ্ব দিগকে পানাহার করাইয়া রথে যোজনা করত প্রাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, রথে আরোহণ করুন। ধীমান সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করত সীতা তাঁহার ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। অবিলম্বেই বিশাললোচনা

জানকী পাপনাশিনী গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলেন। দুই প্রহ-রের মধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ সমীপে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ ভাগীরথীকে দর্শনকরত কাতর চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মজ্ঞা সীতা লক্ষ্মণকে কাতর দর্শন করিয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ক্রন্দন করি-তেছ কেন? লক্ষ্মণ! আমি চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে উপ-স্থিত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমার হর্ষের সময়; তুমি এই হর্ষের সময় আমাকে দুঃখ দান করিওনা। হে পুরুষর্ষভ! তুমি দিবানিশি রামের সহিত কালযাপন কর। আজ দুই দিন তাঁহাকে ছাড়িয়াছ বলিয়াই কি তোমার দুঃখ হইয়াছে? লক্ষ্মণ! রাম আমারও জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর; কিন্তু আমি ত এরূপ দুঃখিত হইনাই; অতএব তুমি বিধুর হইও না। আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া তপস্বীদিগকে দর্শন করাও; আমি মুনিদিগকে বস্ত্র ও আভরণদান এবং যথাবিধানে অভিবাদন করত একরাত্রি তথায় বাস করিয়া পরে পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব। পদ্মপলাশলোচন সিংহবক্ষা, ক্ষীণমধ্য রমণশ্রেষ্ঠ রামকে দর্শন করিবার জন্য আমারও মন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সীতার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুনিহন্তা লক্ষ্মণ সুন্দর নয়ন যুগল মার্জ্জন করিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান করিবা মাত্র নাবিকেরা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, নৌকা এই প্রস্তুত রহিয়াছে। পুণ্যময়ী গঙ্গা পার হইবার জন্য এইরূপে নৌকা আনাইয়া লক্ষ্মণ অতি সতর্কে সীতাকে গঙ্গা পার করাইলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদগণ বাহ্য সুবিস্তীর্ণা সজ্জীকৃতা নৌকায় প্রথমত সীতাকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করি-লেন; এবং সুমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়া এই স্থানে অব-স্থিতি কর; পশ্চাৎ শোকে কাতর হইয়া নাবিক কে আদেশ

করিলেন, চল। অনন্তর ভাগীরথীর অপরপারে উত্তীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, কৃতাঞ্জলিপুটে মৈথিলীকে কহিলেন, বিদেহ-নন্দিনি! ধীমান্ আর্য্য উপস্থিত কার্য্যসূত্রে যে আমাকে সংসারে নিন্দার পাত্র করিলেন, ইহাই আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপে নিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বরং মৃত্যুযাতনা এবং মৃত্যুও এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে শোভনে! আপনি প্রসন্ন হউন্; আমাকে অপরাধী করিবেন না। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন ও মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন দেখিয়া মৈথিলী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। দেখিতেছি, তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ, রাজার মঙ্গল ত? বৎস! আমি তোমায় রাজার দিব্য দিতেছি, তুমি যে জন্য কাতর হইয়াছ, আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমিও তোমাকে আদেশ করিতেছি।

বৈদেহী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনচেতা লক্ষ্মণ অধোমুখে বাষ্পগদগদ্ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, জনকাত্মজে! আপনার জন্য নগরে ও জনপদ মধ্যে আর্য্য রামের যে অপবাদ ঘটনা হইয়াছে, সভামধ্যে সেই অপবাদ শ্রবণ করত অতীব দুঃখিত হইয়া তিনি আমাকে বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবি! রাজা অসহিষ্ণু হইয়া আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা হৃদয়মধ্যেই নিহিত করিয়া রাখিয়াছি; সে সকল কথা বলিবার নহে! এই জন্যই আমি তাহা হইতে নিরস্ত রহিলাম। কেবল এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে, আমার সমক্ষে আপনার বিশুদ্ধি সপ্রমাণ হইলেও, রাজা পৌরজনের অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে বাস্তবিক আপনি দোষী। গর্ভাবস্থায় আপনার বাসনা পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য,

এই সুতে রাজা আপনাকে আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমায় আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনি আর বৃথা শোক করিবেন না। জাহ্নবীতীরে ঐ যে ব্রহ্মর্ষিদিগের পরমপবিত্র তপোবন রহিয়াছে; আমাদিগের পিতা রাজা দশরথের পরমসখা মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি উহাতে বাস করেন। জনকাত্মজে! আপনি সেই মহাত্মার পাদমূলে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে উপবাস ব্রত আচরণ পূর্ব্বক সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি হৃদয়ে রামচন্দ্রকে ধারণ করিয়া পতিব্রত পালন করিবেন; এইরূপ করিলেই আপনার পরম মঙ্গল হইবে।

—[:০:]—

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শ্রবণ করত জনকনন্দিনী কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল অজ্ঞান থাকিয়া পরে,জানকী বাষ্পাবিললোচনে কাতর বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন,লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই বিধাতা দুঃখভোগ করাইবার জন্যই আমার এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই জন্যই আজ আমার সকল দুঃখ মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইল। পূর্ব্ব জন্মে হয় কোন মহাপাতক করিয়াছিলাম, না হয় কাহারও স্ত্রীবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম, সেই জন্যই আমি শুদ্ধাচারা পতিব্রতা হইলেও, রাজা আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! সৌমিত্রে! রামের পাদসেবা করিতে পাইব, এই অনুরোধেই পুর্ব্বে বনবাসদুঃখ আমার সুখ বোধ হইয়াছিল; কিন্তু সৌম্য! এক্ষণে প্রিয়জনবিরহিতা হইয়া আমি কিপ্রকারে আশ্রমে বাস করিব! দুঃখে কাতর হইয়া কাহার নিকটেই বা দুঃখ প্রকাশ করিব! বৎস! "মহাত্মা রাঘব তোমায় পরিত্যাগ করিলেন কেন? তুমি কিপাপ করিয়াছিলে?" মুনিগণ যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাঁহাদিগকে

কি উত্তরই বা দান করিব। সৌমিত্রে! আমি এখন জাহ্নবীর জলে জীবন ত্যাগ করিতাম; কিন্তু আমার স্বামীর বংশ লোপ হইবে, কেবল এই বোধেই তাহা করিলাম না। সৌমিত্রে! তুমি যেরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ, সেইরূপ কর; এই দুঃখভাগিনীকে বিসর্জ্জন করিয়া যাও; রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন কর; কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন ইতরবিশেষ না করিয়া, আমার নাম লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনমন পূর্ব্বক আমার সকল শ্বশ্রূকেই অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তদনন্তর ধর্ম্মনিরত রাজাকেও অভিবাদনান্তে আমার নাম করিয়া বলিবে যে রাঘব! আপনি জানেন, সীতা শুদ্ধস্বভাবা, এবং আপনার প্রতি পরমভক্তিমতী ও নিয়ত আপনার হিতসাধনে নিরতা। বীর! আমি বিলক্ষণ জানি, আপনি লোকের অপযশ ভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা নিবারণ করা আমারও কর্ত্তব্য; কারণ আপনিই আমার পরম গতি। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম পরিনিষ্ঠিত নৃপতিকে আরও বলিবে যে, আপনি ভ্রাতৃদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, সতত পৌরদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ধর্ম্ম পূর্ব্বক প্রজাপালন করিয়া আপনি পুণ্যসঞ্চয় করিবেন, ইহাই আপনার পরম ধর্ম্ম; এবং ইহাতেই আপনার অনুত্তম কীর্ত্তি সঞ্চয় হইবে। হে নরর্ষভ! আমি নিজের শরীরের জন্য তাদৃশ শোক করি না। রঘুনন্দন! পৌরজনের মধ্যে আপনার যে অপবাদ হইয়াছে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। নারীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু; অতএব প্রাণদান করিয়াও পতির প্রিয় সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ! তুমি আমার নাম করিয়া রামচন্দ্রকে এই সকল কথা কহিবে; আমার বক্তব্যের সার সংগ্রহ এই। লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি গমন কর; দেখিয়া যাও যে আমার গর্ভ লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

সীতা এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ কাতর চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার আর ক্ষমতা হইল না। অনন্তর তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে সীতাকে প্রদক্ষিণ করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! আমাকে এ কি কথা কহিতেছেন! অনঘে! এপর্য্যন্ত আমি আপনার চরণযুগল ভিন্ন, আপনার রূপ কখনও দর্শন করি নাই; বিশেষ এই বিজন বন, তাহাতে আবার আর্য্য রাম আপনার নিকটে নাই; এ অবস্থায় আমি কি করিয়া আপনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারি!

সীতাকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার নৌকা আনাইলেন, এবং পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ করিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর পর পারে উপনীত হইয়া শোক-ভারাক্রান্তচিত্তে ও দুঃখজন্য হতজ্ঞানভাবে সত্বর রথে আরোহণ করিলেন; এবং যাইতে যাইতে বার বার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, গঙ্গার অপর পারে সীতা অনাথার ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন।

অনন্তর সীতা বার বার দৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন যে রথ ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, তখন তিনি উদ্‌বিগ্ন ও শোকে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

যশস্বিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে না দেখিয়া যশস্বিনী সাধ্বী সীতা দুঃখভারে অবনতা ও শোকে নিমগ্না হইয়া ময়ূরনিনাদিত বন মধ্যে অতীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

—(:)—

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, তত্রস্থ মুনিদারকগণ তপোবিষয়ে সুদৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ভগবান্ বাল্মীকির অধিষ্ঠিত প্রদেশে দ্রুতপদে গমন করিলেন। এবং সকলেই তদীয় পাদ-

বন্দনা পূর্ব্বক সীতার রোদন কথা নিবেদন করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! না জানি কোন্ মহামতির পত্নী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী, অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণী নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বিকৃতবদনে রোদন করিতেছেন। ভগবন্! আপনি একবার দেখিলে ভাল হয়। সেই বরাঙ্গনা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায়, দুঃখে অভিভূতা হইয়া, নদীতীরে অবস্থান করিতেছেন। আমরা দেখিলাম, তিনি দুঃখশোকে ব্যাকুল ও অতিমাত্র শোক-পরায়ণা হইয়া, একাকিনী অনাথিনীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় রমণীর এপ্রকার অবস্থা হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। তাঁহাকে মানুষী বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইল না। আপনি তাঁহার সম্যক্ অভ্যর্থনা করুন। তিনি যখন আশ্রমের নিকটে রহিয়াছেন, তখন আপনারই শরণাগতা বলিতে হইবে। ভগবন্! তিনি রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি তপোবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। মুনিপুত্রগণের কথা শুনিয়া, বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া, মৈথিলীর সকাশে দ্রুতপদে গমন করিলেন। সেই মহামতিকে গমন করিতে দেখিয়া, শিষ্যেরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর ধীমান্ বাল্মীকি অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে কিঞ্চিৎ গমন করিয়াই, জাহ্নবীতীরে ঐ স্থানে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, রাঘবের পত্নী সীতা অনাথার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি শোকভারার্ত্তা সীতাকে তেজোবলে নিরতিশয় আহ্লাদিতা করিয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, অয়ি পতিব্রতে! তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রণয়িণী মহিষী ও জনকের দুহিতা; স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তুমি যে এখানে আসিয়াছ এবং তাহার যে কারণ, তৎসমস্তই যোগধর্ম্মবলে ধ্যানসহায়ে আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি। অয়ি মহাভাগে! তুমি যে সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী, তাহাও আমি তত্ত্বতঃ বিদিত হইয়াছি। অথবা,

ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঘটনাই আমার পরিজ্ঞাত আছে। জানকি! আমি তপোলব্ধ চক্ষু দ্বারা জানিতেছি, তোমার কোন পাপ নাই। বৈদেহি! তুমি এখন আমার অধিকারে আসিয়াছ। অতএব বিশ্বস্তা হও। বৎসে! আমার এই আশ্রমের অবিদূরে তপোনিষ্ঠা তাপসীগণ বাস করেন। তাঁহারা নিত্য তোমাকে বৎসের ন্যায়, পালন করিবেন। এক্ষণে এই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ কর; এবং আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, বিগতজ্বর হও। কোন মতেই বিমন হইও না। নিজের গৃহেই আসিয়াছ, মনে করিয়া লও।

সীতা মহর্ষির এই পরমাদ্ভুত কথা কর্ণগোচর করিয়া, মস্তক দ্বারা তদীয় চরণ বন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রাঞ্জলি হইয়া, প্রয়াণপরায়ণ মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নিগণ মহর্ষি ও সীতাকে আসিতে দেখিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন, এবং কহিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আসিতে আজ্ঞা হউক। অনেক দিনের পর আপনার আগমন হইয়াছে। আমরা সকলেই আপনার অভিবাদন করিতেছি। আজ্ঞা করুন আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

মহাভাগ বাল্মীকি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন, এই সীতা ধীমান্ রামের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকের দুহিতা। এক্ষণে আমাদের আশ্রমে আসিয়াছেন। ইনি সাধ্বী ও নিষ্পাপা। তথাপি স্বামী ইহাঁকে ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমাদের উচিত, সর্ব্বদা ইহাঁকে প্রতিপালন করি। ইনি নির্বিশেষে তোমাদের সকলেরই পূজনীয়। বিশেষতঃ, আমি তোমাদের গুরু ও স্বয়ং আদেশ করিতেছি। অতএব তোমরা সকলে পরম স্নেহে ইহাঁর পর্য্যবেক্ষণ কর। পরমতপস্বী মহাযশা বাল্মীকি বারংবার তাপসীগণের হস্তে

সীতাকে সম্প্রদান করিয়া, শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া, পুনরায় স্বীয় আশ্রমপদে সমাগত হইলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি এই রূপে সীতাকে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করাইলেন, দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণের মন একান্ত ব্যাকুল ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন সেই মহাযশা লক্ষ্মণ মন্ত্রসারথি সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! রামের সীতাবিয়োগসন্তাপজন্য দুঃখ অবলোকন কর। ইহাঁর পত্নী এই জনকাত্মজা সর্ব্বথা শুদ্ধচারিণী। ইহাঁকে বিসর্জ্জন করিয়া, রাম যে একাকী রহিলেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক ক্লেশের বিষয় কি হইতে পারে? সুমন্ত্র! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈব হইতেই রামের এই জানকীবিরহ সংঘটিত হইল। যেহেতু দৈবকে অতিক্রম করা কখনই সুসাধ্য নহে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসদিগের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ, তিনিও দৈবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা অপেক্ষা দৈবের দুরতিক্রমণীয়তা কি হইতে পারে? পূর্ব্বে রাম পিতার আদেশে দণ্ডক বনে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়া যে দুঃখ অনুভব করেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে, কেন না, তাহাতে তাঁহার পিতৃবাক্যের গৌরবরক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু সীতাকে বনে দিলেন, ইহা নিরতিশয় দুঃখের বিষয় এবং অতিমাত্র নিষ্ঠুরের কার্য্য, বলিয়া আমার প্রতিভাত হইতেছে। হে সূত! পৌরগণের কথা কোন মতেই ন্যায় সঙ্গত নহে। সুতরাং তাহাদের জন্য সীতানির্ব্বাসনরূপ অযশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার কি ধর্ম্মলাভ হইবে? কখনই না।

লক্ষ্মণের মুখে এইরূপ বহুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রজ্ঞাবান্ সুমন্ত্র শ্রদ্ধাসহকারে প্রতিউত্তর করিলেন, হে সৌমিত্রে! সীতার

জন্য আপনি সন্তপ্ত হইবেন না। ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে আপনার পিতার সমক্ষে সীতার এই বনবাসাদি ঘটনাবর্ণন করিয়া কহিয়াছিলেন, রাম নিশ্চয়ই সুখহীন ও দুঃখভাগী হইবেন; এবং শীঘ্রই প্রিয় বস্তুর সহিত বিপ্রযোগ অনুভব করিবেন। তথাহি মহাত্মা মহাবাহু রাম কালমাহাত্ম্যে আপনাকে, সীতাকে, এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকে ত্যাগ করিবেন। হে লক্ষ্মণ! রাজা দশরথ আপনাদের সম্বন্ধে, ভবিষ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ দুর্ব্বাসা এই রূপ প্রত্যুত্তর করেন। আমি তাহাই আপনাকে বলিলাম। অতএব আপনি শত্রুঘ্ন বা ভরত কাহারেও এ কথা বলিবেন না। হে নরর্ষভ! দুর্ব্বাসা আমার, বশিষ্ঠের ও মহাজনগণের সান্নিধ্যে দশরথকে এই কথা বলিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষির এই কথা শুনিয়া, আমাকে কহিয়াছিলেন, সূত! তুমি কোন লোকেরই সাক্ষাতে এ বিষয় বলিও না। হে সৌম্য! লোকপাল দশরথের বাক্য মিথ্যা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া আমি সর্ব্বথা সাবধান হইব, সংকল্প করিয়াছিলাম। অতএব আপনার সমক্ষে, কোন মতেই এই রহস্য কীর্ত্তন করা বিধেয় নহে। তথাপি, যদি আপনার শুনিতে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, হে রঘুনন্দন, শ্রবণ করুন। যদিও রাজা দশরথ পূর্ব্বে আমায় এই রহস্য কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন; কাহারও নিকট ইহা বলা উচিত নহে। তথাপি, আপনার সমক্ষে কীর্ত্তন করিব। ইহা শুনিয়া কোন মতেই দুঃখ করিবেন না। কেন না দৈব নিতান্ত দুরতিক্রম্য। সেই দৈববলেই সংপ্রতি ঈদৃশ শোক দুঃখ-সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আপনি ভরত ও শত্রুঘ্নের সমক্ষে এই রহস্য ভেদ করিবেন না।

সুমন্ত্রের এই প্রকার সত্য ও গম্ভীরার্থপদসম্পন্ন মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতে আদেশ করিলেন।

—:০:—

একষষ্টিতম সর্গ।

সুমন্ত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া, দুর্ব্বাসার কথিত রহস্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন। পূর্ব্বে অত্রির পুত্র মহামুনি দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বর্ষা চারি মাস একত্রে বাস করিয়াছিলেন। ত্বদীয় পিতা পরমতেজস্বী ও পরমযশস্বী দশরথ পুরোহিত মহাত্মা বশিষ্ঠের দর্শন বাসনায় স্বয়ং তৎকালে তথায় গমন করেন। তিনি দেখিলেন, মহামুনি সূর্য্যসংকাশ দুর্ব্বাসা স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, বশিষ্ঠের সব্যপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তিনি বিনয়গুণবিশিষ্ট তাপসশ্রেষ্ঠ সেই দুই মুনিকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারাও স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং আসন, পাদ্য ও ফলমূল দান দ্বারা তাঁহার পূজাবিধি সমাধান করিলেন। তখন তিনি মুনিগণের সহিত আসীন হইলেন।

এই রূপে সেই সকল মহর্ষি তথায় উপবিষ্ট হইয়া, মধ্যাহ্ন সময়ে নানা প্রকার সুমধুর কথোপকথন আরম্ভ করিলে, দশরথ কোন কথাপ্রসঙ্গে প্রাঞ্জলি ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, অত্রির পুত্র মহাত্মা তপোধন দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, ভগবন্! আমার বংশ কত দিন স্থায়ী হইবে। আমার রাম ও অন্যান্য পুত্রেরা কত দিন বাঁচিবে। রামের যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহাদের পরমায়ু কত দিন, এবং আমার বংশের গতিই বা কিরূপ হইবে, সমস্ত বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজীয়ান্ দুর্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর। দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, দৈত্যগণ দেবগণ কর্তৃক ভৎর্স্যমান হইয়া, আপনাদের পুরোহিতজননী ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ এবং তিনি অভয় দান করিলে, তথায় নির্ভয়ে বাস করিয়াছিল। সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী

কর্ত্তৃক পরিগৃহীত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শিতধার চক্র দ্বারা তাঁহার শির হরণ করিলেন। ভৃগু পত্নীকে নিহত দর্শন করিয়া, সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া, রিপুকুলার্দ্দন বিষ্ণুকে শাপ দিয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, আমার অবধ্যা পত্নীকে বধ করিলে, সেই হেতু, হে জনার্দ্দন! তোমাকে মানুষলোকে জন্মিতে হইবেক। তথায় পত্নীর সহিত তোমার বহুবার্ষিক বিপ্রযোগ সংঘটিত হইবেক। কিন্তু শাপ দিয়া ভৃগুর মন নিতান্ত আহত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয় শাপের সার্থক্যসাধন-জন্য অন্তর্যামী ঈশ্বর কর্ত্তৃক তপশ্চরণে নিয়োজিত হইলেন। এই রূপে ভৃগু শাপপীড়িত হইয়া, অর্চ্চনা করিলে, ভক্তবৎসল দেব বাসু-দেব তদীয় তপস্যায় আরাধিত হইয়া কহিলেন, রাবণাদিকে সংহার করিয়া, লোক সকলের সম্যগ্‌বিধানে প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য এই শাপ আমি গ্রহণ করিব।

হে পার্থিবসত্তম! পূর্ব্বে মহাতেজা ভৃগু বিষ্ণুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করেন। তাহাতেই তিনি ইহজন্মে তোমার পুত্র-রূপে অবতরণ পূর্ব্বক রাম নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মানদ! রামকে অবশ্যই ভৃগুশাপের ফল ভোগ করিতে হইবেক। তিনি দীর্ঘকাল অযোধ্যার পতি থাকিবেন। তাঁহার অনুগামী মাত্রেই সুখী ও সমৃদ্ধিমান্ হইবে। রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়া, ব্রহ্মলোকে সমাগত হইবেন। কেহই তাঁহাকে জয় করিতে পারিবে না। তিনি ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ সকলের অনুষ্ঠান ও অনেক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাঁহার ঔরসে সীতার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইবে।

এই রূপে সুমহাতেজা মহামুনি দুর্ব্বাসা রাজা দশরথের নিকট তদীয় বংশের গতাগতি সমস্ত সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন। তিনি তুষ্ণীম্ভূত হইলে, মহারাজ দশ রথ সেই মহাত্মা মুনিদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া, পুনরায় স্বীয় পুরোত্তমে সমাগত হইলেন। আমি তৎকালে তথায় থাকিয়া,

মহর্ষি দুর্ব্বাসার এই কথা শুনিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত উহা মনে করিয়া রাখিয়াছি। ঋষিবাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। ঋষি যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে রাম সীতার দুই পুত্রকে অযোধ্যাতেই অভিষেক করিবেন, অন্যত্র কখনই নহে। হে লক্ষ্মণ! এরূপ অবস্থায় শোক করা আপনার উচিত হইতেছে না। অতএব সীতা ও রাম উভয়েরই অর্থে তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন কর।

সারথি সুমন্ত্রের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ অনুপম আহ্লাদ লাভ পুরঃসর বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তাচলচূড়া আশ্রয় করিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা কেশিনীর তীরে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

মহারথ রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনীর তীরে ঐ রাত্রি বাস করিয়া প্রভাত হইলে পর পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন; এবং দুই প্রহর কালে বিবিধরত্নপরিপূরিতা, হৃষ্টপুষ্টজনে সমাচ্ছন্না অযোধ্যা নগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিব, এই ভাবনায় সুমহামতি লক্ষ্মণ অতীব বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের শশিশুভ্র বিশাল প্রাসাদ তাঁহার নয়নগোচর হইল। অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ রাজার ভবন দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অধোবদনে কাতরচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; কেহই নিবারণ করিল না। ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই অগ্রজ রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরচিত্তে পরমাসনে উপবিষ্ট

রহিয়াছেন। দেখিয়াই কাতরমনা সৌমিত্রি তাঁহার চরণদ্বয় ধারণ করিলেন; এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করত আপনার উক্তিমত গঙ্গার তীরে বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে জনকাত্মজাকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। বীর! সেই শুভাচারা যশস্বিনীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার আপনার পাদমূল সেবা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি শোক করিবেন না, কালের গতিই এই। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনস্বী ব্যক্তিগণ কখনই শোক করেন না। সঞ্চয় হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই অবনতি আছে; এবং জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব পুত্র, দারা, মিত্র ও ধন, কিছুতেই অতিস্নেহ করিবে না; কারণ তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চিত। আপনি যখন আপনা দ্বারা আপনাকে এবং মনোদ্বারা মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তখন আর সামান্য চিত্তশোক দমন করিতে পারিবেন না! আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠেরা কখনই ঈদৃশ বিষয়ে কাতর হন না। রাঘব! আপনার আবার অপবাদ উপস্থিত হইবে। রাজন্! যে অপবাদের ভয়ে আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে যদি আপনি শোক করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র মধ্যে আপনার সেই অপবাদই রহিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সুস্থ হইয়া এই দুর্ব্বলবুদ্ধি পরিহার করুন; শোক করিবেন না।

সুমিত্রানন্দন মহামতি লক্ষ্মণ এই কথা কহিলে পর ককুৎস্থনন্দন মিত্রবৎসল রামচন্দ্র পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি প্রকৃত কথাই কহিতেছ। বীর! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, তজ্জন্য আমার পরম পরিতোষ জন্মিয়াছে। সৌম্য সৌমিত্রে! তুমি যে সকল সুরুচির বাক্যে আমায় অনুনয় করিলে, তাহাতে আমার দুঃখ নিবৃত্তি ও শোক দূর হইল।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার যেরূপ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন অনুগত বন্ধু, এরূপ বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ, বিশেষতঃ এরূপ সময়ে। কিন্তু হে শুভলক্ষণ সৌমিত্রে! আমার হৃদ্গত অভিপ্রায় শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। সোম্য সৌমিত্রে! আজ চারি দিন আমি রাজকার্য্য দর্শন করি নাই, তাহাতেই আমার মর্ম্ম ছিন্ন হইতেছে। অতএব তুমি প্রকৃতিবর্গ, পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। পুরুষই হউক্ আর স্ত্রীই হউক্, যে কেহ আবেদনকারী অর্থী থাকে, তাহাদিগকেও আহ্বান কর। যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য দর্শন না করেন, তাঁহাকে বায়ুসঞ্চারবিহীন ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে নৃগনামে এক ব্রাহ্মণহিতৈষী, সত্যবাদী, পবিত্রচেতা মহাযশস্বী মহীপতি ছিলেন। সেই রাজা একদা পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণভূষিত সবৎসা কোটি গাভী সংপ্রদান করিলেন। এক জন উঞ্ছবৃত্তি সাগ্নিক-দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটী সবৎসা গাভী দৈবাৎ ঐ সকল গাভীর পালে মিশিয়া যায়; রাজা উহাকেও এক জন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

যাহার গাভী হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্যকরত বহু বৎসর দেশ বিদেশে গাভীর অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিলেন। অনন্তর কণখলদেশে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজ গাভীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, গাভীটী সুস্থ আছে; এবং তাহার বৎসটী বৃদ্ধ হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ, নিজে যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই নাম ধরিয়া গাভীটীকে

আহ্বান করিলেন; শবলে! এস। গাভী তাহা শুনিতে পাইল। ক্ষুধার্থ ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া গাভী তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইল। তিনি যেন পাবকের ন্যায় জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। এতদিন যিনি ঐ গাভী পালন করিতেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণও সত্বর গাভীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিকে কহিলেন, এ গাভী আমার। রাজসিংহ নৃগ আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন। সুতরাং উভয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরস্পর তুমুল বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বিবাদ করিতে করিতে দাতার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না। অনেক দিন সেই স্থানে যাপন করিয়া অবেশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ ও অতীব কাতর হইয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উভয়েই ভীষণ অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, আমরা কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগকে দর্শন দান করিলে না, অতএব কৃকলাস হইয়া সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইবে। কৃকলাস হইয়া তোমাকে বহুসহস্র বহু শত বৎসর গর্ত্তমধ্যে বাস করিতে হইবে। বিষ্ণু মনুষ্য শরীর ধারণ করত বাসুদেব নামে যদুকুলে উৎপন্ন হইয়া যদুকুলের কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন। রাজন্! তিনিই তোমার শাপ বিমোচন করিবেন। তত কালে তোমার নিষ্কৃতি হইবে। কলি যুগের অব্যবহিত পুর্ব্বে মহাবীর্য্যশালী নরনারায়ণ পৃথিবীর ভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইবেন।

এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া উভয় ব্রাহ্মণের কোপশান্তি হইল। গাভীটী বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল; উভয়েই সম্মত হইয়া উহাকে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

লক্ষ্মণ! রাজা নহুষ ঈদৃশ সুদারুণ অভিসম্পাত ভোগ করিতেছেন। কার্য্যার্থীরা পরস্পর বিবাদ করিলে রাজার দোষ ঘটে। অতএব যে কেহ অর্থী আছে, শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হউক্।

সুবিচারের ফল রাজারা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মণ যাইয়া দেখ কে কার্য্যার্থ উপস্থিত হয়।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দীপ্ততেজা রামচন্দ্রের উক্তি শ্রবণ করিয়া পরমার্থবিৎ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ! সামান্য অপরাধ নিবন্ধন দ্বিজদ্বয় নৃগরাজাকে ঈদৃশ যমদণ্ড সদৃশ শাপ দান করিয়াছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, নৃগরাজা আপনাকে শাপগ্রস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন?

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, সৌম্য! নৃগরাজা শাপাক্রান্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পুরোহিত, মন্ত্রী, নাগরিক ও প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া, দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। অনিন্দিত নারদ ও পর্ব্বত মুনি আমাকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়া বায়ু হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব তোমরা কুমার বসুকেই অদ্যই রাজ্যে অভিষেক কর; এবং শিল্পীরা আমার নিমিত্ত সুখসেব্য গর্ত্ত প্রস্তুত করুক; আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া ব্রহ্মদত্ত শাপ ক্ষয় করিব। শিল্পিগণ একটী বর্ষার কষ্ট নাশক, একটী শীতের কষ্ট নাশক ও আর একটী গ্রীষ্মের কষ্ট নাশক সুখসেব্য গর্ত্ত প্রস্তুত করুক। বহুবিধ ছায়াবৃক্ষ, ফলবান বৃক্ষ ও পুষ্পবতী লতা সকল রোপণ করা হউক; এবং গর্ত্তের চতুর্দ্দিক রমণীয় রূপে উপশোভিত করা হউক। যতদিন কালপরিবর্ত্ত না হয়, ততদিন আমি এই গর্ত্তমধ্যে সুখে বাস করিব। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ যোজন পর্য্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প সকল রোপণ করা হউক।

রাজা নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! তুমি ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার তাদৃশ সামান্য অপরাধ নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই ব্রাহ্মণ আমাকে যেরূপ অভিসম্পাত করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। পুত্র! কালই বলবান্, তিনিই আমাকে ঈদৃশ দুঃখ দান করিলেন। যাহা প্রাপ্ত হইবার, জীব তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যথায় যাইবার, তথায় অবশ্যই যাইয়া থাকে; এবং যে সুখ দুঃখ অবশ্যই সত্য, তাহা অবশ্যই লাভ করে; সে পূর্ব্বজন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই সমস্তই এই সকলের হেতু। অতএব বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাযশস্বী রাজা নৃগ পুত্রকে এই কথা কহিয়া, বাসার্থ সুগন্ধি গর্ত্ত মধ্যে গমন করিলেন। মহাত্মা নরপতি এই রূপে বিবিধরত্নখচিত গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিজদ্বয়প্রযুক্ত অভিসম্পাত ভোগ করিতে থাকিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

এই আমি তোমার নিকট নৃগশাপের বিস্তরবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। শ্রবণে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, এক্ষণে অপর কথা শ্রবণ কর।

রাম এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ পুনরায় কহিলেন, রাজন্! আশ্চর্য্যভূত কথা সকল শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না।

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পরমধর্ম্মিষ্ঠ কথা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, নিমি নামে অতিমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী রাজা ছিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ। সেই বীর্য্যসম্পন্ন রাজা গৌতমাশ্রমের সমীপে দেবপুরসদৃশ পুর প্রতিষ্ঠিত করেন। শুনিয়াছি, ঐ

পুরের পরম সুন্দর নাম বৈজয়ন্ত। রাজর্ষি মহাযশা নিমি তথায় নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পরম সুন্দর মহাপুর স্থাপন করিয়া, তাঁহার মনে হইল, আমি পিতার মন আহ্লাদিত করিয়া, দীর্ঘ সত্রের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিব। এই প্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক মনুর পুত্র ব্রহ্মর্ষিসত্তম বশিষ্ঠকে প্রথমে বরণ করিলেন। অনন্তর ইক্ষাকুনন্দন রাজর্ষি নিমি অত্রি, অঙ্গিরা ও তপোনিধি ভৃগু ইঁহাদিগকে বরণ করিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সেই রাজর্ষি-সত্তম নিমিকে কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন। অতএব যাবৎ তাঁহার যজ্ঞসমাপ্ত না হয়, তাবৎ তুমি অপেক্ষা কর। এই বলিয়া বশিষ্ঠ গমন করিলে, মহাবিপ্র গৌতম তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে ব্রতী হইলেন। এবং মহাতেজা বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজর্ষি নিমি বিপ্রদিগকে আনয়ন করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বে নিজনগরীর সমীপে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যবসানে তাঁহার ব্রতের উদ্‌যাপন হইল।

ঐ সময়ে অনিন্দিত ভগবান্ বশিষ্ঠ, ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হইলে, হোতৃকার্য্যসম্পাদনার্থ রাজা নিমির সকাশে সমাগত হইলেন। গৌতম তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দেখিয়া, তাহার নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজার দর্শনা-কাঙ্ক্ষী হইয়া, মুহূর্ত্ত কাল উপবিষ্ট রহিলেন। যজ্ঞ শেষ হওয়াতে, রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় নিতরাং অপহৃত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠ রাজার অদর্শনে অতিমাত্র মন্যুযুক্ত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে পার্থিব! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, অন্যকে বরণ করিয়াছ, হে রাজন্! সেইহেতু, তোমার দেহ চেতনাশূন্য হইবে।

অনন্তর রাজা জাগরিত হইয়া, শ্রবণ করিলেন, ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন। তখন তিনি ক্রোধে

মূর্চ্ছিত হইয়া, বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি না জানিয়া, নিদ্রিত ছিলাম, আপনি ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া, অপর যমদণ্ডের ন্যায়, আমাকে শাপাগ্নি প্রদান করিলেন। অতএব হে ব্রহ্মর্ষে! আপনারও দেহ চেতনাশূন্য এবং উহার শোভা সুচিরস্থায়িনী হইবে, সন্দেহ নাই।

তৎকালে নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ে এই রূপে রোষবশ হইয়া, পরস্পরকে অভিশপ্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ দেহহীন হইলেন। তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্মার সমান প্রভাবসম্পন্ন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পরবীরহা লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, দীপ্ততেজা সেই রাঘবকে কহিলেন, সেই দেবসম্মত দ্বিজ ও পার্থিব উভয়ে ঐরূপে দেহ নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযুক্ত হইয়াছিলেন?

ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন বশিষ্ঠ ও নিমি উভয়ে পরস্পরের শাপে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, বায়ুভূত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা মহামুনি বশিষ্ঠ শরীরশূন্য হইয়া, অপর দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ধর্ম্মবিৎ সেই বশিষ্ঠ বায়ুভূত অবস্থায় দেবদেব পিতৃদেবের চরণযুগলে অভিবাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ দেবদেব পদ্মযোনি! আমি নিমিশাপে দেহহীন ও বায়ুভূত হইয়াছি। হে বিভো! দেহহীন হইলে, সকলেরই অতিমাত্র দুঃখ উপস্থিত ও সমুদায় কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অন্য দেহ প্রদান করিতে হইবে।

অমিতপ্রভ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাযশঃ!

তুমি মিত্রা বরুণের তেজে আবিষ্ট হও। হে দ্বিজসত্তম! ঐ তেজে প্রবেশ করিলেও, তুমি পূর্ব্ববৎ অযোনিজ ও পরম ধার্ম্মিক হইয়া, আমার বশতাপন্ন হইবে।

ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিলে, মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালবিলম্ব পরিহার পুরঃসর বরুণালয়ে গমন করিলেন। তৎকালে মিত্র ক্ষীরোদের সহিত সমবেত ও সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, বরুণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে অপ্সরোবরা উর্ব্বশী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। বরুণালয়ে ক্রীড়াপরায়ণা রূপসম্পন্না উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া, তজ্জন্য বরুণদেবের অতিমাত্র হর্ষ সমুদ্ভূত হইল। তখন তিনি সেই পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা অপ্সরোবরাকে মৈথুনার্থ বরণ করিলেন। উর্ব্বশী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে সুরেশ্বর! স্বয়ং মিত্র পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে বরণ করিয়াছেন। বরুণ কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া কহিলেন, তবে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভে এই তেজঃ সমুৎসৃষ্ট করিব। হে সুশ্রোণি! হে বরবর্ণিনি! যদি সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, এই রূপে তোমার উদ্দেশে তেজঃ নিষিক্ত করিয়া আমি কৃতকাম হইব।

লোকনাথ বরুণের এই সুভাষিত আকর্ণন করিয়া, উর্ব্বশী পরম প্রীত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, যাহা বলিলেন, তাহাই করুন। আমার দেহমাত্র মিত্রের; কিন্তু আমার মন আপনাতেই অধিক আসক্ত। এবং আপনিও আমার প্রতি অতিমাত্র অনুরক্ত।

উর্ব্বশী এই প্রকার কহিলে, বরুণ সেই প্রজ্বলিত-পাবকপ্রতিম পরমাদ্ভুত তেজ কুম্ভমধ্যে উল্লিখিত রূপে নিক্ষেপ করিলেন। তখন উর্ব্বশী মিত্রদেবতার সান্নিধ্যে সমাগত হইলেন। মিত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি প্রথমে তোমাকে অভিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। রে দুষ্টচারিণী! তুমি কি

জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি বরণ করিলে? এই অপরাধে তোমাকে আমার ক্রোধে কলুষীকৃতা হইয়া, মনুষ্য-লোকে অবতরণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বাস করিতে হইবেক। কাশিরাজ রাজর্ষি পুরূরবা বুধের পুত্র। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি তোমার ভর্ত্তা হইবেন।

অনন্তর উর্ব্বশী শাপদোষের বশীভূতা হইয়া, পুরূরবার সান্নিধ্যে গমন করিলেন। রাজা পুরু বুধের ঔরস পুত্র; পুর-শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উর্ব্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রসমদ্যুতি নহুষ এই আয়ুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বৃত্রাসুরকে বজ্রা-ঘাত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, এই নহুষ শত-বর্ষসহস্র ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন।

সুদতী সুনেত্রা সুভ্রূ উর্ব্বশী এই রূপে মিত্রশাপে পৃথিবীতে অবতরণ ও বহুবর্ষ বাস করিয়া, পরে শাপক্ষয়ে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ এই দিব্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! অমরপূজিত সেই দ্বিজ পার্থিব উভয়ে দেহহীন হইয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযোগ ভোগ করিয়া-ছিলেন।

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজে সেই যে কুম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তেজোময় দুই ঋষিসত্তম বিপ্র আবির্ভূত হইলেন। প্রথমতঃ ভগবান্ অগস্ত্য তাহাতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। এবং আমি

তোমার পুত্র নহি, বলিয়া তিনি মিত্রকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। মিত্র উর্ব্বশীর নিমিত্ত বরুণ বীর্য্য বিসর্গের পূর্ব্বে অগস্ত্যের উৎপত্তির হেতুভূত ঐ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন। যে কুম্ভে মিত্রের তেজ নিসৃষ্ট হইয়াছিল, বরুণ সেই কুম্ভেই নিজতেজ নিক্ষেপ করেন। সুতরাং উভয় তেজ একত্র মিলিত হইয়া গেল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ইক্ষ্বাকুদৈবত তেজীয়ান্ বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের তেজ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন। হে সৌম্য! মহাতেজা ইক্ষ্বাকু জাতমাত্র সেই অনিন্দিত ঋষিকে আমাদের বংশের হিতের জন্য পুরোহিতপদে বরণ করিলেন। হে সৌম! আমি এই অপূর্ব্বদেহ মহাত্মা বশিষ্ঠের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে, রাজা নিমির যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর।

রাজা নিমিকে দেহহীন দেখিয়া, মনীষী ঋষিগণ সকলে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন। এবং সেই দ্বিজোত্তমগণ পৌর ও ভৃত্যগণের সহিত মিলিত হইয়া, গন্ধ, মাল্য ও বস্ত্র দ্বারা রাজার সেই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ভৃগু কহিলেন, হে পার্থিব! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমার চেতনা সম্পাদন করিব। তৎকালে সুরগণও সকলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ভৃগুর অনুরূপ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং সেই মৃত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষে! বর গ্রহণ কর এবং তোমার চেতোভিমানী প্রত্যগাত্মা কোথায়, নির্দ্দেশ কর।

নিমির চেতোভিমানী প্রত্যগাত্মা দেবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে সুরসত্তমগণ! আমি যেন সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বাস করিতে পারি। দেবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া, নিমির ঐ প্রত্যগাত্মাকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সদৃশ লঘুভূত লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া, সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বিচরণ করিবে। হে পৃথিবীপতে! তোমার জন্য তাহাদের চক্ষু নিমেষধর্ম্মে আক্রান্ত হইবে। তুমি বায়ুরূপী হইয়া বিচরণ

করিতে আরম্ভ করিলে, তজ্জন্য ভূতগণের চক্ষুর যে শ্রান্তি জন্মিবে, এই নিমেষ দ্বারা তাহার অপনোদন হইবে।

এই বলিয়া দেবগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা ঋষিগণ সকলে নিমির দেহ সমাহৃত ও সেই দেহ সেই যজ্ঞভূমিতে অরণিরূপে কল্পিত করিয়া, সবিশেষ তেজঃসহায়ে মন্থন করিতে লাগিলেন। এই রূপে নিমির পুত্রোৎপত্তিজন্য সেই সকল মহাত্মা মন্ত্রহোমপুরঃসর অরণিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে, এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। মন্থন হইতে জন্ম বলিয়া উঁহার নাম মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম বলিয়া উঁহার নাম বৈদেহ হইয়াছে। এই রূপে বিদেহরাজ জনক প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ঐ মহাতেজার অপর নাম মিথি। তাহাতেই জনকবংশ মৈথিল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

হে সৌম্য! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ ও রাজর্ষি নিমি উভয়ের পরস্পর শাপবশতঃ অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম।

—:•:—

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম এই প্রকার কহিলে, পরবীরহা লক্ষ্মণ তেজে অতিমাত্র প্রজ্বলিত মহামতি সেই রামকে বলিলেন, হে রাজশার্দ্দূল! মুনি বশিষ্ঠ ও রাজা নিমি উভয়ের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নিরতিশয় অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ। কিন্তু নিমি শৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তথাপি, তিনি মহামতি বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না।

ক্ষত্রিয়পুঙ্গব রাম এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর! পুরুষমাত্রেই ক্ষমাশীল, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হে সৌমিত্রে! রাজা যযাতি

সাত্ত্বিক মার্গ অবলম্বন করিয়া, যেরূপে দুঃসহ রোষ ক্ষমা করিয়াছিলেন, সমাহিত হইয়া, তাহা শ্রবণ কর।

পৌরবর্দ্ধন রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। সৌম্য! যযাতির দুই স্ত্রী, তাঁহারা রূপে অদ্বিতীয়। তন্মধ্যে বৃষপর্ব্বার দুহিতা দিতির পৌত্রী শর্ম্মিষ্ঠা নহুষনন্দন রাজর্ষি যযাতির এক পত্নী। রাজা সেই পত্নীর প্রতি পরম প্রীতিমান্ ছিলেন। হে পুরুষর্ষভ! তাঁহার অপর পত্নী উশনার দুহিতা সুমধ্যমা দেবযানী; ইনি স্বামীর আদরভাগিনী ছিলেন না। ইঁহাদের উভয়েরই গর্ভে এক এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রেরা উভয়েই রূপবান ও সমাহিত। তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরু ও দেবযানীর গর্ভে যদু জন্ম গ্রহণ করেন। পুরু মাতার নিমিত্ত এবং নিজেও গুণবান্ বলিয়া, রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তদ্দর্শনে যদু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, মাতাকে কহিলেন, আপনি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব ভার্গবের কুলে জন্মিয়া, হৃদ্গত দুঃসহ দুঃখ ও অবমান সহ্য করিতেছেন। অতএব দেবি! উভয়ে একযোগে হুতাশনে প্রবেশ করি, চলুন। রাজা দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত বহু রজনী বিহার করুন। যদি আপনি ইহা সহ্য করেন, আমাকে অনুজ্ঞা করুন, আমি সহ্য করিতে পারিব না; নিঃসন্দেহই প্রাণ ত্যাগ করিব।

পুত্র নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে এই প্রকার কহিলে, দেবযানী তাহা শুনিয়া, সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ পিতাকে স্মরণ করিলেন। ভার্গব দুহিতার সেই ইঙ্গিত অবগত হইয়া, তিনি যেখানে, সত্বর তথায় সমাগত হইলেন এবং দুহিতাকে প্রকৃতিহীন, হর্ষহীন ও চেতনাহীন দর্শন করিয়া, কহিলেন, বৎসে! এ কি?

দীপ্ততেজা পিতা ভার্গব বারম্বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া কহিতে লাগিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আর কোন মতেই

ধারণে সমর্থ হইব না। হয়, অগ্নিপ্রবেশ করিব, না হয়, তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব; অথবা জলে মগ্ন হইব। আমি যে দুঃখিতা ও অবমানিতা হইয়াছি, আপনি তাহা জানিতেছেন না। ব্রহ্মন্! বৃক্ষের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, তাহার আশ্রিত পুষ্পাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাজা আমাকে অপমান করাতে, আপনারও মানহানি হইয়াছে, সন্দেহ কি?

দুহিতার এই কথা শুনিয়া, ভার্গব রোষপরিপ্লুত হইয়া, রাজা যযাতিকে বলিতে লাগিলেন, তুমি নহুষের পুত্র, অতি দুরাত্মা; আমাকে অবমাননা করিয়াছ। এই হেতু তোমাকে এই তরুণ বয়সে জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতে হইবে। মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এইপ্রকার শাপদানানন্তর দুহিতাকে আশ্বস্ত করিয়া, পুনরায় স্বভবনে সমাগত হইলেন। সেই সূর্য্যসমানতেজা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্য এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ ও দুহিতা দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান পুরঃসর নহুষাত্মজ যযাতিকে অভিশপ্ত করিয়া, পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

শুক্র ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া, নহুষনন্দন যযাতি অতিমাত্র ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর ঋষিশাপে অতিমাত্র জরাগ্রস্ত হইয়া, যদুকে কহিলেন, যদু! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব আমার হইয়া, এই পরম জরা গ্রহণ কর; হে মহাযশা! আমি ভোগপরম্পরা সম্ভোগ করিয়া বিহার করিব। হে পুরুষসিংহ! বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া, আজিও আমার পরিতৃপ্তি হয় নাই। অতএব বিশেষরূপে কাম ভোগ করিয়া, পরে এই জরা গ্রহণ করিব।

যদু এই কথা শুনিয়া, নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কহিলেন, পুরু আপনার পরমপ্রিয়তম পুত্র। অতএব সেই এই জরা প্রতিগ্রহ করুক। হে রাজন্! আপনি আমায় সকল বিষয়েই বহিষ্কৃত

করিয়াছেন। এমন কি, নিকটে যাইতেও দেন না। অতএব আপনি যাহার সহিত একত্রে ভোজন করেন, সেই পূরুই জরা গ্রহণ করুক।

রাজা যদুর এই কথা শুনিয়া পূরুকে কহিলেন, মহাবাহো! মদর্থে এই জরা তুমি গ্রহণ কর।

পূরু যযাতি কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এক্ষণে আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।

যযাতি পূরুর এই কথা শুনিয়া, পরম প্রীত ও অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে জরা সম্প্রদান করিলেন। এবং তৎপ্রভাবে যুবা হইয়া, সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবর্ষসহস্র পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘ কাল অতীত হইলে, যযাতি পূরুকে কহিলেন, বৎস! জরা আনয়ন কর; আমি ন্যাস নির্য্যাতন করিব। আমি ন্যাস স্বরূপে তোমাতে জরা সংক্রামিত করিয়াছিলাম। এই হেতু, সেই জরা প্রতিগ্রহ করিব; তুমি ব্যথিত হইও না। হে মহাবাহো! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিলে, ইহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে আমি প্রীতি সহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। রাজা যযাতি পুত্র পূরুকে এইপ্রকার কহিয়া, পরে রোষাবিষ্ট হইয়া, দেবযানিনন্দন যদুকে কহিলেন, তুমি ক্ষত্ররূপী দুরাসদ রাক্ষস আমার ঔরসে জন্মিয়াছ। সেই হেতু, আমার আজ্ঞা প্রতিলঙ্ঘন করিলে। এই জন্য তুমি কখনও রাজা হইবে না। আমি তোমার পিতা ও গুরু। তথাপি তুমি আমায় অবজ্ঞা করিলে। এই জন্য তুমি দারুণপ্রকৃতি রাক্ষসগণের জনয়িতা হইবে। দুর্ম্মতি তোমার সন্তানেরাও সোমবংশচ্যুত হইবে। এবং তোমার বংশও তোমার সমান দুর্ব্বিনীত হইবে।

রাজর্ষি যযাতি যদুকে এই প্রকার কহিয়া, রাজ্যবিবর্দ্ধন পূরুকে রাজ্যদান দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া, আশ্রমে প্রবেশ করি-

লেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। চরমে স্বর্গধামে গমন করিলেন। মহাযশা পুরু পরমধর্ম্ম সহকারে কাশীরাজ্যে পুরবর প্রতিষ্ঠানে রাজ্য করিতে লাগিলেন। যদু সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্ম দান করিলেন। এবং রাজবংশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, ক্রৌঞ্চবননামক দুর্গম নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই রূপে রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, শুক্রাচার্য্যের প্রদত্ত শাপ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা নিমি তাহা ক্ষমা করেন নাই। এই আমি তোমার নিকট সমুদায় বলিলাম। হে সৌম্য! আমরা এই সকল কৃতিমান্ লোকের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইব। তাহা হইলে, নৃগের ন্যায়, দোষে পতিত হইতে হইবে না।

চন্দ্রনিভানন রামচন্দ্র এইপ্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে নভোমণ্ডল অতিবিরল তারকামালায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ব্ব দিক্ অরুণকিরণে রক্তবর্ণ হইয়া, যেন কুসুমরসরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শোভমান হইল।

সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রাতঃকালে পূর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া, রাজীবলোচন রামচন্দ্র ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌর-জনের সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠ, কশ্যপ ঋষি, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য ধর্ম্মপাঠকগণ এবং নীতিজ্ঞ, সভ্য ও রাজগণে সভা পরিপূর্ণ হইল। অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের সভা মহেন্দ্রের সভা যমের সভা ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো সৌমিত্রে! তুমি অর্থিদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত বহি-র্দ্বারে গমন কর। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ

দ্বারদেশে গমন পূর্ব্বক স্বয়ং অর্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই বলিল না যে আমার কার্য্য আছে। রাম রাজ্য পালন করিতেছিলেন ; আধি বা ব্যাধি কিছুই ছিল না ; শস্য সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে পক্ক হইতেছিল ; এবং পৃথিবী সর্ব্বপ্রকার ওষধিই উৎপাদন করিতেছিলেন। বালক, যুবা বা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইত না। প্রজাবর্গ ধর্ম্মানুসারে শাসিত হইতেছিল ; সুতরাং কাহাকেও কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হয় নাই। অতএব রামের রাজত্বে বিচারার্থী কেহই ছিল না। লক্ষ্মণ যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে এই কথা নিবেদন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র মনে মনে অতীব হৃষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি পুনর্ব্বার যাইয়া দেখ, কেহ অর্থী আছে কি না। রাজনীতি সম্যক প্রযুক্ত হইলে, অধর্ম্ম কুত্রাপি থাকিতে পারে না। এই জন্যই রাজভয়ে সকলে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। মৎপ্রযুক্তা নীতি আমার বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে ; তথাপি মহাবাহো! তুমি তৎপর হইয়া প্রজা রক্ষা করিবে।

এই কথা শুনিয়া সৌমিত্রি রাজভবন হইতে বহির্গত হইলেন ; এবং দেখিলেন, দ্বারদেশে এক কুকুর অবস্থিতি করিতেছে। সে লক্ষ্মণকে দেখিয়াই মুহুর্মুহু উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ উহাকে তাদৃশ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! তোমার কার্য্য কি আছে, বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর। লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় উত্তর করিল, আমি সর্ব্বভূতের শরণদাতা অক্লিষ্টকর্ম্মা বিপদে রক্ষাকর্ত্তা রামচন্দ্রের নিকট বলিতে ইচ্ছা করি। লক্ষ্মণ সারমেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার জন্য শুভভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; এবং রামচন্দ্রকে নিবেদন করত পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া সারমেয়কে কহিলেন, যদি তোমার বক্তব্য থাকে আসিয়া রাজাকে বল।

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় কহিল, দেবালয়ে, নৃপালয়ে, এবং ব্রাহ্মণালয়ে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। অতএব সৌমিত্রে! আমরা এস্থানে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি, কারণ আমরা সকল যোনির অধম। আমি এস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহি, কারণ রাজা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। বিশেশতঃ রাজা রামচন্দ্র সত্যবাদী, রণপটু, ও সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। তিনি ষড়্গুণ প্রয়োগের স্থল বিলক্ষণ অবগত আছেন; এবং তিনি নীতির কর্ত্তা, সর্ব্ব ও সর্ব্বদর্শী, তাঁহার তুল্য আনন্দদায়ক আর কেহই নাই। তিনি সোম, তিনি মৃত্যু, তিনি যম; তিনি কুবের; তিনি অগ্নি; তিনি ইন্দ্র; তিনি সূর্য্য; তিনি বরুণ। সৌমিত্রে! আপনি যাইয়া তাঁহাকে বলুন; তিনি প্রজার পালনকর্ত্তা। সৌমিত্রে! তাঁহার আজ্ঞা পালনে আমি প্রবেশ করিতেই ইচ্ছা করি না।

তখন মহাভাগ মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ কৃপা বশত রাজভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন! আপনি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার দ্বারদেশে একটী কুক্কুর অর্থী হইয়া দ্বার দেশে উপস্থিত রহিয়াছে।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন; যে কেহ কার্য্যার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই তৎক্ষণমাত্র আনয়ন করিবে।

একসপ্ততিতম সর্গ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান লক্ষ্মণ সত্বর গমন পূর্ব্বক কুক্কুরকে আহ্বান করত রামকে নিবেদন করিলেন। রাম কুক্কুরকে সমাগত দর্শন করিয়া, কহিলেন, সারমেয়!

তোমার প্রয়োজন কি, আমাকে বল, তোমার কোন ভয় নাই।

তখন ভগ্নমস্তক কুক্কুর ঐ স্থানে রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিল; রাজাই প্রাণীদিগের কর্ত্তা, এবং রাজাই বিনেতা। প্রজাগণ সুপ্ত হইলেও রাজা জাগ্রত থাকেন; এবং রাজাই প্রজাপালন করেন। রক্ষক রাজা সুপ্রযুক্ত নীতি দ্বারা ধন রক্ষা করেন। রাজা পালন না করিলেই প্রজা লোপ পাইতে থাকে। রাজাই কর্ত্তা এবং রাজাই সমস্ত জগতের পিতা। রাজাই কাল, রাজাই যুগ; রাজাই সর্ব্ব জগৎস্বরূপ। ধারণ করা হইতেই ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মই সচরাচর ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে। ধর্ম্ম শত্রুদিগকে ধারণ অর্থাৎ নিবারণ করিয়া থাকে; ধর্ম্মই ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেছে। এই জন্যই ধর্ম্মের নাম ধারণ। ধারণ ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম! এবং পরকালে ফলপ্রদ। আমার জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম দ্বারা দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই। দান, দয়া, সাধুদিগের পূজা, ও ব্যবহারের সরলতা, ইহাও পরম ধর্ম্ম; ইহাতে ইহকাল ও পরকাল রক্ষা হয়। হে রাঘব! হে সুব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ। আপনি সাধুদিগের ধর্ম্মও [illegible] আছেন। আপনি সমস্ত ধর্ম্মের বিশ্রামস্থান। [illegible] আপনি সাগরের সদৃশ। হে রাজসত্তম! আমি অজ্ঞান প্রযুক্তই আপনাকে এত কথা কহিলাম। অবনত মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না।

কুক্কুরের সদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, এখন তোমার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে; বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর। রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুক্কুর কহিল, রাজা ধর্ম্ম দ্বারাই রাজ্য লাভ করেন, ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করেন, ধর্ম্ম দ্বারা লোকের শরণ্য হইয়া থাকেন, এবং ধর্ম্ম দ্বারা প্রজার ভয় দূর

করেন। হে রামচন্দ্র! আপনি এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষু। করে; সে অকারণ নিরপরাধ আমাকে প্রহার করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাম দ্বারবান্‌কে প্রেরণ করিলেন। দ্বারবান্ সর্ব্বার্থপণ্ডিত সর্ব্বার্থসিদ্ধকে আনয়ন করিল।

অনন্তর ঐ দীপ্ততেজা দ্বিজবর ঐ স্থানে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অনঘ রামচন্দ্র! আমায় আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে বলুন।

ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, দ্বিজ! আপনি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছেন। বিপ্র! এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে আপনি ইহাকে লগুড় প্রহার করিয়াছেন। ক্রোধ প্রাণনাশক শত্রু; ক্রোধ মিত্রের ন্যায় প্রিয়ভাষী শত্রু; ক্রোধ মহাতীক্ষ্ণ অসি; ক্রোধ সর্ব্বস্ব হরণ করে। তপস্যা, যজ্ঞ ও দান দ্বারা যাহা কিছু লভ্য হয়, ক্রোধ সমস্ত অপহরণ করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল নিরতি দুষ্ট অশ্ব সকলের ন্যায় ধাবিত হইতেছে; ভোগ্য বস্তু সকল নিরাকরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্য দ্বারা ঐ সকল অশ্বের সারথ্য করা বিধেয়। মন, কর্ম্ম বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের হিত সাধন করিবে; কাহারও দ্বেষ করিবে না; কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। আত্মা সংযত না হইলে যে অনিষ্ট করে তীক্ষ্ণধার, অসি, পদদলিত সর্প, বা নিত্যসংক্রুদ্ধ শত্রুও সে অনিষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিনয় শিক্ষা করিয়াছে, তাহারও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন করে, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।

অক্লিষ্ট রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে পর, ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধ তাঁহার সমীপে নিবেদন করিলেন, অবেলায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটন

করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছি। এই কুক্কুর পথমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; আমি বার বার বলিয়াছিলাম, সরিয়া যা। অনন্তর এই কুক্কুর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অল্পে অল্পে গমন করিয়া পথ প্রান্তে বিষম ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম; ইহার এই দুষ্টব্যবহার নিবন্ধন আমি ইহাকে প্রহার করিয়াছি, হে রাজরাজেশ্বর! আমি অপরাধ করিয়াছি। আপনি আমাকে শাসন করুন। হে রাজেন্দ্র! আপনি আমার দণ্ড বিধান করিলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর রাম সমস্ত সভাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তব্য কি; ইঁহার কিরূপ দণ্ডবিধান করা যায়। সমুচিত দণ্ড করিলেই, প্রজার রক্ষা হয়। তখন ভৃগু, অঙ্গিরা, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ; প্রধান প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ; অমাত্যগণ; পৌরগণ এবং তত্রোপস্থিত অন্যান্য অনেক শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সকলেই কহিলেন, ব্রাহ্মণের বধ দণ্ড অবিহিত। *

রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিতগণ সকলেই এইরূপ কহিলে, পূর্ব্বোক্ত মুনিগণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাঘব! রাজা লোকে[illegible]নকর্ত্তা; বিশেষতঃ আপনি। আপনি ত্রিলোকের [illegible] সনাতন দেব বিষ্ণু।

তাঁহারা [illegible]লে এই কথা কহিলে, পর সারমেয় কহিল, বীর! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার কোন কার্য্য সাধন করিব? অতএব যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার মত হয়, রাজন্! তাহা হইলে, আপনি এই ব্রাহ্মণকে দেবালয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিউন। মহারাজ! ইহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া প্রেরণ করুন।

এই কথা শুনিয়া রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ সৎকৃত ও আনন্দিত হইয়া গজস্কন্ধা-

রোহণে লক্ষপদ অধিকারার্থ গমন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রের অমাত্যগণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহাদ্যুতে! ইহাঁকে ত দণ্ড করা হইল না; আপনি ইহাকে বর প্রদান করিলেন।

অমাত্যদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, তোমরা এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ জ্ঞাত নহ; কুক্কুর সমস্তই অবগত আছে।

অনন্তর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর, কুক্কুর উত্তর করিল, রাঘব! আমি সেই স্থানের কুলপতি ছিলাম। দেব দ্বিজের পূজা সমাপন ও দাস দাসী গণ ভোজন করিলে পর, আমি সর্ব্বশেষে আহার করিতাম। যাহার যাহা প্রাপ্য, যথাযথ সমস্ত বিভাগ করিয়া দিতাম; পাপে আমার প্রবৃত্তি ছিল না। দেবতার দ্রব্য সকল সাবধানে রক্ষা করিতাম; এবং বিনয়ী, সুশীল, ও সর্ব্ব প্রাণীর হিত সাধনে নিরত ছিলাম। তথাপি আমি এই ঘোর অবস্থা, এই অধমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি। রাঘব! ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত, ধর্ম্মত্যাগী, অহিতনিরত, অসহিষ্ণু, নৃশংসস্বভাব, পরুষভাষী, অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক হইলে ঊর্দ্ধাধঃ সপ্ত পুরুষকে অধঃপাতিত করে। অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির কার্য্য করিবে না। পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে দেবতা ও গোর সেবায় নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব, দেব ন, বালকের ধন ও নিজের দত্ত বস্তু হরণ করে, সে যাবতীয় অভীষ্ট বস্তুর সহিত বিনষ্ট হয়। রাঘব! ব্রাহ্মণের ও দেবতার দ্রব্য হরণ করিলেই বীচিনামক ঘোর নরকে গতি হইয়া থাকে। যে নরাধম মনোদ্বারাও দেবস্ব বা ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে উত্তরোত্তর এক নরক হইতে নরকান্তরে নিপাতিত হয়।

কুক্কুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কুক্কুরও যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল।

পূর্ব্ব জন্মে এই কুক্কুর অতি মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে জাতিদোষে দূষিত হইয়াছিলেন। সেই মহাভাগ অবশেষে বারাণসীতে গমন করিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

অযোধ্যার সন্নিহিত বহুপাদপশোভিত মনোরম কানন মধ্যে এক নদীতীরব্যাপ্ত কোকিল-নিনাদিত সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণ নানাপক্ষিগণে সমাবৃত পর্ব্বতে বহুকাল হইতে এক গৃধ্র ও এক পেচক বাস করিত। একদা পাপমতি গৃধ্র পেচকের বাসস্থানকে আমার বাসস্থান বলিয়া পেচকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল। আর্য্য! উভয়েই কহিল, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সর্ব্বভূতের রাজা, চ, আমরা সত্বর তাহার নিকট যাইয়া বিচার করিয়া লই, এ কাহার বাসস্থান।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া গৃধ্র ও পেচক উভয়ে ক্রোধান্বিত ও অসহিষ্ণুভাবে কলহ করিতে করিতে রামের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিল। অনন্তর গৃধ্র সেই নরনাথের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিল, হে নরনাথ! আমি জানি, আপনি সুর ও অসুরগণেরও শ্রেষ্ঠ। হে মহাদ্যুতে! বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্য অপেক্ষাও আপনার বুদ্ধিবিদ্যা অধিক। আপনি প্রাণিগণের উৎকৃষ্ট ও অধম গতি জ্ঞাত আছেন। কান্তিতে আপনি চন্দ্রের সদৃশ এবং আপনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য! আপনি গৌরবে হিমাচল ও গাম্ভীর্য্যে সাগরের সমান; এবং লোকপালের তুল্যমূল্য। আপনি ক্ষমায় পৃথিবী ও লঘুগতিতে বায়ুর সদৃশ। রাঘব! আপনি গুরু; সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; কীর্ত্তিশালী, অমর্ষস্বভাব, দুর্জ্জয়, জয়শীল এবং সর্ব্ব শাস্ত্র ও সর্ব্ববিধির পারদর্শী। হে নরপুঙ্গব রামচন্দ্র! আমার আবেদন শ্রবণ করুন। হে রাঘব! হে রাজন্! আমি অগ্রে যে বাসস্থান

নির্ম্মাণ করিয়াছি, এই পেচক তাহা বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছে। গৃধ্র এই কথা কহিলে পর পেচক কহিল, মহারাজ! রাজা চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও ধনদের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে মানুষেরও কিঞ্চিৎ অংশ থাকে। আপনি কিন্তু সর্ব্বময় দেব স্বয়ং নারায়ণ। আপনি স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া সকল ভূতের প্রতি সুবিচার করেন, অতএব আপনার সৌম্য ভাব সম্যক্ সুপ্রযুক্ত, এই জন্যই আপনি চন্দ্রের অংশ। হে প্রজানাথ! আপনি আমাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হন, আপনি আমাদিগের দণ্ড বিধান করেন, আপনি আমাদিগকে দান করেন; এবং আপনি আমাদিগের পাপভয় নিবারণ করেন, অতএব আপনি আমাদিগের দাতা, হর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা; এই জন্যই আপনি আমাদিগের ইন্দ্র। তেজে আপনি অনলের ন্যায় সর্ব্বভূতের অধৃষ্য; আপনি নিরন্তর সর্ব্বলোক আলোকিত করিতেছেন, এই জন্য আপনি ভাস্করের সদৃশ। আপনি সাক্ষাৎ ধনেশ্বর কুবেরের তুল্য, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মা শ্রী নিত্য আপনাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ধনেশ্বরের কার্য্য করেন বলিয়া, আপনি আমাদিগের ধনেশ্বর। রাঘব! স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতেই আপনার সমান দৃষ্টি; আপনি শত্রু মিত্রকে সমান চক্ষে দর্শন করেন। যথাবিধানে ব্যবস্থা করিয়া আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। রাঘব! আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, মৃত্যু তাহার প্রতি ধাবিত হয়। এই জন্যই আপনাকে অতি বিক্রমসম্পন্ন যম বলা যায়। হে নৃপসত্তম! আপনি আমাদিগেয় সর্ব্বভূতের প্রতি ক্ষমাকারী দয়াবান্ রাজা, এই আপনার মানুষ অংশ। রাজাই দুর্ব্বল অনাথের বল; এবং রাজাই অন্ধের চক্ষু ও অগতির গতি। আপনিও আমাদিগের রাজা; অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি আমার আবেদন শ্রবণ করুন। রাজন্! এই গৃধ্র আমার আবাস মধ্যে প্রবেশ

করিয়া আমার প্রতি উপদ্রব করিতেছে। হে [illegible]! মনুষ্যদিগের আপনিই দেবতা, এবং আপনিই শাসনকর্ত্তা।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিলেন। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও মহাবল সুমন্ত্র, রাজা দশরথের ও রাঘবের এই সমস্ত অমাত্যগণ নীতিকুশল, মহাত্মা, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ধীমান্, কুলীন, এবং নীতি ও মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। ধর্ম্মাত্মা রাঘব এই সকল মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বিমানারোহণে বিবাদস্থলে গমন করিলেন; এবং পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিবাদসম্বন্ধে গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃধ্র! তুমি কত বৎসর এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ? যদি স্মরণ থাকে ত আমাকে বল।

গৃধ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া রাঘবকে কহিল, রামচন্দ্র! যে সময় মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি। উলূকও রাঘবকে কহিল, রাজন্! পৃথিবী যখন প্রথমতঃ বৃক্ষ দ্বারা উপশোভিত হয়, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি।

এই কথা শ্রবণে রাঘব সভাসদদিগকে কহিলেন, যে সভায় বৃদ্ধ নাই, সে সভা, সভাই নহে। যে সকল বৃদ্ধ ধর্ম্ম কথা না কহেন, [illegible] বৃদ্ধই নহেন। যে ধর্ম্মে সত্য কপটের অনুবন্ধী, সে সত্য [illegible] নহে! যে সকল সভ্য জানিয়াও চিন্তার ভাণ করেন, যথাকালে জ্ঞাতবিষয়ে কোন উত্তরই করেন না, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। কাম, ক্রোধ কি ভয়নিবন্ধন যিনি জানিয়াও প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি আপনি সহস্র সহস্র বারুণপাশ দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিয়া থাকেন; এক এক বৎসর পূর্ণ হইলে, এক একটী পাশ উন্মুক্ত হয়। অতএব জানিলে অবশ্যই সাহস পূর্ব্বক সত্য কথা কহিবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে রাজন্! হে মহামতে! উলূকই সত্য কথা কহিতেছে; গৃধ্র

প্রজা কহিতেছে না। হে মহারাজ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ; রাজাই পরম গতি; রাজাই প্রজাবর্গের মূল ও রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। যাহাদিগের রাজা শাসনকর্ত্তা আছেন, তাহা-দিগকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না। প্রত্যুত তাহারা যমের ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া, সদ্গতি লাভ করে।

মন্ত্রীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পুরাণে যাহা কথিত হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে চন্দ্রার্ক ও নক্ষত্রগণ সংকুল আকাশ; পর্ব্বত সহিত পৃথিবী এবং সচরাচর ত্রৈলোক্য সমস্ত সলিলার্ণবে নিমগ্ন ছিল। তখন একমাত্র নারা-য়ণ দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় অবস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মা লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভূত-ভাবন মহাতেজা নারায়ণ সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক অর্ণবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর নিদ্রিত ছিলেন।

সৃষ্টিসংহার পূর্ব্বক বিষ্ণু নিদ্রিত হইলেন, দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যখন বিষ্ণুর নাভিস্থল হইতে সুবর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইল, তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মা পৃথিবী, বায়ু, পর্ব্বত, বৃক্ষ, এবং মনুষ্য ও সরীসৃপ, প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মহাযোগী মহাতপা হইয়া, ঐ পদ্ম দ্বারা বহির্গত হইলেন।

অনন্তর নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীর্য্যশালী ঘোররূপী সুদুর্দ্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হইল। এবং প্রজাপতিকে দেখিয়াই তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহা-বেগে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে স্বয়ম্ভূ এক অতি বিকট চীৎকার করিলেন। ঐ চীৎকার হইবামাত্র নারায়ণের সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর নারায়ণ চক্রপ্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন। তাহাদিগের বসায় সমস্ত পৃথিবী সর্ব্বত্র পরিপ্লাবিত হইল। লোকধারী হরি তাহার পর পৃথিবীকে

পুনর্ব্বার পবিত্রিত এবং পরিত্র হইলে পর, তিনি উঁহাকে রক্ষ-গণে পরিব্যাপ্ত করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঔষধি উৎপন্ন হইল। ধরণী মেদোগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হইলেন।

মন্ত্রিগণ! এইজন্যই আমার বিবেচনা হয়, এই গৃহ গৃধ্রের নহে, ইহা উলূকেরই গৃহ। অতএব এই পাপী গৃধ্রের দণ্ড করা বিধেয়; এই দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা আবাসস্থান অপহরণ করিয়া অন্যের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, আকাশ হইতে দৈববাণী প্রকৃত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিল, রাম! তুমি গৃধ্রকে বধ করিও না; এ ইতিপূর্ব্বেই তপোবল দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে। হে নরে-শ্বর! এই গৃধ্র ব্রহ্মদত্তনামক শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিশুদ্ধাচার নরপতি ছিল। কালগৌতমের অভিসম্পাতে দগ্ধ হইয়াছে।

একদা কালগৌতম নামক ব্রাহ্মণ রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে আগমন করিয়া, কহিলেন, রাজন্! আমাকে আহার দান করিতে হইবে। আমি কিঞ্চিদধিক এক শত বর্ষকাল আপনার গৃহে আহার করিব। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বহস্তে পাদ্য অর্ঘ প্রদান পূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণের আহারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আহারের সহিত কিরূপে মাংস মিশ্রিত হইয়া-ছিল। [illegible] ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি রাজাকে অভিসম্পাত করি-লেন। কহিলেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। রাজা কহিলেন, হে মহাব্রত! এরূপ অভিসম্পাত করিবেন না; প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি। হে অনঘ! হে মহা-ভাগ! যাহাতে শাপের অন্ত হয়, করুন।

তখন রাজা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, মুনি কহিলেন, রাজন্! ইক্ষ্বাকুবংশে রাজীবলোচন মহাভাগ মহাযশা রাম জন্ম গ্রহণ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই রাম তোমাকে স্পর্শ করিলেই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।

এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম রাজা ব্রহ্মদত্তকে স্পর্শ করিলেন। অমনি রাজা ব্রহ্মদত্ত গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যমূর্ত্তি দিব্যগন্ধানুলিপ্ত পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, সাধু, রাঘব। সাধু। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে বিভো! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত পাইলাম। আপনি আমার শাপের অন্ত করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধর্ম্মালাপ করত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নাতিশীতোষ্ণা বসন্তনিশা উপস্থিত হইল। অনন্তর বিমল নিশা প্রভাতে পূর্ব্বাহ্নিক সমাপন করিয়া পৌরকার্য্যবিৎ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র প্রজাদিগকে দর্শনদিবার জন্য রাজ সভায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুমন্ত্র আসিয়া রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, রাজন্! কতকগুলিন মহর্ষি দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! হে মহারাজ! ভার্গব ও চ্যবন প্রভৃতি যমুনাতীরবাসী মহর্ষিগণ সাগ্রহ চিত্তে উপস্থিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, সত্বর হইয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ ভার্গব প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে সত্বর লইয়া আইস।

অনন্তর দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলি বিরচন করিয়া রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক সুদুর্দ্ধর্ষ তাপসদিগকে লইয়া আসিল। স্বতেজে প্রদীপ্যমান শতাধিক মহাত্মা তপস্বী রাজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বতীর্থাম্বুশোভিত পূর্ণকুম্ভ, এবং ফল মূল রামচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাবাহু রামচন্দ্র তীর্থোদক, এবং বিবিধ ফল মূল গ্রহণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট

হইলেন। এবং তাপসদিগকে কহিলেন, মুখ্য আসন সমস্ত প্রস্তুত, আপনারা যথাযথানুসারে উপবেশন করুন।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই রুচিরাখ্যা-সম্পন্ন কাঞ্চনময় বৃষী আসনে উপবেশন করিলেন। ঋষিগণ উপবেশন করিলেন দেখিয়া পরপুরঞ্জয় রামচন্দ্র বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনাদিগের আগমনের প্রয়োজন কি? প্রযত্নসহকারে আমায় আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? মহর্ষিগণ আমাকে স্বচ্ছন্দে আজ্ঞা করিতে পারেন; আমি তাঁহাদিগের সকল কার্য্যই করিয়া থাকি। আমি আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার এই রাজ্য ও হৃদিস্থিত জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণানন্তর যমুনাতীরবাসী উগ্র-তপস্বী ঋষিদিগের মধ্যে মহান্ সাধুবাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। মহাত্মা মহর্ষিগণ অতীবহর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! ঈদৃশ বাক্য আপনার নিকটই প্রত্যাশা করা যায়; অন্য কাহা-তেও এরূপ বাক্য সম্ভাবিত হয় না। রাজন! অনেক মহা-বল পরাক্রান্ত মহীপতি হইয়াগিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব আশঙ্কায় কেহই কখনও অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই। আপনি [illegible] কর্ত্তব্য কার্য্য না জানিয়া, ব্রাহ্মণশ্রদ্ধা নিবন্ধন অগ্রেই [illegible] করিলেন। পরে যে আপনি কার্য্য সাধন করি-বেন, তাহাতে সন্দেহই নাই। আপনি ঋষিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র কহিলেন, ঋষিগণ! আপনাদিগের কার্য্য কি, বলুন, এখনই আপনা-দিগের ভয় দূর হইবে।

কাকুৎস্থ এই কথা কহিলে, ভার্গব কহিলেন, হে নরেশ্বর! আমাদিগের অঞ্চলে যে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্! সত্যযুগে লোলার জ্যেষ্ঠ পুত্র দিতিজবংশোৎপন্ন সুমহামতি মধু নামে এক মহাসুর ছিল। মধু ব্রাহ্মণের হিতৈষী, শরণাগতপ্রতিপালক, বুদ্ধিমান। এবং পরমোদারচেতা দেবতাদিগের পরম প্রিয় ছিল। মহাবীর্য্যশালী মধুর ধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা দর্শনে ভগবান রুদ্র অতীব সমাদর পূর্ব্বক মধুকে অসাধারণ বর প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় শূলের শক্তিভাগ আকর্ষণ পূর্ব্বক এক মহাবীর্য্যসম্পন্ন মহাপ্রভ শূল নির্ম্মাণ করিয়া মধুকে দান করিয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন, তুমি অনুপম ধর্ম্ম আচরণ করিয়া আমার তুষ্টি সাধন করিয়াছ। অতএব আমি পরমপরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহাশূল প্রদান করিতেছি। হে মহাসুর! তুমি যত দিন দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে। অন্যথা অন্তর্দ্ধান হইবে। যে ব্যক্তি দুঃসাহসিক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার হস্তে প্রত্যাগমন করিবে।

মহাদেব রুদ্রের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া মহাসুর মধু পুনর্ব্বার প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবতার অধীশ্বর। দেব! আজ্ঞা করুন, যেন এই মহাশূল আমার পুত্রপৌত্রাদিরও বশীভূত থাকে। এই কথা কহিলে, ভূতপতি মহাদেব কহিলেন, তাহা হইতে পারে না। তথাপি তোমার প্রার্থনা বিফল না হয়, এই জন্য আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের বশীভূত থাকিবে। এই শূল যতক্ষণ তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ কোন প্রাণীই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না।

রামচন্দ্র! অসুরশ্রেষ্ঠ মধু মহাদেবের নিকট এইরূপ অদ্ভুত

বর লাভ করিয়া অবশেষে এক সুমহানগরী নির্ম্মাণ করাইল। অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর যে কুম্ভীনসী নামে কন্যা ছিল, সেই মহাপ্রভা মহাভাগা কুম্ভীনসী মধুর প্রিয়া পত্নী হইয়াছিল। তাহারই গর্ভজাত পুত্র মহাবীর্য্য দারুণস্বভাব লবণ। লবণ বাল্যকাল হইতেই দুষ্টাত্মা ও পাপাচারী। পুত্রকে তাদৃশ দুষ্টাত্মা দর্শন করিয়া মধু ক্রোধপূর্ণ ও দুঃখিত হইল; কিন্তু পুত্রকে কোন কথাই কহিল না। অবশেষে মধু পুত্র লবণকে শূল প্রদান পূর্ব্বক বরবৃত্তান্ত সমস্ত উল্লেখ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল।

রাম! লবণ সেই শূলের মাহাত্ম্য ও নিজ দুষ্ট স্বভাবনিবন্ধন এক্ষণে ত্রিলোক, বিশেষতঃ তাপসদিগকে সন্তাপিত করিতেছে। রাম! লবণের এইরূপ প্রভাব এবং সেই শূল এইপ্রকার। রাম! তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। তুমিই আমাদিগের পরম গতি। রাম! ঋষিগণ ভয়ে কাতর হইয়া ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজার নিকট অভয় যাচ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন নাই। তাত! এক্ষণে তুমি রাবণকে বল বাহনের সহিত সংহার করিয়াছ শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি ভিন্ন আমাদি[illegible]কর্ত্তা অন্য কোন রাজাই নাই। অতএব আমাদি[illegible] তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর; আমরা লবণের ভয়ে নিপীড়িত হইয়াছি।

রাম! যে কারণে আমরা ভীত হইয়াছি, তোমাকে বলিলাম; তুমিই আমাদিগের ভয় নিবারণ করিতে পারিবে। অতএব হে অহীনবীর্য্য! এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন, লবণ কিরূপ আহার করে? কোথায় বাস করে? এবং তাহার আচার কিরূপ?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণের আহারাদি উল্লেখ করিলেন। কহিলেন, লবণ সর্ব্ব প্রাণীই আহার করে; বিশেষতঃ তাপসেরা তাহার প্রধান আহার। তাহার আচার অতীব প্রচণ্ড। সে নিয়ত মধুবনে বাস করে। আবহমান কাল প্রতিদিন সে বহু সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মানুষ সংহার করিয়া আহার করে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে, ব্যাদিতাস্য অন্তকের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রাণীও সে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মহর্ষিদিগকে কহিলেন, আমি সেই রক্ষকে বিনাশ করিব; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন।

উগ্রতেজা ঋষিদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, কোন [illegible] লবণকে বিনাশ করিবেন? এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে [illegible] কার্য্য, কাহার অংশে পতিত হইবে? মহাবাহু ভরত বা [illegible] শত্রুঘ্নের অংশে পতিত হওয়াই উচিত হইতেছে।

রাঘব এই কথা কহিলে, ভরত কহিলেন, আমি এই লবণকে বিনাশ করিব; এই কার্য্য আমার অংশেই পতিত হউক।

ভরতের ধৈর্য্য ও শৌর্য্যসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন রত্ন সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং প্রণতিপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন, আমাদিগের মহাবাহু মধ্যম সহোদর মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন। আর্য্য যখন এই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি এই অযোধ্যা নগরী রক্ষা করিয়াছেন। আর্য্যের প্রত্যাগমন

পর্য্যন্ত এই মহাবাহু গুরুতর শোক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। মহাযশা নন্দিগ্রামে ফলমূলাহারী, জটাচীরধারী ও কষ্টকর ভূশয্যাশায়ী হইয়া বহুকষ্ট ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! ইনি যখন ঈদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছেন এবং আমি যখন ইহাঁর কিংকর রহিয়াছি, তখন ইঁহার আর দুঃখ পাওয়া উচিত হয় না।

শত্রুঘ্ন এই কথা কহিলে রাঘব পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি তোমাকে মধুর রাজ্য শুভ মধুপুর নগরে অভিষেক করিব। অথবা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতকেই অভিষেক করিব। শত্রুঘ্ন! তুমি শূর ও কৃতবিদ্য। নূতন নগরী স্থাপন করিতে তোমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। যমুনার তীরে নগর এবং সুন্দর জনপদ সকল স্থাপন ও রাজধানীতে রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া যে সম্রাট তাহাতে রাজা স্থাপন না করেন, তাঁহ[illegible] [illegible]স্থ হইতে হয়। অতএব, শত্রুঘ্ন! তুমি পাপাত্মা মধ[illegible] [illegible]র কর; এবং যদি আমার বাক্যে তোমা[illegible] [illegible]ইলে ঐ রাজ্যে ধর্ম্মানুসারে রাজ[illegible] [illegible] আমি যাহা বলিলাম, এ বিষয়ে [illegible], কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অব[illegible] শাস্ত্[illegible] [illegible] তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে কাকুৎস্থ! [illegible]তোমাকে যে রাজ্য প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ [illegible] বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ তোমাকে অভিষেক করিবেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন রামের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, হে ককুৎস্থনন্দন নরেশ্বর! প্রস্তাবিত বিষয়

আমার ধর্ম্মসঙ্গত বোধ হইতেছে না। জ্যেষ্ঠগণ বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে? অথচ আপনার আজ্ঞা আমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে মহাভাগ! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার অসাধ্য। এই উভয় ধর্ম্ম আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি; স্মৃতিশাস্ত্রেও পাঠ করিয়াছি। মধ্যম ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, আমি লবণকে বিনাশ করিব, কিন্তু আমি তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছি, আমি তাহাকে বধ করিব; ইহাতেই ত আমার পাপ করা হইয়াছে; সেই পাপের ফল স্বরূপেই আমাকে জ্যেষ্ঠ সত্ত্বেও অভিষিক্ত হইতে হইতেছে। আমার জ্যেষ্ঠের বাক্যের উত্তর করা কনিষ্ঠের অবিধেয়, অথচ আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও পরকালনাশক। তথাপি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার বাক্যের উত্তর করিয়া আর দ্বিতীয় অপরাধ করিব না। আর যেন দ্বিতীয় অপরাধ নিবন্ধন আমাকে দণ্ডভোগ করিতে না হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে রাজন্! [illegible] যাহা ইচ্ছা করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করি[illegible] [illegible]মি অভিষেক স্বীকার করিলে, যাহাতে আমার [illegible] ঘটে, আপনি তাহা করুন।

মহাত্মা মহাবীর শত্রুঘ্ন এই কথা ক[illegible] [illegible]ন্তীব আহ্লাদিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বিশেষ [illegible]গ পূর্ব্বক অভিষেকের সমস্ত আয়োজন কর; আমি অদ্য [illegible] পুরুষব্যাঘ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিব। লক্ষ্মণ! আমার আদেশক্রমে পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, ঋত্বিকগণ, ও মন্ত্রীদিগকে আনয়ন কর।

রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া মহারথ লক্ষ্মণ তদনুযায়ী সমস্তই সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ অভিষেকসামগ্রী লইয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবিষ্ট

হইলেন। তখন মহা সমারোহে মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক আরম্ভ হইল। তাহাতে পুরবাসীজন এবং রাঘব অতীব আনন্দিত হইলেন। শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া কার্ত্তিকের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইল।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অভিষেক করিলে পর, পৌরজন, এবং বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও রাজান্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য কামিনীগণ বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুঘ্নের অভিষেক হওয়াতে, যমুনাতীরনিবাসী সমাগত মহাত্মা মহর্ষিবৃন্দও মনে করিলেন, যেন লবণ নিহত হইয়াছে।

অনন্তর রামচন্দ্র অভিষিক্ত শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার তেজোবর্দ্ধন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সৌম্য! আমি তোমাকে পরপুরবিদারণসমর্থ অব্যর্থ শরদান করিলাম; রঘুনন্দন! তুমি [illegible] দ্বারা লবণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। কা[illegible] [illegible]য়ম্ভু নারায়ণ যৎকালে সুরাসুর ও সর্ব্ব প্রা[illegible] [illegible] মধ্যে শয়ন করেন, তৎকালে তিনি [illegible] দুরাত্মা মধুকৈটভের বিনাশের নিমি[illegible] করিয়াছিলেন। এবং লোকসৃষ্টি করিতে আ[illegible] এই বাণ দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করত নিষ্কণ্টকে [illegible]ষ্টি করিয়াছিলেন। আমি রাবণকে বিনাশার্থ এই বাণ পরিত্যাগ করি নাই; তাহা হইলে সৃষ্টির মহাক্ষয় হইত।

শত্রুঘ্ন লবণের নিকট যে শত্রুবিনাশার্থ মহাত্মা ত্রিলোচনপ্রদত্ত অনুত্তম মহাশূল আছে, লবণ পুনঃ পুনঃ পূজা করত সেই শূল গৃহে রাখিয়া আহারার্থ বহির্গমন পূর্ব্বক দশ দিক্ ভ্রমণ করে। যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে ঐ শূল

আনিয়া তদ্দ্বারা শত্রুকে ভস্মসাৎ করে। অতএব পুরুষব্যাঘ্র! সে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে তুমি তাহার দ্বারাবরোধপূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে। হে মহাবাহো! সেই অস্ত্রবিহীন অবস্থায় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে, তাহা হইলেই তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে। অন্যথা, সে কিছুতেই বধ্য হইবে না। যদি এই রূপ করিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

বৎস! যেরূপে শূল পরিহার করা যাইবে, তাহা তোমাকে এই কহিলাম। শ্রীমান্ শিতিকণ্ঠের মাহাত্ম্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে এইরূপ বলিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! চতুঃসহস্র অশ্ব, দ্বিসহস্র গজ, এক শত সুজাত হস্তী এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যে উপশোভিত আপণশ্রেণী সকল ও নটনর্ত্তকগণ তোমার অনুগমন করুক। শত্রুঘ্ন! তুমি নিযুত সুবর্ণ ও [illegible]পা মুদ্রা লইয়া আবশ্যক মত ধন ও বাহনসম্পন্ন হইয়া [illegible]। বীর! সৈন্যগণ যাহাতে পর্য্যাপ্ত ভোজনাদি প্রাপ্তি [illegible] হইয়া তোমার প্রতি বিরক্ত না হয়, তুমি তাহা করিও [illegible]ষ্য দ্বারাও তাহাদিগের মনরঞ্জন করিবে। কারণ [illegible] যখন শত্রুসঙ্কটে অবস্থিতি করে; তখন তাহাদিগের নিজের ধন, বা স্ত্রী পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে থাকে না; অতএব ধন ও অধিনেতার স্নেহ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা ঐ অবস্থায় তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে।

শত্রুঘ্ন! হৃষ্টজনসমাকীর্ণ সুমহৎ সৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া তুমি পশ্চাৎ মধুবনে যাত্রা কর। তুমি যে যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছ, মধুর পুত্র লবণ যাহাতে তাহা জানিতে না পারে তুমি এই রূপে নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!

আমি তোমায় যে উপায় বলিয়া দিয়াছি, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারেই তাহার মৃত্যু হইবে না। পূর্ব্ব হইতে দেখিতে পাইলে, লবণ যে কোন শত্রুকেই বিনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া যখন বর্ষা উপস্থিত হইবে, তুমি সেই সময় তাহাকে বিনাশ করিবে; উহাই ঐ দুর্ম্মতির বিনাশের উপযুক্ত কাল; কারণ বর্ষায় কেহ যুদ্ধ করিতে যাইবে না ভাবিয়া সে ঐ সময় শূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এক্ষণে কেবল সৈন্যগণ এই মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করুক; এখনও গ্রীষ্ম কাল অবশিষ্ট আছে, এই সময় তাহারা অক্লেশে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। পশ্চাৎ তুমি গঙ্গার পরপারেই সৈন্যস্থাপন করিয়া ধনুর্ম্মাত্র সহায়ে একাকী সত্বর গমন করিবে।

রামের এই কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন [illegible] বলসম্পন্ন প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা যাত্রা কর; তোমাদিগের যে যে [illegible] প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই আবাসেই বাস করিবে [illegible] উৎপাত করিবে না।

মহাসৈন [illegible] পন করিয়া মহাবল শত্রুঘ [illegible] প্রণাম করিলেন। তদনন্তর [illegible] অবনত মস্তকে রাম, লক্ষ্মণ ও ভর [illegible] ভক্তিভাবে পুরোহিতচরণে প্রণত হইলেন। [illegible] র অনুমতি লইয়া মহাবল শত্রুতাপন শত্রুঘ্ন রামকে [illegible] ক্ষিণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

এইরূপে সুজাতগজবাজিসঙ্কুল মহাসৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া রঘুবংশবিবর্দ্ধন শত্রুঘ্ন অবশেষে রাজা রামচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। সকলেই তাঁহার যথাযথ সমাদর ও অভিনন্দনাদি করিলেন।

সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিয়া শত্রুঘ্ন একমাস অযোধ্যায় অবস্থিতি করত পশ্চাৎ একাকী যাত্রা করিলেন। মধ্যে পথে দুই রাত্রি যাপন করিয়া তিনি বাল্মীকির অত্যুত্তম পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবং মহাত্মা মুনিসত্তম বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অদ্য এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, প্রভু রামচন্দ্রের কার্য্যোপলক্ষে আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রভাতে আমি ভয়াক্রান্ত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি উত্তর করিলেন, হে মহাযশস্বিন্! স্বচ্ছন্দে আগমন কর; সৌম্য! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ কর। তখন শত্রুঘ্ন পাদ্যাদি প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক ফল মূলাদিভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। এবং ভোজনান্তে মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই পূর্ব্বদিকে আশ্রমের সন্নি[illegible]ট কাহার যূপাদি যজ্ঞচিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতেছে[illegible]

শত্রুঘ্নের প্রশ্নশ্রবণ [illegible] শত্রুঘ্ন! পূর্ব্বে এই স্থানে যিনি যজ্ঞ করিয়া[illegible] [illegible]। রাজা সৌদাস তোমাদিগের পূর্ব্ব পু[illegible] তাঁহার পুত্র বীর্য্যসহ; বীর্য্যসহ অতীববীর্য্যশালী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা সৌদাস বাল্যকাল হইতেই মৃগয়া করিতেন। এক দিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। ইতিপূর্ব্বে উহাদিগের কথা তিনি বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন। উহারা ব্যাঘ্ররূপী ও ঘোরদর্শন। বহুসহস্র মৃগভক্ষণ করিত; তথাপি পরিতৃপ্ত হইত না। রাজা সৌদাস ঐ দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন; এবং দেখিলেন সুবিশাল বন মৃগশূন্য হইয়াছে। অতএব অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগের মধ্যে

এক জনকে বিনাশ করিলেন। বিনাশ করিয়া পুরুষপ্রবর সৌদাস শান্ত ও স্বস্থ হইয়া নিহত রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ রাক্ষসের সহচর অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল; এবং রাজা সৌদাসকে কহিল, পাপিষ্ঠ! তুই নিরপরাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলি; অতএব তোকে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। এইকথা বলিয়া রাক্ষস অন্তর্হিত হইল। অনন্তর কালক্রমে কুমার বীর্য্যসহ রাজা হইলেন। রাজা সৌদাস এই আশ্রমের সন্নিকটে সুমহৎ যজ্ঞ অশ্বমেধ করিতে আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ যজ্ঞ করাইতে লাগিলেন। অনেক অযুত বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইতে থাকিল। অনুপমসমৃদ্ধিসম্পন্ন হওয়াতে যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর যজ্ঞের অবসানসময়ে পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস, পূর্ব্বকৃতশত্রুতা স্মরণ করিয়া, বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজা [illegible]সকে কহিল, রাজন্! আজ যজ্ঞাবসানদিবস; তুমি [illegible]লবিলম্ব না করিয়া, আমাকে সত্বর আমিষস[illegible] কর।

ব্রাহ্মণরূপী র[illegible] সৌদাস নিপুণ পাচকদিগ[illegible]র তৃপ্তি জন্যে, এ[illegible] [illegible]জার আজ্ঞা [illegible]র রাক্ষস পাচক[illegible] [illegible] পাক করিয়া রাজাকে [illegible]ত্নীসমভিব্যাহারে ঐ অন্ন বশিষ্ঠ[illegible] [illegible]ন করিলেন। আহার করিবার জন্য মানু[illegible] হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ অত্যন্ত [illegible] হইয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে যে ভক্ষ্য প্রদান করিয়াছ, ইহাই তোমার আহার হইবে। তাহাতে আর অন্যথা হইবে না। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা সৌদাসও বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করিবার জন্য হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্!

ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু এবং দেবতুল্য পুরোহিত ; অতএব ইহাঁকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয় না। মহিষীর বাক্য শুনিয়া মহাত্মা রাজা সৌদাস তেজোবলসমন্বিত ঐ জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিলেন ; উহা তাঁহার পাদদ্বয়ে পতিত হইল। তন্নিবন্ধন পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই অবধি সুমহাযশা রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর রাজা পত্নী সমভিব্যাহারে বারম্বার বশিষ্ঠের চরণে প্রণাম করিলেন ; এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া যাহা করিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং রাক্ষসে এই অপকর্ম্ম করিয়াছে জানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা বলিয়াছি তাহার কখনই অন্যথা হইবে না। যাহা হউক, তোমাকে বর দান করিতেছি, দ্বাদশবর্ষান্তে তোমার শাপ বিমোচন হইবে। এবং আমার কৃপায় তোমার ঐ দ্বাদশবর্ষ ভুক্ত অতীত দশ...

এই রূপে ...

শেষে পুনর্ব্বার

রঘুনন্দন!

তেছ, উহা সেই

শত্রুঘ্ন রাজাধির।

মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া ...... প্রবেশ করিলেন।

[illegible]নাশীতিতম সর্গ।

যে রাত্রি শত্রুঘ্ন পর্ণশালামধ্যে আশ্রয় লইলেন, সেই রাত্রিতেই সীতা দুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। অর্দ্ধরাত্রসময়ে বালক

মুনিপুত্রগণ আসিয়া বাল্মীকিকে সীতার সুপ্রসবসম্বন্ধে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। কহিল, ভগবন্! রামপত্নী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, আপনি তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন; যাহাতে ভূত প্রেত তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে।

তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বাল্মীকি গমন করিলেন; এবং বালচন্দ্রপ্রতিম মহাতেজস্বী দেবপুত্রসদৃশ পুত্রদ্বয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে ভূত পিশাচের উপদ্রব নিবারণার্থ যথোপযুক্ত রক্ষাবিধান করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি কুশ মুষ্টি ও লব (কুশের গোড়া) লইয়া বালকদিগের রক্ষাবিধান করিলেন। তিনি বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ বালকের গাত্র মার্জ্জন করিবে, এবং লব (কুশের অধস্তন অর্দ্ধভাগ) প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্র মার্জ্জন করিবে। এতদনুসারে ইহার পর আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব। এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে খ্যাত হইবে।

অনন্তর বৃদ্ধা [illegible] বাল্মীকির হস্ত হইতে রক্ষাসাধন কু[illegible] রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন। [illegible] করিয়াছেন; বৃদ্ধা মুনি- [illegible] করিতেছেন; এবং রামচন্দ্রের [illegible] রাত্রি সময়ে এই সমস্ত [illegible] শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন নিজ পর্ণশালা মধ্যে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, পরম সৌভাগ্য যে আজ সীতাদেবী পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। আনন্দে শ্রাবণমাসিক সুদীর্ঘ বর্ষারাত্রি অতি অল্প সময় মধ্যে প্রভাত হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে সুমহাবীর্য্যশালী মহাযশা শত্রুঘ্ন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং সপ্ত-

রাত্রি যাপন করিয়া অবশেষে যমুনাতীরনিবাসী পুণ্যকর্ম্মা ঋষিদিগের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া তিনি তথায় বাসগ্রহণপূর্ব্বক ভার্গবাদি মুনিদিগের সহিত বিবিধ মনোরম কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রঘুপ্রবীর রাজনন্দন শত্রুঘ্ন ঐ রাত্রি তত্রত্য আশ্রমে বাস করিয়া, চ্যবন প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানা কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! লবণ কিরূপ বলবান্। তাহার শূলেরই বা বল কিপ্রকার? কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমাগত হইয়া, এই শূলমুখে নিহত হইয়াছে?

মহাতেজা চ্যবন মহাত্মা রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন [illegible] এই শূলের দ্বারা অসংখ্য কার্য্য করিয়াছে। [illegible] উপরে যে কার্য্য করে, [illegible] নামে তিন লো[illegible] বলবান্ ও বীর্য্য[illegible] নার আজ্ঞানুবর্ত্তী[illegible] লেন। তিনি দেবলোকজিগীষায় [illegible] স্বয়ং দেবরাজ মহাত্মা দেবগণের সহিত সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাজা মান্ধাতা এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বর্গে আরোহণ করিলেন যে, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য অধিকার করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং দেবগণ আমায় বন্দনা করিবেন।

পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহার এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, সান্ত্ব-

পূর্ব্ব বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! তুমি মানুষ লোকেই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইতে পার নাই। অতএব পৃথিবীকে বশ না করিয়া, কি রূপে দেবরাজ্য অভিলাষ করিতেছ? হে বীর! যদি সমগ্র ও নিখিল মেদিনীমণ্ডল তোমার বশে থাকে, তাহা হইলে, সভৃত্যবলবাহনে দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

ইন্দ্র এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, মান্ধাতা তাহাকে কহিলেন, হে শক্র! পৃথিবীতে কোথায় আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়াছে?

ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে অনঘ! মধুর পুত্র লবণ নামে মধুবননিবাসী নিশাচর তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী নহে।

ইন্দ্রের মুখে এই ঘোর বিপ্রিয় শ্রবণ করিয়া, রাজা লজ্জায় অধোবদন হইলেন; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ অধোমুখে ইন্দ্রকে আমন্ত্রণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান ও পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিলেন। হে অরিন্দম! তিনি অমর্ষপূর্ণ হৃদয়ে ভৃত্য, বল ও বাহনসমভিব্যাহারে মধুপুত্র লবণকে বশ করিবার জন্য সমাগত হইলেন, এবং লবণের সহিত যুদ্ধাভিল[illegible] করিলেন। দূত তথায় গ[illegible] প্রিয় কথা বলিল। দূত এই [illegible] করিল।

[illegible] হওয়াতে, রাজা মান্ধাতা ক্রোধসম[illegible]ক হইতে শরবৃষ্টি করিয়া, লবণ নিশাচরকে অর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। লবণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া, সানুচর রাজার বধ জন্য ঐ উৎকৃষ্ট আয়ুধ মোচন করিল। তখন ঐ শূল দীপ্যমান হইয়া, রাজাকে ভৃত্য, বল ও বাহন সহিত ভস্মীকৃত করিয়া, পুনরায় লবণের হস্তে সমাগত হইল। মহাত্মা মান্ধাতা এই রূপে সবলবাহনে নিহত হইলেন। হে সৌম্য! শূলের বল অপ্রমেয় ও অনুত্তম। তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই। লবণ শূল লইতে না পারিলে, তোমার বিজয় ধ্রুব। তুমি লবণকে বধ করিলে, লোক সকলের স্বস্তিলাভ হইবে। হে নরর্ষভ! এই আমি দুরাত্মা লবণের ও তাহার শূলের অপ্রমেয় ঘোরবল সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম। হে পার্থিব! লবণ মান্ধাতাকে যত্নসহকারে বিনাশ করিয়াছিল, সংজ্ঞে পারে নাই। হে মহাত্মন্! তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে বধ করিবে, সন্দেহ নাই। সে শূল না লইয়া আমিষার্থে নির্গত হইবে! হে নরেন্দ্র! তৎকালে তুমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে।

— ঃ•ঃ —

একাশীতিতম সর্গ।

এই রূপে তাঁহারা নির্বিঘজয়কামনায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, মহামতি শত্রুঘ্নের সেই রজনী শীঘ্রই প্রভাত হইল। নির্ম্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, সেই সময়ে বীর লবণ ভক্ষ্য সংগ্রহানুরোধে পুর হইতে বহির্গত হইল। এই অবসরে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী প

মান হইলেন। ব

নিশাচর লবণ বহু

অবলোকন করি

করিতেছেন। '

কি করিবে? ৫

ন্যায় সহস্র সহস্র আয়ুধধারীকে ভক্ষণ করিয়াছি। নরাধম, তুমিও কালের বশবর্ত্তী হইয়াছ। রে পুরুষাধম! আমার এই আহারও সংপূর্ণ হইয়াছে। রে দুর্ম্মতে! তুমি স্বয়ং আগমন করিয়া, কি রূপে অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিলে?

লবণ বারংবার হাস্য করিয়া, এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন রোষভরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি সেই শত্রুঘ্ন রোষে অভিভূত হইলে, তাঁহার সর্ব্বশরীর

হইতে তেজোময় মরীচি সকল বিনিষ্পতিত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত জাতক্রোধ হইয়া, তাহাকে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিলাষ করি। আমি রাজা দশরথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন, শত্রু সকলের সংহার করিয়া থাকি। তোমার বধাকাঙ্ক্ষায় আগমন করিয়াছি। এক্ষণে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর। তুমি সর্ব্বভূতের শত্রু। আমার হস্তে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে না।

তিনি এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, রা[illegible]স উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, সেই নরশ্রেষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিল, তোমার মস্তিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে। নিয়তিবশেই তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ। রাক্ষস রাবণ আমার মাতৃষসাগণের ভ্রাতা। রে দুর্ব্বুদ্ধে! রে পুরুষাধম! রাম স্ত্রীর নিমিত্ত তাঁহাকে [illegible]হার করিয়াছে। আমি অবজ্ঞা পুরস্কৃত করিয়া, রাবণের সেই কুলক্ষয় সহ্য করিয়াছি; বিশেষতঃ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়াছি। তোমরা সকলেই পুরুষাধম। [illegible] ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সকল ব্যক্তিকেই অ[illegible] হত করিয়াছি। রে দুষ্ম তে [illegible] [illegible]ছে, যুদ্ধ দান করিব। [illegible] [illegible]বং মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা ক[illegible] [illegible] আয়ুধ আমার অভীপ্সিত, যতক্ষণ তাহ[illegible] [illegible]রতেছি, ততক্ষণ অবস্থান কর।

শত্রুঘ্ন তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, প্রাণ থাকিতে কোথায় যাইবে? স্বয়মাগত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া কৃতীলোকের কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বিক্লব বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, বিপক্ষকে অবসর প্রদান করে, সেই মন্দবুদ্ধি কাপুরুষের ন্যায়, হত হইয়া থাকে। অতএব, এই জীবলোক ভাল করিয়া দেখিয়া লও। তোমায় বিবিধশাণিত সায়কে যমগেহাভিমুখে লইয়া যাইব। হে রাক্ষস! তুমি পাপাত্মা ও ত্রিলোকের বিপক্ষ।

মহামতি শক্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া, লবণ ঘোরতর ক্রোধ আহরণ করিয়া, থাক থাক বলিতে লাগিল, এবং হস্তে হস্ত নিপীড়িত ও দন্তসমূহ কটকটায়িত করিয়া, রঘুশার্দ্দূল শত্রুঘ্নকে বারংবার আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল।

দেবশত্রুঘ্ন শত্রুঘ্ন, তাদৃশবাক্য প্রয়োগপ্রবৃত্ত ঘোরদর্শন লবণকে কহিলেন, তুমি যে সময়ে অন্যান্যদিগকে জয় করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্নের জন্ম হয় নাই। অতএব অদ্য তুমি বাণাভিহত হইয়া যমভবনে গমন কর। রে পাপাত্মন! ত্রিদশেরা যেমন রাবণকে, ঋষিগণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ অদ্য তেমনি তোমাকে মৎকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করুন। রাক্ষস! তুমি অদ্য আমার বাণে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, পতিত হইলে, পুর ও জনপদ পরমমঙ্গলসম্পন্ন হইবে। অদ্য আমার বাহুনিক্ষিপ্ত বজ্রনিভানন শর, পদ্মমধ্যে সূর্য্যাংশুর ন্যায়, তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে।

লবণ এই প্রকার ... হইয়া, শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে এক ... শত-খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ... দেখিয়া, পুনরায় সবলে সুবহুপাদপ ... করিল। তেজস্বী শত্রুঘ্ন নতপর্ব্ব ... একে সেই সকল আপতিত বৃক্ষ ছেদন করিয়া ... লেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রাক্ষসের উপরি বাণবৃষ্টি ... তে লাগিলেন। কিন্তু সে ব্যথিত হইল না। প্রত্যুত, সেই বীর্য্যশালী নিশাচর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, বৃক্ষ উদ্যত করত তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে তাঁহার অঙ্গ সকল গলিত ও মোহ উপস্থিত হইলে, তিনি পড়িয়া গেলেন। তদ্দর্শনে ঋষি-গণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তুমুল হাহাকার করিয়া

উঠিলেন। শত্রুঘ্ন হত ও ভূপতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিশাচর সমুত্থিত অবসর হইলেও, শূল আনয়নার্থ স্বভবনে প্রবেশ করিল না। এবং তাঁহাকে হত ও ভূপতিত দেখিয়া, শূলও গ্রহণ করিল না। অনন্তর তিনি হত হইয়াছেন, জানিয়া সংগৃহীত ভক্ষ্য সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

শত্রুঘ্ন মুহূর্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, পুনরায় আয়ুধহস্তে পুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। ঋষিগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি দিব্য অমোঘ উৎকৃষ্ট শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শর স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, দশদিক পূর্ণ করিতেছে। উহার আনন ও বেগ বজ্রের ন্যায় এবং দৃশ্য মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের ন্যায়। উহার পর্ব্বসকল নত। সংগ্রামে কেহই উহাঁকে জয় করিতে পারে না। উহার অঙ্গ রক্ত রূপ রক্তচন্দনে লিপ্ত এবং উহার পত্র পরম সুন্দর। দানবেন্দ্ররূপ অচলেন্দ্রগণ এবং অসুর সকলের দারুণ ভয় ... যুগান্তকালীন কালাগ্নির ন্যায় ... ভূত নিতান্ত ... মুনি ও অপ্স ... হের সমীপস্থ ... হকে দেব- ... দশা নিবে-

... দের কথা শুনিয়া কহিলেন, যে কারণে এই ... ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পরিণামে অভয় সংঘটিত হইবে ... র তিনি মধুরবাক্যে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর। শত্রুঘ্ন যুদ্ধে লবণের বধ জন্য শর সন্ধান করিয়াছেন। হে সুরসত্তমগণ! তাহারই তেজে আমাদের সকলের ভয়মোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই তেজোময় সনাতন শর আদিদেব সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুর বিনির্ম্মিত। মধুর

কৈটভ নামে দুই দৈত্য। মহামতি বিষ্ণু তাঁহাদের উভয়ের সংহার জন্য এই মহাশরের সৃষ্টি করেন। একমাত্র বিষ্ণু এই তেজোময় শর অবগত আছেন। এই শত্রুঘ্ন মহামতি বিষ্ণুর পূর্ব্ব দেহ। অতএব, তোমরা এখান হইতে গমন করিয়া, অবলোকন কর, রামানুজ বীর মহাত্মা শত্রুঘ্ন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে বধ করিয়েছেন।

দেবদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, সুরগণ সকলে শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। এবং অবলোকন করিলেন, শত্রুঘ্নের করধৃত দিব্যমূর্ত্তি ঐ শর যুগান্তাগ্নির ন্যায় সমুত্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন আকাশমণ্ডল দেবগণে পরিবৃত দেখিয়া, ভয়ঙ্কর সিংহগর্জ্জনে পুনরায় লবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লবণ পুনরায় মহাত্মা শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক আহূত ও ক্রোধ সংযুক্ত হইয়া, যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত হইল। তখন ধন্বিশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মোচন করিলেন। ঐ বাণ তদীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, আশু রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। বিবুধপূজিত ঐ দিব্য শর রসাতলে গমন করিয়া, পুনরায় অবিলম্বে ই[illegible] নিশাচর লবণ তদীয় শরে নির্ভিন্ন [illegible] পতিত হইল। রাক্ষস নিহত হ[illegible] দেবতার সমক্ষে রুদ্রের বশবর্ত্তী হই[illegible]

উৎকৃষ্ট শরচাপধারী রঘুপ্রবী[illegible] রপাতে ত্রিলোকের ভয় নিপাত করিয়া, অন্ধ[illegible] রাকরণ পূর্ব্বক ভাস্করের ন্যায়, শোভমান হইলেন। ত[illegible] দেবগণ, ঋষিগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, সকলে এই বলিয়া শত্রু[illegible] প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে দাশরথে! তুমি যে ভয়ত্যাগ করিয়া জয় লাভ করিলে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এবং সর্পের ন্যায় লবণ বিনষ্ট হইল, ইহাও নিরতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

লবণ হত হইলে, অগ্নি ও ইন্দ্রপুরোগম দেবগণ শত্রুপাতন শত্রুঘ্নকে সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! সৌভাগ্য ক্রমে তুমি জয়লাভ করিলে। এবং সৌভাগ্য ক্রমেই লবণ নিহত হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল! হে সুব্রত! এক্ষণে বর গ্রহণ কর। হে মহাবাহো! সমুদয় বরদাতাগণ সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষী। আমাদের দর্শন কখনো ব্যর্থ হয় না। প্রযতাত্মবান্ মহাবাহু [illegible]র শত্রুঘ্ন দেবগণের কথা শুনিয়া, মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন, এই মনোহারিণী রমণীয়া দেবনির্ম্মিতা মধুপুরী শীঘ্র রাজধানী হউক, ইহা [illegible]র একমাত্র বর। দেবগণ প্রীতচিত্তে আচ্ছা, তাহা [illegible]হবে, বলিয়া, তাঁহাকে কহিলেন, এই পুরী শূরসেনা নামে রমণীয় রাজধানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহামতি দেবগণ এই কথা বলিয়া [illegible] ৎ স্বর্গে আরোহণ করিলেন। [illegible] তথায় আনয়ন [illegible] য়া, শীঘ্র সমাগত [illegible] পনে প্রবৃত্ত হই- [illegible] ভাভয় দেশরূপে [illegible] হইল। তাঁহার [illegible] বারি বর্ষণ করিতে [illegible] ত্রেই বীর্য্যশালী ও রোগশূন্য হইল। য [illegible] পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং [illegible] আপণ, বীথিকা ও উৎকৃষ্ট গৃহ সমূহে সুশোভিত; চাতুর্ব্বর্ণীয় ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ও বিবিধ বাণিজ্য বিরাজিত। পূর্ব্বে লবণ যে গৃহ সুধায় ধবলিত ও নানাবর্ণে সুশোভিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এক্ষণে শত্রুঘ্ন সেই গৃহের শোভা সম্পাদন [illegible] ভরতানুজ শত্রুঘ্ন ঐ নগরীকে

চতুর্দ্দিকে বিবিধ শোভনীয় আরাম, বিহারক্ষেত্র, দেব ও মনুষ্য, বিবিধ পণ্য এবং নানাদেশ হইতে সমাগত বণিক্ এই সকলে সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শন করিয়া, কৃতমনোরথ ও পরম প্রীত হইয়া, নিরতি হর্ষ লাভ করিলেন। এই রূপে মনোহারিণী পুরী সন্নিবিষ্ট করিয়া, তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ সমাগত হইয়াছে। অধুনা শ্রীরামের পদযুগল দর্শন করিব। অনন্তর রঘুবংশবর্দ্ধন নরাধিপ শত্রুঘ্ন বিবিধ জনাভিসংবৃত অমরপুরসদৃশী সেই পুরী নিবেশিত করিয়া, রামপাদদর্শনে কৃতমতি হইলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সমাগত হইলে, শত্রুঘ্ন অল্পভৃত্যবলানুগত হইয়া, রামরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিতে কল্পনা করিলেন। অনন্তর [illegible] রাগম বলপ্রধানদিগকে বিনিযুক্ত করিয়া, একশত [illegible] যাত্রা করিলেন। এই [illegible] বাল্মীকির আ[illegible] সপ্তাষ্ট অবস্থিতি [illegible] যথাক্রমে গমন [illegible] ও অবস্থিতি কার[illegible] ঋষির পাদযুগল বন্দনানন্তর তদ্দত্ত [illegible] প্রতিগ্রহ করিলেন। মুনি বাল্মীকি ম[illegible] সহস্র, সুমধুর, বিবিধ কথা বলিলেন। [illegible] পলক্ষ করিয়া কহিলেন, তুমি লবণকে বধ করিয়া, অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছ। হে সৌম্য! হে মহাবাহো! লবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাবল বহু রাজাকে সবলবাহনে নিহত করিয়াছে। হে পুরুষর্ষভ! তুমি সেই পাপাত্মা লবণকে অবলীলাক্রমে বধ করিলে। তোমার

তেজে সমস্ত সংসার নির্ভয় হইল। অনেক যত্নে ও অনেক
শঙ্কায় রাবণকে বধ করিয়াছ। কিন্তু তুমি বিনাযত্নেই এই
অতি মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে। লবণের মৃত্যুতে দেবগণও
পরম প্রীত হইয়াছেন। এবং প্রাণীমাত্রের ও সমস্ত জগতের
প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব! আমি ইন্দ্রের
সভায় উপবিষ্ট হইয়া, তোমাদের এই যুদ্ধ যথাবৎ দর্শন করি-
য়াছি। হে শত্রুঘ্ন! আমারও আন্তরিক প্রীতি সমুৎপন্ন হই-
য়াছে। অতএব তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব। এইপ্রকার
আঘ্রাণ করাই স্নেহের চূড়ান্ত নিদর্শন। এই বলিয়া মহামতি
বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার
অনুযাত্রিকগণের আতিথ্যবিধান করিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজনানন্তর গীতমাধুর্য্যবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট রাম-
চরিত শ্রবণ করিলেন। রাম পূর্ব্বে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,
তদনুরূপে ঐ চরিত রচিত হইয়াছে। ঐ চরিত সংস্কৃত বাক্যে
বদ্ধ, তন্ত্রীলয়সমন্বিত, উর কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে মন্দ্রমধ্যম-
তার ভেদ সহা[illegible] সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণে
অলংকৃত এবং গ[illegible] পুরুষশার্দ্দূল শত্রুঘ্ন
আনুপূর্ব্বি [illegible]। অক্ষরঘটিত বাক্য
শ্রবণ ক[illegible] সংজ্ঞালোপ ও লোচন-
[illegible] কাল জ্ঞানশূন্যের ন্যায়,
অবস্থিত [illegible] বিবেকোদয়ে বিস্ময়াতিশয্যপ্রযুক্ত
বারংবার নিশ্বা[illegible] করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গীতে
অতীত ঘটনা সং[illegible] বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিলেন।

তাঁহার পদা[illegible] ব্যক্তি সকল এই গীতিসম্পদ্ শ্রবণ করিয়া,
অবাঙ্মুখ ও ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য! শত্রুঘ্নের
সৈনিকগণও এই বলিয়া পরস্পর সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইল, কি এ,
আমরা কোথায় রহিয়াছি, ইহা কি স্বপ্ন দর্শন? পূর্ব্বে যে বিষয়
কখনও দেখি নাই, আশ্রমপদে আসিয়া তাহা শুনিতেছি।

কি এ? স্বপ্নেই এই প্রকার অনুত্তম গীতবন্ধ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রূপে তাহারা পরম বিস্মিত হইয়া, শত্রুঘ্নকে বলিতে লাগিল, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এ বিষয় ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল। শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে কহিলেন, হে সৈনিকগণ! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করায় আমাদের অধিকার নাই। এই মুনির আশ্রমে এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য ঘটিয়া থাকে। অতএব কৌতূহলপ্রযুক্ত ইঁহাকে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই প্রকার কহিয়া, মহর্ষির অভিবাদনানন্তর স্বকীয় নিবেশে যাত্রা করিলেন।

—(:)—

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

শত্রুঘ্ন শয়ন করিয়া, অনেকার্থবিশিষ্ট অনুত্তম রামগীত চিন্তা করিতে [illegible]
গীতের ত[illegible]
ন্মের রাত্রি[illegible]
তিনি পৌ[illegible]
বাল্মীকিে[illegible]
বার ইচ্ছা[illegible]
ঋষিগণের [illegible]
অভিলাষ।

শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এই প্রকার নিবেদন [illegible], [illegible] বাল্মীকি আলিঙ্গন প্রদান পুরঃসর তাঁহারে বিদায় দিলেন। তিনি রাম-দর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া, সত্বর অযোধ্যায় গমন করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন রমণীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেখানে মহাবাহু মহাদ্যুতি

রাম বিরাজ করিতেছেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রনিভানন রাম, অমর মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, মন্ত্রিমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। শত্রুঘ্ন সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সম্পাদন করিয়াছি। পাপমতি লবণ নিহত ও তদীয় পুরী সন্নিবেশিত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! গত দ্বাদশ বৎসর আপনা বিনা তথায় বাস করিয়াছি। কিন্তু আপনাবিনা আর বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। অতএব হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার বিরহে, মাতৃহীন বৎসের ন্যায়, চিরকাল তথায় বাস করিতে পারি না।

তিনি এইপ্রকার কহিলে, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে শূর! বিষণ্ণ হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার নহে। হে রাঘব! রাজারা বিপ্রবাসে অবসন্ন হয়েন না। হে রঘুনন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া [illegible] হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সময়ে স[illegible]র জন্য আগমন ও পুনরায় [illegible] প্রাণাপেক্ষাও [illegible] নাই। রাজ্য পালন করা অবশ্য ক[illegible]ৎস্থ! তুমি সাত রাত্রি আমার সহিত বাস কর [illegible]র সভৃত্যবলবাহনে স্বীয় পুরীতে গমন করিবে।

রামের এই [illegible]যুক্ত মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শত্রুঘ্ন ব্যাকুলবচনে কহিলেন, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর মহাধনু শত্রুঘ্ন রামের আজ্ঞায় সপ্ত রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া, গমনের উপক্রম করিলেন।

অনন্তর সত্যপরাক্রম মহাত্মা রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে আম-

গ্রণ করিয়া, মহারথে অধিরোহণ পূর্ব্বক সত্বর পুরীতে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়ে পদব্রজে অনেক দূর অনুগমন করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

রাম শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিয়া, ভরত ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার সহিত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত সুখী ও অতিমাত্র আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে, জনপদবাসী কোন ব্রাহ্মণ এক মৃত বালকসমভিব্যাহারে লইয়া রাজদ্বারে সমাগত হইলেন। এবং স্নেহ ও দুঃখে অভিভূত হইয়া, রোদন করিতে করিতে, বারংবার পুত্র পুত্র বলিয়া, অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'আমি পূর্ব্ব দেহান্তরে এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, যে, আমাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইল। বৎস! তোমার যৌবন হয় নাই; তুমি কিঞ্চিন্ন্যূন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক। আমাকে দুঃখ দিবার জন্য অকালে কালপ্রাপ্ত হইলে। আমিও তোমার শোকে অ[illegible] সন্দেহ নাই! হে পুত্রক! তোম[illegible] আমি কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, [illegible] কাহার হিংসা করিয়াছি, স্মরণ [illegible] করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হইতে[illegible] [illegible]ন পাপে অদ্য আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য [illegible]রিয়াই যমালয়ে গমন করিল? আমি পূর্ব্বে কখনও এ প্রক[illegible] ঘারদর্শন ঘটনা দর্শন ও শ্রবণ করি[illegible] নাই। রামেরই অ[illegible]রে কালপূর্ণ না হইলে, লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। রামের কোনও মহৎ দুষ্কৃতি আছে, সন্দেহ নাই। সেই জন্যই তদীয় অধিকারে বালকগণের মৃত্যু হইয়া থাকে। অন্যের অধিকারে বালকগণের এ প্রকার মৃত্যুভয় নাই। অতএব রাজন্! এই মৃত বালকের

জীবন দান কর। নতুবা পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায়, এই রাজ-দ্বারেই প্রাণ ত্যাগ করিব। হে রাম! তাহা হইলে, তুমি ব্রহ্ম-হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া, সুখী এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছি। অধুনা, রাম! তোমার বশে থাকিয়া, আমাদের এই বালকমরণদুঃখ ভোগ করিতে হইল। আমরা কালের বশীভূত হইলাম। অতএব তোমার রাজ্যে আর আমাদের অল্পমাত্র সুখ নাই। সংপ্রতি মহামতি ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত রাজ্য, রামকে নাথ পাইয়া, নিশ্চয়ই অনাথ হইল। যেহেতু, রামের অধিকারে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইল। রাজার দোষে যথাবিধানে পালন না হইলে, প্রজা বিপন্ন এবং রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন না করিলে, লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। অথবা, পুর বা জনপদমধ্যে লোকে অনুচিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহা নিবারণ না করিলে, অকালমৃত্যু সংঘটিত হয়। অতএই স্পষ্টই প্র[illegible] যে, পুরে ও জনপদে ঐ রূপে রাজ[illegible] হাতে সন্দেহ নাই। [illegible]

[illegible] করুন পরি-

[illegible] হইয়া, বশিষ্ঠ, বামদেব, ভ্রাতৃ-

[illegible] সকলকে আহ্বান করিলেন। তখন

[illegible] সহি [illegible] । ব্রাহ্মণ প্রবেশিত হইয়া, দেবসংকাশ রাজা রামকে [illegible]হলেন, আপনার জয় হউক। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই আটজন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা সকলে আসনে উপবেশিত হইলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া, ঐ সকল সমাগত মহর্ষিকে অভিবাদন

করিলেন। ফলতঃ, তিনি মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও ঋষিগণ সকলেরই প্রতি যথাযোগ্য শিষ্টাচার বিধান করিলেন। অনন্তর ঐ দীপ্ততেজা ব্যক্তি সকল উপবেশন করিলে, রাম সমুদয় বলিতে লাগিলেন, কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বার রোধ করিয়া আছেন।

তিনি ব্যাকুলভাবে এই কথা কহিলেন, নারদ তাহা শ্রবণ করিয়া, ঋষিগণের সান্নিধ্যে স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! যে কারণে বালকের অকালমৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান কর। রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতিই তপস্বী ছিল না। এই রূপে ব্রাহ্মণবর্ণপ্রধান, তপঃপ্রদী[illegible], অজ্ঞানাবরণবিরহিত, সেই সত্যযুগে সকলেই মৃত্যুশূন্য ও ভূয়োদর্শনসম্পন্ন ছিল। অনন্তর কৃতযুগের অবসানে মানবগণের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধি শিথিল হইলে, ত্রেতাযুগ, প্রবর্ত্তিত হইল। এই ত্রেতাযুগে প্রাক্তনতপোবলসমন্বিত ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই ত্রেতাযুগে যে সকল তপোযুক্ত মানব সমুৎপন্ন হয়েন, তাঁ[illegible] [illegible]া অপেক্ষা অধিক বীর্য্য ও তপঃসম্পন্ন [illegible] অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা প্রধান। [illegible] [illegible]্যসম্পন্ন হয়েন। এই রূপে ত্রেত[illegible] [illegible] বিশেষ দেখিতে না পাইয়া, মন্ব[illegible] [illegible]বর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণসম্মত বর্ণাচারভেদস্থাপক শাস্ত্র [illegible] করিলেন। এই রূপে এই ত্রেতাযুগ বর্ণাশ্রমপ্রযুক্ত য[illegible] [illegible]ধর্ম্মবহুল, ধর্ম্মাচরণের অন্তরায় স্বরূপ পাপপরম্পরা বি[illegible] ও ধর্ম্ম কর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে অপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, পৃথিবীতলে একপাদ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল। এবং লোকে অধর্ম্মসংযুক্ত হওয়াতে, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের যে গৃহক্ষেত্রাদি ছিল, তদুদ্দেশে পরস্পর রজোমূলক দ্বেষের সঞ্চার

হইল। পৃথিবীতে ঐ রূপে অধর্ম্মের যে পাদ বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্দ্বারা স্বেযরূপ মলস্বরূপ অমৃত প্রাদুর্ভূত হইল। অধর্ম্ম উক্তরূপে অনৃত স্বরূপ একপাদ বিক্ষেপ করিলে, প্রাকদুষ্কৃতিবশতঃ লোকের অপরিমিত আয়ু পরিমিত হইয়া উঠিল। অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পৃথিবীতে অনৃত রূপ পাদপ বিক্ষিপ্ত হইলে, লোকে তৎপ্রযুক্ত আয়ুক্ষয় পরিহারকামনায় সত্যধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া বিবিধ শুভানুষ্ঠান আরম্ভ করিল। এই রূপে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তপস্যায় প্রবৃত্ত এবং বৈশ্য ও শূদ্রেরা তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিরত হইয়া থাকে। তৎকালে শুশ্রূষাই বৈশ্য ও শূদ্রের পরম স্বধর্ম্ম রূপে পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ, শূদ্রেরা সকল বর্ণেরই পূজা করিয়া থাকে।

হে নৃপসত্তম! অনন্তর ত্রেতাযুগের অবসান কালে বৈশ্য ও শূদ্রগণের অনৃত রূপ ধর্ম্মপাদ সম্যক রূপে প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় ন্যূনতা দোষে আক্রান্ত হইলেন। তখন অধর্ম্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে অবতারিত হইলে, দ্বাপরযুগ প্রাদুর্ভূত হইল। হে পুরুষর্ষভ ... ম অধর্ম্ম

... াত যুগে

... তিন যুগে

... তন বর্ণে

... ! এই

... শ্রেষ্ঠ!

... থাকে।

... পোধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। রাজন্!

এই কারণে ... শূদ্রের তপস্যা করাও পরম অধর্ম্ম। ত্রেতাযুগের কথা আর কি বলিব। কিন্তু রাজন্! কোন শূদ্র দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই ত্রেতাযুগে তোমার অধিকার সমীপে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতেই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। যে দুর্ম্মতি রাজার দেশে বা পুরে অধর্ম্ম ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান

করে, তাহা হইতে সেই রাজ্যে অলক্ষ্মীমূল প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাজাও তাহা নিবারণ না করিলে, সত্বর নরকে গমন করেন। সন্দেহ নাই। যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি তাহাদের অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃতির ষষ্ঠাংশ ভাগী হয়েন। এই রূপে যখন ষষ্ঠাংশভোগ হয়, তখন কেন না রাজা প্রজা রক্ষা করিবেন? অতএব হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি আপনার রাজ্য অন্বেষণ কর। যেখানে দুষ্কার্য্য দেখিবে, সেই খানেই যত্নবান্ হইবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তাহা হইলে, প্রজালোকের ধর্ম্মবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং এই বালকেরও জীবিতলাভ হইবে।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

দেবর্ষি নারদের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র পরম আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মণকে ... লেন, সৌম্য! তুমি যাইয়া দ্বিজ-শ্রেষ্ঠকে আশ্বাস দান ... বালকের মৃত শরীর তৈল-দ্রোণীতে নিক্ষেপ ... ও সুগন্ধি তৈল দ্বারা উহার শরীর র ... ক্ষয় না পায়। বিকৃতি বা স ...

ককুৎ ... প

আদেশ করিয়া ম ...

লেন, সত্বর আনয়ন ক ...

গত হইয়া, সুবর্ণবিভূষিত বি ...

উপস্থিত হইল। এবং প্রণত হইয়া ...

আগমন করিয়াছি। হে মহাবাহো! অ ...

এই উপস্থিত হইয়াছে।

পুষ্পকের মধুরবাক্য শ্রবণ করত রাজা রামচন্দ্র ম ... প্রণাম করিয়া রুচির শরাসন তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিলেন। ভরত ও লক্ষ্মণকে নগর রক্ষায় স্থাপন

করিয়া রাঘব ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে সত্বর হিমাচলবেষ্টিত উত্তর দিকে গমন করিলেন। কিন্তু তথায় শূদ্রতপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না। সেদিকে অল্পমাত্র অধর্ম্মও দৃষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা তথা হইতে সমগ্র পূর্ব্ব দিক পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি বিমানে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব দিক্ আদর্শতলের ন্যায় নির্ম্মল। ঐ দিকের অধিবাসীজন সকলেই অতি বিশুদ্ধাচারী। পূর্ব্ব দিক্ হইতে রাঘব দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন; এবং ভ্রমণ করিতে করিতে শৈবলপর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে এক সুপ্রশস্ত সরোবর দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরের তীরে এক তপস্বী ঊর্দ্ধপাদে এবং অধোমুণ্ডে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত! আপনি ধন্য! হে মহাতেজস্বিন তপোবৃদ্ধ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কোন্ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন? আমি কৌতূহল বশতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমি রাজা দশরথের তনয়; আমার নাম রাম। তুমি কি কামনা করিয়া, ঈদৃষ দুঃসাধ্য তপ[illegible] কি স্বর্গ, না অন্য কোন ব[illegible] উদ্দেশ্য তপস্যা করিতে[illegible] করি। তোমার মঙ্গল [illegible]জয় ক্ষত্রিয়? না তৃতীয় বর্ণ বৈ[illegible]য়া বল।

অবাক্‌শি[illegible] পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে [illegible] জাতির পরিচয় প্রদান করিলেন, যে জন্য তপস্যা করিতে[illegible], তাহাও বলিলেন।

ঊননবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্ট কর্ম্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবাক্‌শিরা তপস্বী সেই ভাবেই অবস্থিতি করত কহিলেন, হে মহাযশস্বিন্‌ রামচন্দ্র! আমি শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং সশরীরে দেবত্ব লাভ করিবারজন্য এই কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছি। কাকুৎস্থ! আমি যখন দেবতা হইতে অভিলাষী হইয়াছি, তখন মিথ্যা বলিব না। আমি শূদ্র; আমার নাম শম্বুক।

শূদ্র তাপস এই কথা কহিবামাত্র রামচন্দ্র কোষ হইতে রুচিরকান্তি বিমল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন শূদ্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং রাশি রাশি সুগন্ধি দিব্যকুসুম বর্ষণ হইতে থাকিল। ...ব সতীব আনন্দিত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রে... ...মি এই সৎ-

কার্য্য ক...

অরিন্দম...

হে রঘু...

সমর্থ ঃ...

দে...

ঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন পুরন্দ...

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হই... ...

দ্বিজপুত্র পুনরুজ্জীবিত হউক্‌। ... এই বর প্রদান করুন; আমি এইমাত্র পার্থনা করি। আমা... অসবধানতা বশত ব্রাহ্মণের এক মাত্র বালক পুত্র অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে। আপনারা তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আপনার পুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া আমি

ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অতএব যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, আপনারা তাহাই করুন।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি প্রতিগমন কর। সেই ব্রাহ্মণবালক এখনই পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনর্ব্বার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব! শূদ্র নিহত হইবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক পুনর্ব্বার জীবন লাভ করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার মঙ্গল হউক। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমরাও প্রীতচিত্তে গমন করি। রাঘব! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই সুমহাদ্যুতিসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষির ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ কাল জলমধ্যে বাস করিয়া এক্ষণে উত্থিত হইয়াছেন। অতএব কাকুৎস্থ! আমরা সেই মুনিকে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। তুমিও সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন কর।

তখন রঘুনন্দন যে আজ্ঞা বলিয়া হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করি[illegible] ...ব বিমানে আরোহণ করিয়া [illegible] ...গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুম্ভযো[illegible] ...রিলেন।

[illegible] ...ন করিয়া ধর্ম্মাত্মা মহামুনি অগস্ত্য [illegible] ...র পূজা করিলেন। দেবগণ পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক [illegible] ...া করিয়া, স্ব স্ব অনুচর সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বর্গে [illegible] করিলেন।

দেবগণ গম[illegible] ...রিলে পর রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক জ্বলিততেজা মহাত্মা ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন; এবং অভিবাদনান্তে যথোচিত আতিথ্য সৎকার প্রাপ্তি পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা মহাতপা কুম্ভযোনি কহিলেন, রাঘব! তোমার আগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট

হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমেই তুমি আজ উপস্থিত হইয়াছ। রাম! বিবিধ অসামান্য গুণ পরম্পরা নিবন্ধন আমি তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসি। রাজন্! তুমি আমার পূজনীয় অতিথি। আমি তোমার কথাই মনে করিতেছিলাম। দেবগণ বলিয়া গেলেন, তুমি শূদ্রতাপসকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছ। তুমি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছ। রাঘব! আজ রাত্রি তুমি এইস্থানে আমার নিকট বাস কর। তুমিই শ্রীমান নারায়ণ। তোমাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে। তুমি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; তুমিই সনাতনপুরুষ। কল্য প্রভাতে তুমি পুষ্পকযোগে নিজ নগরী গমন করিবে। সৌম্য! এই আভরণ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহার গঠন সুন্দর; স্বীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছে। কাকুৎস্থ! তুমি এই আভরণ গ্রহণ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। কথিত আছে, কোন উৎকৃষ্ট বস্তু অন্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যদি ইষ্টদেবতাদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে মহাফল হইয়া থাকে। তুমিই এই আভরণ ধারণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি। মহাফল প্রদান করিতেও তোমারই শক্তি আছে। তুমিই ইন্দ্রাদি দেবগণকেও উদ্ধার করিয়া থাক। অতএব আমি যথা বিধানে তোমাকে এই আভরণ প্রদান করিতেছি, রাজন্! তুমি ইহা গ্রহণ কর।

অনন্তর বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পর্য্যালোচন পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই শোভা পায়; ক্ষত্রিয় কি করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে পারে? প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরই বৃত্তি; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা নিন্দনীয়; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করা অতীব দূষণীয়। অতএব আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে এই অলঙ্কার প্রতিগ্রহ করিতে পারি।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর করিলেন,

অপূর্ব্বমূর্ত্তি স্বর্গবাসী উপবেশন করিয়া আছেন। সহস্র কমল-পত্রাক্ষী দিব্যভূষণভূষিতা অপ্সরা উঁহার উপাসনা করিতেছে। কেহ গান, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বীণা ও পণবাদি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা মহামূল্য সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রভ চামর দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল বীজন করিতেছে।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র! অনন্তর, চন্দ্র যেমন সুমেরুশিখর পরিত্যাগ করেন, ঐ স্বর্গবাসী সেইরূপ সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, আমার সমক্ষেই ঐ শব ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং প্রচুর স্থূল শবমাংস ভক্ষণ করিয়া সরোবরে অবতরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিতে লাগিলেন। আচমনান্তে ঐ স্বর্গবাসী পুনর্ব্বার দিব্য বিমানে আরোহণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই দেবসঙ্কাশ পুরুষ বিমানে আরোহণ করিতেছেন, দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? দেখিতেছি আপনি দেবমূর্ত্তি; কিন্তু এই নিন্দিত আহার করিলেন কেন, বলুন। হে অমরপূজ্য! ঈদৃশ ব্যক্তির এরূপ আহার কখনই সম্ভাবিত হয় না। সৌম্য! আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; অতএব প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শবভক্ষণ আমি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি না।

রাজন্! আমি অস্পষ্ট কৌতূহলসংযুক্ত বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল[illegible]র বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্গবাসী আমাকে সমস্ত [illegible]লেন।

একনবতিতম সর্গ।

রাম! আমার সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গবাসী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে আমার এই সুখ, অথচ এই দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা যে অলঙ্ঘ্য

কারণ নিবন্ধন হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সুদেব নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক মহাযশা মহাবলপরাক্রান্ত বিদর্ভ-নরপতি ছিলেন। তিনি আমার পিতা। ব্রহ্মন্! তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র হইয়াছিল। আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ছিল। পিতার পরলোকগমনের পর প্রজাবর্গ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি বিশেষ সাবধানতা পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন্! এই রূপে আমি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলাম। কোন কারণ বশত আমি আমার পরমায়ু জ্ঞাত ছিলাম। অতএব যখন দেখিলাম যে, আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন বনযাত্রা করিলাম। ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের সন্নিহিত এই মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিত দুর্গম মহাবনে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সরোবরের নিকট আগমন করিয়া আমি সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়াছিলাম। এই মহাবন মধ্যে তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে আমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাতে অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম; অতএব ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! এই স্থানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; তথাপি আমি উহার বশীভূত হইতেছি কেন! এ আমার কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফল? দেব! এক্ষণে আমি কি [illegible]ার করিব বলুন।

পিতামহ আমাকে কহিলেন, সুদেবন [illegible] তুমি প্রতিদিন অতি সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত [illegible] তপস্যা করিবার সময় কেবল নিজ শরীরই পুষ্ট করিয়াছিলে। হে মহামতে! বপন না করিলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলে; কিন্তু কখন কিঞ্চিৎও দান কর নাই। বৎস! সেই জন্যই আজ স্বর্গে আসিয়াও তোমাকে ক্ষুৎপিপাসাজনিত

কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে বিবিধ আহার দ্বারা পরিপুষ্ট অমৃতরসময় নিজ অনুত্তম শবদেহই ভক্ষণ কর; উহাই তোমার জীবিকা হইল। শ্বেত! যখন দুর্দ্ধর্ষ সুমহামুনি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে। সৌম্য! তিনি দেবতাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারেন; অতএব তোমাকে যে এই ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহার আর কথা কি? হে দ্বিজোত্তম! আমি দেবদেব ভগবান পিতামহের সেই বাক্য শুনিয়া অবধি এই নিজশরীরভক্ষণরূপ গর্হিত ভোজন করিতেছি। ব্রহ্মন্! আমি বহু বৎসর এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি ইহার ক্ষয় হইতেছে না; ব্রহ্মর্ষে! আমারও পরম পরিতৃপ্তি হইতেছে। এক্ষণে আমি জানিলাম, আপনিই কুম্ভযোনি ভগবান অগস্ত্যমুনি; কারণ এস্থানে অন্য কেহই আসিতে পারেন না, অতএব ব্রহ্মন! আপনি মহাকষ্টনিপতিত আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হে সৌম্য! আপনি এই আভরণ গ্রহণ করুন। আপনার মঙ্গল হউক। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে এই সুবর্ণ, ধন, বিবিধ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্য ভোজ্য ও উৎকৃষ্ট আভরণ সকল এবং নিখিল কাম্য ও ভোগ্য-বস্তু প্রদান করিতেছি; হে মুনিপুঙ্গব! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।

রাম! আমি সেই স্বর্গবাসীর দুঃখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিলাম। আমি এই সুন্দর আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র সেই রাজর্ষির শবভূত মানুষদেহ বিলুপ্ত হইল। শরীর বিলুপ্ত হইলে পর রাজর্ষি শ্বেত পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সুখে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। কাকুৎস্থ! এই কারণে সেই ইন্দ্রতুল্য রাজর্ষি আমাকে এই অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিনবতিতম সর্গ।

মহর্ষি অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পরমাশ্চর্য্যতানিবন্ধন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! রাজা শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্যা করিতেন, তাহাতে মৃগ বা পক্ষী ছিল না কেন? রাজা-ইবা কি রূপে সেই মনুষ্যহীন শূন্য কাননে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন? আমি প্রকৃত কথা শুনিতে বাসনা করি।

রামচন্দ্রের কৌতূহলসমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী অগস্ত্য মুনি কহিলেন, রাম! পূর্ব্বতন সত্য যুগে মনু রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র, ইক্ষ্বাকু। মনু দুর্জ্জয় ইক্ষ্বাকুকে অভি-ষেক করিয়া কহিলেন, তুমি প্রজাদিগের রাজা হও। ইক্ষ্বাকু, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন মনু পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিলেন, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি পরম উদারস্বভাব রাজা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিবে; কিন্তু বিনাপরাধে কাহারও দণ্ড করিও না। মনুষ্যমধ্যে অপরাধীর যে দণ্ড করা যায়, যদি সেই দণ্ড যথার্থ বিহিত হয়, তাহা হইলে, উহা রাজার স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অতএব হে মহাবাহো পুত্র। তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্নবান্ হইবে; তাহা হইলে তোমার পরম ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে।

এই প্রকারে ইক্ষ্বাকুকে বিবিধ উপদেশ করিয়া মধু হৃষ্টচিত্তে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন স্বর্গারোহণ করিলে পর, অমিতদ্যুতি ইক্ষ্বাকু ভাবিতে ...গলেন, কি রূপে পুত্র উৎপাদন করিব। অনন্তর মনুনন্দন বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক শত পুত্র উৎপাদন করিলেন। বৎস রঘু-নন্দন! ঐ এক শত পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ মূঢ় ও মূর্খ হইল; জ্যেষ্ঠাদি-

গকে মান্য করিল না। অতএব অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে. ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। তদনন্তর তিনি পুত্র দণ্ডের রাজত্বে উপযুক্ত ভয়ানক স্থান অন্যত্র দেখিতে না পাইয়া বিন্ধ্য ও শৈবল শৈলের মধ্যে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন। দণ্ড সেই মনোরম পর্ব্বতপ্রস্থে রাজা হইলেন ও তথায় এক অনুপম নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম মধুমন্ত রাখিলেন; এবং দৃঢ়ব্রত শুক্রাচার্য্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। এই রূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া সপুরোহিত রাজা দণ্ড, স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ ঐ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া এই সম্বন্ধে পুনর্ব্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! রাজা দণ্ড ইন্দ্রিয়সংযমন পূর্ব্বক এই রূপে বহু বৎসর নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন। অনন্তর রাজা একদা মনোরম চৈত্রমাসে এক দিন শুক্রাচার্য্যের মনোরম আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ সময় শুক্রাচার্য্যের অনুপমরূপবতী কন্যা আশ্রমের বনভূমিতে বিচরণ করিতেছিলেন। রাজা দণ্ড ঐ কন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। দুর্ব্বুদ্ধি দণ্ড কন্যাকে দর্শন করিয়াই অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন; এবং আকুল চিত্তে সমীপবর্ত্তী হইয়াই কহিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! হে সুন্দরি! তুমি কাহার কন্যা? হে চারুবদনে! আমি অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মোহোন্মত্ত কামাত্মা দণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রকন্যা অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমার নাম অরজা; আমি

আশ্রমে বাস করিতেছি। রাজন! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি কুমারী; অতএব পিতার বশবর্ত্তিনী। রাজেন্দ্র! পিতা আমার গুরু; তুমিও সেই মহাত্মারই শিষ্য। অপরাধ করিলে সেই মহাতপা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমাকে দগ্ধ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার আমাকে উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মবিহিত সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। অন্যথা, তোমাকে নিদারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোকও দগ্ধ করিতে পারেন। হে সুন্দরমূর্ত্তে! তুমি প্রার্থনা করিলে আমার পিতা আমাকে তোমায় দান করিবেন।

অরজা এই কথা কহিলে, কামবশীভূত মদোন্মত্ত রাজা দণ্ড মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া উত্তর করিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কাল বিলম্ব করিও না। হে চারুবদনে! তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, আমি বধদণ্ড এবং দারুণ মহাপাতকও স্বীকার করিতে পারি। সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর; আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি; এবং নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। এই কথা কহিয়া রাজা দণ্ড বল পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া যথাভিলষিত রূপে কুমারী অরজাকে সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই নিদারুণ দুষ্কার্য্য করিয়া দণ্ড সত্বর মধুমন্ত নগরে প্রস্থান করিলেন। অরজা আশ্রমের সন্নিকটে বন মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবসঙ্কাশ জনকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ।

অনন্তর ঐ ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেখিলেন, অরজা অতীব কাতর হইয়াছেন; এবং ধূলায় মুক্ষিত হইয়া, প্রত্যূষ সময়ে গ্রহগ্রস্তা জ্যোৎস্নার] ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। ঋষি একে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশ দশা দর্শনকরত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে শিষ্য দিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিবে আজ আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোর বিপত্তি বিপরীতাচারী অজ্ঞান দণ্ডের উপর নিপতিত হইবে। এই দুরাত্মা প্রদীপ্ত হুতাশনের শিখায় হস্তার্পণ করিয়াছে; অতএব ইহার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ব্বুদ্ধি যখন ঈদৃশ দারুণ দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ইহার ফলভোগ করিবে। দুর্ম্মতি পাপাচারী রাজা দণ্ড পুত্র, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্রের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বুদ্ধি রাজার রাষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। এস্থানে চরাচরাদি যে কোন প্রাণী আছে, সমস্তই সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে। যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজত্ব, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, প্রলয় কালের ন্যায় অঙ্গার বর্ষণ দ্বারা, সপ্তরাত্রি মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

ক্রোধসংরক্ত লোচনে এই কথা কহিয়া উশনা নিজ আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া অবস্থিতি কর। উশনার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আশ্রমবাসী ব্যক্তিবর্গ সেই আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিলেন।

আশ্রমবাসী মুনিদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া, মহর্ষি! অরজাকে কহিলেন, তুমি যখন দণ্ডকৃত অবমাননা স্বচ্ছন্দে সহ্য

করিয়াছ, তখন এই আশ্রমে থাকিয়াই সংযতচিত্তে নিয়মাচরণ কর। অরজে! এই সরোবরের এক যোজন পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্তে এই সরোবরের তীরে বাস করিয়া সময় প্রতীক্ষা কর। এই সপ্ত রাত্রির মধ্যেও যে কোন প্রাণী তোমার নিকট আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিবে, সেও অঙ্গার-বর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে না। ভৃগুনন্দন ব্রহ্মর্ষি পিতা শুক্রাচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করত, কন্যা অরজা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া, শুক্রাচার্য্য অন্যস্থানে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। ও দিকে সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যানুসারে, রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভৃত্য, বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্র মধ্যে ভস্মসাৎ হইল!

রাম! সত্যযুগে বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী, দণ্ডের রাজ্য ধর্ম্মলঙ্ঘন নিবন্ধন সেই ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক এই রূপে অভি-শপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছিল। সেই অবধি ইহার নাম দণ্ডকারণ্য হইয়াছে।। আর ঐ অরণ্যে তপস্বিজনেরা বাস করিতেন বলিয়া ইহার আর এক নাম জনস্থান হইয়াছে। রাঘব! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। বীর! এক্ষণে সন্ধ্যাবন্দনার সময় অতীত হইতেছে। নরব্যাঘ্র! ঐ দেখ, চারিদিকে মহর্ষিগণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক পূর্ণ কুম্ভ হস্তে আদিত্যের উপাসনা করিতেছেন। ভগবান্ আদিত্য বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পঠিত বেদমন্ত্রাভ্যাসরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তাচলাবলম্বী হইতেছেন। অতএব রাম! যাও, তুমিও সন্ধ্যাবন্দনাদি কর।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সন্ধ্যাবন্দনা করিবার নিমিত্ত অপ্সরোগণনিষেবিত সরোবরে গমন করিলেন, এবং আচমন পূর্ব্বক সায়াহ্ন সন্ধ্যা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে বহুগুণসম্পন্ন কন্দ, মূল ও ঔষধি, এবং পবিত্র শালী অন্ন প্রভৃতি আহার করিতে প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করত, পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া ঐ রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আহ্নিকক্রিয়া সমাপন করিয়া শত্রুদমন রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঋষির নিকট গমন করিলেন, এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুম্ভযোনে! হে মহর্ষে! আমি নিজ আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অনুমতি করুন। মহাত্মন! আমি আপনার দর্শনে ধন্য ও পরম অনুগৃহীত হইয়াছি। নিজ দেহ পবিত্র করিবার জন্য, আমি পুনর্ব্বার আগমন করিব।

যোগদর্শী তপোধন অগস্ত্য রামের এই অদ্ভুত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীত চিত্তে কহিলেন, রাম! তোমার এই সুন্দরপদগ্রথিত বাক্য অতীব অদ্ভুত। রঘুনন্দন! তুমিই সর্ব্ব প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাক। রাম! যদি কেহ মুহূর্ত্ত-মাত্র তোমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে, সে পবিত্র ও দেবতা স্বরূপ হয়; প্রধান প্রধান দেবগণও তখন তাহার পূজা করেন। আর পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি তোমাকে ক্রূর চক্ষে দর্শন করে, তাহারা অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমদণ্ডানুসারে নরকগামী হইয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমিই সর্ব্ব দেহীর পাবনকর্ত্তা; ইহার পর লোকে তোমার গুণগান করিয়া, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

কাকুৎস্থ! এক্ষণে তুমি যথাসুখে অকুতোভয়ে গমন কর; এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে থাক। রাম! তুমিই জগতের গতি।

প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র সত্যশীল মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন, এবং মহর্ষিদিগকেও প্রণাম করিয়া সুস্থিরচিত্তে সুবর্ণভূষিত বিমানে আরোহণ করিলেন। যাত্রাকালে, অমরেরা যেমন দেবগণের উপাসনা করেন, ঋষিগণ তেমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে রামচন্দ্রের পূজা করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বিমানারোহণে আকাশে উত্থিত হইয়া, বর্ষাপগমে মেঘসন্নিহিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে নানা স্থানে পূজা প্রাপ্তি পূর্ব্বক তিনি দুই প্রহর সময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া, মধ্যম কক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন, এবং সুরুচির কামগামী পুষ্পকে বিদায় করিয়া কহিলেন, যাও, তোমার মঙ্গল হউক। পশ্চাৎ তিনি দ্বারবানকে কহিলেন, তুমি সত্বর যাইয়া, আমার আগমন বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক লক্ষণ ও ভরতকে এই স্থানে আহ্বান কর। সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না।

ষণ্নবতিতম সর্গ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বারী কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল। ভরত ও লক্ষ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন,দেখিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন,আমি অনুত্তম দ্বিজকার্য্য যথাযথ রূপে সম্পাদন করিয়াছি। এক্ষণে আমি ধর্ম্মের মর্য্যাদাভূত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। রাজসূয় অক্ষয় ও অব্যয়; ইহার নাম করিলেও পাপনাশ হয়। অতএব আমি স্বস্বরূপ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে অনুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে শাশ্বত ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শত্রুতাপন! মিত্র রাজসূয় সম্পন্ন করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ সোমও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোকে চিরন্তন কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব, যাহা ভাল হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা অদ্যই আমাদিগের সহিত পরামর্শ কর। যাহা ইষ্ট ও পরিণামে মঙ্গলসাধক, তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া বল।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাব্যনিপুণ ভরত কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, সাধো! পরম ধর্ম্ম আপনাতে প্রতিষ্ঠিত; মহাবাহো মেদিনীমণ্ডল এবং কীর্ত্তি আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে অতুলবিক্রম! দেবগণ যেমন প্রজাপতিকে, পৃথিবীস্থ যাবদীয় মহীপাল তেমনি আপনাকে মান্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকপাল ও মহাত্মা; আমাদিগের ন্যায়, রাজারাও সকলেই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। রাজন্! জগৎ আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। হে মহাবল! আপনি প্রাণিগণের ও জগতের গতি। অতএব রাজন! আপনি আর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? এই যজ্ঞে পৃথিবীর রাজবংশের নাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে যে রাজার বীর্য্যাভিমান আছে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে মহাক্রোধ নিবন্ধন তাঁহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে হইবে। হে পুরুষশার্দ্দূল! পৃথিবী নাশ করা আপনার উচিত হয় না; কারণ সকলেই আপনার বশবর্ত্তী।

ভরতের এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন; এবং কৈকেয়ীর আনন্দবর্দ্ধন ভরতকে শুভ বাক্যে বলিলেন, অনঘ! আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইলাম। হে পুরুষব্যাঘ্র! পৃথিবীরক্ষা সম্বন্ধে তুমি অকুণ্ঠিত ভাবে ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছ। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার এই সদ্বাক্যানুসারে আমি সংকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যাহাতে লোকের ক্লেশ হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি

কখনই সে কর্ম্ম করিবেন না। হে লক্ষ্মণাগ্রজ! যুক্তিসঙ্গত হইলে, বালকের বাক্যও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব, মহাবল! আমি তোমার এই যুক্তিযুক্ত সাধুবাক্য গ্রাহ্য করিলাম।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

ভরত এবং রামচন্দ্র এই কথা কহিলে পর লক্ষণ শুভ বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য! অশ্বমেধ, যজ্ঞের মধ্যে প্রধান যজ্ঞ। ইহা সর্ব্ব পাপ দূর করিয়া থাকে। অতএব আমার ইচ্ছা আপনার ঐই পবিত্রতাসাধক যজ্ঞের প্রতি অভিরুচি হয়। পুরাণে শ্রবণ করা যায়, পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা পাতকে আক্রান্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করত পবিত্র হইয়াছেন। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে যখন দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল, তৎকালে বৃত্রনামে এক মহামান্য অসুর ছিল। তাহার দেহ বিস্তারে শত যোজন ও ঊর্দ্ধে তিন শত যোজন ছিল। সে নিজের অধীনস্থ ভাবিয়া সর্ব্ব প্রাণীকেই সস্নেহ নয়নে দর্শন করিত। সে ধর্ম্মজ্ঞ, ও কৃতজ্ঞ ছিল; বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যই করিত না; অতি সাবধানে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিত। তাহার অধিকার কালে পৃথিবী সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রসব করিতেন; পুষ্প, মূল ও ফল সকল সুগন্ধি ও সুমিষ্ট ছিল। পৃথিবী কর্ষণ ব্যতীত শস্যোৎপাদন করিতেন। এই রূপে সে সুসমৃদ্ধ অদ্‌ভুতদর্শন রাজ্য পালন করিত। অনন্তর তাহার মন হইল আমি সুদুশ্চর তপস্যা করিব; তপস্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; অন্যান্য সুখ মোহ মাত্র। এইরূপ স্থির করিয়া বৃত্র পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সর্ব্ব দেবতার ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। বৃত্র তপস্যা আরম্ভ করিল, দেখিয়া বাসব অতীব ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! বৃত্র তপস্যা আরম্ভ

করিয়া সর্ব্ব লোক জয় করিল। সে পরম ধার্ম্মিক; আমি তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না। ভগবন! ইহার পরও যদি সে তপস্যা করে, তাহা হইলে যত কাল সৃষ্টি থাকিবে, ততকাল আমাদিগকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব হে মহাবল! আর আপনি এই মহাবীর্য্য অসুরকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? হে সুরেশ্বর! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র ক্ষণ মাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। বিষ্ণো! সে যে অবধি আপনার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সেই অবধিই সে ত্রিলোকের নাথ হইয়াছে। অতএব, আপনি, এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আপনি ভিন্ন আর কেহই জগৎ শান্ত ও আর্ত্তিশূন্য করিতে সমর্থ হইবে না। বিষ্ণো! এই সমস্ত দেবতাগণ সকলেই আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন; আপনি বৃত্রকে বধ করিয়া ইহাঁদিগের সহায়তা করুন। আপনি প্রতিনিয়ত এই সকল মহাত্মগণের সহায়তা করিয়াছেন। উপস্থিত কার্য্য অন্যের অসাধ্য। আপনি অগতিদিগের গতি হউন।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

শত্রুসংহারক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি বৃত্রবধবৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

রাঘবের এই কথা শুনিয়া সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার দিব্য কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, আমি পূর্ব্ব হইতে মহাত্মা বৃত্রের প্রতি প্রীতিমান হইয়াছি। সেই জন্য আমি বৃত্রকে সংহার করিয়া তোমাদিগের হিত সাধন করিতেছি না। অথচ তোমাদিগেরও সর্ব্বাঙ্গীন সুখ বিধান করিতে হইবে। অতএব পুরন্দর আমি তোমাকেই বৃত্রের বধোপায় বলিয়া দিতেছি। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনি আপ-

নাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব। তাহা হইলেই সহস্রলোচন বৃত্রবধ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ঐ তিন অংশের এক অংশ ইন্দ্রে ও অপর অংশ বজ্রে প্রবেশ করিবে; অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীতে সংক্রামিত হইবে; তাহা হইলেই ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন।

সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দেবগণ কহিলেন, হে দৈত্যায়! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। আপনার জয় হউক, আমরা বৃত্রাসুর-বধার্থ গমন করিলাম। হে পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজোংশ দ্বারা বাসবে প্রবেশ করুন।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি মহাবল দেববৃন্দ, মহাসুর বৃত্র যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই অরণ্যে গমন করিলেন। দেখিলেন, সেই অসুর তেজোময় হইয়া কিরণজাল বিকিরণ করিতেছে; যেন ত্রিলোক পান করিতেছে; যেন দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ করিতেছে। তাদৃশ অসুরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই দেবতারা ভীত হইলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাকে বধ করিব; কি করিলে আমাদিগকে পরাজিত হইতে না হইবে। তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সহস্রলোচন পুরন্দর করে বজ্র গ্রহণ করিয়া বৃত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত মহাকিরণসম্পন্ন বজ্র বৃত্রের মস্তকে পতিত হইলে জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর ইন্দ্র, তপস্যাপ্রবৃত্ত বৃত্রের বধ অনুচিত ভাবিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে লোকালোকের অপরপারে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার স্থানে পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মহত্যাও মহাবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত ও তাঁহার দেহে পতিত হইল; তাহাতে তিনি পরমক্লেশভাগী হইলেন।

এদিকে, শত্রুনাশ হইল, কিন্তু ইন্দ্র পলায়ন করিলেন, দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ বারম্বার ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর! আপনিই ত্রিলোকের গতি। আপনি

অগ্রজন্মা ও জগতের পিতা; সর্ব্ব ভূতের রক্ষার নিমিত্ত আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি এই বৃত্রকে সংহার করিলেন বটে; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে কাতর করিয়াছে; অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তাঁহার নিস্তার হয়, করুন।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, শক্র আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করুন; তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পবিত্র করিব। পাকশাসন পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই, পুনর্ব্বার ভয়শূন্য হইয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

দেবতাদিগকে এই অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া দেবদেব বিষ্ণু স্বধামে গমন করিলেন; দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ বৃত্রবধ পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, দেবগণের ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্র নিহত হইলে পর, বৃত্রহন্তা পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান ও বিহ্বল হইলেন। হতজ্ঞান ও বিহ্বল ভাবে তিনি লোকালোক পর্ব্বতের অপর পারে গমন করিয়া রুদ্ধ সর্পের ন্যায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

এদিকে ইন্দ্রের পলায়ন নিবন্ধন জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুষ্ক কাননে বেষ্টিত ও জলশূন্য হইয়া পৃথিবীর আর শোভা রহিল না। যাবতীয় নদ ও নদী শুষ্ক হইয়া উঠিল; এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই রূপে লোকক্ষয় উপস্থিত হইলে, দেবগণ বিষ্ণুর পূর্ব্বকৃত আদেশ অনুসারে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে তাঁহারা ভয়বিমোহিত পুরন্দরের নিকট উপ-

স্থিত হইয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা কর্ত্তৃক আক্রান্ত দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রধান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মহত্যাপাপবিমোচনার্থ মহাত্মা পুরন্দরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর ব্রহ্মহত্যা মহাত্মা সুরগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল, আপনারা কোথায় আমার স্থান নির্দ্দেশ করিবেন? তখন দেবগণ প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে দুরাসদে! তুমি আপনি আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত কর। মহাত্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল; এবং দেবরাজ ভিন্ন অন্যত্র বাসস্থান প্রার্থনা করিল। কহিল, আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারিমাস পূর্ণস্রোতা নদী সকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহন সুখের ব্যাঘাত করিব। আর এক অংশে ঊষর রূপে নিয়ত পৃথিবীতে বাস করিব, সন্দেহ নাই; আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি। আমার যে তৃতীয় অংশ, তদ্দ্বারা আমি যৌবন দর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পুরুষের ভোগসুখ নিবারণ করিব। আর যাহারা অনৃষক ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব।

অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হে দুর্ব্বসে! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হউক। তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর।

তদনন্তর দেবগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া দেবরাজকে বন্দনা করিলেন। পাপমুক্ত হইয়া বাসব সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইলেন। বাসব প্রকৃতিস্থ হইলে, সর্ব্ব জগৎ সুস্থ হইল। তখন শক্র সেই অদ্ভুতস্বরূপ যজ্ঞের পূজা করিলেন।

হে রঘুনন্দন! অশ্বমেধ যজ্ঞের ঈদৃশ মহাফল। রাজন্ আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।

ইন্দ্র সমান বিক্রমশালী ও তেজস্বী মহাত্মা রাজা রামচন্দ্র

লক্ষ্মণের এই প্রকার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন।

শততম সর্গ।

লক্ষ্মণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিৎশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রঘুনন্দন রামচন্দ্র উচ্চৈহাস্য করত উত্তর করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি বিস্তার পূর্ব্বক যেরূপ বৃত্রবধবৃত্তান্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিলে, তাহা সেইরূপই বটে। সৌম্য! শুনিয়াছি পুরাকালে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শ্রীমান্ ইল বাহ্লীক দেশের রাজা ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। হে নরব্যাঘ্র! মহাযশা রাজা ইল সমগ্র মেদিনীমণ্ডল আয়ত্ত করিয়া রাজত্ব ও পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। সৌম্য রঘুনন্দন! পরমোদার দেবগণ, মহাধনশালী দৈত্যগণ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ও সুমহাবল যক্ষগণ সকলেই ভীত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিত। মহাত্মা ইল ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক শঙ্কিত হইত। ঈদৃশ হইলেও মহাযশা বাহ্লীকরাজ কখনও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতেন না; কার্য্যেও তাচ্ছিল্য করিতেন না; উদার বুদ্ধি পূর্ব্বক সর্ব্ব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন।

একদা মনোরম চৈত্রমাসে মহাবাহু ইল বলবাহনসমভিব্যাহারে এক মনোরম কানন মধ্যে মৃগয়া করিতে গমন করিয়া, শতসহস্র মৃগ বিনাশ করিতে লাগিলেন। মৃগ বিনাশ করিয়া মহাত্মা নৃপতির আর তৃপ্তি হইল না। মহাবল মহীপতি নানা প্রকারে অযুত পশু বিনাশ করিলেন।

এই রূপে মৃগয়া করিতে করিতে রাজা ইল, কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে সুদুর্দ্ধর্ষ দেবদেব ত্রিলোচন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে দেবী শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ঐ স্থানে ক্রীড়া করিতে-

ছিলেন। বৃষভধ্বজ উমাপতি উমাদেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বয়ং স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ঐ পর্ব্বতনির্ঝরে বিহার করিতে-ছিলেন। ঐ বনপ্রদেশের যে কোন স্থানে যে কোন পুংলিঙ্গ-বাচ্য প্রাণী এবং পুংলিঙ্গ বাচ্য বৃক্ষ ছিল, সমস্তই স্ত্রী হইয়াছিল। ফলত তথায় যে কোন পদার্থ ছিল সমস্তই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দবাচ্য হইয়াছিল।

এই সময়ে কর্দ্দমনন্দন রাজা ইল, মৃগ বিনাশ করিতে করিতে ঐ প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তথায় সমস্ত মৃগপক্ষীই স্ত্রী। দেখিতে দেখিতে রাজা সমস্ত বল বাহন সহিত আপনাকেও স্ত্রীভূত দর্শন করিলেন। আপনাকে তাদৃশ দর্শন করত মহীপতি ইল অতীব দুঃখিত হইলেন, এবং দেবদেব উমাপতির প্রভাবে ঐ রূপ ঘটিয়াছে জানিয়া ভীত হইয়া উঠি-লেন। তদনন্তর রাজা ভৃত্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে মহাত্মা কপর্দ্দী নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বরদ মহেশ্বর দেবীসমভিব্যাহারে হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কর্দ্দমনন্দন নরপতে! গাত্রোত্থান কর; গাত্রোত্থান কর। হে মহাবল! হে সৌম্য! হে সুব্রত! তুমি পুরুষত্ব ব্যতিরেকে অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর। মহাত্মা মহাদেব প্রার্থনা পূর্ণ করি-লেন না দেখিয়া, স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল অতীব দুঃখিত হই-লেন; তিনি মহাদেবের নিকট তদ্ভিন্ন অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না।

তদনন্তর রাজা গুরুতর শোকভারে আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃ করণে দেবী শৈলসুতাকে প্রণাম করত কহিলেন, দেবী! আপনি বরের অধীশ্বরী; অতএব আপনিই লোকের বরদাত্রী। আপ-নার দর্শন নিষ্ফল হয় না! অতএব দেবি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

তখন সেই রাজর্ষির হৃদগত ভাব অবগত হইয়া দেবী হর-প্রিয়া হরের সমক্ষে, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমাদিগের স্ত্রী

পুরুষের উভয়ের নিকট যে বর প্রার্থনা কর, তাহার অর্দ্ধেক মহাদেব প্রদান করিবেন, আর অর্দ্ধেক আমি দান করিব। অতএব তুমি আমার নিকট সেই মত অৰ্দ্ধ বর প্রার্থনা কর।

দেবীর এই অদ্‌ভুত অনুত্তম বর দানের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, দেবি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দান করুন, যেন আমি এক মাস, ত্রিলোকের অনুপম রূপবতী নারী, আর এক মাস পুরুষ হই।

তখন রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরুচিরাননা দেবী পার্ব্বতী সানুগ্রহবচনে কহিলেন, রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। নৃপতে! তুমি যখন পুরুষ হইবে, তখন তোমার স্ত্রীরূপের কোন কথাই স্মরণ থাকিবে না। আবার যখন স্ত্রী হইবে তখন পুরুষ রূপ তোমার মনেও পড়িবে না।

লক্ষ্মণ! এতদনুসারে রাজা ইল এক মাস পুরুষ থাকিতেন। পরে এক মাস ইলা নামে ত্রিলোকসুন্দরী রমণী হইতেন।

একাধিকশততম সর্গ।

রামের মুখে ইলরাজা সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ এবং ভরত পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে সেই মহাত্মা রাজা ইলের বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, রাজা ইল স্ত্রী হইয়া কিরূপে সেই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেন? আবার পুরুষ হইয়াই বা কিরূপ আচরণ করিতেন?

তাঁহাদিগের সেই কৌতূহলসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে সমুদায় বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ঐ মাসে প্রথমতঃ ত্রিলোক

সুন্দরী পদ্মপত্রলোচনা কামিনী হইয়া রাজা ইল তাঁহার স্ত্রীভূত-পূর্ব্বসহচরদিগের সহিত লতাগুল্মভূয়িষ্ঠ ঐ কানন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত বাহনদিগকে ইতস্ততঃ পরিত্যাগ করিয়া ইলা সেই পর্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে ইলা সেই পর্ব্বতের অবিদূরে কাননমধ্যে বিবিধপক্ষিসমাকীর্ণ এক সুন্দরদর্শন সরোবরে সাক্ষাৎ পূর্ণচন্দ্রমূর্ত্তি তেজঃপুঞ্জকলেবর চন্দ্রতনয় বুধকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎকালে সর্ব্বভূতের প্রতি কৃপালু হইয়া ঐ সরোবরের সলিল মধ্যে সুদুশ্চর যশস্কর ও ইষ্টসাধক তপস্যা করিতেছিলেন। রঘুনন্দন! তাঁহাকে দর্শন করিয়া ইলা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং স্ত্রীরূপে পরিণত পূর্ব্বসহচরদিগের সমভিব্যাহারে ঐ সরোবরের জল আলোড়ন করিলেন। বুধ তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র কামবাণের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন; আত্মসংযমন করিতে সমর্থ হইলেন না; সলিল মধ্যে থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী ইলাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার চিত্ত ইলাতেই নিপতিত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইনি দেবকামিনী অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী। দেবকন্যা, নাগকন্যা, অসুরকন্যা, কি অপ্সরাদিগের মধ্যেও আমি এরূপ সুন্দরী কখনও দর্শন করি নাই। যদি ইনি অন্যের পত্নী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপযুক্ত পত্নীই বটেন। এইরূপ সংকল্প করিয়া বুধ জলমধ্য হইতে তীরে উত্থিত হইলেন; এবং আশ্রমে গমন করিয়া ঐ সকল সুন্দরীকে আহ্বান করিলেন; তাহারা সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিলোকসুন্দরী কাহার কন্যা এবং কিনিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছেন? তোমরা আমাকে সত্বর বল, বিলম্ব করিও না। তাঁহার সেই রুচিরাক্ষর-গ্রথিত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ সকলেই মধুর বাক্যে

প্রত্যুত্তর করিল. এই চারুনিতম্বিনী আমাদিগের উপর চির-কাল প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন! ইঁহার পতি নাই। ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে কাননে বিচরণ করিতেছেন।

স্ত্রীদিগের সেই স্পষ্টাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ আবর্ত্তনী নাম্নী বিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলেন; এবং তদ্দ্বারা ইল রাজার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই শৈলে অবস্থিতি করিবে; অত-এব এই শৈলে সত্বর স্ব স্ব আবাসস্থান নির্ম্মাণ কর। আমি তোমাদিগকে নিয়ত মূল পত্র ও ফলাহার প্রদান করিব। স্ত্রীগণ! তোমরা কিম্পুরুষ নামে স্বামীও লাভ করিবে।

বুধের বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত নারী কিম্পুরুষী হইল; এবং ঐ পর্ব্বতে বসতি করিল। এই রূপে বহুতর কিম্পুরুষ বধূর উৎপত্তি হইল।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

কিম্পুরুষোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই রাম-চন্দ্রকে কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা! অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহাযশা রামচন্দ্র পুনর্ব্বার প্রজাপতিনন্দন ইলের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, কিন্নরীগণ সকলেই অপসৃত হইল, দেখিয়া ঋষিসত্তম বুধ হাস্য পূর্ব্বক রূপবতী ইলাকে কহিলেন, সুচারু-বদনে! আমি চন্দ্রের প্রিয়তম পুত্র; সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাসংকৃত সস্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

জনমানবশূন্য স্বজনবিরহিত স্থানে পরম সুন্দরমূর্ত্তি মহাদ্যুতি বুধের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা উত্তর করিলেন, সৌম্য! আমি স্বাধীন; তোমাকে আত্মসমর্পণ করিলাম। সোম-নন্দন! তুমি আমাকে আদেশ এবং যাহা ইচ্ছা হয় কর। চন্দ্র-তাঁহার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত চন্দ্রসঙ্কাশ কামাতুর চন্দ্র-

নন্দন তাহার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রুচিরাননা ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে কামাত্মা বুধের পক্ষে সমগ্র মধুমাস এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিত হইল।

এই রূপে মাস অতীত হইলে পর, ইলা পুনর্ব্বার পূর্ণচন্দ্রবদন প্রজাপতিনন্দন শ্রীমান্ ইল রাজা হইয়া নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন; এবং সরোবর মধ্যে তপশ্চারী ঊর্দ্ধবাহু লম্বিতশিরা সোমনন্দন বুধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে সেই সৈন্য দেখিতে পাইতেছি না; আমার সেই অনুচরবর্গ কোথায় গমন করিল?

লুপ্তজ্ঞান রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ উৎকৃষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করত উত্তর করিলেন, ঘোরতর করকাবর্ষণে তোমার অনুচরবর্গ সকলেই নিহত হইয়াছে; তুমি বাত ও বর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া এই আশ্রম মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিলে। এক্ষণে তোমার আর কোন ভয় নাই; অতএব আশ্বস্ত হও; চিন্তা পরিত্যাগ কর। বীর! ফলমূলাহারী হইয়া এই স্থানেই যথাসুখে বাস কর। মহামতি রাজা ইল এই বাক্যে আশ্বাস লাভ করত অনুচরনিধনজন্য কাতর হইয়া সাধুবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আমার রাজত্ব পরিত্যাগ করিব। অনুচরবর্গবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও রাজত্ব করিতে পারিব না; আপনি আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি করুন। ব্রহ্মন! আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহাযশা শশবিন্দু রাজা হইবে; ভগবন! আমি দেশস্থিত ভৃত্যদারাদি পরিত্যাগ করিয়া এস্থানেও বাস করিতে পারিব না; অতএব হে মহাতেজস্বিন্! আপনি আমাকে কোনরূপ অপ্রিয় আদেশ করিবেন না।

রাজেন্দ্র ইলের এই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই স্থানেই বাস কর। হে মহা-

বল কর্দ্দমনন্দন! দুঃখ করিও না। তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাস করিলে পর আমি তোমার মঙ্গল করিব।

অক্লিষ্টকর্ম্মা বুধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইল রাজার ঐ স্থানেই বাস করা মত হইল। ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি এক মাস স্ত্রী হইয়া দিবানিশ ইলের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন; আবার এক মাস পুরুষ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলেন।

অনন্তর নবম মাস উপস্থিত হইলে, চারুনিতম্বিনী ইলা বুধের ঔরসে পুরূরবা নামে মহাতেজস্বী পুত্র প্রসব এবং জাত-মাত্র ঐ বুধের সমান মহাবল পুত্রকে উহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর বৎসরান্তে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ হইলে, বুধ বিবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র পুরূরবার সেই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করিলে পর, মহাযশা ভরত ও লক্ষ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ! ইলা সংবৎসর কাল সোমপুত্রের সহবাস করিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন, বলুন।

তাঁহাদিগের সেই মাধুর্য্যসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়ারাম পুনর্ব্বার কর্দ্দমনন্দন ইলের কথা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, শূর ইল পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে পর তত্ত্বদর্শী বাক্যবিশারদ মহাযশা পরমবুদ্ধিমান বুধ পরমোদার সংবর্ত্ত, ভৃগুপুত্র চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন, মোদকর ও দুর্ব্বাসা, এই ধীরবুদ্ধি সুহৃদ্দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কর্দ্দমের পুত্র এই মহাবাহু ইলের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, আপনারা অবগত আছেন, এক্ষণে তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

অনন্তর সেই সকল মহাত্মা তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে মহাতেজা কর্দ্দম ঐ আশ্রমে আগমন করিলেন। পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার ও মহাতেজা ওঁকারও তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমাগমে আনন্দিত হইয়া তাঁহারা সকলে বাহ্লিপতির হিতসাধনার্থ পৃথক্ পৃথক্ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম পুত্রের সুমহৎ হিতসাধনের জন্য কহিলেন, দ্বিজগণ! রাজা ইলের যাহাতে মঙ্গল হইবে, আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। এ বিষয়ে দেব বৃষভধ্বজ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। এক অশ্বমেধ ভিন্নও সেই মহাত্মার প্রিয় যজ্ঞ আর নাই। অতএব আসুন, আমরা রাজার জন্য সুদুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।

কর্দ্দমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রের আরাধন জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই সকলেরই মত হইল। অনন্তর সংবর্ত্তের শিষ্য পরপুরঞ্জয় রাজর্ষি মরুত্ত ঐ যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিলেন। তাহার পর বুধের আশ্রমসমীপে ঐ সুমহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল, তাহাতে মহাযশা রুদ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে পর, উমাপতি তুষ্ট হইয়া পরমানন্দসহকারে ইলের সমক্ষেই দ্বিজগণকে কহিলেন, দ্বিজসত্তমগণ! আমি এই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরম তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে বল, এই বাহ্লীকপতির কি প্রিয় কার্য্য সাধন করিব।

দেবদেব এই কথা কহিলে পর, ব্রাহ্মণগণ অতীব ভক্তি সহকারে তাঁহার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজা ইল যেন পুরুষ হন। অনন্তর মহাতেজা মহাদেব প্রীত হইয়া ইলকে পুনর্ব্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং মহাদেব অন্তর্হিত হইলে পর দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণগণ, যিনি যথা হইতে আসিয়াছিলেন, তিনি তথায় প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লীকদেশ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অনুত্তম যশস্কর নগর নির্ম্মাণ করাইয়া বসতি করিলেন। পরপুরঞ্জয় কুমার শশবিন্দু বাহ্লীকদেশের রাজা হইলেন। প্রজাপতিনন্দন মহাবল ইল নূতন নগরে বসতি করিয়া অবশেষে অনুত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র পুরূরবা ঐ নগর প্রাপ্ত হইলেন।

পুরুষর্ষভ লক্ষ্মণ! অশ্বমেধযজ্ঞের এতাদৃশ প্রভাব; রাজা ইল একবার স্ত্রী হইয়াও, ইহারই প্রভাবে পুনর্ব্বার অতিদুর্লভ পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

চতুরধিকশততম সর্গ।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র উভয় ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া, পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য কহিলেন, লক্ষ্মণ! অশ্বমেধপ্রয়োগসমর্থ দ্বিজপ্রবর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপকে আনয়ন করিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক অতি সাবধানে লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব পরিত্যাগ করিব।

ত্বরিতবিক্রমশালী লক্ষ্মণ রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগের সকলকেই আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই রাম পাদ বন্দন করিলেন, তাঁহারাও সেই সুদুরাধর্ষ দেবসংকাশ রঘুনন্দনকে দর্শন করিয়া জয়াশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে ধর্ম্মসঙ্গত প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বৃষভকেতনকে নমস্কার পূর্ব্বক সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অশ্বমেধসংপৃক্ত অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। এবং তাঁহারা ঐ কার্য্য করিতে স্বীকার আছেন, জানিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! মহাত্মা সুগ্রীবের নিকট সত্বর লোক

প্রেরণ কর; এবং বলিয়া দাও, তুমি তোমার অধীনস্থ মহাবল বানর ও ঋক্ষগণ সমভিব্যাহারে উৎসব উপভোগ করিবার নিমিত্ত আগমন করিবে, তোমার মঙ্গল হউক। অতুলবিক্রম বিভীষণও যাহাতে বহুতর কামগামী রাক্ষসগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন, তাহা কর। আমার প্রিয়চিকীর্ষু মহাভাগ রাজগণও যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আগমন করুন। লক্ষ্মণ! দেশান্তরনিবাসী হিতৈষী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকেও তুমি অশ্বমেধদর্শনার্থ সাবধানে নিমন্ত্রণ কর। মহাবাহো! তপোধন ঋষিদিগকে এবং দেশান্তরবাসী সদাচার ব্রাহ্মণদিগকেও আহ্বান কর। তালাবচর এবং নটনর্ত্তকদিগকেও নিমন্ত্রণ কর। গোমতীর তীরে নৈমিষবনে সুবিস্তৃত যজ্ঞক্ষেত্র নির্ম্মাণ করাও। মহাবাহো! ঐ প্রদেশই উৎকৃষ্ট ও পবিত্র। সর্ব্বত্রই বিবিধ শান্তিবিধান হউক। ধর্ম্মজ্ঞ! শত শত লোক নিমন্ত্রণ কর; সকলেই নৈমিষ কাননে মহাযজ্ঞ দর্শন করত হৃষ্ট, পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে। হে মহাবল! অভগ্নতণ্ডুলবাহক লক্ষ পশু, তিল, মুদ্গ, চণক, কুলত্থ, মাষ, লবণ ও তদুপযুক্ত তৈল, ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধদ্রব্য এবং শত কোটি রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া ভরত সর্ব্বাগ্রে গমন করুন। পথে বিপণি স্থাপনার্থ বণিকদল এবং নট, নর্ত্তক, পাচক ও যৌবনশালিনী বহুতর কামিনী ভরতের সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক। এবং অগ্রে অগ্রে সৈন্য সকল গমন করুক। মহাযশা ভরত অতি সাবধানে বালক বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণাদি পৌরজন, ভৃত্যবর্গ ও কোষাধ্যক্ষগণ এবং আমার মাতৃবর্গ ও বধূবর্গ আর যজ্ঞদীক্ষিত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিকৃতি লইয়া অগ্রে গমন করুন।

রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভরত শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে গমন করিয়া অনুচরবর্গ সহিত মহাতেজস্বী পার্থিবগণের জন্য মহামূল্য আবাসস্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

সুগ্রীব সহিত মহাবল বানর ও বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তর রাক্ষস ও বহুস্ত্রীগণপরিবৃত্ত বিভীষণ উগ্র-তপস্বী মহাত্মা ঋষিদিগের পূজা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

ভরতাগ্রজ রাম যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া, সত্বর পাঠাইয়া দিয়া, যজ্ঞের উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসার অশ্ব মোচন করিলেন এবং ঋত্বিগ্‌গণের সহিত লক্ষ্মণকে সেই অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাবাহু কাকুৎস্থ বিপুল সৈন্যসহ নৈমিষে গমন ও পরমাদ্ভুত যজ্ঞবাট দর্শন করিয়া অনুপম প্রহর্ষ লাভ করিলেন এবং কহিলেন, ইহা বাস্তবিকই শ্রীমান্ হইয়াছে। তাঁহার নৈমিষে অবস্থিতি সময়ে সকল রাজাই উপহার আহরণ করিলেন। রাম তাঁহাদের সকলেরই প্রতিপূজা করিলেন। রাজারা রাশি রাশি উপস্কর সহিত অন্ন, পান ও বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত রাজাদের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। সুগ্রীবের সহিত মহাত্মা বানরগণ প্রযত্ন হইয়া, বিপ্রগণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বিভীষণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত মিলিত ও পরম সমাহিত হইয়া, উগ্রতপা ঋষিগণের কিংকর হইলেন। মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাম সানুগ মহাত্মা রাজগণের বাসজন্য মহামূল্য পটভবনাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ সুবিহিত হইয়া, প্রবর্ত্তিত হইল। লক্ষ্মণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। রাজসিংহ রাম এবংবিধ বিধানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রামের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে, যাবৎ যাচকেরা সন্তুষ্ট না হয়, তাবৎ বিশ্বস্ত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে দান কর, এই প্রকার শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই সমুত্থিত হইল না। বাস্তবিকও মহাত্মা রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাচকগণের সন্তোষ

পূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে গুড়নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য ও খাণ্ডব সকল প্রদান করা হইল। ফলতঃ, অর্থিদিগের ওষ্ঠপুট হইতে বাক্যনিঃসরণ না হইতেই, রাক্ষস ও বানরেরা তাহাদিগকে দান করিতে লাগিল, দেখিতে পাওয়া গেল। রামের সেই হৃষ্টপুষ্ট জন সংবৃত যজ্ঞে কেহই মলিন, বা কৃশ রহিল না। তথায় যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনি সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পড়িল না যে, তাদৃশ রাশি রাশি দান পূর্ণ যজ্ঞ কোথাও হইয়াছে কি, না। সেই যজ্ঞে সুবর্ণার্থী সুবর্ণ, বিত্তার্থী বিত্ত ও রত্নার্থী রত্ন লাভ করিল। এই রূপে সকলের সমক্ষে অনবরত রাশি রাশি হিরণ্য, স্বর্ণ, রত্ন ও বস্ত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল। তপোধনগণ বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও ইন্দ্রের বা চন্দ্রের, অথবা যমের, কিংবা বরুণেরও ঈদৃশ যজ্ঞ দর্শন করেন নাই। রাক্ষস ও বানরগণ সর্ব্বত্রই অবস্থান পূর্ব্বক পূর্ণ হস্তে অকাম ব্যক্তিদিগকেও রাশি রাশি ধন ও বস্ত্র দান আরম্ভ করিল।

রাজসিংহ রামের ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত যজ্ঞ, সংবৎসর অতীত হইলেও, বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস পাইল না।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

তাদৃশ পরমাদ্ভুত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ভগবান্ বাল্মীকি মুনি সশিষ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষিসমূহ দিব্যসঙ্কাশ অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া, একান্তে পরমরমণীয় উটজ সকল নির্ম্মাণ এবং অবিদূরে বাল্মীকির সুরুচির বাটমধ্যে ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শোভন শকট সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর বাল্মীকি শিষ্য লব কুশকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে ঋষিগণের পরমপবিত্র আলয়ে, ব্রাহ্মণগণের আবসথে, রথ্যা ও রাজপথে, রাজাদের গৃহে রামভবনের দ্বারদেশে, যজ্ঞস্থলে এবং

ঋত্বিগ্‌গণের সম্মুখে সমাগত হইয়া, সবিশেষ সাবধানে হৃষ্টচিত্তে ও পরমাহ্লাদসহকারে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। আমাদের বাটসমীপস্থ পর্ব্বতাগ্রে এই যে বিবিধ সাধুফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্ত আস্বাদন করিয়া, তোমরা রামায়ণ গান কর। ঐ সকল সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিলে, তোমরা কখনও শ্রান্ত ও রাগভ্রষ্ট হইবে না। মহীপতি রাম শ্রবণার্থ যদি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে, তোমরা তথায় উপবিষ্ট ঋষিগণের সমক্ষে যথাযোগে গান করিবে। পূর্ব্বে আমি বহুসংখ্য শ্লোক সহকারে রামায়ণ মধ্যে যে সকল সর্গ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তোমরা তন্মধ্যে বিংশতি সর্গ দিবাভাগে মধুর বাক্যে গান করিবে। ধনকামনায় স্বল্পমাত্র লোভ করিও না। সর্ব্বদা-ফলমূলাশী আশ্রমবাসীগণের ধনে প্রয়োজন কি? রাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র। তাহা হইলে, তাঁহাকে এই-মাত্র বলিবে, আমরা দুই জনে বাল্মীকির শিষ্য। বৎস কুশী-লব! বিগতজ্বর হইয়া, এই কলস্বনা বীণা যোগে অপূর্ব্বদর্শন স্থানমূর্চ্ছনাসহকারে সুমধুর গান করিবে। রাজাকে অবজ্ঞা না করিয়া, প্রণাম পূর্ব্বক সংক্ষেপে আরম্ভ করিয়া, গানে প্রবৃত্ত হইবে। যেহেতু, রাজা ধর্ম্মতঃ সর্ব্বভূতের পিতা। অতএব উভয়ে সমাহিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে আগামী কল্য প্রভাতে তন্ত্রীলয়-সহকারে সুস্বরে গান করিবে। প্রচেতার পুত্র মহামুনি পরমো-দার বাল্মীকি এইরূপ বহুরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, তূষ্ণীম্ভাব অব-লম্বন করিলেন। শত্রুদমন জানকীনন্দন লবকুশ মুনি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তাহাই করিব, বলিয়া, বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন! অশ্বিনীকুমারেরা যেমন ভার্গবনীতিসংহিতা, সেই কুমারযুগল তেমনি বাল্মীকির অদ্ভুত আদেশ বাক্য হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া, সমুৎসুকচিত্তে সুখে রাত্রি বাস করিলেন।

সপ্তোত্তর শততম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, লব কুশ উভয়ে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া, ঋষির আদেশানুরূপে তথায় গান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাম তাঁহাদের গীতি শুনিতে লাগিলেন। ঐ গীতি গায়কগণের গান সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত, অশ্রুতপূর্ব্ব, ষড়জাদি স্বরবিশিষ্ট, দানধর্ম্মে অলংকৃত, উত্তমধ্বনিবিলম্বিত বৃত্তি পরম্পরায় বদ্ধ এবং তন্ত্রীলয়-সমন্বিত। রাম বালকদিগের এবংবিধ গান শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা রাম আরব্ধ কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া, মহামুনি বাল্মীকি, নরপতিগণ, পণ্ডিতগণ, নৈগমগণ, পৌরাণিকগণ, শাব্দিকগণ, বৃদ্ধগণ, স্বরলক্ষণজ্ঞগণ, রামায়ণ-শ্রবণোৎসুক দ্বিজসত্তমগণ, সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞগণ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ-গণ, পুরবাসীগণ, গুরুলঘুপ্রয়োগসমাসসম্বন্ধের অভিজ্ঞগণ, ছন্দ-শাস্ত্রবিশারদগণ, কলামাত্রবিশেষজ্ঞগণ, জ্যোতিষশাস্ত্রের পারগ-গণ, ক্রিয়া ও কল্পবিদ্‌গণ, কার্য্যবিশারদগণ, কেবল ব্যবসায়-কালে যুক্তিপ্রয়োগে সমর্থ ব্যক্তিগণ, বহুশ্রুত তার্কিকগণ, ছন্দো-বিদ্‌গণ, পুরাণজ্ঞগণ, বৈদিকদ্বিজসত্তমগণ, বৃত্তজ্ঞ ও কল্পসূত্রজ্ঞগণ, এবং নৃত্যগীতবিশারদগণ, এই সকলকে আহ্বান করিয়া, গান-কর্ত্তা কুশীলবকে সাদরে সভামধ্যে গান করিবার জন্য সন্নি-বেশিত করিলেন। শ্রোতৃগণ তথায় উপবেশন করিয়া, পর-স্পর কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দুই মুনিদারক সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের গান যেমন অলৌকিক, তেমনি মাধুর্য্যসম্পন্ন। শ্রোতারা শুনিয়া কোন মতেই তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না। মহৌজা মুনিগণ ও নরপতিগণ সকলেই হৃষ্ট হইয়া, চক্ষু দ্বারা যেন পান করিয়া বারংবার তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। এবং পর-

স্পর সমাহিত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিম্ব হইতে সমুত্থিত বিম্বের ন্যায়, ইহারা দুই জনে রামের সদৃশ। ইহারা যদি জটিল ও বল্কলধারী না হইত, তাহা হইলে, রামের সহিত ইহাদের ভিন্নভাব লক্ষিত হইত না।

পৌর ও জানপদগণ এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, কুশ ও লব নারদদর্শিত প্রথমসর্গ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া অপরাহ্ন সময়ে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, কাকুৎস্থ! শীঘ্র এই দুই মহাত্মাকে অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ প্রদান কর। এবং অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, তাহাও দাও। তখন লক্ষ্মণ বিলম্ব না করিয়া, সেই বালক দুই জনকে পৃথক্ পৃথক্ সুবর্ণ দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই মহাত্মারা উহা গ্রহণ না করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, ইহাতে আমাদের প্রয়োজন কি? আমরা বনবাসী, বনের ফল মূলেই আহার সম্পাদন করি। অতএব অরণ্য মধ্যে সুবর্ণ লইয়া কি করিব?

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়, রামও শ্রোতৃবর্গ সকলেই সাতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন! অনন্তর, কিরূপে এই কাব্যের উৎপত্তি হইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া মহামতি রাম সেই দুই মুনিদারককে জিজ্ঞাসিলেন; এই কাব্যের প্রমাণ কি? যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিবাস বা অবস্থিতি কোথায়? এই মহাকাব্যের কর্ত্তা কে? কাব্যকর্ত্তা সেই মুনিপুঙ্গব কোথায় থাকেন?

রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দুই মুনিদারক কহিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি এই কাব্যে আপনার অশেষ চরিত্র সম্যক্রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং সংপ্রতি আপনার যজ্ঞে সমাগত হইয়া, সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তপস্বী বাল্মীকি একশত

উপাখ্যান সমেত চতুর্বিংশৎ সহস্র শ্লোকে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। রাজন্! সেই মহামতি আমাদের গুরু। তিনি আদি প্রভৃতি পঞ্চশত সর্গসমন্বিত সপ্তকাণ্ডে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনি যাবজ্জীবন যে সকল শুভাশুভ কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে। রাজন্! মহারথ! যদি সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, অবসরসময়ে অনুজগণের সহিত সুখী হইয়া, শ্রবণ করুন। রাম তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। তাঁহারাও পরম হর্ষিত হইয়া, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি যেখানে, তথায় গমন করিলেন। তখন রাম মহামতি মুনিগণ ও নরপতিগণের সহিত সেই গীতিমাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, কর্ম্মশালায় সমাগত হইলেন। তিনি কুশীলব কর্ত্তৃক গীয়মান রামায়ণ শ্রবণ করিলেন। উহা তানলয়সম্পন্ন, মূর্চ্ছনান্বিত, স্বরশব্দযুক্ত, এবং তন্ত্রীলয় ও ব্যঞ্জনযোগবিশিষ্ট।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ।

রাম মুনিগণ, রাজগণ বা নরগণের সহিত বহুদিন সেই পরম সুন্দর গীত শ্রবণ করিলেন। সেই প্রবন্ধে কুশীলবকে সীতার পুত্র জানিয়া, জানকীকে উদ্দেশ করিয়া, সভামধ্যে কহিলেন, শুদ্ধ সমাচার দূতদিগকে আত্মমনীষায় আহ্বান করিয়া, ভগবান্ বাল্মীকির নিকট পাঠাইয়া দাও। তাহারা গিয়া আমার এই কথা বলুক, জানকী যদি তপোবনে বাস করিয়া, শুদ্ধচারিণী বা নিষ্পাপা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, মহর্ষির অনুমতি লইয়া, আত্মশুদ্ধি বিধান করুন। এ বিষয়ে ঋষির অভিপ্রায় কি এবং প্রত্যয়দানে অভিলাষিণী সীতার প্রত্যয় দান যদি মনোগত হয়, দূতগণ তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আসিয়া আমার নিকট বলুক। জনকদুহিতা মৈথিলী

আগামী কল্য প্রাতে সভামধ্যে আমার ও নিজের শুদ্ধিজন্য শপথ করুন।

দূতগণ রামের এই পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির নিকটে গমন এবং জ্বলনশীল অমিতপ্রভ মহামতিকে প্রণাম করিয়া, রামের মৃদুমধুর বাক্য সকল নিবেদন করিল। সুমহাতেজা ঋষি দূতগণের কথা শ্রবণ ও রামের মনোগত জ্ঞান-গম্য করিয়া, কহিলেন, রাম যাহা বলিতেছেন, তাহাই হইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা। সুতরাং সীতা তাঁহারই কথামত কার্য্য করিবেন।

মহর্ষি এই প্রকার কহিলে, পরমপ্রভাব দূতগণ সকলে রামের গোচরে সমাগত হইয়া, মুনিভাষিত সমস্ত নিবেদন করিল। মহামতি বাল্মীকির ঐ কথা শুনিয়া রামের অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তিনি তথায় সমবেত সমস্ত ঋষি ও রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ সশিষ্যে ও রাজারা অনুচর সহিত এবং অন্যান্য যাঁহারা এ বিষয় দেখিতে উৎসুক, তাঁহারা সকলে সীতার শপথ দর্শন করুন!

মহামতি রাঘবের এই কথা শুনিয়া, প্রধান প্রধান ঋষিগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন। মহামতি রাজারা এই বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে নর-শ্রেষ্ঠ! ইহা আপনাতেই শোভা পায়, অন্যে নহে।

অনন্তর, আগামী কল্য সীতা শপথ করিবেন, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, শত্রুদমন রঘুনন্দন সকলকে বিদায় দিলেন। তিনি মহানুভাব, মহামতি ও সমুদায় রাজার প্রধান। আগামী কল্য সীতা পরীক্ষা দিবেন, সবিশেষ বিচারণাসহকারে এই প্রকার অবধারণানন্তর তিনি সমস্ত রাজা ও ঋষিদিগকে বিসর্জ্জন করিলেন।

নবাধিকশততম সর্গ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজা রাম যজ্ঞবাটে গমন করিয়া সমস্ত ঋষিকে আহ্বান করিলে, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, দুর্ব্বাসা, মহাতপা পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌদ্গল্য, গার্গ্য, চ্যবন, ধর্ম্মবিৎ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র বসুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত, মহাযশা গৌতম, ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্য সংশিতব্রত মুনিগণ সকলে, তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সীতার শপথ দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষস ও মহাবল বানরগণও কৌতূহলপ্রযুক্ত আগমন করিল। তদ্ভিন্ন, সহস্র সহস্র ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র এবং নানাদেশাগত সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণ সীতার শপথ সন্দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া, পাষাণবৎ অচল হইয়া রহিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, মুনিবর বাল্মীকি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বর তথায় পদার্পণ করিলেন। সীতা অধোমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পাকুল লোচনে একমাত্র রামের ধ্যান করিতে করিতে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতির ন্যায়, সীতাকে বাল্মীকির পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইল। অনন্তর সকলে হলহলা শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই শোকে ব্যাকুলহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ রামের, কেহ সীতার এবং অন্যান্যেরা উভয়েরই সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সীতাসমভিব্যাহারী মহর্ষি বাল্মীকি সেই বিপুল জনতার মধ্যে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি দাশরথে! এই সীতা সুব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী; অপবাদহেতু ইঁহাকে আমার আশ্রমসমীপে ত্যাগ করা হইয়াছিল। অয়ি মহাব্রত রাম! তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়াছ। সীতা

তোমায় প্রত্যয় প্রদান করিবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এবিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ যমজযুগল জানকীর পুত্র আমি ইহা সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র। কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, মনে হয় না। অতএব সত্য জানিও, ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহুসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছি। যদি এই মৈথিলীর কোন দোষ থাকে; তাহা হইলে, আমি যেন সেই তপস্যার কোন ফললাভ করিতে না পারি। আমি পূর্ব্বে কখনও কায়, মন বা বাক্য দ্বারা পাপ করি নাই। মৈথিলীর যদি পাপ না থাকে, তাহা হইলে, আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত হই। হে রঘুনন্দন! পঞ্চভূত ও মন সকল বিষয়েই শুদ্ধা জানিয়া বননির্ঝরে পতিতা সীতাকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। সর্ব্বথা পাপহীনা শুদ্ধচারিণী পতিদেবতা এই সীতা তোমাকে প্রত্যয় প্রদান করিবেন। যেহেতু তুমি লোকাপবাদে ভীত হইয়াছ। হে নরবরনন্দন! তোমার মন লোকাপবাদভয়ে কলুষীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য দিব্যজ্ঞানবলে সীতাকে শুদ্ধা জানিয়াও, পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দিব্যজ্ঞানবলে ইঁহার বিশুদ্ধচরিত্র বিদিত হইয়া, তোমারে প্রদান করিলাম।

দশাধিকশততম সর্গ।

মহর্ষি বাল্মীকি এই প্রকার কহিলে, রাম দেববর্ণিনী জনকনন্দিনীকে তথায় দর্শন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি ধর্ম্মবিৎ। যদিও আপনার বাক্যমাত্রেই জানকীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তথাপি হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই হইবে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিত্রের পরীক্ষা প্রদান করুন। আপনার

কথা সকল সর্ব্বতোভাবে পাপসম্পর্কপরিশূন্য। বৈদেহী পূর্ব্বে লঙ্কানগরে সুরগণসান্নিধ্যে প্রত্যয় প্রদান ও শপথবিধান করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করান হইয়াছিল। যে জন্য জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ অতিশয় প্রবল। ব্রহ্মন্! জানকীর কোন পাপ নাই, জানিলেও, এই লোকভয়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিতে হইবে। এই যমজ কুশীলব আমার পুত্র, ইহা আমার বিদিত আছে। তথাপি জানকী সভাসমক্ষে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলে,আমার প্রীতিভাজন হইবেন।

সুরসত্তমগণ রামের অভিপ্রায় জানিয়া, সকলে সীতার সেই শপথ উপলক্ষে সমাগত হইলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ সকলে ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া, তথায় আগমন করিলেন। এতদ্ভিন্ন, নাগগণ, সুপর্ণগণ ও সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইলেন। রাম দেবতা ও ঋষিদিগকে সমবেত দর্শন করিয়া, পুনরায় বাল্মীকিকে বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! ঋষিদিগের কথা সকল পাপলেশ পরিশূন্য। অতএব আপনার কথামাত্রেই সীতাকে শুদ্ধাচারিণী বলিয়া আমার হৃৎপ্রতীত হইয়াছে। তথাপি, সকলে সীতার শপথদর্শনে সমাদৃত হইয়া, আগমন করিয়াছেন। অতএব জানকী ইঁহাদের সকলের সমক্ষে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলেই, আমার প্রীতিলাভ করিবেন। এই কথা বলিবার পরক্ষণেই সকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী দিব্যগন্ধ মনোরম সুশীতল সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই সমবেত সমস্ত লোকের আহ্লাদ সমুৎপাদন করিল। সমস্ত রাজ্য হইতে সমাগত মানবগণ সমাহিত হইয়া, এই অতীব আশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সত্যযুগে যেমন এই প্রকার দিব্য বায়ু প্রবাহিত হইত, ত্রেতাতেও তদ্রূপ প্রবাহিত হইল। ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর কাষায়বাসিনী জনকনন্দিনী সকলকে সমাগত দর্শন পূর্ব্বক অধোদৃষ্টি ও অধোমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি রামভিন্ন অন্য পুরুষকে মনেও ভাবি না। এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে রামের বিশিষ্টরূপ অর্চ্চনা করি। এই সত্য-বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না; এই যে সত্য বলিলাম, ইহার বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন।

সীতা এইপ্রকার শপথ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রাদুর্ভূত হইল। ভূতল হইতে অত্যুৎকৃষ্ট দিব্য সিংহা-সন উত্থিত হইল। দিব্যদেহ দিব্যরত্নবিভূষিত অমিতবিক্রম নাগগণ মস্তক দ্বারা ঐ দিব্য সিংহাসন ধারণ করিয়া আছে। ভগবতী বসুন্ধরা প্রসারিত ভুজযুগলে মৈথিলীকে গ্রহণ করিয়া, অভিনন্দন পূর্ব্বক সেই আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। তাঁহাকে আসনস্থা হইয়া, ভূবিবরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দিব্যপুষ্পবৃষ্টি অবিচ্ছেদে পতিতা হইয়া, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবগণ তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, সীতে! তোমার এই প্রকার চরিত্র, সাধুসাধু। সুরগণ অন্তরীক্ষে আসিয়া, সীতার পাতালপ্রবেশ দর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ঐ রূপ বহুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞবাটস্থ ঋষিগণ, নরপতিগণ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মনুষ্যগণও সকলেই বারংবার বিস্ময় প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত চেতনাচেতন প্রাণিগণ সকলেই সীতার এই কলঙ্ক ক্ষালনে বিপুল হর্ষ লাভ করিল। কেহ হর্ষভরে উচ্চৈঃশব্দ করিতে লাগিল; কেহ ধ্যানপরায়ণ হইল, এবং কেহ রাম ও কেহ বা সীতাকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে সীতার পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, মুনিপ্রভৃতি সকলেই হর্ষান্বিত হইলেন। তাহাতে পরস্পরের

সম্বন্ধবর্দ্ধন হওয়াতে, সমস্ত জগৎ মুহূর্ত্তকাল সমরূপে নিতান্ত মোহিত হইয়াছিল।

একাদশোত্তরশততম সর্গ।

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে সমস্ত বানরমণ্ডল ও ঋষিগণ রামের সান্নিধ্যে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রাম নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে, অধোবদনে ও ক্ষুণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন। এবং বাষ্পভার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া, ক্রোধে শোকসমাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, অভূতপূর্ব্ব শোক আমার মন স্পর্শ করিতে উপস্থিত হইয়াছে। দেখ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জানকী আমার সমক্ষেই অন্তর্হিতা হইলেন। পূর্ব্বে জানকী মহোদধির পারে লঙ্কাপুরে অদর্শন প্রাপ্ত হইলে, আমি যখন তাঁহাকে তথা হইতেও আনিয়াছি, তখন পাতালের কথা আর কি বলিব? অয়ি দেবি বসুধে! তুমি আমার সীতাকে ফিরিয়া দাও, নতুবা, আমি রোষ প্রদর্শন করিব; তাহা হইলেই তুমি আমায় জানিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয়ই আমার শ্বশ্রূ। কেননা, রাজা জনক পূর্ব্বে ফালহস্তে কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে তোমার নিকট প্রাপ্ত হয়েন। অতএব তুমি, হয়, সীতাকে নির্যাতিত কর, না হয়, আমাকেও বিবর প্রদান কর। পাতালে বা স্বর্গে যেখানেই হউক, আমি সীতার সহিত বাস করিতে অভিলাষী। অতএব তুমি সীতাকে আনিয়া দাও। আমি তাঁহার জন্য জ্ঞানশূন্য হইয়াছি! তুমি যদি যথারূপা সীতাকে না দাও, তাহা হইলে, আমি পর্ব্বত ও বনের সহিত ত্বদীয় সমগ্রস্থিতি ব্যথিত ও তুমি বিনাশ করিব। সমস্ত জল হউক।

রাম ক্রোধ ও শোকের বশবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকার বলিতে

লাগিলে, ব্রহ্মা সুরগণের সহিত তাঁহাকে কহিলেন, ভাই সুব্রত রাম! তোমার সন্তাপ রাখা উচিত হয় না। হে অমিত্রকর্ষণ! আপনার পূর্ব্বস্বভাব ও মন্ত্রণা স্মরণ কর। হে মহাবাহো! আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি না। কিন্তু হে দুর্দ্ধর্ষ! ইহাই বলিতেছি, তুমি এই সময়ে আপনার বৈষ্ণব জন্ম স্মরণ কর। সীতা স্বভাবত দোষসম্পর্কপরিশূন্যা, সাধ্বী ও ত্বদীয় প্রকৃতিপ্রাপ্তিসমুৎসুকাই। তিনি ভবদীয় আশ্রয়রূপ তপোবলে সুখময় নাগলোকে গমন করিয়াছেন। পুনরায় স্বর্গে তোমার হিত মিলিত হইবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই সভামধ্যে যাহা বলিতেছি, অবধান কর। তোমারই চরিতপূর্ণ এই কাব্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরম রমণীয়। রাম! লোকে এই বাক্য বিস্তার পূর্ব্বক সমস্ত ব্যাখ্যা করিবে, সন্দেহ নাই। বীর! তুমি আবধি যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং সীতার পাতালপ্রবেশের পর ভবিষ্যতে যাহা করিবে, তৎসমস্ত বাল্মীকি নিবদ্ধ করিয়াছেন। রাম! এই আদিকাব্য রামায়ণ তোমারই চরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমাব্যতিরেকে আর কেহই এই কাব্যের যশোভাগী হইবার উপযুক্ত হইতে পারে না। হে কাকুৎস্থ! তুমি শেষ ভবিষ্য কাব্য রামায়ণ শ্রবণ কর। হে মহাযশা! উত্তরকাণ্ড নামে এই কাব্যের যে শেষ অংশ আছে, হে মহাতেজা! তুমি ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর। হে রঘুনন্দন! তুমি রাজর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ। তুমিই কেবল এই উৎকৃষ্ট শেষাংশ শ্রবণ করিতে পার। অন্য ব্যক্তির ইহা শুনিবার কোনপ্রকার অধিকার নাই। এই বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর দেব ব্রহ্মা সবান্ধব দেবগণের সহিত ত্রিদিবে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মলোকনিবাসী যে সকল মহাত্মা ও মহাতেজা ঋষি সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উত্তরকাণ্ডে রামের ভবিষ্যচরিত শ্রবণমানসে পিতামহের আদেশে তথায় রহিয়া গেলেন।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম দেবেদ পিতামহের কথিত শুভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাল্মীকিকে কহিলেন, ভগবন্! ব্রহ্ম-লোকবাসী ঋষিগণ আমার ভবিষ্যচরিত শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আগামী কল্য উহা আরম্ভ করিয়া দিন। এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক কুশীলবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই সমবেত জনতাকে বিদায় দিয়া, তিনি কর্ম্মশালায় গমন এবং সীতার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে, মহামুনিদিগকে আনয়ন করিয়া, রাম পুত্রদিগকে কহিলেন, অবিশঙ্কিত হৃদয়ে গান কর। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ সকলে সমুপবিষ্ট হইলে, কুশীলব উত্তর কাণ্ডের ভবিষ্যদংশ গান করিতে লাগিলেন।

সীতা স্বীয় সত্যপ্রভাবে পাতালপ্রবেশ করিলে, রাম যজ্ঞাবসানে পরম দুর্ম্মনা হইলেন। জানকী দৃষ্টিপথ পরিহার করাতে সমস্ত সংসার তাঁহার শূন্য বোধ হইল। এবং শোকে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে, তাঁহার মানসিক শান্তি দূর হইয়া গেল। অনন্তর রাজীবলোচন রাম সমস্ত রাজা, রাক্ষস ঋক্ষ, বানর ও বিপ্রমুখ্যদিগের সকলকে ধনদান পূর্ব্বক বিদায় দান করিয়া, সীতামাত্র ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সীতার পর আর তিনি ভার্য্যা পরিগ্রহ করিলেন না। তিনি পত্নীর জন্য সুবর্ণের জানকী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তিনি দশ সহস্র বৎসর ভূরি ভূরি হয়মেধ, বহু সুবর্ণ দশগুণ বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, গোসব এবং অন্যান্য আপ্তদক্ষিণ মহাধন ক্রতু সকলের অনুষ্ঠানে যাপন করিলেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্মে

প্রযত্নমান থাকিয়া, উল্লিখিতরূপে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইল।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং রাজা সকল তাঁহার শাসনে থাকিয়া, অনুদিন তাঁহার অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। পর্জন্য কালে বর্ষণ করাতে রাজ্যময় সুভিক্ষ হইল। দিক্‌ সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পুর ও জনপদমাত্রেই হৃষ্টপুষ্টজনভূয়িষ্ঠ হইল। কেহ আর অকালে মরে না, কাহার আর রোগ হয় না। ফলতঃ, তিনি রাজ্যশাসন প্রবৃত্ত হইলে, সকল অনর্থ দূর হইয়া গেল।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, যশস্বিনী রামজননী পুত্র-পৌত্রপরিবৃত হইয়া, কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। কৈকয়ীও বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন ও স্বর্গে অবস্থিতি করিলেন। সেই মহাভাগা রমণীগণ স্বর্গে রাজা দশরথের সহিত মিলিতা হইয়া, পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করিলেন। রাম তাঁহাদের উদ্দেশে সময় বিশেষে অবিশেষে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীমণ্ডলে মহাদান করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, সেই ধর্ম্মাত্মা রাম পিতৃকর্ম্মোপলক্ষে দেবতা ও পিতৃদিগকে পূজা করিয়া, বহুরত্নবিতরণ ও পরম দুস্তর যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই রূপে তিনি সর্ব্বদা যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবিধ ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিয়া, বহুবর্ষসহস্র সুখে যাপন করিলেন।

ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, কেকয়রাজ যুধাজিৎ স্বীয় গুরু অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে মহাত্মা রামের সকাশে প্রেরণ এবং তৎসঙ্গে অনুত্তম প্রীতি দান স্বরূপ রামকে দশ সহস্র অশ্ব, বহুসংখ্য কম্বল ও রত্ন এবং বিচিত্র উত্তম বস্ত্র ও সুমার্জ্জিত আভরণ সকল প্রদান করিলেন।

মাতুল অশ্বপতির প্রেরিত মহর্ষি গার্গ্য উল্লিখিত মহাধন সহিত আসিয়াছেন, শুনিয়া, ধীমান্ রাম অনুজ সহিত ক্রোশমাত্র তাঁহার প্রত্যুদ্গমন এবং শক্র যেমন বৃহস্পতিকে, তেমনি তাঁহাকে সবিশেষ পূজা করিলেন। এই রূপে তিনি ঋষির পূজা ও সেই সকল ধন গ্রহণ করিয়া, প্রতিপদে মাতুলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাভাগ ঋষি উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির ন্যায়, বাক্যবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। মাতুল কি কথা বলিয়াছেন, যে জন্য আপনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন?

রামের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া, মহর্ষি অদ্ভুতসঙ্কাশ কার্য্যবিস্তর বলিবার উপক্রম করিলেন। কহিলেন, মহাবাহো! ত্বদীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ প্রীতি সংযুক্ত যে কথা বলিয়াছেন, যদি অভিরুচি হইয়া থাকে, শ্রবণ কর। তিনি বলিয়াছেন, সিন্ধু নদীর পার্শ্বে গন্ধর্ব্বগণের যে ফল মূলশোভিত পরমশোভন দেশ আছে, যুদ্ধকোবিদ অস্ত্রধর গন্ধর্ব্বেরা তাহার রক্ষা করে। বীর! ঐ সকল গন্ধর্ব্ব শৈলূষের পুত্র, মহাবল এবং সংখ্যায় তিনকোটি। হে মহাবাহো কাকুৎস্থ! তুমি তাহাদিগকে জয় এবং পরম মনোহর গন্ধর্ব্ব নগর অধিকার করিয়া, তথায় সুন্দরবিধানে সমাহিত স্বীয় পুরে সন্নিবিষ্ট হও। তথায় অন্যের গতি নাই। হে মহাবাহো! আমি তোমায় অহিত বলিতেছি না। অতএব সেই পরমশোভন দেশ তোমার রুচিকর হউক।

রাম মহর্ষির প্রমুখাৎ মাতুলের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতিভরে কহিলেন, আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় প্রীতিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! এই দুই কুমার তথায় বিচরণ করিবেন। ইঁহারা ভরতের আত্মজ। ইঁহাদের নাম তক্ষ ও পুষ্কল। ইঁহারা মাতুল যুধাজিৎ কর্ত্তৃক

সুরক্ষিত হইয়া, বল ও অনুচর সহিত ভরতকে অগ্রে করিয়া, গন্ধর্ব্বনন্দনদিগকে সংহার পূর্ব্বক দুই পুর ভাগ করিয়া লইবেন। অতিধার্ম্মিক ভরত দুই পুর প্রতিষ্ঠিত ও দুই পুত্রকে তথায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, পুনরায় আমার সকাশে আগমন করিবেন। রাম ব্রহ্মর্ষিকে এই প্রকার কহিয়া, সবলানুগ ভরতকে আজ্ঞা প্রদান ও দুই কুমারের অভিবাদন করিলেন।

অনন্তর ভরত সৌম্য নক্ষত্রে গার্গ্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, সসৈন্যে কুমারগণের সহিত বিনির্গত হইলেন। রাঘবের অনুগত ও সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ সেই সেনা, দেবরাজের নিয়োগপরতন্ত্রা দেবসেনার ন্যায়, নগর হইতে এক মাস পর্য্যন্ত বহির্গমন করিল। মাংসাশী প্রাণিগণ ও সুমহাকায় রাক্ষস সকল রুধিরপানপ্রত্যাশায় ভরতের অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র সুদারুণ মাংসভক্ষক ভূতগণ গন্ধর্ব্বপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন, বহু সহস্র খেচর পক্ষী এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণও সৈন্যগণের অগ্রে প্রস্থান করিল।

সেই হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ সেনা পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস যাপন করিয়া, নিরাময় শরীরে কেকয়রাজ্যে সমাগত হইল।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ।

সেনাসমভিব্যাহারে ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া গার্গ ও কেকয়রাজ যুধাজিৎ পরম সন্তুষ্ট এবং মহতী সেনাসমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগকে আক্রমণার্থ সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর লঘুবিক্রমশালী ভরত ও যুধাজিৎ সসৈন্যে ও অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্বদিগের নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভরত উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহাবীর্য্য গন্ধর্ব্বগণ একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ কাল তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল; কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না। চতুর্দ্দিকে রক্তের নদী সকল নরদেহ বহন করিয়া প্রবাহিত হইল। খড়্গ শক্তি ও ধনু ঐ সকল নদীর গ্রাহ।

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের প্রতি সম্বর্ত্ত নামক সুদারুণ কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কালপাশ দ্বারা বদ্ধ ও সংবর্ত্তাস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই তিনকোটি গন্ধর্ব বিনষ্ট হইল। তাদৃশ ঘোর যুদ্ধ যে কখনও হইয়াছিল, দেবতাদিগের তাহা স্মরণ হইল না; নিমেষান্তর মাত্রেই তাবৎ সংখ্যক মহাবল গন্ধর্ব্ব নিহত হইল।

ঐ সমস্ত গন্ধর্ব্ব নিহত হইলে পর, কেকয়ীনন্দন ভরত মনোহর গান্ধার দেশে গন্ধর্ব্বদিগের অঞ্চলে দুইটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন অত্যুৎকৃষ্ট নগর স্থাপন করিলেন; তক্ষশিলায় তক্ষ, আর পুষ্কলাবতে পুষ্কল। উভয় নগরই রাশি রাশি ধনরত্নে পরিপূর্ণ ও বিবিধ কাননে সমাকীর্ণ; বিস্তর গুণবত্তানিবন্ধন উভয়ই যেন পরস্পর বিবাদ করিতেছে। ধর্ম্মসঙ্গত ক্রয় বিক্রয়াদি লোক ব্যবহার দ্বারা উভয় নগরই দেখিতে পরম রমণীয়। উভয়ই উদ্যান ও যান সকলে পরিপূর্ণ; উভয়েরই পথপার্শ্ববর্ত্তী বিপণি সকল পরস্পর সুবিভক্ত। উভয় নগরই উৎকৃষ্ট ম মনোরম। উভয়ই বিস্তর উৎকৃষ্ট গৃহ, সুরুচির প্রাসাদ ও বিস্তর শোভনীয় দেবায়তন এবং তাল, তমাল, তিলক ও বকুলাদি বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত।

রাঘবানুজ কেকয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত পাঁচ বৎসরে ঈদৃশ নগরদ্বয় স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ব্রহ্মাকে বাসবের ন্যায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি মহাত্মা রাঘবকে বন্দনা করিয়া, গন্ধর্ব্বদিগের নিধন ও দুই নগর স্থাপনের কথা যথাবৎ নিবেদন করিলেন; উহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ভরতের প্রতি তুষ্ট হইলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

ভরতের অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলেন। পরে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! তোমার এই দুই কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ধর্ম্মে সুপণ্ডিত এবং রাজ্যরক্ষণবিষয়ে বিলক্ষণ বিক্রমশালী। অতএব আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করিব। সৌম্য! তুমি এরূপ দেশ দেখিবে যে এই দুই ধনুর্দ্ধর তথায় অবাধে বিহার করিতে পারে; এবং যথায় রাজত্ব স্থাপন করিলে, অন্য রাজাদিগকে উৎপীড়ন ও আশ্রম ভঙ্গ করিয়া আমাদিগকে দোষী হইতে না হয়।

রাম এই প্রকার কহিলে, ভরত কহিলেন, কারুপদ দেশ অতি রমণীয় ও আময় শূন্য, ঐ দেশে অঙ্গদের নগরী স্থাপন করুন। আর আময়বিহীন সুচারু চন্দ্রকান্ত দেশ চন্দ্রকেতুর রাজ্য হউক। রামচন্দ্র ভরতের ঐ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন এবং ঐ কারুপদ দেশ আয়ত্ত করিয়া অঙ্গদকে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ দেশে অঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত সুন্দর নগরও নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। মল্ল ভূমিতে মল্ল চন্দ্রকেতুর নিমিত্তও স্বর্গপুরীর ন্যায় মনোহর চন্দ্রকান্ত নামে পুরী নির্ম্মিত হইল।

অনন্তর যুদ্ধে দুরাধর্ষ রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত পরমানন্দিত হইয়া কুমারদ্বয়ের অভিষেক করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ পশ্চিম দিকে ও চন্দ্রকেতু উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের, আর ভরত চন্দ্রকেতুর অনুগামী হইলেন। লক্ষ্মণ অঙ্গদের নগরীতে এক বৎসর থাকিয়া যখন দেখিলেন যে, পুত্র সুদৃঢ়রূপে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন। ভরতও ঐ জন্য কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রামের পাদবন্দন করিলেন। ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়েই রামচরণের অনুগত ছিলেন, কিন্তু অন্যত্র অব-

স্থিতি করিয়া, কালগত হইলেও, পুত্রস্নেহনিবন্ধন কষ্ট অনুভব করিলেন না।

রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ এই রূপে ধর্ম্মপ্রতিপালন পূর্ব্বক দশ সহস্র বৎসর প্রজাপালন করিলেন।

মহাযজ্ঞে আহুতি-প্রাপ্ত সুসমিদ্ধ দীপ্ততেজা অগ্নিত্রয়ের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া তিনজন অযোধ্যানগরে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিহার করিয়া, কাল পরিপূর্ণ হইলে পরম আনন্দিত হইলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

এই রূপে রাম ধর্ম্মপালন করিতে থাকিলে, কিছু কালের পর কাল তাপস রূপ ধারণ পূর্ব্বক রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারস্থিত ধৃতিমান্ লক্ষ্মণকে কহিলেন, আপনি যাইয়া সংবাদ দান করুন, আমি কোন গুরুতর কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি অমিততেজস্বী মহর্ষি অতিবলের দূত, হে মহাবল! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি।

তাপসের বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রি সত্বর যাইয়া রাঘবকে সমস্ত সংবাদ দান করিলেন। কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আপনি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনমাহাত্ম্যে ইহ পর উভয় লোক জয় করুন; তপঃপ্রভায় ভাস্করসঙ্কাশ এক জন দূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সেই সন্দেশহারক মহাতেজস্বী তপস্বীকে সত্বর লইয়া আইস। সৌমিত্রি যে আজ্ঞা বলিয়া, তেজোদ্বারা যেন জলন্ত ও কিরণচ্ছটা দ্বারা যেন দাহকারী তপস্বীকে প্রবেশ করাইলেন। ঋষি তেজঃপ্রভায় প্রদীপ্ত রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, ঋদ্ধিসম্পন্ন হউন। মহাতেজা রাম তাঁহাকে অর্ঘ্যাদি পূজা

প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাযশা মুনি রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া কাঞ্চনময় দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যাঁহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন, বলুন।

রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি কহিলেন, যদি হিতসাধনে আপনার মন থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, এসম্বন্ধে আমরা নির্জ্জনে কথোপকথন করিব। আর যদি মুনিপুঙ্গবের বাক্য প্রতিপালন করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম করুন, যে আমরা যখন দুইজনে কথোপকথন করিব, তখন যে কেহ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সেই আপনার বধ্য হইবে।

তখন রামচন্দ্র, তাহাই হউক্ বলিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো! প্রতিহারকে বিদায় করিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারদেশে অবস্থিতি কর। সৌমিত্রে! আমি ও এই ঋষি, আমরা দুইজনমাত্র নির্জ্জনে পরামর্শ করিব; এই সময় যে কেহ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ বা আমাদিগকে দর্শন করিবে, সেই আমার বধ্য হইবে।

রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া মুনিকে কহিলেন, ঋষি কি বলিয়া দিয়াছেন বলুন। মুনে! আপনার মনের কথা কি, এবং কোন মহাত্মা আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি নিশঙ্কচিত্তে বলুন। আমিও জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

ঋষি কহিলেন, হে রাজন্! হে মহাসত্ত্ব! আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি, শ্রবণ করুন। হে মহাবল! দেব পিতামহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। বীর! আমি আপনার

পুত্র; আপনি পূর্ব্বদেহে আমাকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন; আমি সর্ব্বসংহারক কাল। লোকপতি প্রভু পিতামহ বলিয়াদিয়াছেন, সৌম্য! আপনি ত্রিলোক রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুরাকালে আপনি যখন মায়াবলে সর্ব্ব লোক সংহার করিয়া মহার্ণবগর্ভে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আপনি মহাকায় উদকশায়ী নাগরাজ অনন্তকে সৃষ্টি করিয়া মধু ও কৈটভনামক দুই মহাবল মহাসুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তৎকালে তাহাদিগেরই অস্থি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া, পর্ব্বতসঙ্কুলা এই পৃথিবীর মেদিনী নাম হইয়াছে। আপনি নাভিজাত দিব্যসঙ্কাশ পদ্মে আমাকেও উৎপাদন করিয়া প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন! আমি ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তাহার রক্ষার উপায় না দেখিয়া জগৎপতি আপনারই উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিলাম, আপনিই প্রজাপালন করুন; কারণ আপনিই আমার শক্তিদাতা; সুতরাং দুর্দ্ধর্ষ। অনন্তর আপনি লোকের রক্ষা বিধানার্থ সেই সনাতন দুর্দ্ধর্ষ ভাব হইতে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিলেন, এবং অদিতির বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়া ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, কারণ, কার্য্য উপস্থিত হইলেই আপনি তাঁহাদিগের সহায়তা করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! সেই জন্যই আপনি প্রজাবৃন্দের উচ্ছেদ দর্শন করত রাবণের বিনাশার্থ অভিলাষী হইয়া মানুষলোকে উৎপন্ন হইতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং আপনিই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে অবস্থিতি করিবেন। তদনন্তর আপনি মানস পুত্র হইয়া মানুষকুলে উৎপন্ন হইলেন। এক্ষণে আপনার পরমায়ু পূর্ণ হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞাপনার্থ আপনার নিকট উপস্থিত হইবার এই উপযুক্ত সময়। অথবা মহারাজ! যদি আপনার আরও কিছুকাল প্রজাপালন করিবার ইচ্ছা থাকে,

তাহা হইলে আপনি মনুষ্যলোকেই অবস্থিতি করুন। আর যদি সুরলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া বিষ্ণুরূপে দেবতাদিগকে সনাথ করুন। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন। বীর। পিতামহ আপনাকে এই কথা কহিয়াছেন।

সর্ব্বসংহারক কালের মুখে পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হাস্য করত কহিলেন, পিতামহের এই অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিল। তাত! তোমার আগমনেও আমি আহ্লাদিত হইলাম। ত্রিলোকেরই হিতের জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। আমি যথা হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিব। আমিও ইহাই মনে করিতেছিলাম, তুমিও আগমন করিয়াছ। অতএব আর আমার দ্বিধা নাই। সর্ব্বসংহারক! দেবগণ আমার বশবর্ত্তী; অতএব আমাকে তাঁহাদের সর্ব্ব কার্য্যেই থাকিতে হইবে। পিতামহ যথাকথাই কহিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও কাল এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঋষিসত্তম ভগবান দুর্ব্বাসা রামদর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং সমীপবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! শীঘ্র আমাকে রামদর্শন করাও, আমার কার্য্যের সময় অপবাহিত হইতেছে, অতএব অগ্রে দর্শন করাও।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া শত্রুনিহন্তা লক্ষ্মণ অভিবাদন পূর্ব্বক সেই মহাত্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য্য আছে বলুন। আপনার উদ্দেশ্য কি? কি করিতে হইবে আমাকেই আদেশ করুন। রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, অতএব আপনি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করুন।

এই কথা শুনিয়া ঋষিশার্দ্দূল দুর্ব্বাসা ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া চক্ষুর্দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি এখনই যাইয়া রামকে বল যে আমি আগমন করিয়াছি, নতুবা তোমাকে, রামকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকেও শাপ দিব; রাজ্য এবং নগরের উপরও অভিসম্পাত করিব। আর আমি অধিক ক্ষণ হৃদিস্থিত কোপ নিবারণ করিতে পারিতেছি না।

ঋষির এই নিদারুণ ভয়ংকর নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন যে, সকলের বিনাশ অপেক্ষা আমার একেরই মরণ হউক। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রামের নিকট যাইয়া সংবাদ প্রদান করিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত রাম কালকে বিদায় দিয়া সত্বর বহির্গমন পূর্ব্বক অত্রিনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহামতিকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রয়োজন কি?

রাঘবের বাক্য শুনিয়া মুনিপ্রবর মহাতেজা দুর্ব্বাসা কহিলেন, ধর্ম্মবৎসল! শ্রবণ কর। আমি সহস্র বৎসর উপবাসব্রত ধারণ করিয়াছিলাম, আজ আমার সেই ব্রত সংপূর্ণ হইল; অতএব তুমি আমাকে যথাসম্ভব ভোজন প্রদান কর।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক রাজা রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়া মুনিকে যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন। ঋষিসত্তম সেই অমৃতোপম স্বাদু অন্ন আহার করত, রাম! সাধু, বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর কালের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম অতীব দুঃখিত হইলেন। সেই নিদারুণ ভীষণ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া কাতরচিত্তে অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাযশা রঘুনন্দন কালের বাক্য সকল পর্য্যালোচনা

পূর্ব্বক, আমার এই সকলই ঘটিবে, স্থির করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ঊনবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র অবাঙ্‌মুখ ও রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মলিন হইয়াছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ অণুমাত্র দুঃখিত না হইয়া কহিলেন, মহাবাহো! আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না। কালের গতিই এই; জীবের গতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। সৌম্য! আপনি অকাতরে আমাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন। কাকুৎস্থ! যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারে, তাহাদিগকে নরকস্থ হইতে হয়। মহারাজ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রণয় থাকে; এবং সেই হেতু যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার উচিত হয়, তাহা হইলে আপনি নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে আমাকে বধ করুন।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আহ্বান করাইয়া তাহাদিগকে নিজের প্রতিজ্ঞা ও দুর্ব্বাসার আগমন গোচর করাইলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মহাতেজা বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো মহাযশস্বিন্ রামচন্দ্র! আমি তোমার উপস্থিত ক্ষয় ও লক্ষ্মণের সহিত বিচ্ছেদ, পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়াছি। অতএব লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর। কালই প্রবল। তুমি প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিও না। প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে, ধর্ম্ম নষ্ট হইবে; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই দেবর্ষিগণসহিত সচরাচর ত্রিলোক সমস্তই লয় পাইবে। অতএব পুরুষশার্দ্দূল! তুমি আজ ত্রিলোকপালনের উপরোধে লক্ষ্মণের বিরহ সহ্য করিয়া জগৎ রক্ষা কর।

বশিষ্ঠের এই বাক্যে অন্যান্য মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণও

সকলেই মত দিলেন। তখন তাঁহাদিগের এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাম সভামধ্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; নতুবা ধর্ম্মহানি হয়। সাধু ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, বধ আর ত্যাগ, উভয়ই সমান।

রাম এই কথা বলিবামাত্র লক্ষ্মণ অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া, আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিলেন; নিজগৃহে আর গমন করিলেন না। তিনি ঐ স্থান হইতেই সরযূতীরে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আচমন পূর্ব্বক সর্ব্বদ্বার রোধ করিলেন; আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই রূপে নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক যোগাবলম্বী হইলে ইন্দ্রাদি দেব ও ঋষিগণ তাঁহার উপর পুষ্প বর্ষণ করিলেন। পরে দেবরাজ লোকের অদৃশ্যভাবে সেই মহাবলকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন বিষ্ণুর চতুর্থাংশ রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে স্বর্গে সমাগত দর্শন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন।

বিংশাধিকশততম সর্গ।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া রাম দুঃখশোকে কাতর হইয়া মন্ত্রি ও পুরোবাসীদিগকে কহিলেন, আজ আমি ধর্ম্মবৎসল বীর ভরতকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিব; তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া অভিষেকসামগ্রীর আয়োজন কর; লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও আজই সেই পথে গমন করিব।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাবর্গ মস্তকাবনমন পূর্ব্বক মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে

লাগিল। রঘবের বাক্য শুনিয়া ভরতও হতজ্ঞান হইলেন; এবং রাজত্বের নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি সত্যের দিব্য করিতেছি, রাজ্যের কথা কি, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গভোগেও ইচ্ছা করি না। রাজন্! আপনি কুমার কুশীলবকে অভিষেক করুন। কোশল রাজ্যে কুশ ও উত্তর রাজ্যে লব রাজা হউক। আর দ্রুতগামী দূতগণ শত্রুঘ্নের নিকট গমন করিয়া আমাদিগের গমনসংবাদ দান করুক; বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

ভরতের এই বাক্য শুনিয়া, এবং প্রজাদিগকে অধোমুখ ও দুঃখিত দেখিয়া, বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! দেখ, এই সমস্ত প্রজা ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইয়াছে। অতএব তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদিগের বাসনা পূর্ণ কর, ইহাদিগের অপ্রিয় করিও না।

বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রজাদিগকে উত্থাপন করিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদের কি ইষ্টসাধন করিব বল!

রামের বাক্য শুনিয়া প্রজাগণ কহিল, রাজন্! আপনি যে স্থানে গমন করিবেন, আমরাও সেই স্থানে আপনার অনুগমন করিব। যদি পৌরদিগের প্রতি আপনার প্রণয় ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে, অনুমতি করুন, আপনি যে পথে গমন করিতেছেন, আমরাও সেই সৎপথে গমন করিব। তপোবনই হউক, দুর্গম স্থানই হউক, নদীই হউক, আর সাগরই হউক, যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে, আপনি আমাদিগকে যে কোনস্থানেই লইয়া চলুন। রাজন্! ইহা হইলেই আমাদিগের পরম তুষ্টি জন্মিবে, আমরা এই-মাত্র বর প্রার্থনা করি! সর্বথা আপনার অনুগামী হইলেই আমাদিগের আনন্দ জন্মে।

পৌরদিগের ঈদৃশ দৃঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া রাম উত্তর করিলেন, তথাস্তু। অনন্তর তিনি স্বকর্তব্য পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কোশল দেশে কুশকে ও উত্তরদেশে লবকে অভিষেক করিলেন।

মহাত্মা মহাবীর কুশীলবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাঘব ক্রোড়ে করত প্রত্যেককে সহস্র রথ, অযুত হস্তী, অযুত অশ্ব, এবং বহু রত্ন ও ধন দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন।

এই রূপে কুমারদ্বয়কে অভিষেক করত স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

একবিংশাধিকশততম সর্গ।

দ্রুতগামী দূত সকল রামচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সত্বর মথুরায় গমন করিলেন; এবং পথিমধ্যে বিশ্রাম না করিয়া তিন দিবারাত্রে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নকে সমুদায় সম্বাদ নিবেদন করিল। লক্ষ্মণের পরিত্যাগ, রাঘবের প্রতিজ্ঞা ও পৌরানুগমন বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল, ধীমান্ রাম বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে কুশের জন্য কুশাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; লবের জন্যও শ্রাবস্তি নামে নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং মহারথ রাম ও ভরত অযোধ্যা জনশূন্য করিয়া স্বর্গ গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন; এই সমস্ত সংবাদ সত্বর নিবেদন করিয়া পরে দূতগণ বিশ্রাম করিল। এবং শত্রুঘ্নকে কহিল, মহারাজ সত্বর হউন।

ভীষণ কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্ন প্রজাবর্গ ও একজন পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। ভ্রাতৃদিগের সহিত তাঁহারও যে ক্ষয় হইবে তাহাও জানাইলেন। তদনন্তর রাজা শত্রুঘ্ন দুই পুত্রকে অভিষেক করিলেন। সুবাহু মথুরা রাজ্য লাভ করিলেন। এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজা হইলেন। শত্রুঘ্ন তথার সেনা ও ধন দুই ভ্রাতাকে সমান বিভাগ করিয়া দিলেন।

এই রূপে মথুরায় সুবাহুকে ও বিদিশায় শত্রুঘাতীকে স্থাপন করিয়া মহাবীর শত্রুঘ্ন একমাত্র রথারোহণে অযোধ্যায় গমন

করিলেন, এবং দেখিলেন, মহাত্মা রামচন্দ্র সূক্ষ্ম ক্ষৌম বসন পরিধান পূর্ব্বক অক্ষয় মুনিদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মপর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রয়তভাবে কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি আমার দুই পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছি; রাজন্! জানিবেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুগমন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বীর! আজ আপনি আমাকে আর অন্য আজ্ঞা করিবেন না। আমার ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা আপনার আদেশ লঙ্ঘিত না হয়, ইহাই আমার কামনা। তখন রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কহিলেন, তথাস্তু।

রাম এই কথা বলিবার অব্যবহিত পরেই বিস্তর কামরূপী বানর ও ঋক্ষ রাক্ষস সকল আসিতে লাগিল। দেব ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের ঔরসজাত বানরগণ রামের স্বর্গারোহণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে অগ্রে করিয়া সকলেই আগমন করিল। এবং কহিল, পুরুষোত্তম রামচন্দ্র! আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপর যমদণ্ড উদ্যত করিয়া নিপাতন করা হয়। এই সময় মহাবল সুগ্রীবও বিধিবৎ প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে নরেশ্বর! আমি অঙ্গদকে রাজ্য প্রদান করিয়া আগমন করিয়াছি; রাজন! জানিবেন, আপনার অনুগমন করা আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

বানরদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত মহাযশা রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কহিলেন, হে মহাবীর্য্যশালিন্! রাক্ষসরাজ বিভীষণ! যত দিন লোক থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচলিত থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কার রাজত্ব করিবে। আমি মিত্র বলিয়া তোমাকে

এই আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহাতে দ্বিরুক্তি করিও না। মহাবল রাক্ষসরাজ! আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের কুলদেবতা জগন্নাথের সেবা করিবে। ইনি দেবগণেরও নিয়ত আরাধনীয়।

তখন বিভীষণ যে আজ্ঞা বলিয়া রামের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। রাম বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, হনুমন্! তুমি ইতিপূর্ব্বে জীবিত থাকিবারই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; অতএব সে প্রতিজ্ঞা বিফল করিও না। হরীশ্বর! যত দিন সংসারে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, তুমি আমার আদেশক্রমে ততদিন আনন্দে ইহলোকে অবস্থিতি কর। হনুমান মহাত্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, যতদিন সংসারমধ্যে আপনার পুণ্যকথা প্রচলিত থাকিবে, আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক ততদিন জীবিত থাকিব।

হনুমানকে এই কথা কহিয়া রাম ব্রহ্মনন্দন বৃদ্ধ জাম্ববান এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, তোমরা কলির আগমনকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাক।

বিভীষণাদি পাঁচজনকে এই কথা কহিয়া রাম অপরাপর ঋক্ষ ও বানরদিগের সকলকেই কহিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর।

দ্বাবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ঐ রাত্রি প্রভাত হইলে পদ্মপলাশলোচন মহাযশা পৃথুলবক্ষা রামচন্দ্র পুরোহিতকে কহিলেন, দীপ্যমান অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় ছত্র সর্ব্বাগ্রে গমন করুক!

অনন্তর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রাস্থানিক বিধি অনুসারে নিখিল

ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ আবৃত্তি করিয়া উভয় হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্ব্বক সরযূ যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যোরন্যায় প্রভা ধারণ করত গমন করিতে লাগিলেন; পথে কোন স্থানে কোন কথাই কহিলেন না; কোন বস্তু বা বিষয় দর্শনাদিও করিলেন না, পাদুকাবিহীন পদে গমন করিতে কঙ্করাদি বেধনজনিত ক্লেশও গ্রাহ্য করিলেন না। রামের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী; বাম পার্শ্বে মূর্ত্তিমতী পৃথিবী ও পুরোভাগে সংহারশক্তি গমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ শর এবং আয়ত শরাসন ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামের অনুগামী হইল। ব্রাহ্মণমূর্ত্তিধারী বেদচতুষ্টয়, নিখিল জগদ্রক্ষণী গায়ত্রী, ওঙ্কার ও বষটকার, মূর্ত্তিমান হইয়া অনুগমন করিতে লাগিল। মহীদেব মহাত্মা ঋষিগণও রামের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকের উন্মুক্ত দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ, বৃদ্ধ, বালক ও দাসীগণ, ষণ্ডগণ, কিঙ্করগণ, রাজান্তঃপুরচারিণী স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারী ভরত ও শত্রুঘ্ন, সকলেই সর্ব্বলোকের অগ্নিহোত্র সহিত রামের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। মহামতি ব্রাহ্মণগণও সকলে স্ব স্ব অগ্নিহোত্র লইয়া, স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে মহামতি রামচন্দ্রের অনুগমন করিলেন। রাজভৃত্য ও মন্ত্রিবর্গও পুত্র, পশু, বান্ধবগণ ও অনুজীবিগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে রামের অনুগামী হইলেন।

রাম মহাপ্রস্থান করিলে, হৃষ্টপুষ্টজনসমাকীর্ণ প্রকৃতিবর্গ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই রূপে তাঁহার অনুগমন করিল। স্ত্রীপুত্র, দাসদাসী, পশুপক্ষী ও বান্ধবগণসমভিব্যাহারে রামের অনুগামী হইয়া তাহারা সর্ব্বদুঃখ পরিহার পূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বানরগণও স্নান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে সুমহৎ কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে রামের অনুগামী হইল।

তাহাদিগের মধ্যে কেহই কাতর, অথবা বিভ্রান্ত দুঃখিত দৃষ্ট হইল না; সকলেই হৃষ্ট; সকলেই প্রফুল্ল; সেই এক অতীব অদ্ভুত দৃশ্য হইয়া উঠিল। রামের মহাপ্রস্থান অবগত হইয়া জনপদ হইতে যে কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল, সেও তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র স্বর্গগমনার্থ তাঁহার অনুগামী হইল। ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ সকলেই একাগ্রমনে দৃঢ়ভক্তিসহকারে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নগরের অদৃষ্টিগোচর ভূত প্রেতাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রের অনুগামী হইল। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন প্রাণী তৎকালে কাকুৎস্থকে দর্শন করিল, সেই তাঁহার অনুগমন করিল। ঐ সময় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিসূক্ষ্ম প্রাণীও আর অযোধ্যায় রহিল না। তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণীও রামের অনুগামী হইল।

ত্রয়োবিংশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন পথ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র পশ্চাদ্বাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূ নদী দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ঘূর্ণিতাবর্ত্তা পুণ্যনদীর সর্ব্ব স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গারোহণোপযুক্ত স্থানে প্রজাগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যভূষণভূষিত মহামতি দেবগণে পরিবৃত হইয়া, শতকোটি দিব্য বিমান লইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন। দিব্যতেজপরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডল, স্বয়ংপ্রভ স্বর্গীয় কিরণচ্ছটায় অধিকতর দ্যোতিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সুগন্ধি সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, দেবগণপরিমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি স্থূলধারার ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। এবং শত শত তূর্য্য নিনাদিত

হইতে থাকিল। এই সময় রামচন্দ্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সমাকুল সরয্‌ সলিলে পাদচারে অবগাহন করিলেন। তখন পিতামহ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিষ্ণো! আসিতে আজ্ঞা হউক। প্রভো! আপনার জয় হউক। রাঘব! আজ সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আগমন করিতেছেন। দেব! দেবসঙ্কাশ ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে আপনি স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করুন। অথবা আপনার যে মূর্ত্তি ইচ্ছা হয়, সেই মূর্ত্তিই গ্রহণ করুন; সকল মূর্ত্তিই আপনার। আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করুন, অথবা ইচ্ছা হয় বিশুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করুন। দেব! আপনি সর্ব্বলোকের গতি; সহজ জ্ঞানশক্তি ভিন্ন আর কেহই আপনাকে জ্ঞাত নহে। আপনি অচিন্ত্যস্বরূপ অক্ষয় অজর মহাভূত।

পিতামহের বাক্য শ্রবণ করত মহামতি রাম বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া অনুজদ্বয়সমভিব্যাহারে স্বীয় বৈষ্ণব স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। তখন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়াতে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া দেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, ইন্দ্র, অগ্নি, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্‌সরোগণ, সুপর্ণগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ এবং রাক্ষসগণ, সাধু সাধু, বলিয়া বিষ্ণুরূপী দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। স্বর্গের সমস্ত অসুখ দূর হইল।

অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, সুব্রত! আপনি এই সমস্ত লোকদিগকে স্থান দান করুন। ইহারা সকলেই স্নেহনিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়াছে। ইহারা আমার ভক্ত, ভক্তিনিবন্ধনই স্ব স্ব শরীর ত্যাগ করিয়াছে, অত এব ইহাদিগের ইষ্টসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকগুরু বিভু ব্রহ্মা কহিলেন, ইহারা সকলেই একত্রিত হইয়া সন্তানকনামক লোকে গমন করিবে। যে কোন তির্য্যগ্‌যোনিগত জীব ভক্তিভাবে আপনাকেই ধ্যান করিয়া তনুত্যাগ করিবে, তাহারাই ব্রহ্ম-

লোকের নিম্নবর্ত্তী সর্ব্বগুণসম্পন্ন সন্তানকলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

পিতামহ এই কথা বলিবার পর, বানরগণ স্ব স্ব পূর্ব্ব যোনি প্রাপ্ত হইল, যে, যে দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইল। তন্মধ্যে সুগ্রীব দেবগণের সমক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে বানরগণ স্ব স্ব পিতৃস্বরূপতা লাভ করিল।

অনন্তর গোপ্রতারে সমবেত রামের অনুচরবর্গ সকলেই হর্ষজনিত অশ্রুভরে বিক্লব হইয়া, সরযূসলিলে অবগাহন করিতে আরম্ভ করিল। যে কেহ আনন্দিতচিত্তে সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, সেই মানুষদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল। তির্য্যক্‌যোনিগত প্রাণি সকলও সরযূজলে প্রাণত্যাগ করিয়া দিব্য সমুজ্জ্বলজ্যোতি দেবমূর্ত্তি ধারণ করত দীপ্তি পাইতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতই সরযূর সলিল সংস্পর্শে পাপশূন্য হইয়া দেবলোকে গমন করিল। ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগেরও যে কেহ সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, সেই সলিলে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে সমাগত লোকসমূহকে স্বর্গে স্থাপন করিয়া লোকগুরু বিষ্ণু হৃষ্টচিত্তে আনন্দিত দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রিদিবে গমন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশাধিকশততম সর্গ।

উত্তরকাণ্ড সহিত এতাবৎসংখ্যক সর্গাদি পরিমিত এই মুখ্য আখ্যানের নাম রামায়ণ; মহর্ষি বাল্মীকি এই আখ্যান প্রণয়ন করিয়াছেন।

যিনি এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই দেব বিষ্ণু উক্তরূপে পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই অবধি

স্বর্গে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ নিত্য আনন্দিতচিত্তে এই রামায়ণকাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, সৌভাগ্যজনক, বেদতুল্য, পাপনাশক রামায়ণ শ্রবণ করাইবেন। এই রামায়ণের একপাদমাত্র পাঠ করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র ও নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিবে; এবং পাপী সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে। নিত্য নিত্য রাশি রাশি পাপ করিয়া নিত্য নিত্য রামায়ণের একমাত্র শ্লোক পাঠ করিলে পাপীর কোন পাপই থাকিবে না। রামায়ণপাঠককে বস্ত্র, ধেনু ও হিরণ্য দান করিবে; পাঠক পরিতুষ্ট হইলে, সর্ব্বদেবতার তুষ্টি জন্মিবে। যে ব্যক্তি এই আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর রামায়ণ পাঠ করিবেন, তিনি পুত্রপৌত্রসমভিব্যাহারে ইহ ও পর উভয় লোকেই পূজিত হইবেন। গোধূলি সময়ে এবং মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও অপরাহ্নে যিনি ভক্তিসংকারে রামায়ণ পাঠ করেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হইবে না।

অযোধ্যানগরী বহুবর্ষ লোকশূন্য থাকিবে, পশ্চাৎ ঋষভনামক রাজা উহাতে পুনর্ব্বার প্রজা বাস করাইবেন।

ভবিষ্য বৃত্তান্ত উত্তরকাণ্ডসহিত আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকারক এই রামায়ণ নামক আখ্যানপ্রচেতার পুত্র মহর্ষি বাল্মীকি প্রণয়ন, পশ্চাৎ ব্রহ্মা অনুমোদন করিয়াছিলেন।

রামায়ণবিধান।

রামায়ণ শ্রবণ করিয়া চতুরশ্বযুক্ত, ক্ষৌমময় পতাকাবিভূষিত, বিবিধ রত্নখচিত, কিঙ্কিণীনাদিত সুবর্ণময় রথ দান করিবে। রথ দান করিয়া দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে। গাভী দান করিয়া এক শত অষ্টজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এইরূপ করিলে, এই মহাকাব্য রামায়ণ নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রামায়ণ শ্রবণ বিধি।

পবিত্র রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পাঠককে দক্ষিণাস্বরূপ সুবর্ণ, ধেনু, বস্ত্র ও ধন দান করিবে। তাঁহার দুই কর্ণে দুই কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গুলি প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে শয্যা, আসন, ছত্র, পাদুকা, কমণ্ডলু ও ভূমি এবং তাম্বুল ও লেহ্যপেয়াদি বিবিধ ভোক্ষ্য ভোজ্য, দান করিবে।

রামায়ণের এক অধ্যায় মাত্র শ্রবণ করিলেই মনুষ্য সহস্র অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রামায় ... করিয়াছে, তাহার প্রয়াগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী, এবং নৈমিষ ও কুরু-ক্ষেত্রাদি যা[কতী]য় পুণ্যারণ্যই ভ্রমণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে সুবর্ণভার দান করেন, আর যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই সমান। যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে রামকথা শ্রবণ করেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

যে ব্যক্তি বাল্মীকিবিরচিত এই আদি কাব্য রামায়ণ ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে অবশ্যই পুত্র, দারা ও সন্ততি বৃদ্ধি হইবে, এই কথা সত্য জানিয়া সকলেই ভক্তিভাবে রামায়ণ শ্রবণ করিবে।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও পবননন্দকে বারংবার নমস্কার করি।

যে যে স্থানে রঘুনাথের কথা হইবে, সেই সেই স্থানেই মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া, বাষ্পপরিপূর্ণ লোচনে রাক্ষসান্তক মারুতিকে নমস্কার করিবে।

রাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বিধাতা, রঘুনাথ, ত্রিলোকনাথ সীতানাথকে নমস্কার।

লোকের মঙ্গল, পাঠকের মঙ্গল, শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল ও রাজার মঙ্গল হউক।

সমাপ্ত।